বসুমতী-সাহিত্য-গ্রন্থশ্রেণী

কথাসরিৎ-সাগর

প্রথম খণ্ড

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ অনূদিত

॥ বসুমতী সাহিত্য মন্দির ॥
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

বসুমতী-সাহিত্য-গ্রন্থশ্রেণী

কথাসরিৎ-সাগর

(প্রথম খণ্ড)

বহু শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদক—সম্পাদক—প্রচারক

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনূদিত

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

॥ বসুমতী - সাহিত্য - মন্দির ॥

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট

কলিকাতা—১২

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

মূল্য—চার টাকা

শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক
বসুমতী প্রেস হইতে
মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সূচীপত্র

—:০:—

কথাপীঠ নামক প্রথম লম্বক

কথামুখ নামক দ্বিতীয় লম্বক

লাবানক নামক তৃতীয় লম্বক

নরবাহনদত্তের জন্ম নামক চতুর্থ লম্বক

চতুর্দ্দারিকা নামক পঞ্চম লম্বক

মদনমঞ্জুকা নামক ষষ্ঠ লম্বক

রত্নপ্রভা নামক সপ্তম লম্বক

সূর্য্যপ্রভা নামক অষ্টম লম্বক

অলঙ্কারবতী নামক নবম লম্বক

শক্তিযশা নামক দশম লম্বক

প্রথম ভাগের সূচীপত্র সমাপ্ত।

কথাসরিৎসাগর

—:(০):—

কথাপীঠ নামক প্রথম লম্বক

প্রথম তরঙ্গ

মঙ্গলাচরণ।

ভগবান্ শম্ভুর অঙ্কাসীনা পার্ব্বতীর কজ্জলাক্ত নয়নের দৃষ্টিপাতে কজ্জলবেষ্টিতের মত শোভমান নীলাভকণ্ঠ তোমাদের কল্যাণ-বিধান করুন। পার্ব্বতীর প্রতি প্রণয়বশেই মহাদেবের শ্রীমুখ হইতে এই কথামৃত নিঃসৃত হইয়াছিল। যাঁহারা এই কথার আলোচনা করেন, ভগবানের কৃপায় তাঁহাদের সমুদয় বিঘ্ন বিদূরিত ও ঐশ্বর্য্য করতলগত হয়, এবং ভূতলে অসীম পাণ্ডিত্য লাভ করেন। যাঁহার কৃপায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যাবৎ পদার্থ জীবের হৃদয়ে প্রতিভাত হয়, সেই বাগ্‌দেবতাকে প্রণাম করিয়া পৈশাচিকভাষায় নিবদ্ধ বৃহৎকথাগ্রন্থের সার সংগ্রহ পূর্ব্বক এই গ্রন্থ রচনা করিতেছি।

গ্রন্থাবয়ব লম্বকসমূহের অনুক্রমণিকা

কথাপীঠ, কথামুখ, লাবাণক, নরবাহনদত্তের জন্ম, চতুর্দ্দারিকা, মদনমঞ্চুকা, রত্নপ্রভা, সূর্য্যপ্রভা, অলঙ্কারবতী, শক্তিযশা, বেলা, শশাঙ্কবতী, মদিরাবতী, মহাভিষেক, পঞ্চলম্বক, সুরতমঞ্জরী, পদ্মাবতী ও বিষমশীল এই অষ্টাদশটি লম্বকে এই গ্রন্থ নিবদ্ধ হইল। মূল বৃহৎকথায় যেমন যেমন আছে। তাহার কোনই ব্যতিক্রম করি নাই, ভাষাই পৃথক্ হইয়াছে মাত্র।

কথারম্ভ

উত্তরদিকে হিমালয় নামে গিরিরাজ বিরাজ করিতেছেন। সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও বিদ্যাধরগণের আবাসভূমি সেই গিরিরাজের মহিমার কথা অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন; কেবল এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ভগবতী তাঁহার কন্যারূপে জন্মিয়াছিলেন।

উহার উত্তর-শৃঙ্গ কৈলাসপর্ব্বত নামে কথিত হইয়া শতযোজন পথ পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। সেই কৈলাসাচলে ভগবান্ মহাদেব পার্ব্বতীর সহিত অবস্থান করেন; সিদ্ধ, বিদ্যাধর ও প্রমথগণ তাঁহাদের অনুচর হইয়া সেবা করিয়া থাকেন।

একদিন পার্ব্বতী শঙ্করকে স্তবে তুষ্ট করিয়া প্রার্থনা জানাইলেন, প্রভো! যদি আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে এমন একটি কথা বলুন—যাহা নূতন ও মনোহর হয়।

ভগবান্ তাঁহাকে উত্তর দিলেন, দেবি! তুমি তো ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমুদয় জ্ঞাত আছ, তোমার কাছে কোন কথাই নূতন তো হইবে না, তবে যখন কথা শুনিতে আগ্রহ করিতেছ, সুতরাং কিছু বলি, শুন।

পার্ব্বতীর দাক্ষায়ণীজন্মের পরিচয়

দেবি! পূর্ব্বে তুমি দক্ষপ্রজাপতির ঔরসে জন্মিয়া আমার ভার্য্যা হইয়াছিলে। এক সময় তোমার পিতা এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাতে অন্যান্য জামাতাদের নিমন্ত্রণ করেন; কিন্তু আমাকে নিমন্ত্রণ করেন নাই। তাহতে তুমি পিতাকে আমার অনাহ্বানের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তর দেন, তোমার স্বামী নৃকপালধারী, শ্মশানবাসী, অতি জঘন্য, তাই তাহাকে ঐ সভায় ডাকি নাই।

তুমি পিতার মুখে আমার এই প্রকার নিন্দা শুনিয়া, পাপিষ্ঠ দক্ষ হইতে সম্ভূত দেহ রাখিব না ভাবিয়াই প্রাণত্যাগ করিয়াছিলে, তখন আমি ক্রোধবশে দক্ষের সেই যজ্ঞ পণ্ড করিয়া দিই। অনন্তর তুমি হিমালয়ের কন্যা পার্ব্বতী হইয়া জন্মিয়াছ। মনে কি পড়ে, আমি হিমালয়ে তপস্যায় বসিলে তোমার পিতা অতিথির পরিচর্য্যার

কারণে তোমাকে আমার কাছে রাখেন, সেই সময়ে তারকাসুরসংহার-বাসনায় দেবতারা আমার ঔরসে তারকঘাতী পুত্রের জন্য আমার কাছে মদনকে পাঠান। কাম আমাকে স্ববশে আনিবার উদ্যোগ করিবামাত্র আমি তাহাকে ভস্ম করিয়া দিই, তার পর তুমি উগ্র তপস্যা করিয়া আমাকে কিনিয়াছ।

এই তো তোমাকে আমার পূর্ব্ব-পত্নীভাবের কথা বলিলাম, আর কি বলিব।

ইহা শুনিয়া ভগবতীর সন্তোষ হইল না। তিনি ক্রোধ করিয়া বলিলেন, আপনি ধূর্ত্ত, আপনাকে এত অনুনয় করিলাম—তথাপি ভাল কথা বলিতেছেন না। আপনি মস্তকে গঙ্গা রমণীকে বহন করিতেছেন আর সন্ধ্যাদেবীকে প্রণাম করেন আপনার গুণ কি আমার জানিতে বাকি আছে?

অবতরণিকা

পুষ্পদন্তাদির প্রতি পার্ব্বতীর অভিশাপবিবরণ।

অতঃপর মহাদেব প্রণয়-কুপিতা পার্ব্বতীর সন্তোষের নিমিত্ত তাঁহার মনোমত আখ্যায়িকা বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আখ্যায়িকা বলিবার সময় সেই স্থানে কেহ না আসে, ইহা নন্দীকে বলিয়া দেন, কিন্তু পুষ্পদন্ত নামক এক গণাধিপ কুতূহলপরবশ হইয়া যোগবলে অলক্ষিতভাবে থাকিয়া মহাদেব-বর্ণিত সপ্তবিদ্যাধরগণের সমস্ত আখ্যায়িকাই শ্রবণ করিল।

পুষ্পদন্ত গোপনে আখ্যায়িকা শ্রবণ করিয়া এক-দিন স্বীয় প্রণয়িনী জয়ার নিকট সমস্ত ব্যক্ত করে, কেহই গোপ্য ও ধনের কথা পত্নীকে না বলিয়া থাকিতে পারে না! জয়া স্বামীর মুখে সুন্দর আখ্যা-য়িকা শ্রবণে বিস্মিত হইয়া তৎসমুদয় শৈলসুতার নিকট অবিকল বর্ণন করিল। গিরিজা জয়ার মুখে সেই সকল রহস্য-কথা শ্রবণ করিবামাত্র কোপের সহিত মহাদেবকে জানাইলেন,—দেব! আপনি যে আখ্যায়িকা বলিয়াছেন, তাহাতে তো কোনই অপূর্ব্ব নাই। কারণ, আমি জয়ার মুখে অদ্য সেই অবিকল আখ্যায়িকাই শ্রবণ করিলাম।

ভবানীর কথায় ভব অমনি যোগ-প্রভাবে সমস্ত ঘটনাই বিদিত হইয়া কহিলেন—দেবি! আমি সত্য বলিতেছি,—এই বৃত্তান্ত অন্য কাহারই জানিবার সম্ভাবনা নাই। আমি যোগবলে জানিলাম,—আমার কথা ব্যক্ত করিবার কালে একমাত্র পুষ্পদন্তই গোপনে উহা শুনিয়াছে এবং নিজের স্ত্রীর নিকট কাহারই বাক্‌সংযম থাকে না, সুতরাং সে তাহার প্রিয়ার নিকট প্রকাশ করিয়াছে।

ভবের কথায় ভবানী কুপিতা হইয়া পুষ্পদন্তকে এবং তাহার জন্য অনুনয়কারী মাল্যবান্‌কেও মানুষ হইবার নিমিত্ত অভিসম্পাত করিলেন। পুষ্পদন্ত শাপভয়ে ভীত হইয়া তাহার সহচর মাল্যবান্ ও প্রণয়িনী জয়া দেবীর সহিত ভগবতীর পাদপ্রান্তে পতিত হইল এবং শাপ-বিমোচনের জন্য তাঁহার নিকট অনেক অনুনয়-বিনয় করিল। গিরিদুহিতা সদয় হইয়া কহিলেন, সুপ্রতীক নামক জনৈক যক্ষ যক্ষপতি কুবেরের শাপে পিশাচত্ব প্রাপ্ত হইয়া কাণভূতি নামে বিখ্যাত হইয়া বিন্ধ্যাটবীতে অবস্থান করিতেছে। হে পুষ্পদন্ত তাহার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইলে পর যখন তুমি স্বীয় জাতিস্মরত্ব লাভ করিয়া এই বৃত্তান্ত তাহার নিকট প্রকাশ করিবে, তখন কথাবসানে তোমার ও কাণভূতির মুক্তি হইবে এবং ঐ সময়ে মাল্যবানেরও মুক্তিলাভ সুনিশ্চিত।

পার্ব্বতী এইরূপ শাপ ও শাপবিমুক্তির কথা বলিয়া যখন বিরত হইলেন, তখন সহসা সেই প্রমথদ্বয় বিদ্যুৎপুঞ্জের ন্যায় ক্ষণিক দৃশ্য হইয়া পর-ক্ষণেই অদৃশ্য হইয়া গেল। অনন্তর বহুদিন ও বহুবর্ষ অতীত হইল। শঙ্করী একদিন শঙ্করের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, নাথ! আমি যে দুইজন গণাধিপকে অভিসম্পাত করিয়াছিলাম, তাহারা এখন কোথায় গিয়া জন্মলাভ করিয়াছে? শঙ্কর কহিলেন, প্রিয়ে! ভূতলে কৌশাম্বী নামে এক প্রসিদ্ধ নগরী আছে। অভিশপ্ত পুষ্পদন্ত সম্প্রতি বররুচি নামে সেই স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আর তাহার সহচর মাল্যবান্ এখন সুপ্রতিষ্ঠিত নগরে অবস্থান পূর্ব্বক গুণাঢ্য নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

দ্বিতীয় তরঙ্গ

কাণভূতির বৃত্তান্ত।

দেবীর শাপে পুষ্পদন্ত মর্ত্ত্যে আসিয়া বররুচি নামে বিখ্যাত হইলেন। তাঁহার অপর এক নাম কাত্যায়ন। বররুচি পৃথিবীর বহুস্থান পরিভ্রমণ করিয়া বিদ্যার গৌরবে মগধাধিপতি নন্দরাজের সাচিব্য গ্রহণ করিলেন এবং বহুদিন রাজকার্য্য-পর্য্যালোচনায় নিতান্ত পরিশ্রান্ত বোধ করিয়া বিন্ধ্যবাসিনীর দর্শনার্থ বিন্ধ্যাচলে গমন করিলেন। তাঁহার আরাধনায় দেবী তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া

স্বপ্নযোগে তাঁহাকে বিন্ধ্যারণ্যের কাণভূতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আদেশ করেন। বররুচি কান্তার-পথে পরিভ্রমণ করিতে করিতে বহুদূর গিয়া দেখিলেন একটি বটবৃক্ষের তলে শত শত পিশাচ-পরিবৃত হইয়া কাণভূতি অবস্থান করিতেছে।

বররুচি দূর হইতে দেখিয়াই কাণভূতিকে চিনিতে পারিলেন। কাণভূতিও বররুচিকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার পাদবন্দনা করিলেন। উভয়ে পরস্পর মিলিত হইলে বররুচি বিস্ময়ের সহিত কাণভূতিকে কহিলেন, কাণভূতি! তোমার এ কি হইয়াছে, তুমি সদাচারসম্পন্ন থাকিয়াও কেন এরূপ অবস্থায় পড়িয়াছ?

কাণভূতি উত্তর করিল,—আপনি আমার এই যে অবস্থা-পরিবর্ত্তন দেখিতেছেন, ইহা কেমনে হইল, আমি কে, ইহা আমার জ্ঞান ছিল না। আমি পূর্ব্বে যখন উজ্জয়িনীর শ্মশানে বাস করিতাম, তখন একদিন ভগবান্ শঙ্করের মুখে যাহা শুনিয়াছিলাম ও যে কথা শুনিয়া আমার পূর্ব্বস্মৃতি ও এই অবস্থার জ্ঞান ঘটিয়াছে, তাহাই বলিতেছি। সেই দিন আমি সেই শ্মশানে থাকিয়া শুনিতে পাইলাম,—শঙ্করী অন্যান্য অনেক কথার পর শেষে শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেব! আমি যাহাকে অভিশাপ দিয়াছিলাম, সেই পুষ্পদন্ত আবার কবে আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবে?

শঙ্কর তখন আমাকে নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন,—দেবি! ঐ যে পিশাচকে দেখিতে পাইতেছ, ঐ পিশাচ পূর্ব্বে কুবেরের জনৈক অনুচর ছিল। স্থূলশিরা নামক এক নিশাচরের সহিত ইহার মিত্রতা হয়, এই অপরাধে যক্ষপতি ইহাকে অভিসম্পাত করেন,—"তুই বিন্ধ্যাটবীতে গিয়া পিশাচ হইয়া অবস্থান কর্।" এই অভিশাপ প্রদানের সময় ইহার ভ্রাতা দীর্ঘজঙ্ঘ সেই স্থানে উপস্থিত ছিল। সে ভ্রাতার শাপ-মোচনের জন্য যক্ষপতিকে অনেক অনুনয়-বিনয় করে। যক্ষপতি তাহার মিষ্টবাক্যে তুষ্ট হইয়া তাহাকে বলেন,—তোমার ভ্রাতা যখন শাপমুক্ত পুষ্পদন্তের নিকট বিস্তৃত বিবরণ শ্রবণ করিয়া নিজ সহচর মাল্যবানের নিকট তাহা প্রকাশ করিবে, তখন তাহাদের উভয়ের সহিতই তোমার ভ্রাতা শাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে। শঙ্কর পার্ব্বতীকে এই কথা কহিয়া বিরত হইলেন।

আমি শঙ্করের মুখে এইরূপ শাপমুক্তির কথা শুনিতে পাইয়া তদ্দণ্ডেই সে স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরমানন্দে এই বিন্ধ্যবনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। অদ্য বহু ভাগ্যফলে আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল।

কাণভূতির কথা শ্রবণে সুপ্তোত্থিতের ন্যায় বররুচির পূর্ব্বজন্ম-স্মরণ হইল। তিনি "সেই পুষ্পদন্তই আমি" এই বলিয়া তাহার নিকট সাত লক্ষ শ্লোক-গ্রথিত সাতটি বিস্মৃত মহাকথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন। কাণভূতি আনন্দের সহিত বলিল, দেব! আপনি সাক্ষাৎ রুদ্রের অবতার! আপনি ব্যতীত কে আর এরূপ বিস্তৃত কথা বিশদভাবে বিদিত হইতে পারে? আপনার প্রসাদেই অদ্য আমি শাপ হইতে প্রায় বিমুক্ত হইয়াছি। যাহা হউক, এখন আপনি আমার নিকট আপনার জন্মাবধি যে যে স্থানে যে যে ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি, আপনি প্রকাশ করিয়া বলুন।

বররুচির বৃত্তান্ত

বররুচি তখন কণভূতির নিকট সমগ্র আত্মবৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। কৌশাম্বী নগরে অগ্নিশিখ নামক জনৈক ব্রাহ্মণ, ভার্য্যা বসুদত্তার সহিত বাসকরিতেন। বসুদত্তা এক মুনিকন্যা; কিন্তু তিনি অভিশাপফলে ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মিয়াছিলেন, এই দ্বিজ-দম্পতীই আমার জনক-জননী! আমার পিতা-মাতার আমিই একমাত্র সন্তান। আমার শৈশবাবস্থায় পিতা পরলোকগমন করিলে জননী আমাকে অতি কষ্টে পালন করিতে লাগিলেন। একদিন ঘটনাক্রমে দুইজন অতিথি-ব্রাহ্মণ আমাদিগের গৃহে আসিলেন। অতিথিদ্বয় গৃহাগত হইবামাত্র অদূরে আমরা একটি মুরজের ধ্বনি শুনিতে পাইলাম। তখন আমার জননী আমাকে ডাকিয়া বলিলেন,—বৎস! এই বাদ্যধ্বনি শুনিয়া আমার মনে হয়, তোমার পিতার মিত্র ভবানন্দ নামক নটই নৃত্য করিতেছে। আমি বলিলাম,—মাতঃ! এই নৃত্য যাহারই দ্বারা অনুষ্ঠিত হউক, আমি দেখিয়া আসিয়া আপনার সম্মুখে উহা অবিকল দেখাইতে পারিব।

আমার কথা শুনিয়া অতিথিদ্বয় বিস্মিত হইলেন, কিন্তু আমার মাতা তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন, আপনারা এ বিষয়ে আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন না; আমার এই বালক পুত্র একবার যাহা শুনিতে পায়, তাহা অনায়াসেই হৃদয়ে ধারণা করিয়া রাখিতে পারে।

অতিথিদ্বয় এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত উৎফুল্ল হইলেন। তাঁহারা আমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য

একটি বৈদিক সূত্র আবৃত্তি করিলেন, আমিও তাঁহাদের মুখে যেরূপ শুনিলাম, সেইরূপই পাঠ করিলাম। ইহাতে অতিথিদ্বয় আনন্দিত হইয়া আমার সহিত নাট্য-দর্শন করিতে আগমন করিলেন। নাট্যদর্শনান্তে তাঁহাদের সহিত আমি গৃহে ফিরিয়া আসিয়া আমার জননীকে সমস্তই দর্শন করাইলাম। এই ব্যাপারে অতিথিদ্বয় আমাকে নিঃসন্দেহে শ্রুতিধর বলিয়া স্থির করিলেন।

তখন ঐ অতিথিদ্বয়ের মধ্যে একজন আমার জননীর চরণপ্রান্তে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন,—মাতঃ! বেতসনগরে দেবস্বামী ও করম্ভক নামে দুই সহোদর ছিলেন; আমরা তাঁহাদিগেরই পুত্র। আমার এই সহচরের নাম ইন্দ্রদত্ত এবং আমার নাম ব্যাড়ি। কিছুদিন হইল, আমাদিগের উভয়েরই পিতার পরলোকগমন হইয়াছে, আমাদিগের জননীদ্বয়ও পতিশোকে অধীর হইয়া অবিলম্বে দেহত্যাগ করিয়াছেন। পিতামাতার বিয়োগহেতু ধন থাকিতেও আমরা অনাথ হইলাম। তখন সমস্ত ত্যাগ করিয়া কেবল বিদ্যা উপার্জ্জনের জন্য আমরা একজন উপযুক্ত অধ্যাপকের উদ্দেশে দক্ষিণাপথের দিকে প্রস্থিত হইলাম। একদিন আমরা নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নাদেশে জানিতে পারিলাম,—পাটলিপুত্রনগরে বর্ষনামক জনৈক সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ আছেন, সেই স্থানে গিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেই আমরা সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইতে পারিব। স্বপ্নবাক্যে বিশ্বাস রাখিয়া পরদিন প্রত্যুষেই আমরা পাটলিপুত্র-নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলাম। তথায় গিয়া লোকমুখে শুনিতে পাইলাম—এখানে বর্ষ নামে এক মূর্খ ব্রাহ্মণ আছে। তখন আমরা কিঞ্চিৎ ভগ্নোৎসাহ হইলাম, আমাদিগের চিত্ত দোলায়মান হইলেও আমরা ফিরিলাম না। আমরা সেই ব্রাহ্মণের গৃহে গিয়া দেখিলাম,—ব্রাহ্মণ সমাধিমগ্ন হইয়া অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার পত্নী মূর্ত্তিমতী সতীর ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। আমরা সেই দম্পতীর চরণ-প্রান্তে প্রণত হইয়া সমুদয় আত্মবৃত্তান্ত নিবেদন করিলাম। আমাদিগের কথায় ব্রাহ্মণ কোনই উত্তর দিলেন না, কিন্তু তাঁহার পত্নী আমাদিগকে পুত্রজ্ঞানে সমস্ত কথাই বলিতে লাগিলেন।

তিনি কহিলেন,—এই নগরে শঙ্করস্বামী নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। আমার স্বামী এবং উপবর্ষ এই দুইজন তাঁহার পুত্র। আমার স্বামী মূর্খ ও দরিদ্র; কিন্তু ইঁহার ভ্রাতা এরূপ নহেন। তাঁহার বিদ্যাবৈভব সমস্তই ছিল। তিনি আমার স্বামীর লালন-পালন করিতে ত্রুটি করিতেন না। কিন্তু আমি ইহাতে সন্তুষ্ট ছিলাম না। আমি স্বামীকে এইরূপ পরের অন্নদাস হইতে দেখিয়া বিরক্তিবশে একদিন যথেষ্ট ভর্ৎসনা করি। স্বামী আমার ভর্ৎসনায় অত্যন্ত পরিতপ্ত হইয়া কার্ত্তিকেয়ের উদ্দেশে তপস্যা করিতে যাইলেন। কার্ত্তিক ঠাকুর সদয় হইয়া ইঁহাকে সমস্ত বিদ্যা দান করেন এবং পরিশেষে এইরূপ আদেশ করিয়া দেন যে, তুমি গৃহে গিয়া কোন শ্রুতিধর ব্রাহ্মণ শিষ্যকে এই সকল বিদ্যা অধ্যাপনা করাইবে, তাহাতে তোমার সকল অভাব ঘুচিবে।

আমার স্বামী গুরুর আদেশে হৃষ্টান্তঃকরণে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া সকল কথা আমার নিকট ব্যক্ত করিলেন এবং তদবধি এ যাবৎ এই স্থানে থাকিয়া কেবল ধ্যান-ধারণায় নিরত রহিয়াছেন। যদি তোমরা কোন শ্রুতিধর শিষ্য আনিতে পার, তাহা হইলে তোমাদিগেরও সর্ব্ববিষয়ে পারদর্শিতা-লাভ হইতে পারে।

অতিথিদ্বয় কহিলেন,—আমরা ব্রাহ্মণপত্নীর নিকট এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে শত স্বর্ণমুদ্রা প্রদান পূর্ব্বক সেই স্থান হইতে নির্গত হইলাম। পৃথিবীর বহু স্থান পরিভ্রমণ করিলাম, কিন্তু কোথাও কোন শ্রুতিধরের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল না; অবশেষে আমরা আপনার গৃহে উপস্থিত হইয়াছি। আপনার এই বালকটিকে আমরা শ্রুতিধর বলিয়া জানিতে পারিয়াছি, অতএব কৃপা করিয়া বিদ্যা-লাভার্থ আপনার এই বালকটিকে আমাদের সঙ্গে প্রেরণ করুন।

আমার মাতা বলিলেন,—এই বালক নিশ্চয়ই শ্রুতিধর, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই। আমার এই সন্তান যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন দৈববাণী হইয়াছিল, এই পুত্র শ্রুতিধর হইবে এবং পণ্ডিতবর বর্ষের নিকট সমস্ত বিদ্যা অধ্যয়ন করিবে এবং বররুচি নামে বিখ্যাত হইয়া সংসারে এক নূতন ব্যাকরণের প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইবে। আমি এইরূপ দৈববাণী শুনিয়া কোথায় সেই বর্ষ অধ্যাপক অবস্থান করিতেছেন, এত দিন ধরিয়া তাহাই চিন্তা করিতেছিলাম। কিন্তু আজ আমি তোমাদের মুখে সকল বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। এক্ষণে আমি অনুমতি করিতেছি, তোমরা স্বচ্ছন্দে তোমাদের এই ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া সেই স্থানে গমন কর।

আমার জননীর এই আদেশ পাইয়া সেই

অতিথিদ্বয় সন্তুষ্টমনে আমাকে সঙ্গে লইয়া উপাধ্যায়-বর বর্ষের ভবনে উপস্থিত হইলেন। উপাধ্যায় মহাশয় আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া পরম-পরিতোষ লাভ করিলেন। আমরা সে দিন সেই স্থানে থাকিলাম। পরদিবস পবিত্রস্থানে বসিয়া উপাধ্যায় মহাশয় আমাদিগকে সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করাইলেন। আমি একবার শ্রবণমাত্রেই সমস্ত ধারণা করিলাম। আমার সমভিব্যাহারী ইন্দ্রদত্ত ও ব্যাড়ি ইঁহাদিগের একজন দুইবারে এবং অন্যজন তিনবারে সমস্ত অবগত হইলেন। সেই দিন আমাদিগের মুখে অপূর্ব্ব বেদধ্বনি শুনিতে পাইয়া গ্রামের অধিবাসী ব্রাহ্মণগণ সকলেই বিস্মিত হইলেন এবং স্তুতিনতি দ্বারা আমাদিগের উপাধ্যায়কে পরিতুষ্ট করিলেন। সেই দিন হইতে আমাদিগের উপাধ্যায় মহাশয়ের মূর্খতাপবাদ ঘুচিয়া গেল এবং নানাবিধ ধনরত্নাদি দ্বারা তাঁহার গৃহ পরিপূর্ণ হইল। মগধাধিপতি নন্দরাজও কার্ত্তিকের অনুগ্রহে বর্ষের বিদ্যাবত্তা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার আর্থিক সাহায্য করিতে থাকিলেন।

তৃতীয় তরঙ্গ

পাটলিপুত্রনগরের উৎপত্তিবিবরণ

কাণভূতি একাগ্রমনে বররুচির কথা শুনিতে থাকিলে, বররুচি আবার কহিতে লাগিলেন, একদিন আমি ও আমার সতীর্থগণ বসিয়া আছি; গুরুদেবও সন্ধ্যাবন্দনা শেষ করিয়া আমাদিগের চতুষ্পাঠীতে আছেন; এই সময় আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, গুরুদেব! এই পাটলিপুত্রনগর কেমন করিয়া লক্ষ্মীসরস্বতীর নিবাসস্থান হইল?

গুরুদেব এই প্রশ্ন শুনিয়া আমাদিগের কৌতুহল চরিতার্থ করিবার জন্য বলিতে লাগিলেন,—বৎসগণ! তোমরা হয় তো শুনিয়া থাকিবে যে, মন্দাকিনীর অবতরণস্থলে কনখল নামে একটি পবিত্র তীর্থ আছে। এই তীর্থে থাকিয়া জনৈক দক্ষিণাপথবাসী ব্রাহ্মণ সস্ত্রীক তপস্যা করিতেন। ব্রাহ্মণের তিনটি পুত্র। ব্রাহ্মণ ও তদীয় ভার্য্যা কালবশে কালকবলে পতিত হইলে, তাঁহার পুত্রগণ বিদ্যালাভের জন্য রাজগৃহে গমন করিল। তথায় থাকিয়া তাহারা বিদ্যা-অধ্যয়নান্তে একবার তাহাদিগের জন্মভূমি দক্ষিণাপথ পরিদর্শনার্থ প্রস্থান করে। দক্ষিণাপথে উপস্থিত হইয়া সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী কোন এক নগরে ভোজক নামক এক ব্রাহ্মণের আলয়ে তাহারা আশ্রয় গ্রহণ করিল। তাঁহার বিষয়সম্পত্তি যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তিনটি কন্যা ব্যতীত উত্তরকালে সে সকল বিষয়-সম্পত্তি ভোগ করিবার আর কেহই ছিল না। তিনি আপন গৃহে তিনটি ব্রাহ্মণ-যুবককে পাইয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলেন এবং পরম যত্নের সহিত কিছুদিন তাহাদিগকে স্বভবনে বাস করাইয়া পরিশেষে নিজ কন্যা তিনটিকে তাহাদিগের করে সমর্পণ করিলেন। কন্যা-সম্প্রদানের সময় তিনি আপন বিষয়সম্পত্তি সমস্তই জামাতৃত্রয়কে যৌতুক দিলেন এবং শেষে স্বয়ং তপস্যার নিমিত্ত গঙ্গাতীর আশ্রয় করিলেন।

ব্রাহ্মণকুমারত্রয় সুখে স্বচ্ছন্দে শ্বশুরালয়ে বাস করিতে লাগিলেন; পতিপরায়ণা ললনাত্রয় পতি-দেবতার পাদপদ্ম-পূজায় মনোনিবেশ করিলেন। সংসারের সুখশান্তিসম্ভার সময় বুঝিয়া সকলই আসিয়া দেখা দিল। নবদম্পতিগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য চরমে উঠিল। কিন্তু হায়! সুখ কেহ কখন চিরদিন বান্ধিয়া রাখিতে পারে না। সুখের পর দুঃখ,—দুঃখের পর সুখ,—ইহাই সংসারের নিয়ম।

এক সময় ঐ স্থানে ঘোর দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। অন্নাভাবে চারিদিকে হাহাকার উঠিল, কতলোক নৃশংসের ন্যায়, আপন আপন স্ত্রীপুত্র ফেলিয়া দূর-দেশান্তরে চলিয়া গেল। এই দুর্দ্দিনে বিষয়-বৈভব থাকিতেও অনেকের আহার সংগ্রহ করা দায় হইয়া উঠিল।

তাহাদিগের স্বামী—সেই নৃশংসহৃদয় ব্রাহ্মণ-কুমারত্রয় এই দুঃসময়ে আহার্য্য সংগ্রহ করিতে না পারিয়া তাহাদিগকে অপার বিপদসাগরে ভাসাইয়া দিয়া কোথায় পলাইয়া গেল।

কিন্তু সতীর সহায় ভগবান্। অনাথের নাথ ঈশ্বর। করুণাময়ের করুণা সর্বত্রই বিরাজমান।

প্রমদাত্রয় পতি হারাইল,—ধনসম্পদে বঞ্চিত হইল, গৃহে আর থাকিতে পারিল না—অবশেষে পতিপাদপদ্ম চিন্তা করিতে করিতে সাহসে ভর করিয়া ক্ষুধার জ্বালায় গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িল। ক্রমে বহু পথ হাঁটিয়া অদূরে একটি লোকালয় দেখিতে পাইল। তাহারা লোকালয় দেখিতে পাইয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইল। তথায় রমণীত্রয় এক ভদ্র-গৃহস্থের গৃহে আশ্রয় লইল। গৃহস্বামী তাহাদিগকে শ্রান্ত-ক্লান্ত দেখিয়া পরম সমাদরে আপন গৃহে স্থান দিলেন।

গৃহস্বামীর নাম যজ্ঞদত্ত। যজ্ঞদত্ত আলাপ-

পরিচয়ে জানিতে পারিলেন,—গৃহাগত রমণীত্রয় তাঁহার পূর্ব্বমিত্র ভোজক ব্রাহ্মণের কন্যা। পরিচয় পাইয়া যজ্ঞদত্ত সেই রমণীত্রয়কে আপন কন্যার ন্যায় পালন করিতে লাগিলেন। কিন্তু পতি-বিরহে তাহাদের মনে সুখ-শান্তি নাই; তাহারা সততই পতিচিন্তায় ম্রিয়মাণ।

এই তিন জন রমণীর মধ্যে একজন গর্ভবতী ছিল। ক্রমে দিন পূর্ণ হইল। এই স্থানে থাকিয়া যথাসময়ে তাহার একটি পুত্রসন্তান হইল। প্রসবান্তে পুত্রমুখ দেখিয়া এত বিপদেও রমণীর চির-বিষণ্ণ মুখ কিঞ্চিৎ প্রফুল্ল হইল। পুত্রের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুত্রের প্রতি তিন রমণীরই স্নেহ-বাৎসল্য বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

একদিন গভীর নিশীথে রমণীত্রয় গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত; পশুপক্ষী জনমানব কোথাও কাহারও সাড়াশব্দ নাই, সমস্তই নিস্তব্ধ,—সমস্তই নীরব।

এই সময়ে গগনমার্গে হরপার্ব্বতী বিচরণ করিতেছিলেন; পার্ব্বতী হরকে ঐ রমণীত্রয়-মধ্যগত শিশুকে দেখাইয়া বলিলেন, প্রভো ঐ শিশুকে ঐশ্বর্য্যশালী করিয়া দিন—যাহাতে ঐ রমণীত্রয়ের দুঃখ দূর হয়। মহাদেব বলিলেন, এই শিশুর পূর্ব্বজন্মের ভার্য্যা এক্ষণে রাজা মহেন্দ্র-বর্ম্মার কন্যা পাটলী। এই দম্পতির পূর্ব্ব-তপস্যায় সন্তুষ্ট আছি, সেই পাটলীই ইহার ভার্য্যা হইবে। অনন্তর মহাদেব কৃপা করিয়া উঁহাদিগকে স্বপ্নে দেখা দিলেন।

নিদ্রানিমগ্ন রমণীত্রয় স্বপ্নযোগে দেখিতে পাইলেন,—তাঁহাদের সম্মুখে এক মহাপুরুষ দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, মাথায় জটা,—সর্ব্বাঙ্গ বিভূতিভূষিত,—ললাটফলকে সমুজ্জ্বল শশিকলা,—মুখমণ্ডলে সুদীর্ঘ শ্মশ্রুরাজি। এই কৈলাসধবল রম্যাকৃতি মহাপুরুষ যেন প্রশান্ত দৃষ্টিপাতে তাহাদিগের সকল দুঃখ-দৈন্য দূর করিয়া দিয়া কিঞ্চিৎ গম্ভীরস্বরে কহিলেন,—

হে রমণীত্রয়! আজ হইতে তোমাদিগের সকল ক্লেশের অবসান হইল। সংসারের দারুণ দুঃখ তোমাদিগকে আর ভোগ করিতে হইবে না। এই নব-প্রসূত পুত্র হইতে তোমাদিগের সকল দুঃখ দূর হইবে। এই পুত্র প্রত্যহ যখন নিদ্রা হইতে জাগরিত হইবে, তখন ইহার শয্যাপার্শ্বে একলক্ষ সুবর্ণমুদ্রা দেখিতে পাইবে। এইরূপে তোমাদিগের এই বালক পুত্রক নামে পরিচিত হইয়া ক্রমে বহু-সম্পত্তির অধীশ্বর হইবে ও ভূমণ্ডলের অদ্বিতীয় আধিপত্য লাভ করিবে এবং তোমাদিগেরও দুঃখদৈন্য দূর হইয়া যাইবে।

এই বলিয়া সেই স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরুষ অন্তর্হিত হইলেন। রমণীত্রয়েরও নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাঁহারা যুগপৎ হর্ষ ও বিস্ময়ে মগ্ন হইলেন এবং মনে মনে সেই অনাথনাথ ভূতনাথের চরণকমলে শরণ লইলেন।

ক্রমে রাত্রি অবসান হইল, সহসা উষা-সমাগমে শিশুর নিদ্রাভঙ্গ হইল। রমণীত্রয় শিশুর শয্যাপার্শ্বে সেই মহাপুরুষ-কথিত লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা দেখিতে পাইলেন। দুঃখ গেল,—সুখ আসিল। রমণীত্রয়ের মুখমণ্ডলে ঈষৎ আনন্দের হাসি দেখা দিল।

রমণীগণ সত্য সত্যই আনন্দিত হইলেন। আশৈশব পিতৃগৃহে সুখে লালিত হইয়া—অবশেষে কঠোর বিধির বিধানে রমণীর হৃদয়নিধি স্বামিধনে বঞ্চিত হইয়া—বহুদিন ভিখারিণীর ন্যায় পথে পথে ঘুরিয়াছেন এবং নিজেদের জীবনের ধ্রুবতারাস্বরূপ যে পুত্রটির মুখপানে চাহিয়া, এতদিন পরগৃহে বাস করিতেছিলেন, আজ সেই অনাথিনীগণের জীবনসর্ব্বস্ব অতুল সম্পদের অধিকারী, এই আনন্দ তাঁহাদের অন্তর থেকে ভাসিয়া উঠিল। আজ তাহারা বারবার সেই স্নেহের পুত্তাল পুত্রটিকে কোলে তুলিয়া তাঁহার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে অচিন্তনীয় প্রাক্তন যোগ বা তপস্যার ফলে সেই অনাথিনী রমণীত্রয়ের অনাথপুত্র বহু লোকের নাথ হইয়া পড়িল। মহাপুরুষের আদেশে পুত্রকের রাজ্য হইল,—ঐশ্বর্য্য হইল,—ধন হইল, পরিজন হইল,—রমণীত্রয়ের দুঃখ ঘুচিল। তাঁহারা রাজমাতা হইলেন। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের তরঙ্গ-লহরী ফুটিয়া উঠিল।

সেই স্থানে থাকিয়াই দৈবানুগ্রহে পুত্রক রাজা হইলেন। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ধন, জন, বল বাড়িতে লাগিল। তিনি সমস্ত অভাব পূর্ণ করিলেন। রাজ্যের প্রজা-সাধারণ সকলেই তাঁহার ব্যবহারে প্রীত হইল।

সবই হইল, কিন্তু একটির অভাব রহিল। সে অভাব,—রাজা পুত্রকের পিতা ও পিতৃব্যগণের অনুদ্দেশ। একদিন মাতৃগণের বিপৎকালের আশ্রয়-ভূত যজ্ঞদত্ত রাজা পুত্রককে গোপনে বলিলেন যে, রাজন্! আপনার পিতৃগণ দারুণ দুর্ভিক্ষের সময় নিরুদ্দেশ হইয়াছেন, আপনি তাঁহাদিগের অনুসন্ধান করুন। আমার মতে আপনি ব্রাহ্মণ-

দিগকে ধনদান করিবেন বলিয়া যদি চারিদিকে ঘোষণা প্রচার করেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ তৎশ্রবণে আপনার পিতা ও পিতৃব্যগণ এই স্থানে উপস্থিত হইতে পারেন। এ বিষয়ে আমি একটি গল্প বলি শুনুন—

পূর্ব্বে বারাণসীধামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার নাম ব্রহ্মদত্ত। ব্রহ্মদত্ত একদিন রাত্রিকালে সহসা আকাশপথবিহারী বিদ্যুৎপুঞ্জের ন্যায় শত শত রাজহংসমধ্যবর্ত্তী দুইটি সোনার হাঁস দেখিতে পাইলেন। হংস দুইটি দেখিয়া অবধি রাজার মন সর্ব্বদা তাহাদিগকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইল। কোনরূপ রাজকার্য্যে তাঁহার মন আদৌ নিবিষ্ট থাকিল না।

তিনি অনেক ভাবিয়া ও মন্ত্রীদের সহিত পরামর্শ করিয়া, অবশেষে একটি সুন্দর সরোবর নির্ম্মাণ করাইলেন। নানাজাতীয় পক্ষিকুল আসিয়া দলে দলে তাহাতে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিল। ক্রমে সেই সুবর্ণবর্ণ হংসযুগলও দলে মিশিয়া সেই সরোবর আশ্রয় করিল। ব্রহ্মদত্তের মনের বাসনা এইবার পূর্ণ হইল। তিনি অনেক দিন ধরিয়া যাহাদিগকে দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন, আজ তাহারা তাঁহার সরোবর-সলিলে স্বচ্ছন্দে বিহার করিতে লাগিল। তিনি আনন্দিত-মনে হংসযুগলের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সুবর্ণবর্ণ হংসদ্বয়ও অবিকল মানুষের ন্যায় কথা কহিয়া তাঁহাকে এই আত্মপরিচয় প্রদান করিল :—মহারাজ! আমরা পূর্ব্বে কাক ছিলাম, এক পবিত্র দেবালয়ে নৈবেদ্য উপলক্ষ্যে পরস্পর যুদ্ধ করিয়া প্রাণ হারাই, তাহারই ফলে এখন জাতিস্মর হংস হইয়াছি। রাজা ব্রহ্মদত্তের আশা পূর্ণ হইল। তিনি বিস্ময় ও আনন্দের স্রোতে ভাসিতে লাগিলেন।

অতএব রাজন্! আপনিও অর্থদানচ্ছলে আপনার পিতৃ-পিতৃব্যগণের সন্ধান করিতে উদ্যত হউন, ব্রহ্মদত্তের ন্যায় আপনারও বাসনা পূর্ণ হইবে। আপনার পিতৃগণ অবশ্যই এই স্থানে উপস্থিত হইবেন।

রাজা পুত্রক এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। রাজার ইঙ্গিতে চারিদিক্ হইতে দানযোগ্য প্রচুর দ্রব্যসামগ্রীতে রাজভবন পূর্ণ হইল। দূতমুখে দেশে দেশে দানের ঘোষণা প্রচার হইলে, দলে দলে ব্রাহ্মণগণ আসিয়া প্রচুর ধন পাইতে লাগিলেন। উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইতে বিলম্ব হইল না। দানপ্রার্থিগণের দলে মিশিয়া পুত্রকের অনুদ্দিষ্ট পিতৃগণও অবিলম্বে রাজভবনে আসিয়া দেখা দিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া যজ্ঞদত্তের মনে কেমন সন্দেহ হইল। তিনি তাঁহাদিগের পরিচয়ে জানিলেন,—ইঁহারাই রাজা পুত্রকের সেই অনুদ্দিষ্ট পিতৃগণ। তখন তিনি রাজা পুত্রকের নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করিলেন। তিনি সংবাদ পাইয়া আনন্দের সহিত সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পুত্রকের আশা পূর্ণ হইল। পিতা এবং পিতৃব্যগণ মহাসুখে রাজভবনে রাজভোগে দিন কাটাইতে লাগিলেন। পুত্রকের মাতা এবং মাতৃস্বস্গণও এইবার সুখের মুখ দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা বহুদিন ধরিয়া যে দারুণ পতিবিরহতাপে তাপিত হইতেছিলেন, আজ অকস্মাৎ পতিপাদপদ্ম-সন্দর্শনে তাঁহাদের সেই চিরসম্ভূত তাপ একেবারে দূরীভূত হইল। তাঁহারা মহানন্দে মগ্ন হইলেন।

কিন্তু মানুষের স্বভাব দুরপনেয়। আজন্ম যাহার যেরূপ স্বভাব থাকে, শত চেষ্টা বা শত প্রক্রিয়া করিলেও তাহার সে স্বভাব কখন একেবারে ঘুচিয় যায় না! পুত্রকের পিতা ও পিতৃব্যগণ আজন্ম দুঃস্বভাবান্বিত। চিরদিন তাহারা পরস্ত্রীদর্শনে কাতর ও পরের ধনে লোভী, তাই আজ তাহারা পুত্রকের অতুল বিষয়-বৈভব দেখিয়া লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না।

তাহাদের মনে দিন দিন রাজ্যলিপ্সা বলবতী হইতে লাগিল। কেমন করিয়া কি উপায়ে পুত্রকের এই বিশাল সাম্রাজ্য আমাদিগের হস্তগত হইবে, পাপ-প্রলোভনে পড়িয়া তাহারা রাত্রিদিন তাহারই সুযোগ-প্রতীক্ষায় রহিল। দুর্ব্বৃত্তগণ স্থির করিল, —কোন গুপ্তঘাতক দ্বারা পুত্রকের হত্যাসাধন করিয়া তাহারা তাঁহার রাজৈশ্বর্য্য আত্মসাৎ করিবে।

তাহারা সুযোগ বুঝিয়া একদিন নির্জ্জনে পুত্রকের নিকট বলিল,—বৎস! অদ্য পুণ্যতিথি। এই দিনে দেবী বিন্ধ্যবাসিনীর দর্শনে বড়ই পুণ্য হয়, অতএব চল, আজ আমরা দেবীর মন্দিরে গিয়া তাঁহার দর্শন লাভ করি। পুত্রক সম্মত হইলেন। নিজ পিতা ও পিতৃব্যের সহিত দেবীদর্শনে গমন করিবেন, সুতরাং অন্য লোকজন সঙ্গে লওয়া আবশ্যক মনে করিলেন না; সেই দিন একাকীই তাহাদের সহিত বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দির উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

অদূরে দেবীমন্দির। মন্দিরের চারিদিকে ঘন-সন্নিবিষ্ট তরুরাজি। তরুরাজির অধোভাগের অধিকাংশ স্থানই নিবিড় অন্ধকারপুঞ্জে পরিপূর্ণ।

নিকটে জনমানবের সঞ্চার নাই। স্থানপ্রভাবে নিতান্ত নির্ভীকহৃদয়েও সহসা কি যেন কোথা হইতে একটা ভয়ের ছায়া আসিয়া দেখা দেয়।

কিন্তু পুত্রকের অন্তঃকরণে ভয়ের লেশমাত্র নাই। তিনি ধীরে ধীরে মন্দিরদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পুত্রকের পিতা ও পিতৃব্যগণ কিঞ্চিদ্দূরে থাকিয়া বলিল,—বৎস! প্রথমে তুমিই মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেবীদর্শন কর। আমরা একটু বিলম্বে আসিতেছি। পুত্রক তাহাই করিলেন। তিনি দেবীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া যেমন দেবীকে প্রণাম করিতে যাইবেন, অমনি মন্দিরের একপার্শ্ব হইতে হঠাৎ কয়েকজন দস্যু বাহির হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইল। পুত্রক এই আকস্মিক ঘোর ঘটনায় কিঞ্চিৎ চমকিত হইলেন। কিন্তু তিনি ভয়ে আত্মহারা না হইয়া দস্যুদিগকে জিজ্ঞাসিলেন,—তোমরা কে? কেনই বা আমাকে হত্যা করিতে আসিয়াছ? দস্যুগণ উত্তর করিল,—আমরা দস্যু। তোমার পিতৃগণ আমাদিগকে অর্থ দ্বারা বাধ্য করিয়া তোমার বধের নিমিত্ত গোপনে এই স্থানে প্রেরণ করিয়াছে।

পুত্রক কহিলেন,—আচ্ছা, যদি অর্থের নিমিত্ত তোমরা আমাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়া থাক, তবে আমি তোমাদিগকে প্রচুর অর্থ দান করিতেছি, তোমরা আমাকে ছাড়িয়া দাও। দস্যুগণ সম্মত হইল। পুত্রক তাহাদিগকে নিজের গাত্র হইতে বহুমূল্য স্বর্ণালঙ্কার দান করিলেন। দস্যুগণ প্রচুর অর্থ পাইয়া সন্তুষ্টমনে তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক মন্দির হইতে প্রস্থান করিল। তাহারা যাইবার সময় পথিমধ্যে পুত্রকের পিতা ও পিতৃব্যগণকে সংবাদ দিয়া গেল,—আমরা পুত্রককে হত্যা করিয়া আসিয়াছি।

পুত্রকের দুর্বৃত্ত পিতৃগণ দস্যুগণের মুখে পুত্রকের হত্যাসংবাদ পাইয়া আনন্দিত হইল। তাহারা বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দিরের দিকে আর অগ্রসর না হইয়া মনে মনে কত কি সুখের কল্পনা করিতে করিতে একেবারে রাজধানীতে ফিরিয়া আসিল।

পুত্রক দস্যুগণের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া ঘটনাক্রমে পূর্ব্বেই রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়াছিলেন। দুর্বৃত্ত পিতৃগণ কিঞ্চিৎ বিলম্বে আসিয়া পৌঁছিল। বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দিরে যে ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, পুত্রকের মন্ত্রিগণের তাহা কর্ণগোচর হইল। পাপাত্মাদিগের পাপপিপাসা মিটিয়া গেল। তাহাদের সুখশান্তি চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইল। পুত্রকের মন্ত্রিগণ রাজদ্রোহ অপরাধে তাহাদিগকে প্রকাশ্য রাজপথে নিহত করিলেন।

পুত্রকের রাজ্য নিষ্কণ্টক হইল। কিন্তু সংসারের সুখশান্তি তাঁহার আর ভাল লাগিল না। তিনি আত্মীয়জনের এরূপ আচরণে সংসারের প্রতি বড়ই বিরক্ত হইলেন। তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হইল। তিনি সংসার ছাড়িয়া একাকী বিন্ধ্যাচলের কোন এক নিভৃত স্থান আশ্রয় করিলেন।

হঠাৎ একদিন দুই জন ভীমাকৃতি পুরুষ পরস্পর বাহুযুদ্ধ করিতে করিতে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসিলেন,—তোমরা কে? কেনই বা তোমরা পরস্পর যুদ্ধ করিতেছ? তাহারা উত্তর করিল,—মহাশয়! আমরা ময়দানবের পুত্র। আমাদিগের পৈতৃকধনের মধ্যে একটিমাত্র ভোজনপাত্র, একগাছি যষ্টি আর এই পাদুকাযুগল আছে। আমরা পরস্পর পণ করিয়াছি,—আমাদিগের দুই ভ্রাতার মধ্যে যে বাহুযুদ্ধ করিয়া জয়ী হইবে, সে-ই এই সকল লাভ করিবে।

পুত্রক দানবদ্বয়ের কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন,—তোমরা এই সামান্য ধনের জন্য কেন এরূপ ভীষণ যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়াছ? তাহারা উত্তর করিল,—মহাশয়! আমাদের এই ধন সামান্য ধন নয়। ইহার অনেক গুণ আছে। আপনি এই যে পাদুকা দুইটি দেখিতেছেন, ইহা একবার পাদদ্বয়ে পরিধান করিলে স্বচ্ছন্দে শূন্যমার্গে পরিভ্রমণ করিয়া গন্তব্যপথে গমন করা যায়। এই যে যষ্টিগাছটি দেখিতেছেন, ইহারও গুণ যথেষ্ট, ইহা দ্বারা একবার যাহা লিখিত হয়, তাহা তদ্দণ্ডেই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়, আর এই যে ভোজনপাত্রটি রহিয়াছে, ইহারও গুণ এই যে, ইহা হাতে করিয়া যে কোন খাদ্যবস্তু একবার চিন্তা করা যাইবে, তাহা তৎক্ষণাৎ ইহাতে পতিত হইবে।

রাজা পুত্রক দানবদ্বয়ের মুখে ঐ তিনটি জিনিসের এইরূপ অদ্ভুত গুণের কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন এবং উহার গুণ পরীক্ষা করিবার জন্য উৎসুক হইলেন। কিন্তু দানবদ্বয়ের সাক্ষাতে তাহাদের বস্তু কেমন করিয়া গ্রহণ করিবেন, এই ভাবিয়া তিনি একটি উপায় স্থির করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন,—আচ্ছা, তোমরা এক কাজ কর। তোমরা দুই জনেই এ স্থান হইতে বেগে দৌড়াইতে থাক, পরে এই ব্যাপারে

তোমাদের দুই জনের মধ্যে যাহার অধিক বল দেখিতে পাইব, সেই ভ্রাতাই এই পৈতৃক ধন ভোগ করিতে পাইবে।

মূঢ় দানবদ্বয় পুত্রকের কথা শুনিয়া কার্যাকার্য বিবেচনা না করিয়াই দুই জনে অতি বেগে দৌড়িতে লাগিল,—নিমিষের মধ্যে কোথায় কোন্ অদৃশ্য স্থানে চলিয়া গেল!

সুযোগ বুঝিয়া পুত্রক তাহাদের পাতুকা দুইটি পায়ে পরিলেন এবং অপর জিনিস দুইটি দুই হাতে তুলিয়া লইলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে পাতুকার গুণে তিনি আকাশে উঠিয়া নানা দেশ-দেশান্তরের উপর দিয়া ঘুরিতে লাগিলেন। ঘুরিয়া ঘুরিয়া হঠাৎ একটি চমৎকার পুরী দেখিলেন,—পুরীটি বড়ই মনোরম বলিয়া বোধ হওয়ায় তিনি সেই-খানে নামিলেন। কিন্তু নামিয়াই তাঁহার চিন্তা হইল,—কাহার আলয়ে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করি? বেশ্যালয়ে তো আশ্রয় লওয়া হইবে না, কারণ বেশ্যারা আমার পিতৃগণের মত ছলবঞ্চনায় সর্ব্বস্বান্ত করে। আর বণিকসজ্ঘ,—তাহাদের গৃহে গমন করাও উচিত নয়; কারণ, বণিক্‌জাতি ধনলোভী, ধনের জন্য তাহারা না করিতে পারে, এমন কাজ নাই। সুতরাং কোথায় যাইব?

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে অদূরে একটি জীর্ণ কুটীর দেখিতে পাইয়া ধীরে ধীরে তথায় গিয়া উপনীত হইলেন। কুটীরের অধিস্বামিনী একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক। পুত্রক স্থির করিলেন,—আমি এই বৃদ্ধাকে কিছু কিছু আর্থিক সাহায্য করিয়া ইহারই আশ্রয়ে কিছুদিন গোপনে বাস করিব। ফলে তাহাই হইল। অর্থ পাইয়া বৃদ্ধা তাঁহাকে যত্নের সহিত আপন কুটীরে আশ্রয় দিল। পুত্রক গুপ্তভাবে সেইখানেই রহিলেন।

এইভাবে অনেক দিন কাটিয়া গেল। একদিন বৃদ্ধা পুত্রককে ডাকিয়া বলিল,—বৎস, তোমার রূপটি দেখিয়া তোমাকে যেন কোন রাজা বা রাজকুমার বলিয়া আমার মনে হয় এবং ইহাও যেন বুঝা যায় যে, তোমার যোগ্য পত্নীও সংগ্রহ হয় নাই। সুতরাং এই কথা বলি যে, আমাদের এই রাজার একটি পরমাসুন্দরী কন্যা আছে। কন্যাটির নাম—পাটলী। পাটলী রূপে লক্ষ্মী,—গুণে সরস্বতী। তোমারই ভার্য্যা হইবার যোগ্য রমণী।

বৃদ্ধার এই কথা শুনিয়াই পুত্রকের মন চঞ্চল হইল। তিনি আর বৃদ্ধার শেষ কথায় মনোযোগ দিলেন না। রাজকন্যাকে দেখিবার জন্য তাঁহার মন ব্যগ্র হইয়া উঠিল। তিনি স্থির করিলেন,—অদ্য রাত্রিযোগেই রাজকন্যাকে দেখিতে হইবে।

দিন গেল। রাত্রি আসিল। পুত্রক পায়ে সেই পাতুকা পরিলেন। নিমিষে রাজান্তঃপুরে গিয়া উপনীত হইলেন।

রাত্রি গভীর হইয়াছে। রাজান্তঃপুরস্থ সকলেই ঘোর নিদ্রায় নিমগ্ন—যেন সকলেই অচেতন। উদ্যানস্থ পাখীটির পর্য্যন্তও সাড়াশব্দ নাই। সেই প্রকাণ্ড রাজভবন যেন নীরবতার মহারাজ্য।

পুত্রক নিঃশঙ্ক ও নিশ্চিন্ত। রাজতনয়ার দর্শন পাইবেন বলিয়া তাঁহার মনে কতই আনন্দ হইল। তখন তিনি রাজার অন্তঃপুরে বাতায়ন-পথে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। হঠাৎ পার্শ্বস্থ একটি কক্ষে দেখিতে পাইলেন,—কে যেন সেই কক্ষ আলো করিয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছে। পুত্রক মনে বুঝিলেন,—এই সেই রাজকুমারী। তিনি আশ্বস্ত হইলেন; ধীরে ধীরে কৌশলে সেই শয়নকক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তাঁহার ভাবনা হইল,—এই অনিন্দ্য-সুন্দরাকৃতি কোমলাঙ্গী রাজতনয়াকে কেমন করিয়া জাগাই এবং কেমন করিয়াই বা ইহার সহিত আলাপ-পরিচয় করি?

হঠাৎ অন্তঃপুরের অদূরে প্রহরিগণের সঙ্গীতধ্বনি উত্থিত হইল। পুত্রক সেই দিকে মন দিলেন এবং মন দিয়া এই সঙ্গীতটি শুনিতে লাগিলেন।

প্রহরিগণের সেই সঙ্গীতটির মর্ম্ম এই যে,—এ জগতে সেই যুবকই প্রকৃত সুখী ও তাহারই জন্ম সার্থক, যে নিদ্রানিমগ্ন যুবতীকে গাঢ় আলিঙ্গনে জাগাইয়া দেয়।

সঙ্গীতটি যেন বিধাতা তাহারই জন্য গান করাইলেন, এই ভাবিয়া পুত্রক আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিলেন না। তিনি রাজনন্দিনীকে গাঢ় আলিঙ্গন দিলেন। রাজনন্দিনীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন উভয়ের পরস্পর আলাপে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মিল। তখন সময় বুঝিয়া বিশ্বজয়ী মদনও আপন সম্মোহন-বাণে উভয়কে বিদ্ধ করিলেন। আর কালবিলম্ব হইল না। গন্ধর্ব্ববিধানে উভয়ের বিবাহবিধি সম্পন্ন হইল। প্রীতির প্রবাহ উথলিয়া উঠিল। কিন্তু সেই যামিনী আর বর্দ্ধিত হইল না, ক্রমে উষা আসিয়া দেখা দিল। দম্পতীর সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। অতি কষ্টের সহিত পুত্রক রাজতনয়ার

নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং সত্বর পাদুকা পরিয়া সেই বৃদ্ধার কুটীরে গিয়া আশ্রয় লইলেন।

মোহের মহিমা অঘটন-ঘটনায় পটু। মোহে পড়িয়া সকলকেই সকল কাজ করিতে বাধ্য হইতে হয়। মোহে মুগ্ধ হইয়াই পুত্রক প্রত্যহই রাত্রিকালে পাদুকাবলে রাজান্তঃপুরে গিয়া রাজতনয়ার সহিত সম্ভোগসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। আবার নিশাবসানে ফিরিয়া আসিয়া দিবাভাগে সেই বৃদ্ধার কুটীরে বাস করিতে লাগিলেন।

এই ভাবে অনেক দিন অতীত হইল, কিন্তু আগুন কখন কাপড়ে ঢাকিয়া রাখা যায় না। তাঁহাদের গুপ্ত প্রণয় ক্রমে ব্যক্ত হইয়া পড়িল। রাজতনয়ার প্রতি রক্ষিগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। একদিন রাত্রি-প্রভাতে রাজকুমারীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গে পুরুষসংসর্গের চিহ্ন দেখিয়া রক্ষিগণ সন্দিগ্ধমনে রাজার নিকট গিয়া তাহাদের সন্দেহের বিষয় নিবেদন করিল। রাজা কন্যার আচরণে বিরক্ত হইয়া এ বিষয়ের প্রকৃত তথ্য জানিবার জন্য সেই দিন একজন বিশ্বস্ত স্ত্রীলোক নিযুক্ত করিলেন।

ক্রমে সূর্য্য অস্তমিত হইল, সন্ধ্যা আসিল। নৈশ অন্ধকারে চারিদিক্ আচ্ছন্ন হইল। রক্ষিগণ আপন আপন স্থানে থাকিয়া কর্ত্তব্যপালনে নিরত হইল। এ দিকে রাজার নিযুক্ত বিশ্বস্ত স্ত্রীলোকটি রাজকন্যার শয়নের পূর্ব্বেই তাঁহার শয়নকক্ষে গিয়া গোপনে অবস্থান করিল। রাজকুমারী এ সংবাদ জানিতে পারিলেন না। যথাসময়ে পুত্রক পাদুকা-সাহায্যে রাজনন্দিনীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সহিত প্রেমালাপে রাত্রি যাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে দুই জনেই নিদ্রায় নিমগ্ন হইয়া পড়িলেন।

রাজার নিযুক্ত স্ত্রীলোকটি সমস্ত রাত্রি জাগিয়া ছিল। সে গোপনে সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া বাহির হইল এবং স্ত্রীলোকটি পূর্ব্ব হইতেই একটু অলক্তক সঙ্গে আনিয়াছিল, গৃহ হইতে বাহির হইবার সময় সে তাহার দ্বারা নিদ্রিত পুত্রকের বস্ত্রপ্রান্তে একটি চিহ্ন আঁকিয়া দিয়া আপন আবাসে প্রস্থান করিল।

রাত্রি প্রভাত হইল। নিদ্রাবসানে পুত্রক রাজপুত্রীর নিকট বিদায় লইয়া পাদুকাবলে আবার সেই বৃদ্ধার কুটীরে গিয়া প্রবেশ করিলেন। এ দিকে রাজবাড়ীতে মহা হুলস্থুল কাণ্ড। "চোর চোর" বলিয়া সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইল। রাজপুরুষেরা চোরের সন্ধানে চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। বহু চেষ্টায় এক জন রক্ষী চোরকে ধরিয়া ফেলিল। পূর্ব্বরাত্রে রাজনিযুক্ত স্ত্রীলোকটি পুত্রকের বস্ত্রপ্রান্তে যে অলক্তকবিন্দু আঁকিয়া দিয়াছিল, তাহারই নিদর্শনে তিনি এখন ধরা পড়িলেন এবং অবিলম্বে রাজসকাশে নীত হইলেন। পুত্রককে দেখিয়া রাজার আপাদ-মস্তক ক্রোধে জলিয়া উঠিল; এবং তিনি কন্যাদূষককে কঠোর শাস্তিদানে উদ্যত হইলেন, কিন্তু পুত্রক তাহাতে কিছুমাত্র ভীত হইলেন না। তিনি তাঁহার পাদুকাবলে সহসা শূন্যপথে প্রস্থান করিলেন। রাজা এবং রাজসভাস্থ সকলেই এহেন অদ্ভুত ব্যাপারে বিস্ময়ের সহিত চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। পুত্রক অল্পকাল মধ্যেই রাজনন্দিনীর গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, আমাদের গুপ্তপ্রণয় প্রকাশ হইয়াছে, আর এখানে থাকা ঘটিবে না। অতঃপর পুত্রক পাটলীকে কোলে উঠাইয়া পাদুকার সাহায্যে গঙ্গাতীরে গিয়া অবতরণ করিলেন। পুত্রক প্রণয়িনী রাজকুমারীর সহিত গঙ্গাতীরে থাকিয়া সেই ভোজনপাত্রের সাহায্যে আহারাদি নির্ব্বাহ করিলেন। আহারান্তে তিনি তাঁহার যষ্টিগাছটি হাতে লইয়া তদ্দ্বারা ভূতলে লিখিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই লিখনের মর্ম্ম এই যে,—এই পাটলীপুত্র রাজধানী এবং ইহার অন্তর্গত যে সকল প্রদেশাদি আছে, সৈন্যসামন্তাদির সহিত তৎসমস্তই অবিলম্বে আমার অধীন হউক। যষ্টির অপূর্ব্ব মহিমায় পুত্রকের লিখিত বিষয় অচিরে সিদ্ধ হইল, পুত্রক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া রাজনন্দিনী পাটলীর সহিত সুখে স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইতে লাগিলেন এবং তদবধি এই প্রদেশ পাটলীপুত্র নামে খ্যাত ও লক্ষ্মী-সরস্বতীর নিবাসস্থল হইল।

বররুচি কহিলেন,—গুরুদেব বর্ষ এই কথা কহিয়া বিরত হইলেন। আমরাও তাঁহার মুখে এই সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলাম!

চতুর্থ তরঙ্গ

যোগনন্দের উপাখ্যান।

বররুচি এই কথা বলিয়া বিন্ধ্যবাসী কাণভূতিকে প্রকৃত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন।

আমি এই প্রকারে ব্যাড়ি ও ইন্দ্রদত্তের সহিত গুরুকুলে বাস করিয়া বয়োবৃদ্ধিসহকারে ক্রমশঃ সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইলাম। একদিন আমরা সকলে ইন্দ্রোৎসব দর্শনের নিমিত্ত গুরুকুল হইতেকু

বহির্গত হইয়াছি, এমন সময়ে পথিমধ্যে অসামান্য-রূপলাবণ্যবতী এক কামিনীকে দেখিতে পাইলাম। তাহাকে দেখিয়া কৌতূহলবশতঃ আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—এই ভুবন-মোহিনী কামিনী কে? ইন্দ্রদত্ত কহিলেন,—ইনি উপবর্ষ-নন্দিনী উপকোশা। উপকোশাও সখীগণমুখে আমার পরিচয় অবগত হইয়া প্রণয়পূর্ণ-কটাক্ষপাতে আমার মনোহরণ পূর্ব্বক গৃহে গমন করিলেন। আমি সেই অনিন্দ্য-সুন্দরীর কটাক্ষপাতে বিমোহিত হইয়া তাঁহারই রূপ ধ্যান করত রাত্রিতে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে পারিলাম না। নিশাবসানে কিঞ্চিৎ নিদ্রার আবেশ হইবামাত্র স্বপ্নে দেখিলাম,—এক শুক্ল-বসনা নারী আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন,—পুত্র! তুমি যে রমণীর চিন্তায় মগ্ন আছ, তিনি তোমার পূর্ব্বভার্য্যা এই উপকোশা। তোমার গুণে মুগ্ধ হইয়া অন্যপতি ইচ্ছা করেন না, অতএব চিন্তা করিও না, আমি তোমার শরীর-বাসিনী সরস্বতী, তোমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া তোমাকে দর্শন দিলাম। এই বলিয়া তিনি অন্তর্হিতা হইলেন।

আমি নিদ্রাভঙ্গের পর স্বপ্নবৃত্তান্ত-স্মরণে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া ধীরে ধীরে প্রিয়তমার বাসভবনের উদ্দেশে চলিলাম। তথায় উপস্থিত হইয়া এক বালচ্যুত-তরুর ছায়ায় উপবিষ্ট হইয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে প্রিয়তমার সহচরী আসিয়া আমাকে বলিল,—আপনার প্রথম দর্শন অবধি আমদের প্রিয়সখী উপকোশা অনঙ্গতাপে তাপিত হইয়া কেবল আপনার চিন্তাতেই মগ্ন আছেন। এই কথা শুনিয়া আমার সন্তাপ দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। বলিলাম, কিন্তু গুরুজনের অনভিমতে কিরূপে আমাদিগের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে পারে? সদ্বংশজ ব্যক্তিদিগের পক্ষে অকীর্ত্তি অপেক্ষা মৃত্যুও শ্রেয়স্কর, অতএব যাহাতে তোমাদের সখীর অভিপ্রায় গুরুজনগণ অবগত হয়েন এবং যাহাতে আমাদের উভয়ের মঙ্গল হয়, তাহার কোন উপায়বিধান কর।

এই কথা শুনিয়া, সখী প্রিয়ার জননীর নিকটে গিয়া সকল নিবেদন করিল। তিনিও তাঁহার স্বামীর নিকট কন্যার অভিপ্রায় বর্ণন করিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতা বর্ষকে সকল বৃত্তান্ত বলিলেন। বর্ষ শুনিয়া তাঁহার প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন। অতঃপর সকলের সম্মতিক্রমে বিবাহ স্থিরীকৃত হইলে, ব্যাড়ি, উপাধ্যায় বর্ষের আদেশানুসারে কৌশাম্বীনগরী হইতে আমার জননীকে আনয়ন করিলেন। অনন্তর, উপবর্ষ যথাবিধি কন্যা সম্প্রদান করিলে, আমি প্রিয়তমা উপকোশাকে লইয়া জননীর সহিত তথায় সুখে বাস করিতে লাগিলাম।

কালক্রমে আমার গুরুদেব বর্ষের নিকট নানাদেশ হইতে অধ্যয়নার্থ বহু শিষ্যের সমাগম হইল। তাহাদিগের মধ্যে পাণিনি নামক একজন অতি নির্বোধ ছাত্র ছিলেন। তিনি বহু চেষ্টাতেও বিদ্যা উপার্জ্জনে কৃতকার্য হইতে না পারিয়া গুরুপত্নীর শুশ্রূষায় নিরত হইলেন। তিনি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,—বৎস! তুমি হিমাচলে গিয়া বিদ্যালাভার্থ শঙ্করের আরাধনা কর। তিনি প্রসন্ন হইলে তোমার সর্ব্ববিদ্যার স্ফূর্ত্তি হইবে। এই উপদেশ অনুসারে পাণিনি হিমাচলে গমন পূর্ব্বক কঠোর তপস্যা দ্বারা মহাদেবকে পরিতুষ্ট করিয়া তৎপ্রসাদে সর্ব্ববিদ্যার দ্বারস্বরূপ নুতন ব্যাকরণজ্ঞান লাভ করিলেন।

অনন্তর তিনি প্রত্যাগত হইয়া বিচারের নিমিত্ত আমাকে আহ্বান করিলেন। উভয়ে বাদ-প্রতিবাদ করিতে করিতে সপ্তাহ অতীত হইল। অষ্টম দিবসে পাণিনি পরাজিত হইলেন। এই সময়ে আকাশমার্গে ভগবান্ শঙ্করের ঘোর হুঙ্কারধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল এবং সেই হুঙ্কার-রবে আমার অভ্যস্ত ঐন্দ্রব্যাকরণ এককালে প্রনষ্ট হইয়া গেল, সুতরাং আমরা সকলেই পাণিনি কর্ত্তৃক পরাজিত হইলাম। এই পরাভব জন্য মনোদুঃখে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া আমি সংসার-নির্ব্বাহার্থ হিরণ্যগুপ্ত নামক বণিকের নিকট কিঞ্চিৎ ধন ন্যস্ত রাখিয়া, প্রিয়া উপকোশাকে সকল কথা প্রকাশ পূর্ব্বক যথোচিত সান্ত্বনা করিয়া শঙ্করের আরাধনার নিমিত্ত হিমাচলে গমন করিলাম।

প্রিয়া উপকোশা আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া নিয়ত গঙ্গাস্নানরতা ও ব্রতপরায়ণা হইয়া গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বসন্তকাল উপস্থিত হইলে একদিন বিরহতাপিতা প্রিয়া ত্রিতাপহারিণী জাহ্নবীর জলে অবগাহনার্থ গমন করিয়া বেশী বিলম্ব করিয়া ফেলেন, প্রায় সায়ংকালে বাটী ফিরিতেছেন, এমন সময়ে পথে রাজমন্ত্রী, রাজ-পুরোহিত এবং প্রধান বিচারপতির সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা সুন্দরী উপকোশাকে দেখিয়া মনোভাবের বশবর্ত্তী হইলেন। ঐ সময় প্রথমে রাজসচিব পথে উপস্থিত হইয়া বিনীতবাক্যে

কহিলেন, সুন্দরি! আমি তোমার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়াছি। অতএব, কৃপা করিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ কর।

পতিব্রতা উপকোশা এই আকস্মিক বিপৎপাত দেখিয়া প্রতিভাবলে উত্তর করিলেন, মহাশয়! আপনি যাহা প্রস্তাব করিতেছেন, তাহাতে আমার কিছুমাত্র অমত নাই, কিন্তু আমি কুলকামিনী, আমার পতি এক্ষণে বিদেশে আছেন, এ অবস্থায় যদি এখন কেহ আমাদিগকে দেখিতে পায়, তাহা হইলে উভয়েই অতিশয় লজ্জিত ও লাঞ্ছিত হইব। অতএব, আগামী বসন্তোৎসব-দিনে রাত্রির প্রথম প্রহরে আপনি আমার গৃহে আগমন করিবেন। সেদিন সকলেই উৎসবে ব্যস্ত থাকিবে, সুতরাং কেহই আমাদিগকে লক্ষ্য করিবে না। এই কথায় মন্ত্রী নিরস্ত হইলে কোনরূপে তাঁহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া যেমন তিনি কিছু দূর গমন করিতেছেন, অমনি রাজপুরোহিত পথিমধ্যে উপস্থিত হইয়া, অতি বিনীতভাবে নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। উপকোশা বুদ্ধিবলে তাঁহাকেও নিরস্ত করিয়া, উক্ত রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে আসিতে সঙ্কেত করিলেন। এইরূপে রাজপুরোহিতের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, কিয়দ্দূর গিয়াই বিচারপতি মহাশয়ের কবলে পতিত হইলেন, এবং তাঁহাকেও সেই রাত্রির তৃতীয় প্রহরে আসিতে সঙ্কেত করিয়া কোনরূপে অব্যাহতি পাইলেন।

পতিপরায়ণা উপকোশা এইরূপে প্রতিভাবলে সকলেরই দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করিলেন বটে, কিন্তু লজ্জায়, ভয়ে ও দুঃখে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া, অতিকষ্টে গৃহে আসিলেন এবং সখীদিগের নিকট সমস্ত বর্ণন করিয়া বলিলেন— সাধ্বী কুলস্ত্রীদিগের পতিসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া থাকা অপেক্ষা মরণই মঙ্গল। এইরূপে বিলাপ ও দুঃখ প্রকাশ পূর্ব্বক আমাকে স্মরণ করিয়া অনাহারে অতি কষ্টে রাত্রিযাপন করিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে দানার্থ কিঞ্চিত অর্থ আনিবার জন্য বণিক হিরণ্যগুপ্তের নিকট একজন দাসীকে পাঠাইলেন। হিরণ্যগুপ্ত সখী-মুখে উপকোশার এই প্রার্থনা শুনিয়া, সায়ংকালে স্বয়ং তদীয় ভবনে উপস্থিত হইয়া নির্জ্জনে তাঁহাকে বলিলেন, সুন্দরি! যদি তুমি আমার মনোরথ পূর্ণ কর, তাহা হইলে তোমার স্বামীর রক্ষিত ধন তোমাকে দিতে পারি। বণিকের এই অভিপ্রায় অবগত হইয়া তিনি মনে মনে নিতান্ত দুঃখিতা হইলেও পূর্ব্ববৎ তাঁহাকেও সেই চতুর্থ প্রহরে আসিতে সঙ্কেত করিলেন। বণিকবর রাত্রির এই অনুকূল সঙ্কেতবাক্য শ্রবণ করিয়া শুভসংমিলনের আশায় হৃষ্টান্তঃকরণে গৃহে গমন করিলেন।

অনন্তর, উপকোশার আদেশক্রমে সখীগণ সুগন্ধিতৈল-মিশ্রিত কজ্জল-রঞ্জিত চারিখণ্ড বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিল আর বহির্দ্দেশ হইতে দৃঢ়রূপে বদ্ধ করা যায়, এইরূপ একটি লৌহের খাঁচা আনাইয়া রাখিল। সায়ংকাল উপস্থিত হইলে রাজসচিব, বসন্তোৎসবের উপযুক্ত বেশভূষায় ভূষিত হইয়া সঙ্কেতানুসারে অলক্ষিতভাবে উপকোশার ভবনে উপস্থিত হইলেন। উপকোশা তাঁহাকে দেখিয়া অতিশয় হর্ষ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, আপনি স্নান করিয়া পবিত্র না হইলে, আমাকে স্পর্শ করিতে পাইবেন না। অতএব সত্বর অন্তঃপুরে প্রবেশ করুন, তথায় সখীগণ আপনাকে স্নান করাইয়া দিবে। অনন্তর সখীগণ অন্তঃপুরের এক অন্ধকারময় গৃহে তাঁহাকে লইয়া গেল এবং তাঁহার বস্ত্র ও আভরণাদি উন্মোচন করিয়া স্নানার্থ কজ্জল-রঞ্জিত সেই চেলখণ্ড পরিধান করিতে দিল। পরে সখীগণ পরম যত্নে মন্ত্রিবরের আপাদমস্তক সেই কজ্জলমিশ্রিত তৈল মাখাইতে আরম্ভ করিল।

এইরূপে প্রথম প্রহর অতীত হইলে, দ্বিতীয় প্রহরে রাজপুরোহিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিবামাত্র উপকোশা অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—আমার স্বামীর বন্ধু রাজপুরোহিত মহাশয় আসিয়াছেন; কি জন্য আসিয়াছেন, অবগত হইয়া আমি সত্বর আসিতেছি, আপনি এই মঞ্জুষামধ্যে লুক্কায়িতভাবে কিছুকাল অবস্থিতি করুন। এই বলিয়া মন্ত্রীকে সেই মঞ্জুষামধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া উহা বন্ধ করিয়া দিলেন। পুরোহিত মহাশয়কেও স্নান করাইবার ছলে, অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া বস্ত্র অলঙ্কার খুলিয়া লইয়া, কজ্জল-রঞ্জিত চেলখণ্ড পরাইয়া, সখীগণ যেমন সর্ব্বাঙ্গে কজ্জলযুক্ত তৈল মর্দ্দন করিতেছে, এমন সময়ে সঙ্কেতক্রমে তৃতীয় প্রহরে বিচারপতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমনেও পূর্ব্ববৎ ব্যস্ত হইয়া পুরোহিতকেও সেইরূপ নগ্ন অবস্থায় মঞ্জুষামধ্যে প্রবেশ করাইয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

অনন্তর, বিচারপতিকেও পূর্ব্ববৎ স্নান করাইবার ছলে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া, বস্ত্রখণ্ড পরাইয়া কজ্জলমিশ্রিত তৈল মাখাইতে মাখাইতে তৃতীয় প্রহর অতীত হইল। শেষ প্রহরে বণিক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমনেও নিরতিশয় ব্যস্ত হইয়া বিচারপতিকেও মঞ্জুষামধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া উহা বন্ধ করিয়া দিলেন। এইরূপে মন্ত্রী, পুরোহিত ও বিচারপতি, তিন জনে অন্ধতম নরকের ন্যায় সেই মঞ্জুষামধ্যে আবদ্ধ হইয়া ভয়ে ও লজ্জায় পরস্পর বাক্যালাপ করিতে পারিলেন না।

পরে উপকোশা, গৃহে দীপ জালিয়া, পরম সমাদর পূর্ব্বক বণিককে গৃহে প্রবেশ করাইয়া সপ্রণয় সম্ভাষণে বলিলেন—বণিকবর! আমার স্বামীর স্থাপিত ধন আমাকে প্রদান করুন। ধূর্ত্ত বণিক এই কথা শুনিয়া এখন আর গৃহে কেহ নাই দেখিয়া, স্পষ্টবাক্যে বলিল, আমি ত তোমাকে পুর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তুমি আমার অভিলাষ পূর্ণ করিলেই আমি তোমার স্বামীর রক্ষিত ধন তোমাকে অবশ্যই দিব। এই কথা শুনিয়া উপকোশা মঞ্জুষার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিতে লাগিলেন, হে মঞ্জুষাস্থ দেবগণ, আপনারা হিরণ্যগুপ্ত বণিকের বাক্য শ্রবণ করুন।

অনন্তর দীপ-নির্ব্বাণ করিয়া, তাঁহাকেও অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া সখীগণ কজ্জলতৈল মাখাইতে মাখাইতে রাত্রি প্রভাতপ্রায় দেখিয়া সেইরূপ নগ্ন অবস্থাতেই বলপূর্ব্বক তাঁহাকে বাটী হইতে বাহির করিয়া দিল। বণিকবর রাজপথে বাহির হইবামাত্র কুক্কুরগণ মহাশব্দ করিতে করিতে পশ্চাৎ ধাবমান হইল। তিনি লজ্জায় অধোবদন হইয়া অতি কষ্টে নিজ গৃহে গমন করিলেন। হায়! দুরাচারদিগের এইরূপ দুর্গতিই হইয়া থাকে।

প্রাতঃকালে উপকোশা সখীদিগের সহিত মহারাজ নন্দের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন —রাজন্! আমার স্বামী, হিরণ্যগুপ্ত বণিকের নিকট কিঞ্চিত ধন ন্যস্ত রাখিয়া বিদেশে গিয়াছেন, এখন আমার প্রয়োজন হওয়ায় বণিকের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, কিন্তু তিনি দিতে সম্মত হইতেছেন না। অতএব, মহারাজ! যাহাতে আমি স্বামীর রক্ষিত ধন-লাভে বঞ্চিত না হই, অনুগ্রহ করিয়া তাহার উপায় বিধান করুন।

রাজা উপকোশার এই কথা শুনিয়া স্বয়ং ইহার সত্যাসত্য পরীক্ষার নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ দূত দ্বারা বণিককে আনাইয়া বিশেষ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। বণিক বলিলেন, মহারাজ! আমার নিকট ইঁহার স্বামী কিছুমাত্র ধন ন্যস্ত রাখেন নাই, ইনি সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলিতেছেন। উপকোশা কহিলেন, মহারাজ! এ বিষয়ে গৃহদেবতারা আমার সাক্ষী আছেন। আমার স্বামী প্রবাসগমন সময়ে তাঁহাদিগকে মঞ্জুষামধ্যে স্থাপন করিয়া গৃহে রাখিয়া গিয়াছেন। মহারাজের আদেশে উহা আনীত হইলেই সকল সংশয় দূর হইবে।

রাজা তৎক্ষণাৎ মঞ্জুষা আনিবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন। অচিরেই বহু বাহক দ্বারা উহা সভামধ্যে আনীত হইল। তখন উপকোশা কহিলেন, হে মঞ্জুষাস্থ গৃহদেবগণ! আমার স্বামীর ন্যস্ত ধন সম্বন্ধে বণিক যাহা বলিয়াছিলেন, আপনারা সত্য করিয়া তাহা বলুন। মিথ্যা বলিলে, হয় আমি এই মঞ্জুষা দগ্ধ করিব, না হয় এই সভা-মধ্যে মঞ্জুষা উদ্ঘাটন করিয়া দেবমূর্ত্তির প্রকাশ করিয়া দিব। এই কথা শুনিয়া মঞ্জুষাস্থ পুরুষগণ সভয়ে উত্তর করিল, বণিক আমাদের সাক্ষাতে উপকোশার পতির ন্যস্ত ধন উহার নিকট আছে বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তখন বণিক নিরুত্তর হইয়া রাজাদেশে উপকোশার স্বামিরক্ষিত সমস্ত ধন দিতে বাধ্য হইলেন।

অনন্তর, রাজা কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া সেইখানেই মঞ্জুষা উদ্ঘাটন করিতে আদেশ দিলেন। অর্গল ভগ্ন করিয়া উহা উদ্ঘাটিত হইবামাত্র তন্মধ্যস্থিত প্রেতমূর্ত্তি পুরুষত্রয় অচিরেই সকলের দৃষ্টিগোচর হইল। অতিকষ্টে তাহাদিগকে কিছু কিছু চেনা যাইল এবং তাহাতে সকলে হাসিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে রাজাও নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, এই ঘটনার কারণ জানিতে চাহিলে, উপকোশা আমূলতঃ সকল বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। সভাস্থ সকলেই সৎস্বভাবা কুলরমণীদের চরিত্র অচিন্তনীয় বলিয়া সাধ্বী উপকোশার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রাজা পরম পরিতুষ্ট হইয়া উপকোশাকে ভগিনী বলিয়া সম্বোধন করিলেন এবং প্রীত হইয়া বহুতর ধন প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে গৃহে পাঠাইয়া দিলেন; আর মন্ত্রী, রাজপুরোহিত বিচারপতি ও বণিক এই কয় জন পারদারিকের সর্ব্বস্ব হরণ পূর্ব্বক রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বর্ষ, উপবর্ষ ও পুরবাসিগণ সকলেই অতিশয় বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন।

ইতিমধ্যে আমি অতি তীব্র তপস্যা দ্বারা ভগবান শম্ভুর আরাধনা করিয়া তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিলাম। তিনি প্রীত হইয়া বর দিলেন, বৎস! ইতিপূর্ব্বে—পাণিনি আমার নিকট যে নূতন ব্যাকরণ লাভ করিয়াছেন, তুমি তাহারই প্রচার কর। তাঁহার ইচ্ছানুরোধে আমি তাহাতেই সম্মত হইলাম। তখন তিনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে গৃহে যাইতে অনুমতি করিলেন। তাঁহার প্রসাদে অনতিবিলম্বেই নির্ব্বিঘ্নে গৃহে আসিলাম। তথায় জননী প্রভৃতি গুরুজনদিগকে যথাবিধানে অভিবাদন করিয়া উপকোশার এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত শুনিয়া অতীব বিস্মিত হইলাম।

অনন্তর গুরুদেব বর্ষ আমার প্রচারিত সেই নব ব্যাকরণ শুনিতে ইচ্ছা করিলে, আমার শিষ্য স্বামিকুমারের মুখ দিয়া উঁহার নিকটে তাহা বর্ণন করিলাম। তিনি শুনিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। এই সময়ে ব্যাড়ি ও ইন্দ্রদত্ত গুরু-দক্ষিণা দিবার জন্য তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করায়, তিনি কহিলেন, বৎসগণ! তোমাদিগের শুশ্রূষায় পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছি, তোমাদের অপর দক্ষিণা সংগ্রহের জন্য ক্লেশ করিবার প্রয়োজন নাই। তথাপি, তাঁহারা নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রকাশ করায়, গুরু রোষ করিয়া কহিলেন,—যদি একান্তই তোমাদের গুরু-দক্ষিণা দিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে কোটি সুবর্ণমুদ্রা প্রদান কর। ব্যাড়ি ও ইন্দ্রদত্ত তাহাতেই সম্মত হইয়া আমাকে বলিলেন, সখে! এস, আমরা গুরু-দক্ষিণা আহরণের নিমিত্ত মহারাজ নন্দের নিকট গমন করি। তিনি ভিন্ন অন্য ভূপতির নিকট এত মুদ্রা লাভের সম্ভাবনা নাই। কারণ, তিনি নব-নবতি কোটি সুবর্ণের অধিপতি। আর তিনি পূর্ব্বে উপকোশাকে ধর্ম্মভগিনী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, অতএব, রাজা তোমার শ্যালক হইলেন, এ সম্বন্ধসূত্রেও আমরা অবশ্যই অর্থলাভে কৃতকার্য্য হইতে পারিব।

এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া, আমরা সকলে অযোধ্যানগরে মহারাজ নন্দের শিবিরে উপস্থিত হইলাম। তথায় গিয়া শুনিলাম, এইমাত্র রাজার মৃত্যু হইয়াছে এবং সেই শোকে কাতর হইয়া নগরস্থ আবাল-বৃদ্ধ সকলেই হাহাকার করিতেছে। আমাদিগের মধ্যে ইন্দ্রদত্ত যোগবলে পরকায়ে প্রবেশ করিতে জানিতেন। তিনি কহিলেন, এখন আমাদের মনোরথসিদ্ধির একমাত্র উপায় আছে, যদি সত্বর হইয়া তাহা করিতে পারা যায়, তাহা হইলে আমাদের আগমন-পরিশ্রম ব্যর্থ হয় না। আমি যোগবলে রাজার মৃতশরীরমধ্যে প্রবেশ করি, রাজা জীবিত হইলে বররুচি প্রার্থী হইয়া তাঁহার নিকট আগমন করুন, তখন রাজশরীরে প্রবিষ্ট আমিই ইঁহাকে কোটি সুবর্ণ দিবার আদেশ করিব। আর আমার প্রত্যাগমনকাল পর্য্যন্ত ব্যাড়ি আমার শরীর রক্ষা করুন; এইরূপ হইলে অনায়াসেই আমাদের কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারিবে।

এই কথা বলিয়া ইন্দ্রদত্ত এক শূন্য দেবালয়ে নিজ দেহ রক্ষা করিয়া রাজশরীরে প্রবেশ করিবামাত্র রাজা জীবিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার জীবনলাভে নগরমধ্যে পুনর্ব্বার মহান্ আনন্দ-কোলাহল হইতে আরম্ভ হইল। ব্যাড়ি শূন্য দেবালয়ে ইন্দ্রদত্তের দেহ রক্ষা করিতে লাগিলেন।

আমি রাজভবনে উপস্থিত হইয়া যথাবিহিত আশীর্ব্বচন প্রয়োগ পূর্ব্বক গুরু-দক্ষিণার নিমিত্ত রাজার নিকট কোটি সুবর্ণমুদ্রা প্রার্থনা করিলাম। রাজা যোগনন্দ আমার প্রার্থনা শুনিয়া শকটার-নামক মন্ত্রীকে আদেশ করিলেন,—ঐ ব্রাহ্মণকে কোটি সুবর্ণমুদ্রা প্রদান কর। মন্ত্রী এই রাজাদেশ শ্রবণ করিয়া সন্দিগ্ধচিত্তে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, এ কি অদ্ভুত ব্যাপার! এই রাজার মৃত্যু হইল, পরক্ষণেই আবার তিনি জীবিত হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থী আসিয়া কোটি সুবর্ণ প্রার্থনা করিল, তৎক্ষণাৎ প্রার্থীর আশানুরূপ অর্থ দানের আদেশ হইল, ইহার মধ্যে অবশ্যই কোন গূঢ় রহস্য আছে! বুদ্ধিমানদিগের কিছুই অগোচর থাকে না। মন্ত্রি-প্রবর এই সকল আলোচনা করিয়া তীক্ষ্ণবুদ্ধিপ্রভাবে সকলই বুঝিতে পারিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, রাজপুত্র নিতান্ত বালক, এ সময়ে রাজার মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হইলে শত্রুগণ প্রবল হইয়া বিষম বিভ্রাট জন্মাইতে পারে, অতএব কিছুকাল এই অবস্থাতেই রাজদেহ রক্ষা করি। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া মন্ত্রী নগরমধ্যে যে সকল মৃতদেহ ছিল, অবিলম্বে সে সকল দগ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। মন্ত্রীর এই আদেশ প্রচারিত হইবামাত্র রাজদূতগণ তন্ন তন্নভাবে নগরের সকল স্থান অনুসন্ধান করিয়া সমুদায় মৃতদেহ ভস্মীভূত করিতে লাগিল। যে স্থানে ইন্দ্রদত্তের দেহ রক্ষিত ছিল, দূতগণ সেই শূন্য দেবালয়ে উপস্থিত হইয়া উহা আনিতে উদ্যত হইলে, ব্যাড়ি বিষম আপত্তি করিয়া কহিতে লাগিলেন, ইহা শবদেহ নহে, সমাধিমগ্ন ব্রাহ্মণের পবিত্র যোগদেহ, সাবধান,

তোমরা ইহা স্পর্শ করিও না। কিন্তু দূতগণ নিষেধ শুনিল না, উহা মৃতদেহ স্থির করিয়া বলপূর্ব্বক লইয়া গিয়া দগ্ধ করিয়া ফেলিল।

এ দিকে রাজা ব্রাহ্মণকে প্রতিশ্রুত কোটি সুবর্ণমুদ্রা দিবার জন্য মন্ত্রীকে ত্বরান্বিত করিতে লাগিলেন। মন্ত্রী কহিলেন, দেব! আপনার আরোগ্য-জনিত উৎসবে পরিজনগণ সকলেই ব্যস্ত আছেন, অতএব ব্রাহ্মণ ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আমি শীঘ্রই ইহাকে প্রার্থিত সমুদয় অর্থ দিতেছি। ইত্যবসরে ব্যাড়ি উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ ও ক্রন্দন করিতে করিতে রাজা যোগনন্দের সভায় উপস্থিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, রাজন্! মন্ত্রীর আদেশে দূতগণ যোগস্থিত জীবিত অনাথ ব্রাহ্মণকে শব বোধে দগ্ধ করিয়াছে। হায়! কি দুঃখের বিষয়, আপনার অধিকারে আজ ব্রহ্মহত্যা হইল! এই কথা শুনিয়া রাজা মনে মনে শোকার্ত্ত হইলেও বাহিরে কিছুই প্রকাশ করিতে পারিলেন না, শকটারের অবিমৃষ্যকারিতার জন্য তাঁহাকে বিস্তর নিন্দা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ইন্দ্রদত্তের দেহ বিনষ্ট হইয়া রাজা স্থিরীকৃত হইলে, মহামতি শকটার আমাকে কোটি সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করিলেন। রাজা যোগনন্দ একদিন গোপনে ব্যাড়িকে আহ্বান করিয়া দুঃখপ্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, হায় সখে! দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি ব্রাহ্মণ হইয়াও শূদ্র হইলাম। এই অকিঞ্চিৎকর ঐশ্বর্য্যলাভে আমার কিছুমাত্র সন্তোষ বোধ হইতেছে না। ব্যাড়ি এই কথা শুনিয়া আশ্বাসবাক্যে কহিলেন, ভাই, যা হইবার তাহা হইয়াছে, এখন আর ইহার প্রতিবিধানের কোন উপায় নাই। শকটার অতিশয় বুদ্ধিমান, তিনি তোমাকে জানিতে পারিয়াছেন। আমার বোধ হয়, মহামন্ত্রী শকটার স্বীয় বুদ্ধিবলে অচিরাৎ তোমাকে বিনষ্ট করিয়া পূর্ব্ব-নন্দরাজপুত্র চন্দ্রগুপ্তকে রাজা করিবেন। অতএব, তোমার অতিশয় সাবধান হইয়া থাকা কর্ত্তব্য, আমার বিবেচনায় তুমি অবিলম্বে বররুচিকে মন্ত্রিত্বপদ প্রদান কর, তাঁহার দিব্যপ্রভাবসম্পন্ন বুদ্ধির বলে তোমার রাজ্য স্থির থাকিবে।

এই কথা বলিয়া ব্যাড়ি গুরু-দক্ষিণা দিবার নিমিত্ত গমন করিলে, যোগনন্দ আমাকে লইয়া মন্ত্রিত্বে অভিষিক্ত করিলেন। আমি বলিলাম, রাজন্! শকটার স্বপদে থাকিতে আপনার রাজ্য নিরাপদ বলিয়া আমার বোধ হয় না। অতএব কৌশলক্রমে উহাকে বিনষ্ট করা কর্ত্তব্য। এই কথা শুনিয়া নরপতি যোগনন্দ, মন্ত্রী শকটার নিজে ব্রহ্মহত্যা করিয়াছেন, এই দোষ ঘোষণা করিয়া, সপুত্র শকটারকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিতে আদেশ করিলেন, এবং তাঁহাদের জীবন-ধারণের জন্য প্রতিদিন এক শরাবপরিমিত শক্তু ও এক শরাব জলমাত্র নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। শকটার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়া, জীবন সঙ্কটাপন্ন মনে করিয়া পুত্রদিগকে কহিলেন,—বৎসগণ! রাজা আমাদিগকে যে আহার দিতেছেন, তাহাতে সকলের কথা দূরে থাক, একজনমাত্র জীবন ধারণ করিতে পারিব কি না সন্দেহ। অতএব, তোমাদের মধ্যে যে এই দুরাচার যোগনন্দের বৈরিনির্য্যাতনে সমর্থ হইতে পারিবে, সেই ইহা ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ কর।

পুত্রেরা বলিল, পিতঃ! শত্রুতার প্রতিশোধ দেওয়া বুদ্ধিমানগিগের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর। আমাদিগের বিবেচনায় আপনিই এই দুরূহ কার্য্যসাধনের উপযুক্ত পাত্র, আপনার বুদ্ধিবল ব্যতীত আমরা কখনই ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিব না। অতএব আপনিই ইহা ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করুন। অনন্তর শকটার ভাবিতে লাগিলেন, প্রভুর মনোভাব না জানিয়া এবং বিশ্বাসপাত্র না হইয়া অধীনস্থ জনের স্বেচ্ছায় ব্যবহার করা যে কুফলদায়ক, তাহা আমাতেই জলন্ত দৃষ্টান্ত। এই ভাবিয়াও তিনি প্রতিহিংসাপরায়ণচিত্তে সেই অল্পমাত্র শক্তু ও জলপান করিয়া অতিকষ্টে কালযাপন করিতে লাগিলেন। পুত্রেরা অনাহারে তাঁহার সমক্ষেই একে একে জীবন পরিত্যাগ করিল। হায়! জিগীষুদিগের হৃদয় কি কঠিন!

রাজা যোগনন্দ বুদ্ধিবলে ক্রমে রাজ্যমধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। কিছুদিন পরে ব্যাড়ি গুরু-দক্ষিণা দিয়া যোগনন্দের নিকট প্রত্যাগত হইয়া বলিলেন, ভাই! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি স্বচ্ছন্দে দীর্ঘকাল রাজ্যসুখ অনুভব কর, আমি আর এখানে থাকিব না। অতঃপর আমি কোন নির্জ্জন স্থানে গিয়া তপস্যায় মনোনিবেশ পূর্ব্বক জীবনের অবশিষ্টভাগ অতিবাহিত করিবার মানস করিয়াছি। এই কথা শুনিয়া যোগনন্দ অতিশয় দুঃখিত হইয়া বাষ্পাকুললোচনে তাঁহাকে বলিলেন, আর্য্য! আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইবেন, আমার সহিত একত্রে থাকিয়া অশেষ ভোগসুখ উপভোগ পূর্ব্বক সুখে কালযাপন করুন। ব্যাড়ি কহিলেন,—ভাই! শরীর ক্ষণভঙ্গুর, সংসার অসার, ঐশ্বর্য্য চিরস্থায়ী নহে, এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কোন

বুদ্ধিমান ইহাতে অনুরক্ত হইয়া থাকে? অতএব তুমি আমাকে আর বাধা দিও না, এই বলিয়া তপস্যা করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া ব্যাড়ি প্রস্থান করিলেন। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিকে ঐশ্বর্য্য মুগ্ধ করিতে পারে না।

অনন্তর যোগনন্দ সৈন্য-সামন্তে পরিবৃত হইয়া স্বীয় রাজধানী পাটলীপুত্রনগরে আগমন করিলেন। আমিও সঙ্গে আসিলাম, তথায় আসিয়া প্রিয়া উপকোশার সহিত মিলিত হইয়া, জননী ও গুরুজনদিগের সহিত পরমসুখে কালযাপন. করিতে লাগিলাম। প্রতিদিন ভগবতী গঙ্গাদেবীর আরাধনা করিয়া বহুতর অর্থলাভ করিতে লাগিলাম এবং সরস্বতী মূর্ত্তিমতী হইয়া আমাকে কর্ত্তব্যকর্ম্মের উপদেশ দিতে লাগিলেন।

পঞ্চম তরঙ্গ

যোগনন্দের নিধন-বৃত্তান্ত।

হঠাৎ অতুল ঐশ্বর্য্যলাভ হইলে সকলেরই চিত্তবিভ্রম উপস্থিত হয়। কালক্রমে রাজা যোগনন্দও ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া ব্যসনাসক্ত ও নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিলেন। রাজার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম,—এই দুর্ব্বুদ্ধি রাজার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া আমি কেন বৃথা স্বধর্ম্ম নষ্ট করি? যদি এই সময়ে মন্ত্রী শকটারকে কারামুক্ত করিতে পারি, তাহা হইলে তিনি আমার সহায় হইয়া অনায়াসে সমস্ত রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারিবেন। এরূপ হইলে আমার ধর্ম্মনাশের সম্ভাবনা থাকিবে না, আর আমি উপস্থিত থাকিতে তিনিও রাজার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবেন না। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া আমি কৌশল করিয়া রাজার অনুমতি লইলাম ও সেই অন্ধকারময় কারাগার হইতে শকটারকে উদ্ধার করিলাম। ব্রাহ্মণের হৃদয় স্বভাবতঃই দয়াপ্রবণ। শকটারের প্রতি যোগনন্দের দয়া হইল। তিনি পুনর্ব্বার মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমার মতানুসারে সমস্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়ে প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি বলবতী থাকিলেও আমি থাকিতে রাজাকে পরাভব করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া; তিনি বেতসবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক কাল প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। অনন্তর, একদিন রাজা যোগনন্দ নগর হইতে বহির্গত হইয়া গঙ্গাতীরে ভ্রমণ করিতে করিতে জল হইতে উত্থিত পঞ্চ অঙ্গুলীবিশিষ্ট একখানি হস্ত দেখিতে পাইলেন। তাহা দেখিয়া কৌতূহলবশতঃ আমাকে উহা দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ইহার কারণ কি? আমি সেই হস্তের দিকে স্বীয় অঙ্গুলীদ্বয় দেখাইবামাত্র উহা অন্তর্হিত হইয়া গেল। ইহা দেখিয়া রাজা অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া পুনর্ব্বার আমাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি কহিলাম, রাজন্! হস্ত স্বীয় পঞ্চাঙ্গুলী দেখাইয়া এই সঙ্কেত করিল যে, এই জগতে পাঁচজনে মিলিয়া কোন্ কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে না পারে? আমি স্বীয় অঙ্গুলীদ্বয় দেখাইয়া তাহার এই উত্তর দিলাম যে, যদি দুইজনে একমতাবলম্বী হয়, তবে তাহাদেরও কিছুই অসাধ্য থাকে না। আমার এই উত্তর শুনিয়া রাজা পরম সন্তোষলাভ করিলেন। কিন্তু শকটার আমার বুদ্ধিপ্রভাব অবলোকন করিয়া অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন।

কিছুদিন পরে একদা রাজা দেখিলেন, রাজমহিষী বাতায়ন হইতে মুখ বাহির করিয়া এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের সহিত কথা কহিতেছেন। ইহাতে তিনি ক্রোধের বশীভূত হইয়া ব্রাহ্মণের বধদণ্ডের আদেশ দিলেন। ঘাতকেরা ব্রাহ্মণকে বধ্যভূমিতে লইয়া গেল—রাজাও স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, বধ্যভূমির অদূরে এক মৎসবিক্রয়ীর বিপণিতে একটি মৃত মৎস্য হাস্য করিতেছে। তদ্দর্শনে রাজা অতিশয় বিস্মিত হইয়া, ব্রাহ্মণের বধ স্থগিত রাখিয়া আমাকে আহ্বান পূর্ব্বক এই মৎস্য-হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, মহারাজ, বিবেচনা করিয়া ইহার উত্তর দিব। এই বলিয়া আমি নির্জ্জনস্থানে গমন পূর্ব্বক আমার অভীষ্টদেবী সরস্বতীর আরাধনায় মনোনিবেশ করিলাম। ক্ষণকাল পরেই তিনি উপস্থিত হইয়া আমাকে বলিলেন, বৎস! অদ্য রজনীতে তুমি অলক্ষিতভাবে এই তালতরুর পশ্চাদ্‌ভাগে অবস্থিতি করিলে মৎস্য-হাস্যের কারণ অবগত হইতে পারিবে। ইহা শুনিয়া আমি রাত্রিতে সেই তালতরুর পশ্চাদ্‌ভাগে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া দেখিলাম, এক ভয়ঙ্করী নিশাচরী কতকগুলি শিশুসন্তানের সহিত তথায় উপস্থিত হইল। শিশুগণ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বারম্বার তাহার নিকট খাদ্য প্রার্থনা করায় সে কহিল, বৎসগণ! অপেক্ষা কর, প্রাতঃকালেই তোমাদিগকে বিপ্রমাংস খাইতে দিব। আজ সে হত হয় নাই। তখন বালকেরা জিজ্ঞাসা করিল, মা! কেন আজ সে হত হয় নাই? রাক্ষসী কহিল, তাহাকে দেখিয়া একটা মৃত মৎস্য হাসিয়াছিল, ইহাই তাহার কারণ। বালকেরা জিজ্ঞাসিল, আচ্ছা মা! মৎস্য হাসিল কেন? রাক্ষসী বলিল, রাজার মহিষীগণ অন্তঃপুরে নাই,

পুরুষগণ স্ত্রীবেশ ধারণ পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছে। বিনা অপরাধে এই ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ড হইতেছে দেখিয়া মৎস্য হাস্য করিয়াছিল।

এই কথা শুনিয়া আমি গৃহে প্রতিগমন করিলাম এবং প্রাতঃকালেই রাজার নিকট মৎস্য-হাস্যের কারণ সবিস্তার বর্ণন করিলাম। রাজা এই বৃত্তান্ত শুনিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিলেন, যথার্থই পুরুষগণ স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া আছে। দেখিয়া আমাকে যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন এবং ব্রাহ্মণকে বধদণ্ড হইতে অব্যাহতি দিলেন। রাজার এইরূপ আচরণ দেখিয়া আমি অতিশয় দুঃখিত হইলাম। এই সময়ে একজন নূতন চিত্রকর রাজা ও রাণীর প্রতিকৃতি চিত্রিত করিয়া আনিল। ঐ প্রতিকৃতি এমন সুন্দর চিত্রিত করিয়াছিল যে, দেখিলে সজীব বলিয়া ভ্রম জন্মে। রাজা পরম পরিতুষ্ট হইয়া চিত্রকরকে যথেষ্ট পারিতোষিক দানে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন এবং চিত্রপটখানি বাসগৃহের ভিত্তিতে স্থাপিত করিতে আজ্ঞা দিলেন।

অতঃপর একদিন আমি রাজার বাসভবনে প্রবিষ্ট হইলে চিত্রখানি আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। দেখিলাম, মহাদেবীর প্রতিকৃতিটি যেন সম্পূর্ণ লক্ষণবিশিষ্ট হয় নাই। তখন প্রতিভাবলে দেহলক্ষণ পর্য্যালোচনা করিয়া তদীয় মেখলা-স্থানে একটি তিল-চিহ্ন বিন্যস্ত করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। কিছুকাল পরে রাজা যোগনন্দ গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক মহাদেবীর চিত্রে অভিনববিন্যস্ত তিল-চিহ্ন দেখিয়া অন্তঃপুরচারীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কে এই তিল-চিহ্ন দিয়াছে? তাহারা আমার নাম নির্দ্দেশ করিল।

রাজা ভাবিতে লাগিলেন, দেবীর গুপ্তপ্রদেশের এই চিহ্ন আমি ভিন্ন অপর কাহারও জানিবার সম্ভাবনা নাই, মন্ত্রী কিরূপে ইহা অবগত হইলেন? নিশ্চয়ই ইনি প্রচ্ছন্নভাবে অন্তঃপুরে আসিয়া অন্তঃপুরিকাদিগকে দূষিত করিয়াছেন। তাহা না হইলে অন্তঃপুরে যে পুরুষগণ স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া আছে, তাহাই বা ইনি কিরূপে জানিতে পারিলেন? এই সকল আলোচনা করিয়া রাজার ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

তিনি মন্ত্রী শকটারকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিলেন, অবিলম্বে এই দুরাচার বররুচির প্রাণবধ কর। শকটার যে আজ্ঞা মহারাজ! বলিয়া তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, বররুচি দিব্য-প্রভাবসম্পন্ন, তাঁহাকে বধ করা অনায়াসসাধ্য নহে। বিশেষতঃ তিনি ব্রাহ্মণ, আমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, এরূপ স্থলে এখন ইঁহাকে গুপ্তভাবে রক্ষা করাই কর্ত্তব্য।

এই ভাবিয়া তিনি আমাকে আসিয়া বলিলেন, রাজা অকারণ আপনার উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার প্রাণবধের আদেশ করিয়াছেন। এই বিপৎপাত হইতে আপনার রক্ষার নিমিত্ত আমি এক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি। আপনি আপাততঃ প্রচ্ছন্নভাবে আমার ভবনে অবস্থিতি করুন এবং আমি অপর এক ব্যক্তিকে বধ করিয়া আপনার বধ-ঘোষণা করি, ইহা ব্যতীত রাজরোষ হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার অন্য উপায় দেখিতেছি না। এই কথা শুনিয়া আমি শকটারের গৃহে লুক্কায়িতভাবে রহিলাম। রাত্রিযোগে শকটার অপর এক ব্যক্তিকে বধ করিয়া আমাকে বধ করা হইয়াছে বলিয়া রাজার গোচর করিল।

মন্ত্রীর এইরূপ নীতিনৈপুণ্য দর্শনে অতিশয় প্রীত হইয়া আমি তাঁহাকে বলিলাম, যখন আমাকে বধ করিতে আপনার প্রবৃত্তি হইল না, তখনই বুঝিলাম, আপনিই একমাত্র মন্ত্রী হবারই উপযুক্ত পাত্র। কিন্তু ইচ্ছা করিলেও আমাকে বধ করিতে পারিতেন না; কারণ, আমাকে কেহই বধ করিতে পারে না। আমার এক রাক্ষস মিত্র আছেন, তাঁহাকে স্মরণ করিলেই তিনি উপস্থিত হন এবং তাঁহার ইচ্ছা হইলে ব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করিতে পারেন। এই রাজা আমার সখা ইন্দ্রদত্ত নামক ব্রাহ্মণ, সুতরাং ইনি অবাধ্য এই জন্য আমি ইঁহার কোন অনিষ্ট করিতে ইচ্ছুক নহি।

এই কথা শুনিয়া মন্ত্রী কহিলেন, আপনার রাক্ষস মিত্রের কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত আমার অতিশয় কৌতূহল হইতেছে, অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার তাঁহাকে দর্শন করান। অনন্তর আমি স্মরণ করিবামাত্র রাক্ষস উপস্থিত হইলেন; মন্ত্রী তাঁহাকে দেখিয়া অতিশয় ভীত ও বিস্মিত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে নিশা-চর অন্তর্হিত হইলে মন্ত্রী কহিলেন, কিরূপে এই রাক্ষসের সহিত আপনার মিত্রতা হইল?

আমি কহিলাম, পূর্ব্বে এই নগর রক্ষার নিমিত্ত যে সকল রক্ষক নিযুক্ত ছিল, প্রতি রাত্রিতেই তাহাদের এক-এক জন বিনষ্ট হইতে লাগিল। রাজা এই সংবাদ শুনিয়া ইহার কারণ নির্ণয়

করিবার নিমিত্ত আমাকে নগরাধিপত্যে নিযুক্ত করিলেন। আমি রাজার আদেশক্রমে রজনীতে প্রচ্ছন্নভাবে ভ্রমণ করিতে করিতে এক রাক্ষসকে দেখিতে পাইলাম। সে আমাকে দেখিয়া বলিল, এই নগরে সুরূপা মহিলা কে আছে, বলিতে পার? নিশাচরের এই কথায় আমি হাস্য করিয়া বলিলাম, তুমি ত অতিশয় মূর্খ, তুমি কি জান না যে, যাহার প্রতি যাহার অনুরাগ, সেই তাহার পক্ষে সুরূপা। প্রণয় রূপের অপেক্ষা করে না।

আমার এই প্রত্যুত্তর শ্রবণে নিশাচর পরম পরিতুষ্ট হইয়া কহিল, আমি তোমার নিকট পরাজিত হইলাম, তোমার এই সদুত্তরে আমি অতিশয় প্রীত হইয়াছি। আজ হইতে তুমি আমার বন্ধু হইলে, তুমি যখন আমাকে স্মরণ করিবে, আমি তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইয়া তোমার অভিলষিত কার্য্যের সহায়তা করিব। এই বলিয়া নিশাচর অন্তর্হিত হইল। তদবধি তাহার সহিত আমার মিত্রতা হইয়াছে। অনন্তর শকটারের প্রার্থনায় ভগবতী সুরধুনীকে স্মরণ করিলাম, তিনি মূর্ত্তিমতী হইয়া আমাদিগকে দর্শন দিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া শকটার আমার বশীভূত হইয়া সকল কার্য্যে সহায়তা করিতে লাগিলেন।

একদিন মন্ত্রী শকটার আমাকে সেই নিভৃতস্থানে বিষণ্ণবদনে অবস্থিত দেখিয়া বলিলেন, সখে! আপনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়া এরূপ বিষণ্ণ হইতেছেন কেন? আপনি কি জানেন না যে, রাজাদের মতির পরিবর্ত্তন হইতে বিলম্ব হয় না? সুতরাং রাজা শীঘ্রই স্বীয় অবিবেকিতা বুঝিতে পারিয়া আপনার জন্য বিশেষ অনুতপ্ত হইবেন। এ বিষয়ে একটি গল্প বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

পূর্ব্বকালে এই নগরে আদিত্যবর্ম্মা নামে এক নরপতি ছিলেন। শিববর্ম্মা নামে মহাবুদ্ধি এক ব্যক্তি তাঁহার সঙ্গী হইয়াছিলেন। একদিন রাজা তাঁহার কোন মহিষীর গর্ভলক্ষণ অবলোকন করিয়া অন্তঃপুরচারিকাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দুই বৎসর পর্য্যন্ত আমি এই অন্তঃপুরে যাতায়াত করি নাই, তবে সম্প্রতি কিরূপে মহিষীর গর্ভসঞ্চার হইল? তাহারা কহিল, প্রভো! মন্ত্রী শিববর্ম্মা ভিন্ন অন্য পুরুষের এ অন্তঃপুরে প্রবেশাধিকার নাই। কেবল তিনিই এখানে গমনাগমন করিয়া থাকেন। এই কথা শুনিয়া রাজার নিশ্চয় বোধ হইল যে, মন্ত্রীর দ্বারাই এই দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়াছে,—অতএব ঐ পাপাত্মার প্রাণদণ্ড করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে ইহাকে বধ করিলে লোকাপবাদের সম্ভাবনা, এই ভাবিয়া তিনি কোন কার্য্য উপলক্ষে মন্ত্রীকে সামন্তরাজ ভোগবর্ম্মার সহিত সাক্ষাৎ নিমিত্ত তথায় প্রেরণ করিলেন এবং তাঁহাকে গোপনে বাহকহস্তে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, মন্ত্রী আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন, উপস্থিত হইবামাত্র ইঁহার প্রাণবধ করিবেন।

এই ঘটনার সপ্তাহ পরেই একদিন নিশীথ সময়ে রাজমহিষী একজন স্ত্রীরূপধারী পুরুষের সহিত অন্তঃপুর হইতে বাহিরে যাইতেছেন, এমন সময় রক্ষিগণ তাঁহাকে ধরিয়া আনিল এবং পরদিন রাজার নিকট আনিয়া দিল। রাজা এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া অতিশয় অনুতপ্ত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন,—হায়! আমি অকারণে তাদৃশ গুণসম্পন্ন মন্ত্রীকে বধ করিয়াছি। এই পাপীয়সীই যে সকল অনিষ্টের মূল, তাহা আমি পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই।

এ দিকে মন্ত্রী শিববর্ম্মা এবং পত্রবাহক উভয়ে রাজা ভোগবর্ম্মার নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা পত্রপাঠে শিববর্ম্মার বধনির্দ্দেশ অবগত হইয়া মন্ত্রী প্রভৃতির নিকট ব্যক্ত করিলেন। শিববর্ম্মা এ কথা শুনিয়া বলিলেন, রাজন্! সত্বর আমায় ব[illegible] করুন, নতুবা আমি এখনই আত্মহত্যা করিব। রাজা অতিশয় বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—আপনি কি কারণে আত্মঘাতী হইতে ইচ্ছা করিতেছেন? আমি বলিলাম, মহারাজ! আমি প্রভুকার্য্যে এ দেহ পরিত্যাগ করিতে পারিলেই অক্ষয় স্বর্গ লা[illegible] করিতে পারিব, কিন্তু যে স্থানে আমি হত হইব সেখানে দ্বাদশ বৎসর অনাবৃষ্টি হইবে, রাজা এ নিমিত্তই আমাকে এত দূরদেশে পাঠাইয়াছেন। আমি অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছি, এজন্য আর অধিকক্ষ[illegible] দেহ রক্ষা করিতে আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না।

রাজা ভোগবর্ম্মা এই কথা শুনিয়া নি[illegible] মন্ত্রীদিগের সহিত আদিত্যবর্ম্মার এই শঠতার বি[illegible] আলোচনা পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, দুষ্ট আদিত্য[illegible] বর্ম্মা আমার রাজ্য ধ্বংস করিবার অভিসন্ধিতে এ ব্যক্তিকে এখানে পাঠাইয়াছেন, তাহা [illegible] হইলে সে দেশে কি নিভৃত ঘাতক ছিল না? অতএব আমার অধিকারমধ্যে যাহাতে এ ব্যক্তি হত না হন, তাহার উপায় করিতে হইবে। এ[illegible] বলিয়া বহুতর রক্ষক সঙ্গে দিয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ

নিজ রাজ্যসীমা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। এইরূপে স্বীয় বুদ্ধিবলে জীবন রক্ষা করিয়া মন্ত্রী স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন। এ দিকে তাঁহার বিশুদ্ধিতাও ব্যক্ত হইয়াছে। ধর্ম্মের কখন ব্যতিক্রম হয় না, ধর্ম্মই সকলকে রক্ষা করিয়া থাকেন।

হে কাত্যায়ন! এইরূপে আপনারও পরিশুদ্ধি হইবে, আপনি আমার গৃহে অবস্থিতি করুন,—রাজা অবশ্যই অনুতাপ করিবেন। শকটারের এই কথায় আমি সময় প্রতীক্ষা করিয়া পূর্ব্ববৎ প্রচ্ছন্নভাবে তাহার গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলাম।

অনন্তর একদিন রাজপুত্র অশ্বরোহণে মৃগয়ায় গমন করিলেন। অশ্ববেগবশে তিনি সঙ্গিভ্রষ্ট হইয়া একাকী অতি দূরবনে উপস্থিত হইলেন। দিবাবসান হইল। তখন অনুযায়ীদিগের সহিত মিলিত হওয়া অসাধ্য বিবেচনা করিয়া রাত্রিযাপন করিবার নিমিত্ত এক বৃক্ষে অরোহণ করিলেন। তিনি যে বৃক্ষে অরোহণ করিয়াছিলেন, এক ঋক্ষও সিংহের ভয়ে ভীত হইয়া তথায় আসিয়া আশ্রয় লইল। রাজপুত্র ঋক্ষকে দেখিয়া অতিশয় ভয় পাইলেন। তখন ঋক্ষ মনুষ্যবাক্যে তাঁহাকে বলিল,—ভাই, তুমি আমার মিত্র হইলে, আমা হইতে তুমি কোন অনিষ্টের আশঙ্কা করিও না।

ভল্লুক এইরূপে অভয়প্রদান করিলে, রাজপুত্র বিশ্বস্তচিত্তে বৃক্ষের একটি শাখা অবলম্বন পূর্ব্বক নিদ্রাভিভূত হইলেন। ভল্লুক জাগরিত রহিল। এই সময়ে সিংহ বৃক্ষের নিম্নদেশে আসিয়া বলিল—ওহে ঋক্ষ! তুমি মনুষ্যটিকে ফেলিয়া দাও, আমি লইয়া চলিয়া যাই, তাহা হইলে তোমার আর কোন ভয় থাকিবে না।

ঋক্ষ কহিল, অরে পাপিষ্ঠ! এই মনুষ্য আমার মিত্র, ইহাকে তোমার কবলে দিয়া আমি কখনই মিত্রঘাতী হইতে পারিব না। এই কথায় সিংহ নিরুত্তর হইল। পর্য্যায়ক্রমে ঋক্ষ নিদ্রিত হইল, রাজপুত্র জাগরিত রহিলেন। এই সময়ে আবার সিংহ আসিয়া বলিল, হে মনুষ্য! তুমি এই ঋক্ষকে ফেলিয়া দাও, তাহা হইলেই আমি চলিয়া যাইব, তোমার আর কোন ভয় থাকিবে না। এই কথায় রাজপুত্র আত্মত্রাণের নিমিত্ত ঋক্ষকে নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ঋক্ষরাজ দৈববলে জাগরিত হওয়াতেই পতিত হইল না, সে নখের সাহায্যে বৃক্ষের শাখা অবলম্বন করিয়া রহিল। ঋক্ষ এইরূপে রক্ষা পাইয়া রাজপুত্রের ব্যবহারে নিতান্ত বিস্মিত হইয়া কহিল,—রে মিত্রদ্রোহিন্! তুই উন্মত্ত হ।

অনন্তর রাত্রিপ্রভাত হইলে রাজপুত্র স্বীয় সৈন্যসামন্তদিগের সহিত মিলিত হইয়া স্বীয় নগরে প্রতিগমন করিলেন। পরদিন প্রাতঃকাল হইতেই তাঁহার উন্মাদ অবস্থা উপস্থিত হইল। রাজা যোগনন্দ অকস্মাৎ পুত্রের ঈদৃশ অবস্থা দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। রাজবৈদ্যগণ নানারূপ চিকিৎসা করিয়াও তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারিলেন না। তখন রাজা আপনাকে ধিক্‌কার দিয়া আক্ষেপ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হায়! বররুচিকে বধ করিয়া আমি অতি অন্যায় কার্য্য করিয়াছি, যদি এ সময়ে তিনি জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি পুত্রের এই উৎকট পীড়ার কারণ নির্ণয় করিতে অবশ্যই সমর্থ হইতেন!

এ কথা শুনিয়া মন্ত্রী শকটার বুঝিলেন, বররুচিকে প্রকাশ করিবার এই উপযুক্ত অবসর। যাহাতে রাজা তাঁহার প্রতি অবিশ্বাস না করেন এবং বররুচিরও সম্মানরক্ষা হয়, এরূপ উপায় অবলম্বন করিলেন। অতি বিনীতভাবে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া রাজাকে বলিলেন, রাজন্! বিষাদের প্রয়োজন নাই, যদি অভয় প্রদান করেন, তবে বলি, বররুচি জীবিত আছেন।

রাজা এই কথা শুনিয়া অতিশয় হর্ষপ্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন, তাঁহাকে আমার নিকট আনয়ন করুন। রাজাজ্ঞায় তৎক্ষণাৎ আমি রাজসকাশে আনীত হইলাম। আমি রাজপুত্রের তথাবিধ অবস্থা দেখিয়া বলিলাম, ইনি মিত্রদ্রোহী, তাহারই ফল পাইতেছেন। এই বলিয়া, সরস্বতীপ্রসাদে সমস্ত বনবৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। অনন্তর তিনি যোগবলে রাজপুত্রকে শাপবিমুক্ত করিলে তিনি তাঁহার যথেষ্ট স্তব করিলেন। রাজা বররুচিকে বলিলেন, আপনি কিরূপে এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইলেন? আমি বলিলাম, রাজন। বুদ্ধিমানদিগের কিছুই অগোচর থাকে না, তাঁহারা লক্ষণ, অনুমান এবং প্রতিভার দ্বারা সকলই বুঝিতে পারেন। আমি যেরূপে, রাজ্ঞীর তিল-চিহ্ন অবগত হইয়াছিলাম, সেইরূপে সমস্ত অবগত হইতে পারি।

আমার এই কথা শুনিয়া লজ্জায় ও অভিমানে রাজার মুখ ম্লান হইয়া গেল। তিনি আমাকে বহু সমাদর করিলেন, কিন্তু আমি তাহাতে তত সন্তুষ্ট হইলাম না,—আবার যে নিষ্কৃতিলাভ হইল, তাহাই পরমলাভ জ্ঞান করিয়া গৃহে গমন করিলাম। স্বভাবই পণ্ডিতদিগের পরম ধন। আমি গৃহে উপস্থিত হইলে পরিজনবর্গ আমার নিকটে আসিয়া ক্রন্দন করিতে

লাগিলেন। উপবর্ষ অতিশয় দুঃখিত হইয়া আমাকে বলিলেন,—রাজা তোমার প্রাণবধ করিয়াছেন শুনিয়া উপকোশা অগ্নিপ্রবেশ করিয়াছেন। তোমার জননীও এই সকল শোকে কাতর হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এই অভিনব নিদারুণ শোকবার্ত্তা শুনিয়া আমি বাতাহত তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলাম। ক্ষণকাল পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া বহুতর বিলাপ করিতে লাগিলাম। প্রিয়বিনাশানলে কে না তাপিত হয়? আমাকে এইরূপ শোকসন্তপ্ত দেখিয়া বর্ষদেব তথায় উপস্থিত হইলেন এবং সংসার অনিত্য, সকলেই কালে লয় প্রাপ্ত হইবে ইত্যাদি বহুবিধ প্রবোধবাক্যে আমাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, তাহাতে কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিয়া আমি নিতান্ত বিরক্তহৃদয়ে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র শান্তিনিকেতন তপোবন আশ্রয় করিলাম।

কিছুকাল পরে সেই তপোবনে অযোধ্যা হইতে এক ব্রাহ্মণ আসিলেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় আমি তাঁহাকে রাজা যোগনন্দের রাজ্যের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি আমাকে চিনিতে পারিয়া অতিশয় দুঃখ প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন, সে কথা আর কি বলিব! আপনি তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া আসিলে, মন্ত্রী শকটার অবসর বুঝিয়া যোগনন্দের ধ্বংসের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। এক দিন তিনি দেখিলেন, চাণক্য নামক এক ব্রাহ্মণ পথে বসিয়া ভূমি খনন করিতেছেন। তাহা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বিপ্র! আপনি ভূমি খনন করিতেছেন কেন? ব্রাহ্মণ বলিলেন, দর্ভমূলে আমার পদে ক্ষত হইয়াছে, এজন্য দর্ভ-সকল উন্মূলিত করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। এই কথা শুনিয়া মন্ত্রী বিবেচনা করিলেন, এই কোপনস্বভাব ক্রূরপ্রকৃতি ও ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারাই আমি যোগনন্দের বধসাধন করিতে পারিব। ইনিই আমার অভীষ্টসাধনের উপযুক্ত পাত্র।

এই স্থির করিয়া শকটার চাণক্যকে বলিলেন, ব্রহ্মন্! আগামী ত্রয়োদশীতে নন্দরাজের গৃহে শ্রাদ্ধ হইবে, আপনি যদি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া উপস্থিত হন, তাহা হইলে তথায় নানাবিধ উপাদেয় দ্রব্যজাত ভোজন করিতে পাইবেন এবং আপনাকে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দক্ষিণা দেওয়াইব, অতএব আমার সঙ্গে আসুন, এই বলিয়া তাঁহাকে নিজ ভবনে লইয়া গেলেন। শ্রাদ্ধদিবসে শকটার ব্রাহ্মণকে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিলেন, রাজাও শ্রদ্ধাসহকারে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। চাণক্য শ্রাদ্ধ-ভোক্তার আসনে উপবেশন করিয়াছেন, এমন সময়ে শ্রাদ্ধভোজী সুবন্ধু নামে অপর এক ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইলেন। শকটার রাজার নিকট তাঁহার আগমন ও অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। রাজা কহিলেন, সুবন্ধুই উপযুক্ত পাত্র, ইনিই শ্রাদ্ধ ভোজন করিবার নিমিত্ত অবস্থিতি করুন, অন্য ব্রাহ্মণের প্রয়োজন নাই। তখন শকটার চাণক্যের নিকট আসিয়া সভয়ে বিনীতবাক্যে কহিলেন, আমার অপরাধ লইবেন না, রাজা স্বয়ং সুবন্ধু নামক ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধ ভোজন করিবার আদেশ করিতেছেন।

এই কথা শুনিয়া সেই প্রচণ্ডকোপ চাণক্য প্রত্যাখ্যান-জনিত ক্রোধে জলিত হইয়া শিখা উন্মোচন পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিলেন, অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে আমি নৃপাধমকে বধ করিয়া শিখা বন্ধন করিব। এই কথায় রাজা যোগনন্দ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন দেখিয়া চাণক্য ভয়ে পলায়ন করিলেন, কিন্তু মন্ত্রী অলক্ষিতভাবে তাঁহাকে নিজ গৃহে আনিয়া রাখিলেন। চাণক্য তথায় মন্ত্রীর সাহায্যে রাজার উদ্দেশে অভিচার-ক্রিয়া আরম্ভ করিলেন, তৎপ্রভাবে তাঁহার দাহজ্বর হইল এবং সপ্তম দিবসে তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। এই সুযোগে শকটার রাজপুত্র চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বৃহস্পতি সদৃশ বুদ্ধিমান্ চাণক্যকে তাঁহার মন্ত্রী করিয়া দিলেন। এইরূপে বৈরনির্য্যাতন-বাসনা চরিতার্থ করিয়া শকটার আপনাকে কৃতকৃত্য বোধ করিলেন বটে, কিন্তু নিদারুণ পুত্রশোকানল প্রদীপ্ত হওয়ায় তিনি আর গৃহে অবস্থিতি করিতে পারিলেন না; অবিলম্বে সংসারাশ্রমে বিসর্জ্জন দিয়া বনগমন পূর্ব্বক তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন।

কাণভূতে! আমি এই সকল কথা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম। সংসারে সকলই অনিত্য বলিয়া বোধ হইল। চিত্তের অশান্তি-নিবারণের নিমিত্ত অদ্য ভগবতী বিন্ধ্যবাসিনীকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলাম, তাঁহার প্রসাদে এখানে আপনাকে দর্শন করিয়া আমার পূর্ব্ব-জন্মবৃত্তান্ত স্মরণ হইল, তাহাতেই দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া এই সকল দিব্য কথা বলিতে পারিলাম। এখন আমি শাপমুক্ত হইয়াছি, অতএব যাহাতে শীঘ্র এই দেহ পরিত্যাগ করিতে পারি, সেই বিষয়েই যত্ন করিব। যত দিন গুণাঢ্য নামক ব্রাহ্মণ শিষ্যের সহিত এখানে না আসেন, তত দিন আপনি এই স্থানেই অবস্থিতি করুন। তিনি পূর্ব্বে মাল্যবান নামে গন্ধর্ব্ব ছিলেন, আমার পক্ষসমর্থন করিতে গিয়া আমার ন্যায় দেবীর

শাপে মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আপনি তাঁহার নিকট মহেশ্বরের কথিত এই সকল কথা বলিলে উভয়েই শাপবিমুক্ত হইবেন।

কাণভূতিকে এই সকল কথা বলিয়া বররুচি দেহ পরিত্যাগের নিমিত্ত পুণ্যধাম বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। তথায় যাইবার সময় শাকাশন নামক এক মুনির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। দৈবঘটনায় বররুচির সমক্ষেই মুনির হস্ত কুশ দ্বারা ক্ষত হইয়া রুধির নির্গত হইতে লাগিল। বররুচি তাঁহার তপঃ-পরীক্ষার নিমিত্ত কৌতুকবশতঃ স্বপ্রভাবে ঐ সকল রুধিরকে শাকরসের ন্যায় করিয়া দিলেন। মুনি ইহা দেখিয়া, আপনাকে তপঃসিদ্ধ ভাবিয়া মহা দর্প করিতে লাগিলেন। তখন বররুচি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, আমি আপনার পরীক্ষার নিমিত্ত রক্তকে শাকরসীভূত করিয়াছি। এখন বুঝিলাম, অদ্যাপি আপনার অহঙ্কার দূর হয় নাই, অহঙ্কার জ্ঞান-মার্গের অতিশয় অন্তরায়। শত শত নিয়ম পালন করিলেও জ্ঞান ভিন্ন মুক্তিলাভ হয় না। মুমুক্ষুগণ অচিরস্থায়ী স্বর্গ-সুখের নিমিত্ত প্রলোভিত হয়েন না। অতএব হে মুনে! আপনি অহঙ্কার-পরিশূন্য হইয়া জ্ঞানোপার্জ্জনে যত্ন করুন।

এই উপদেশবাক্য শ্রবণে মুনি পরম পরিতুষ্ট হইয়া বররুচিকে নমস্কার করিলেন, তিনিও তথা হইতে শান্তিময় বদরিকাশ্রমের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর বররুচি মর্ত্ত্যদেহ পরিত্যাগ-মানসে নিরতিশয় ভক্তিযোগসহকারে শরণাগত-বৎসলা দেবী ভবানীর শরণ লইলেন। দেবীও তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন দিয়া কহিলেন, তুমি প্রজ্বলিত হুতাশনে এই দেহ ভস্মসাৎ করিয়া দিব্যগতি লাভ কর। তিনি দেবীর আদেশে দেহ দগ্ধ করিয়া নিজ দিব্য-দেহ ধারণ করিলেন। কাণভূতিও চির-কাঙ্ক্ষিত গুণাঢ্য বিপ্রের সমাগমাশায় বিন্ধ্যাচলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ তরঙ্গ

মাল্যবানের উপাখ্যান।

এ দিকে মাল্যবান, গুণাঢ্য নামক ব্রাহ্মণ হইয়া মর্ত্ত্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি মর্ত্ত্যদেহে বিচরণ করিতে করিতে কিছুকাল সাতবাহনাখ্য নরপতির সেবায় নিযুক্ত থাকিলেন। এই সময়ে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক সংস্কৃতাদি ভাষাত্রয় পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বিণ্নহৃদয়ে ভগবতী বিন্ধ্যবাসিনীর দর্শন মানসে বিন্ধ্যপর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন, তথায় দেবীর আদেশে কাণভূতির সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহাকে দেখিয়াই সুপ্তোত্থিতের ন্যায় পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্ত স্মৃতিপথে উদিত হইল। তখন তিনি পৈশাচী ভাষায় নিজ নাম শ্রবণ করাইয়া বলিলেন, সখে! তুমি পুষ্পদন্তের মুখে যে কথা শুনিয়াছিলে, সত্বর তাহা বর্ণনা কর, তাহা হইলে আমরা উভয়েই শাপমুক্ত হইতে পারিব। এই কথা শুনিয়া কাণ-ভূতি অতিশয় প্রীত হইয়া কহিলেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর, কিন্তু তোমার জন্মবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শুনিতে আমার অতিশয় কৌতূহল জন্মিতেছে, অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক অগ্রে তাহা বর্ণন করিয়া আমার কৌতূহল চরিতার্থ কর। গুণাঢ্য নিজ বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন।

সুপ্রতিষ্ঠিত নামে এক নগর আছে। তথায় সোমশর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার বৎস ও গুল্মক নামক দুই পুত্র এবং শ্রুতার্থা নামে এক কন্যা ছিল। কালবশে ব্রাহ্মণ ও তাঁহার পত্নী লোকান্তরগমন করিলে, উক্ত ভ্রাতৃদ্বয় ভগিনী শ্রুতা-র্থাকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। হঠাৎ একদিন ভগিনীর গর্ভ-লক্ষণ দেখিয়া তাঁহারা অতিশয় বিস্মিত হইলেন, এবং ভাবিতে লাগিলেন, এখানে অপর পুরুষের সমাগম নাই, তবে কিরূপে ইহার গর্ভসংঘটন হইল? শ্রুতার্থা ভ্রাতৃদ্বয়ের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, তোমরা আমার প্রতি পাপাশঙ্কা করিও না। ইহার প্রকৃত কারণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি একদিন স্নান করিবার নিমিত্ত ভাগীরথী-তীরে গমন করিয়াছিলাম। তথায় নাগরাজ বাসুকির ভ্রাতৃপুত্র কুমার কীর্ত্তিসেন আমাকে দেখিয়া অতিশয়-চঞ্চলচিত্ত হইয়া আমাকে বিবাহ করিতে চাহেন; আমি প্রথমে তাঁহার পরিচয় না জানিয়া তাহাতে সম্মত হই নাই। অনন্তর তিনি স্বীয় বংশ ও নামাদির পরিচয় দিয়া গান্ধর্ব্ববিধি অনুসারে আমাকে বিবাহ করিয়াছেন।

ভ্রাতৃদ্বয়ও এই কথা শুনিয়া বলিলেন, তোমার কথা সত্য বলিয়া কিরূপে আমাদের প্রতীতি হইতে পারে? তখন শ্রুতার্থা সেই নাগকুমারকে নির্জ্জনে স্মরণ করিলেন। নাগকুমার স্মরণ করিবামাত্র তথায় আবির্ভূত হইয়া বৎস ও গুল্মককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তোমাদের ভাগিনী যাহা বলিতেছেন, তাহা সত্য, আমি ইঁহাকে গান্ধর্ব্ব-বিধানে বিবাহ করিয়াছি। তোমাদিগের এই দিব্যরূপা ভগিনী এবং তোমরা উভয়েই শাপভ্রষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ।

ইঁহার গর্ভে পুত্র জন্মিলেই তোমরা শাপবিমুক্ত হইবে—এই বলিয়া সেই নাগকুমার অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর অল্পদিনের মধ্যেই শ্রুতার্থা একটি পুত্র-সন্তান প্রসব করিলেন; আমিই সেই পুত্র। আমি ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র অন্তরীক্ষ হইতে দৈববাণী হইল যে, এই পুত্র গুণাবতাররূপে জন্মগ্রহণ করিল। এই দৈববাণী অনুসারে বান্ধবেরা আমার গুণাঢ্য নাম রাখিলেন। আমি জন্মগ্রহণ করিলে আমার জননী ও মাতুলদ্বয় শাপবিমুক্ত হইয়া কিছুদিন পরে দেহ-ত্যাগ করিলেন। আমি নিতান্ত শোকসন্তপ্তহৃদয়ে বড়ই অসহায় হইয়া পড়িলাম।

বৃথা শোক করিয়া কোন ফল নাই, ভাবিয়া আমি শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাল্যাবস্থাতেই বিদ্যালাভার্থ দক্ষিণাপথে প্রস্থান করিলাম এবং কিছুকাল তথায় থাকিয়া সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইলাম। এইরূপে বিদ্যালাভে কৃতকার্য্য হওয়ায় আমার যথেষ্ট খ্যাতি-প্রতিপত্তি হইল। অনন্তর নিজগুণ-প্রকাশের নিমিত্ত শিষ্যগণের সহিত স্বীয় জন্মভূমিতে প্রত্যাগমন করিয়া উহার অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিলাম। দেখিলাম, কোন স্থানে সামগ ব্রাহ্মণেরা মধুরস্বরে সাম-গান করিতেছেন। কোন স্থানে বিপ্রগণ পরস্পর জিগীষু হইয়া বেদ-নির্ণয়ার্থ বাদ-প্রতিবাদ করিতেছেন। কোন স্থানে ধূর্ত্তগণ দ্যূতের প্রশংসা করিয়া বলিতেছে, যাহারা দ্যূতকলাভিজ্ঞ, লক্ষ্মী তাহাদেরই হস্তগত হইয়া থাকেন। কোন স্থানে বণিকগণ পরস্পর বাণিজ্য-কৌশল কীর্ত্তন করিতেছেন।

অদ্ভুত বাণিজ্য

এই বণিকদলের মধ্যে একজন বলিলেন, পরি-মিতাচারিগণ স্বল্প অর্থ দ্বারা প্রভূত অর্থ লাভ করিতে পারেন সত্য, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, আমি যে বিনা অর্থে প্রচুর অর্থলাভ করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন। আমি যখন মাতৃগর্ভে অবস্থিতি করিতেছিলাম, সেই সময়ে আমার পিতা পরলোকগমন করেন। পাপমতি জ্ঞাতিগণ এই সুযোগ পাইয়া আমার মাতার সমস্ত ধন অপহরণ করিল। তখন মাতা তাহাদিগের ভয়ে আর গৃহে থাকিতে না পারিয়া আমার পিতার মিত্র কুমারদত্তের ভবনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। আমি তথায় ভূমিষ্ঠ হইলাম। আমার জননী কায়িক পরিশ্রম করিয়া অতি কষ্টে আমাকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। ক্রমে আমার বয়োবৃদ্ধি হইতে দেখিয়া, দুঃখিনী জননী এক উপাধ্যায়কে অনুনয়-বিনয় দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া শিক্ষার নিমিত্ত আমাকে তাঁহার নিকট অর্পণ করিলেন। তিনি আমাকে লিপিবিদ্যা এবং কিঞ্চিৎ গণিতবিদ্যা শিক্ষা করাইলেন।

অনন্তর একদিন মা আমাকে বলিলেন, বৎস! তুমি বণিকের সন্তান, এখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছ, অতএব বাণিজ্য-কার্য্য করিতে চেষ্টা কর। এই দেশে বিশাখিল নামে একজন ধনাঢ্য বণিক আছেন, তিনি সদ্বংশসম্ভূত দরিদ্রদিগকে বাণিজ্য করিবার নিমিত্ত মূলধন দিয়া থাকেন। তুমি তথায় গিয়া তাঁহার নিকট মূলধন প্রার্থনা কর। মাতার এই বাক্যে আমি সেই বিশাখিল বণিকের ভবনে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, তিনি সেই সময়ে এক বণিক-পুত্রের প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতেছেন, এই যে মৃত মূষিক দেখিতেছ, বুদ্ধিমান হইলে এইমাত্র পণ্য লইয়াই বিপুল ধন উপার্জ্জন করিতে পার। তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধ, আমি তোমাকে বহু সুবর্ণমুদ্রা দিয়াছি, তাহা বৃদ্ধি করা দূরে থাক, তুমি তাহা রক্ষা করিতে পারিলে না। এই কথা শুনিয়া আমি সহসা সেই বণিককে বলিলাম,—আমি আপনার নিকট হইতে এই মৃত মূষিককে মূলধনস্বরূপ গ্রহণ করিলাম। এই বলিয়া আমি সেই মৃত মূষিক হস্তে লইয়া প্রস্থান করিলাম। বণিক আমার এই ব্যবহার দেখিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন।

আমি সেই মৃত মূষিক লইয়া অপর এক বণি-কের ভবনে উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাকে এক মুষ্টি চণক (ছোলা) দিয়া তাঁহার মার্জ্জারের খাদ্যের নিমিত্ত সেই মূষিকটি ক্রয় করিলেন। আমি সেই চণকগুলি চূর্ণ করিয়া লইলাম এবং এক কলসী জল লইয়া নগরের বাহিরে গিয়া বসিলাম। তথায় কতক-গুলি কাষ্ঠবিক্রেতা অতিশয় শ্রান্ত ও পিপাসার্ত্ত হইয়া আমার নিকট আসিল। আমি পরম যত্নে তাহাদিগকে সেই চণকচূর্ণ ও শীতল জল দিলাম। তাহারা তুষ্ট হইয়া প্রত্যেকে আমাকে দুইখানি করিয়া কাষ্ঠ দিয়া গেল। আমি সেই কাষ্ঠ-গুলি লইয়া গিয়া দোকানে বিক্রয় করিলাম এবং সেই মূল্য দ্বারা পুনর্ব্বার চণক ক্রয় করিয়া, পরদিন পূর্ব্ববৎ সেইখানে গিয়া বসিলাম। সে দিনও কাষ্ঠভারিকগণ শ্রান্ত হইয়া আসিলে, আমি মহা সমাদরে চণকচূর্ণ ও জল পান করিতে দিলাম। তাহারা আমাকে বহু কাষ্ঠ প্রদান করিল। প্রতিদিনই এইরূপ করিয়া তিন দিন পরে সেই মূল্য দ্বারা আমি তাহাদের সমস্ত কাষ্ঠ ক্রয় করিলাম। দৈব-ঘটনায় তথায় অকস্মাৎ অতি-

বৃষ্টি হওয়াতে কাষ্ঠ সকল অতি দুর্ম্মূল্য হইল, এই সুযোগে আমি বহু মূল্যে সেই সকল কাষ্ঠ বিক্রয় করিলাম। ক্রমশঃ সেই ধন দ্বারা কৌশলক্রমে বিপণি করিয়া বাণিজ্য করিতে লাগিলাম। এইরূপে উত্তরোত্তর বাণিজ্য-কার্য্যের উন্নতি হওয়ায় এখন আমি বিপুল ধনের অধিপতি হইয়াছি। আমি যে বিশাখিল বণিকের নিকট হইতে মৃত মূষিক মূলধনস্বরূপ আনিয়াছিলাম, একদিন তাহা পরিশোধ করিবার নিমিত্ত এক সুবর্ণময় মূষিক নির্ম্মাণ করাইয়া তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিলাম। তিনি আমার ধনার্জ্জনের বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শুনিয়া পরম প্রীতিপূর্ব্বক আমাকে তাঁহার কন্যা সম্প্রদান করিলেন। তদবধি আমি মূষক নামে প্রসিদ্ধ হইলাম। অতএব দেখ, আমি নিতান্ত নির্ধন হইয়াও প্রচুর ধন উপার্জ্জন করিয়াছি। এই কথা শুনিয়া অন্যান্য বণিকগণ অতিশয় বিস্মিত হইলেন।

নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণের কথা

সেই নগরের কোন স্থানে এক বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ প্রতিগ্রহ করিয়া কিঞ্চিৎ সুবর্ণ লাভ করিয়াছিলেন। এক ধূর্ত্ত তাহা জানিতে পারিয়া ব্রাহ্মণকে কহিল, হে বিপ্র! আপনাকে ভোজনের জন্য কোন ক্লেশ পাইতে হয় না, ব্রাহ্মণ বলিয়া সকলেই যত্ন পূর্ব্বক আপনাকে ভোজন করায়। অতএব সে জন্য আপনার ধন-সঞ্চয়ের কোন আবশ্যকতা নাই। বেদাদি শাস্ত্রে আপনার সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকিলেও লোকযাত্রা-বিষয়ে আপনি অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন নাই। এই নিমিত্ত বলিতেছি, আপনি যে সুবর্ণ পাইয়াছেন, ইহা দ্বারা লোকযাত্রা-জ্ঞানার্থ কিঞ্চিৎ বিদগ্ধতা শিক্ষা করুন। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—কে আমাকে শিক্ষা করাইবেন? সে বলিল, এই নগরে চতুরিকা নামে যে বারবিলাসিনী আছে, আপনি তাহার নিকট গমন করুন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, সেখানে গিয়া আমাকে কি করিতে হইবে? সে বলিল, এই স্বর্ণগুলি তাহাকে দিয়া সামবাদে তাহার চিত্তরঞ্জন করুন। ব্রাহ্মণ এই কথা শুনিয়া সেই চতুরিকার ভবনে গমন করিলেন। তথায় প্রবেশ করিয়া কহিলেন, চতুরিকে! আমি লোকযাত্রা শিক্ষার নিমিত্ত তোমার নিকটে আসিয়াছি; তোমাকে এই সুবর্ণ দিতেছি, ইহা গ্রহণ করিয়া, আমাকে বিশিষ্টরূপে লোকযাত্রার শিক্ষা দাও। এই কথা শুনিয়া তত্রস্থ সকলেই হাস্য করিয়া উঠিল। হাস্য শুনিয়া ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, সে ব্যক্তি সামবাদ দ্বারা ইহার চিত্তরঞ্জন করিতে বলিয়া দিয়াছিল, অতএব এই সময়ে তাহা করিলেই এ অতিশয় প্রীত হইবে। এই স্থির করিয়া উচ্চৈঃস্বরে সামগান করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার প্রচণ্ড রব শ্রবণে কৌতুকাবিষ্ট-চিত্তে তথায় অনেক বেশ্যামোদী ধূর্ত্তগণ আসিয়া মিলিত হইল। তাহারা বলিতে লাগিল, কোথা হইতে এই শৃগাল এখানে প্রবেশ করিল, ইহাকে শীঘ্র অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া দূর করিয়া দাও। ব্রাহ্মণ এই কথা শুনিয়া মনে করিলেন, অর্দ্ধচন্দ্র বাণ দ্বারা আমাকে দূর করিতে বলিল, অতএব আর আমার লোকযাত্রা-শিক্ষার প্রয়োজন নাই। পাছে অর্দ্ধচন্দ্রবাণে শিরশ্ছেদ করে, এই ভয়ে দ্রুতবেগে ব্রাহ্মণ তথা হইতে পলায়ন করিলেন।

অনন্তর যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে লোকযাত্রা শিক্ষা করিতে পাঠাইয়াছিল, তাহার নিকটে গিয়া, ব্রাহ্মণ চতুরিকার গৃহে যাহা ঘটিয়াছিল, সমস্ত বর্ণন করিলেন। সে শুনিয়া বলিল, আমি আপনাকে বলিয়াছিলাম যে, সামবাদে অর্থাৎ মধুরবচনে তাহাকে পরিতুষ্ট করিবেন। আপনাকে ত বেদগান করিতে বলি নাই। আপনি আমার কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়াই এইরূপ উপহাসাস্পদ হইয়াছেন। তখন সেই বারবিলাসিনী তথায় উপস্থিত হইয়া সেই ধূর্ত্তকে বলিল, এই দ্বিপদ পশুর সুবর্ণ তৃণবৎ পরিত্যাগ করিলাম। এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে তাহা পরিত্যাগ করিবামাত্র ব্রাহ্মণ উহা পাইয়া আপনাকে পুনর্জ্জীবিত বোধে গৃহে গমন করিল।

কাণভূতে! এই প্রকার কৌতুক দেখিতে দেখিতে আমি শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া ক্রমশঃ ইন্দ্রভবন তুল্য রাজভবনে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, রাজা সাতবাহন সিংহাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। আমি যথাবিহিত আশীর্ব্বাদ করিলাম, রাজা পরম সমাদর পূর্ব্বক আমাকে বসিতে বলিলেন। আমি উপবিষ্ট হইলে, শর্ব্ববর্ম্মা প্রভৃতি মন্ত্রিগণ আমার প্রশংসা করিয়া বলিলেন, দেব! এই সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ ব্রাহ্মণের নাম গুণাঢ্য, ইনি বিদ্যাবলে পৃথিবীতে বিপুল খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। ইঁহাকেই যথার্থ পণ্ডিত বলা যাইতে পারে। মন্ত্রিগণ আমার এইরূপ প্রশংসা করায় নৃপতি পরম সমাদর করিয়া আমাকেও মন্ত্রিত্বপদে নিযুক্ত করিলেন। আমি এই স্থানে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ এবং অবসরকালে শিষ্যদিগকে অধ্যয়ন করাইয়া

দারপরিগ্রহ পূর্ব্বক ভার্যার সহিত পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলাম।

একদিন আমি কৌতুকবশতঃ গোদাবরীতটে ভ্রমণ করিতে করিতে ক্ষিতিস্থ নন্দনকাননের ন্যায় পরম রমণীয় দেবীকৃতি নামক একটি উদ্যান দেখিলাম। সেই মনোহর উদ্যানের শোভা দর্শনে বিমোহিত হইয়া তাহার উৎপত্তিবিবরণ জানিবার জন্য আমি উৎসুক হইয়া জনৈক উদ্যানপালের নিকট এই উদ্যানের উৎপত্তি-বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলাম। উদ্যানপাল উত্তর করিল,—মহাশয়! এই উদ্যানের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমার বিশেষ কিছুই জানা নাই, তবে বৃদ্ধগণের মুখে এইমাত্র শুনিয়াছি যে, বহু পূর্ব্বকালে একজন তপঃপরায়ণ ব্রাহ্মণ এই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই মৌনাবলম্বী হইয়া অনাহারে দিবারাত্র এই স্থানে অবস্থান করিতেন। সেই সাধু-ব্রাহ্মণের আগমনের পর তাঁহারই যত্নে এই সুরম্য উদ্যান ও উদ্যানসংলগ্ন এই সুন্দর দেবমন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য সম্পন্ন হয়।

এ স্থানে উদ্যান বা মন্দির কিছুই কখন ছিল না, হঠাৎ এখানে মন্দিরাদি সন্দর্শন করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী ব্রাহ্মণগণ বড়ই বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং জানিবার জন্য তাঁহারা একদিন সকলেই সমবেত হইয়া সেই মন্দিরনির্ম্মাতা ব্রাহ্মণের নিকট এই মন্দির ও উদ্যানের উৎপত্তিবিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মন্দিরনির্ম্মাতা সাধু ব্রাহ্মণ যদিও সর্ব্বদা মৌনাবলম্বনে থাকিতেন, কিন্তু অভ্যাগত ব্রাহ্মণগণের অত্যন্ত আগ্রহ দেখিয়া তিনি তাঁহার মৌনব্রত ভঙ্গ করিতে বাধ্য হইলেন এবং সমাগত ব্রাহ্মণগণ-কৃত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিবার জন্য তিনি তাহার আমূল আত্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন।

দেবী-মন্দিরের পরিচয়

সাধু ব্রাহ্মণ কহিলেন,—নর্ম্মদা নদীর তীরে বককচ্ছ নামে যে একটি জনপদ আছে, সেই স্থানে আমার জন্ম হয়। আমি বাল্যাবধি তথায় দরিদ্র ছিলাম এবং আমার স্বভাব অতিশয় অলস ছিল; এই জন্য আমার দেশস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহই আমাকে এক মুষ্টি ভিক্ষা দ্বারা সাহায্য করিত না। সমস্ত দিন বহু চেষ্টা করিয়াও যখন আমি এক মুষ্টি ভিক্ষ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলাম না, তখন সংসারের উপর আমার বড়ই বৈরাগ্য আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি গৃহ ছাড়িয়া তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইলাম। বহুদিন বহু তীর্থ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে একদিন ভগবতী বিন্ধ্যবাসিনীকে দর্শন করিবার জন্য আমার মন বড়ই ব্যগ্র হইল। আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার দর্শনলাভার্থ যাত্রা করিলাম এবং অনতিকাল পরেই দেবীর দর্শন পাইয়া আত্মাকে চরিতার্থ জ্ঞানে মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, হায় এ স্থানে আসিয়া অনেকেই বিবিধ পশু বলি দিয়া দেবীর তৃপ্তিসাধন করে, কিন্তু আমি তাহা করিব না, আমি আত্মবলিদান দ্বারাই দেবীর তৃপ্তিসাধন করিব। এইরূপ ভাবিয়া যখন আমি দেবীর উপহারের জন্য আপন মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হইলাম, তখন দেবী বিন্ধ্যবাসিনী আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন,—বৎস! তুমি আত্মহত্যা করিও না, আমি তোমার ভক্তি দেখিয়া পরম প্রীত হইয়াছি, আমার বরে অদ্যাবধি তুমি একজন সিদ্ধপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত হইলে। অদ্য হইতে তুমি আমারই নিকট অবস্থান কর।

তখন দেবীর বরপ্রভাবে আমার মনুষ্যভাব দূর হইল। আমি ক্ষুধা-তৃষ্ণাদি কোনরূপ ক্লেশ অনুভব না করিয়া স্বর্গীয় পুরুষের ন্যায় পরমসুখে সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলাম। এই ভাবে কিছুদিন কাটিয়া গেল। দেবী বিন্ধ্যবাসিনী একদিন আমাকে আদেশ করিলেন,—পুত্র! আমি তোমাকে একটি বীজমন্ত্র প্রদান করিতেছি, তুমি এই মন্ত্র গ্রহণ করিয়া প্রতিষ্ঠান নগরে গমন পূর্ব্বক তথায় একটি মনোরম উদ্যান নির্ম্মাণ কর। দেবী বিন্ধ্যবাসিনী এইরূপ আদেশ করিয়া আমাকে একটি বীজমন্ত্র প্রদান করিলেন। আমি সেই বীজমন্ত্র গ্রহণ করিয়া দেবীর আদেশানুসারে এই স্থানে উপস্থিত হইলাম এবং সেই মন্ত্রপ্রভাবেই সম্প্রতি এই সুরম্য উদ্যাননির্ম্মাণকার্য্য সমাধা করিলাম। এক্ষণে আপনাদিগের নিকট আমার নিবেদন,—আপনারা যত্নপূর্ব্বক ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করুন। এই কথা কহিয়া সেই ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ অন্তর্ধান করিলেন। তাঁহার অন্তর্ধানের পর হইতে এই মন্দির ও মন্দিরসংলগ্ন এই সুরম্য উদ্যান তদবধি এই ভাবে রক্ষিত হইতেছে।

গুণাঢ্য কহিলেন,—আমি উদ্যানপালের নিকট সেই মন্দির ও উদ্যান-সম্বন্ধীয় এইরূপ অদ্ভুত উৎপত্তি-বিবরণ শ্রবণ করিয়া মনে মনে অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত দেবী বিন্ধ্যবাসিনীর অসাধারণ অনুগ্রহের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলাম।

সাতবাহন নামের কারণ

কাণভূতি পুনরায় গুণাঢ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহাশয়! আপনি যে নৃপতির বিষয় উল্লেখ করিলেন, তাঁহার নাম সাতবাহন হইল কেন? গুণাঢ্য উত্তর করিলেন,—পূর্ব্বে দ্বীপিকর্ণি নামে একজন পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তাঁহার মহিষীর নাম ছিল শুক্তিমতী। শুক্তিমতী একদিন স্বামী সহ শয়ন করিয়া আছেন, এই সময় একটি তীক্ষ্ণ বিষধর সর্প আসিয়া তাঁহাকে দংশন করে। সর্পের দংশন-যন্ত্রণায় অত্যল্পকালমধ্যেই মহিষীর মৃত্যু ঘটে। রাজা দ্বীপিকর্ণির কোন সন্তান-সন্ততি ছিল না, এই কারণে তিনি পূর্ব্ব হইতেই বিশেষ মনঃকষ্টের সহিত কালযাপন করিতেছিলেন। কিন্তু এক্ষণে তাঁহার পত্নীর এই আকস্মিক মৃত্যুতে তিনি আরও অধিক দুঃখে অভিভূত হইলেন। এক দিকে অনপত্যতা, অন্যদিকে পত্নীনাশ, এই উভয়বিধ দুঃখে রাজা একেবারে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িলেন। এইরূপ দুঃখে রাজা দ্বীপিকর্ণিকার অনেকদিন কাটিয়া গেল।

একদিন রাত্রিকালে রাজা নিদ্রিত। তাঁহার স্বপ্নাবস্থায় ভগবান ভবানীপতি আদেশ করিলেন,—"রাজন্! তুমি আর ওরূপ দুর্ভাবনায় নিমগ্ন থাকিও না, অচিরে তোমার পুত্রপ্রাপ্তি সংঘটিত হইবে। তুমি এখন হইতে অরণ্যানীমধ্যে পরিভ্রমণ করিতে বহির্গত হও। মহারণ্য পরিভ্রমণ করিতে করিতে তুমি একটি সিংহারূঢ় সুন্দরাকৃতি পুত্রসন্তান দেখিতে পাইবে। তুমি নির্ভয়ে সেই সন্তানটিকে সিংহের স্কন্ধ হইতে গ্রহণ করিয়া আপন ভবনে প্রত্যাগমন করিও। সেই পুত্র দ্বারাই তুমি পুত্রবান হইতে পারিবে এবং তোমার এই বিপুল রাজৈশ্বর্য্যাদিও সেই পুত্র দ্বারা সুরক্ষিত হইবে।

স্বপ্নাবস্থায় ভবানীপতি রাজার প্রতি এইরূপ আদেশ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন"। রাজার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি স্বপ্নবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া মনে মনে বড়ই আহ্লাদিত হইলেন এবং অবিলম্বে মৃগয়া করিবার ছলে মহারণ্য পথে প্রস্থান করিলেন। রাজা পুত্রপ্রাপ্তির আশায় মহারণ্যে প্রবেশ করিলেন; গভীর অরণ্যভূমির অধিকাংশ স্থান পরিভ্রমণ করিলেন কিন্তু কৈ, সেই স্বপ্নাদিষ্ট সিংহারূঢ় পুত্রসন্তানের সহিত ত সহসা তাঁহার সাক্ষাৎ হইল না।

দেখিতে দেখিতে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত। মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ডকিরণে জল, স্থল, পর্ব্বত, প্রান্তর সমস্তই অগ্নিময় হইয়া উঠিল। রাজা শ্রান্ত-ক্লান্ত-কলেবর, তথাপি সিংহারূঢ় শিশুর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অনুসন্ধান করিতে করিতে অদূরে একটি সুন্দর সরোবর দেখিতে পাইয়া রাজা ধীরে ধীরে সেই সরোবরের তীরের দিকে অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময়ে সেই সরোবরসন্নিধানে একটি বালক সিংহারোহণে উপনীত হইয়া সিংহ হইতে ভূতলে অবতরণ করিল এবং সিংহও জলপানার্থ সরোবরপ্রান্তে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল। এই অবসরে রাজা দ্বীপিকর্ণি স্বপ্নাদেশ অনুসারে পুত্রলাভ করিবার নিমিত্ত একটি শর নিক্ষেপ করিয়া জলপানার্থ জলাশয়-প্রবিষ্ট সিংহকে বিনাশ করিলেন। কিন্তু একটি বড় আশ্চর্য্যের বিষয় হইল, রাজা শরনিক্ষেপে সিংহের বিনাশ করিলেন বটে, কিন্তু সিংহ দেহত্যাগান্তে সহসা মানুষমূর্ত্তি ধারণ করিয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইল। রাজা বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাহাকে এই আশ্চর্য্য দেহপরিবর্ত্তনের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সেই মানুষমূর্ত্তি উত্তর করিল,—রাজন্! আমি যক্ষপতি কুবেরের সখা। আমার নাম সাত। একদিন একটি ঋষিকন্যা নন্দাকিনী-সলিলে স্নান করিতেছিলেন, আমি সেই ঋষিকন্যাকে দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ কামশরে বিদ্ধ হইলাম। স্নানকারিণী ঋষিকন্যাও আমাকে দেখিয়া কামাতুরা হইলেন। তখন উভয়ের প্রবলাকাঙ্ক্ষায় গান্ধর্ব্ববিধানে আমাদিগের পরস্পরের বিবাহবিধি সম্পন্ন হইল। আমাদিগের এই বিবাহ-ব্যাপার তখন কেহই জানিতে পারিল না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অতি অল্পদিনের মধ্যে এ সংবাদ ব্যক্ত হইয়া পড়িল। কন্যার বান্ধবগণ জানিতে পারিয়া আমাদিগের উভয়কেই সিংহরূপে বনে বনে বিচরণ করিতে অভিসম্পাত করিলেন এবং উপসংহারে শাপমুক্তির বিষয় এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন যে, যখন সিংহী পুত্র প্রসব করিবে, তখন প্রসবান্তে তাহার মুক্তিলাভ হইবে। আর সিংহরূপে বনভ্রমণ-কালীন দ্বীপিকর্ণি রাজার শরাঘাতে তোমার যখন প্রাণবিয়োগ ঘটিবে, তখনই তুমি শাপমুক্ত হইয়া আপনার পূর্ব্বদেহ প্রাপ্ত হইতে পারিবে। কালবশে ঋষির শাপে আমরা সিংহদম্পতী হইয়া বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিলাম। যথাকালে সিংহী গর্ভবতী হইয়া এই পুত্র প্রসবান্তে কালকবলে পতিত হইয়া মুক্তিলাভ করিল। আমি তখন হইতে এই মাতৃহীন শিশু সন্তানটিকে অন্যান্য সিংহীদিগের স্তন্যপান করাইয়া বর্দ্ধিত করিতে লাগিলাম; কিন্তু

অদ্য আমি সৌভাগ্য-ক্রমে আপনার শরাঘাতে দেহ-ত্যাগান্তে শাপবিমুক্ত হইয়া আবার পূর্ব্বদেহ প্রাপ্ত হইলাম। অতএব রাজন্। আপনি এই বালকটি গ্রহণ করুন।

তখন সেই শাপবিমুক্ত সাত নামক গুহ্যক রাজাকে এই কথা কহিয়া অন্তর্ধান করিল। রাজা দ্বীপিকর্ণিও সেই মহাসত্ত্বসম্পন্ন বালকটিকে গ্রহণ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

গুণাঢ্য কহিলেন,—সাত নামক গুহ্যক এই প্রকারে বালকটিকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছিল বলিয়া রাজা দ্বীপিকর্ণি তাঁহাকে সাতবাহন নামে অভিহিত করিয়া স্বীয় রাজসিংহাসন প্রদান করেন এবং পুত্র সাতবাহন যখন রাজকার্য্যে বিশেষরূপ পারদর্শী হইয়া উঠিল, তখন তিনি তপস্যার নিমিত্ত অরণ্যভূমি আশ্রয় করিলেন। পিতার অরণ্যগমনের পর পুত্র সাতবাহন নিজগুণে সার্ব্বভৌম নরপতিপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

গুণাঢ্য কাণভূতিকে এই কথা কহিয়া কথা-প্রসঙ্গে আবার সেই সাতবাহন নৃপতির বিবরণ উল্লেখ করিয়া বলিলেন, আমি পূর্ব্বে তোমার নিকট সেই যে সুরম্য উদ্যানের কথা বলিয়াছি, একদিন বসন্তোৎসবের সময় রাজা সাতবাহন সেই সুরম্য উদ্যানমধ্যে উপবেশন করিয়া নন্দনকাননগত দেবেন্দ্রের ন্যায় বিলাসিনী কামিনীগণের সহিত বিহার করিতেছিলেন।

এইরূপে কিছুকাল পর্য্যন্ত উদ্যানবিহার শেষ করিয়া পরে জলক্রীড়া করিতে মনস্থ করিলেন। অদূরে একটি সুন্দর দীর্ঘিকা ছিল। রাজা সাতবাহন মদমত্ত প্রমদাগণসহ সেই দীর্ঘিকায় অবতরণ করিলেন। কত রকমে কত রঙ্গভঙ্গে রাজার সঙ্গে অঙ্গনাদলের জলক্রীড়া আরম্ভ হইল, বহুক্ষণ জল-ক্রীড়ায় রমণীদল শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল, একজন রমণী কিঞ্চিৎ অধিক ক্লান্ত হইয়াছিল, রমণীগণের মধ্যে এই রমণী বিলক্ষণ বিদুষী। বিদুষী রাজমহিষীর সর্ব্বভাষায় অভিজ্ঞতা ছিল। ইনি জলসিঞ্চন সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া রাজাকে উদ্দেশ করিয়া সংস্কৃত ভাষায় কহিলেন, দেব! "মোদকৈঃ পরিতাড়য়" অর্থাৎ আমার প্রতি আর জল নিক্ষেপ করিবেন না।

সংস্কৃতভাষায় রাজার ততদূর অভিজ্ঞতা ছিল না। সুতরাং তিনি মহিষীর এই সংস্কৃত-বাক্যের সম্যক্ অর্থ বুঝিতে না পারিয়া তখন জনৈক পরি-চারিকা দ্বারা কতকগুলি মোদক অর্থাৎ লাড়ু আনাইলেন। মোদক দেখিয়া মহিষী তখন হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি হাস্য করিয়া বিস্ময়ের সহিত কহিলেন,—রাজন্! আপনি এরূপ মূর্খ হইলেন কেন? আপনি যে সংস্কৃতভাষায় এতদূর অনভিজ্ঞ তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। আমি আপনাকে জলসিঞ্চন করিতে নিষেধ করিলাম আর আপনি কি না কতকগুলি মোদক আনিয়া হাজির করিলেন। বলুন দেখি, এই কি মোদক আনাইবার বা মোদক ভক্ষণ করিবার সময়?

বিদুষী রাজমহিষীর কথায় রাজার বড় লজ্জা হইল। তাঁহার অনভিজ্ঞতায় পার্শ্বস্থ পরিজনবর্গ হাসিয়া উঠিল। লজ্জায়, ঘৃণায় রাজা অধোবদন হইলেন। তিনি তখনই জলক্রীড়া হইতে ক্ষান্ত হইয়া তীরে উঠিলেন। তাঁহার দর্প, অভিমান, পাণ্ডিত্য সমস্তই এই ব্যাপারে চূর্ণ হইয়া গেল। তিনি আপনাকে অতি অপমানিত বোধে তদ্দণ্ডেই সে স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপন ভবনে গমন করিলেন। রাজা সাতবাহন প্রস্থান করিলে তাঁহার মহিষীগণও যথাস্থানে গমন করিলেন।

রাজা গৃহে গিয়া নিজ নিভৃত কক্ষে শয়ন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—হায়! কি লজ্জার কথা! আজ আমি স্ত্রীর নিকট মূর্খ হইলাম, আমার কোন কার্য্যেই মন নিবিষ্ট হইতেছে না, আমি বড়ই অন্য-মনস্ক হইয়াছি। হায়। আমার মরণই মঙ্গল অথবা যদি প্রকৃত পাণ্ডিত্য লাভ করিতে পারি, তবে তাহাতেও আমার মঙ্গল।

এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া সন্তপ্তমনে রাজার দিন কাটিতে লাগিল। সমস্ত পরিজনবর্গ রাজার এইরূপ অবস্থা পরিবর্ত্তন দেখিয়া বড়ই উদ্বিগ্ন ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল।

গুণাঢ্য কহিলেন,—রাজার এই মনঃকষ্টের কথা প্রথমে আমি কিছুই জানিতে পারি নাই। ক্রমে রাজার এই অবস্থার কথা আমি এবং শর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য আমাদের উভয়ের কর্ণগোচর হইল। কিন্তু তখন আমরা ইহার প্রকৃত গূঢ়রহস্য কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। একদিন সন্ধ্যা আগতপ্রায়, এমন সময় আমরা উভয়ে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম,—কি আশ্চর্য্য! আজও রাজা প্রকৃতিস্থ হইলেন না। ক্রমে রাজ্য-মধ্যে যে বড়ই বিশৃঙ্খলা হইয়া উঠিবে। এইরূপ এবং অন্যরূপ আরও অনেক বিষয়ের আলোচনা করিয়া আমরা তখন রাজান্তঃপুরস্থ রাজহংস নামক জনৈক কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া এ বিষয়ের প্রকৃত মর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলাম। রাজহংস আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনাই আমাদিগের নিকট খুলিয়া বলিল। কিন্তু

তাহাতে আমরা সমস্ত বিষয় ভালরূপে বুঝিতে পারিলাম না। তখন আমি এবং শর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য, আমরা উভয়েই কিঞ্চিৎ বিমর্ষ হইয়া সন্দিগ্ধচিত্তে নানা বিষয়ের আলোচনা করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম,—রাজার যদি কোন ব্যাধি হইয়া থাকে, তবে অবশ্যই চিকিৎসকগণকে সর্ব্বদা রাজবাটীতে যাতায়াত করিতে দেখিতাম, রাজার রাজ্য অতি সুশৃঙ্খলায় সুদৃঢ়ভাবে রক্ষিত, সহসা কোন শত্রুপক্ষ তাহাতে প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা নাই। রাজ্যের প্রজাগণও অবাধ্য বা অশান্ত নয়, তাহারাও যথেষ্ট অনুরক্ত ও রাজভক্ত, কোন দিকেই কোন প্রকার অনিষ্টের আশঙ্কা বা অমঙ্গলের সূত্রপাত দেখিতেছি না। সুতরাং এ সকল বিষয়েও রাজার কোনরূপ উদ্বেগ বা মনস্তাপ হইবার কারণ হইতে পারে না। তবে যদি রাজার কোনরূপ চিত্তবিকার উপস্থিত হইয়া থাকে, সে স্বতন্ত্র কথা, তাহা আমরা কেমন করিয়া জানিব ?

তখন মহামতি শর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য আমাকে বলিলেন,—গুণাঢ্য ! আমার মনে হইতেছে,—রাজা বোধ হয়, কোন বিষয়ে নিজের মূর্খতা বুঝিতে পারিয়া এইরূপ মর্ম্মাহত হইয়াছেন। তিনি যে সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইবার জন্য অনেক সময় আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াও নানা কার্য্যবশতঃ তাহা সুসম্পন্ন করিতে পারেন না, ইহা আমি পূর্ব্ব হইতেই কিছু কিছু জানিতে পারিয়াছি। আমার নিশ্চয় ধারণা হইতেছে, সেই কারণেই তাঁহার এই চিত্তবিকার উপস্থিত হইয়াছে।

তখন মহামতি শর্ব্ববর্ম্মাচার্য্যের এইকথা আমার যথার্থ বলিয়া ধারণা হইল। এ দিকে রাত্রিও ক্রমে অধিক হইয়াছিল, আমরা উভয়েই তখন নিদ্রিত হইলাম। প্রভাতে আমরা উভয়ে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া আপন আপন প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে সর্ব্বাগ্রে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মনস্থ করিলাম। আর বিলম্ব হইল না, উভয়েই রাজবাটী অভিমুখে যাত্রা করিলাম। আমি অগ্রে অগ্রে চলিলাম, মহামতি শর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিলেন। এরূপ প্রত্যূষে রাজভবনে প্রবেশ করা সাধারণের পক্ষে নিষেধ থাকিলেও আমরা তথায় অনায়াসে প্রবেশ করিলাম।

রাজবাটীতে প্রবেশ করিয়া আমরা আর কোথাও অপেক্ষা করিলাম না, সহসা রাজপ্রাসাদে গিয়া উপনীত হইলাম। দেখিলাম,—রাজা তখন প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া একটি নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে একাকী বসিয়া রহিয়াছেন। আমরা দূর হইতে রাজাকে দেখিতে পাইয়া যথাযোগ্য আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে একেবারে তাঁহার নিকটেই গিয়া উপস্থিত হইলাম। অন্যান্য দিন রাজার সহিত সাক্ষাৎ হইলে রাজা আমাদিগকে ভক্তি, বিনয় ও সৌজন্যাদি সুব্যবহারে কত যত্ন ও কত সম্মানিত করিতেন, কিন্তু আজ তাহার যথেষ্ট ব্যতিক্রম দেখিলাম। আমরা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলাম, তাঁহার নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলাম, তিনি আমাদিগকে কোনরূপ সম্ভাষণ বা সম্বর্দ্ধনা করিলেন না।

আমরা উভয়েই কিছুক্ষণ বসিয়া আছি, রাজা আমাদিগকে ভাল মন্দ কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না। তখন আমিই রাজাকে জিজ্ঞাসিলাম,—মহারাজ ! আপনি অকস্মাৎ এরূপ দুর্ম্মনা হইলেন কেন ? রাজা এ কথা শুনিতে পাইলেন ; কিন্তু তিনি এ প্রশ্নের কোনই উত্তর দিলেন না।—তিনি মৌনী হইয়াই রহিলেন। এই সময় প্রত্যুৎপন্নমতি শর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য কহিলেন,—মহারাজ ! আপনি পূর্ব্ব হইতে প্রায়ই আমাকে বলিতেন যে, আপনি আমাকে শ্রুতিধর করিয়া দিউন। কিন্তু নানা কারণে এতদিন তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। সম্প্রতি আমি একটি শুভ স্বপ্ন দেখিয়াছি, সেই জন্যই আপনার নিকট অদ্য আমি উপস্থিত হইলাম।

স্বপ্ন বিবরণ

গত রাত্রে যে স্বপ্নটা দেখিয়াছি, তাহার মর্ম্ম এই,—যেন কোন শিষ্যকে আমি অধ্যাপনা করাইতেছি। দেখিলাম,—তখন একটি সুন্দর পদ্মফুল আকাশ হইতে ভূতলে পতিত হইল, কোন এক স্বর্গীয় কুমার ধীরে ধীরে সেই পদ্মটি প্রস্ফুটিত করিয়া দিলেন। পদ্ম হইতে তখন একটি শ্বেতাম্বর-পরিধায়িনী দিব্য নারী-মূর্ত্তি বাহির হইয়া যেন তিনি আপনারই বদনকমলে প্রবেশ করিলেন। দেব ! এই স্বপ্ন দেখিয়া আমি তৎক্ষণাৎ জাগিয়া উঠিলাম এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম,—এই স্বপ্নদৃষ্টা রমণী নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ সরস্বতী, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। অতএব অদ্য আমি রাজার নিকট যাই এবং এই স্বপ্নের যথাযথ বিবরণ তাঁহাকে প্রকাশ করিয়া বলি।

গুণাঢ্য কহিলেন,—মহামতি শর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য সাতবাহন নৃপতির নিকট উক্ত প্রকার স্বপ্নবৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিলে, তাঁহার মনের অন্ধকার যেন অনেকটা কমিয়া গেল, দুর্ভাবনাও কতক পরিমাণে

হ্রাস হইল। তিনি এইবার তাঁহার মৌনভাব ত্যাগ করিয়া যেন কিঞ্চিৎ কৌতূহলের সহিত আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আচ্ছা, যদি বিশেষ যত্নের সহিত শিক্ষা করা যায়, তবে লোকে কতদিনের মধ্যে ভালরূপ পাণ্ডিত্য লাভ করিতে পারে? যেহেতু, নীরস কাষ্ঠখণ্ডকে মণিমুক্তাদি দ্বারা সজ্জিত করিলে যেরূপ হয়, মূর্খ ব্যক্তির নিকট ঐশ্বর্য্য-বৈভবাদিও সেইরূপ হইয়া থাকে। মূর্খের সমস্তই অন্ধকার এবং সমস্তই শূন্য। সংসারে জন্মিয়া মূর্খ হইয়া থাকা অপেক্ষা আমার মনে হয়, মানবের মরণই মঙ্গল। আমি যদি প্রকৃত পণ্ডিত হইয়া পথের ভিখারী হইয়াও দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতাম, আমি যদি রাজা না হইয়া জ্ঞানী হইতাম, লক্ষ্মীর কোপে পড়িয়াও শুধু যদি সরস্বতীর কৃপার পাত্র হইতাম, তবে তাহাতেই আমার সুখ এবং তাহাতেই আমার শান্তি হইত। অতএব বলুন, এখন কি উপায়ে কেমন করিয়া আমি প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিতে পারি?

তখন রাজার এইরূপ অনুতাপের কথা শুনিয়া আমারও মনে একটু কষ্ট হইল। আমি কহিলাম, —মহারাজ! সাধারণতঃ যদি দ্বাদশ বর্ষকাল অধ্যয়ন করা যায়, তাহা হইলে সর্ব্ববিদ্যার মুখ-স্বরূপ ব্যাকরণশাস্ত্রে সকল ব্যক্তিই ব্যুৎপন্ন হইতে পারে; কিন্তু আমি আপনাকে ছয় বর্ষকাল অধ্যয়ন করাইয়া তাহাতে আপনার বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা উৎপাদন করিয়া দিতে পারি। আমার কথায় বাধা দিয়া যেন একটু ঈর্ষার সহিত শর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য তখন বলিয়া উঠিলেন,—আমি এ কথায় অনুমোদন করিতে পারি না। আমার মতে চিরসুখলালিত ব্যক্তি কখন এতকাল ধরিয়া ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে পারে না। দেব! আপনি যদি একান্তই শাস্ত্রজ্ঞানলাভে অভিলাষী হইয়া থাকেন, তবে আমি বলি, আমি আপনাকে ছয় মাসের মধ্যে সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী করিয়া দিব।

গুণাঢ্য কহিলেন,—আমি এই কথা শুনিয়া একটু ক্রোধের সহিত বলিলাম,—এরূপ অসম্ভব ঘটনা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। আপনি যদি ছয় মাসের মধ্যে রাজাকে সর্ব্বশাস্ত্রে শিক্ষিত করিয়া দিতে পারেন, তবে আমি দিব্য করিয়া বলিতেছি, আমি সংস্কৃত, প্রাকৃত ও দেশভাষা যাহা কিছু শিক্ষা করিয়াছি, তৎসমুদায় সম্পূর্ণই পরিত্যাগ করিব। কস্মিন্‌কালেও আর আমি সে সকল ভাষার অনুশীলন করিব না।

আমার এইরূপ দিব্য শুনিয়া শর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য বলিলেন,—আমি নিশ্চয়ই এ কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারিব। একবার নয়, আমি বার বার বলিতেছি, মাত্র ছয় মাসের মধ্যেই রাজাকে আমি সর্ব্ববিদ্যায় সুপণ্ডিত করিয়া দিব। যদি আমার দ্বারা এই কার্য্য সুসম্পন্ন না হয়, তবে আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, আমি দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত তোমার পায়ের পাদুকা মাথায় করিয়া বহন করিব। তিনি এই কথা কহিয়া আর তথায় মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা করিলেন না, অবিলম্বে সে স্থান হইতে দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন! আমি কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলাম। মহারাজও এ সম্বন্ধে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। ক্রমে বেলাও অধিক হইয়া উঠিল। আমি রাজার নিকট বিদায় লইয়া তখন স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলাম। আমার বোধ হইল,—আমাদিগের উভয়ের কথোপকথনে রাজা কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন।

মহামতি শর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য রাজার সম্মুখে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া আপন গৃহে আগমন করিলেন; কিন্তু গৃহে আসিয়া তাঁহার প্রতিজ্ঞাটি যে অত্যন্ত গুরুতর প্রতিজ্ঞা হইয়াছে, এই কথা তিনি বার বার আলোচনা করিয়া মনে মনে একটু উদ্বিগ্ন হইলেন। কি উপায়ে, কেমন করিয়া তাঁহার প্রতিজ্ঞা-রক্ষা হইবে, ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে তখন অনুতাপ হইল। তিনি আপন পত্নীর নিকট সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলেন। পত্নী স্বামীর এইরূপ দুস্তর প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—স্বামিন্! আপনার এই প্রতিজ্ঞা বড় বিষম প্রতিজ্ঞা হইয়াছে। কোন-রূপ দৈবশক্তি ব্যতীত এ সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাই-বার কোন উপায় দেখিতে পাইতেছি না। শর্ব্ব-বর্ম্মাচার্য্য পত্নীর পরামর্শই কার্য্যসিদ্ধির উপায় বলিয়া স্থির করিলেন। তিনি আর অধিককাল গৃহে অপেক্ষা করিলেন না, সেই দিন রাত্রির শেষভাগেই গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া দৈবশক্তিসঞ্চয়ের জন্য কোন এক নিভৃত স্থান আশ্রয় করিলেন। এইখানে আসিয়া তিনি অতি কঠোর সংযমের সহিত মাত্র বায়ুভক্ষণে দিন কাটাইতে লাগিলেন! আমি তৎপরদিবস গুপ্তচর দ্বারা সমস্ত সংবাদ অবগত হইলাম এবং রাজার নিকট গিয়া আনু-পূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করিলাম। রাজা এই ঘটনা শুনিয়া পূর্ব্বের ন্যায় আবার চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

এই সময় রাজপুত্র সিংহগুপ্ত সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া রাজার নিকট নিবেদন করিলেন,—দেব! পূর্ব্বে আপনি যখন দুর্ভাবনায় অত্যন্ত আকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং দিন দিন যখন আপনার বিষণ্ণভাব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তখন আমার মনে বড়ই দৈন্য হইল। কি উপায়ে আপনার মনের দুঃখ দূর হইয়া আপনি আবার প্রকৃতিস্থ হন, আমি সর্ব্বদা কেবল তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। ভাবিতে ভাবিতে আমি এক উপায় স্থির করিলাম। উপায় স্থির করিয়া নগরের বহির্ভাগস্থিত চণ্ডিকাদেবীর মন্দির-প্রান্তে গিয়া তাঁহার আরাধনায় নিবিষ্ট হইলাম।

বহু আরাধনা করিয়াও যখন দেবীকে প্রসন্ন করিতে পারিলাম না, তখন আমার এই মস্তক ছেদন করিয়া দেবীকে উপহার দিতে উদ্যত হইলাম। সহসা আকাশপথে দৈববাণী হইল, বৎস! তুমি তোমার শিরশ্ছেদ করিও না, তোমার মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, অচিরে রাজার বাসনা পূর্ণ হইবে। আমি এইরূপ দৈববাণী শুনিয়া সেই ভীষণ আত্মহত্যা হইতে বিরত হইয়া সম্প্রতি আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি; সুতরাং আপনি নিশ্চিন্ত হউন, আপনার মনোভীষ্ট যে অচিরে সিদ্ধ হইবে, তৎপক্ষে আর কোন সন্দেহই নাই।

গুণাঢ্য কহিলেন, রাজপুত্র সিংহগুপ্ত এই কথা কহিয়া রাজার নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক সে স্থান হইতে চলিয়া আসিলেন এবং শর্ব্ববর্ম্মাচার্য্যের বিষয় জানিবার জন্য দুই জন বিশ্বস্ত চর নিযুক্ত করিলেন। শর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য বাটী হইতে বহির্গত হইয়া প্রথমে নিজ স্বামিকুমারের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহার উপদেশে অতি কঠোরতার সহিত তপস্যা করিয়া ভগবান্ কার্ত্তিকেয়ের প্রসন্নতা সম্পাদন করিলেন। কার্ত্তিকেয় প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে অভীষ্টসিদ্ধির জন্য বরপ্রদান করেন। সিংহগুপ্ত-নিযুক্ত চরদ্বয় এ কথা জানিয়া আসিয়া পূর্ব্বেই রাজার নিকট নিবেদন করে। আমি এবং রাজা আমরা উভয়ে এই ঘটনা শুনিয়া পরস্পর বিষাদ ও হর্ষে নিমগ্ন হইলাম। রাজা হৃষ্ট হইলেন। আমি বিষণ্ণ হইলাম। অল্পদিন পরেই শর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য সিদ্ধিলাভ করিয়া রাজার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা পরমানন্দের সহিত তাঁহার নিকট সর্ব্ববিদ্যা লাভ করিলেন। শর্ব্ববর্ম্মাচার্য্যও পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুত সময়ের মধ্যে রাজাকে সমস্ত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। অনতি-কালবিলম্বেই রাজার শাস্ত্রাভিজ্ঞান সুন্দররূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল। অসাধারণ প্রতিভাবলে তিনি এখন প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়া মনে মনে কত আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। রাজ-বাটীর সমস্ত ব্যক্তি মহাসমারোহে আনন্দোৎসব আরম্ভ করিল। উচ্চ, নীচ সমস্ত ব্যক্তিই এ সমারোহে আসিয়া যোগদান করিল। আনন্দের কল্লোল-কোলাহলে ভূতল নভস্তল প্রতিধ্বনিত হইল। স্বয়ং রাজা স্বহস্তে বহুমূল্য রত্নরাজি দ্বারা শর্ব্ববর্ম্মাচার্য্যকে আপ্যায়িত করিয়া নর্ম্মদা নদীর তীরস্থিত বককচ্ছ নামক জনপদের শাসনভার তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। সিংহগুপ্ত রাজাকে শুভ-সংবাদ দিয়াছিল বলিয়া রাজা তাহাকে বহুবিধ ধন-মানাদি দ্বারা পরিতুষ্ট করিলেন। এতদ্ভিন্ন জলক্রীড়ার সময় যে মহিষীর তিরস্কারে রাজা মর্ম্মাহত হইয়া সম্প্রতি দৈবানুগ্রহে অসামান্য পাণ্ডিত্য লাভ করিলেন, এই মঙ্গলের দিনে রাজা সাতবাহন তাঁহাকেই বিদ্যাগমের হেতুভূত মনে করিয়া বহু প্রণয় ও সম্মানের সহিত সর্ব্বপ্রধান মহিষী অর্থাৎ মহাদেবীপদে বরিত করিলেন।

সপ্তম তরঙ্গ

মাল্যবানের শেষ উপাখ্যান।

গুণাঢ্য কহিলেন,—ইহার পর আমি এক দিন রাজসভায় উপস্থিত আছি, এমন সময়ে এক জন ব্রাহ্মণ নিজে একটি শ্লোক রচনা করিয়া তাহা রাজার নিকট লইয়া গেলেন এবং রাজাকে সেই শ্লোকটি শুনাইবার জন্য নিজে তাহা পাঠ করিলেন। রাজা ব্রাহ্মণপঠিত শ্লোকটি শুনিবামাত্র অবিকল সংস্কৃতবাক্যে অতি সুন্দররূপে তাহা উচ্চারণ করিলেন। সভাস্থ সভ্যগণ সকলেই রাজার এই অপূর্ব্ব ক্ষমতা দেখিয়া হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইলেন।

অনন্তর রাজা সভাস্থিত শর্ব্ববর্ম্মাচার্য্যের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া অতি বিনীতভাবে কহিলেন,—প্রভো! আপনি সে দিন কেমন করিয়া দৈবানুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন। শর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য উত্তর করিলেন, রাজন্! আমি সে দিন এ স্থান হইতে বহির্গত হইয়া সমস্ত দিন কিছুই আহার করিলাম না, কেবল মৌনী হইয়া অবিরাম-গতিতে পথ হাঁটিতে

লাগিলাম। আমার মনের বল ক্রমেই হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল। আমার কলেবর জীর্ণ-শীর্ণ হইবার উপক্রম হইল। এক দিন অত্যন্ত ক্লান্তিবশতঃ সংজ্ঞাশূন্য হইয়া আমি ধরাতলে পতিত হইলাম। কিঞ্চিৎ পরেই দেখিলাম,—এক জন শক্তিহস্ত পুরুষ আসিয়া আমাকে বলিতে লাগিলেন,—পুত্র! তুমি ভূশয্যা হইতে উত্থিত হও, অচিরেই তোমার মনোরথ সুসিদ্ধ হইবে। আমি সেই অভাবনীয় দৈববাণী শুনিতে পাইয়া যেন অমৃতধারায় অভিষিক্ত হইয়াই তৎকালে জাগরিত হইলাম। আমার তখন ক্ষুৎপিপাসা-জন্য কোন কষ্টই অনুভূত হইল না। আমি একেবারে নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ হইলাম। অনন্তর ভক্তির সহিত আমি এক দেবমন্দিরের সম্মুখস্থিত সরোবরে স্নান করিয়া মন্দিরমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সাক্ষাৎ শক্তিহস্ত কার্ত্তিকেয়কে দেখিতে পাইলাম। কার্ত্তিকেয়কে দর্শন করিবার সময় আমার মুখবিবরে দেবী সরস্বতী প্রবেশ করিলেন। এই সময় ভগবান্ ষড়ানন একটি ব্যাকরণসূত্র উচ্চারণ করেন। তৎশ্রবণে সঙ্গে সঙ্গে আমিও একটি সূত্র আপত্তি করিলাম। কার্ত্তিকেয় ইহাতে বাধা বিবেচনা করিয়া পুনরায় আর কোন সূত্রের উল্লেখ করিলেন না! তিনি কহিলেন,—তুমি যদি এক সূত্র উচ্চারণ না করিতে, তবে আমার মুখ হইতে উচ্চারিত হইয়া ইহা অতি বৃহদ্ ব্যাকরণরূপে পরিণত হইত। যাহা হউক, এই শাস্ত্র দ্বন্দ্বতন্ত্র বলিয়া কাতন্ত্র নামে পরিচিত হইবে ও পাণিনিকে ডিঙ্গাইবে আর আমার বাহনের নামানুসারে ইহা কলাপ নামেও বিখ্যাত হইবে।

কার্ত্তিকেয় এইরূপ অভিনব শব্দশাস্ত্র প্রকাশ করিয়া পুনরায় আমাকে বলিলেন,—তোমাদিগের রাজা, যিনি এখন সাতবাহন নামে বিখ্যাত, তিনি পূর্ব্বজন্মে ভরদ্বাজ-শিষ্য কৃষ্ণনামক জনৈক ঋষি ছিলেন। এক দিন কোন এক ঋষিকন্যাকে কামার্ত্তা দেখিয়া তিনিও কামাতুর হন। অবশেষে তিনি ঋষিকন্যার বান্ধবসম্পর্কীয় কতিপয় ঋষি কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া সম্প্রতি সাতবাহন নামে ভূতলে রাজা হইয়াছেন। তিনি পূর্ব্বে যে ঋষিকন্যার প্রণয়ে আসক্ত হইয়াছিলেন, ঋষিশাপে তিনিই এখন তাঁহার মহিষী হইয়া অবস্থান করিতেছেন। এইরূপে সেই সাতবাহন একজন ভূতপূর্ব্ব ঋষি থাকিয়া এক্ষণে তোমাদিগের রাজা হইয়াছেন। তুমি এই স্থান হইতে রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র তোমার অনুগ্রহে তাঁহার জন্মান্তরীয় সমস্ত বিদ্যা আবির্ভূত হইবে। মহাপুরুষগণের জন্মান্তরার্জ্জিত বিদ্যা ইহ-জন্মে অনায়াসেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। দেব কার্ত্তিকেয় এই কথা কহিয়া অন্তর্হিত হইলেন। আমিও তাঁহার অন্তর্ধানের পর সেই দেবমন্দির হইতে বহির্গত হইলাম। আমি মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার সময় মন্দিরের সেবায়েতগণ আমাকে কিঞ্চিৎ তণ্ডুল প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই,—আমি প্রত্যহ ক্ষুধার সময় পথে পথে তাহা ভক্ষণ করিয়া আসিয়াছি, তথাপি সে তণ্ডুলগুলি সমানই আছে; অদ্যাপি তাহার কিছুই কমে নাই, যাহা পাইয়াছি, তাহাই আছে।

মহামতি শর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য এইরূপে রাজার নিকট নিজ বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলে, রাজা সাতবাহন অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন এবং স্নানের জন্য উঠিলেন। আমি মৌনী ছিলাম, কাজেই কোন ব্যবহারেই লাগি নাই, আমিও রাজাকে প্রণাম করিলাম।

গুণাঢ্য কাণভূতিকে কহিলেন,—যখন সকলেই স্নানার্থ উত্থিত হইলেন, তখন শিষ্যদ্বয় সমভিব্যাহারে আমিও উঠিলাম। এই দিন হইতে তপস্যা করিবার জন্য আমার মন বড়ই ব্যাকুল হইল। আমি তখন রাজবাটী হইতে বহির্গত হইয়া বিন্ধ্যবাসিনীর দর্শনলাভের জন্য এই স্থানে উপস্থিত হইলাম। এখানে আসিয়া স্বপ্নকালীন দেবী বিন্ধ্যবাসিনীর আদেশবশতঃ তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য এই ঘোর বিন্ধ্যারণ্যপথে বিচরণ করিতে লাগিলাম। একাকী অরণ্যপথে পরিভ্রমণ করিতে করিতে কতকগুলি পুলিন্দের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল, তাহাদের কথামত পথ চলিতে চলিতে অতিকষ্টে শেষে আমার কতকগুলি সঙ্গী জুটিল। এই সঙ্গিদলের সহিত বহু পথ হাঁটিয়া আসিয়া অদূরে আমি কতকগুলি পিশাচকে দেখিতে পাইলাম।

কিঞ্চিৎ দূর হইতে ঐ সকল পিশাচের পরস্পর কথোপকথন শুনিতে পাইয়া তৎকালে আমার পৈশাচিক ভাষা স্মরণ হইল। আমিও তদবধি আমার মৌনব্রত ত্যাগ করিলাম। অতঃপর তুমি উজ্জয়িনীতে অবস্থান করিতেছ শুনিতে পাইয়া তোমার প্রতীক্ষায় এই স্থানেই অবস্থান করিতে লাগিলাম। সম্প্রতি তোমার শুভাগমনে আমার পূর্ব্বজাতি স্মৃতিপথে উদিত হইল; এ পর্য্যন্ত আমার জন্মবৃত্তান্ত এইরূপই সংঘটিত হইয়াছে।

গুণাঢ্যের কথাবসানে কাণভূতি উত্তর করিল,—আমি গত পূর্ব্বরাত্রে আপনার আগমন-সংবাদ যেরূপে অবগত হইয়াছিলাম, তাহা আপনার নিকট প্রকাশ করিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। এই বলিয়া

কাণভূতি কহিল,—এই উজ্জয়িনীতে আমার পরম-মিত্র ভূতিবর্ম্মা নামে এক তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন রাক্ষস আছে। রাক্ষস ভূতিবর্ম্মা যে উদ্যানে বাস করে, আমি গত রাত্রে সেই স্থানে গমন করিয়া আমার শাপবিমুক্তির কথা তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম। রাক্ষস তদুত্তরে বলিল,—সখে! দিবাভাগে আমার কোনই প্রভাব থাকে না। কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর, আমি রাত্রিকালে সমস্ত ঘটনা তোমার নিকট ব্যক্ত করিব। আমি সেই সখার কথামত অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে ক্রমে রাত্রি হইয়া আসিল। তখন নিকটেই কতকগুলি ভূতের উৎকট চীৎকার ও হর্ষ-কোলাহল শুনিতে পাইলাম এবং শুনিয়া ভূতি-বর্ম্মার নিকট তাহাদিগের হর্ষকারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। ভূতিবর্ম্মা উত্তর করিল,—সখে! আমি শুনিয়াছি,—যক্ষ, পিশাচ ও রাক্ষসগণের মধ্যে দিবা-ভাগে সূর্য্যালোকে কাহারই প্রভাব থাকে না। ইহারা কেবল রাত্রিকালেই প্রখর হইয়া হৃষ্টচিত্ত হইতে থাকে। যেখানে দেব-ব্রাহ্মণের অর্চ্চনা হয় না এবং যেখানে ভোজনাদি ব্যাপার অবৈধভাবে নিষ্পন্ন হয়, সেই স্থানেই ইহাদের প্রভাব বিস্তার করে; এবং যে স্থানে নিরামিষাশী লোক বা সাধ্বী নারী থাকে, সে স্থানেও ইহাদিগের গতিবিধি হইতে পারে না। মোট কথা,—যেখানে বিশুদ্ধ, শুচি, বলবান্ অথবা বিদ্যাসম্পন্ন জ্ঞানী ব্যক্তি থাকেন, এই যক্ষ, রাক্ষস ও পিশাচগণ তথায় যাইতে পারে না। সুতরাং এখন রাত্রিকাল উপস্থিত হইয়াছে, সেই জন্য ইহারা হর্ষ-কোলাহল আরম্ভ করিয়াছে। যাহা হউক, ভ্রাতঃ! তুমি এক্ষণে এ স্থান হইতে গমন কর, আমি জানিতে পারিলাম,—তোমার শাপবিমুক্তির কারণস্বরূপ গুণাঢ্য এই উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হইয়াছেন।

আমি সখা রাক্ষসের নিকট এই সংবাদ অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে বহির্গত হইলাম। এক্ষণে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইল। যাহা হউক, প্রভো! আমি আপনার নিকট সম্প্রতি পুষ্পদন্তের বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিতেছি। কিন্তু আমার বড়ই কৌতূহল হইয়াছে, আপনি অগ্রে আমাকে বলুন, আপনার পুষ্পদন্ত ও তাহার মাল্যবান্ এই দুইটি নামোৎপত্তির কারণ কি?

কাণভূতির কথার উত্তরে গুণাঢ্য বলিলেন,—গঙ্গাতীরে বহুসুবর্ণক নামক এক গ্রাম ছিল, তথায় গোবিন্দদত্ত নামক এক জন বহুশাস্ত্রাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। এই ব্রাহ্মণের স্ত্রীর নাম অগ্নিদত্তা। অগ্নিদত্তা সতী-সাধ্বী পতিব্রতা ছিলেন। কালে এই ব্রাহ্মণ-দম্পতীর পাঁচটি পুত্রসন্তান উৎপন্ন হয়। তাহারা সকলেই পিতার অযোগ্য সন্তান, একেবারে মূর্খের চূড়ান্ত হইয়া ভয়ঙ্কর অভিমানী হইয়া উঠিল। গুণের মধ্যে ইহাদিগের আকৃতি অতি সুন্দর ছিল। এক দিন গোবিন্দদত্ত গৃহে নাই, তাঁহার কাণ্ডজ্ঞান-রহিত মূর্খ পুত্র কয়েকটি এক স্থানে বসিয়া আছে। এই সময় বৈশ্বানর নামে এক জন অতিথি ব্রাহ্মণ তাঁহার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৈশ্বানর ভয়ঙ্কর ক্রোধী পুরুষ ছিলেন। ইনি পথক্রমে অগ্নি-দত্তের গৃহে অতিথিরূপে উপস্থিত হইয়া গৃহমধ্যে পাঁচ জন ব্রাহ্মণকে দেখিতে পান এবং বয়োজ্যেষ্ঠবোধে তাঁহাদিগকে প্রণাম করেন। গোবিন্দদত্তের মূর্খ পুত্রগণ অতিথি ব্রাহ্মণকে প্রত্যভিবাদন করা দূরে থাকুক, তাহারা তখন একেবারে উচ্চকণ্ঠে হিহি শব্দে হাসিয়া উঠিল। আগন্তুক ব্রাহ্মণ তাহাদিগের এই অবিনীত ব্যবহারে অত্যন্ত চটিয়া উঠিলেন। তিনি সে স্থানে আর মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা না করিয়া ক্রোধের সহিত দ্রুতপদে তথা হইতে বহির্গত হইলেন। ব্রাহ্মণ ক্রোধে হন্ হন্ করিয়া চলিয়া আসিতেছেন, এই সময় পথে গোবিন্দদত্তের সহিত তাঁহার দেখা হইল। গোবিন্দদত্ত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় অতিথি ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা ব্যক্ত করিলেন। গোবিন্দদত্ত নিজ পুত্রগণের মূর্খতায় অতিথি ব্রাহ্মণের অবমাননা বুঝিতে পারিয়া তখন তাঁহাকে স্বগৃহে আনিবার জন্য অনেক অনুনয়-বিনয় করিলেন। বৈশ্বানর কিছুতেই আসিতে স্বীকৃত হইলেন না। তিনি কহিলেন,—তোমার পুত্রগণ অত্যন্ত মূর্খ এবং সেই সংসর্গে তুমিও মূর্খ হইয়াছ, মূর্খ ব্যক্তি পতিত বলিয়া কথিত; সুতরাং আমি পতিত ব্রাহ্মণের অন্ন গ্রহণ করিব না; তোমার গৃহে যদি আমি আহার করি, তাহা হইলে আমাকে শাস্ত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

অতিথি ব্রাহ্মণের কথায় গোবিন্দদত্ত তখন বড়ই দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন,—আপনি অতিথি; আপনি বিমুখ হইয়া আমার গৃহ হইতে চলিয়া গেলে আমার মহাপাপ হইবে এবং অন্তে আমি ঘোর নরকে পতিত হইব। অতএব আপনি চলুন,—আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, আর আমি আমার সেই মূর্খ কুপুত্রগণের সংসর্গে থাকিব না। গোবিন্দদত্তের ভার্য্যাও অতি ধর্ম্মপরায়ণা, সুতরাং অতিথি ব্রাহ্মণ চলিয়া আসিবার সময় তিনি তাঁহাকে ফিরাইবার জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছিলেন। এক্ষণে স্বামীর সহিত অতিথি ব্রাহ্মণকে পথে দণ্ডায়মান দেখিয়া

তিনিও সেই স্থানে গিয়া ব্রাহ্মণকে অনেক অনুনয়-বিনয় করিতে লাগিলেন। অতিথি ব্রাহ্মণ অগত্যা আতিথ্য-গ্রহণে স্বীকৃত হইয়া তাঁহার গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

গোবিন্দদত্তের পুত্রগণ এই ঘটনা জানিতে পারিয়া মনে মনে বড়ই অনুতাপ ভোগ করিল। এই অনুতপ্ত পুত্রগণের মধ্যে দেবদত্ত নামক এক ব্যক্তি কিঞ্চিৎ অধিক দুঃখিত হইল। তাহার মনে বড়ই ধিক্কার আসিল। সে বৈরাগী হইয়া তপস্যার্থ সুদূর বদরিকাশ্রমে গমন করিল। দেবদত্ত বদরিকাশ্রমে আসিয়া ভগবান্ চন্দ্রমৌলির উপাসনায় নিবিষ্ট হইল। ক্রমে তাহার আহার-নিদ্রা ত্যাগ হইল। বহু তপস্যার ফলে ভগবান্ ভবানীপতি আসিয়া তাহার সাক্ষাৎ হইলেন। দেবদত্ত শঙ্করের নিকট তাঁহার এক জন অনুচর হইবার প্রার্থনা করিল। শঙ্কর তাহাতে অসম্মত হইলেন না। তিনি কহিলেন,—তুমি এই মর্ত্ত্যভূমে থাকিয়া সর্ব্বপ্রকার বিদ্যা উপার্জ্জন পূর্ব্বক প্রথমে বিবিধ ভোগ-সুখ কর, পরে তোমার অভীষ্ট-সিদ্ধি সংঘটিত হইবে।

দেবদত্ত শঙ্করের আদেশে বিদ্যালাভার্থ পাটলীপুত্রে আসিয়া বেদকুম্ভ নামক এক উপাধ্যায়ের সেবাশুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন। উপাধ্যায়ের পত্নী অতি দুষ্ট-চরিত্রা ছিলেন। দেবদত্ত সুন্দর অথচ যুবক। সুতরাং চঞ্চলহৃদয়া রমণী অধীরা হইয়া লজ্জা ত্যাগ করত দেবদত্তের নিকট তাহার অসদ্ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। দেবদত্ত আত্মসংযম করিতে অভ্যস্ত অথচ অত্যন্ত ধর্ম্মভীরু লোক ছিলেন। সুতরাং তিনি উপাধ্যায়-পত্নীর এই গর্হিত প্রার্থনা পূর্ণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। তিনি সেই কুস্থান পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন এবং তথা হইতে বাহির হইয়া প্রতিষ্ঠান নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই নগরে মন্ত্রস্বামী নামক এক জন বৃদ্ধ অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার পত্নীও বৃদ্ধা। এই নিমিত্ত দেবদত্ত এই স্থানেই অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। যথাকালে দেবদত্ত এই অধ্যাপকের নিকট সমস্ত বিদ্যা অধ্যয়ন করিলেন।

দেবদত্তের যখন বিদ্যা-উপার্জ্জন শেষ হইল, তখন এক দিন তত্রত্য রাজা সুশর্ম্মার একটি পরমাসুন্দরী কন্যা তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হয়, এই রাজতনয়ার নাম শ্রী। শ্রী প্রকৃতই শ্রীর ন্যায় রূপবতী। শ্রীকে দেখিবামাত্র দেবদত্তের মন হঠাৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল। রাজকন্যা শ্রীও বাতায়নবিবর দিয়া দেবদত্তের সুন্দর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখিতে লাগিলেন। তখন উভয়েই উভয়কে দেখিয়া কামশরে বিদ্ধ হইলেন,—যেন কাহারও আর গতি-শক্তি নাই।

কিছুক্ষণ এইভাবে কাটিলে রাজনন্দিনী অঙ্গুলি-সঙ্কেতে দেবদত্তকে ডাকিলেন। দেবদত্ত রাজপথ ছাড়িয়া রাজভবনের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন। রাজকুমারী দন্তে করিয়া একটি ফুলের তোড়া উপর হইতে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ফেলিয়া দিলেন। দেবদত্ত রাজকন্যা-নিক্ষিপ্ত ফুলের তোড়াটি তখন অন্যের অগোচরে হাতে করিয়া তুলিয়া লইলেন। রাজকন্যাও এইবার একটু মুচকি হাসিয়া উপরের বাতায়ন-পথ রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

পাছে কেহ দেখিয়া ফেলে, এই ভয়ে দেবদত্ত সত্বর সে স্থান ত্যাগ করিলেন। কিন্তু রাজনন্দিনী-দত্ত ফুলের তোড়াটি তিনি ফেলিয়া আসিলেন না, তাহা সঙ্গে করিয়া আনিলেন। তিনি পথে আসিতে আসিতে ভাবিতে লাগিলেন,—এ কি হইল! রাজনন্দিনী ফুলের তোড়া দিল কেন? কোন কথা কহিল না, আমাকে অঙ্গুলিসঙ্কেতে কাছে ডাকিল, আমি উপস্থিত হইলাম, উপর হইতে আমাকে এই ফুলের তোড়াটি ফেলিয়া দিয়া সে তাহার জানালা বন্ধ করিয়া দিল। এই ফুলের তোড়া ফেলিবার মর্ম্ম কি? আর ইহাতে আমি কেমন করিয়াই বা রাজকন্যার অভিপ্রায়মত কাজ করিব? এখন কি করি?

দেবদত্ত পথে পথে ভাবিয়া চিন্তিয়া স্বয়ং এ রহস্যমর্ম্ম কিছুই উদ্ঘাটিত করিতে পারিলেন না।

গৃহে আসিয়া তিনি কাহারও সহিত কোনরূপ কথাবার্ত্তা না কহিয়া যেন মর্ম্মাহতের ন্যায় ভূতলে পড়িয়া রহিলেন। দেবদত্তের অধ্যাপক দেবদত্তকে তদবস্থ দেখিয়া কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইলেন। তিনি সহসা কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। দেবদত্ত কি কোন ব্যাধিগ্রস্ত হইল? অথবা অন্য কোনরূপ মনঃকষ্টে মর্ম্মাহত হইয়া, নিশ্চেষ্টের ন্যায় ভূতলে পড়িয়া রহিল, ইহা তিনি কাহারও কাছে জিজ্ঞাসা করিয়াও ভালরূপ বুঝিতে পারিলেন না। উপাধ্যায় মহাশয় বয়সে প্রবীণ। বহু বিষয়ে তাঁহার বিচক্ষণতা ও অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেবদত্তের নিকট তাঁহার অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবদত্ত অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট পূর্ব্বাপর সমস্ত ঘটনাই খুলিয়া বলিলেন। বিচক্ষণ বুদ্ধিমান ব্যক্তি কোন কথার অঙ্কুর পাইলেই অনেক কথার মর্ম্মগ্রহ করিতে পারেন। রাজনন্দিনীর পুষ্পনিক্ষেপের কথা শুনিয়া

উপাধ্যায় মহাশয় দেবদত্তকে বুঝাইলেন,—বৎস! এ অতি সহজ কথা, ইহা বুঝাইতে আমার আর অধিক চিন্তা করিতে হইবে না। তুমি দুর্ভাবনা পরিত্যাগ কর। এই নগরের অনতিদূরে পুষ্পদন্ত নামক একটি দেবমন্দির আছে। সেই মন্দিরটির চারিদিক্ নানাজাতীয় ফুলের বনে আবৃত। জনমানব সেখানে বড় একটা যায় না, সে স্থান অতি রম্য ও অতি নিভৃত। রাজনন্দিনী দাঁত দিয়া ফুলের তোড়া ফেলিয়া তোমাকে সেই পুষ্পদন্ত -মন্দির-সম্মুখবর্ত্তী নিভৃত স্থানে গিয়া অপেক্ষা করিতে বলিয়াছে। অতএব তুমি সত্বর সেই স্থানে গমন কর। সেইখানেই তোমার সহিত রাজনন্দিনীর সাক্ষাৎ হইবে।

অধ্যাপক মহাশয়ের কথায় দেবদত্ত যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। তাঁহার মনের অন্ধকার ঘুচিয়া গেল। তিনি রাজনন্দিনীর সঙ্কেত-রহস্য বুঝিতে পারিয়া হর্ষভরে পুলকিত হইলেন। তাঁহার সমস্ত ভাবনা-চিন্তা দূর হইল। তিনি অবিলম্বে সেই দেবমন্দিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মন্দিরের কাছে উপস্থিত হইয়া দেবদত্ত প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অষ্টমী তিথি। নৈশ অন্ধকারে চারিদিক আচ্ছন্ন। রাজনন্দিনী এই পুণ্যতিথি উপলক্ষে একাকিনী দেবদর্শনার্থ সেই মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মন্দিরে প্রবেশ করিবার সময় তাঁহার পশ্চাদ্দিক হইতে দেবদত্ত আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। তখন উভয়ের বড়ই আনন্দ হইল। যুবতী রাজপুত্রী জিজ্ঞাসিলেন, প্রিয়! তুমি কেমন করিয়া আমার সঙ্কেত বুঝিতে পারিলে? যুবক উত্তর করিলেন, —"প্রিয়ে! তোমার এই সঙ্কেতের গূঢ়-রহস্য, আমি নিজে বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। আমার একজন বিজ্ঞ বহুদর্শী অধ্যাপক আছেন, তাঁহারই সাহায্যে আমি তোমার এই সঙ্কেত-রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারিয়াছি।"

যুবক সত্য কথাই কহিলেন, কিন্তু সত্য কথা অনেক বিষয়ে খাটে না; কখন বিপরীত ফলও ফলে। দেবদত্তের এই সত্য কথায় আজ তাহাই ঘটিল। যুবতী ক্রুদ্ধ হইলেন। যুবকের কথা শুনিয়া, তিনি তাঁহাকে মূর্খ ও অকর্ম্মণ্যবোধে, অত্যন্ত বিরক্তির সহিত বলিয়া উঠিলেন, "তুমি আমাকে স্পর্শ করিও না। আমার ন্যায় বিদুষী রমণী কখনও তোমার ন্যায় মূর্খ প্রণয়ীর প্রণয় আকাঙ্ক্ষা করে না। তুমি চলিয়া যাও, আমি তোমার সংসর্গে থাকিতে ইচ্ছা করি না; এবং পাছে এই গুপ্ত ঘটনা ব্যক্ত হইয়া পড়ে, এই ভয়ে তিনি সত্বর সে স্থান হইতে আপন ভবনে ফিরিয়া আসিলেন।'

দেবদত্ত এইবার নিবিড় শোকান্ধকারে আচ্ছন্ন হইলেন। রাজকন্যার বিরহানলে তাঁহার অন্তর পুড়িয়া খাক হইতে লাগিল। তিনি উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিলেন।- দেবদত্তের আর চলৎশক্তি রহিল না। তিনি সেই মন্দিরের সম্মুখস্থিত নিভৃত কাননমধ্যে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—হায়! আমার কি দুরদৃষ্ট! আজ আমি বহুদিনের বাঞ্ছিত বস্তু হাতে পাইয়াও তাহাতে বঞ্চিত হইলাম!

দেবদত্ত এইরূপ অনেক বিষয় ভাবিয়া চিন্তিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ করিতে না পারিয়া নিশ্চেষ্টের ন্যায় কিছুকাল সেই স্থানেই বসিয়া রহিলেন।

দেবতার আরাধনা কখন বিফল হয় না। দেবদত্ত পূর্ব্বে বদরিকাশ্রমে থাকিয়া বহুদিন পর্য্যন্ত ভগবান্ শঙ্করের আরাধনা করিয়াছিলেন। সেই আরাধনার ফলে তাঁহাকে এখন আর অধিক মনস্তাপ ভোগ করিতে হইল না। অল্পকালমধ্যেই শঙ্কর-প্রেরিত পঞ্চশিখ নামক একজন অনুচর আসিয়া দেবদত্তকে আশ্বস্ত করিল। শিবানুচর নিজে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিল এবং দেবদত্তকে একটি স্ত্রীবেশে সজ্জিত করিয়া দিল। তখন উভয়ে রাজা সুশর্ম্মার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা সুশর্ম্মা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দেখিয়া তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তদুত্তরে কহিলেন,—মহারাজ! আমার একটি পুত্র ছিল। অদৃষ্টক্রমে আমার সেই পুত্রটি আজ বহুদিন পর্য্যন্ত নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছে। এত দিন অনুসন্ধানে কোনই ফল পাই নাই। অতএব এক্ষণে আমি ভাবিয়াছি,—নিজেই একবার পুত্রের অনুসন্ধানার্থ বহির্গত হইব। আমার সংসারে আর কেহই নাই। এই একটিমাত্র পুত্রবধূ আছে। আপনি রাজা,—সকলের রক্ষাকর্ত্তা, তাই আমার ইচ্ছা,—আপনার অন্তঃপুরে আমার এই পুত্রবধূটিকে রাখিয়া আমি পুত্রের অন্বেষণ দূরদেশান্তরে যাই।

রাজা সুশর্ম্মা ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া ভাবিলেন,—ইনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। ইঁহার কথা যদি না রক্ষা করি, তবে হয়ত ব্রাহ্মণ আমাকে শাপ দিয়া ভস্ম করিয়া ফেলিবেন। আর একটিমাত্র স্ত্রীলোক আমার অন্তঃপুরে থাকিবে, তাহাতে আমার ক্ষতিই বা কি?

এইরূপ ভাবিয়া রাজা বৃদ্ধব্রাহ্মণের প্রস্তাবে অসম্মত হইলেন না। তখন ব্রাহ্মণ রাজার অভিপ্রায় জানিয়া পুত্রবধূকে সেই স্থানে রাখিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলে রাজা সেই স্ত্রীলোকটিকে আর কোথাও না রাখিয়া অন্তঃপুরমধ্যে নিজ কন্যার নিকট রাখিয়া দিলেন।

গুণাঢ্য কহিলেন,—এইরূপে শিবানুচরের কৌশলে সেই স্ত্রীবেশধারী যুবক দেবদত্ত রাজকন্যা শ্রীর সহিত অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাজা সুশর্ম্মা বা রাজকন্যা শ্রী ইঁহারা কেহই প্রকৃত ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও জানিলেন না।

কিছুদিন কাটিয়া গেল। ক্রমে একদিন নিশা-কালে রাজকন্যা এ বিষয়ের গূঢ়রহস্য প্রকাশ করিলেন। তিনিও দেবদত্তকে চিনিতে পারিলেন। এবার আর দেবদত্তকে প্রত্যাখ্যান করিলেন না, বরং তাঁহার এই বুদ্ধিচাতুর্য্য দেখিয়া তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তখন গান্ধর্ব্ববিধানে উভয়ের বিবাহ-বিধি নিষ্পন্ন হইল। সুখস্বাচ্ছন্দ্যে গোপনে দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল। আশা মিটিল।

ক্রমে রাজকন্যা গর্ভবতী হইলেন। বিপদ বুঝিয়া এখন সেই শিবানুচরকে স্মরণ করিলেন। স্মরণ করিবামাত্র সেই দিন রাত্রিযোগেই শিবানুচর আসিয়া দেবদত্তের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। দেবদত্ত শিবানুচরের নিকট সমস্ত ঘটনা বলিলেন। শিবানুচর এই বৃত্তান্ত শ্রবণে তথায় আর অপেক্ষা করিলেন না। তিনি তদ্দণ্ডেই দেবদত্তকে সঙ্গে লইয়া রাজান্তঃপুর হইতে অলক্ষিতভাবে শূন্যপথে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর রাত্রিপ্রভাত হইলে যথাকালে রাজা সুশর্ম্মা আসিয়া রাজদরবারে উপবেশন করিয়াছেন; এই সময় আবার সেই শিবানুচর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে দেবদত্তকে সঙ্গে লইয়া রাজা সুশর্ম্মার নিকট উপস্থিত হইলেন। দেবদত্তের এবার আর স্ত্রীবেশ নাই। তিনি পুরুষবেশেই উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ রাজার নিকট উপস্থিত হইয়াই কহিলেন,—রাজন্! এই আমার পুত্রকে আমি সন্ধান করিয়া আনিয়াছি। এক্ষণে আপনি আপনার অন্তঃপুর হইতে আমার পুত্রবধূটিকে আনাইয়া দিন।

গতরাত্রে রাজা সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, তাঁহার অন্তঃপুর হইতে ব্রাহ্মণের পুত্রবধূটি পলাইয়া গিয়াছে। এক্ষণে ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহার পুত্রবধূ প্রার্থনা করিল; সুতরাং রাজা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তিনি ভাবিলেন,—এ আর কিছুই নয়, নিশ্চয়ই কোন দেবতা আমাকে ছলনা করিবার জন্য এইরূপ করিতেছেন। নচেৎ আমার সুরক্ষিত অন্তঃপুর হইতে একটি স্ত্রীলোক পলাইয়া যাওয়া ত কোনরূপেই সম্ভব হয় না। যাহা হউক, এখন কি করি, ব্রাহ্মণ অসন্তুষ্ট হইলে নিশ্চয়ই আমাকে শাপগ্রস্ত করিবেন।

রাজা এইরূপ ভাবিয়া তাঁহার অমাত্যদিগকে কহিলেন,—হে অমাত্যগণ! আমার বোধ হয়, কোন দেবতা আমায় বঞ্চনা করিবার জন্য এইরূপ চক্রান্ত করিতেছেন। এরূপ ঘটনা পূর্ব্বাপর প্রায়ই সংঘটিত হইয়া আসিতেছে। আমি শুনিয়াছি,—পূর্ব্বে ধর্ম্ম কপোতরূপে শিবি রাজার আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইন্দ্র শ্যেনরূপে কপোতভক্ষণের জন্য রাজার নিকট আসিয়া উপস্থিত হন। রাজা শরণাগতকে পরিত্যাগ করিতে কিছুতেই সম্মত হন না। শ্যেনও কপোতকে ভক্ষণ না করিয়া কিছুতেই নিবৃত্ত হইতে স্বীকৃত হয় না। অবশেষে রাজা স্বীয় দেহদানে শরণাগত কপোরকে রক্ষা করিতে উদ্যত হইলে আকাশ হইতে রাজার প্রতি অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদত্ত হয় এবং ইন্দ্র ও যম উভয়েই পক্ষিযোনি পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বস্বরূপ ধারণ করিয়া শিবি রাজাকে অভীষ্ট বরদানান্তে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করেন। অতএব আমার নিশ্চয়ই ধারণা হইতেছে, এই ঘটনা আমাকে বঞ্চনা করা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

রাজা অমাত্যদিগকে এই কথা কহিয়া ক্রমেই ভয় ও উদ্বেগে অবসন্ন হইতে লাগিলেন। তিনি ভয়ে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে উত্তর দিলেন,—ব্রহ্মণ! আমাকে অভয় দান করুন। আমি আপনার নিকট অত্যন্ত অপরাধী হইয়াছি। আমি এ যাবৎ আপনার পুত্রবধূটিকে রক্ষা করিতে ত্রুটি করি নাই! স্নেহ-মমতার সহিত আমার কন্যার ন্যায় তাঁহাকে আমি পালন করিয়া আসিতেছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে গত রাত্রে তিনি নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। লোক দ্বারা অনুসন্ধান করিয়াও এ পর্য্যন্ত কোন ফল পাই নাই।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রাজার কথা শুনিয়া কৃত্রিম শোক প্রকাশপূর্ব্বক যেন অতি কষ্টে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন,—মহারাজ! যাহা ঘটিবার ত ঘটিয়াছে। এখন আমার পুত্রের বিবাহের কি হইবে? পুত্রবধূর উদ্দেশ হইল না। এখন আপনি আপনার কন্যাটিকে আমার পুত্রের হস্তে

সমর্পণ করুন। রাজা শাপভয়ে ভীত হইয়া অগত্যা তাহাই স্বীকার করিলেন। অল্পকালমধ্যেই দেবদত্তের সহিত রাজকন্যার বিবাহ হইয়া গেল। সকল ঝঞ্ঝাট চুকিল। আর কোনরূপ ভয় বা ভাবনার বিষয় রহিল না।

শিবানুচর পঞ্চশিখ এইরূপ কৌশলে দেবদত্তের সহিত রাজকন্যার বিবাহ দিয়া তথা হইতে বিদায় হইলেন। দেবদত্ত এবং রাজকন্যা এইবার নির্ঝঞ্ঝাটে উভয়ের সহিত উভয়ে মিলিত হইয়া নির্ভয়ে নির্ভাবনায় পরস্পর সুখ-স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইতে লাগিলেন। দেবদত্তের শ্বশুর রাজা সুশর্ম্মার এই কন্যা ব্যতীত আর কোন সন্তান-সন্ততি ছিল না। সুতরাং দেবদত্ত শ্বশুরের রাজৈশ্বর্য্য পাইয়া মনোরমা পত্নীর সহিত পরমানন্দে রাজভবনে রহিলেন। কালক্রমে রাজকন্যার গর্ভে দেবদত্তের একটি পুত্র-সন্তান হইল। রাজা সুশর্ম্মা মহাধূমধামের সহিত দৌহিত্রের অন্নাশন দিলেন ও দৌহিত্রের নাম করিলেন মহীধর। মহীধর যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইল, তখন দেবদত্তকে অভিভাবকস্বরূপ নিযুক্ত করিয়া সুশর্ম্মা তাহাকেই আপন সিংহাসন প্রদানপূর্ব্বক তপস্যার্থ বনগমন করিলেন। এ দিকে দেবদত্তও বহুদিন ভোগ-সুখের পর যখন দেখিলেন,—পুত্র মহীধর রাজকার্য্যে বিলক্ষণ দক্ষ হইয়াছে, তখন তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া সংসারসুখ হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। রাজকার্য্যের সমস্ত ভার পুত্রের প্রতি সমর্পিত হইল। তখন দেবদত্ত নিরাপদে নিজ পত্নীকে সঙ্গে লইয়া তপস্যার্থ অরণ্যভূমি আশ্রয় করিলেন। বনে আসিয়া বহুদিন শঙ্করারাধনার পর তিনি স্ত্রীর সহিত মর্ত্ত্যদেহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শঙ্কর-প্রসাদে তাঁহার অনুচরত্ব প্রাপ্ত হইলেন। দেবদত্ত রাজকন্যার দন্ত দ্বারা পুষ্পনিক্ষেপ দেখিয়া সঙ্কেতস্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন বলিয়া, শঙ্করের অনুচরগণের মধ্যে তাঁহার নাম হয় পুষ্পদন্ত। আর যিনি রাজকন্যা—তাঁহার পত্নী হইয়াছিলেন, তিনি তখন জয়া নামে অভিহিত হইয়া ভবানীর একজন পরিচারিকারূপে নিযুক্ত হন।

গুণাঢ্য কহিলেন,—কাণভূতে! এই আমি তোমার নিকট পুষ্পদন্ত ও তৎপত্নীর বিবরণ প্রকাশ করিলাম। এক্ষণে আমার বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। আমার নাম ছিল সোমদত্ত। আমি পূর্ব্বে যে পণ্ডিত গোবিন্দ-দত্তের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তিনি, দেবদত্ত এবং আমি আমাদের উভয়েরই পিতা। তাঁহার পাঁচ জন মূর্খ পুত্রের মধ্যে আমরাও দুই জন। যে দিন অতিথি ব্রাহ্মণের অবমাননা করায় পিতা আমাদিগকে মূর্খ সম্বোধন করিয়া ত্যাজ্যপুত্রমধ্যে গণ্য করেন, সেই দিন হইতে ভ্রাতা দেবদত্তের ন্যায় আমিও বিবাগী হইয়া গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তপস্যার্থ হিমালয়ে আসিয়া ভগবান্ চন্দ্রমৌলির আরাধনায় মনোনিবেশ করিলাম। বহুদিন পরে উমাপতি আমার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। তিনি আমার সম্মুখে সাক্ষাৎ হইয়া আমাকে বর গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। আমি অন্য কোনরূপ ভোগ-সুখে নিস্পৃহ হইয়া তাঁহার জনৈক অনুচর হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলাম। ভগবান্ শঙ্কর আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। আমি হিমালয়ের দুর্গম অরণ্যভূমি হইতে প্রত্যহ পুষ্প চয়ন করিয়া আনিয়া সুন্দর সুন্দর মাল্য গাঁথিয়া তাঁহাকে সমর্পণ করিতাম বলিয়া তিনি আমাকে তদীয় অনুচরগণের মধ্যে মাল্যবান্ নামে অভিহিত করিলেন। আমি তদ্দণ্ডেই মর্ত্ত্যদেহ ত্যাগ করিয়া ভগবান্ চন্দ্রশেখরের অনুচর হইলাম। অতঃপর পার্ব্বতীর অভিশাপে এক্ষণে আমি মনুষ্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছি।

এই কথা কহিয়া গুণাঢ্য কাণভূতিকে উপসংহারে কহিলেন,—কাণভূতে! এই ত তোমার নিকট সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলাম। এখন তুমি মহাদেব-কথিত প্রস্তাবগুলি আমার নিকট পর পর প্রকাশ করিয়া বল। তৎশ্রবণেই আমাদের শাপ-মোচন হইবে।

অষ্টম তরঙ্গ

কাণভূতি ও মাল্যবানের শাপমুক্তি

গুণাঢ্য উক্তপ্রকার বৃত্তান্ত কহিয়া বিরত হইলে, কাণভূতি পৈশাচিক ভাষায় সাতটি সুবিস্তৃত কথা-সম্বলিত অনেকগুলি উপাখ্যান তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিলেন।

কাণভূতি-কথিত এই উপাখ্যানগুলি গুণাঢ্য কর্ত্তৃক শ্লোকাকারে বিরচিত হইল। গুণাঢ্য সপ্তবর্ষ পর্য্যন্ত এই শ্লোকরচনা-কার্য্যে ব্রতী থাকিয়া প্রায় সাত লক্ষ শ্লোকে উহা সম্পূর্ণ করেন। পাছে বিদ্যাধরগণ এই অপূর্ব্ব উপাখ্যানগুলি গোপন করিয়া রাখে, এই ভয়ে গুণাঢ্য অতি দুর্গম অরণ্যে বসিয়া আপন দেহরক্ত দ্বারা এই উপাখ্যানগুলি লিখিয়া রাখেন। এত গোপন করিলেও ঐ অশ্রুতপূর্ব্ব উপাখ্যানগুলি শ্রবণ করিবার জন্য সিদ্ধ-বিদ্যাধরগণ সেই সময়

অন্তরীক্ষপথে অবস্থান করিতে ত্রুটি করেন নাই। গুণাঢ্য কর্ত্তৃক সেই বিস্তৃত উপাখ্যানগুলি লিখিত হইল দেখিয়া কাণভূতি শাপ হইতে বিমুক্ত হইলেন। তখন এই ব্যাপারে তাঁহার সহচরগণও স্ব স্ব দেহত্যাগান্তে দিব্যদেহ ধারণ করিলেন।

গুণাঢ্য ভাবিতে লাগিলেন,—আমার রচিত এই উপাখ্যানগুলি যে প্রকারই হউক, পৃথিবীস্থ সর্ব্বলোকমধ্যে প্রচারিত করিতে হইবে, কিন্তু কি করি, কাহার নিকট এই উপাখ্যানগুলি রাখিয়া দিই? গুণাঢ্য এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এই সময় গুণদেব ও নন্দিদেব নামক তাঁহার দুই জন শিষ্য আসিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। কথাপ্রসঙ্গে শিষ্যদ্বয় কহিল,—প্রভো! আপনি এই যে উৎকৃষ্ট গ্রন্থখানি প্রস্তুত করিয়াছেন, ইহা সেই সুপণ্ডিত সাতবাহন নরপতি ব্যতীত আর কাহাকেও সমর্পণ করা যায় না। একমাত্র তিনিই এই গ্রন্থদানের উপযুক্ত পাত্র।

গুণাঢ্য শিষ্যদ্বয়ের কথায় তাঁহাদের সহিত স্বরচিত উপাখ্যান-গ্রন্থখানি রাজা সাতবাহনের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। রাজা সাতবাহন উপাখ্যানগুলির পৈশাচিক ভাষা ও শোণিত-লিখিত অক্ষর দেখিয়া তাহা গ্রহণ করিলেন না। অধিকন্তু সেই উপাখ্যানসম্বন্ধীয় অনেক দোষের কথা উল্লেখ করিলেন। শিষ্যদ্বয় পুস্তকসহ ফিরিয়া আসিয়া গুরু গুণাঢ্যের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিল। সৎলোকের নিকট গ্রন্থের আদর হইল না দেখিয়া, তখন গুণাঢ্য কিঞ্চিত দুঃখিত হইলেন। তিনি শিষ্যদ্বয়ের সহিত সে স্থান হইতে বহির্গত হইয়া পর্ব্বতপার্শ্বস্থিত এক নির্জ্জন স্থান আশ্রয় করিয়া শিষ্যদ্বয় দ্বারা এক অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করিলেন এবং দুঃখের সহিত তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলি একে একে অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বনচর মৃগকুল সেই অগ্নিকুণ্ডের অদূরে দলবদ্ধ হইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে সেই সকল অপূর্ব্ব উপাখ্যান শুনিতে লাগিল। এক এক করিয়া সমস্ত উপাখ্যানই অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইল, কেবল শিষ্যদ্বয়ের বিশেষ অনুরোধে লক্ষ-শ্লোকলিখিত নরবাহনদত্তের চরিতটি অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইল না।

এই সময় রাজা সাতবাহনের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। চিকিৎসকগণের মনে শুষ্কমাংসাহারই তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণ বলিয়া নির্ণীত হওয়ায় তিনি তাঁহার পাচককে ডাকিয়া তিরস্কার করিলেন। পাচক আপনাকে নির্দ্দোষ প্রমাণ করিয়া মাংস-বিক্রয়ীদিগের দোষ প্রমাণ করিয়া দিল। রাজা মাংসবিক্রয়ীদিগকে ডাকিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মাংসবিক্রয়িগণ বিনীতভাবে উত্তর করিল,—মহারাজ! এ বিষয়ে আমাদিগের কোন দোষ নাই। আমরা যে স্থান হইতে মৃগ মারিয়া আনিয়া আপনার ভোজনার্থ মাংস সমর্পণ করি, তাহারই অদূরবর্ত্তী এক পর্ব্বতপ্রান্তে বসিয়া জনৈক ব্যক্তি কি যেন পাঠ করিতেছে আর তাহার সম্মুখস্থিত অগ্নিকুণ্ডে তাহা নিক্ষেপ করিতেছে। এই ব্যাপার দর্শন করিবার জন্য তথাকার সমস্ত মৃগ-পক্ষী দলবদ্ধ হইয়া আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহার চারিদিকে দিবারাত্র অবস্থান করিতেছে। সুতরাং পানাহার ব্যতীত তাহাদিগের মাংস নীরস হইয়া যাইতেছে।

রাজা এই ঘটনার কথা শুনিয়া তাহা দেখিবার জন্য অত্যন্ত কুতূহলী হইলেন। তিনি সত্বর সেই স্থানে যাইয়া দেখিলেন,—এক জন জটাচীরধারী সাধু পুরুষ দুঃখিতান্তঃকরণে স্বরচিত গ্রন্থগুলি অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করিতেছেন। এই ব্যাপার দেখিয়া রাজা তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ইহার প্রকৃত বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

গুণাঢ্য রাজার প্রশ্ন শুনিয়া পুষ্পদন্ত-সম্বন্ধীয় সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলেন। রাজা তৎপরে তাঁহাকে গণাবতার মনে করিয়া মহাদেব-কথিত অপূর্ব্ব কথা শ্রবণ করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। গুণাঢ্য উত্তর করিলেন, —রাজন! এ যাবৎ আমি এই অগ্নিকুণ্ডে ছয় লক্ষ শ্লোক-সম্বলিত ছয়টি মহা-কথা দগ্ধ করিয়াছি। এই এক লক্ষ-শ্লোকময় একটিমাত্র কথা বা উপাখ্যান এখন পর্য্যন্ত আছে। আপনার যদি আগ্রহ হইয়া থাকে, তবে এই কথা আপনি গ্রহণ করুন। আমার এই শিষ্যদ্বয় ইহার ব্যাখ্যা করিয়া আপনাকে বুঝাইয়া দিবে।

গুণাঢ্য রাজাকে সম্বোধন পূর্ব্বক এই কথা বলিবার পর শাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া নিজদেহ আশ্রয় করিলেন। এই ঘটনার পর রাজা সাতবাহনও গুণাঢ্যের শিষ্যদ্বয় সহ তৎপ্রদত্ত বৃহৎ উপাখ্যান-পুস্তক লইয়া সে স্থান হইতে নিজপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। নিজ রাজধানীতে আসিয়া রাজা গুণাঢ্যের শিষ্যদ্বয়কে প্রভূত বসন-ভূষণাদি দ্বারা সম্মানিত করিয়া সেই বৃহৎ উপাখ্যানের অবতারণার্থ একটি কথাপীঠ প্রস্তুত করিলেন। এইরূপে ক্রমশঃ

এই বিচিত্র রসশালিনী বিস্তৃত মহাকথা সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়া সর্ব্বলোকের চিত্তাকর্ষণ করিল এবং বিশিষ্ট সমাদরের সহিত সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইল।

কথাপীঠ নামক প্রথম লম্বক সমাপ্ত।

নবম তরঙ্গ

মৃগাবতীর উপাখ্যান।

এই বৃহৎকথা প্রথমে মহাদেবের মুখ হইতে বহির্গত হয়। ক্রমে পুষ্পদন্ত তাহা শ্রবণ করেন। পুষ্পদন্ত যখন অভিশাপবশে বররুচি হইয়া ভূতলে জন্মলাভ করেন, তখন তাঁহার নিকট হইতে কাণভূতি, কাণভূতির নিকট হইতে গুণাঢ্য এবং গুণাঢ্যের নিকট হইতে রাজা সাতবাহন তাহা প্রাপ্ত হন। এইরূপে সেই বিস্তৃত কথা প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। এতক্ষণে সেই বিস্তৃত কথার মুখবন্ধ শেষ হইল। এক্ষণে সেই দিব্য অদ্ভুত কথা শ্রবণ করিতে থাকুন।

কথারম্ভ

বৎস নামে একটি সুসমৃদ্ধ সুপ্রসিদ্ধ জনপদ আছে। এই জনপদের অন্তর্গত কৌশাম্বী নামক এক নগরে পাণ্ডববংশাবতংস পরীক্ষিতের পৌত্র মহারাজ শতানীক রাজ্য করিতেন। নরপতি শতানীকের পত্নীর নামে বিষ্ণুমতীর কোন পুত্রসন্তান ছিল না। এক দিন মৃগয়া করিবার জন্য রাজা শতানীক তাঁহার রাজধানী হইতে বহুদূরে গমন করিলেন। অরণ্যপথ পরিভ্রমণ করিতে করিতে ঘটনাক্রমে মহর্ষি শাণ্ডিল্যের আশ্রমে আসিয়া উপনীত হন। মহর্ষি শাণ্ডিল্য রাজার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে আপন আশ্রমে আতিথ্য করাইলেন। রাজা শতানীক পুত্রলাভার্থ একটি যজ্ঞ করিবার জন্য প্রসঙ্গক্রমে মহর্ষিকে অনুরোধ করেন। মহর্ষি রাজার অনুরোধ-রক্ষার্থ তাঁহার রাজধানী কৌশাম্বীতে উপস্থিত হইয়া রাজার পুত্রকামনায় যথারীতি একটি যজ্ঞ সম্পন্ন করিলেন ও যজ্ঞান্তে রাজমহিষীকে তাহার চরু ভক্ষণ করাইলেন। মহিষী যজ্ঞীয় চরু ভক্ষণ করায় যথাকালে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। মহারাজ শতানীক পুত্রটির নাম রখিলেন সহস্রানীক। সহস্রানীক ক্রমে যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রাজকার্য্যে অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন, তখন শতানীক তৎপ্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া নিজে নিশ্চিন্ত হইলেন এবং অনবিচ্ছিন্ন সুখভোগে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

এক সময় দেব ও অসুরগণে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দেবরাজ মাতলিকে দূতরূপে ভূতলে প্রেরণ করিয়া তাঁহার সাহায্যের জন্য মহারাজ শতানীককে ভূতল হইতে স্বর্গে যাইবার নিমিত্ত সংবাদ দিলেন। নরপতি শতানীক মাতলির নিকট অমরাধিপের সংবাদ পাইয়া মন্ত্রী যোগন্ধর ও সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি সুপ্রতীক এই দুই জনের হস্তে তাঁহার পুত্র ও রাজ্যভার সমর্পণ পূর্ব্বক অসুরদিগের বিনাশের জন্য স্বর্গে উপস্থিত হইয়া তিনি যথাসময়ে ইন্দ্রের সাহায্যার্থ রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। দেব ও অসুর-সৈন্যে তুমুল যুদ্ধ বাধিল। উভয় পক্ষে বহু সৈন্য বিনষ্ট হইল। মহারাজ শতানীক অদম্য বিক্রমে অসুরদল বিদলিত করিতে লাগিলেন। অল্পকাল-মধ্যে অগণিত অসুরসৈন্য নিহত হইল। এই সময় হঠাৎ শত্রুর অতর্কিত অস্ত্রাঘাতে সেই রণস্থলেই মুহূর্ত্তে তাঁহার জীবনলীলা শেষ হইল।

দেবরাজের আদেশে রাজা শতানীকের মৃতদেহ তাঁহার রাজধানীতে প্রেরিত হইল। রাজমহিষী বিষ্ণুমতী শতানীকের সহমৃতা হইলেন। মন্ত্রী, সেনাপতি প্রভৃতি সমস্ত মিলিত হইয়া যুবরাজ সহস্রানীককে তাঁহার পৈতৃক সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। সহস্রানীকের শাসনগুণে অচিরকালমধ্যেই প্রকৃতিপুঞ্জ তাঁহার অনুরক্ত হইল।

আবার দেবাসুরে ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। এবার সুরপতি তাঁহার সাহায্যের জন্য মৃত শতানীকের পুত্র সহস্রানীককে আহ্বান করিলেন। সহস্রানীকও সুরপতির আহ্বানে অসুরবিনাশার্থ স্বর্গে উপনীত হইলেন। অমরপুরে আসিয়া তিনি হৃদয়ানন্দকর অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিয়া অত্যন্ত প্রীতি অনুভব করিলেন। দেখিলেন,—সুরগণ স্ব স্ব কামিনীর সহিত সেই নন্দনকাননে বিহার করিতেছেন। তাঁহারা আপন আপন রমণীসঙ্গে কত রঙ্গে কেলি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। দেব-দম্পতিগণের বিলাস-বিহারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেখিয়া সহস্রানীকের অনুরূপ প্রণয়িনী লাভে মন আকুল হইল। দেবরাজ সহস্রানীকের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে আশ্বাস বাক্যে কহিলেন,—রাজন্! আপনি বিষণ্ণ হইবেন না। অচিরে আপনার মনোরথ সিদ্ধ হইবে। আপনার অনুরূপ রূপ-গুণবতী রমণী ধরাতলে উৎপন্ন হইয়াছে। অতি শীঘ্রই আপনি তাহাকে লাভ করিয়া পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

ইন্দ্র সহস্রানীককে এই কথা কহিয়া আবার কহিলেন,—নৃপ! আমি বহুদিন হইল, পিতামহকে

এক দিন দেখিতে গিয়াছিলাম। এই সময় একজন বসুও সে স্থানে উপস্থিত ছিলেন। আমরা সকলে বসিয়া আছি, এমন সময় অলম্বুষা নামে কোন এক সুরসুন্দরী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। অলম্বুষা আসিবার সময় তাহার পরিধেয় বসন পবন-বেগে খুলিয়া গেল। আমরা সকলেই এই ব্যাপার দেখিলাম, কিন্তু সেই বসুর মন ইহাতে চঞ্চল হইল। তাহার অন্তর কামশরে বিদ্ধ হইতে লাগিল। অপ্সরা অলম্বুষারও মন তখন সেই বসুর প্রতি আকৃষ্ট হইল। সে আর সে স্থান হইতে এক পদও অগ্রসর হইতে পারিল না। উভয়েই যেন আত্মহারা হইয়া বিমূঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

পিতামহ ব্রহ্মা এই ব্যাপার দেখিতে পাইয়া কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে কিছু না কহিয়া আমাকে ইঙ্গিত করিলেন। আমি বিধাতার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ক্রোধের সহিত সেই দুই অবিনীত কামুক-কামুকীকে মানুষ হইয়া জন্মিবার নিমিত্ত অভিসম্পাত করিলাম। আমার অভিসম্পাতের ফল ফলিতে বিলম্ব হইল না। তাহারা সেই দণ্ডেই মর্ত্ত্যে গিয়া জন্মলাভ করিল। যাহা হউক, রাজন্! বিধাতার ইঙ্গিতে আমি তখন যে বসুকে অভিসম্পাত করিয়াছিলাম, সেই অভিশপ্ত বসুই আপনি। আপনিই পূর্ব্বজন্মে বসু ছিলেন, এক্ষণে অভিশাপফলে চন্দ্রবংশে সহস্রানীক নামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আর সেই সুরসুন্দরী অপ্সরা অলম্বুষা আমার শাপে সম্প্রতি অযোধ্যাধিপতি মহারাজ কৃতবর্ম্মার কন্যা মৃগাবতী নামে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

রাজা সহস্রানীক ইন্দ্র-কথিত এই ঘটনা শুনিয়া কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন। তিনি অমরপুরে আর অধিক দিন অপেক্ষা করিলেন না। অতি সত্বর দেবকার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া, দেবরাজ কর্ত্তৃক বহুপ্রকারে সৎকৃত হইয়া মাতলির সাহায্যে পুনরায় স্বীয় রাজধানীতে যাত্রা করিলেন। অমরপুর হইতে আসিবার সময় পথিমধ্যে তিলোত্তমা নাম্নী এক সুরসুন্দরী অতি প্রীতির সহিত তাঁহার নিকট নিবেদন করিল,—মহারাজ! আপনার নিকট আমার কিছু বক্তব্য আছে, আপনি কিছুকাল রথবেগ স্থগিত করিয়া আমার কথাগুলি শ্রবণ করুন। রাজা তিলোত্তমার কথায় মনোযোগ করিলেন না, তিনি একান্তমনে মৃগাবতীকে ধ্যান করিতে করিতে অতি দ্রুতবেগে সে স্থান অতিক্রম করিলেন।

তিলোত্তমা স্বর্গের বেশ্যা,—একজন মর্ত্ত্য রাজাকে কোন কথা বলিবার জন্য অনুরোধ করিলেও রাজা তাহার কথা শ্রবণ বা তাহার সম্মান রক্ষা করিলেন না; সুতরাং এ ব্যাপারে তিলোত্তমার ক্রোধেরও উদয় হইল। সে তদ্দণ্ডেই রাজাকে উদ্দেশ করিয়া এইরূপ অভিসম্পাত করিল;—"রাজন্! তুমি আমার কথা অবহেলা করিয়া যাহার চিন্তায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া চলিয়া গেলে, আমার শাপে তাহার সহিত তোমার চতুর্দ্দশ বর্ষ পর্য্যন্ত কঠোর বিচ্ছেদ সংঘটিত হইবে।"

তিলোত্তমা রাজাকে এইরূপ অভিসম্পাত করিয়া চলিয়া গেল। রাজা তিলোত্তমা-প্রদত্ত অভিশাপের বিন্দুবিসর্গও শুনিলেন না। তাঁহার রথের সারথি একমাত্র মাতলিই সেই অভিশাপ-বাক্য শ্রবণ করিলেন। বায়ুবেগে অবিরামগমনে মাতলি-চালিত ইন্দ্ররথ ভূতলে আসিয়া অবতরণ করিল। রাজা মৃগাবতীকে অন্তরে চিন্তা করিতে করিতে নিজ রাজধানী কৌশাম্বী-নগরে প্রবেশ করিলেন। মাতালি রাজার নিকট বিদায় লইয়া অমরপুরে ফিরিয়া আসিলেন।

রাজা সহস্রানীক রাজপ্রাসাদে প্রবিষ্ট হইয়া যোগন্ধর প্রভৃতি স্বীয় মন্ত্রিবর্গের নিকট ইন্দ্র-কথিত মৃগাবতীসম্বন্ধীয় সমস্ত কথা প্রকাশ করিলেন।

মন্ত্রিগণ রাজার অভিপ্রায় বুঝিয়া মৃগাবতী-লাভার্থ অযোধ্যাপতি রাজা কৃতবর্ম্মার নিকট সত্বর দূত প্রেরণ করিলেন। দূত যথাসময়ে অযোধ্যাপুরে উপনীত হইয়া রাজা সহস্রানীকের সহিত কৃতবর্ম্মার কন্যা-বিবাহের প্রস্তাব করিল। অযোধ্যাপতি দূত-কথিত সংবাদ শ্রবণ করিয়া স্বীয় মহিষী কলাবতীর নিকট প্রকাশ করিলেন।

কলাবতী এ প্রস্তাবে অসম্মত হইলেন না। তিনি কহিলেন,—রাজন্! কৌশাম্বীর রাজা সহস্রানীকের সহিত আমার কন্যার বিবাহ হইবে, এ কথা আমি অদ্য স্বপ্নাবস্থায় একজন ব্রাহ্মণের মুখেও শ্রবণ করিয়াছি। অতএব এ সম্বন্ধে আমার কোন আপত্তি নাই, আপনি স্বচ্ছন্দে সহস্রানীকের করে কন্যা মৃগাবতীকে সম্প্রদান করুন।

তখন অযোধ্যাপতি কৃতবর্ম্মা মহিষীর অভিপ্রায় জানিয়া আসিয়া অতি হর্ষের সহিত কৌশাম্বীরাজের দূতের নিকট মৃগাবতীর বিবাহসম্বন্ধে স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন এবং তাঁহার কন্যা মৃগাবতী যে রূপে-গুণে অদ্বিতীয়া ও সঙ্গীত-সাহিত্যাদিবিষয়ে বিলক্ষণ নিপুণা, রাজা কৃতবর্ম্মা দূতের নিকট অবশেষে এ

কথাও বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন। কৌশাম্বী-রাজের দূত যথাসময়ে অযোধ্যাপতির নিকট বিদায় লইয়া রাজধানী কৌশাম্বীতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক রাজমন্ত্রিগণের সমক্ষে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল।

অনন্তর উভয়পক্ষই বিশেষ আগ্রহের সহিত বিবাহের উদ্যোগ-আয়োজন করিতে লাগিলেন। শুভবিবাহের শুভদিন স্থির হইল। মহাসমারোহের সহিত কৌশাম্বীরাজ যথাসময়ে মৃগাবতীর পরিগ্রহণার্থ অযোধ্যা-রাজধানীতে উপনীত হইলেন।

যথাকালে শুভলগ্নে শুভমুহূর্ত্তে অযোধ্যাপতি কৃতবর্ম্মা কৌশাম্বীরাজ সহস্রানীকের করে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। চারিদিকে মাঙ্গলিক বাদ্যযন্ত্র সকল বাজিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বহুবিধ শঙ্খধ্বনি ও দর্শকমণ্ডলীর আনন্দধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ হইয়া গেল।

নরপতি সহস্রানীক বিবাহের পর কয়েকদিনমাত্র শ্বশুর-গৃহে থাকিয়া প্রণয়িনী মৃগাবতীসহ আপন রাজধানী কৌশাম্বী নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। মৃগাবতীর অনুপম রূপলাবণ্যে সহস্রানীকের উজ্জ্বল রাজভবন আরও উজ্জ্বল হইল এবং তাঁহার গুণগৌরবের রাজপরিবারবর্গ সকলেই মুগ্ধ হইল। মহারাজ সহস্রানীক আজ প্রণয়িনীর মত প্রণয়িনী পাইয়া আপন মানবজনম সফল জ্ঞান করিলেন। তাঁহার ধরারাজ্য আজ প্রকৃত স্বর্গরাজ্য হইল। আজ তিনি সংসারের সুখশান্তির সৌম্যতম সৌধশিখরে সমারূঢ় হইলেন।

নানাবিধ সুখসম্ভোগে নবীন রাজদম্পতীর সুদীর্ঘ দিবারাত্রি নিমেষের ন্যায় অতীত হইতে লাগিল। এই সময় রাজা সহস্রানীকের মন্ত্রিগণের মধ্যে সকলেরই একটি একটি পুত্রসন্তান হইল। প্রধানতম মন্ত্রী যোগন্ধরের পুত্র যৌগন্ধরায়ণ নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিলেন। রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি সুপ্রতীকের পুত্র রুমন্বান্ নামে খ্যাত হইলেন। রাজা সহস্রানী-কের যিনি বিদূষক ছিলেন, তাঁহার বসন্তক নামে এক পুত্র হইল। ক্রমে রাজমহিষী মৃগাবতীও গর্ভবতী হইলেন। দিন দিন তাঁহার গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। রাজা সহস্রানীক মহিষীকে মনোমত সাধের বস্তু প্রদান করিয়া তাঁহার মনস্তুষ্টি করিতে লাগিলেন। মহিষী যখন যাহা বলেন, রাজা তখনই তাহা আনিয়া দিয়া তাঁহার মন যোগাইতে প্রস্তুত রহিলেন। একদিন মৃগাবতী নিভৃতে স্বামীর নিকট কহিলেন,—প্রিয়! আমার মনে একটি বড় সাধ হইতেছে—এই যে, আমি কোন রুধিরপূর্ণ কেলিসরোবরে অবতরণ করিয়া তাহাতে একদিন স্নান করিব।"

ধার্ম্মিক রাজা রাণীর প্রার্থনা পূর্ণ করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত হইলেও পত্নীর এবম্বিধ প্রার্থনা পূরণ করা তাঁহার নিকট সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইল না। অথচ এদিকে প্রণয়িনীর সাধ রক্ষা করিতেই হইবে, এ কারণ তখন তিনি ভাবিয়া-চিন্তিয়া এক উপায় স্থির করিলেন। তাঁহার উদ্ভাবিত উপায়ানুসারে অবিলম্বে প্রচুর অলক্তক-রস প্রস্তুত হইল এবং সেই অলক্তক-রসে একটি কেলিসরোবর পরিপূর্ণ হইয়া রহিল।

যথাসময়ে রাজা রাণী মৃগাবতীকে তাঁহার সাধের সরোবরে স্নান করিতে বলিলেন। রাণী সেই রক্তপূর্ণ রক্তবর্ণ সরোবর দেখিয়া তাহাতে স্নানার্থ অবতরণ করিলেন। কিঞ্চিৎ পরেই রাণীর স্নান হইয়া গেল। তাঁহার সমস্ত অঙ্গ অলক্তকরসে লালবর্ণ ধারণ করিল। তিনি স্নানান্তে সোপান-শ্রেণীর উপর দিয়া ধীরে ধীরে সরোবরের তীরে উঠিতে লাগিলেন।

এই সময় এক ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটিল। রাণীর সমস্ত অঙ্গ রক্তবর্ণে রঞ্জিত দেখিয়া কোথা হইতে হঠাৎ এক বৃহদাকার বিকট পক্ষী আসিয়া আমিষ বোধে তাঁহাকে চঞ্চুপুটে গ্রহণ পূর্ব্বক সত্বর সে স্থান হইতে বেগে প্রস্থান করিল। রাজার সমস্ত আশা-ভরসা এইবার বিলুপ্ত হইল। তাঁহার সাধের মৃগাবতীকে কোথা হইতে এক ভীষণ পক্ষী আসিয়া শূন্যপথে লইয়া চলিল। পক্ষিরাজ শূন্যে উঠিয়া সবেগে পূর্ব্বদিকে প্রস্থান করিল।

রাজা সহস্রানীক তখন উচ্চকণ্ঠে হাহারবে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার মর্ম্ম-যাতনার আর অবধি রহিল না। এই অচিন্তনীয় প্রিয়া-বিরহে তাঁহার এত কাতরতা, এত ধৈর্য্যচ্যুতি সংঘটিত হইল যে, তিনি তখন বালকের ন্যায় ভূলুণ্ঠিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তিনি নিরন্তর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—হা বিধাতঃ! কোন্ দোষে কোন্ নিয়তিবশে আমার হৃদয়প্রতিমা আজ অকালে কঠোর কালসলিলে নিমগ্ন হইল!

রাজা পত্নীবিরহে এইরূপ বহুবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন। বিলাপান্তে তাঁহার সংজ্ঞালোপ হইল। এই সময় সহসা ইন্দ্রসারথি মাতলি আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি রাজাকে অনেক সান্ত্বনা করিয়া অবশেষে কহিলেন,—"রাজন্! আপনি অধীর হইবেন না। মৃগাবতীর সহিত

আবার আপনার মিলন হইবে। পূর্ব্বে অপ্সরা তিলোত্তমা স্বর্গ হইতে আসিবার সময় আপনাকে যে অভিসম্পাত দিয়াছিল, তাহারই ফলে আপনাকে দ্বাদশবর্ষকাল দারুণ পত্নীবিরহ-ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে। অতএব ক্ষান্ত হউন, এই অবশ্যম্ভাবী বিষয়ের জন্য আর শোক করিবেন না।"

ইন্দ্রসারথি এইরূপ প্রবোধ-বাক্যে রাজাকে আশ্বস্ত করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলে, রাজা সহস্রানীকও মাতলি মুখে অভিশাপবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অগত্যা ধৈর্য্যধারণ পূর্ব্বক অতিকষ্টে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

এদিকে সেই বিরাট্ পক্ষিবর মৃগাবতীকে লইয়া সবেগে উড্ডীন হইল; কিন্তু কিছুদুর গিয়াই সে দেখিল,—সে যাহাকে খাদ্যবোধে চঞ্চুপুটে করিয়া লইয়া আসিয়াছে, সে মানবী এবং এখনও দেহে তাহার জীবন রহিয়াছে। পক্ষিবর তদ্দর্শনে আপন মনে কি যেন ভাবিয়া, মৃগাবতীকে সুদূর উদয়-পর্ব্বতের উপরে এক গভীর অরণ্যময় স্থানে পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বয়ং অন্য দিকে প্রস্থান করিল।

উদয়-পর্ব্বত। নিবিড় বন-জঙ্গলে অতি ভয়ঙ্করভাবে চারিদিক আচ্ছন্ন। কোথাও জনমানবের সমাগম নাই।

এই ঘোর পার্ব্বতীয় অরণ্যমধ্যে গর্ভবতী মৃগাবতী আজ একাকিনী দণ্ডায়মানা। তাঁহার অন্য সহায় নাই। নিকটে লোকালয় বা লোকের চলাচলের চিহ্নমাত্রও নাই। ঘোর অরণ্যময় দুর্গম পর্ব্বতপথে পতিত হইয়া শোকে, ভয়ে, বিষাদে, উদ্বেগে মৃগাবতীর অন্তর অত্যন্ত আকুল হইল। তিনি হা নাথ! হা প্রাণবল্লভ! হা রাজন্! বলিয়া উচ্চরবে চীৎকার করিতে লাগিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার এক-একবার সংজ্ঞা-লোপ পাইতে লাগিল, আবার তিনি সংজ্ঞা পাইয়া উচ্চকণ্ঠে কান্দিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই দুর্গম গিরি-কান্তারে কে কাহার ক্রন্দন শুনে, কে কাহার দুঃখে দুঃখী হয়, কেই বা কাহার বিপন্ন চীৎকারে অভয়বাণী দেয়!

মৃগাবতীর বিপন্ন চীৎকারে ঘোর অরণ্যানীর গভীর নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া দিল। তরুকোটরের কিংবা তরুশাখার পাখীকুল ক্ষণেকের জন্য নীরব ও নিস্পন্দ হইল। বুঝি, মৃগাবতীর দুঃখে বনের তরুলতাগণও দৈন্যদুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া মৌনভাবে রহিল! কিন্তু হায়! এই বিপৎকালে আরও এক নূতন বিপদ্ আসিয়া দেখা দিল। মৃগাবতীর গভীর আর্ত্তনাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এক ভীষণ অজগর সর্প তাঁহাকে গ্রাস করিবার জন্য সবেগে সেই দিকে আসিতে লাগিল। আর উপায় নাই। অন্য সহায় নাই। মৃগাবতী বুঝি এইবার জন্মের মত বিদায় হইল!

কিন্তু বিপন্নের সহায় ভগবান্। সহসা অদূরে এক অভয়বাণী উত্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে এক দিব্যপুরুষ অরণ্যে আবির্ভূত হইয়া সেই অজগরের প্রাণবিনাশ পূর্ব্বক মুহূর্ত্তমধ্যে অন্তর্হিত হইলেন।

মৃগাবতী এই ব্যাপারে বিস্মিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার মনের দুঃখ কিছুই হ্রাস হইল না। তিনি পূর্ব্বে যেরূপ বিপন্ন ও অসহায় ছিলেন, এখনও সেইরূপই রহিলেন। তখন আর উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি যে-কোনরূপে আত্মহত্যা করাই স্থির করিলেন। এই সময় অদূরে এক প্রকাণ্ড বনগজ বনজঙ্গল ভেদ করিয়া তাহার দিকে আসিতেছিল। মৃগাবতী আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করিবার জন্য সেই বনগজের দিকে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু কাল পূর্ণ না হইলে সহস্র চেষ্টায়ও মানুষ মরিতে পারে না। আবার কাল যখন পূর্ণ হয়, তখন বহু চেষ্টায়ও জীবন রক্ষা করা যায় না! নিয়তির বশে বিধির বিধানে যথাকালে সকলেরই জীবন-মরণ অবশ্য সংঘটিত হয়।

মৃগাবতীর কাল পূর্ণ হয় নাই; সুতরাং চেষ্টা সত্ত্বেও তখন তাঁহার মরা হইল না। তিনি যে বন-গজকে আপন মৃত্যুর উপায় ভাবিয়া তাহার দিকে ধাবিত হইয়াছিলেন, বনগজ বিধির বিধানেই হউক অথবা দয়াবশতই হউক, সে তাঁহাকে দেখিয়াও দেখিল না। সে আপন মনে অন্যদিকে চলিয়া গেল।

ক্রমে দিবা অবসান হইয়া আসিল। সন্ধ্যা আগত-প্রায়। এই সময় অদূরে একটি মানবের অভয়কণ্ঠধ্বনি শ্রুত হইল। মৃগাবতী কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন। ক্রমে দেখা গেল,—একজন ঋষিকুমার দূর হইতে তাঁহাকে অভয় দিয়া অতিদ্রুতপদসঞ্চারে তাঁহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছেন। ঋষিকুমার মহর্ষি জামদগ্নের শিষ্য। তিনি অদূরবর্ত্তী আশ্রম হইতে এই গভীর অরণ্যে ফলমূল আহরণার্থ আসিয়াছিলেন, পথিমধ্যে বিপন্ন-রমণীর কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া দয়ার্দ্রহৃদয়ে তিনি এক্ষণে সবেগে দৌড়িয়া গিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। মৃগাবতী সেই জটাবল্কলধারী ঋষিকুমারের কারুণ্যপূর্ণ প্রশান্ত

আকৃতি দেখিয়া অনেকটা নিঃশঙ্কভাব ধারণ করিলেন ; ঋষিকুমার নিকটে গিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন,—মা ! তোমার ভয় নাই। তুমি কে মা, তোমার কি হইয়াছে ? এই গভীর অরণ্য-ভূমে কেন মা, তুমি একাকিনী ক্রন্দন করিতেছ।

মৃগাবতী সম্মুখাগত ঋষিকুমারকে প্রণাম করিয়া সংক্ষেপে তাঁহাকে সমস্ত কথা কহিলেন। ঋষি-কুমার সদয়ভাবে উত্তর করিলেন,—"মা, তোমার কোন চিন্তা নাই। আমরা ঋষিকুমার। এই পর্ব্বতের অনতিদূরস্থ আশ্রমে আমাদিগের বাস। আমরা সর্ব্বদা ফলমূলাদি আহরণের জন্য এই বনে আগমন করিয়া থাকি। অতএব তুমি আমার সঙ্গে আসিয়া আমাদিগের আশ্রমে অবস্থান কর।"

তখন মৃগাবতী নিঃশঙ্কমনে ঋষিকুমারের সঙ্গে মহর্ষি জামদগ্নের আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলেন। মৃগাবতী মহর্ষির পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া আপন দুঃখের কথা তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। মহর্ষি জামদগ্ন্য প্রশান্ত দিব্য দৃষ্টিপাত দ্বারা রাজ্ঞী মৃগাবতীর সমস্ত অবস্থা বুঝিয়া কহিলেন,—"বৎসে ! তুমি শোক করিও না। বিধিলিপি কেহ খণ্ডন করিতে পারে না। তুমি এই আশ্রমে নির্ভয়ে অবস্থান কর। এইখানেই তোমার একটি পুত্রসন্তান প্রসূত হইবে এবং কিয়দ্দিন পরেই স্বামীর সহিত তোমার মিলন হইবে।"

মহর্ষি জামদগ্নের আশ্বাসবাক্য পাইয়া সাধ্বী মৃগাবতী সেই আশ্রমেই দিন কাটাইতে লাগিলেন। মহর্ষির কৃপায় তাঁহার কোন কষ্টই আর মনে উদয় হইল না। তিনি আশ্রমবাসিনী হইয়া একমনে একধ্যানে পতিদেবতার পাদপদ্ম-চিন্তায় দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

সময় পূর্ণ হইল। যথাকালে মৃগাবতী সেই আশ্রমে থাকিয়া একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। ঋষিগণের যত্নে পুত্রটি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

একদিন মহর্ষি জামদগ্ন্য শিষ্যগণ সহ আশ্রমে সমাসীন। তাঁহার অদূরে পুত্রের সহিত মৃগাবতী বসিয়া আছেন। এই সময় আকাশে একটি দৈববাণী হইল যে, মৃগাবতীর এই নবজাত কুমার বেদবিদ্যা, ধনুর্ব্বিদ্যা ও নিখিল সদ্‌গুণে বিভূষিত হইয়া উদয়ন নামে প্রসিদ্ধ হইবে। এই পুত্রই একদিন সার্ব্বভৌম সম্রাট্‌রূপে বিরাজিত হইয়া সমস্ত প্রকৃতিপুঞ্জের মনোরঞ্জন করিবে। এই আকস্মিক আকাশবাণী শুনিয়া আশ্রমস্থ সকলেই বিস্মিত আনন্দিত হইলেন।

মৃগাবতীর নেত্র হইতে দুই-এক ফোঁটা আনন্দাশ্রু ভূতলে পতিত হইল। দৈববাণী অনুসারে এখন হইতে মৃগাবতীর পুত্র সকলের নিকট উদয়ন নামে পরিচিত হইল। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উদয়ন আশ্রমে থাকিয়াই বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। মুনিগণের অনুগ্রহে অতি অল্পদিন মধ্যেই রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক ও অন্যান্য অনেক বিষয়ে উদয়ন বিলক্ষণ অভিজ্ঞ হইয়া উঠিলেন। মহর্ষি জামদগ্ন্য স্বয়ং তাঁহার ক্ষত্রোচিত সমস্ত সংস্কার সম্পন্ন করিয়া বেদবিদ্যা ও ধনুর্বিদ্যা সম্বন্ধে তাঁহাকে বিশেষরূপ শিক্ষা প্রদান করিলেন।

এইভাবে পুত্রসহ আশ্রমে থাকিয়া সুখে-দুঃখে মৃগাবতীর বহুদিন অতিবাহিত হইল। একদিন মৃগাবতী আহ্লাদ করিয়া স্বামী সহস্রানীকের নামা-ঙ্কিত স্বীয় বালাগাছটি হস্ত হইতে খুলিয়া পুত্রের করে পরাইয়া দিলেন। পুত্র উদয়ন বালা পরিয়া বড় আনন্দিত হইলেন।

একদা উদয়ন মৃগয়া করিবার জন্য একাকী আশ্রম হইতে বহুদূরবর্ত্তী এক অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মৃগের অনুসন্ধান করিতে করিতে সেই মহারণ্যের এক-স্থানে দেখিলেন, এক ব্যাধ অতি নিষ্ঠুরভাবে একটি সর্পকে বন্ধন করিয়া লইয়া যাইতেছে। তদ্দর্শনে উদয়নের মনে দয়ার উদ্রেক হইল। তিনি ব্যাধকে সর্পের মুক্তির জন্য আদেশ করিলেন। ব্যাধ কাতর-ভাবে উত্তর করিল,—"মহাশয় ! আমি অতি দরিদ্র ব্যক্তি। ইহাই আমার উপজীবিকা। আমি এই সর্পটিকে ধরিয়া লইয়া গিয়া লোকালয়মধ্যে ইহার খেলা প্রদর্শন করিব এবং তাহাতে যাহা কিছু প্রাপ্ত হইব, তাহা দ্বারাই আমার জীবিকা নির্ব্বাহ হইবে। আমার অন্য আর একটি সর্প ছিল, সেটি গত দিবস মরিয়া যাওয়ায় অদ্য এই অরণ্যমধ্যে বহু চেষ্টায় এই সুন্দর সর্পটিকে ধরিয়াছি। অতএব আপনি ইহাকে এখন পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিবেন না।"

ব্যাধের কথা শুনিয়া তাহার প্রতিও উদয়নের দয়া হইল। তিনি মাতৃদত্ত বালাগাছটি নিজের হস্ত হইতে খুলিয়া ব্যাধকে সমর্পণ করিলেন। ব্যাধ বহু-মূল্য স্বর্ণালঙ্কার পাইয়া হৃষ্টচিত্তে সর্পকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিয়া সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল।

ব্যাধ চলিয়া গেলে তখন একটি বড় আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। সেই বন্ধনমুক্ত সর্প একটি বীণাহস্তে করিয়া উদয়নকে প্রণাম পূর্ব্বক বলিতে লাগিল,—"রাজপুত্র ! আমি নাগরাজ বাসুকির জ্যেষ্ঠ। আমার নাম বসুনেমি। অদ্য তোমার অনুগ্রহে আমি ব্যাধের

হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছি, অতএব আমি আমার এই বীণাটি তোমাকে দান করিতেছি, তুমি গ্রহণ কর।” রাজপুত্র সর্পের অনুরোধে বীণাটি গ্রহণ করিলেন এবং সেই সর্পের সাহায্যে অবিলম্বে আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইয়া জননীর আনন্দবর্দ্ধন করিলেন।

এদিকে সেই ব্যাধ রাজপুত্র উদয়নের নিকট হইতে সেই বহুমূল্য বালাগাছটি গ্রহণ পূর্ব্বক অরণ্য হইতে বহির্গত হইয়া তাহা বিক্রয় করিবার জন্য একটি বাজারে গিয়া উপস্থিত হইল। বাজারের কোন দোকানে জনৈক রত্নব্যবসায়ীকে ব্যাধ তাহার বালাগাছটি বিক্রয়ার্থ দেখাইল। ব্যাধের হস্তে রাজনামাঙ্কিত বহুমূল্য স্বর্ণবলয় দেখিয়া দোকানদারের মনে সন্দেহ হইল। সে তত্রত্য রাজবিচারালয়ে অবিলম্বে এই সংবাদ প্রেরণ করিল। সংবাদ পাইয়া চারিপাঁচজন রাজপুরুষ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল এবং ব্যাধের হস্তদ্বয় বন্ধন পূর্ব্বক একেবারে রাজার নিকট লইয়া গেল। রাজা সহস্রানীক সেই নিজ-নামাঙ্কিত স্বর্ণবলয় দেখিয়া শোকে ধৈর্য্যহীন হইয়া পড়িলেন। বহুদিনের পর আজ তাঁহার পত্নীবিয়োগ-দুঃখ চতুর্গুণ হইয়া উঠিল। তিনি অতি কষ্টে শোকবেগ নিবারণ করিয়া নেত্রদ্বয় দিয়া অবিরল অশ্রুজল বর্ষণ করিতে করিতে ব্যাধের নিকট স্বর্ণবালা-প্রাপ্তির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্যাধ হাত যোড় করিয়া ভয়ে ভয়ে রাজার নিকট তাহার বালাপ্রাপ্তির আদি-অন্ত সমস্ত ঘটনা নিবেদন করিল। রাজা ভাবিতে লাগিলেন,—আমার প্রাণয়িনীর হস্তস্থিত এই বালা কেমন করিয়া অন্য এক ব্যক্তি অরণ্যমধ্যে ব্যাধকে দান করিল! এ ঘটনা কেমন করিয়া ঘটিল! আমার পত্নী—আমার সেই হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা, তবে কি এখনও জীবিত আছে?

রাজা এইরূপ নানা চিন্তায় আকুল। এই সময় দৈববাণী হইল,—“রাজন্! পূর্ব্বে তিলত্তমা তোমাকে যে শাপ দিয়াছিল, সেই শাপ এক্ষণে অবসান হইয়াছে। তোমার পত্নী পতিব্রতা মৃগাবতী উদয়পর্ব্বতস্থিত মহর্ষি জামদগ্ন্যের আশ্রমে সপুত্র অবস্থান করিতেছেন।” রাজা এই কথা শ্রবণে যেন অমৃতধারায় অভিষিক্ত হইলেন। তাঁহার মনে অপার আনন্দ হইল,—যেমন বারিধারা ময়ূরের কাছে আনন্দকরী হয়। রাজার আদেশে ব্যাধ সেদিন রাজভবনেই রহিল। পরদিবস প্রত্যুষে রাজা সেই ব্যাধকে সঙ্গে লইয়া বহু সহস্র সৈন্যসমভিব্যাহারে স্ত্রীপুত্রের উদ্দেশে উদয়পর্ব্বতাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

দশম তরঙ্গ

শ্রীদত্ত ও মৃগাঙ্কবতীর উপাখ্যান

রাজা সহস্রানীক সেইদিন ভৃত্যামাত্য-সৈন্যাদি সহ নিজ রাজধানী কৌশাম্বী হইতে বহির্গত হইয়া দিনান্তে একটি অরণ্যমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সায়ংকাল সমাগত দেখিয়া সেদিন সেই অরণ্যমধ্যেই একটি সরোবরতটে শিবির সংস্থাপনপূর্ব্বক অবস্থান করিলেন। কিয়ৎকালের মধ্যে অনেকেই নিদ্রিত হইল; কিন্তু রাজার চক্ষে কিছুতেই নিদ্রা আসিল না। তাঁহার সমভিব্যাহারী সঙ্গতক নামক প্রিয়বয়স্যকে নিজ শিবিরমধ্যে ডাকাইয়া আনিয়া তাহাকে কহিলেন,—বয়স্য! যে কারণেই হউক, অদ্য অনেক চেষ্টা করিয়াও নানা চিন্তায় আমার নিদ্রা হইতেছে না। প্রিয়তমা মৃগাবতীর জন্যই আমার মন আরও ব্যাকুল হইতেছে। অতএব তুমি একটি সুন্দর উপাখ্যান আমার নিকট বল। বোধ হয়, তাহাতে আমি অনেকটা অন্যমনস্ক থাকিতে পারিব।

রাজার কথা শ্রবণ করিয়া বয়স্য সঙ্গতক উত্তর করিলেন,—দেব! দেবীর সহিত শীঘ্রই আপনার সম্মিলন ঘটিবে, তবে আর বৃথা কেন অনুতাপ ভোগ করিতেছেন? জগতে বিচ্ছেদ-মিলন সকলেরই ঘটে। মিলনের পর বিচ্ছেদ এবং বিচ্ছেদের পর মিলন ইহাই জগতের নিয়ম। যাহা হউক, আমি এ সম্বন্ধে একটি গল্প বলিতেছি, শ্রবণ করুন।“

পূর্ব্বে মালবদেশে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাহার নাম যজ্ঞসোম। যজ্ঞসোমের দুই পুত্র। একজনের নাম কালনেমি ও অপর জনের নাম বিগতভয়। পিতার পরলোকের পর পুত্রদ্বয় যৌবনে পদার্পণ করিয়া বিদ্যাশিক্ষার্থ পাটলিপুত্র নগরে গমন করে। এইখানে দেবশর্ম্মা নামে একজন অধ্যাপক ছিলেন। ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহারই নিকট সমস্ত বিদ্যা অধ্যয়ন শেষ করিল। উভয়ের বিদ্যাশিক্ষা শেষ হইলে অধ্যাপক দেবশর্ম্মা উপযুক্ত পাত্রবোধে তাঁহার দুইটি কন্যা তাহাদের দুইজনকে সমর্পণ করিলেন। বিবাহ করিয়া ভ্রাতৃদ্বয় গৃহধর্ম্মে মনোযোগী হইল।

জ্যেষ্ঠভ্রাতা কালনেমি বড় ঈর্ষ্যাসম্পন্ন ছিল। প্রতিবেশি-মণ্ডলীর ধন-জন-শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া তাহার মনে ঈর্ষ্যা হইল। সে ঈর্ষ্যাবশতঃ নিজের শ্রীবৃদ্ধির জন্য অনেকদিন পর্য্যন্ত লক্ষ্মীদেবীর আরাধনা করিল। লক্ষ্মী সন্তুষ্ট হইয়া কালনেমিকে একটি পুত্র ও বহু বিত্তলাভের বরপ্রদান করিলেন এবং শেষে তিনি

বলিয়া গেলেন,—"তুমি ঈর্ষ্যাবশতঃ আমার আরাধনা করিয়াছ, আমার আরাধনা কখন ব্যর্থ হয় না, এ নিমিত্ত বর্ত্তমান সময়ে তোমার কোন কষ্ট-দুঃখ হইবে না, তবে শেষ জীবন তোমার অতি কষ্টে অতিবাহিত হইবে। তুমি চৌর্য্যাপরাধে অপরাধী হইয়া শেষজীবনে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।" এই বলিয়া লক্ষ্মী অন্তর্হিতা হইলেন। যথাকালে লক্ষ্মীর বরে কালনেমি একটি পুত্র লাভ করিল এবং ঐ পুত্র লক্ষ্মীর বরলব্ধ বলিয়া তাহার নাম হইল শ্রীদত্ত এবং সে বহুসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত করিতে লাগিল। শ্রীদত্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া অল্পদিনের মধ্যে অস্ত্রযুদ্ধ ও বাহুযুদ্ধাদি বিষয়ে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিল। কালনেমির বিগত-ভয় নামে যে কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিল, তাহার পত্নী অকালে সর্পদষ্ট হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় সে তখন তীর্থ-পর্য্যটনার্থ সুদূর-দেশান্তর পরিভ্রমণ করিতে লাগিল।

কালনেমি যে রাজ্যে বাস করিত, তথাকার রাজার নাম ছিল বল্লভশক্তি। বল্লভশক্তি কালনেমির পুত্র শ্রীদত্তের অনেক গুণের কথা শুনিতে পাইয়া তাহাকে নিজপুত্র বিক্রমশক্তির সহচর করিয়া দিলেন। রাজপুত্র বিক্রমশক্তি বড় অভিমানী ছিলেন, সুতরাং শৈশবে দুর্য্যোধনের সঙ্গে ভীমের মনের মত শঙ্কিত মনেই শ্রীদত্ত রাজকুমারের সহিত বাস করিত, তিনি কোন কোন বিষয়ে তাঁহার সহচর শ্রীদত্তকে নিজ অপেক্ষা অতিশয় দক্ষ দেখিয়া মনে মনে অত্যন্ত ঈর্ষ্যান্বিত হইলেন। এই সময় অবন্তীদেশীয় বজ্রমুষ্টি ও বাহুশালী নামে দুই জন ক্ষত্রিয়-বীরের সহিত শ্রীদত্তের মিত্রতা হয়। এতদ্ভিন্ন শ্রীদত্তের বাহুবলে পরাজিত হইয়া দাক্ষিণাত্যবাসী কয়েকজন সম্ভ্রান্ত-বংশীয় বিচক্ষণ মন্ত্রিতনয়ও আপনা হইতেই শ্রীদত্তের সহিত সৌহার্দ্দসূত্রে আবদ্ধ হন। এই মন্ত্রিপুত্রগণ ব্যতীত উপেন্দ্র-বল, নিষ্ঠুরক, ব্যাঘ্রভট প্রভৃতি আরও চারিজন প্রভূত বলবিক্রমশালী বৈদেশিক বীরের সহিত শ্রীদত্তের সৌহার্দ্দ হইয়াছিল।

একদিন বর্ষাকালে শ্রীদত্ত রাজপুত্র বিক্রমশক্তির সহিত বিহারার্থ জাহ্নবীতটে গমন করিলেন। এই দিন শ্রীদত্তের মিত্রগণ সকলেই সেইস্থানে উপস্থিত ছিলেন। রাজপুত্রের সহিত শ্রীদত্ত গঙ্গাতীরে গমন করিলে শ্রীদত্তের মিত্রগণও তৎসমভিব্যাহারে গমন করিলেন। রাজপুত্র বিক্রমশক্তির সহিত অন্যান্য লোকজন যথেষ্ট ছিল। তাহারা রাজপুত্রকেই রাজা বলিয়া সম্বোধন করিত; কিন্তু শ্রীদত্তের সমভিব্যাহারী বন্ধুগণ রাজপুত্রকে রাজা না বলিয়া শ্রীদত্তকে রাজা নামে অভিহিত করিতে লাগিল। তখন এই ব্যাপারে অভিমানী রাজপুত্রের মনে অত্যন্ত ক্রোধের উদয় হইল। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার- সখা শ্রীদত্তকে পরাজয় করিবার জন্য তাঁহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন। শ্রীদত্তও যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। তখন উভয়বীরে ঘোরতর বাহুযুদ্ধ বাধিল। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর শ্রীদত্তের নিকট রাজপুত্র পরাজিত হইলেন। এই পরাজয়ব্যাপারে রাজপুত্র বিক্রমশক্তির হিংসা-দ্বেষ-ক্রোধ চতুর্গুণ বর্দ্ধিত হইল। তিনি শ্রীদত্তকে একেবারে হত্যা করিতে মনস্থ করিলেন। রাজপুত্রের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া শ্রীদত্ত নিজ মিত্রগণ সহ কিঞ্চিৎ শঙ্কিতমনে সেস্থান হইতে পলায়ন করিলেন।

বন্ধুগণ সহ শ্রীদত্ত গঙ্গার ধারে যাইতে যাইতে বহুপথ অতিক্রম করিলেন। একস্থানে দেখিলেন,—একটি রমণী গঙ্গাগর্ভে জলস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। রমণীর রূপ বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল, তাহাকে দেখিয়া বোধ হইল, যেন সাক্ষাৎ দেবীমূর্ত্তি গঙ্গাজলে ভাসিতেছে।

শ্রীদত্ত দূর হইতে রমণীকে জলস্রোতে ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া সমভিব্যাহারী সুহৃদ্‌দিগকে তীরে রাখিয়া রমণীর উদ্ধারার্থ স্বয়ং গঙ্গাবক্ষে ঝাঁপ দিলেন। জলে নিমগ্ন হইয়া শ্রীদত্ত কিছুদূর পর্য্যন্ত রমণীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ সাঁতার কাটিয়া যাইতে লাগিলেন। ক্রমে জলমগ্ন স্ত্রীলোকটি যখন তাঁহার খুব নিকটবর্ত্তিনী হইল, তখন তিনি হস্ত প্রসারণ করিয়া যেমন তাহাকে ধরিতে যাইবেন, অমনি সে স্থানে রমণীকে দেখিতে পাইলেন না। তখন শ্রীদত্ত নিমর্জ্জন করিলেন। নিমগ্ন হইয়া দেখেন, সম্মুখে শিবমন্দির। মন্দিরস্থ ভগবান্ বৃষভধ্বজকে প্রণাম করিলেন এবং অগত্যা সে রাত্রি সেই আশ্চর্য্য দেবপুরীস্থ মনোহর শিবমন্দিরের সম্মুখবর্ত্তী উদ্যান-মধ্যে অবস্থিত হইয়া রহিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইল। চন্দ্রমা অস্ত গেলেন। তরুণ অরুণদেব পূর্ব্বদিকে দেখা দিলেন। ক্রমে শিবপূজার সময় হইয়া আসিল। শ্রীদত্ত দেখিলেন, তাঁহার পূর্ব্বদৃষ্ট সেই সুন্দরাকৃতি রমণী নানাবিধ পূজার উপকরণ লইয়া শিবপূজার্থ মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিল। রমণী মন্দিরে বসিয়া একমনে একধ্যানে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত শিবের পূজা-আরাধনাদি করিয়া পূজান্তে মন্দির হইতে আপন বাসভবনাভি-মুখে প্রস্থান করিল। রমণী প্রস্থান করিলে শ্রীদত্তও

উদ্যান হইতে বাহির হইয়া ধীরে ধীরে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। রমণী অট্টালিকামধ্যে প্রবেশ করিয়া কাহারও সহিত কোন বাক্যালাপ করিল না। একটি গৃহে কতকগুলি স্ত্রীলোক বসিয়া ছিল, সে সেই স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে গিয়া উপবেশন করিল। শ্রীদত্ত রমণীর নিকটবর্ত্তী হইলেন। তখন তত্রত্য অন্য স্ত্রীলোকেরা কেহই কিছু বাঙ্-নিষ্পত্তি করিল না, কেবল তাহাদিগের মধ্য হইতে পূর্ব্বদৃষ্ট নবাগত রমণী অন্য কথা না কহিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া আকুল হইয়া উঠিল।

তখন শ্রীদত্ত বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—সুন্দরি! তুমি কে? কাঁদিতেছ কেন? আর তোমার সমভিব্যাহারিণী এই রমণীরাই বা কে? আমার নিকট সমস্ত প্রকাশ করিয়া বল। যদি তোমার কোন বিষয়ে দুঃখ-কষ্ট হইয়া থাকে, তবে নিশ্চয় আমি তাহা নিবারণ করিব।

শ্রীদত্তের প্রশ্ন শুনিয়া সেই রোরুদ্যমানা রমণী অতি কষ্টে অশ্রুবেগ সম্বরণ করিয়া উত্তর করিল,—মহাশয়! আমাদের দুঃখের কথা বলিব কি! আমরা দৈত্যরাজ বলির দশসহস্র পৌত্রী। আমাদিগের পিতামহ বিষ্ণুর হস্তে বন্ধনদশা প্রাপ্ত এবং পিতা তাঁহার সহিত বাহুযুদ্ধে নিহত হইয়াছেন। দৈত্য-পতির এই দশসহস্র পৌত্রীর মধ্যে আমি জ্যেষ্ঠা। আমার নাম বিদ্যুৎপ্রভা। আমাদিগের পিতা বিষ্ণুর হস্তে নিহত হইবার পর আমরা এই স্থানে নির্ব্বাসিত হইয়াছি, বিষ্ণু আমাদিগকে আমাদিগের পিতৃপুরে অবস্থান করিতে দেন নাই। পাছে আমরা সেই পুরে প্রবেশ করি, এই জন্য তিনি সেই পুরদ্বারের রক্ষাকার্য্যে এক ভীষণাকৃতি সিংহকে আদেশ করিয়াছেন। সিংহের ভয়ে সে পুরে আমরা কেহ প্রবেশ করিতে পারি না। ইহাই আমাদিগের দুঃখ। কিন্তু এই সিংহ পূর্ব্বজন্মে এক যক্ষ ছিল, এক্ষণে কুবেরের শাপে সিংহ হইয়াছে। বিষ্ণুর আদেশ আছে,—যদি কোন মানুষ ইহাকে পরাজয় করিতে পারে, তবেই ইহার শাপান্ত হইবে। সুতরাং সিংহ না থাকিলে আমরাও নিরাপদে আমাদিগের পৈতৃক পুরে বাস করিয়া সুখী হইতে পারিব। অতএব আমাদিগের প্রার্থনা—আপনি সেই শত্রুরূপী সিংহকে পরাজয় করুন। আমি এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার হইবার জন্যই আপনাকে এই স্থানে আনয়ন করিয়াছি। আর এক কথা, আপনি যদি সেই সিংহকে পরাজয় করিতে পারেন, তবে তাহার নিকট হইতে মৃগাঙ্ক নামক একখানি অসি আপনার হস্তগত হইবে। আপনি সেই অসির প্রভাবে অনায়াসে সমস্ত জয় করিয়া ভূতলে রাজা হইতে পারিবেন।

শ্রীদত্ত সেই রমণীর কথায় সম্মত হইয়া সিংহ-পরাজয়ার্থ যাত্রা করিলেন। কিছুদূর গমন করিয়া কন্যাগণ অঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক শ্রীদত্তকে সেই সিংহ-রক্ষিত পুরী দেখাইয়া দিল। তখন শ্রীদত্ত একাকীই পুর প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন। এই সময় সেই দ্বাররক্ষী সিংহ ঘোর গর্জ্জন করিয়া শ্রীদত্তের সম্মুখে বেগে ধাবিত হইল। শ্রীদত্ত সিংহের বাহুদ্বয় ধরিয়া ফেলিলেন। বহুক্ষণ পরস্পর যুদ্ধের পর সিংহই শ্রীদত্তের নিকট পরাস্ত হইল এবং সে শাপমুক্ত হইয়া যখন পূর্ব্বদেহ পরিগ্রহ পূর্ব্বক সে স্থান হইতে অন্তর্ধান করে, সেই সময় শ্রীদত্তকে সে একখানি অসি দান করিয়া যায়। এই অসির নাম মৃগাঙ্ক। ইহার প্রভাব অপূর্ব্ব। শ্রীদত্ত এই অপূর্ব্ব অসি-হস্তে কন্যা-গণের সহিত সেই পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

শ্রীদত্ত দৈত্যপুরে প্রবেশ করিবার পর দৈত্যকন্যা বিদ্যুৎপ্রভা তাঁহাকে একটি বিষহর অঙ্গুরী প্রদান করিল। শ্রীদত্ত অঙ্গুরী গ্রহণ করিলেন, কিন্তু সেই দৈত্যকন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য ক্রমেই তাঁহার অত্যন্ত ইচ্ছা হইতে লাগিল। দৈত্যকন্যা শ্রীদত্তের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিল, হে বীরশ্রেষ্ঠ! আপনি মৃগাঙ্ক অসি হস্তে লইয়া এই দীর্ঘিকায় স্নানার্থ অবতরণ পূর্ব্বক ইহা হইতে কুম্ভীরাদি জলজন্তুর ভয় দূর করিয়া দিন।

তদ্দণ্ডেই সেই অসি ও অঙ্গুরী লইয়া দীর্ঘিকা-সলিলে নিমগ্ন হইয়া শ্রীদত্ত যেমন তাহাতে ডুব দিলেন, অমনি তাঁহার মায়ারাজ্য ভাঙ্গিয়া গেল, সেই দৈত্যপুরী অদৃশ্য হইল। শ্রীদত্ত দেখিলেন, তিনি পূর্ব্বে যে স্থান হইতে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া-ছিলেন, এক্ষণে সেই স্থানে আসিয়া পুনর্ব্বার উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু তথায় তাঁহার সুহৃদ্দিগকে দেখিতে পাইলেন না; তখন পূর্ব্ব বন্ধু-বান্ধবদিগের অনুসন্ধানার্থ তিনি সত্বর গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অসি ও অঙ্গুরী সঙ্গে লইয়া শ্রীদত্ত পথে পথে তাঁহাদের সন্ধান করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন। তিনি কিছু দূর অতিক্রম করিয়াছেন, এই সময় পথে নিষ্ঠুরক নামক সুহৃদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। নিষ্ঠুরক আনন্দিত হইয়া শ্রীদত্তকে প্রণাম করিল। শ্রীদত্ত আনন্দের সহিত তাহার নিকট সকলের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে নিষ্ঠুরক উত্তর করিল,—সখে! তুমি যে গঙ্গাগর্ভে নিমগ্ন হইলে, আমরা বহুদিন পর্য্যন্ত

তোমার অনুসন্ধান করিলাম। শেষে যখন অনুসন্ধানে ফল হইল না, তখন শোকাকুল-মনে আমরা নিজ নিজ মস্তকচ্ছেদনে উদ্যত হইলে এক অদৃশ্য আকাশবাণী আমাদিগকে সে কার্য্যে নিষেধ করিল। আমরা গত্যন্তর না দেখিয়া তোমার পিত্রালয়ে যাত্রা করিলাম।

পথে এক ব্যক্তি আমাদিগকে সেই স্থানে যাইতে নিষেধ করিয়া কহিল,—মহাশয়গণ! আপনারা সম্প্রতি সে স্থানে গমন করিবেন না। কারণ, রাজা বল্লভশক্তির মৃত্যু হওয়ায় তৎপুত্র বিক্রমশক্তি এক্ষণে মন্ত্রিগণের সাহায্যে তদীয় পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। তিনি রাজ্যপ্রাপ্তির পরদিবসই শ্রীদত্তের পিতা কালনেমির গৃহে গিয়া তাঁহাকে বলেন,—তোমার পুত্র শ্রীদত্ত কোথায়, শীঘ্র তাহাকে আনিয়া দাও। তৎশ্রবণে কালনেমি রাজাকে উত্তর দেন,—আমি আমার পুত্রের খবর পাই নাই; সে কোথায় আছে, তাহাও আমার জানা নাই; সুতরাং আমি কেমন করিয়া তাহাকে আনিয়া দিব?

এ কথায় বিক্রমশক্তি ভাবিলেন,—কালনেমি নিশ্চয়ই তাহার পুত্র শ্রীদত্তের খবর জানে। কেবল আমায় বঞ্চনার্থ এ ব্যক্তি মিথ্যা কথা কহিতেছে। এই ভাবিয়া তিনি ক্রোধের সহিত কালনেমিকে চৌর্য্যাপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করেন। রাজার বিচারে কালনেমি শূলে আরোপিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। তদ্দর্শনে তাঁহার পত্নীও শোকে দেহত্যাগ করিয়াছেন। অতএব আপনারা শ্রীদত্তের সুহৃদ্; আপনাদের সে স্থানে যাওয়া উচিত নহে। কারণ, রাজা যেরূপ ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তাহাতে শ্রীদত্তসম্পর্কীয় সমস্ত ব্যক্তিরই বিপদ হইবার কথা।

নিষ্ঠুরক কহিল,—আমরা সেই পথিকের নিকট এই ভয়াবহ দুঃসংবাদ শুনিয়া সে দিকে আর অগ্রসর হইলাম না। বরাবর উজ্জয়িনীর দিকে প্রস্থান করিলাম। পথে যাইতে যাইতে অন্যান্য সুহৃদ্গণ তোমারই সন্ধানের জন্য আমাকে এই স্থানে গোপনে অবস্থান করিতে বলে। আমিও তাহাদের কথায় তোমার নিমিত্ত এইখানে অপেক্ষা করিতেছিলাম। সম্প্রতি তোমার সহিত দেখা হইল। যাহা হউক, তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া রাজা বিক্রমশক্তি যতদূর অত্যাচার করিবার, তাহা করিয়াছে। এক্ষণে ভাবিয়া ফল নাই। চল আমরা উজ্জয়িনী গিয়া অন্যান্য সুহৃদ্গণের সঙ্গে একত্র হইয়া যেরূপ কর্ত্তব্য হয় করি।

শ্রীদত্ত সখা নিষ্ঠুরকের মুখে এই মর্ম্মান্তিক সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। পিতা-মাতার জন্য শোক করিলেন এবং অচিরে ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য ক্রোধে একবার খড়্গমুষ্টি দৃঢ়রূপে ধরিলেন।

শ্রীদত্ত অন্যান্য সুহৃদ্গণের সহিত মিলিত হইবার জন্য নিষ্ঠুরককে সঙ্গে লইয়া উজ্জয়িনী যাত্রা করিলেন। পথে যাইতে যাইতে একস্থানে একটি স্ত্রীলোককে দেখিতে পাইলেন। স্ত্রীলোকটি কাতরভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীদত্তকে কহিল,—মহাশয়! আমি অসহায়া স্ত্রীলোক। এখানে আমার বন্ধুবান্ধব কেহই নাই। আমি মালব দেশে যাইব। অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে আপনার সঙ্গে লইয়া চলুন। শ্রীদত্ত অনাথা স্ত্রীলোকটিকে অভয় দিয়া সঙ্গে সঙ্গে লইয়া চলিলেন। কিছুকাল পরেই রাত্রি হইয়া আসিল। তাঁহারা পথিপার্শ্বস্থ একখানি শূন্য গৃহে আশ্রয় লইলেন। স্ত্রীলোকটি গৃহের এক পার্শ্বে শয়ন করিল। নিষ্ঠুরক এবং শ্রীদত্ত অপর পার্শ্বে শয়ন করিলেন। রাত্রি অধিক হওয়ায় নিষ্ঠুরক ও শ্রীদত্ত নিদ্রাভিভূত হইলেন। ক্রমে রাত্রি যখন গভীর হইয়া উঠিল, তখন স্ত্রীলোকটি আস্তে আস্তে উঠিয়া গিয়া নিদ্রিত নিষ্ঠুরককে অতি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিল এবং তাহার দেহের রক্তমাংস সশব্দে ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

হঠাৎ শ্রীদত্ত জাগিয়া উঠিলেন। তিনি এই ভীষণ ব্যাপার দর্শনে সত্বর কোষ হইতে অসি নিষ্কাশিত করিয়া ভীমবিক্রমে সেই মাংসাশিনী স্ত্রীলোকটাকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। স্ত্রীলোকটাও তদ্দর্শনে ভয়ঙ্কর রাক্ষসীরূপ ধারণ করিল। তখন নরে-রাক্ষসে ঘোর সংঘর্ষ বাধিল। বহুক্ষণ সঙ্ঘর্ষের পর শ্রীদত্ত স্বীয় তীক্ষ্ণধার অসি উত্তোলন করিয়া রাক্ষসীর কেশ-গ্রহণ পূর্ব্বক যখন তাহার শিরশ্ছেদ করিবেন, এই সময় রাক্ষসী হঠাৎ দিব্যরূপ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিল,—মহাশয়! আমাকে বধ করিবেন না, আমাকে পরিত্যাগ করুন। আমি প্রকৃত রাক্ষসী নহি, মহর্ষি কৌশিকের শাপে আমার এই দশা ঘটিয়াছে। আমার পূর্ব্ববৃত্তান্ত এই:—পূর্ব্বকালে মহর্ষি কৌশিক ঘোর তপস্যায় নিমগ্ন হইলে ধনপতি কুবের তাহাতে শঙ্কিত হইয়া তাঁহার তপোভঙ্গার্থ আমাকে প্রেরণ করেন। আমার অতি দিব্য রূপ ছিল, কিন্তু তাহা দ্বারা আমি মহর্ষিকে প্রলোভিত করিতে পারিব না ভাবিয়া তাঁহার ভয়োৎপাদনার্থ অতি ভৈরবাকার

ধারণ করিলাম। মহর্ষি আমাকে তদবস্থ দেখিয়া ক্রোধের সহিত এই অভিসম্পাত প্রদান করিলেন যে, —রে পাপিষ্ঠে! তুই এ স্থান হইতে অচিরে ভ্রষ্ট হইয়া মর্ত্তে গিয়া নররাক্ষসী হইয়া থাক্ এবং নরমাংস ভক্ষণ দ্বারা তোর জীবিকা নির্ব্বাহ কর্। আমি শাপ শ্রবণে মহর্ষিকে অনেক অনুনয় করিলাম। অবশেষে মহর্ষি কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া আপনা কর্ত্তৃক আমার কেশগ্রহণে শাপান্ত নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। আমি শাপপ্রভাবে তদ্দণ্ডেই রাক্ষসী হইয়া এই নগর অবরোধপূর্ব্বক এইখানে অবস্থান করিতে লাগিলাম এবং তদবধি অদ্য পর্য্যন্ত প্রভূত মনুষ্য বিনষ্ট করিয়া তাহাদিগের রক্তমাংস ভক্ষণ পূর্ব্বক জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছিলাম। অদ্য আপনার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় আমার শাপান্ত হইয়াছে। আমি আপনার দ্বারা যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছি, অতএব আপনি আমার নিকট যে কোন অভীষ্ট বর গ্রহণ করিতে পারেন।

শ্রীদত্ত কহিল, আমার অন্যবরে প্রয়োজন নাই, আমার সখা নিষ্ঠুরক—যাহাকে আপনি হত্যা করিয়াছেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহাকে আপনি পুনরুজ্জীবিত করিয়া দিন, আপনার নিকট ইহাই আমার বর-প্রার্থনা।

শাপমুক্ত দিব্য স্ত্রীলোকটি শ্রীদত্তের কথায় "তথাস্তু" বলিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে অন্তর্হিত হইলেন। বরপ্রভাবে নিষ্ঠুরক অক্ষতশরীরে পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে রাত্রিও প্রভাত হইল। তখন শ্রীদত্ত ও নিষ্ঠুরক উভয়ে বিস্মিত ও প্রহৃষ্ট হইয়া উজ্জয়িনী-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এইদিন দিবাবসানে নিরাপদে তাঁহারা উজ্জয়িনী-নগর প্রাপ্ত হইলেন। নগরে প্রবেশ করিবামাত্রই সম্মুখস্থ কোন এক স্থানে শ্রীদত্ত তাঁহার পূর্ব্ব-সুহৃদ্দিগকে দেখিতে পাইয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন। তখন সুহৃদ্‌গণ মিলিত হইয়া সকলেই পরস্পর আপন আপন বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিলেন। এই মিলিত সুহৃদ্‌গণের মধ্যে বাহুশালী নামক একজন সুহৃদের বাস এই উজ্জয়িনীতেই ছিল। তখন সকলে সমবেত হইয়া তাঁহারই গৃহে গমন করিলেন। বাহুশালী পরম যত্নে সুহৃদ্‌গণের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। বাহুশালীর পিতা-মাতাও ইহাতে বিলক্ষণ আনন্দিত হইলেন।

ইতিমধ্যে বসন্তোৎসবের দিন আসিল। উজ্জয়িনীনগরে মহাসমারোহ আরম্ভ হইল। তখন শ্রীদত্তও সুহৃদগণের সহিত উৎসব দর্শনার্থ যাত্রা করিলেন। বিলাসি-বিলাসিনীগণে উৎসব-স্থান পূর্ণ হইল। ক্রমে উজ্জয়িনীরাজকন্যা মৃগাঙ্কবতী আসিয়া উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। শ্রীদত্ত মৃগাঙ্কবতীকে দেখিয়া চমকিত হইয়া উঠিলেন। তিনি ভাবিলেন,—বুঝি আকাশের বিদ্যুল্লতা আসিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইল। মৃগাঙ্কবতীর সুঠাম সুন্দর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও বিলাসভঙ্গিম অপাঙ্গমোক্ষ, এ উভয়ই শ্রীদত্তের চিত্ত হরণ করিল।

রাজকন্যা মৃগাঙ্কবতীও সৌন্দর্য্যে রতির প্রতিদ্বন্দ্বিনী। তাঁহারও দৃষ্টি শ্রীদত্তের নিকট গতাগতি করিয়া প্রথম প্রণয়ের সূচনা করিয়া দিল।

উৎসব দেখিয়া রাজকন্যা অল্পক্ষণের মধ্যে রাজপুরের দিকে ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীদত্ত উৎসবক্ষেত্রে রাজকন্যাকে না দেখিয়া এইবার অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন। পৃথিবী তাঁহার নিকট শূন্যময় বোধ হইল।

শ্রীদত্তকে নিতান্ত ধৈর্য্যহীন দেখিয়া তাঁহার জনৈক প্রিয় বয়স্য তাঁহাকে কহিল,—সখে! আমি তোমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছি। আমার নিকট তুমি আর এখন কিছু গোপন করিও না। রাজনন্দিনী মৃগাঙ্কবতী যে স্থানে গিয়াছে, চল, এখন আমরা সেইখানে যাই। শ্রীদত্ত প্রিয় বয়স্যের কথায় অমত করিলেন না। তিনি বয়স্যের সহিত অবিলম্বে রাজকন্যার বাসভবনের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন।

হঠাৎ কে যেন চীৎকার করিয়া উঠিল,—সর্ব্বনাশ হইয়াছে—আহা, রাজকন্যাকে সর্পে দংশন করিয়াছে! অন্তঃপুর হইতে জনৈক পরিচারিকার কণ্ঠোত্থিত এই ভয়াবহ চীৎকার শুনিয়া রাজান্তঃপুরে বহুলোক জড় হইল। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় সকলেই কাঁদিয়া আকুল হইতে লাগিল। শ্রীদত্ত তাঁহার সঙ্গীর সহিত রাজান্তঃপুরস্থ সমস্ত নরনারীর ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইলেন। রাজকন্যার বিপদ্‌বার্ত্তায় সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার মন অধিক আকুল হইল। কি উপায়ে কেমন করিয়া রাজকন্যার প্রাণ রক্ষা করা যায়, তিনি বিষাদের সহিত একমনে কেবল তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

শ্রীদত্তের সহচরের মনও উদ্বিগ্ন হইল। তিনি অবিলম্বে রাজান্তঃপুরস্থ এক বৃদ্ধ ব্যক্তির নিকট গিয়া নিবেদন করিলেন,—মহাশয়! আমি পথিক। আমার সঙ্গে এক সহচর আছেন, তিনি একটি অঙ্গুরী -সাহায্যে সর্পবিষ দূর করিতে পারেন। অতএব আপনি যদি অনুমতি করেন, তবে তাঁহাকে আনিয়া

রাজকন্যাকে একবার দেখাইতে পারি। বৃদ্ধ ব্যক্তি এই কথা শুনিয়া অতি ব্যস্ততার সহিত তদ্দণ্ডেই শ্রীদত্তকে সঙ্গে লইয়া রাজকন্যার নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীদত্ত রাজকন্যার ক্ষতস্থানে সেই দৈত্যকন্যা-প্রদত্ত বিষঘ্ন অঙ্গুরী স্পর্শ করাইবামাত্র রাজকন্যা উজ্জীবিত হইলেন।

এই ব্যাপারে শ্রীদত্তের চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। সকলেই শ্রীদত্তের প্রশংসা করিতে লাগিল। স্বয়ং রাজা তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত আগমন করিলেন। ক্রমে উপস্থিত ব্যক্তিগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। শ্রীদত্তও তাঁহার সহচর সহ নিজ আবাসবাটী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কন্যা আরোগ্য লাভ করায় রাজা শ্রীদত্তকে যে সকল ধন-রত্ন পারিতোষিক দিলেন, শ্রীদত্ত তৎসমুদায় আনিয়া তাঁহার সুহৃদ্ বাহুশালীর পিতাকে দান করিলেন।

কিন্তু রাজকন্যার চিন্তায় শ্রীদত্তের আন্তরিক সুখশান্তি একেবারেই লোপ পাইল। ক্রমে শ্রীদত্তকে ব্যাকুল দেখিয়া বন্ধুগণও বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন।

এই সময় ভাবনিকা নামে রাজকন্যার একটি সখী আসিয়া শ্রীদত্তকে সংবাদ দিল,—মহাশয়! আপনি রাজপুত্রীর প্রাণদাতা; সুতরাং তিনি স্থির করিয়াছেন, যদি আপনি তাঁহার পাণিগ্রহণ না করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি আত্মঘাতিনী হইবেন।

শ্রীদত্ত রাজকন্যার সখীর নিকট এই সুসংবাদ শুনিয়া কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন; কিন্তু কি উপায়ে রাজসুতাকে লাভ করিবেন, এখন তাহাই তাঁহার ভাবনা হইল। শ্রীদত্তের বন্ধুগণ কহিল,—সে জন্য চিন্তা কি? যদি সহজে রাজকন্যাকে লাভ করা না যায়, তবে কোন কৌশল করিয়া গোপনেই তাঁহাকে লইয়া গিয়া আমরা মথুরায় বাস করিব। তখন এইরূপ পরামর্শই স্থির করিয়া তাহারা রাজকন্যার সখীকে বিদায় দিল। সখী ফিরিয়া আসিয়া রাজকন্যার নিকট সমস্ত কথা প্রকাশ করিল।

পরদিন বাহুশালী বাণিজ্য করিবার ছলে মথুরা যাত্রা করিল। উজ্জয়িনী হইতে মথুরা পর্য্যন্ত যাহাতে রাজকন্যাকে গোপনে অতি শীঘ্র লইয়া যাওয়া যায়, সে নিমিত্ত বাহুশালী যাইবার সময় পথের নানাস্থানে গুপ্ত লোক ও অশ্বাদি রাখিবার বন্দোবস্ত করিয়া গেল। যখন সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক হইল, তখন একদিন শ্রীদত্ত সন্ধ্যার সময় একটি স্ত্রী ও কন্যাকে মদ খাওয়াইয়া রাজপুত্রীর গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। রাজকন্যা এই রহস্য বুঝিতে পারিয়া দীপ জালিবার উদ্দেশে আপন বাসগৃহে অগ্নি প্রদান পূর্ব্বক সখী ভাবনিকার সহিত অতিদ্রুত অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিলেন। শ্রীদত্ত তাঁহার সহচর-গণ সহ পূর্ব্ব হইতেই বাহিরে রাজকন্যার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। এক্ষণে সখী সহ রাজকন্যা উপস্থিত হইবামাত্র শ্রীদত্ত বন্ধুগণ সহ তাঁহাকে লইয়া সেই রাত্রেই মথুরার দিকে যাত্রা করিলেন।

কিছুদূর গিয়াই শ্রীদত্ত আর অধিক দূর অগ্রসর হইলেন না। তিনি তাঁহার বন্ধুগণ সহ রাজকন্যা ও তাঁহার সখীকে রওনা করিয়া দিয়া উজ্জয়িনীরাজ কন্যার কোনরূপ সন্ধান করেন কি না, তাহা জানিবার জন্য ফিরিয়া আসিলেন।

এ দিকে রাজকন্যার বাসভবন অগ্নিসংযোগে হুহু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। শ্রীদত্ত-প্রেরিত মদ্যপায়িনী দুইটি স্ত্রী ও কন্যা গৃহানলে দগ্ধ হইল। রাজকন্যার বাসগৃহ অগ্নিতে প্রজ্বলিত দেখিয়া রাজভবনস্থ সমস্ত লোক অগ্নি-নির্ব্বাণার্থ চারিদিক হইতে কোলাহল করিতে করিতে সেই স্থানে আসিয়া একত্র হইল। অবিলম্বে গৃহাগ্নি নিবিয়া গেল। উপস্থিত সকলেই দেখিল,—রাজকন্যা ও তাহার সখী আগুনে দগ্ধ হইয়াছে।

রাত্রি প্রভাত হইলে উজ্জয়িনীর রাজপথে কয়েকজন লোক শ্রীদত্তকে দেখিয়া কি যেন পরামর্শ করিল। শ্রীদত্ত তদ্দর্শনে সন্দেহবশতঃ সে স্থানে থাকা সঙ্গত মনে করিলেন না। তিনি সেই দিনই রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের সময় তাঁহার মৃগাঙ্ক নামক অসি হস্তে লইয়া উজ্জয়িনী হইতে প্রস্থান করিলেন। অতি দ্রুতবেগে আসিতে আসিতে রাত্রি যখন প্রভাত হইল, বেলা একপ্রহর হইতে চলিল, তখন শ্রীদত্ত বিন্ধ্যাটবীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এইখানে কিছু পথ হাঁটিয়াই সম্মুখে দেখিলেন,—তাঁহার সেই বন্ধুগণ প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া রক্তাক্ত-দেহে ভূপতিত ও অর্দ্ধমৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। শ্রীদত্ত এই ব্যাপার দেখিয়া প্রথমে শিহরিয়া উঠিলেন, পরে অতি কষ্টের সহিত বন্ধু-দিগের নিকট ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীদত্তের কথায় বন্ধুগণ অতি কাতরভাবে উত্তর দিল,—সখে! রাজকন্যাকে লইয়া এ পর্য্যন্ত আমরা নিরাপদেই আসিয়াছিলাম, কিন্তু কোথা হইতে একদল অশ্বারোহী সৈন্য আসিয়া আমাদিগের এইরূপ দুরবস্থা করিয়াছে। আমরা বহু চেষ্টা করিয়াও রাজকন্যাকে রক্ষা করিতে পারি নাই। অশ্বারোহীরা আমাদিগকে প্রহারে জর্জ্জরিত করিয়া

ফেলিল। তন্মধ্যে একজন অশ্বারোহী যুবক রাজকন্যাকে অশ্বের উপর উঠাইয়া লইয়া অতি দ্রুতবেগে অশ্ব চালাইয়া দিল। আমরা হতাশ হইয়া এইখানেই পড়িয়া রহিলাম। সেই সকল অশ্বারোহীরা এখনও বহুদূর পর্য্যন্ত যাইতে পারে নাই; বোধ হয়, নিকটেই আছে। তুমি একাকী যদি সমর্থ হও, তবে এই পথে দৌড়িয়া গিয়া রাজকন্যাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা কর।

শ্রীদত্ত বন্ধুগণের মুখে এই কথা শুনিয়া আর মুহূর্ত্ত অপেক্ষা না করিয়া অতি দ্রুতগমনে অশ্বারোহীগণের উদ্দেশে ধাবিত হইলেন। কিছু দূর গিয়াই অশ্বারোহীদিগের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি দেখিলেন,—একজন যুবক অশ্বারোহী রাজকন্যাকে লইয়া ধীরে ধীরে নিরাপদে গমন করিতেছে। শ্রীদত্ত একটু দ্রুতপদে সেই যুবক অশ্বারোহীর নিকটবর্ত্তী হইয়া রাজকন্যার মুক্তির জন্য তাহাকে অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু যুবক সৈনিক পুরুষ সে প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হইল না। তখন শ্রীদত্ত ক্রুদ্ধ হইলেন যুবকের পা ধরিয়াই বেগে এক টান মারিলেন। যুবক সেই টানের বেগেই অশ্ব হইতে সশব্দে প্রস্তরময় পথে পড়িয়া গিয়া তৎক্ষণাৎ দেহত্যাগ করিল। এই ভীষণ ব্যাপারে যুবকের সঙ্গী অশ্বারোহীরা পশ্চাদ্দেশ হইতে ক্রোধের সহিত সেই স্থানে ছুটিয়া আসিল, শ্রীদত্ত তাঁহার মৃগাঙ্ক অস্ত্র হস্তে লইয়া একে একে তাহাদিগের প্রায় সকলকেই ধরাশায়ী করিলেন। তখন হতাবশিষ্ট অশ্বারোহীরা ভয়ে সে স্থান পরিত্যাগ করিল।

এইবার শ্রীদত্ত অবাধে মৃগাঙ্কবতীকে সঙ্গে লইয়া সেই মৃত যুবক অশ্বারোহীর অশ্বোপরি উঠিলেন এবং অতিদ্রুত অশ্ব-সাহায্যে সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন; কিন্তু কিছু দূরে যাইতে না যাইতেই এক প্রকাণ্ড প্রস্তরাঘাতে শ্রান্ত-ক্লান্ত অশ্বটির মৃত্যু ঘটিল। তখন নিরুপায় হইয়া শ্রীদত্ত অগত্যা মৃগাঙ্কবতীকে লইয়া পদব্রজেই গমন করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে রাজকন্যা মৃগাঙ্কবতী পথশ্রমে অত্যন্ত পিপাসাতুর হইয়া পড়িলেন; কিন্তু সেই পার্ব্বত্যভূমিতে কোথাও জল না থাকায় শ্রীদত্ত একটি বৃক্ষের নিকট মৃগাঙ্কবতীকে রাখিয়া স্বয়ং জল অন্বেষণার্থ বহুদূরে গমন করিতে বাধ্য হইলেন। দৈবক্রমে জল মিলিল বটে, এ দিকে সূর্য্যদেবও অস্তমিত হইলেন। রাত্রি উপস্থিত দেখিয়া শ্রীদত্ত পুনরায় নির্দ্দিষ্ট স্থানে ফিরিলেন বটে, কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে সেই দুর্গম পার্ব্বত্য পথ কিছুতেই চিনিয়া উঠিতে পারিলেন না। তখন নিরুপায় হইয়া অগত্যা সে রাত্রি তাঁহাকে এক বৃক্ষতলায় অবস্থান করিতে হইল; মৃগাঙ্কবতীর চিন্তায় সমস্ত রাত্রি তাঁহার নিদ্রা হইল না।

যথাকালে রাত্রি প্রভাত হইল। শ্রীদত্ত বহুকষ্টে নির্দ্দিষ্ট স্থানে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন,—সে স্থানে মৃগাঙ্কবতী নাই। তখন তাঁহার মনে দারুণ কষ্ট হইল। তিনি সেই পার্ব্বত্য ভূমির বহু স্থানে মৃগাঙ্কবতীর অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হইল না। অবশেষে হতাশমনে সম্মুখবর্ত্তী একটি বৃক্ষশাখায় আরোহণ করিয়া তাহার নিম্ন দিকে যতদূর দৃষ্টি চলে, তন্মধ্যেও রাজনন্দিনীর অনুসন্ধান করিলেন, তথাপি মৃগাঙ্কবতীর সাক্ষাৎ পাইলেন না। তিনি শোকে, দুঃখে ক্ষোভে আকুলিত হইয়া সেই বৃক্ষশাখায় কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন।

শ্রীদত্ত বৃক্ষে উঠিবার সময় অসুবিধা বোধে অস্ত্রখানি বৃক্ষের মূলদেশে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু কোথা হইতে এক বনচর ব্যাধ আসিয়া তাঁহার সেই অস্ত্রখানি কুড়াইয়া লইল। শ্রীদত্ত বৃক্ষশাখা হইতে এই ব্যাপার দেখিতে পাইয়া অতি শীঘ্র নীচে নামিলেন এবং অতি কাতরভাবে বিনয়ে ব্যাধের নিকট নিরুদ্দিষ্ট মৃগাঙ্কবতীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন।

ব্যাধ উত্তর করিল,—মহাশয়! আমি এ সম্বন্ধে কোন সংবাদ জানি না। এই পর্ব্বতের অদূরে আমাদিগের একটি পল্লী আছে, সেই পল্লীতে আমার অনেক লোকজন বাস করে। আপনি তথায় গিয়া তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে সম্ভবতঃ সমস্ত সংবাদ জানিতে পারিবেন। আর আমিও সেই পল্লীতেই যাইতেছি। আপনার এই অস্ত্রখানি এক্ষণে আমার নিকট রহিল। আমাদিগের পল্লীতে উপস্থিত হইবামাত্র আপনি ইহা আমারই নিকট পাইবেন।

ব্যাধ এই কথা কহিয়া বিদায় হইল। শ্রীদত্ত ব্যাধের উপদেশে সেই পল্লী-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পল্লীতে গিয়া দেখিলেন, আরও কয়েকজন ব্যাধ তথায় রহিয়াছে। তিনি তাহাদিগকে সমস্ত কথা কহিলেন। ব্যাধেরা তাঁহার কথার উত্তরে বলিল,—মহাশয়! আপনাকে অতিশয় শ্রান্ত-ক্লান্ত বলিয়া মনে হইতেছে, অতএব আপনি কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া সুস্থ হউন, পরে আমরা যাহা জানি বলিব।

বাস্তবিক শ্রীদত্ত এই ক'দিন পর্য্যন্ত অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছিলেন। তখন তাঁহার শরীর একরূপ অবসন্ন হইতেছিল; সুতরাং ব্যাধগণের কথায় আর

দ্বিরুক্তি না করিয়া তিনি কিছুকাল বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এই অবকাশে হঠাৎ তাঁহার নিদ্রা আসিল। কিছুকাল নিদ্রার পর চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন,—তাঁহার দুইটি পদ লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় শ্রীদত্ত প্রথমে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন এবং অবশেষে দৈবের অবশ্যম্ভাবী গতিক বুঝিয়া মৃগাঙ্কবতীর চিন্তায় এক একবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে অতি কষ্টে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

কিঞ্চিৎকাল পরে একটি স্ত্রীলোক সেই স্থানে উপস্থিত হইল। সে আস্তে আস্তে শ্রীদত্তের সম্মুখে আসিয়া অন্যের অগোচরে তাঁহাকে কহিল,—মহাশয়! আপনি কেন এ সঙ্কট স্থানে আসিলেন? আপনার যে নিকটেই মৃত্যুকাল উপস্থিত। এই দুর্ব্বৃত্ত ব্যাধেরা আপনাকে বধ করিবার চক্রান্ত করিতেছে। ইহাদিগের দলপতি কোন প্রয়োজনবশতঃ অন্যত্র গমন করিয়াছে, সে আসিলেই ব্যাধেরা আপনাকে চণ্ডিকাদেবীর সম্মুখে বলিদান দিবে, এই স্থির করিয়া অদ্য এ স্থানে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে আপনার উদ্ধারের একটিমাত্র উপায় আছে। আপনি এখানে আসা অবধি এখানকার ব্যাধ-দলপতির কন্যা আপনার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়াছে। আপনি স্বইচ্ছায় তাহাকে যদি বিবাহ করেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ আপনার এই উপস্থিত বিপদ দূর হইতে পারে। শ্রীদত্ত স্ত্রীলোকটির কথায় অসম্মত হইলেন না। তাঁহার সম্মতিক্রমে অবিলম্বে গান্ধর্ব্ববিধানে উভয়েরই বিবাহ হইল। ব্যাধকন্যার মাতা আহ্লাদিত হইয়া শ্রীদত্তের বন্ধন মোচন করিয়া দিল এবং সে সস্নেহে শ্রীদত্তের কাছে আসিয়া কহিল,—বৎস! আমার স্বামী অতি ক্রূদ্ধস্বভাব, তুমি আমার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছ, এই কথা যদি কোনগতিকে তাহার কর্ণগোচর হয়, তবে সে বাড়ী আসিয়া তোমাদিগের উভয়েরই প্রাণ বিনষ্ট করিবে। অতএব আর তুমি বিলম্ব করিও না। এ স্থান হইতে শীঘ্রই প্রস্থান কর। তুমি যেখানেই থাক, আমার অনুরোধ—আমার এই কন্যাটিকে তুমি ভুলিও না।

শ্রীদত্ত ব্যাধপত্নীর কথায় আর ক্ষণকাল সে স্থানে বিলম্ব করিলেন না। অতি দ্রুতবেগে সেই ব্যাধপল্লী হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি আসিবার সময় ব্যাধপত্নীকে তাঁহার মৃগাঙ্ক নামক অস্ত্রখানির সন্ধান লইতে বলিয়া আসিলেন।

শ্রীদত্ত ব্যাধপল্লী হইতে বহির্গত হইয়া আবার বিন্ধ্যাটবীর ঘোর জঙ্গল-পথে উপস্থিত হইলেন। সহস্র বিপদেও মৃগাঙ্কবতীকে তিনি ভুলিতে পারিলেন না; পুনর্ব্বার তাঁহার অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বহুক্ষণ অরণ্যময় পার্ব্বত্য-পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে একস্থানে এক বনচরের সহিত শ্রীদত্তের সাক্ষাৎ হইল। শ্রীদত্ত মৃগাঙ্কবতীর বিরহে অত্যন্ত আকুল হইয়াছিলেন। তিনি তাহারই কাছে কাতরভাবে নিরুদ্দিষ্ট মৃগাঙ্কবতীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। বনচর শ্রীদত্তকে আশ্বাস দিয়া কহিল,—মহাশয়! আপনারই কি নাম শ্রীদত্ত? শ্রীদত্ত কহিলেন,—হাঁ, আমারই নাম শ্রীদত্ত। তখন বনচর পুনর্ব্বার কহিল,—মহাশয়! তবে শুনুন, আমি কিছুদিন পূর্ব্বে এই অরণ্যে একবার আসিয়াছিলাম, সেই সময় ইহার অদূরে একটি অনাথা স্ত্রীলোকের ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া আমি ব্যস্ত হইয়া তাহার নিকট গেলাম। সে কাঁদিতে কাঁদিতে আমার কাছে তাহার দুঃখের কথা জানাইল, তখন আমার দয়া হওয়ায় আমি তাহাকে একটি ব্যাধপল্লীতে লইয়া গিয়া আশ্রয় দান করিলাম। কিন্তু সে স্থানে কয়েকজন উদ্ধতস্বভাব তরুণবয়স্ক ব্যাধকে দেখিয়া সে স্ত্রীলোকটি তথায় থাকিতে সম্মত হইল না। তখন কি করি, অগত্যা সেই অনাথা স্ত্রীলোকটিকে লইয়া আমি এ স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক মথুরার দিকে যাত্রা করিলাম। বহুকষ্টে মথুরার সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া নাগস্থল নামক তথাকার একটি গ্রামে বিশ্বদত্ত নামক এক বৃদ্ধের আশ্রয়ে সেই স্ত্রীলোকটিকে রাখিয়া আসি। বৃদ্ধ গৃহস্বামী বড় ভাল মানুষ। আমার অনুরোধে সে সেই স্ত্রীলোকটিকে কন্যার ন্যায় অতি যত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। আমি এক্ষণে সেই নাগস্থল গ্রাম হইতেই আসিতেছি। আমি আসিবার সময় স্ত্রীলোকটি কাঁদিতে কাঁদিতে এই বিন্ধ্যারণ্যে আমার নিকট বারবার আপনার অনুসন্ধান করিতে বলিল। আমি সেই স্ত্রীলোকটির নিকট হইতেই আপনার শ্রীদত্ত নাম শুনিতে পাইয়াছিলাম এবং সেই জন্যই প্রথমে আপনার নাম জিজ্ঞাসা করি। তাহার অনুরোধে এক্ষণে আপনারই অনুসন্ধানার্থে আমি বিন্ধ্যবনে উপস্থিত হইয়াছি। যাহা হউক, সম্প্রতি আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইয়া বড় ভাল হইয়াছে, অতএব আপনি আর অন্য কোথাও না যাইয়া সেই মথুরার নিকটবর্ত্তী নাগস্থল গ্রামেই গমন করুন, সেইখানেই আপনি আপনার নিরুদ্দিষ্ট প্রণয়িনীর সাক্ষাৎ পাইবেন।

শ্রীদত্ত বনচরের মুখে এই শুভ সংবাদ পাইয়া

আর বিলম্ব করিলেন না। তিনি তদ্দণ্ডেই মথুরার নিকটবর্তী নাগস্থল-উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। সে দিন গেল, তৎপরদিবস সায়ংকালে শ্রীদত্ত সেই নাগস্থল-গ্রামবাসী বৃদ্ধ বিশ্বদত্তের ভবনে উপস্থিত হইয়া তাহাকে কহিলেন,—মহাশয়! এক বনচর আপনার নিকট যে স্ত্রীলোকটির রক্ষণাবেক্ষণের ভার সমর্পণ করিয়া গিয়াছে, সেই স্ত্রীলোকটি আমারই পত্নী। আমি এতদিন বহুস্থানে তাহার অনুসন্ধান করিয়াছি। সম্প্রতি আপনার গৃহে আমার স্ত্রী অবস্থান করিতেছে, এই কথা সেই বনচরের মুখে শুনিতে পাইয়া আমি তাহারই অনুসন্ধানার্থ আগমন করিয়াছি। অতএব অনুগ্রহ করিয়া আমার স্ত্রী আমাকে সমর্পণ করুন।

শ্রীদত্তের কথায় বৃদ্ধ গৃহস্বামী বিশ্বদত্ত উত্তর করিল,—মহাশয়! আপনার স্ত্রী এ স্থানে নাই। মথুরা নগরে আমার এক বন্ধু আছেন, তিনি শূরসেন নরপতির মন্ত্রী এবং সভাপণ্ডিত। কিছুদিন হইল, কোন কারণবশতঃ সেই স্ত্রীলোকটিকে আমি আমার সেই বন্ধুর নিকট রাখিয়া আসিয়াছি। অতএব সেইখানে গিয়া অনুসন্ধান করিলেই আপনি আপনার স্ত্রীকে প্রাপ্ত হইবেন। আজ বহুপথ হাঁটিয়া ক্লান্ত হইয়া আসিয়াছেন, অতএব এ রাত্রি আমারই গৃহে বিশ্রাম করুন।

শ্রীদত্ত বৃদ্ধের কথায় সে রাত্রি সেই স্থানেই অতিবাহিত করিলেন। পরদিন প্রভাত হইবামাত্র বৃদ্ধের নিকট বিদায় লইয়া তিনি মথুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে যাইতে যাইতে ক্লান্তিবশতঃ শ্রীদত্ত সম্মুখস্থ একটি সরোবরে স্নানার্থ অবতরণ করিয়া একগাছি স্বর্ণহার ও একখানি বহুমূল্য বস্ত্রপ্রাপ্ত হইলেন। স্নানান্তে সেই হার ও বস্ত্র লইয়া মথুরা-নগরমধ্যে যেমন প্রবেশ করিলেন, কয়েকজন রাজপুরুষ তাঁহাকে চোর বলিয়া ধরিল এবং সত্বর চোরের বিচারার্থ রাজদরবারে লইয়া গেল। রাজবিচারে শ্রীদত্তের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইল, রাজ-আজ্ঞায় রাজপুরুষগণ কর্তৃক অবিলম্বে শ্রীদত্ত বধ্যভূমিতে নীত হইলেন।

এই সময় মৃগাঙ্কবতী সহসা শ্রীদত্তের প্রাণদণ্ড হইবার কথা শুনিতে পাইয়া ঘাতকজন কর্তৃক বধ্য-ভূমিতে নীয়মান নিজ স্বামীকে দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত আকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি অতি বিনীতভাবে দুঃখের সহিত রাজমন্ত্রীর নিকট শ্রীদত্তের প্রাণভিক্ষা চাহিয়া বলিলেন,—মহাশয়! রাজার আজ্ঞায় রাজপুরুষগণ প্রাণদণ্ডের জন্য যাহাকে এক্ষণে বধ্য-ভূমিতে লইয়া গিয়াছে, ঐ ব্যক্তি আমার স্বামী, উহার নাম শ্রীদত্ত। আমার স্বামী আজ নিরপরাধে গুরুদণ্ডে দণ্ডিত হইতে বসিয়াছেন, অতএব আপনার নিকট আমার সবিনয় প্রার্থনা,—আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার স্বামীকে রক্ষা করুন।

মৃগাঙ্কবতীর বিনীত কাতর প্রার্থনায় রাজমন্ত্রীর দয়া হইল। তিনি সত্বর বধ্যভূমে উপনীত হইয়া ঘাতকদিগকে শ্রীদত্তের হত্যাব্যাপার হইতে নিবারণ করিলেন এবং শ্রীদত্তকে সঙ্গে লইয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীদত্তের নির্দোষতা প্রমাণ করিয়া দিয়া রাজার কোপদৃষ্টি হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিলেন।

এই রাজমন্ত্রী আর কেহই নহেন, শ্রীদত্তের সেই দেশত্যাগী প্রবাসী পিতৃব্য। ইঁহার নাম বিগতভয়। ইনি স্ত্রীর মৃত্যু হওয়ায় বিবাগী হইয়া প্রথমে গৃহ পরিত্যাগ করেন, পরে ভারতবর্ষের বহু তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করিয়া শেষে মথুরায় আসিয়া আপন বিচক্ষণতাগুণে তত্রত্য রাজার মন্ত্রিপদে বরিত হন।

এখন পিতৃব্যের সহিত শ্রীদত্তের পরিচয় হইল। শ্রীদত্ত তাঁহার পাদবন্দনা করিলেন। পিতৃব্য মহাশয়ও শ্রীদত্তকে ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া জানিতে পারিয়া বিস্ময়ের সহিত স্নেহভরে তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্বক পূর্বাপর সমস্ত গৃহবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীদত্ত পিতৃব্যের গৃহত্যাগ হইতে আরম্ভ করিয়া রাজকোপে পিতার নিধন ও মাতার আত্মহত্যা পর্য্যন্ত সকল ঘটনা পিতৃব্যের নিকট ব্যক্ত করিলেন। তখন উভয়েই নীরবে কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত অশ্রুবারিবর্ষণে নিজ নিজ বক্ষঃস্থল অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন।

অনেক কাল পরে শ্রীদত্তের পিতৃব্য আপন শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া গোপনে শ্রীদত্তকে কহিলেন,—বৎস! শোক করিও না, চিন্তা দূর কর। আমি এক যক্ষিণীর নিকট হইতে পঞ্চ সহস্র অশ্ব ও সাত কোটি সুবর্ণমুদ্রাপ্রাপ্ত হইয়াছি। আমার পুত্র সন্তান নাই। সুতরাং এ সকল সম্পত্তির তুমিই একমাত্র অধিকারী। আর তুমি যাঁহার জন্য এত দিন ব্যাকুলভাবে নানা স্থানে নানা ক্লেশ ভোগ করিয়াছ, তোমার সেই প্রণয়িনী মৃগাঙ্কবতী আমারই আশ্রয়ে আছে। তুমি বিধিপূর্বক তাহার পাণিগ্রহণ করিয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত কর।

শ্রীদত্ত পিতৃব্যের কথায় আশ্বস্ত হইয়া সেই দিনই মৃগাঙ্কবতীর পাণিগ্রহণ করিলেন। ক্রমে পিতৃব্যের সকল সম্পত্তি তাঁহার হস্তগত হইল। মহাসুখে পিতৃব্যালয়ে পত্নীসহ শ্রীদত্তের দিন কাটিতে লাগিল।

শ্রীদত্তের আশা মিটিয়া গেল। রাজনন্দিনী মৃগাঙ্কবতী আজ বিধাতার ইচ্ছায় অবাধে তাঁহার অঙ্কশায়িনী এবং তিনি আজ বহু ধনে ধনী। বহু দাস-দাসী তাঁহার আজ্ঞাকারিণী। কিন্তু এত সুখেও শ্রীদত্তের অভাব ঘুচিল না। তাঁহার সুখ-দুঃখের সমভাগী সেই প্রাণের সুহৃদ্‌গণ আজ কোথায়? তাহারা মৃত কি জীবিত, শ্রীদত্ত সে সংবাদ জানিতে পারেন নাই; তাই আজ তাহাদের জন্য শ্রীদত্তের মন ব্যাকুল হইয়া পড়িল। তিনি সুহৃদ্‌গণের সহিত কি উপায়ে আবার সম্মিলিত হইবেন, মনে মনে কেবল তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

ভাবনায় চিন্তায় শ্রীদত্তে কয়েকদিন অতীত হইল, শ্রীদত্তের পিতৃব্য একদিন তাঁহাকে কহিলেন, —বৎস! আমি যে শূরসেনরাজের মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত আছি; এই রাজার একটি কন্যা আছে। ইনি উজ্জয়িনী-রাজকুমারের সহিত নিজ কন্যার পরিণয়-কার্য্য সমাধা করিবার জন্য আমাকে তাঁহার কন্যাটি লইয়া উজ্জয়িনী যাইতে আদেশ করিয়াছেন। অতএব রাজাজ্ঞায় সত্বরই রাজকুমারীকে লইয়া আমি উজ্জয়িনী যাত্রা করিব। কিন্তু আমার ইচ্ছা,—কোন কৌশলে এই রাজকুমারীকে তোমারই সহিত বিবাহ দেই।

শ্রীদত্ত পিতৃব্যের কথায় সন্তুষ্টমনে স্বীকৃত হইলেন। যথাকালে শ্রীদত্তের পিতৃব্য মহাশয় শূরসেন-রাজকুমারীকে লইয়া উজ্জয়িনী যাত্রা করিলেন। তাঁহার বন্দোবস্ত ও ইঙ্গিতমতে শ্রীদত্তও বহু সৈন্যে পরিবৃত হইয়া রাজধানী হইতে বহুদূরবর্ত্তী পথিমধ্যে পিতৃব্যের সম্মুখীন হইলেন, তখন রাজমন্ত্রীর কৌশলে শূরসেনরাজনন্দিনী শ্রীদত্তের করে সমর্পিত হইল। শ্রীদত্ত রাজকুমারীকে পাইয়া সসৈন্যে বিন্ধ্যারণ্যে গিয়া উপনীত হইলেন। বিন্ধ্যারণ্যে উপস্থিত হইবামাত্র সহসা অতর্কিতভাবে কতকগুলি শবরসৈন্য আসিয়া শ্রীদত্তকে আক্রমণ করিল। শ্রীদত্তের সৈন্যগণ শবরসৈন্যের গতিরোধ করিতে পারিল না। তাহারা ভয়ে রণে ভঙ্গ দিয়া চারিদিকে পলাইয়া গেল। তখন শবরসৈন্যগণ সস্ত্রীক শ্রীদত্তকে বন্দী করিয়া বলিদানার্থ চণ্ডিকাদেবীর মন্দিরে আনিয়া রাখিল। শ্রীদত্ত পূর্ব্বে যে ব্যাধপল্লীতে বন্ধন অবস্থায় পতিত হইয়া ব্যাধদলপতির কন্যা বিবাহ করার পর মুক্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে শবর-সৈন্যগণ কর্ত্তৃক সেই পল্লীতেই তিনি আনীত হইলেন। শ্রীদত্তের পূর্ব্ববিবাহিতা ব্যাধকন্যা এই সংবাদ শুনিয়া শ্রীদত্তের মোচনার্থ সত্বর সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন ব্যাধকন্যার সহায়তায় শ্রীদত্ত মুক্তিলাভ করিয়া তাহার সহিত হৃষ্টচিত্তে ব্যাধদলপতির গৃহে গমন করিলেন। শ্রীদত্তের শ্বশুর ব্যাধদলপতি এই ঘটনার কিছুদিন পূর্ব্বে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি মরিবার পূর্ব্বে তাঁহার সমস্ত পল্লীরাজ্য নিজ কন্যাকেই দান করিয়া গিয়াছিলেন; সুতরাং এক্ষণে তদীয় জামাতা শ্রীদত্তই তাহার উত্তরাধিকারী হইলেন। শ্রীদত্ত এইখানে থাকিয়াই শূরসেনরাজদুহিতাকে বিবাহ করিলেন। ক্রমে সেই মৃগাঙ্ক নামক খড়্গাও তাঁহার হস্তগত হইল। তখন শূরসেনরাজের কন্যা, উজ্জয়িনীরাজের কন্যা এবং ব্যাধদলপতির কন্যা এই তিন পত্নীর সহিত স্বচ্ছন্দে পরমানন্দে বিপুল ধনরাজ্য-সম্পত্তির অধিপতি হইয়া শ্রীদত্ত সেই স্থানেই অবস্থান করিলেন।

অনন্তর শ্রীদত্তের শ্রীবৃদ্ধি ক্রমেই প্রসার পাইতে লাগিল। তাঁহার রাজ্যের আয়তন দিন দিন বর্দ্ধিত হইল। এই সময় তিনি তাঁহার শ্বশুর উজ্জয়িনীরাজ ও শূরসেনরাজের নিকট তাঁহাদিগের কন্যা-বিবাহাদি-বিষয়ক সমস্ত সংবাদ প্রেরণ করিলেন।

যথাসময়ে শ্রীদত্তের পত্র পাইয়া উভয় নরপতিই প্রীত হইলেন। তাঁহারা স্নেহবশতঃ কন্যা ও জামাতাকে দেখিবার জন্য সত্বরই নিজ নিজ রাজধানী হইতে বহুসৈন্যে পরিবৃত হইয়া শ্রীদত্তের রাজধানীতে আগমন করিলেন। এই সময় বাহুশালী প্রভৃতি সুহৃদ্‌গণও শ্রীদত্তের সংবাদ জানিতে পারিয়া হৃষ্টচিত্তে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তখন শ্রীদত্তের সমস্ত অভাব দূর হইল। তিনি অচিরকালমধ্যেই পিতৃঘাতী রাজা বিক্রমশক্তিকে নিহত করিলেন। বহুতর কায়-ক্লেশের পর এখন হইতে শ্রীদত্ত স্ত্রীপুত্র আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবাদির সহিত রাজ্যৈশ্বর্য্য-ভোগে মহাসুখে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন।

বয়স্য সঙ্গতক মহারাজ সহস্রানীকের নিকট এই প্রস্তাবটি শেষ করিয়া পরে তাঁহাকে কহিলেন,—মহারাজ! ধীরস্বভাব ব্যক্তিগণ পূর্ব্বে এইরূপেই কঠোর বিরহক্লেশ সহ্য করিয়া পরে মিলনের সুখশান্তি অনুভব করিয়া থাকেন। অতএব আপনিও ধৈর্য্য ধরুন। আপনারও বিরহক্লেশ শীঘ্রই অপনোদিত হইবে।

বয়স্যের কথায় রাজা সহস্রানীক সে রাত্রি কষ্টে-সৃষ্টে অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইল। তরুণ অরুণ-কিরণে দশদিক্ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সৈন্যসামন্ত লোকজনসহ মহারাজ

সহস্রানীক সে স্থান হইতে আবার প্রণয়িনীর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। এই ভাবে যাইতে যাইতে কতিপয় দিবস পরেই তিনি মহর্ষি জামদগ্নের উদয়াচলস্থ আশ্রম-সন্নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এইখানে আসিয়া আশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক রাজা মহর্ষির পাদবন্দনান্তে তাঁহাকে আত্মপরিচয় দিলেন। মহর্ষি রাজার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে তদীয় স্ত্রীপুত্র সমর্পণ করিলেন। রাজা সহস্রানীক বহুদিনের পর অদ্য পুত্রসহ পত্নীর মুখারবিন্দ সন্দর্শনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

অধিক কাল আশ্রমে অপেক্ষা করিলে পাছে মহর্ষির তপোবিঘ্ন হয়, এই ভাবিয়া রাজা সহস্রানীক তাঁহার নিকট সত্বরই বিদায় গ্রহণান্তে স্ত্রীপুত্রাদিসহ নিজ রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মৃগাবতী বহুকাল তপোবনে বাস করিয়াছিলেন; সুতরাং তথাকার মৃগপক্ষিগণ পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট বিলক্ষণ পরিচয়প্রাপ্ত হইয়াছিল। এক্ষণে তিনি সে স্থান হইতে যাইতে উদ্যত হইলেন দেখিয়া, তাহারা শোকে অশ্রুজল বর্ষণ করিতে লাগিল। রাজা সহস্রানীক যাইবার সময় পথে প্রিয়ার নিকট বিরহকালীন সমস্ত কষ্টের কথা শুনিয়া নিজেও যেরূপভাবে এতদিন অতিবাহিত করিয়াছেন, তৎসমস্ত তাহাকে প্রকাশ করিয়া বলিলেন। ক্রমে তাঁহার রাজধানী কৌশাম্বীনগর নিকটবর্ত্তী হইল। রাজধানীস্থ সমস্ত রাজপুরুষেরা সংবাদ পাইয়া রাজধানী সুসজ্জিত করিয়া রাজারাণীর আগমন-প্রতীক্ষায় রহিল। অনতিকালবিলম্বেই রাজা স্ত্রীপুত্র ভৃত্যামাত্যসহ স্বপুরে প্রবেশ করিলেন। রাজপুরস্থ সকলেই তখন আনন্দিত হইল।

যথাকালে রাজা সহস্রানীক পুত্র উদয়নকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বসন্তক, রুমণ্বান্, যৌগন্ধরায়ণ ও অন্যান্য মন্ত্রিগণকে তাঁহার মন্ত্রিত্বে নিয়োগ করিলেন। এই সময় সহসা এক আকাশবাণী উত্থিত হইয়া কহিল,—মহারাজ! তোমার পুত্র উদয়ন এই সকল মন্ত্রিগণের সাহায্যে সমগ্র সাগরাম্বরা ধরামণ্ডল নিষ্কণ্টকে উপভোগ করিবে। এই আকাশবাণী শুনিয়া অবধি রাজা সমস্ত রাজ্যভারই পুত্রের উপর ন্যস্ত করিয়া তিনি সংসারকে অসারজ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া প্রিয়তমার সহিত হিমাচলে মহাপ্রস্থান করিলেন।

একাদশ তরঙ্গ

বাসবদত্তার উপাখ্যান

পিতার মহাপ্রস্থানের পর উদয়ন অতি বিচক্ষণতার সহিত রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কি[illegible]ছুদিন পরে তাহাতে আর বড় মনোযোগী হইলেন না। তিনি তাঁহার যৌগন্ধরায়ণ প্রভৃতি মন্ত্রিগণে[illegible]র প্রতি সমস্ত রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক স্বয়ং সুখভো[illegible]গে মনোনিবেশ করিলেন। ক্রমে মৃগয়া ব্যাপারে উদয়নের অত্যন্ত আসক্তি জন্মিল। তিনি বাল্যাব[illegible]স্থায় তপোবন হইতে মৃগয়া করিতে গিয়া অরণ্যা[illegible]মধ্যে সর্পের নিকট যে বীণাটি পাইয়াছিলেন, এক্ষণে সেই বীণাটি লইয়া প্রত্যহ মৃগয়ায় গমন করিতে লাগিলেন। বনে উদয়নের বীণার রবে বন্যজন্তুগণ বিমুগ্ধ হইয়া দলে দলে তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াই[illegible]ত। তিনি অনায়াসে তাহাদিগকে ধরিয়া আনিয়া নিজপুরে রক্ষা করিতেন।

এ[illegible] ভাবে ক্রমে উদয়ন যখন যুবা হইলেন, তখন তাঁহার মনে অনুরূপ রূপগুণবতী প্রণয়িনীর পাণিপীড়নে অভিলাষ হইল। তিনি ভাবিলেন,—রূপেগুণে কুলে-শীলে সর্ব্বপ্রকারে আমার মন হরণ করিতে পারে, এমন রমণী ত' একমাত্র বাসবদত্তা ব্যতীত আর কাহাকেও দেখিতেছি না; কিন্তু তাহাকে আমি কেমন করিয়া পাইব? বাসবদত্তার পিতা চণ্ডমহাসেন। তিনি আমার শত্রু। সুতরাং শত্রু শত্রুর হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিবে কেন? এইরূপ ভাবিয়া-চিন্তিয়া উদয়ন কিঞ্চিৎ আকুল হইয়া পড়িলেন।

এদিকে উজ্জয়িনীর রাজা চণ্ডমহাসেনও কন্যাকে বয়ঃপ্রাপ্তা দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—আমার কন্যা বাসবদত্তা রূপে-গুণে, শিক্ষায়-দীক্ষায় অদ্বিতীয়া, তাহার ন্যায় রমণী আর কোথাও দেখি নাই। কিন্তু তাহাকে আমি কাহার করে সমর্পণ করি? তাহার অনুরূপ বর একমাত্র উদয়ন ব্যতীত আর কেহই নাই। কিন্তু সে এ বিবাহে রাজী হইবে কেন? সে আমার শত্রু। অতএব এখন কি উপায়ে কেমন করিয়া আমি রাজা উদয়নকে বশে আনিয়া জামাতৃরূপে বরণ করিতে পারব? যাহা হউক, এই একটিমাত্র উপায় আছে যে, রাজা উদয়ন যখন একাকী মৃগয়ার্থ অরণ্যে প্রবেশ করিবে, তখন কোন কৌশলক্রমে তাহাকে আমার রাজভবনে আনিয়া কন্যার সঙ্গীতশিক্ষায় নিযুক্ত করিব এবং এরূপভাবে কন্যার সহিত একবার যদি তাহাকে মিলিত করিতে পারি, তবে ক্রমে আমার কন্যার রূপ-গুণ-বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া নিশ্চয়ই উদয়ন তাহার প্রতি স্নেহাকৃষ্ট হইবে, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। আর এক কথা, ঈশ্বর-ইচ্ছায় এইরূপ সম্বন্ধ হইয়া গেলে সম্ভবতঃ উদয়ন আর কখন আমার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান বা কোনরূপ প্রতিকুলাচরণ

করিবে না, এ সম্বন্ধে ইহা ভিন্ন আর কোন উপায় নাই।

উজ্জয়িনীরাজ এইরূপ ভাবিয়া-চিন্তিয়া অবশেষে অভীষ্টসিদ্ধির জন্য চণ্ডিকামন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক তদীয় আরাধনায় নিবিষ্ট হইলেন। বহু আরাধনার পর এক আকাশবাণী তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল,—রাজন্! তুমি যে জন্য আমার আরাধনা করিতেছ, অচিরে তোমার সে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। রাজা চণ্ডিকা দেবীর অনুগ্রহ জানিতে পারিয়া তদীয় প্রধান মন্ত্রী বুদ্ধদত্তের সহিত উদয়নের সঙ্গে কিরূপে কন্যার বিবাহ দেওয়া যায়, তৎসম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিলেন। মন্ত্রী বুদ্ধদত্ত উত্তর করিলেন,—মহারাজ! আমার মতে এ সম্বন্ধে কোন চিন্তার বিষয় নাই। কারণ, শত্রুপক্ষ যতদুরই উন্নত হউক, ধনে-মানে চরিত্রগুণে সে যতই বড় হউক, সান্ত্বাদপ্রয়োগে তাহাকে যে বশে আনা যায়, তৎপক্ষে কোন সন্দেহই নাই। সুতরাং এ বিষয়ে আপনি চিন্তিত হইবেন না, অচিরেই আপনার মনোরথ সিদ্ধ হইবে।

মন্ত্রীর কথায় উজ্জয়িনীপতি কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন। তিনি বৎসরাজের রাজধানী কৌশাম্বী নগরে রাজা উদয়নের নিকট তখন একজন দূত প্রেরণ করিলেন। যথাসময়ে দূত বৎসরাজ উদয়নের নিকট গিয়া এই সংবাদ জ্ঞাপন করিল যে, উজ্জয়িনীপতি মহারাজ চণ্ডমহাসেনের কন্যা বাসবদত্তা সঙ্গীত-শিক্ষাবিষয়ে আপনার শিষ্যা হইতে চাহিতেছেন, অতএব এ বিষয়ে যদি আপনার মত থাকে, তবে উজ্জয়িনী-রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহার শিক্ষাকার্য্য সমাধান করুন।

দূত এই কথা কহিয়া বিদায় হইল। বৎসরাজ উদয়ন উজ্জয়িনীপতির দূতমুখে এই অনুচিত সংবাদ শুনিয়া কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইলেন এবং মনে মনে কিঞ্চিৎ অপমানও বোধ করিলেন। তিনি সহসা উজ্জয়িনীপতির এই সংবাদ পাঠাইবার মর্ম্ম কি, ইহা তাঁহার প্রধান মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের নিকট প্রকাশ করিলেন। বিচক্ষণ বহুদর্শী বিজ্ঞবর মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ রাজার কথা শুনিয়া কিছুকাল বিবেচনাপূর্ব্বক পরে তাঁহাকে উত্তর করিলেন,—মহারাজ! এ বিষয়ে উজ্জয়িনীপতির অন্য কোনরূপ অভিসন্ধি আছে বলিয়া আমার ধারণা হয় না। আমার মনে হয়, বর্ত্তমান সময়ে আপনি ব্যসনাসক্ত হইয়াছেন দেখিয়া উজ্জয়িনীপতি আপনাকে নিজ কন্যা দ্বারা প্রলোভিত করিয়া বশীভূত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। অতএব মহারাজ! আপনি ব্যসন পরিত্যাগ করুন। আপনার আচরণ দেখিয়াই শত্রুপক্ষীয়েরা আজ এইরূপ প্রস্তাব করিয়া পাঠাইতে সমর্থ হইয়াছে। আর এ কথাও ঠিক যে, রাজা যদি আপন রাজকার্য্যে উদাসীন থাকিয়া অনবরত কেবল মৃগয়াদি নানাবিধ ব্যসনেই আসক্ত হন, তাহা হইলে খাতনিপতিত বনদ্বিপের ন্যায় তাঁহাকে অচিরেই শত্রুপক্ষীয়ের নিকট অবনত হইতে হয়। যাহা হউক, রাজন্! আপনি এক্ষণে সর্ব্বপ্রকার ব্যসন হইতেই ক্ষান্ত হউন। রাজার পক্ষে ব্যসনাসক্ত হওয়া কোনক্রমেই মঙ্গলদায়ক হয় না।

মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের কথা শুনিয়া রাজা উদয়ন অবিলম্বে উজ্জয়িনীপতির নিকট এক দূত প্রেরণ করিলেন। দূত যথাকালে রাজার নিকট গিয়া নিবেদন করিল,—রাজন্! বৎসরাজ উদয়ন বলিয়া দিয়াছেন,—যদি আপনার কন্যাকে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করাইবার ইচ্ছা থাকে, তবে তাহাকে তাঁহার রাজধানীতে প্রেরণ করিয়া দিউন। দূতের এই কথা শুনিয়া উজ্জয়িনীপতি নিজে বা তাঁহার রাজদরবারস্থ কেহই কোন উত্তর দিলেন না। সকলেই কিছুকাল নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন।

এদিকে রাজা উদয়ন উজ্জয়িনীর রাজধানীতে দূত প্রেরণ করিয়াও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না, তিনি উজ্জয়িনীরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া আনিবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু উদয়নের এই সঙ্কল্পে তদীয় প্রধান মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ সম্মত হইলেন না। তিনি কহিলেন,—মহারাজ! আপনি সহসা উজ্জয়িনীপতির বিরুদ্ধে এরূপ যুদ্ধ ঘোষণা করিবেন না, কারণ, উজ্জয়িনীর রাজা একজন সামান্য রাজা নহেন। তাঁহার প্রভাব অসীম। আপনি ভালরূপ না জানিয়া-শুনিয়া হঠাৎ তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলে ইহার ফল হয়ত বিপরীত দাঁড়াইবে। এক্ষণে যিনি উজ্জয়িনীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, এই চণ্ডমহাসেনের পিতামহ মহেন্দ্রবর্ম্মা সর্ব্বপ্রথমে উজ্জয়িনীতে রাজধানী স্থাপন করিয়া দুর্ভেদ্য দুর্গাদি দ্বারা অতি দৃঢ় ও পরিপাটীরূপে তাহা সুরক্ষিত করিয়া যান। তৎপরে তদীয় পুত্র জয়সেনের রাজত্বকালেও উজ্জয়িনীরাজ্যের অনেক প্রকার উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এই জয়সেনের পুত্র মহাসেন। এই মহাসেনই চণ্ডমহাসেন নাম গ্রহণ করিয়া বর্ত্তমান সময়ে উজ্জয়িনীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। ইনিও ইঁহার পিতাপ্রপিতামহের ন্যায় অসাধারণ বলবিক্রমে বিভূষিত। চণ্ডমহাসেন সিংহাসন আরোহণের কিছুদিন পরে একখানি অপ্রতিমপ্রভাব খড়্গ ও একটি পত্নীলাভের জন্য

আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া অতি কঠোরভাবে চণ্ডিকা দেবীর মন্দিরে থাকিয়া তাঁহার আরাধনা করেন। কিন্তু দেবীর প্রসন্নতা হইতে বিলম্ব দেখিয়া ইনি স্বীয় মাংসখণ্ড দ্বারাই দেবীর প্রীতির নিমিত্ত হোম করিতে প্রবৃত্ত হন। রাজার এইরূপ আচরণে দেবী প্রসন্না হইয়া কহিলেন,—বৎস! তুমি আর কঠোরতা করিও না, তোমার উপহারে আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি, অতএব এই লও, তোমাকে আমার নিজ খড়্গ প্রদান করিতেছি, তুমি ইহার সাহায্যে সমস্ত শত্রুকুল উচ্ছেদ করিয়া জগতে অদ্বিতীয় ও অজেয় হইতে পারিবে। আর তুমি যে অনুরূপা পত্নী প্রার্থনা করিতেছ, সে বাসনাও তোমার অচিরে পূর্ণ হইবে। অঙ্গারক নামে এক অরণ্যবাসী অসুর আছে, তুমি তাহাকে নিহত করিয়া অতি শীঘ্রই তাহার পরমাসুন্দরী কন্যা অঙ্গারবতীকে বিবাহ করিতে পারিবে এবং এই বিবাহেই তোমার অতুল সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইবে। আর তুমি আমার আরাধনার্থ অতি ঘোরতর কষ্ট পাইয়াছ বলিয়া অদ্য হইতে তোমার নাম চণ্ডমহাসেন বলিয়া সর্বত্র প্রসিদ্ধিলাভ করিবে।

রাজা চণ্ডমহাসেন এইরূপ বরপ্রাপ্তির পর দেবীর নিকট হইতে অস্ত্র গ্রহণপূর্বক চণ্ডিকার মন্দির হইতে নিজ ভবনে ফিরিয়া আসিলেন এবং কিছুদিন পরেই মৃগয়ার্থ তিনি এক গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। অরণ্যে প্রবেশ করিবামাত্র সম্মুখে এক ঘোরদর্শন বরাহ দেখিয়া তাহার প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। রাজার অস্ত্র ব্যর্থ হইল। ভীষণ বরাহ অস্ত্রাঘাতে কিঞ্চিৎ আহত হইয়া দ্রুতবেগে সম্মুখবর্ত্তী এক ভয়ঙ্কর গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করিল। রাজা চণ্ড-মহাসেন লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া ক্রোধের সহিত সেই বরাহের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গর্ত্ত দিয়া যাইতে যাইতে সম্মুখে এক রমণীয় পুরী দেখিতে পাইলেন। পুরীর সম্মুখে একটি দিব্য দীর্ঘিকা ছিল। রাজা বিস্মিত হইয়া তাহার তীরে কিঞ্চিৎকাল উপবেশনান্তে দেখিলেন,—কতকগুলি কন্যাপরিবেষ্টিত হইয়া একটি পরমাসুন্দরী কন্যা তাঁহার দিকে আগমন করিতেছে। রাজা এই ব্যাপারে আরও বিস্মিত হইলেন। ক্রমে সেই সুন্দরী যুবতী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—মহাশয়! আপনি কে? সম্প্রতি কি প্রকারেই বা আপনি এ স্থানে প্রবেশ করিলেন? যুবতীর প্রশ্ন শুনিয়া রাজা আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনাই তাহার নিকট ব্যক্ত করিলেন।

যুবতী রাজার বৃত্তান্ত শ্রবণে যেন অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তিনি তখন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক মুখ ঢাকিয়া নীরবে নেত্রজল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। রাজা এই ঘটনায় বিস্মিত হইয়া বার বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,—সুন্দরি! তুমি কে? তোমার কি হইয়াছে। তুমি কাঁদিতেছ কেন? রাজার প্রশ্নে যুবতী উত্তর করিল,—মহাশয়! আপনি যে বরাহের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছেন, সে প্রকৃত বরাহ নয়, সে একজন দৈত্য। তাহার নাম অঙ্গারক। আমি তাহার কন্যা, আমার নাম অঙ্গারবতী। সেই অঙ্গারক দৈত্য এই একশত রাজকন্যাকে হরণ করিয়া আনিয়া আমার পরিচারিকাকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছে। তাহার প্রভাব অসীম। এতদিন কেহই তাহাকে পরাভব করিতে পারে নাই। সেই দৈত্য পূর্বে এরূপ দুর্দ্ধর্ষ বা দুর্বৃত্ত ছিল না, কিন্তু অভিশাপবশতঃ তাহাকে এইরূপ রাক্ষসপ্রকৃতি হইতে হইয়াছে। তাহার শরীর আজ কিঞ্চিৎ শ্রান্ত-ক্লান্ত আছে, তাই আপনাকে দেখিয়াও এতকাল আপনার প্রতি কোন অনিষ্টাচরণ করে নাই, কিন্তু নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়াই সে আপনার বিনাশের জন্য নিশ্চয় আগমন করিবে। আমি ইহা ভাবিয়াই অত্যন্ত কাতর ও আকুল হইয়াছি।

রাজা চণ্ডমহাসেন সেই যুবতীর নিকট এই সকল বিবরণ শুনিতে পাইয়া তাহাকে কহিলেন,—সুন্দরি! তোমার যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ হইয়া থাকে, তবে এক কাজ কর। তুমি এখানে যেরূপ উচ্চকণ্ঠে কাঁদিয়াছ, তোমার নিদ্রিত পিতার নিকটেও গিয়া সেইরূপ কাঁদিতে আরম্ভ কর। তোমার পিতা নিশ্চয়ই তোমার ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিবে, তখন তুমি এইরূপ উত্তর করিবে যে, পিতঃ! যদি কেহ আপনাকে অকস্মাৎ হত্যা করে, তবে আমার গতি কি হইবে, এই দুঃখেই আমি রোদন করিতেছি। তুমি এই কথা কহিলেই তোমার ও আমার উভয়েরই মঙ্গল হইবে। রাজার এই কথায় যুবতী সম্মত হইল এবং তাঁহাকে গোপনে অবস্থান করিতে বলিয়া সে তাহার নিদ্রিত পিতার সম্মুখে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। কন্যার ক্রন্দনে দৈত্যপতি জাগ্রত হইয়া কন্যার নিকট ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তখন কন্যা কহিল,—পিতঃ! আপনাকে যদি কেহ নিহত করে, তবে আমার উপায় কি হইবে, এই ভাবিয়াই আমি ক্রন্দন করিতেছি। পিতা দৈত্যপতি হাস্য করিয়া উত্তর করিল,—বৎসে! আমাকে বধ করিতে পারে এমন ব্যক্তি কেহই নাই। তুমি সে জন্য চিন্তিত

হইও না। আমার শরীর বজ্রের ন্যায় দৃঢ়। তবে বামহস্তে একটি ছিদ্র আছে বটে, কিন্তু তাহা আমি ধনু দ্বারাই আবৃত করিয়া রাখি। সুতরাং তাহা কেহই লক্ষ্য করিতে পারে না। এ অবস্থায় আমার মৃত্যু একেবারেই অসম্ভব।

রাজা চণ্ডমহাসেন গোপনে দৈত্যপতির সমস্ত কথাই শুনিলেন এবং তদ্দণ্ডেই ধনুর্ব্বাণ হস্তে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। দৈত্য স্নান করিয়া শঙ্করের আরাধনায় নিমগ্ন হইল দেখিয়া রাজা তাহার সম্মুখে যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইলেন। কিন্তু হঠাৎ যুদ্ধোদ্যত রাজার উপস্থিতিতে সে বিস্মিত হইল। সে মৌনাবলম্বনে শঙ্করধ্যানে নিমগ্ন ছিল বলিয়া কোন কথা কহিল না, কিন্তু তাহার বামহস্ত উত্তোলন করিয়া সে রাজাকে কিছুকাল অপেক্ষা করিতে বলিল। রাজা এই অবসরে তাহার হস্তস্থিত ছিদ্রটি দেখিয়া লইয়া সেই ছিদ্রের দিকেই বাণ নিক্ষেপ করিলেন। দৈত্যপতির বামহস্তের ছিদ্রমধ্যে বাণ পতিত হইবামাত্র গভীর আর্ত্তরব করিয়া সে ভূতলে পতিত হইল। সমস্ত বাধা-বিঘ্ন দূর হইয়া গেল। রাজা চণ্ডমহাসেন অবাধে সেই দৈত্যকন্যা অঙ্গারবতীকে সঙ্গে লইয়া নিজ রাজধানী উজ্জয়িনীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

রাজা অঙ্গারাতীর পাণিগ্রহণ করিলেন। ক্রমে অঙ্গারাবতীর গর্ভে গোপালক ও পালক নামে তাঁহার দুইটি পুত্রসন্তান উৎপন্ন হয়। রাজা হৃষ্ট হইয়া পুত্রদ্বয়ের জন্মদিনে দেবরাজ ইন্দ্রের প্রীতির জন্য একটি মহোৎসবের অনুষ্ঠান করেন। ইন্দ্র প্রীত হইয়া স্বপ্নযোগে রাজাকে বলেন,—রাজন! তোমার এই শুভানুষ্ঠানে আমি বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি। অতএব আমার প্রসাদে তুমি অনুপম রূপলাবণ্যবতী একটি কন্যাসন্তানও লাভ করিতে পারিবে।

দেবরাজ বাসবের অনুগ্রহে রাজা চণ্ডমহাসেন অচিরকালমধ্যেই একটি কন্যাসন্তান লাভ করিলেন। কন্যার রূপে রাজভবন আলোকিত হইল, পিতা চণ্ডমহাসেন বাসবের বরে কন্যা পাইয়াছেন বলিয়া কন্যার নাম রাখিলেন বাসবদত্তা। বাসবদত্তা ক্রমে রূপে-গুণে শিক্ষায়-দীক্ষায় সকলেরই আনন্দবর্দ্ধন করিল। এই সময় একদিন একটি আকাশবাণী উত্থিত হইয়া কহিল,—এই বাসবদত্তা একদিন রমণী-সমাজে শ্রেষ্ঠ আসনলাভ করিবে এবং ইহারই গর্ভে কামদেবের অবতার রাজাধিরাজ বিদ্যাধর চক্রবর্ত্তী জন্মলাভ করিবেন। এই আকাশবাণী শুনিয়া সকলেই বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। উজ্জয়িনী-পতি পিতা চণ্ডমহাসেন তদবধি অতি আদর-গৌরবের সহিত কন্যা বাসবদত্তার লালন-পালন ও সমুচিত শিক্ষাবিষয়ে যত্নবান রহিলেন। এক্ষণে বাসবদত্তার বিবাহ সময় আগত। আমার খুব ধারণা হইতেছে, তিনি নিজ পক্ষের গৌরব বিবেচনা করিয়াই আপনার সহিত সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হইবার প্রস্তাব করিয়াছেন এবং আপনার করেই কন্যা সম্প্রদান করিবার তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা। আমার মতে আপনার ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন রাজকুমারেরই বাসবদত্তার ন্যায় কন্যা বিবাহ করা সঙ্গত। যাহা হউক, আমার বিবেচনায় আপনি উজ্জয়িনীপতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করিয়া তাঁহার প্রস্তাবিত বিষয়ে অনুমোদিত করুন।

প্রধান মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের উপদেশে বৎসরাজ উদয়ন যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত হইলেন এবং বাসবদত্তার অনুপম রূপগুণের কথায় তাঁহার মন তখন আকৃষ্ট হইল।

দ্বাদশ তরঙ্গ

বৎসরাজের বন্দী হইবার বিবরণ

এদিকে বৎসরাজের প্রেরিত দূত উজ্জয়িনীর রাজসভায় উপস্থিত হইয়া মহারাজ চণ্ডমহাসেনের নিকট যে সংবাদ দিয়াছিল, উজ্জয়িনীরাজ তৎশ্রবণে এক্ষণে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—এখন কি করা যায়? উদয়ন অত্যন্ত সম্মানী রাজা; তিনি নিজে এ স্থানে আসিবেন না, আমার কন্যাকে তথায় প্রেরণ করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু আমি যদি তাঁহার কথানুসারে কন্যাকে তথায় প্রেরণ করি, তাহা হইলে আমার যথেষ্ট মানের লাঘব হইবে; সুতরাং এরূপ কাজ কিছুতেই করা হইবে না। আমি কৌশল করিয়া উদয়নকে যাহাতে এই স্থানে আবদ্ধ করিতে পারি, আমার পক্ষে এক্ষণে সেইরূপ করাই যুক্তিসঙ্গত।

এইরূপ চিন্তা করিয়া মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ মতে একজন ঐন্দ্রজালিক দ্বারা একটি প্রকাণ্ড বন্য হস্তী প্রস্তুত করাইলেন। এই কৃত্রিম হস্তীটি প্রকৃত হস্তীর ন্যায় যথেচ্ছ বিচরণ করিতে লাগিল। রাজা-দেশে কয়েকজন রক্ষী পুরুষ ইহার রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হইল। ঐন্দ্রজালিকবিদ্যাগুণে হস্তিবর বিচরণ করিতে করিতে ক্রমে একদিন বিন্ধ্যাটবী আসিয়া উপনীত হইল।

এদিকে দুষ্ট হিংস্রজন্তুর সন্ধান লইবার জন্য বৎসরাজ-নিযুক্ত যে-সকল শিকারীরা বনবিভাগে ঘুরিয়া বেড়াইত, তাহারা আসিয়া রাজা উদয়নের নিকট সংবাদ দিল,—মহাশয়! সম্প্রতি বিন্ধ্যারণ্যে এক ভয়ঙ্কর বনগজ দেখা দিয়াছে। এরূপ প্রকাণ্ড গজ আমরা কস্মিনকালেও দেখি নাই। বলিব কি, সে যেন সেই অরণ্যপ্রদেশ তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছে। তাহাকে দেখিলে দ্বিতীয় বিন্ধ্যাচল বলিয়াই ভ্রম হয়।

রাজা উদয়ন মৃগয়া ব্যাপারে অত্যন্ত উৎসাহী বলিয়াই শিকারীগণের মুখে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া হর্ষের সহিত তাহাদিগকে যথেষ্ট পারিতোষিক দিলেন। তিনি চিন্তা করিলেন,—যদি এই গজেন্দ্রকে আমি কোন গতিকে আবদ্ধ করিতে পারি, তাহা হইলে ইহা দ্বারা উজ্জয়িনীরাজকে অতি সহজেই আমি বশীভূত করিতে পারিব এবং তৎকালে বাসবদত্তাও আমার করায়ত্ত হইবে। উদয়ন এইরূপ চিন্তা করিয়া সে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে তিনি মন্ত্রিগণের পরামর্শে নিজের অনভিমত কথায় কর্ণপাত করিলেন না; তিনি সেই শিকারিদলকে অগ্রে করিয়া কতিপয় সৈন্যসমভিব্যাহারে সেই বিন্ধ্যারণ্যস্থিত বনগজ উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। অনন্তর লোকজনসহ অনতিকালবিলম্বে বিন্ধ্যারণ্যে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বাগ্রেই তিনি স্বীয় সহচরদিগকে সেই ঘোর অরণ্য হইতে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে রাখিলেন এবং স্বয়ং তাঁহার সেই মধুরস্বনা বীণাটি লইয়া অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। উদয়ন অরণ্যে প্রবেশ করিবামাত্র শিকারিদল সেই মায়ানির্ম্মিত ভয়ঙ্কর বনগজটি তাঁহাকে দেখাইয়া দিল। তিনি অদূরবর্ত্তী জঙ্গলে হস্তী দেখিয়াই তাঁহার সেই বীণার ঝঙ্কার তুলিয়া মধুর গান গাহিতে গাহিতে ধীরে ধীরে তৎসমীপে যাইতে লাগিলেন।

হস্তী কান পাতিয়া রাজার বীণা ও সঙ্গীতধ্বনি শুনিতে লাগিল। অন্ধকারাবৃত অরণ্যপথে রাজা সেই হস্তীকে মায়ানির্ম্মিত বলিয়া বুঝিতে পারিলেন না, তিনি হস্তীর নিকটে আসিতে আসিতে তাঁহার সঙ্গের লোকজন ছাড়িয়া অনেক দূর আসিয়া পড়িলেন, ক্রমে যখন হস্তীর খুব নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন সেই মায়াহস্তীর উদরমধ্য হইতে কয়েকজন সশস্ত্র বীরপুরুষ সহসা নির্গত হইয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইল। বীর উদয়ন এই ব্যাপারে প্রথমে চমকিত হইয়া উঠিলেন; কিন্তু পরক্ষণে ক্রোধে কোষ হইতে অসি নিষ্কাশিত করিয়া সেই সম্মুখাগত বীরপুরু- দিগকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলেন। কি- ঘটনাক্রমে তাঁহার সে উদ্যম ব্যর্থ হইল। তাঁহা- পশ্চাদ্দেশ হইতে সেইরূপ আরও কয়েকজন সশ- বীরপুরুষ আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। ব- বাহুল্য, এই সকল বীরপুরুষেরাও উজ্জয়িনীরা- কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া গোপনে বনমধ্যে অবস্থা- করিতেছিল।

যাহা হউক বৎসরাজ উদয়ন এক্ষ- উজ্জয়িনীরাজের কৌশলে বন্দী হইয়া অ- সত্বরই তৎসমীপে নীত হইলেন। এই ব্যাপা- উদয়ন বড়ই লজ্জা ও অপমান বোধ করিলে- কিন্তু উজ্জয়িনীপতি তাঁহার কোনরূপ অসম্মান- অগৌরব করিলেন না। তিনি সসম্মানে সাদ- তাঁহাকে নিজ ভবনে প্রবেশ করাইলেন। রাজ- উদয়ন অগত্যা সেই স্থানে অবস্থান করি- লাগিলেন।

অনন্তর কিয়দ্দিন পরে উজ্জয়িনীপতি উদয়ন- কহিলেন,—মহাশয়! আমার কন্যা বাসবদত্তা- সঙ্গীতশিক্ষার্থই আপনাকে কৌশলে এ স্থানে আন- করিয়াছি; সুতরাং আপনি এ সম্বন্ধে মনে কো- গ্লানিবোধ করিবেন না, যত্নপূর্ব্বক এক্ষণে আমার এ- কন্যার শিক্ষাবিষয়ে আপনি তৎপর হউন, ইহা- আমার ইচ্ছা।

বৎসরাজ উদয়ন উজ্জয়িনীপতির কথায় কো- উত্তর দিলেন না, তিনি একদৃষ্টে বাসবদত্তার অনুপ- রূপলাবণ্য সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। বাসবদত্তা- দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে স্নেহের উদয় হইল। তি- বন্দী হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার মনে তখন আ- কোনরূপ গ্লানি বা দৈন্য রহিল না। তিনি ক্রো- অভিমান, অপমান সমস্তই ভুলিয়া গিয়া বাসবদত্তা- ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। বাসবদত্তাও অনুরাগভ- একবার তাঁহাকে দেখিলেন; দেখিয়া হঠাৎ তাঁহা- লজ্জা হইল; তিনি চক্ষু মুদিয়া ফেলিলেন। লজ্জা- চক্ষু মুদিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয়পটে উদয়নমূ- সর্ব্বদাই অঙ্কিত হইয়া রহিল, তিলেকের জন্য তি- সে মূর্ত্তি ভুলিতে পারিলেন না।

উজ্জয়িনীরাজের অনেকদিনের অভিলাষ এইবা- পূর্ণ হইল। রাজা উদয়ন তাঁহার কন্যার সঙ্গীত- শিক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। রাজকন্যা বাসবদ- প্রত্যহ তাঁহার পরিচর্য্যায় থাকিয়া সঙ্গীতশি- করিতে লাগিলেন। উদয়ন সম্মুখে বাসবদত্তা- রাখিয়া নিজ অঙ্কে বীণা ও কণ্ঠে মধুরসঙ্গীত তুলি-

আনন্দে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

উদয়নের অনুগামীরা কৌশাম্বীর রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া রাজার বন্দী হইবার কথা রাজমন্ত্রী প্রভৃতির নিকট ব্যক্ত করিল। ক্রমে রাজ্যের প্রজা-সাধারণও এ সংবাদ শুনিতে পাইল, বৎসরাজের সৈন্যসামন্ত এবং সমগ্র প্রকৃতিমণ্ডলী এ সংবাদে ক্ষুব্ধ ও ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া একেবারে চারিদিক হইতে উজ্জয়িনীর রাজধানী আক্রমণ করিতে মনস্থ করিল; যুদ্ধের উদ্‌যোগ-আয়োজনে বদ্ধপরিকর হইল।

বৎসরাজের প্রধান সেনাপতি রুমণ্বান্ অতি ধীর-প্রকৃতির বীর। তিনি তখন ভাবিয়া-চিন্তিয়া উপস্থিত যুদ্ধব্যাপার স্থগিত রাখিবার অনুমতি দিলেন। হঠাৎ সেনাপতির আদেশে রাজ্যের প্রকৃতিমণ্ডলী কিঞ্চিৎ ভগ্নোৎসাহ হইল, তাহারা সেনাপতির এরূপ আকস্মিক আদেশের মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিল না। সেনাপতি রুমণ্বান্ সকলকেই বুঝাইয়া বলিলেন যে, এই সময় উজ্জয়িনীরাজের সহিত আমাদিগের যুদ্ধ করা কোনক্রমেই সঙ্গত নয়। কারণ আমাদিগের উপস্থিত সৈন্যবল অপেক্ষা তাঁহার সৈন্যবল যথেষ্ট। এ ক্ষেত্রে উজ্জয়িনীরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্‌যোগ করা আমার মতে ভাল বলিয়া বিবেচিত হয় না; বিশেষতঃ আমাদিগের রাজা উদয়ন এক্ষণে তাঁহারই রাজধানীতে বন্দী। এ অবস্থায় সহসা আমরা যদি যুদ্ধের সূচনা করি, তবে বন্দী রাজার তদপেক্ষাও বিপদ্ হওয়া অসম্ভব নহে, সুতরাং যুদ্ধ ব্যতীত বুদ্ধি কিংবা কৌশলবলে যদি ইহার কোন প্রতীকার করা যায়, সর্ব্বাগ্রে সেই বিষয়ে চেষ্টা করাই যুক্তিসিদ্ধ।

সেনাপতির এই প্রস্তাবে রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ অমত করিলেন না।

রাজ্যের প্রজাগণ্ডলী যখন শান্তভাব ধারণ করিল, রাজ্যমধ্যে কোথাও যখন আর অশান্তির বাতাস বহিতে লাগিল না, তখন বৎসরাজের প্রধান মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ সেনাপতি রুমণ্বান্ ও অন্যান্য মন্ত্রিবর্গের উপর রাজ্য পর্য্যবেক্ষণের ভার সমর্পণ করিয়া উদয়নের বয়স্য বসন্তককে সঙ্গে লইয়া স্বয়ং উজ্জয়িনীতে গমন করা স্থির করিলেন এবং অবিলম্বেই সেনাপতি প্রভৃতিকে কহিলেন যে—আপনারা একটু বিশেষ সতর্কতার সহিত রাজকার্য্য করুন। রাজ্যমধ্যে যদি কোনরূপ অশান্তির সূচনা বুঝিতে পারেন, তবে প্রথমতঃ সান্ত্বনাদে তাহা মিটাইয়া দিবারই চেষ্টা করিবেন। যদি একান্ত তাহাতে না হয়, তবে শেষে যথাসাধ্য বিক্রম প্রকাশ করিবেন। আমি এক্ষণে বসন্তককে সঙ্গে লইয়া উজ্জয়িনী যাত্রা করিলাম। আমার উদ্দেশ্য, আমি কোন কৌশলে বা বুদ্ধিবলে উজ্জয়িনী হইতে বন্দী রাজাকে মুক্ত করিয়া আনিব। আমি প্রাচীর-ভেদ, নিগড়-ভঞ্জন ও অদৃশ্য হওয়া প্রভৃতি বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত আছি। শত্রুনগরে প্রবেশ করিতে হইলে এই সকল প্রয়োগ কোন্ সময় কোন্‌টি করিতে হয়, তাহাও আমার জানা আছে, সুতরাং বুদ্ধিবলে রাজাকে আমি নিশ্চয়ই উজ্জয়িনী হইতে মুক্ত করিয়া আনিতে পারিব।

মন্ত্রিবর যৌগন্ধরায়ণ এই কথা কহিয়া সেনাপতি রুমণ্বানের হস্তে রাজ্যরক্ষার ভার সমর্পণ পূর্ব্বক বসন্তকের সহিত কৌশাম্বীর রাজধানী হইতে উজ্জয়িনী যাত্রা করিলেন।

অনেকদিন হইল, পুলিন্দজাতির অধিপতি পুলিন্দক নামক এক ব্যক্তির সহিত বৎসরাজের মিত্রতা হইয়াছিল। এই রাজমিত্র পুলিন্দকের বাস বিন্ধ্যারণ্যে। যৌগন্ধরায়ণ উজ্জয়িনী যাইবার পথে বিন্ধ্যারণ্যে উপস্থিত হইয়া প্রথমে এই পুলিন্দকের গৃহেই গমন করিলেন এবং পরে উজ্জয়িনী হইতে মুক্ত হইয়া বৎসরাজ যাহাতে বিন্ধ্যারণ্যের মধ্য দিয়া নিরাপদে নিজ রাজধানীতে পৌছিতে পারেন, তজ্জন্য পূর্ব্ব হইতেই পুলিন্দককে সসৈন্যে অবস্থান করিতে কহিয়া তিনি সেই স্থান হইতে বহির্গত হইলেন। যৌগন্ধরায়ণ বসন্তকের সহিত পথ অতিক্রম করিতে করিতে ক্রমে উজ্জয়িনী নগর প্রাপ্ত হইলেন।

উজ্জয়িনী নগরে মহাকাল নামক এক ভীষণ শ্মশান আছে। এই শ্মশানের মধ্যভাগে ভয়ঙ্করাকৃতি কৃষ্ণবর্ণ বেতালগণ দিবাভাগেও ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করে। সেই শ্মশান দেখিবামাত্র সকলকেই শঙ্কিত হইতে হয়। এই শ্মশানে যোগেশ্বর নামে এক ব্রহ্মরাক্ষস বাস করিত। যৌগন্ধরায়ণ পূর্ব্ব হইতেই এই রাক্ষসের সংবাদ জানিতেন এবং ইহার সহিত তাঁহার পূর্ব্বে আলাপ-পরিচয়ও ছিল। এক্ষণে রাত্রি উপস্থিত দেখিয়া উজ্জয়িনীর প্রশস্ত রাজপথ দিয়া যাইতে যাইতে এই শ্মশানমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক যৌগন্ধরায়ণ ব্রহ্মরাক্ষসের আবাসে গিয়া পৌছিলেন। ব্রহ্মরাক্ষস যৌগন্ধরায়ণকে দেখিয়া তাঁহার আগমন-কারণ জিজ্ঞাসা করিল। যৌগন্ধরায়ণ ব্রহ্মরাক্ষসের প্রশ্নে নিজের আগমন-কারণ সমস্তই খুলিয়া বলিলেন। ব্রহ্মরাক্ষস যৌগন্ধরায়ণকে কার্য্যোদ্ধারের জন্য রূপান্তর ধারণ করিবার পরামর্শ দিল। যৌগন্ধ-রায়ণ তাহার পরামর্শমত তখনই নিজের রূপ বিকৃত করিলেন। তাঁহার পূর্ব্বরূপের চিহ্নমাত্রও রহিল না। তিনি এখন অতি বৃদ্ধ, কুব্জ ও উন্মত্ত-বেশ

ধারণপূর্ব্বক শ্মশান হইতে বাহির হইয়া রাজপথ দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহচর বসন্তকের রূপও বিকৃত হইল, তিনিও অতি ঘৃণিত কদাকাররূপে পরিণত হইলেন। তাঁহারা উভয়ে এইরূপে রূপ-পরিবর্ত্তন করিয়া উজ্জয়িনীর রাজপথে চলিতে লাগিলেন। তখন বাস্তবিকই তাঁহাদের রূপ অতি কদাকারভাবে পরিণত হইল। পথে লোক জড় হইয়া তাঁহাদের আকৃতি-দর্শনে হাস্য করিতে লাগিল। কিন্তু তাঁহারা তাহাতে লক্ষ্য না করিয়া একমনে রাজপুরের দিকেই চলিলেন। এইভাবে খানিক দূর অগ্রসর হইয়াই সম্মুখে রাজপুরী দেখিতে পাইয়া যৌগন্ধরায়ণ অগ্রে বসন্তককে তাহাতে প্রবেশ করাইলেন এবং স্বয়ং তাহার পশ্চাতে প্রবেশ করিলেন।

রাজপুরে প্রবেশ করিয়া ছদ্মবেশী বৃদ্ধদ্বয় নাচে-গানে নানাবিধ কৌতুকে সকলেরই মন মুগ্ধ করিল। বৃদ্ধ দুইটির নাচে-গানে অন্তঃপুরের স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত আনন্দিত হইল। ক্রমে বাসবদত্তার কানে এই সংবাদ পৌঁছিল। তখন গায়ক বৃদ্ধদ্বয়কে দেখিবার জন্য তিনি ব্যগ্র হইলেন এবং অবিলম্বেই তাঁহার সঙ্গীতশালায় সেই গায়ক দুইটিকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন।

রাজকন্যার সংবাদ পাইয়া ছদ্মবেশী বৃদ্ধরূপী যৌগন্ধরায়ণ তাঁহার সমভিব্যাহারী ছদ্মবেশী বসন্তককে রাজদ্বারে রাখিয়া স্বয়ং অন্তঃপুরমধ্যস্থিত বাসবদত্তার সঙ্গীতশালায় প্রবেশ করিবামাত্র দেখিলেন, তাঁহার প্রভু বৎসরাজ শৃঙ্খলাবদ্ধ রহিয়াছেন। যৌগন্ধরায়ণ প্রভুর এরূপ অবস্থা পূর্ব্বে জানিতেন না, কিন্তু এক্ষণে প্রভুর সেই শোচনীয় শৃঙ্খলাবদ্ধ দশা সম্মুখে দেখিয়া তিনি মর্ম্মাহত হইলেন, তখন তিনি বৎসরাজকে কি এক সঙ্কেত করিলেন। ছদ্মবেশী আগন্তুকের সঙ্কেতে বৎসরাজ বুঝিলেন যে, এই আগন্তুক বৃদ্ধ ব্যক্তি আর কেহই নহেন, ইনি তাঁহার সেই মহামান্য মহামন্ত্রী প্রাজ্ঞতম যৌগন্ধরায়ণ। তখন মনে মনে উভয়েই উভয়কে চিনিলেন, কিন্তু কাহারও মুখে কথা নাই, দুই জনেই নির্ব্বাক।

এই সময় হঠাৎ যৌগন্ধরায়ণ তিরস্করণী বিদ্যায় অদৃশ্য হইলেন। রাজকন্যা বা তাঁহার পরিচারিকা ইহাদিগের কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। একমাত্র বৎসরাজই তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। বাসবদত্তা বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, এ কি হইল! সে বৃদ্ধ গায়ক কোথায় গেল! সকলেই বিস্ময়ের সহিত এই কথা বলিতে লাগিল। বৎস-রাজ তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন,—তোমরা বিস্মিত হইও না, মানুষ যোগবলে না করিতে পারে, এমন কাজ নাই। এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই যোগবিদ্যা জানে, তাই নিজ দেহ গোপন রাখিয়াছে বলিয়া আমরা তাহাকে দেখিতে পাইতেছি না। যাহা হউক, বেলা অধিক হইতে চলিল ; তোমরা এক্ষণে এ স্থান হইতে গিয়া দৈনিক সরস্বতী পূজার আয়োজন কর।

বৎসরাজের কথায় বাসবদত্তা সখীগণসহ সরস্বতী-পূজার আয়োজন করিবার জন্য তথা হইতে কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী একটি গৃহাভ্যন্তরে গমন করিলেন। এই অবসরে যৌগন্ধরায়ণ সঙ্গীতশালায় প্রবেশ করিয়া বৎসরাজকে শৃঙ্খল ভাঙ্গিবার উপায় ও বাসবদত্তার বশীকরণ সম্বন্ধে কয়েকটি মন্ত্র বলিয়া দিলেন এবং শেষে তাঁহার নিকট এইরূপ নিবেদন করিলেন যে,—দেব! আপনার বয়স্য বসন্তককেও আমার সঙ্গে আনিয়াছি। আমার ন্যায় সেও ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছে। পাছে প্রকাশ হয়, এই ভয়ে আমি আসিবার সময় তাহাকে পুরদ্বারে রাখিয়া আসিয়াছি, সে এখনও সেই স্থানেই আছে। আপনি যদি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চান, তবে কোন প্রকারে তাহাকে এই স্থানে আনয়ন করুন। আর এক কথা, আপনাকে যে এই বশীকরণমন্ত্র দিলাম, এই বশীকরণের ফলে বাসবদত্তা যখন আপনাকে খুব বিশ্বাস করিবে, তখন আমি আপনাকে যেরূপ করিতে বলি, আপনি তাহাই করিবেন ; এক্ষণে আপনি যেমন আছেন, সেই ভাবেই থাকুন।

ছদ্মবেশী যৌগন্ধরায়ণ রাজাকে এই বলিয়াই সঙ্গীতশালা হইতে বহির্গত হইলেন।

এদিকে দৈনিক সরস্বতী পূজার দ্রব্য-সামগ্রী প্রস্তুত করাই ছিল, সুতরাং রাজকন্যা বাসবদত্তা সত্বরই বাগ্‌দেবীর পূজা শেষ করিয়া সঙ্গীতশালায় আসিলে বৎসরাজ তাঁহাকে কহিলেন,—রাজকন্যে! পুরীর বাহিরের দরজার ধারে একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দাঁড়াইয়া আছেন, শুনিলাম,—ব্রাহ্মণটি বড় ভাল মানুষ ; অতএব এই দেবীপূজার দক্ষিণা দিবার জন্য তাঁহাকেই সংবাদ দিয়া এইখানে আনয়ন কর।

বৎসরাজের কথায় বাসবদত্তা দক্ষিণাদানার্থ সেই ব্রাহ্মণকে আনাইলেন। বলা বাহুল্য, এ ব্রাহ্মণ বৎসরাজেরই প্রিয় বয়স্য সেই ছদ্মবেশী বসন্তক। বসন্তক আসিবামাত্র প্রভুর দুরবস্থা দেখিয়া একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল। আগন্তুক ব্রাহ্মণকে কাঁদিতে দেখিয়া বাসবদত্তা প্রভৃতি বিস্মিত হইলেন। তখন

পাছে গুপ্তরহস্য প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই ভয়ে প্রত্যুৎপন্নমতি বৎসরাজ অতি সত্বর সেই রোরুদ্যমান ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—ব্রহ্মন্! রোগে আপনার চেহারা এরূপ কদাকার করিয়া দিয়াছে, তাহার জন্য আপনি কাঁদিবেন না, এইখানেই থাকুন, আমি ঔষধ দিয়া আপনাকে আরোগ্য করিয়া দিব। এইরূপ বলিয়া রাজা একটু হাসিলেন। রাজার হাস্য দর্শনে বসন্তক তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন এবং নানারূপ অঙ্গভঙ্গী করিয়া স্বয়ংও হাসিতে লাগিলেন। বাসবদত্তা আগন্তুক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে নানারূপ অঙ্গভঙ্গী সহকারে হাসিতে দেখিয়া একেবারে খুব হাসিয়া উঠিলেন এবং মনে মনে অত্যন্ত খুশী হইয়া কৌতূহলের সহিত তাঁহাকে বলিলেন,—ঠাকুর মহাশয়! আপনার কোন্ বিষয়ে জ্ঞান আছে বলুন। ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন,—রাজনন্দিনি! আমি অনেক ভাল ভাল গল্প জানি, তা তুমি যদি শুনিতে চাও, তবে একমনে শোনো।

তখন ব্রাহ্মণ বাসবদত্তাকে একটি হাস্যরসের গল্প বলিতে আরম্ভ করিলেন।

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—রাজকন্যে! এই ভারতবর্ষের মধ্যে মথুরা নামে একটি প্রসিদ্ধ নগর আছে। এই নগরে পূর্ব্বে এক বেশ্যা বাস করিত, তাহার নাম ছিল রূপিণিকা। সত্যসত্যই রূপশালিনী, তাহার রূপ, যৌবন কিছুরই অভাব ছিল না। সে একদিন তাহার বৃদ্ধা মাতার সহিত উৎসব দেখিবার জন্য নিকটবর্ত্তী কোন দেবালয়ের সম্মুখে গিয়া একটি সুন্দরাকৃতি যুবাপুরুষকে দেখিতে পায়। যুবকটিকে দেখিবামাত্র বেশ্যা রূপিণিকা একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়ে। তখন তাহার মন যুবকের সহিত আলাপ-ব্যবহার করিবার জন্য বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিল। রূপিণিকার বৃদ্ধা মাতা তাহাকে অনেক প্রকার বুঝাইল; কিন্তু রূপিণিকার মনে সে সব উপদেশ কিছুই ভাল লাগিল না, সে গৃহে আসিয়া সেই যুবককে আনিবার জন্য একজন পরিচারিকাকে পাঠাইয়া দিল। পরিচারিকা আদেশমাত্র সেই যুবকের নিকট গিয়া তাহাকে সে রাত্রি রূপিণিকার গৃহে অবস্থান করিতে অনুরোধ করিল। তখন যুবক তাহাকে উত্তর দিল;—ভদ্রে! আমি ব্রাহ্মণ-সন্তান। আমি ওসব স্থানে যাই না, যাইব না, বিশেষতঃ বেশ্যার ধনের সহিত সম্বন্ধ; সুতরাং যাহাদের ধন আছে, তাহারাই বেশ্যাদের নিকট খাতির-যত্ন পায়। আমি দরিদ্র, ধন-সম্পদ আমার নাই, সুতরাং বেশ্যা রূপিণিকার আমাকে লইয়া কি হইবে?

ব্রাহ্মণ-যুবকের কথা শেষ হইলে রূপিণিকার পরিচারিকা কহিল,—মহাশয়! বেশ্যারা যে ধনীপুরুষকেই আদর করে, তাহা ঠিক; কিন্তু আপনি যদি যান, তবে রূপিণিকা আপনার নিকট ধন ত' চাহিবেই না, সে আপনাকে বিশেষ যত্নই করিবে।

পরিচারিকা এই বলিয়া নীরব রহিল। তাহাকে আর অধিক কথা কহিতে হইল না।

পরিচারিকার কথায় ব্রাহ্মণ সম্মত হইয়া তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। ক্রমে রূপিণিকার গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র রূপিণিকা পরম আদরের সহিত তাঁহাকে তাহার গৃহমধ্যে লইয়া গেল। যুবক রূপিণিকার প্রেমে মজিলেন। বেশ্যা রূপিণিকা তদবধি অন্য-পুরুষ-সংসর্গ পরিহার করিয়া একমাত্র সেই ব্রাহ্মণ-যুবককে লইয়াই যৌবনের পিপাসা নিবৃত্তি করিতে লাগিল। ধন উপার্জ্জনের দিকে তাহার মন আদৌ রহিল না।

রূপিণিকার বৃদ্ধা মাতা এই ব্যাপারে সন্তুষ্ট হইতে পারিল না, সে একদিন নির্জ্জনে কন্যাকে কহিল,—বৎসে! আমরা বেশ্যা, ধনীপুরুষের মন ভুলাইয়া পয়সা উপায় করাই আমাদিগের ব্যবসা। কিন্তু তোমার দেখিতেছি, সে বিষয়ে এখন মোটেই মনোযোগ নাই। তুমি বৃথাই এই নির্ধন যুবকের সহিত কাল কাটাইতেছ, ইহাতে আমাদিগের কোনই ফল নাই। দেখ, সাধু লোকেরা যেমন দুষ্ট নষ্ট শঠ কপটের সংসর্গ করেন না, সেইরূপ গণিকারাও কখন নির্ধন পুরুষের সহিত থাকে না। বৎসে! বেশ্যার আবার অনুরাগ কোথায়? তুমি কি সব ভুলিয়া গেলে? বেশ্যারা কাহারও উপর চিরঅনুরাগ রাখে না; আমি তোমাকে পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি, রাগিণী অর্থাৎ লোহিতাভ সন্ধ্যার মত, রাগিণী অর্থাৎ অনুরাগিণী বেশ্যা শোভা পায় না। তুমি এই নির্ধন পুরুষকে ত্যাগ করিয়া পুরুষান্তর-সংসর্গে অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টা কর।

মাতার কথায় রূপিণিকার রাগ হইল। সে তখন রোষভরে উত্তর করিল,—মা, তুমি আর কখনও আমাকে অমন কথা বলিও না, তোমার নিষেধ আমি কিছুতেই শুনিতে পারিব না। এই যুবক আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর হইয়াছে। আমি ইহাকে জীবনান্তেও ভুলিতে পারিব না। আমার ধনে আবশ্যক নাই,—ধন আমার প্রচুর আছে। সুতরাং বৃথা তুমি আমায় আর বিরক্ত করিও না।

কন্যার উত্তরে বৃদ্ধা মাতা কুপিতা হইল এবং কন্যাকে জব্দ করিবার জন্য সেই দিন হইতে বিধিমত

চেষ্টা করিতে লাগিল ; কিন্তু কিছুই করিতে পারিল না। অবশেষে একদিন সে তাহার গৃহ হইতে চলিয়া আসিয়া মথুরার রাজপথে ভ্রমণ করিতে লাগিল। বৃদ্ধা বেশ্যা ভ্রমণ করিতে করিতে এক স্থানে দেখিল,—এক রাজপুত্র সশস্ত্র সিপাহী দ্বারা রক্ষিত হইয়া রাজপথে পরিভ্রমণ করিতেছেন! বৃদ্ধা অবিলম্বে তাঁহার সম্মুখে গিয়া কহিল,—রাজপুত্র! তুমি আমার কন্যাকে রক্ষা কর। রূপিণিকা নামে আমার একটি পরমা সুন্দরী কন্যা আছে, সেই কন্যাটিই আমার জীবিকা। কিন্তু কিছুদিন হইল, কোথা হইতে এক নির্ধন যুবক আসিয়া আমার গৃহে আশ্রয় লইয়াছে, আমার কন্যা তাহাকে দেখিয়াই মজিয়াছে, সে আর পয়সা উপায়ের দিকে আদৌ মনোযোগ করিতেছে না ; অতএব তুমি যদি সেই যুবককে তাড়াইয়া দিয়া আমার সেই কন্যাটিকে লইয়া থাক, তবে সকল দিকিই রক্ষা হয়, নতুবা অর্থ ব্যতীত বৃদ্ধবয়সে ইহার পর তাহাকে অনেক কষ্ট পাইতে হইবে।

বৃদ্ধার কথায় চঞ্চলস্বভাব রাজপুত্র আর তিলার্দ্ধ অপেক্ষা না করিয়া লোকজনসহ তদ্দণ্ডেই তাহার সহিত রূপিণিকার উদ্দেশ্যে গমন করিলেন। যাইতে যাইতে রূপিণিকার বাসভবন নিকটবর্ত্তী হইল। রাজপুত্র স্বয়ং তাহাকে ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু গৃহে কাহারও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। রাজপুত্রের আসার পূর্ব্বে রূপিণিকা দেবদর্শনার্থ এক দেবালয়ে গিয়াছিল। তাহার প্রণয়ী সেই ব্রাহ্মণ-যুবকও ঘরে ছিল না, কার্য্যগতিকে তাহাকেও তখন স্থানান্তরে যাইতে হইয়াছিল, সুতরাং রাজপুত্র কাহারই সাক্ষাৎ না পাইয়া অগত্যা ফিরিয়া আসা স্থির করিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে অদূরে দেখা গেল,—সেই ব্রাহ্মণ-যুবক নিশ্চিন্তচিত্তে ধীরে ধীরে পথ হাঁটিয়া আসিতেছে। তখন বৃদ্ধার আর সহ্য হইল না, সে রাজপুত্রকে সেই যুবকের পরিচয় দিয়া দিল। রাজপুত্র তাহাকে রূপিণিকার প্রণয়ী বলিয়া জানিতে পারিয়া অবিলম্বে তাহার দিকে ধাবিত হইলেন। রাজপুত্রের অনুচরেরা যুবককে প্রহারে জর্জ্জরিত ও হতজ্ঞান করিয়া সম্মুখবর্ত্তী এক গর্ত্তমধ্যে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে যুবকের চৈতন্যোদয় হইল, কিন্তু প্রহারে প্রহারে তাহার শরীর এত কাতর হইয়াছিল যে, সেই গর্ত্ত হইতে কোনক্রমে উঠিতে পারিল না।

এই সময় রূপিণিকা গৃহে ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত ঘটনা শুনিতে পাইয়া অত্যন্ত শোকাকুল হইল। সে রাজপুত্রের সহিত অবস্থান করিতে স্বীকৃত হইল না, শোকে, দুঃখে, ভাবনায়, চিন্তায় তাহার দেহ দিন দিন ক্ষীণ হইয়া পড়িল।

এদিকে সেই আহত গর্ত্ত-পতিত যুবক আপন দুষ্কৃতকর্ম্মের ফল বুঝিতে পারিল। "আমি কুসংসর্গে পবিত্র ব্রাহ্মণবংশ অপবিত্র করিয়াছি" এই বলিয়া তখন তাহার মনে গ্লানি ও ধিক্কার উপস্থিত হইল। সে রূপিণিকার বৃদ্ধা মাতাকেই তাহার লাঞ্ছনা অবমাননার কারণ বলিয়া জানিতে পারিয়া আর তথায় গমন করিল না, তীর্থপর্য্যটনে পাপক্ষালন পূর্ব্বক সে তাহার দেহত্যাগের সঙ্কল্প করিল। অনেকক্ষণ পরে ক্রমে অবসন্নতা ঘুচিয়া গিয়া তাহার দেহে অল্প অল্প বলের সঞ্চার হইল। যুবক গর্ত্ত হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিল।

গ্রীষ্মকাল, দারুণ গ্রীষ্ম। রৌদ্রের উত্তাপে লোক সকল অস্থির হইতেছে, এ সময় দিবাভাগে বাহির হওয়া অসাধ্য।

এহেন দারুণ গ্রীষ্মে দৃক্পাত না করিয়া দিবা দ্বিপ্রহরের সময় সেই ব্রাহ্মণ-যুবক গলদ্ঘর্ম্ম-দেহে একাকী এক প্রশস্ত মাঠের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, উত্তাপে তাহার দেহের বল অবসন্ন হইয়া আসিল, তখন সে বিশ্রামার্থ কোন বৃক্ষচ্ছায়ার সন্ধান করিতে লাগিল। কিন্তু সেই মরুভূমির ন্যায় বিশাল ভূখণ্ডের কোথাও কোন বৃক্ষ দেখা গেল না। তখন যুবক অদূরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইল, —সম্মুখে এক প্রকাণ্ড হস্তিকলেবর পতিত রহিয়াছে। তাহার মধ্যভাগ শূন্য; শৃগাল-কুক্কুরেরা তাহার মধ্য হইতে রক্তমাংসাদি ভক্ষণ করিয়াছে; কেবল সুবৃহৎ কঙ্কালটিমাত্র চর্ম্মে আবৃত হইয়া রহিয়াছে। শ্রান্ত-ক্লান্ত যুবক তীব্র উত্তাপ হইতে জীবনরক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া অগত্যা বিশ্রামার্থ সেই সুবিশাল হস্তিকলেবরের মধ্যেই আশ্রয় লইল। তাহার জীবন জুড়াইল,—মৃদুমন্দ বাতাসের সহায়তায় ক্রমে দেহক্লান্তি দূর হইল, অচিরেই সে তন্মধ্যে নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

এই দিকের দিবাবসানের সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর মেঘ উঠিয়া আকাশ ছাইয়া ফেলিল। ক্রমে প্রবল ঝড় বাতাস বহিল। প্রবল ঝঞ্ঝাবাতের সঙ্গে সঙ্গে, শ্রাবণের বারিধারার ন্যায় অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণ হইতে লাগিল। বৃষ্টির জলে মাঠঘাট সব ভাসিয়া গেল। নদীজলসহ মাঠের জলের স্রোত বহিতে লাগিল। যুবক যে চর্ম্মাবৃত হস্তিকলেবরে আশ্রয় লইয়াছিল, এখন বৃষ্টিজলে তাহা সঙ্কুচিত হইয়া রন্ধ্র-শূন্য হইল

সুতরাং তন্মধ্যে বর্ষাজল প্রবেশ করিতে পারিল না; কিন্তু প্রবল জলস্রোতে ভাসিয়া গিয়া তাহা নদীজলে পতিত হইল। চর্ম্মমধ্যস্থ যুবকের তখনও নিদ্রাভঙ্গ হইল না।

ক্রমে সেই হস্তিকলেবর নদীস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে সমুদ্রে গিয়া পড়িল। এই সময় হঠাৎ এক বিরাটাকার বৃহৎ পক্ষী আমিষবোধে চঞ্চুপুটদ্বারা জলস্রোত হইতে তাহা তুলিয়া লইয়া সমুদ্রের পরপারে গমন করিল, কিন্তু সেই পক্ষী তীরে আসিয়া সেই চর্ম্মবিদারণপূর্ব্বক তন্মধ্যে এক জীবিত মানুষ দেখিতে পাহয়াই তৎক্ষণাৎ তাহা পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেল।

পক্ষিরাজ চলিয়া গেলে যুবকের নিদ্রাভঙ্গ হইল। যুবক সেই চর্ম্মমধ্য হইতে বাহিরে আসিল। তখন তাহার নিকট সমস্তই ঐন্দ্রজালিকের স্থায় বোধ হইল; যুবক কোথায় ছিল, কোথায় আসিয়াছে, কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। এই সময় হঠাৎ সেই স্থানে দুইটা রাক্ষস আসিয়া উপস্থিত হইল। রাক্ষস দেখিয়া যুবক ভীত হইল। রাক্ষসদ্বয়ও মানুষ দেখিয়া শঙ্কিত হইল।

পূর্ব্বে রামশরে রাক্ষসবংশ প্রায় ধ্বংস হইয়াছিল মনে করিয়া সেই দেশের রাক্ষসেরা তখন মানুষ দেখিলেই শঙ্কিত হইত। তখন রাক্ষসদ্বয় মনুষ্যভয়ে সে স্থান হইতে পলাইয়া গিয়া তাহাদিগের দলপ্রভু রাক্ষসরাজের নিকট সেই সংবাদ জানাইল। রাক্ষসরাজ বিভীষণ এই সংবাদ শ্রবণে শঙ্কিত হইয়া সেই মনুষ্য যুবককে সত্বর তাঁহার ভবনে আনিবার জন্য অন্য দুই রাক্ষস অনুচরকে প্রেরণ করিলেন এবং বলিয়া দিলেন, তাঁহাকে অনুগ্রহ করিয়া এখানে আসিতে বলিবে। রাক্ষসেরা রাজাদেশে সমুদ্রতীরে আসিয়া সেই ব্রাহ্মণ-যুবককে যত্নপূর্ব্বক পুরে লইয়া গেল। পুরীর পথ, ঘাট, বাড়ী, ঘর সবই সোনা দিয়া মোড়া। যুবক পুরীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-সমৃদ্ধি দেখিয়া বিস্মিত হইল।

তখন বিভীষণ যুবককে জিজ্ঞাসিল—আপনি এ সমুদ্রতীরে কেমন করিয়া আসিলেন আর আপনার এ স্থানে আসিবার কারণই বা কি? ধূর্ত্ত যুবক রাক্ষসরাজের সমৃদ্ধি দেখিয়া লোভবশতঃ মিথ্যাবাক্যে উত্তর করিল,—রাক্ষসপতি! আমি বড় দরিদ্র ব্রাহ্মণ। আমার নিবাস ভারতবর্ষের অন্তর্গত মথুরা নগরে। আমি আমার দরিদ্রতা দূর করিবার জন্য অনেকদিন পর্য্যন্ত বিষ্ণুর আরাধনা করিলাম, শেষে তিনি প্রসন্ন হইয়া স্বপ্নে আমাকে বলেন, সমুদ্রের পরপারে রাক্ষসরাজ বিভীষণ আছে, তুমি তাঁহার নিকট গিয়া তোমার অভাবের কথা জানাইলে সে তোমাকে অর্থ দ্বারা পরিতুষ্ট করিবে,—আমি কহিলাম,—প্রভো! আমি ক্ষুদ্র মানুষ। সমুদ্রের পরপারে আমি কেমন করিয়া যাইব? তখন বিষ্ণু কহিলেন,—তোমার কোন চিন্তা নাই। আমার বরে তুমি চক্ষু মুদ্রিত করিবামাত্র সেই স্থানে পৌঁছিতে পারিবে। বিষ্ণুর কথায় তদ্দণ্ডেই আমি চক্ষু মুদ্রিত করিলাম। অনন্তর নিদ্রাভঙ্গের পর জাগরিত হইয়া চক্ষু মেলিয়া দেখি, হঠাৎ আমি সমুদ্র পারে আসিয়াছি এবং দুই জন রাক্ষস আমার সম্মুখে আসিতেছে। পরে তাহাদের সহিত আমার পরিচয় হইল, ক্রমে এখন আপনার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।

যুবকের মুখে এই কথা শুনিয়া রাক্ষসরাজ কহিলেন,—ঠাকুর। আপনার মুখে বড় আশ্চর্য্য কথা শুনিলাম। যাহা হউক, ভগবান যদি আপনাকে এই রূপ বর দিয়া থাকেন, তবে অদ্য আপনি এইখানে থাকুন, আগামী দিবস নিশ্চয়ই আমি আপনাকে অর্থদানে পরিতুষ্ট করিব।

রাক্ষসপতির কথায় ব্রাহ্মণ-যুবক মনে মনে খুব খুসী হইয়া সেদিন সেইখানেই রহিলেন। এদিকে রাক্ষসরাজ এক অনুচর পাঠাইয়া অরণ্য হইতে এক বৃহৎ পক্ষী ধরাইয়া আনিলেন। পক্ষী সেই দিন রাত্রি মধ্যেই বেশ পোষ মানিল। পরে রাত্রি প্রভাত হইলে রাক্ষসরাজ সেই ব্রাহ্মণ যুবককে ডাকাইয়া আনিয়া প্রচুর অর্থদানে তাঁহার তুষ্টি-বিধানপূর্ব্বক সেই পক্ষীর সাহায্যে তাহাকে স্বদেশে যাইবার অনুমতি দিলেন। ব্রাহ্মণ-যুবক ধন পাইয়া খুব আহ্লাদিত হইল এবং যাইবার সময় জিজ্ঞাসা করিল, রাক্ষসরাজ! আপনার রাজ্যভূমি দেখি না, সবই কাষ্ঠময়, এবিষয়ে জানিতে কৌতুক হইয়াছে। বিভীষণ বলিলেন, গরুড় যে সময় অমৃতাহরণার্থে উঠিয়া বিশ্রাম করিতে কল্পবৃক্ষর শাখায় বসিবামাত্র ভাঙ্গিয়া যায়, তাহাই এখানে ফেলিয়াছিলেন, তাহাতেই সমস্ত লঙ্কা কাষ্ঠময়। ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ বিস্মিত হইল। অনন্তর রাক্ষসরাজের কথামত তখনই সেই বৃহৎ পক্ষীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নিজ দেশে যাত্রা করিল। পক্ষী বেগে যাইতে যাইতে অল্পক্ষণ মধ্যেই নদ, নদী, হ্রদ, সাগর, পর্ব্বত পার হইয়া আসিয়া মথুরা নগরে উপস্থিত হইল। তখন যুবক সেই পক্ষী হইতে অবতরণ করিয়া রাক্ষসরাজ-দত্ত ধনরত্নরাশি একস্থানে লুক্কায়িত

রাখিল। কিন্তু সেই পক্ষীকে আর ছাড়িল না, পক্ষী এখন হইতে বিলক্ষণ পোষ মানিয়া তাহারই কাছে রহিল।

ব্রাহ্মণ-যুবক যখন দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তখন বেশ্যার চক্রান্তে লাঞ্ছিত হইয়াছিল বলিয়া তাহার মনে বড়ই ধিক্কার হইয়াছিল, কিন্তু কর্ম্মফলে ঘটনাক্রমে ব্রাহ্মণ-যুবক ধন পাইয়া আবার সেই রূপিণিকার প্রেমে মুগ্ধ হইতে চলিল।

তৎপরদিবস সেই যুবক সেই ধন হইতে একটি মোহর লইয়া এক সওদাগরের নিকট তাহা ভাঙ্গাইল এবং মোহর ভাঙ্গাইয়া যে টাকা হইল, তাহা দ্বারা এক দোকান হইতে নিজের একপ্রস্থ উত্তমরূপ পোষাক-পরিচ্ছদ ও অন্যান্য কয়েকটি আবশ্যকীয় জিনিষ ক্রয় করিল। ক্রমে যখন রাত্রি হইয়া আসিল, তখন একটি শঙ্খ, একটি চক্র, একটি গদা ও একটি পদ্ম সংগ্রহ করিয়া তাহা হস্তে ধারণপূর্ব্বক সেই পক্ষীপৃষ্ঠে আরোহণ করিল। পক্ষী যুবকের ইচ্ছানুসারে তাহাকে রূপিণিকার গৃহের দিকে লইয়া গেল। যুবক রূপিণিকার গৃহের কাছে আসিয়া শূন্য-পথ হইতেই গম্ভীরস্বরে রূপিণিকাকে সম্বোধন করিল। রূপিণিকা সহসা কোন মহাপুরুষের কণ্ঠ-স্বরের ন্যায় শুনিতে পাইয়া ব্যস্ত হইয়া গৃহ হইতে বাহিরে আসিল। তখন সেই পক্ষীস্থিত যুবক তাহাকে আবার ডাকিল। রূপিণিকা এইবার ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল,—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু গরুড়ারোহণে শূন্যে অবস্থান করিতেছেন।

রূপিণিকা শূন্যে বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখিয়া বড়ই আশ্চার্য্যান্বিত হইল। তখন বিষ্ণুরূপী যুবক রূপিণিকাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—রূপিণিকে! আমি সাক্ষাৎ বিষ্ণু। অদ্য তোমাকে অনুগ্রহ করিবার জন্য এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। রূপিণিকা এই কথা শুনিয়া সসম্ভ্রমে তাহাকে প্রণাম করিল। বিষ্ণুমূর্ত্তি তখন পক্ষী হইতে নামিয়া আসিয়া রূপিণিকার সহিত তাহার গৃহে প্রবেশ করিলেন। রূপিণিকা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল, তখন বিষ্ণুমূর্ত্তি যুবক নিজের স্ত্রীর ন্যায় তাহার সহিত আলাপ-ব্যবহার করিয়া কিঞ্চিৎ পরে পুনরায় পক্ষী আরোহণে স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলেন।

পরদিন রূপিণিকা গৃহে থাকিয়া ভাবিতে লাগিল, আমি গোলকবিহারী বিষ্ণুর ভার্য্যা হইয়াছি, দুই-চারি দিন পরেই স্বর্গে যাইয়া আমি বিষ্ণুর সহিত সর্ব্বদা ক্রীড়াকেলি করিতে করিতে সুখে-স্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত করিব; সুতরাং যে কয়টা দিন এ মর্ত্ত্যভূমে আছি, ইহার মধ্যে আর নরলোকের সহি[ত] কথা কহিব না।

রূপিণিকা মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া সে[ই] অবধি মৌনাবলম্বনে রহিল। রূপিণিকার সেই [রূপ] মাতা কন্যার এই অবস্থা দর্শনে তাহাকে জিজ্ঞা[সা] করিল,—মা, তুমি আজ সমস্ত দিন কথা কহিতে[ছ] না কেন? রূপিণিকা মাতার কথার কোন উত্ত[র] দিল না। বৃদ্ধা তাহাকে বার বার ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। তখন রূপিণিকা অগত্যা মাতার কথার উত্তর না দিয়া থাকিতে পারিল না, গত রাত্রির সমস্ত ঘটনাই মাতার নিকট খুলি[য়া] বলিল।

বুড়ীমাগী পাকা ওস্তাদ। কোন অদ্ভুত রকমে[র] কথা শুনিলে সে প্রত্যক্ষ না করিয়া সহসা তা[হা] বিশ্বাসও করে না, কাজেই কন্যা রূপিণিকার কথা[য়] বুড়ীর হঠাৎ বিশ্বাস হইল না। সত্যসত্যই বি[ষ্ণু] আগমণ করেন কি না, সে তাহা প্রত্যক্ষ দেখিবা[র] জন্য সেই দিন রাত্রে গোপনে গৃহের একস্থানে দাঁড়াইয়া রহিবার সঙ্কল্প করিল।

অতঃপর দিবা অবসান হইল, রাত্রি আসিল,—রূপিণিকা সাজিয়া-গুজিয়া খাটের উপর বসিয়া রহিল, তাহার মাতা—বুড়ীমাগী গোপনে একস্থানে দাঁ[ড়াইয়া] রহিল। মাগীর নড়ন-চড়ন নাই, সে একদৃষ্টে বিষ্ণু দেখিবার জন্য আকাশ পানে তাকাইতে লাগিল।

ক্রমে রাত্রি একটু বেশী হইয়া আসিল। ঐ সময় সেই যুবকও তাহার শঙ্খচক্রাদি হস্তে লই[য়া] পক্ষী আরোহণে রূপিণিকার গৃহের নিকট উপস্থি[ত] হইল এবং সত্বর গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক রূপিণিকার সহি[ত] কথাবার্ত্তাদি শেষ করিয়া কিঞ্চিৎ পরেই পুনরায় পক্ষী আরোহণে সে স্থান হইতে চলিয়া গেল।

বুড়ী এই ব্যাপারে আশ্চর্য্যান্বিত হইল। সে তখনই তাহার কন্যার কাছে গিয়া কহিল,—মা, আজ আমি সত্যসত্যই বিষ্ণুকে দেখিতে পাইয়াছি। তিনি তোমার কাছে নিত্য নিত্য আসেন, এ কথা আমি পূর্ব্বে বিশ্বাস করি নাই। এখন আমার বিশ্বাস হইয়াছে, আমি তাঁহাকে প্রত্যক্ষই দেখিয়াছি। অতএব মা, তোমার নিকট আমি এই ভিক্ষা চাই, তুমি বিষ্ণুর কাছে বলিয়া আমাকে স্বর্গে পাঠাইয়া দাও, আমার আর মর্ত্ত্যে থাকিতে ইচ্ছা নাই। রূপিণিকা কহিল, আচ্ছা মা, আজ তিনি আসিলে আমি তোমার কথা তাঁহার নিকট বলিব।

বুড়ী কন্যার এই কথায় সন্তুষ্টমনে নিজ গৃহে গিয়া শয়ন করিল।

রাত্রি প্রভাত হইল। বুড়ী স্বর্গে যাইবে বলিয়া সে দিন আর কাহারও সহিত কথা কহিল না, থাকিয়া থাকিয়া এক একবার তাহার দেহ আহ্লাদে ডগমগ হইতে লাগিল।

যথাসময়ে রাত্রিযোগে সেই ছদ্মবেশী বিষ্ণু রূপিণিকার গৃহে আবার পদার্পণ করিলেন, রূপিণিকা এবার অন্য কথা না পাড়িয়া সর্ব্বাগ্রে তাহার মায়ের স্বর্গে যাইবার কথাটাই তাঁহার নিকট বিশেষ করিয়া বলিল এবং এই জন্য তাঁহাকে সে অনেক অনুরোধ-উপরোধও করিল।

ছদ্মবেশী ধূর্ত্ত যুবক রূপিণিকার কথায় সহসা কোন উত্তর দিল না, সে মনে মনে ভাবিল,—বুড়ী-মাগী পাকা বদ্‌মাইস। পূর্ব্বে তাহারই চক্রান্তে মার খাইয়া আমার প্রাণ যায়-যায় হইয়াছিল, মাগী যেমন দুষ্ট, উহাকে তেমন সাজা না দিতে পারিলে আমার গায়ের ঝাল মিটিবে না।

ছদ্মবেশী বিষ্ণু এইরূপ ভাবিয়া-চিন্তিয়া অবশেষে কিঞ্চিৎ গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন,—রূপিণিকে! তুমি আমার প্রেয়সী হইয়াছ, তাই স্বর্গে যাইতে তোমার কোন বাধা হইবে না। কিন্তু তুমি যে অনুরোধ করিতেছ, এ বড় কঠিন কথা। দেখ, ভালরূপ পুণ্য না থাকিলে কেহই স্বর্গে যাইতে পারে না, তোমার মাতা পাপীয়সী, চিরদিনই পাপ করিয়াছে, সুতরাং তাহার ত' সে স্থানে যাইবার অধিকার একেবারেই নাই। তবে তুমি নাকি আমাকে বার বার অনুরোধ করিতেছ, সেই জন্য বলি,—সকল সময় স্বর্গের দ্বার খোলা থাকে না, আমি নিজে আসি আর যাই, সে স্বতন্ত্র কথা। সাধারণ লোকের জন্য মাত্র একাদশীর দিন স্বর্গদ্বার খোলা থাকে। যে পাপী, তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইলেই সে স্বর্গে যাইতে পারে। অতএব তোমার পাপিষ্ঠা মাতার যদি স্বর্গে যাইবার একান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে তাহাকে একাদশীর দিন উপবাসী থাকিয়া মস্তক মুণ্ডনপূর্ব্বক দেহের একপার্শ্বে কালি ও অপর পার্শ্বে সিন্দুর মাখিয়া একগাছি হাড়ের মালা গলায় দিয়া উলঙ্গ অবস্থায় মধ্য-উঠানে বসিয়া থাকিতে হইবে। এইরূপ করিলেই তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে, আর আমিও তোমার এই স্থান হইতে যাইবার সময় তাহাকে আমার গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া স্বর্গে লইয়া যাইব।

বিষ্ণুরূপী ধূর্ত্ত যুবক এই কথা কহিলে, রূপিণিকা বলিল,—প্রভো! এ অতি সহজ কথা, উত্তম আদেশ। আমি আমার মাতাকে একাদশীর দিন এই ভাবেই রাখিব। আপনি ভুলিবেন না, যাইবার সময় অবশ্য অবশ্য তাহাকে স্বর্গে লইয়া যাইবেন।

যুবক "তথাস্তু" বলিয়া সে দিনকার মত রূপিণিকার গৃহ হইতে বিদায় হইল।

অনন্তর কয়েকদিন পরেই একাদশীর দিন উপস্থিত হইল। বুড়ী সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া আদেশমত মস্তক মুণ্ডন করিল, গায়ে সিন্দুর-কালি মাখিল এবং অবশেষে উলঙ্গ হইয়া হাড়ের মালা গলায় দিয়া উঠানের মধ্যস্থলে বসিয়া রহিল।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে গরুড়ারোহণে বিষ্ণুরূপী যুবক আসিয়া দেখা দিল, সত্বর গৃহে প্রবেশ করিল এবং রূপিণিকার সহিত প্রেমালিঙ্গন করিয়া পুনরায় ফিরিয়া চলিল। যাইবার সময় বুড়ীকে উঠানে উলঙ্গ অবস্থায় দেখিয়া নিজ বাহন পক্ষীর উপর তাহাকেও উঠাইয়া লইল। বুড়ী স্বর্গে যাইতেছে ভাবিয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়া পড়িল! কিন্তু শূন্যপথে কিছুদূর গিয়াই ধূর্ত্ত যুবক সম্মুখে একটা অতি উচ্চ ভগ্ন অট্টালিকা দেখিয়া বুড়ীকে কহিল,—এই মথুরা নগরে আরও এক ব্যক্তি তপস্যা করিয়া আমায় তুষ্ট করিয়াছে, অদ্য তাহাকেও আমি স্বর্গে লইয়া যাইব, অতএব তুমি এই বাড়ীটার ছাদের উপর কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর, আমি সত্বরই তাহাকে লইয়া আসিতেছি।

সেই বুড়ীমাগীকে এই কথা কহিয়া যুবক অবিলম্বে তাহাকে সেই অত্যুচ্চ ছাদের উপর নামাইয়া দিল এবং এখনই আসিয়া তোমাকে স্বর্গে লইয়া যাইব, এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ সে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল! বুড়ী স্বর্গে যাইবে ভাবিয়া সমস্ত রাত্রি সেই ছাদের উপর কাটাইল, কিন্তু বিষ্ণু আর আসিলেন না, বুড়ীর স্বর্গে যাওয়াও হইল না।

এদিকে যুবক বুড়ীকে সেইখানে রাখিয়া আসিয়া অন্তরীক্ষ থেকে এই কথা উচ্চৈঃস্বরে জানাইল, হে নগরবাসিগণ! তোমরা সকলে সাবধান হইও, আজ কিন্তু এক উলঙ্গিনী দেবমূর্ত্তি এই নগরে বাহির হইয়া অনেক উৎপাত অত্যাচার করিবেন।

এই আকাশবাণী শ্রবণে নগরবাসিগণ সকলেই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইল; কেহ কেহ বা নগরস্থ দেব-দেবীর মন্দিরে গিয়া ভাবী উৎপাত-শান্তির জন্য দেবতারাধনে নিমগ্ন হইল।

এদিকে সেই ভগ্ন অট্টালিকার উচ্চ ছাদের উপর থাকিয়া সেই স্বর্গে যাইবার জন্য লালায়িতা দুষ্টা

বুড়ী বড়ই উৎকণ্ঠিত হইল। সে নানা ভাবনা-চিন্তার পর আপনা-আপনি বলিতে লাগিল,—হায় হায়! কি হইল! আমি আর খানিকটা যেতে পারিলেই যে স্বর্গে গিয়া পৌঁছিতে পারিতাম। ঠাকুর আমায় সঙ্গে ক'রে স্বর্গে লইয়া যাইতে যাইতে এখানে রাখিয়া গেলেন; কৈ, এখনও ত' তিনি আসিলেন না, এদিকে যে রাতও ফর্শা হয়ে এলো। তবে কি তিনি আর আসিবেন না? আমার কি তবে আর স্বর্গে যাওয়া হবে না! ও মা! আমার কি হইল!

বুড়ীমাগী নাকিস্বরে এইরূপ বলিয়া শেষে খানিকটা চুপ করিয়া রহিল। পরে রাত্রি যখন একেবারেই প্রভাত হইল, সূর্য্যালোকে চারিদিক আলোকিত হইয়া উঠিল, তখন সেই বুড়ী অত্যন্ত চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল,—ও ঠাকুর! ও হরি! আমি আর এখানে তিষ্ঠিতে পারিতেছি না! আমায় লইয়া যাও, আমি এখনই এ স্থান হইতে পড়িলাম। আমায় ধর,—আমায় ধর,—আমায় ধর!

এদিকে নগরের সমস্ত লোকই সর্ব্বসংহারিণী দেবীর আগমন-ভয়ে পূর্ব্ব হইতেই উদ্বিগ্ন ছিল। সেই উচ্চস্থানস্থিত বৃদ্ধার কণ্ঠরব শুনিয়া তাহাকেই দেবীবোধে সকলে ভয়চকিতভাবে অঞ্জলিবন্ধন-পূর্ব্বক কাতরভাবে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল,—দেবি! তুমি পতিত হইও না, আমাদিগকে রক্ষা কর, রক্ষা কর!

তখন নিরুপায় হইয়া নাগরিকেরা রাজবাটীতে সংবাদ দিল। রাজা উপস্থিত বিপদ্ হইতে সকলকে রক্ষা করিবার জন্য লোকজনসহ স্বয়ং সেই স্থানে আসিলেন এবং সেই উচ্চ অট্টালিকা হইতে যে চীৎকারধ্বনি আসিতেছিল, কিঞ্চিৎকাল নিবিষ্ট-চিত্তে তাহা শুনিয়া রাজা স্থির করিলেন যে, ইহা কোন দেবতার চীৎকার নয়; নিশ্চয় কোন মানব বা মানবী চীৎকার করিতেছে। তখন রাজার আদেশে কয়েকজন লোক গিয়া সেই ভগ্ন অট্টালিকার ছাদ হইতে সেই উলঙ্গিনী বুড়ীকে নীচে নামাইয়া আনিল। বুড়ীর কন্যা রূপিণিকাও এই সময় তথায় উপস্থিত হইয়াছিল। সে তাহার মাতাকে দেখিয়া চিনিল; কিন্তু লজ্জায় হঠাৎ সেখানে পরিচয় দিল না। ক্রমে নাগরিকেরা সেই উলঙ্গ বুড়ীর সর্ব্বাঙ্গে সিন্দুর, কালি, হাড়ের মালা ইত্যাদি দেখিয়া প্রথমে বিস্ময়াপন্ন হইল এবং পরে যখন তাহাকে রূপিণিকার মাতা বলিয়া সকলেই চিনিতে পারিল, তখন আর কাহারও হাস্য-সম্বরণ হইল না। সকলেই উচ্চকণ্ঠে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; তাহারা হাসিতে হাসিতে বুড়ীর নিকট সমস্ত ঘটনা জিজ্ঞাসা করিল। বুড়ী তাহাদের নিকট সকল কথাই খুলিয়া বলিল। তখন আর হাসি ধরে না, চারিদিকে কেবল হো-হো হি-হি রবে হাসির তরঙ্গ ছুটিয়া চলিল।

এই সময় নাগরিকদিগের মধ্য হইতে কেহ কেহ উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—এই দুষ্টা বদ্‌মাইস বুড়ী-মাগীর যে এইরূপ দশা করিয়াছে, সে শীঘ্র আইস, আমরা খুসী হইয়া তাহাকে কোলাকুলি দিব। মাগী যেমন দুষ্ট ছিল, তাহার বেশ সাজা হইয়াছে, আমরা তাহাতে তুষ্ট হইয়াছি।

নাগরিকগণের এই কথা শুনিয়া সেই ব্রাহ্মণ যুবক লোহজঙ্ঘ সত্বরই তথায় উপস্থিত হইয়া আগাগোড়া সকল ঘটনাই প্রকাশ করিল। তখন নাগরিকেরা সকলেই ধন্য ধন্য করিল। বুড়ীমাগী লজ্জায় ঘৃণায় যেন মরিয়া গেল। সে তখন যুবকের নিকট ভারী জব্দ হইল। যুবক তদবধি নিরাপদে রূপিণিকাকে লইয়া সেই স্থানে বসবাস করিতে লাগিল।

সেই ছদ্মবেশী বিকৃতরূপধারী বসন্তকের মুখে রাজকন্যা বাসবদত্তা এই গল্পটি শুনিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ বৎসরাজের মুখের দিকে তাকাইয়া খুব হাসিলেন এবং মনে মনে ভারী খুসী হইলেন।

ত্রয়োদশ তরঙ্গ

উজ্জয়িনী হইতে বৎসরাজের পলায়ন

বাসবদত্তা বন্দী বৎসরাজের নিকট সঙ্গীতশিক্ষা পাইতে লাগিলেন আর ক্রমেই তাঁহার অনুরাগ বৎসরাজের প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। এই সময় যৌগন্ধরায়ণ একদিন অন্যের অদৃশ্য থাকিয়া সঙ্গীতশালায় আসিয়া বসন্তকের সমক্ষে বৎসরাজকে বলিলেন,—দেব! উজ্জয়িনীরাজ আপনাকে কৌশলে বন্দী করিয়াছিলেন, কিন্তু এতদিন পরে তিনি তাঁহার কন্যাদান করিয়া আপনাকে মুক্তি দিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। যাহা হউক, তিনি যদি এখন কন্যাদান করিয়া স্বয়ং আপনাকে মুক্তি দেন, তবে তাহা আমাদিগের বিশেষ অপমানজনক হইবে এবং তাহাতে আমাদিগের কোনই পুরুষকার প্রকাশ পাইবে না; অতএব আমার মতে এরূপ অনুগ্রহ

লাভের প্রয়োজন নাই। আমি স্থির করিয়াছি,—অদ্য রাত্রেই বাসবদত্তাকে লইয়া এ স্থান হইতে রওনা হইবেন। যাইবার জন্য আপনার কোন ভাবনা নাই। আমি একরূপ সমস্ত বন্দোবস্তই ঠিক করিয়া রাখিয়াছি। বাসবদত্তাকে রাজা যে করিণী দিয়াছেন, একজন হস্তিচালক সেই শীঘ্রগামিনী হস্তিনী লইয়া সন্ধ্যার পর হইতেই পুরীর বাহিরে আপনার জন্য অপেক্ষা করিবে। আপনি যাইবার সময় মনে করিয়া আপনার তরবারি ও বীণা প্রভৃতি সঙ্গে লইবেন। বাসবদত্তা আপনার প্রতি এক্ষণে বিলক্ষণ অনুরাগিণী হইয়াছেন, সুতরাং আপনি এখন তাঁহাকে যাহা বলিলেন, তিনি তাহাই শুনিতে বাধ্য হইবেন। আমি সম্প্রতি আর অধিককাল এ স্থানে অপেক্ষা করিব না; আপনাকে যেরূপ বলিয়া গেলাম, আপনি তদনুসারেই প্রস্তুত হইয়া থাকিবেন। রাত্রিযোগেই আপনাকে এ স্থান হইতে বহির্গত হইতে হইবে। আপনার যাইবার সময় পথিমধ্যে যাহাতে কোনরূপ গোলযোগ না ঘটে, তাহার সুবন্দোবস্তের জন্য আমি বসন্তককে সঙ্গে লইয়া এখনই রওনা হইলাম।

যৌগন্ধরায়ণ এইরূপ পরামর্শ দিয়া বৎসরাজের নিকট হইতে তখনই বিদায় লইলেন। বৎসরাজও তদনুসারে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তাঁহার মনে যৌগন্ধরায়ণের পরামর্শ উত্তম বলিয়া ধারণা হইল।

এই সময় বাসবদত্তা আসিয়া সঙ্গীতশালায় প্রবেশ করিলেন। বৎসরাজ তখন অন্যান্য অনেক কথার পর তিনি রাত্রিযোগেই গোপনে তাঁহাকে লইয়া নিজ রাজ্যে গমন করিবার অভিপ্রায় তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলে, বাসবদত্তা তৎশ্রবণে অমত করিলেন না; তিনি বৎসরাজকে পাইবেন, চিরদিন তাঁহার অধিনী হইয়া থাকিবেন, এই ভাবিয়া মনে মনে তখন বড়ই আহ্লাদিত হইলেন এবং অবিলম্বেই নিজের হস্তিচালককে ডাকাইয়া পাঠাইলেন।

হস্তিচালক সঙ্গীতশালার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাসবদত্তা তাহাকে মদ্যদানে তুষ্ট করিলেন; যৌগন্ধরায়ণের পারিতোষিক পাইয়া হস্তিচালক পূর্ব্ব হইতেই খুসী হইয়াছিল, এক্ষণে রাজকন্যার ব্যবহারে আরও অধিক খুসী হইল এবং সে স্থান হইতে সত্বর বিদায় হইয়া গিয়া তাহার হস্তিনীকে সজ্জিত করিয়া রাখিল।

অনন্তর দিবা অবসান হইল। রাত্রি আসিল। রাজপুরীস্থ সকলেই আপন আপন গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল।

এই সময় বৎসরাজ যৌগন্ধরায়ণকথিত কৌশল-বলে শৃঙ্খল খুলিয়া বাসবদত্তাকে সঙ্গে লইয়া তরবারি হস্তে রাজপুরী হইতে বহির্গত হইলেন। সেই সময়ে পুরীমধ্যে কেহই তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইল না, তাঁহারা নির্বিঘ্নে পুরীর বাহিরের দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিলেন। দ্বারের অদূরেই হস্তি-চালক হস্তিনী সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিল। বৎসরাজ বাসবদত্তাসহ সত্বরই হস্তিনীর উপরে গিয়া উঠিলেন। সঙ্গে বাসবদত্তার সখী ও বসন্তক উঠিল।

পুরদ্বারের পার্শ্বে একস্থানে দুই জন সিপাহী পাহারায় নিযুক্ত ছিল, তাহারা অন্ধকারে লোকালাপ শুনিতে পাইয়া সত্বর সেই দিকে ছুটিয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। তখন বৎসরাজ ক্রোধভরে অন্য কথা না কহিয়া তরবারির আঘাতে বীরবাহু ও তালভট নামক দুই প্রহরীকে ধরাশায়ী করিলেন এবং হস্তিচালককে সত্বর হস্তিনী চালাইবার অনুমতি দিলেন। রাজাজ্ঞায় হস্তীপক দ্রুতবেগে হস্তী চালাইয়া দিল। অতি অল্পকালমধ্যেই তাঁহারা বহুদূর অতিক্রম করিলেন।

এদিকে রাজপথে রক্ষকদ্বয়ের চীৎকার শুনিবামাত্র অন্যান্য আরও কয়েকজন সিপাহী তাহাদিগের সাহায্যার্থে ছুটিয়াছিল এবং সিপাহী-দ্বয়কে মৃত দেখিয়া সত্বরই ফিরিয়া গিয়া সেই ভীষণ সংবাদ রাজপুরে প্রচার করে।

এই ভীষণ সংবাদ রাজপুরে প্রচারিত হইবামাত্র তথাকার সকলেরই মন ক্ষুব্ধ হইল। ক্রমে এই সংবাদ উজ্জয়িনীপতির কর্ণগোচর হইল। তখন তিনি সন্দেহবশতঃ তাঁহার কন্যার সঙ্গীতশালায় বৎসরাজের সন্ধান করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে তথায় দেখিতে পাইলেন না। রাজার মনে ঘোর সন্দেহ হইল! তিনি অন্তঃপুরমধ্যে কন্যার সন্ধান লইলেন কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না। এইবার উজ্জয়িনীপতির নিশ্চয়ই ধারণা হইল, বৎসরাজ উদয়নই তাঁহার কন্যাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন। তখন ত্রস্ত হইয়া বৎসরাজের গতিরোধ করিবার জন্য স্বীয় পালক নামক পুত্রকে প্রেরণ করিলেন। পালক পিতৃ-আজ্ঞায় বৎসরাজকে পথিমধ্যে অবরোধ করিবার জন্য সত্বরই সুসজ্জিত হইয়া রাজপুরী হইতে বহির্গত হইলেন।

এদিকে বৎসরাজ করেণু-আরোহণে রাজপুরী হইতে কিছুদূর পর্য্যন্ত গমন করিয়া রাত্রির শেষভাগে

নিঃশঙ্কচিত্তে ধীরে ধীরে গমন করিতেছিলেন। হঠাৎ পশ্চাদ্দিক হইতে লোক-কোলাহল শ্রুত হইল। দেখিতে দেখিতে একদল অশ্বারোহী সিপাহীসহ রাজপুত্র পালক তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন উভয়েই কিছুক্ষণ বাগ্‌বিতণ্ডা হইল। বৎসরাজ কিছুতেই উজ্জয়িনীতে ফিরিয়া যাইতে সম্মত হইলেন না। রাজপুত্রও পিতার আদেশ পালনে পশ্চাৎপদ হইতেছেন না, এমন সময়ে পিতার পৃথক্ আদেশ লইয়া সহোদর গোপাল আসিয়া ভ্রাতাকে ফিরিয়া আসিতে বলিল, পালক উজ্জয়িনীর রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এই সময় হঠাৎ একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। বৎসরাজ বাসবদত্তাকে লইয়া যে করিণী-আরোহণে এতকাল স্বচ্ছন্দে চলিয়া আসিতেছিলেন, বিন্ধ্যাচলের প্রান্তসীমায় আসিয়া সেই করিণী অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইল। করিণীর শরীর হইতে এক দিব্যমূর্ত্তি আকাশে উত্থিত হইয়া বৎসরাজকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিল,—রাজন্! আমার নাম মায়াবতী, আমি পূর্ব্বে এক বিদ্যাধরী ছিলাম, শাপবশতঃ এত-কাল আমাকে হস্তিনী হইয়া থাকিতে হইয়াছিল। যাহা হউক, আজ আপনার যৎসামান্য উপকার করিতে পারিয়া আমার বড় আনন্দ হইয়াছে। আমি এক্ষণে শাপমুক্ত হইয়া যথাস্থানে চলিলাম। ভবিষ্যতে আপনার যিনি পুত্র হইয়া জন্মিবেন, আমি যথাকালে তাঁহারও উপকার করিতে বিস্মৃত হইব না। আর আপনার সমভিব্যাহারিণী এই যে বাসবদত্তাকে দেখিতেছেন, ইনি প্রকৃত মানুষী নহেন, ইনি দেবী। কেবল আপনার পত্নী হইবার জন্যই শাপভ্রষ্ট হইয়া ধরায় আসিয়া জন্ম লইয়াছেন।

শাপমুক্ত বিদ্যাধরী এই কথা কহিয়া যথাস্থানে চলিয়া গেল। বৎসরাজও অগত্যা বাসবদত্তাকে লইয়া পদব্রজেই পর্ব্বতসানুর উপর দিয়া চলিতে লাগিলেন।

স্থান বড়ই ভীষণ। কিন্তু বৎসরাজের মনে ভয়ের লেশমাত্রও নাই। তিনি স্বচ্ছন্দে তরবারি হস্তে বাসবদত্তাকে লইয়া ধীরে ধীরে পথ অতিবাহিত করিতেছেন। এই সময় রাত্রিও প্রায় প্রভাত হইয়াছে। উষার আলোকে নৈশ অন্ধকারপুঞ্জ অনেক পরিমাণে তিরোহিত হইয়াছে। সহসা পার্শ্ববর্ত্তী এক গিরিগহ্বর হইতে ভীষণ হুহুঙ্কারধ্বনি উত্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে গিরিগুহা হইতে একদল সশস্ত্র দস্যু বাহির হইয়া বৎসরাজের পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইল। বৎসরাজ এই ব্যাপারে চমকিত হইলেন, কিন্তু ভয়ে বিচলিত হইলেন না। তিনি অকুতোভয়ে হস্তে তরবারি লইয়া সিংহবিক্রমে সেই সকল দস্যুর সম্মুখীন হইলেন। দস্যুদলও প্রাণপণে তাঁহাকে আক্রমণ করিল, কিন্তু বৎসরাজের তরবারির সম্মুখে তাহারা অধিককাল তিষ্ঠিতে পারিল না। রণকৌশলী বৎসরাজের তরবারির আঘাতে মুহূর্ত্তমধ্যে প্রায় এক শত পাঁচ জন দস্যু জীবন হারাইল। তখন অবশিষ্ট দস্যুরা ছোড়ভঙ্গ হইয়া পড়িল। কিন্তু তখনও তাহাদের যুদ্ধ-আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি পাইল না। তাহারা আবার আক্রমণের চেষ্টা করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে বৎসরাজের বয়স্য বসন্তক, মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ ও মিত্র পুলিন্দাধিপতি সসৈন্য পুলিন্দক আসিয়া তাঁহার সাহায্যার্থ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তখন অবশিষ্ট দস্যুদল পলায়ন করিল।

সমস্ত বাধা-বিঘ্ন কাটিয়া গেল। বৎসরাজ এক্ষণে নিরাপদে বাসবদত্তাকে সঙ্গে লইয়া যৌগন্ধরায়ণ, বসন্তক ও সসৈন্য পুলিন্দপতি কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে পুলিন্দপতির আবাসভূমি নিকটবর্ত্তী হইল, পুলিন্দরাজের যত্নে সঙ্গিগণসহ বৎসরাজ সেদিন সেই স্থানেই অতি-বাহিত করিলেন। পরদিন প্রভাত হইবামাত্র বৎস-রাজ নিজ সেনাপতি রুমণ্বানের নিকট এক দূত প্রেরণ করিলেন। সেনাপতি সংবাদ পাইয়া অবিলম্বেই সসৈন্যে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন সেই বিন্ধ্যাচলেরই একস্থানে বৎসরাজ শিবির সংস্থাপন করিয়া উজ্জয়িনীপতির গতিবিধি জানিবার জন্য কয়েকদিন তথায় অবস্থান করিলেন। এই সময় মন্ত্রিবর যৌগন্ধরায়ণের সুহৃদ্ জনৈক সওদাগর উজ্জয়িনী হইতে বিন্ধ্যাচলস্থিত বৎসরাজের শিবিরে আসিয়া কহিল,—দেব! উজ্জয়িনীপতি চণ্ডমহাসেন আপনার ন্যায় জামাতা পাইয়া বড়ই আহ্লাদিত হইয়াছেন। তিনি তাঁহার সমস্ত বক্তব্যবিষয় জানাইবার জন্য জনৈক সম্ভ্রান্ত প্রতীহারীকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, আমি প্রতীহারীর সঙ্গে সঙ্গেই উজ্জয়িনী হইতে রওনা হইয়াছিলাম; কিন্তু পথিমধ্যে তাঁহার কোন কারণে বিলম্ব হওয়ায় আমি তাঁহার অগ্রেই আপনার নিকট সংবাদ দিবার জন্য সত্বর এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। তিনি পশ্চাতে আসিতেছেন।

বৎসরাজ উজ্জয়িনীবাসী সওদাগরের মুখে এই সংবাদ শুনিয়া হাসিতে হাসিতে প্রিয়া বাসবদত্তার নিকট তৎসমুদায় বলিলেন। সংবাদ শুনিয়া বাসব-দত্তারও আনন্দ হইল। তখন এই আনন্দের সময়

আরও অধিক আনন্দিত হইবার জন্য নিকটস্থ বসন্তককে ডাকিয়া বাসবদত্তা কহিলেন,—ঠাকুরমহাশয়! আপনার গল্প শুনিতে আমি বড়ই ভালবাসি। আপনি এই সময়ে একটি মনোরম অথচ স্বামীর প্রতি ভক্তিপ্রকাশক গল্প বলুন, আমার শুনিতে বড়ই সাধ হইয়াছে।

বাসবদত্তার অনুরোধে বসন্তক গল্প বলিতে লাগিলেন, রাজনন্দিনি! এই ভারতবর্ষে তাম্রলিপ্ত নামে একটি নগর আছে। এই নগরে ধনদত্ত নামক এক ধনাঢ্য সওদাগর বাস করিতেন। ধনদত্তের পুত্রসন্তান কিছুই ছিল না। এ কারণ তিনি প্রতিদিনই নানা স্থান হইতে ভাল ভাল ব্রাহ্মণ আনাইয়া অতি বিনীতভাবে তাঁহাদিগকে বলিতেন,—হে বিপ্রগণ! আমার পুত্রসন্তান নাই, অতএব যাহাতে অচিরাৎ আমি একটি পুত্রসন্তান লাভ করিতে পারি, আপনারা যাগযজ্ঞ অথবা অন্য কোন সৎক্রিয়া দ্বারা তাহার উপায় করিয়া দিন। কয়েকজন ব্রাহ্মণ সওদাগরকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন,—মহাশয়! এ অতি সহজ কথা। ইহার জন্য ভাবনা কি? বৈদিক প্রক্রিয়া দ্বারা ব্রাহ্মণগণ না করিতে পারেন, এমন কাজ নাই। পূর্ব্বতন অনেক অপুত্রক রাজা-মহারাজা ব্রাহ্মণগণ দ্বারা যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করাইয়া অনায়াসে পুত্রসন্তান লাভ করিয়াছেন, অতএব আপনি পুত্রেষ্টি যজ্ঞের আয়োজন করিয়া আমাদিগের দ্বারা তাহা সম্পন্ন করুন, আপনিও অচিরেই পুত্রসন্তান লাভ করিতে পারিবেন।

সওদাগর ধনদত্ত ব্রাহ্মণগণের কথানুসারে তাঁহাদিগের দ্বারা শীঘ্রই পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদন করাইলেন। যজ্ঞের ফলে যথাকালে তাঁহার একটি পুত্র হইল। পুত্রটি ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সওদাগর আহ্লাদিত হইয়া পুত্রের নাম রাখিলেন গুহসেন। গুহসেন কালক্রমে যখন শৈশব অতিক্রম করিয়া যৌবনের সীমায় পদার্পণ করিল, তখন সওদাগর ধনদত্ত পুত্র গুহসেনের বিবাহার্থ ইতস্ততঃ কন্যা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু নিজ দেশের মধ্যে কোথাও মনোমত কন্যা মিলিল না। তখন সওদাগর বাণিজ্য করিবার ছলে নিজ পুত্রকে সঙ্গে লইয়া উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধান লইবার জন্যই বিদেশে যাত্রা করিলেন। ক্রমে একটি দ্বীপে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সওদাগর ধনদত্ত সম্মুখস্থ দ্বীপটিকে বেশ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও বাণিজ্যের বিলক্ষণ উপযোগী বলিয়া বিবেচনা করিয়া কয়েকদিন পর্য্যন্ত সেই স্থানে অবস্থান করিয়া স্থানীয় সমস্ত সংবাদাদি ভালরূপে জানিতে লাগিলেন। ক্রমে ধর্ম্মগুপ্ত নামক তথাকার এক ধনাঢ্য সওদাগরের একটি পরমাসুন্দরী কন্যা আছে জানিতে পারিয়া নিজ পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু ধর্ম্মগুপ্ত একটুকাল বিবেচনা করিয়া এই প্রস্তাবে মত দিলেন না, তিনি উত্তর করিলেন,—ভারতবর্ষের তাম্রলিপ্ত নগরে আপনার বাস। তাম্রলিপ্ত এ স্থান হইতে বহুদূরে; সুতরাং অত দূরদেশে আমি কন্যার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করি না। ধনদত্ত তৎশ্রবণে একটু মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। তিনি আর ধর্ম্মগুপ্তের নিকট সে সম্বন্ধে কোন প্রস্তাব করিলেন না।

ধর্ম্মগুপ্ত কন্যার বিবাহসম্বন্ধ প্রত্যাখ্যান করিলেন বটে, কিন্তু তাহার কন্যা সওদাগর-পুত্র গুহসেনকে দেখিয়া অত্যন্ত অনুরাগিণী হইল। সে ক্ষণেকের জন্যও গুণসেনকে ভুলিতে পারিল না, গুহসেনই এখন তাহার একমাত্র লক্ষ্য হইল। ধর্ম্মগুপ্তের কন্যার নাম দেবস্মিতা। দেবস্মিতা গুহসেনের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য, অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া অবশেষে গুহসেনের নিকট তাহার এক সখীকে পাঠাইয়া দিয়া এই মর্ম্মে সংবাদ জানাইল যে, আমি আপনাকে দেখিয়া অবধি আপনার প্রতি অত্যন্ত অনুরাগিণী হইয়াছি; অতএব আপনি আমাকে ত্যাগ করিতে পারিবেন না। আজ যে প্রকারেই হউক, রাত্রিযোগে আমি আপনার বাণিজ্যপোতে গিয়া উপস্থিত হইব।

গুহসেন সখীমুখে দেবস্মিতার সংবাদ পাইয়া পিতা ধনদত্তের নিকট তাহা বলিলেন এবং পিতার মত লইয়া সেই রাত্রেই তথা হইতে রওনা হইবার জন্য দিবাভাগে সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া রাখিলেন।

ক্রমে দিবা অবসান হইল। রাত্রি-সমাগমে ঘোর অন্ধকারে সর্ব্বদিক আচ্ছন্ন হইয়া গেল। তখন অতি গোপনে সঙ্কেত অনুসারে সওদাগর-দুহিতা দেবস্মিতা আসিয়া ধনদত্তের বাণিজ্যতরীর পার্শ্বে উপস্থিত হইল। ধনদত্ত ও তৎপুত্র গুহসেন ইঁহারা সংবাদ পাইয়া পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়াছিলেন। এক্ষণে দেবস্মিতা আসিবামাত্র তাহাকে লইয়া সত্বর বাণিজ্যপোত খুলিয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে অতি অল্পসময়ের মধ্যেই তাঁহারা সে দ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া তথা হইতে বহুদূর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্রমে তাম্রলিপ্ত নগর নিকটবর্ত্তী হইল। তখন দেবস্মিতাকে লইয়া সওদাগর ধনদত্ত ও তৎপুত্র গুহসেন নিজ ভবনে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর কয়েকদিন

পরেই দেবস্মিতার সহিত গুহসেনের বিবাহ হইল। দেবস্মিতার পিতা কন্যার আর কোনরূপ সংবাদ লইলেন না। তখন নবদম্পতি কিছুদিন পর্য্যন্ত খুব সুখে-স্বচ্ছন্দেই দিনাতিপাত করিলেন।

কিয়দ্দিন পরেই সওদাগর ধনদত্ত মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। পিতার মৃত্যুর পর গুহসেন বাণিজ্যেযাইবার জন্য পত্নী দেবস্মিতার নিকট একদিন তৎসম্বন্ধে প্রস্তাব করিলেন। পতির বাণিজ্যে যাইবার কথা শুনিয়া দেবস্মিতা ভাবিলেন—স্বামী বিদেশে বেশীদিন বাস করিলে অন্য রমণীতে তাহার আসক্তি জন্মিবে, তখন আমাকে আর মনে থাকিবে না। অতএব আমি কিছুতেই স্বামীকে দূরদেশে যাইতে দিব না।

দেবস্মিতা মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া-চিন্তিয়া স্বামীকে বাণিজ্যার্থ দেশান্তর যাইতে নিষেধ করিলেন। এদিকে গুহসেনের সঙ্গী সুহৃদ্গণ সকলেই বাণিজ্যে যাইতে প্রস্তুত হইয়া গুহসেনকে ব্যস্ত করিতে লাগিল। তখন গুহসেন বিষম সমস্যায় পড়িলেন। একদিকে স্ত্রীর নিষেধ এবং অন্যদিকে বন্ধুগণের অনুরোধ; সুতরাং উভয়সঙ্কটে পড়িয়া গুহসেন কি যে করিবেন, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

অনন্তর গুহসেন মনে মনে ভাবিলেন, আমি দেবমন্দিরে গিয়া দেবতার সম্মুখে হত্যা দিয়া থাকি, পরে দেবতা প্রসন্ন হইয়া আমাকে এ সম্বন্ধে যেরূপ আদেশ করেন, আমি তাহাই করিব।

গুহসেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া উপায়ান্তর না পাইয়া দেবমন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক দেবতা-সম্মুখে হত্যা দিয়া পড়িয়া রহিলেন। গুহসেনের পত্নী দেবস্মিতাও এই সংবাদ পাইয়া সেই দেবমন্দিরে গমনপূর্ব্বক দেবারাধনায় নিবিষ্ট হইলেন। তখন স্বামি-স্ত্রী উভয়েই অনাহারে থাকিয়া দিবারাত্র একাগ্রমনে দেবারাধনায় অতিবাহিত করিলেন।

তখন দেবতা প্রসন্ন হইয়া দর্শন দিলেন ও সেই নিয়মপরায়ণ দম্পতীকে দুইটি রক্তপদ্ম সমর্পণপূর্ব্বক কহিলেন,—আমি তোমাদিগের আরাধনায় বড়ই তুষ্ট হইয়াছি; অতএব তোমরা দুই জনে এই দুইটি রক্তপদ্ম গ্রহণ কর। এই পদ্ম দুইটি সর্ব্বদা হস্তে থাকিলে তোমাদিগের উভয়েরই উভয়ের প্রতি আর কখন সংশয় থাকিবে না। তোমরা যে, যে স্থানেই থাক; যদি ঘটনাক্রমে তোমাদিগের উভয়ের মধ্যে কেহ অন্যাসক্ত হও, তবে স্ব স্ব হস্তস্থিত এই পদ্মের দিকে দৃষ্টি করিলেই তাহা জানিতে পারিবে; কারণ তখন এই পদ্মের শোভা এরূপ থাকিবে না, ইহা তখন ম্লান হইয়া যাইবে। ফল কথা, তোমাদিগের উভয়ের মধ্যে একজনের চরিত্র দূষিত হইলে অপর জন তাহার হস্তস্থিত পদ্মের মলিনতা দেখিয়া তাহা বুঝিতে পারিবে।

দেবতা এইরূপ আদেশ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। গুহসেন ও দেবস্মিতা তখন হইতে পরমযত্নে পদ্ম দুইটিকে নিজ নিজ হস্তে ধারণ করিতে লাগিলেন। এখন আর কাহারও প্রতি সন্দেহ-সংশয় কিছুই রহিল না, উভয়েই এখন নিশ্চিন্ত ও নিঃসন্দেহ হইয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্যপালনে নিরত হইলেন।

গুহসেন অবিলম্বেই বাণিজ্যার্থ কটাহদ্বীপে যাত্রা করিলেন। স্বামীর বাণিজ্যযাত্রায় পত্নী দেবস্মিতার মনে এবার আর কোন দৈন্য হইল না। তিনি অক্ষুব্ধচিত্তে গৃহে থাকিয়া গৃহকার্য্যাদিতে ব্যাপৃত রহিলেন এবং মধ্যে মধ্যে এক-একবার সেই দেবীদত্ত রক্তপদ্মটির দিকে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। এদিকে গুহসেনও যথাসময়ে কটাহদ্বীপে পৌঁছিয়া বহুমূল্য জিনিসপত্রাদির ক্রয়-বিক্রয়ে ব্যাপৃত রহিলেন এবং সদাকাল সেই রক্তপদ্মটি হস্তে রাখিয়া এক-একবার দেখিতে লাগিলেন। একদিন চারি জন সওদাগর-তনয় গুহসেনের সহিত আলাপ-পরিচয় করিবার জন্য তাঁহার দোকানে আসিয়া উপস্থিত হইল। অল্পক্ষণের মধ্যেই গুহসেন তাহাদের নিকট বিলক্ষণ পরিচিত হইলেন। ক্রমে এই সওদাগর-তনয়গণের সহিত গুহসেনের অত্যন্ত সৌহার্দ্দ জন্মিল। সওদাগর-তনয়গণ প্রত্যহই গুহসেনের দোকানে যাতায়াত করিতে লাগিল। গুহসেন নিজের কাজকর্ম্ম করেন, আর মধ্যে মধ্যে সেই পদ্মটি হস্তে লইয়া এক-একবার তাহা ভাল করিয়া দেখেন। সওদাগর-তনয়গণ প্রত্যহই এই ব্যাপার দেখিয়া ইহার কারণ কি, তাহা জানিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইল, কিন্তু সহসা কিছুই ঠিক করিতে পারিল না এবং গুহসেনের কাছে হঠাৎ পদ্মটির বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে পাছে তিনি সকল কথা খুলিয়া না বলেন, এই ভাবিয়া তাহারা তখন গুহসেনের নিকট সে সম্বন্ধে কিছুই জিজ্ঞাসা করিল না। তাহারা সেদিনকার মত নিজ নিজ বাসভবনে চলিয়া গেল।

একদিন কোন কার্য্যোপলক্ষে সওদাগর-তনয়গণ গুহসেনকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইল। গুহসেন সন্তুষ্ট মনে সেইস্থানে আসিয়া নানাবিধ আলাপ-ব্যবহারে সময় কাটাইতে লাগিলেন। ক্রমে গুহসেনের

তৃপ্তির জন্য নানা প্রকার মদ্য আনীত হইল। তখন সুহৃদ্‌গণের অনুরোধে গুহসেন অজস্র মদ্যপান আরম্ভ করিলেন। অল্পক্ষণমধ্যেই মদ্যপানে তিনি বিলক্ষণ মাতাল হইয়া উঠিলেন। তখন তাঁহার হৃদয়দ্বার সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত হইয়া গেল, কোন কথাই গোপন নাই।

গুহসেনের সেই অবস্থায় তাহারা তাহার হস্তস্থিত পদ্মটির বিবরণ জিজ্ঞাসা করিল। গুহসেনের এখন খোলা মন; সুতরাং কোন কথাই ব্যক্ত করিতে বাধা নাই। তিনি পদ্মটি-সম্বন্ধীয় আদি-অন্ত সমস্ত ঘটনাই তাহাদের নিকট তখন প্রকাশ করিয়া বলিলেন।

গুহসেনের মুখে পদ্মটির বিবরণ শুনিয়া ধূর্ত্ত বণিকপুত্রগণের হৃদয়ে পাপ প্রবৃত্তির উদয় হইল। তাহারা গুহসেনকে যাহাতে বহুদিনের জন্য কটাহ-দ্বীপে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হয়, এইরূপ কোন কাজকর্ম্মের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া তাম্রলিপ্ত নগরস্থ তদীয় বাসভবনোদ্দেশে যাত্রা করিল। কটাহদ্বীপ হইতে তাম্রলিপ্ত নগর বহু দূর হইলেও ধূর্ত্ত বণিকপুত্রগণ বিবিধ উপায় অবলম্বনে অতি অল্পদিনের মধ্যেই তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। এখানে আসিয়া তাহারা গুহসেনের পত্নীর সতীত্ব নাশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু সহসা কোন ফলোদয় হইল না। তখন কি উপায়ে কেমন করিয়া তাহারা স্বকার্য্যসাধন করিবে, সর্ব্বদা তাহারই চিন্তায় নিমগ্ন রহিল।

পাপিষ্ঠ বণিকপুত্রগণ একদিন এক নিভৃত স্থানে বসিয়া তাহাদের পাপ-উদ্দেশ্য-সাধনার্থ নানারূপ যুক্তি-পরামর্শ করিতে লাগিল। এই সময় তাহাদের নিকট দিয়া একটি পরিব্রাজিকা স্ত্রীলোক যাইতেছিল। ধূর্ত্ত বণিকপুত্রেরা তাহাকে নানারূপ মিষ্টকথায় তুষ্ট করিয়া কহিল,—দেবি! আপনাকে সর্ব্ববিষয়ে পারদর্শিনী বলিয়া আমাদের ধারণা হইতেছে। অতএব দয়া করিয়া আপনি যদি আমাদিগের একটি কার্য্য উদ্ধার করিয়া দেন, তবে আপনাকে আমরা বহু অর্থ দিয়া পরিতুষ্ট করিব। পরিব্রাজিকা উত্তর করিল,—হে পথিকগণ, তোমাদিগের মনের ভাব আমার নিকট ব্যক্ত কর; আমি যথাসাধ্য তোমাদের কার্য্যোদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিব। আমার অর্থের তত প্রয়োজন নাই এবং আমি স্বয়ং লিপ্ত হইয়া কোন কার্য্য করিব না, তবে সিদ্ধকরী নামে আমার একটি চতুরা শিষ্যা আছে, তাহার দ্বারাই আমি তোমাদিগের কার্য্যসাধন করাইব। আমার সেই শিষ্যার বুদ্ধিবলে আমি প্রচুর ধনলাভ করিয়াছি।

পরিব্রাজিকার কথায় বিস্মিত হইয়া বণিক্‌-পুত্রগণ জিজ্ঞাসা করিল,—দেবি! আপনার সেই শিষ্যা স্ত্রীলোকটি কোথায় আছেন এবং কেমন করিয়াই বা তাহা দ্বারা আপনি প্রচুর অর্থপ্রাপ্ত হইলেন? পরিব্রাজিকা উত্তর করিল,—তোমরা যদি আমার ধনপ্রাপ্তির কথা শুনিবার জন্য একান্তই উৎসুক হইয়া থাক, তবে শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে এই নগরে ভারতের উত্তর দেশ হইতে একজন ধনাঢ্য বণিক আসিয়া বাস করে। আমার শিষ্যা সিদ্ধকরী সেই বণিকের গৃহে কিছুদিন পর্য্যন্ত দাসী হইয়া তাহার গৃহকার্য্যে নিযুক্তা থাকে। ক্রমে সিদ্ধকরী বণিকের অত্যন্ত বিশ্বাসপাত্রী হইয়া একদিন সুযোগমত প্রচুর ধনরত্ন লইয়া তথা হইতে পলায়ন করে।

সিদ্ধকরী বণিকের গৃহ হইতে প্রচুর ধনরত্ন লইয়া শঙ্কাকুলচিত্তে যখন নগরের প্রান্ত দিয়া যাইতেছিল, তখন একজন ভিক্ষুকও একটি মৃদঙ্গ স্কন্ধে করিয়া সেই পথ দিয়া ভিক্ষার্থ গ্রামান্তরগমনে উদ্যত হয়, পথিমধ্যে যাইতে যাইতে একটি অশ্বত্থ-তরুর নিকট সে সিদ্ধকরীকে দেখিতে পাইয়া তাহার নিকট কিঞ্চিৎ ভিক্ষা প্রার্থনা করিল। সিদ্ধকরী ভিক্ষুকের প্রার্থনা শুনিয়া কাতরভাবে তাহাকে উত্তর দিল,—হে ভিক্ষো! আমার কাছে এমন কোন অর্থ নাই, যাহা তোমাকে দান করিতে পারি। আমি আমার স্বামীর সহিত কলহ করিয়া স্বীয় প্রাণত্যাগ করিবার জন্য গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছি; অতএব তুমি আমার একটি উপকার কর, এই সম্মুখবর্ত্তী বৃক্ষশাখায় এইরূপ একগাছি রজ্জু বান্ধিয়া দাও যে, আমি যেন শীঘ্রই তাহা দ্বারা জীবনত্যাগ করিতে পারি। মূর্খ ভিক্ষুক ভাবিল,—এ ব্যক্তি নিজ ইচ্ছায় প্রাণত্যাগ করিবে, সুতরাং ইহাতে আমার দোষ কি? আমি যথাসাধ্য ইহার উপকার করিয়া যাই।

ভিক্ষুক এইরূপ ভাবিয়া তখন একগাছি রজ্জু সংগ্রহ করিয়া সেই বৃক্ষশাখায় ঝুলাইয়া দিল। সিদ্ধকরী তদ্দর্শনে কহিল,—হে ভিক্ষো! তুমি আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছ; কিন্তু আমি ইহা দ্বারা কিরূপে যে জীবন ত্যাগ করিব, তাহা জানি না, অতএব কৃপা করিয়া তুমি তাহা আমাকে দেখাইয়া দাও। ভিক্ষুকের মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হইয়াছে; সুতরাং সে সিদ্ধকরীর কথামত সেই বৃক্ষশাখার নীচে তাহার

মৃদঙ্গটি পাতিয়া তদুপরি আরোহণ করিলএবং নিজ গলায় রজ্জুগাছটি বান্ধিয়া কিরূপে মরিতে হইবে, তাহা তাহাকে দেখাইতে লাগিল। ধূর্ত্তা সিদ্ধকরী এই সময় হঠাৎ পদাঘাতে ভিক্ষুকের পায়ের নীচে হইতে মৃদঙ্গটি ফেলিয়া দিল। তখন মুহূর্ত্তমধ্যেই রজ্জুবন্ধনে ভিক্ষুকের জীবনলীলা শেষ হইল।

সিদ্ধকরী নিশ্চিন্ত হইল। সে তাহার ধনরত্নাদি লইয়া এইবার নিরাপদে সে স্থান হইতে যাইবার জন্য উদ্‌যোগ করিল। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল, সিদ্ধকরী যে বণিকের ধনরত্ন চুরি করিয়া লইয়া আসিয়াছে, একজন ভৃত্যসহ সেই বণিক চোরের অনুসন্ধানার্থ সেই বৃক্ষের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন সিদ্ধকরী উপায়ান্তর না দেখিয়া সত্বর সেই বৃক্ষে আরোহণপূর্ব্বক পত্রপল্লবে নিজ দেহ আচ্ছাদিত করিয়া লুকাইয়া রহিল। বণিক বা বণিকের ভৃত্য কেহই তাহাকে দেখিতে পাইল না। বণিক সম্মুখস্থ বৃক্ষশাখায় এক মৃত ব্যক্তিকে ঝুলিতে দেখিয়া সে স্থান হইতে গমন করিতে উদ্যত হইল; কিন্তু তাহার ভৃত্য সন্দেহবশতঃ বৃক্ষে উঠিয়া চোরের সন্ধান করিতে করিতে একস্থানে সিদ্ধকরীকে দেখিতে পাইল। ধূর্ত্তা সিদ্ধকরী বণিকের ভৃত্যকে দেখিয়া কৃত্রিম প্রণয়ের সহিত গোপনে তাহাকে কহিল,—ওহে যুবক! আমি তোমাকে অনেকদিন হইতেই ভালবাসি, অতএব তুমি এই ধনরত্নসহ আমাকে ভজনা কর। আমি তোমার জন্যই এই সকল ধন চুরি করিয়া এই স্থানে আনিয়াছি; এখন আমাকে লইয়া তুমি সুখে-স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত কর।

ধূর্ত্তা সিদ্ধকরীর কথায় ভৃত্যের মন তাহাতে আসক্ত হইল। সিদ্ধকরীও এই অবসরে ভৃত্যের মুখমণ্ডলে প্রেমভরে বারংবার চুম্বন করিতে লাগিল। চুম্বন করিতে করিতে সিদ্ধকরী হঠাৎ দন্ত দ্বারা ভৃত্যের জিহ্বার অর্দ্ধভাগ কাটিয়া ফেলিল। ভৃত্যের মুখ হইতে অজস্র রক্ত পড়িতে লাগিল। দারুণ যন্ত্রনায় ভৃত্য বৃক্ষ হইতে পড়িয়া গিয়া তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল! বণিক এই ব্যাপার দেখিয়া বৃক্ষে নিশ্চয়ই কোন ভূত আছে, এই ভয়ে সে স্থান হইতে পলায়ন করিল। তখন সিদ্ধকরীও ধীরে ধীরে বৃক্ষ হইতে নামিয়া আসিয়া প্রচুর ধনরত্নসহ নিরাপদে নিজগৃহে প্রস্থান করিল।

পরিব্রাজিকা কহিল,—হে পথিকগণ! আমার শিষ্যা সেই সিদ্ধকরীর এইরূপ অনেক গুণ বিদ্যমান আছে। আমি আমার শিষ্যার সহিত একস্থানেই বাস করিতেছি। তাহার চতুরতায় আমার গৃহে ধনের অভাব নাই। পরিব্রাজিকা এই কথা বলি[তে] বলিতে সহসা সিদ্ধকরীও সেই স্থানে আসিয়া উপ[স্থিত] হইল। তখন পরিব্রাজিকা সিদ্ধকরীকে সেই বণি[ক] পুত্রগণের নিকট পরিচয় করাইয়া দিয়া কহিল,—[হে] পথিকগণ! আর বিলম্বের আবশ্যক নাই, [এই] আমার শিষ্যা উপস্থিত হইয়াছে। এখন ক[হ,] তোমরা এই নগরের কোন্ গৃহস্থ-রমণীর স[হিত] সম্মিলিত হইতে ইচ্ছা করিতেছ?

পরিব্রাজিকার কথা শুনিয়া বণিকপুত্রগণ কহি[ল,—] এই নগরে সওদাগর গুহসেনের পত্নী দেবস্মিতা না[মে] এক যুবতী আছে, আমরা তাহারই সহিত সম্মি[লিত] হইতে ইচ্ছা করিতেছি, অতএব আপনি কো[ন] করিয়া আমাদিগের সেই অভিলাষ পূর্ণ করিয়া দি[ন।] পরিব্রাজিকা কহিল,—বৎসগণ! তোমাদি[গের] কোন চিন্তা নাই, আমি অবিলম্বেই তাহা সম্পা[দন] করিতেছি। এক্ষণে বেলা অধিক হইয়াছে, অত[এব] অদ্য তোমরা আমারই গৃহে অবস্থান কর।

বণিকপুত্রগণ পরিব্রাজিকার কথায় আশ্বস্ত হই[য়া] তাহারই গৃহে অবস্থান করিতে লাগিল। এদি[কে] পরিব্রাজিকাও তাহার শিষ্যা সিদ্ধকরীকে সঙ্গে লই[য়া] গুহসেনপত্নী দেবস্মিতার মন ভুলাইবার জন্য তদ্[গৃহে] যাত্রা করিল।

গুহসেনের বাড়ীর দ্বারে এক ভয়ঙ্কর কুক্কুর বাঁ[ধা] থাকিত। সেই কুক্কুরের জন্য সহসা কোন অপরিচি[ত] লোক বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতে পারিত না।

একদিন সন্ধ্যার সময় দুইটি স্ত্রীলোক গুহসেনে[র] পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল; কিন্তু সে[ই] ভীষণ কুক্কুরের জন্য তখন তাহারা কিছুতেই [সেই] বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতে পারিতেছে না, দেবস্মি[তা] কুক্কুরকে বাঁধিয়া তাহাদিগকে নিজ গৃহে আনাইলে[ন।]

আগন্তুক স্ত্রীলোক দুইটির সহিত দেবস্মিতার পূ[র্ব্বে] কখন আলাপ-পরিচয় না থাকিলেও তাহারা প্রবেশ[মাত্রই] দেবস্মিতার সহিত এমনিভাবে পাতাইয়া পাতাই[য়া] কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল যে, দেবস্মিতা তাহাদিগ[কে] অবশ্যই চিনিতে বাধ্য হইলেন। তখন স্ত্রীলো[ক] দুইটি নানাবিষয়ের নানা কথার পর দেবস্মিতাকে বলিল,—বাছা, তোমার এমন যৌবনকাল বৃথা যাইতেছে। আহা, তোমাকে দেখিয়া আমাদে[র] বড় কষ্ট হয়। তোমার এই কাঁচাবয়সে তুমি এ[ত] কাল স্বামী ছাড়া হইয়া কেমন করিয়া কি সুখে [আছ,] আছ, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। যা[হা] হউক, আমরা বলি, তুমি তোমার এই সুন্দর যৌব[ন] বৃথা নষ্ট না করিয়া এখনও জীবনের সুখটুকু ক[রি]

লও। তোমার স্বামী বিদেশে গিয়াছে, সে এতকাল-মধ্যেও যখন আসিল না, তখন যে ইহার পর আর আসিবে, তাহার স্থিরতা কি? অতএব দিন থাকিতে তুমি অন্য কোন যুবকের প্রণয়ে আসক্ত হইয়া সুখে কালযাপন কর। ফল কথা, সংসারে যুবতী স্ত্রীলোকের সর্ব্বদা পুরুষ-সঙ্গই সুখ এবং পুরুষ-সঙ্গই ধর্ম্ম। এতদ্ভিন্ন আর কোন ধর্ম্ম নাই। অতএব তুমি যদি এখন এই সুখভোগ করিতে ইচ্ছা কর, তবে চারিটি সুন্দর বণিকপুত্রের সহিত তোমাকে আমরা মিলাইয়া দিতে পারি।

দেবস্মিতা পরিব্রাজিকার এহেন সদুপদেশ শুনিয়া মনে মনে ভাবিলেন,—এই কুলকলঙ্কিনী বৃদ্ধা নিশ্চয়ই আমার সর্ব্বনাশ করিতে আসিয়াছে। এই পাপীয়সীর মুখে যে চারিজন বণিকপুত্রের কথা শুনিলাম, আমার নিশ্চয় ধারণা হইতেছে, তাহাদের বাস কটাহদ্বীপে। তাহারা হয়ত আমার স্বামীর হস্তে পদ্মটি দেখিয়া এবং কোনগতিকে তাঁহারই মুখে সেই পদ্মের বৃত্তান্ত শুনিতে পাইয়া পরে আমার সেই পবিত্র পাতিব্রত্যধর্ম্ম নষ্ট করিবার অন্য সুদূর কটাহ-দ্বীপ হইতে এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। যাহা হউক, আমি কখনই সেই পাপাত্মাগণের পাপ অভিপ্রায়ে বাধ্য হইব না। আমি সতীসাধ্বী পতিব্রতা। আমার মন পলকের জন্যও পরপুরুষের পানে ধাবিত হয় নাই এবং আমার জীবন থাকিতে কস্মিন্‌কালে তাহা ঘটিতেও পারিবে না এবং যে দুর্ব্বৃত্তেরা আমার সর্ব্বনাশের জন্য এই স্থানে আসিয়াছে, তাহাদিগকেও সমুচিত প্রতিফল দিব।

দেবস্মিতা মনে মনে এইরূপ স্থিরসঙ্কল্প করিয়া শেষে সেই বৃদ্ধা পরিব্রাজিকাকে উত্তর করিলেন,—দেবি! যে পতিকেই দেবতাবোধে মনে মনে পূজা করিতাম; এখন দেখিতেছি, বাস্তবিকই তাহা ভ্রম। তাহাতে আত্মসুখ কিছুই নাই। বিশেষতঃ আমার পতি এখন বিদেশে। এক্ষণে যেরূপেই হউক, আপনি সেই চারি জন যুবক বণিকপুত্রের সহিত আমাকে মিলিত করিয়া দিন।

তখন পরিব্রাজিকা মনে মনে ভারী খুসী হইয়া দেবস্মিতাকে কহিল,—আচ্ছা বৎসে! তবে এই কথাই ঠিক। আমরা এক্ষণে আর অপেক্ষা করিব না। দেখ, পরের উপকার করাই হইল আমাদিগের ধর্ম্ম। এক্ষণে সেই উদ্দেশ্যই সিদ্ধ করিবার চেষ্টা করি।

পরিব্রাজিকা এই কথা কহিয়া শিষ্যা সিদ্ধকরী-সহ সে স্থান হইতে বিদায় হইল এবং অবিলম্বেই নিজ ভবনে গিয়া বণিকপুত্রগণের নিকট সমস্ত সংবাদ ব্যক্ত করিল। বণিকপুত্রগণ সংবাদ শুনিয়া হৃষ্ট হইল এবং বার বার পরিব্রাজিকা ও সিদ্ধকরীর অপূর্ব্ব বুদ্ধি-কৌশলের প্রশংসা করিতে লাগিল। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। এই সময় বণিকপুত্রগণের মধ্যে কে প্রথমে দেবস্মিতার গৃহে গমন করিবে, এই ব্যাপার লইয়া তর্কবিতর্ক আরম্ভ হইল। সকলেরই অগ্রে যাইবার ইচ্ছা। অবশেষে পরিব্রাজিকা যাহাকে নির্ব্বাচিত করিয়া দিল, সে-ই তখন হৃষ্টচিত্তে দেবস্মিতার গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল।

এদিকে পরিব্রাজিকা চলিয়া যাইবার পরই দেবস্মিতা নিজ পরিচারিকাকে ডাকাইয়া তাহার নিকট সমস্ত কথা প্রকাশ করেন এবং দেবস্মিতারই পরামর্শে পরিচারিকা তখন কপটবেশে একটি গৃহে গিয়া সেই দুর্ব্বৃত্ত বণিকপুত্রগণের আগমনপ্রতীক্ষায় থাকে। ক্রমে সন্ধ্যা যখন উত্তীর্ণ হইল, তখন একজন বণিকপুত্র সুন্দর বেশভূষা করিয়া দেবস্মিতার ভবনে আসিয়া অবাধে অন্তঃপুরমধ্যে উপস্থিত হইল। দেবস্মিতার পরিচারিকা পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক ছিল, সে বণিকপুত্রের আগমন জানিতে পারিয়া মহাযত্নে তাহাকে নিজ শয়নকক্ষে লইয়া গেল। সমাগত বণিকপুত্র পরিচারিকাকে দেবস্মিতা বলিয়া জ্ঞান করিয়া তাহার সহিত নানারূপ রসালাপে প্রবৃত্ত হইল। পরিচারিকা পূর্ব্ব হইতেই তাহার শয়ন-কক্ষে প্রচুর মদ্য ও অহিফেন আনিয়া রাখিয়াছিল। এখন সময় বুঝিয়া সে তাহা বণিকপুত্রকে পান করাইতে লাগিল। মদ্যের মহিমায় অল্পকালমধ্যেই বণিকপুত্র হতজ্ঞান হইল। পরিচারিকা আগন্তুক বণিকপুত্রকে মদ্যপানে অচৈতন্য দেখিয়া তাহার কপালে এক বিষম চিহ্ন করিয়া দিল এবং অবশেষে তাহাকে উলঙ্গ করিয়া অদূরবর্ত্তী এক গভীর গর্ত্তমধ্যে রাখিয়া আসিল।

অনন্তর রাত্রি যখন প্রায় প্রভাত হইয়া আসিল, তখন সেই যুবক বণিকপুত্রের চৈতন্য হইল। সে চক্ষু মেলিয়া দেখিল,—সে দেবস্মিতাও নাই, সে সুন্দর গৃহও নাই এবং অঙ্গের বস্ত্রখানিও নাই; এক অপরিষ্কার বিষ্ঠামূত্রপূর্ণ গর্ত্তে তাহার পতন হইয়াছে। যুবক এই অবস্থা দেখিয়া ভাবিল,—এ অতি উচিত কার্য্যই হইয়াছে, আমি যেমন দুষ্কর্ম্ম করিতে আসিয়া-ছিলাম, তাহার প্রতিফল হাতে হাতেই পাইলাম। যাহা হউক, এই কথা আর কাহারও কাছে বলা হইবে না, সকলেই একে একে আপন আপন দুষ্কৃত কার্য্যের ফলভোগ করুক।

অপমানিত লাঞ্ছিত বণিকপুত্র এইরূপ স্থির করিয়া নগ্ন অবস্থাতেই পরিব্রাজিকার গৃহে গিয়া উপস্থিত হইল। পরিব্রাজিকার গৃহস্থিত অন্যান্য বণিকপুত্রেরা তাহাকে দেখিয়া বিস্ময়ের সহিত তাহার নগ্নাবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর করিল,—আমি গুহসেনপত্নী দেবস্মিতার নিকট হইতে আসিতেছিলাম, পথে কয়েকজন চোর আমাকে মারিয়া-ধরিয়া আমার কাপড়-চোপড় কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে। আমি একাকী—তাহারা অনেক; সুতরাং তাহাদিগের সহিত আমি কিছুতেই পারিয়া উঠিলাম না, শেষে শূন্যমনে ভয়ে পলাইয়া আসিয়াছি।

বণিকপুত্রের কথায় তাহার সঙ্গীরা সকলেই বিশ্বাস করিল। পরে যখন সন্ধ্যা হইয়া আসিল, তখন নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে আর একজন বণিকতনয় দেবস্মিতার গৃহে গমন করিল। দেবস্মিতার পরিচারিকা সেদিন এই ব্যক্তিকেও পূর্ব্বের ন্যায় অহিফেনসহ মদ্যপান করাইয়া অচৈতন্যাবস্থায় সেই অপবিত্র গর্ত্তে ফেলিয়া দিল। পরে যখন তাহার চৈতন্যোদয় হইল, তখন সে লজ্জায় ঘৃণায় মর্ম্মাহত হইল এবং রাত্রি প্রভাতে ধীরে ধীরে পরিব্রাজিকার গৃহে গিয়া আপন অপমানের কথাও কাহারও নিকট ব্যক্ত করিল না। সঙ্গীরা সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে সে তাহাদিগকে অন্যপ্রকার উত্তর দিল।

এই প্রকারে ক্রমে চারি জন বণিকপুত্রই দেবস্মিতার সহিত প্রণয় করিতে গিয়া তাহার বুদ্ধি-কৌশলে তদীয় পরিচারিকার হস্তে অপমানিত, লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হইল। তখন তাহাদিগের সমস্ত ক্রোধ সেই পরিব্রাজিকার উপর পতিত হওয়ায় তাহারা ভাবিল,—আমরা এই স্থান হইতে চলিয়া গেলে পরিব্রাজিকা আমাদিগের অনুসন্ধানার্থ দেবস্মিতার গৃহে গমন করিবে এবং সেই স্থানে গেলেই দেবস্মিতার হস্তে সেই দুষ্টা পরিব্রাজিকাও ভালরূপ নিগ্রহ পাইবে। অতএব এ স্থান ত্যাগ করিয়া দুষ্টা পরিব্রাজিকার শাস্তি দেওয়াই কর্ত্তব্য। এইরূপ পরামর্শ করিয়া বণিকপুত্রগণ একদিন গোপনে পরিব্রাজিকার গৃহ পরিত্যাগ করিল।

বণিকপুত্রগণ চলিয়া গেলে পরিব্রাজিকা অর্থ-লালসায় তাহাদিগের সন্ধান করিতে করিতে তাহার শিষ্যা সিদ্ধকরীর সহিত দেবস্মিতার গৃহে গমন করিল। দেবস্মিতা পাপীয়সী পরিব্রাজিকা ও তাহার শিষ্যাকে জব্দ করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহাদিগকে গৃহাগত দেখিয়া কপট যত্নে অনেকরূপে তাহাদিগের তুষ্টিবিধান করিতে লাগিলেন এবং নানা কথায় নানা কৌশলে তাহাদিগকে সে অহিফেনসহ মদ্য প্রচুর পরিমাণে পান করাই অজ্ঞানাবস্থায় তাহাদিগের অঙ্গের নানা স্থানে নানা প্রকার কৌতুকাবহ চিহ্ন করিয়া দিল এবং শে উলঙ্গ করিয়া নাসিকা-কর্ণ ছেদনপূর্ব্বক সেই অপবি গর্ত্তমধ্যে তাহাদিগকেও নিক্ষেপ করাইল!

সমস্ত বাধা-বিঘ্ন কাটিয়া গেল। দেবস্মিতার সতীত্বের জয় হইল। দুর্ব্বৃত্তগণ বহু চেষ্টা করিয়াও তাহার ধর্ম্ম নষ্ট করিতে পারিল না। পাপিষ্ঠ বণিক তনয়গণ অবশেষে বিফলমনোরথ হইয়া দারুণ দুঃখে দেশে ফিরিয়া গেল। সেই সশিষ্যা পাপিষ্ঠা পরিব্রাজিকা স্ত্রীলোকটারও যথাকালে চৈতন্য হইল। আহা গর্ত্ত হইতে উঠিয়া নিজ নিজ নাসা-কর্ণ ছিন্ন হওয়ায় আর লোকসমাজে মুখ দেখাইতে পারিল না দুরন্ত মর্ম্মযাতনা ভোগ করিতে করিতে গৃহে থাকিয়া দিনাতিপাত করিতে লাগিল।

এদিকে দেবস্মিতা অসাধারণ ধর্ম্মবলে নিজ সতীত্ব রক্ষার বৃত্তান্ত শ্বশ্রূর গোচর করিলেন, তাঁহার শাশুড়ীর মনে তখন এইরূপ ভাবনা হইল যে, ঐ দুর্ব্বৃত্ত বণিকতনয়গণ যদি স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া আমার পুত্র গুহসেনের উপর কোনরূপ অত্যাচার করে, অথবা যদি কোন কৌশল করিয়া তাহার জীবন বিনষ্ট করিয়া ফেলে, তবে তখন তাহাকে রক্ষা করিবার উপায় হইবে কি? কে আমার পুত্রকে এই পাপিষ্ঠ গণের হস্ত হইতে রক্ষা করিবে?

শাশুড়ী এইরূপ ভাবিয়া অত্যন্ত বিষাদের সহিত পুত্রবধূ দেবস্মিতার নিকট কাঁদিতে কাঁদিতে সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন। বৃদ্ধা শাশুড়ীর কথা শুনিয়া পুত্রবধূ দেবস্মিতা তাঁহাকে অভয়বাক্যে উত্তর করিলেন,—মা, তুমি কোন চিন্তা করিও না, স্বামী আমার চিরজীবী হইয়া থাকিবেন। ভগবান তাঁহাকে রক্ষা করিবেন। যদি ধর্ম্মপথে আমার মতিগতি থাকে, তবে কখনই আমি স্বামিধনে বঞ্চিত হইব না। পূর্ব্বে শুক্তিমতী নাম্নী রমণী যেমন বুদ্ধি বলে নিজ পতিকে রক্ষা করিয়াছিল, আমিও তদ্রূপ আমার পতিকে রক্ষা করিব।

পুত্রবধূ দেবস্মিতার মুখে শুক্তিমতীর নাম শুনিয়া শাশুড়ীঠাকুরাণী সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—মা, শুক্তিমতী কে? সে কেমন করিয়াই বা তাহার পতিকে রক্ষা করিয়াছিল, তুমি তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল।

দেবস্মিতা কহিলেন,—আমাদের দেশে পূর্বে মণিভদ্র নামে এক যক্ষ বাস করিত। একদিন

নগরবাসীরা সকলে মিলিত হইয়া সেই যক্ষের নিকট গিয়া বলিল,—হে যক্ষরাজ! তোমার নিকট আমরা এইরূপ প্রার্থনা করিতেছি যে, এই নগরে রাত্রিকালে যে ব্যক্তি পরস্ত্রীগমন করিবে, তুমি তাহাকে ধরিয়া বন্ধন করিয়া রাখিবে এবং পরদিন রাজদরবারে সমস্ত বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিয়া সেই অপরাধী ব্যক্তির উপযুক্ত দণ্ডবিধান করিবে। যক্ষ মণিভদ্র নগরবাসিগণের প্রার্থনায় সম্মত হইয়া সমস্ত রাত্রি নগরস্থ দুষ্ট-নষ্ট লোক ধরিবার জন্য তখন হইতে ব্যাপৃত রহিল। সমুদ্রদত্ত নামক এক বণিক পরনারীতে সঙ্গত হইয়াছিল বলিয়া মণিভদ্র তাহাকে সেই দুষ্টা নারীর সহিত সমস্ত রাত্রি নিজ গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। সমুদ্রদত্তের ভার্য্যার নাম ছিল শুক্তিমতী। শুক্তিমতী সাতিশয় বিদুষী। সে তাহার স্বামীর বন্ধন অবস্থার কথা শুনিয়া সেই রাত্রেই দেবপূজাচ্ছলে কয়েকজন পরিচারিকার সহিত যক্ষ মণিভদ্রের আলয়ে গমনপূর্ব্বক দেখিল,—তাহার পতি-উপপত্নীসহ সেই যক্ষালয়ে আবদ্ধ রহিয়াছে। শুক্তিমতী বাটী হইতেই নিজবেশ পরিবর্ত্তন করিয়া গিয়াছিল। সুতরাং এক্ষণে সত্বর তাহার সেই বেশ উপপত্নীকে দিয়া কহিল,—তুমি শীঘ্রই এ স্থান হইতে চলিয়া যাও। আমার এই বেশ পরিধান করিয়া গেলে কেহই তোমাকে বাধা দিবে না। সমুদ্রদত্তের উপপত্নী তখন শুক্তিমতীর কথায় সত্বরই তাহার বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া সে স্থান হইতে বহির্গত হইল। শুক্তিমতী নিজবেশেই পতি সমুদ্রদত্তের নিকট বসিয়া রহিল।

অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র সংবাদ পাইয়া রাজপুরুষগণ মণিভদ্রের গৃহে আসিয়া দেখিল,—সমুদ্রদত্ত তাহার নিজ পত্নীর সহিতই তথায় আবদ্ধ রহিয়াছে। তখন রাজপুরুষেরা যক্ষ মণিভদ্রের প্রতি বিরক্ত হইল। তাহারা রাজার নিকট গিয়া সমস্ত সংবাদ ব্যক্ত করিল। রাজা রাজপুরুষগণের মুখে প্রকৃত তথ্য অবগত হইয়া সস্ত্রীক সমুদ্রদত্তকে তৎক্ষণাৎ মুক্তি দিলেন এবং মিথ্যা দোষারোপ করিয়া সমুদ্রদত্তকে সমস্ত রাত্রি আবদ্ধ রাখা হইয়াছিল বলিয়া যক্ষ মণিভদ্রের বহু অর্থদণ্ড করিলেন। এই শুক্তিমতীর ন্যায় আমিও প্রজ্ঞাবলে স্বামীকে রক্ষা করিব।

দেবস্মিতা শাশুড়ীকে এই গল্পটি শুনাইয়া তদ্দণ্ডেই কয়েকজন পরিচারিকাকে ডাকাইলেন। পরিচারিকারা উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদিগকে পুরুষবেশে সজ্জিত হইতে বলিলেন। আদেশমাত্র পরিচারিকারা সকলেই পুরুষবেশে সজ্জিত হইল। তখন দেবস্মিতা স্বয়ং এক বণিকবেশ ধারণ করিয়া সেই দিনই নৌকারোহণে বাণিজ্যব্যপদেশে কটাহদ্বীপে যাত্রা করিলেন। পরিচারিকারা সমস্তই পুরুষবেশে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিল। কয়েকদিন পরেই দেবস্মিতার বাণিজ্যতরী কটাহদ্বীপে গিয়া উপস্থিত হইল। দেবস্মিতা পুরুষবেশে কটাহদ্বীপস্থ সমস্ত বন্দরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে একস্থানে তাঁহার স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। স্বামীর নিকট দেবস্মিতা হঠাৎ নিজের পরিচয় দিলেন না। তিনি তখন তথাকার রাজার নিকট গিয়া এই মর্ম্মে এক অভিযোগ উপস্থিত করিলেন যে, এই রাজ্য হইতে চারি জন বণিকপুত্র গিয়া আমার ভৃত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল, কিন্তু কিছুদিন হইল, তাহারা আমার অনেক প্রকার অনিষ্ট করিয়া নিজ দেশে পলাইয়া আসিয়াছে, অতএব মহারাজের নিকট আমার নিবেদন,—আপনি আমার সেই ভৃত্য চারিটিকে প্রত্যার্পণ করুন।

রাজা এইরূপ অভিযোগ শুনিয়া তাঁহার রাজ্যের সমস্ত বণিকপ্রজাকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং দেবস্মিতাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, এই আমার সমস্ত বণিকপ্রজা আমি ডাকাইয়া আনিয়াছি, আপনার ভৃত্যগণ যদি ইহার মধ্যে থাকে, তবে আপনি আহাদিগকে নির্দ্দেশ করিয়া লউন। দেবস্মিতা রাজার আজ্ঞা পাইয়া তৎক্ষণাৎ সেই চারিজন বণিকপুত্রকে তাঁহার ভৃত্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিলেন। বণিকপুত্রগণের বান্ধব-বান্ধবগণ ইহাতে অপমানবোধে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল; তাহারা বলিল,—ইহা কখন সম্ভব হইতে পারে না। এই ব্যক্তি মিথ্যাকথা কহিতেছে। এই বণিকপুত্রগণ অপার ধনসম্পত্তির অধিকারী; সুতরাং ইহারা কখন কাহারও ভৃত্য হয় নাই এবং ভবিষ্যতে হইবেও না।

দেবস্মিতা তাহাদিগের কথা শুনিয়া কহিলেন,—মহাশয়গণ! আপনারা আমার কথায় অবিশ্বাস করিতেছেন, কিন্তু আমি যদি ইহাদিগের প্রত্যেকের গাত্র হইতে কোনরূপ চিহ্ন বাহির করিয়া দেখাইতে পারি, তাহা হইলে আপনাদিগের বিশ্বাস হইবে ত'? উপস্থিত ব্যক্তিগণ সকলেই বলিল,—হাঁ, এরূপ যদি কোন চিহ্ন তুমি বাহির করিতে পার, তবে অবশ্যই আমরা বিশ্বাস করিব।

দেবস্মিতা পূর্ব্বে পাপিষ্ঠ বণিকপুত্রগণের নির্য্যাতন করিবার সময় পরিচারিকা দ্বারা উহাদিগের ললাটে উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা এক একটি কুক্কুর-পদচিহ্ন অঙ্কিত

করিয়া দিয়াছিলেন। এক্ষণে সর্ব্বলোকের বিশ্বাসের জন্য তিনি সেই চারিজন বণিকপুত্রের প্রত্যেকের কপালে সেই কুক্কুর-পদচিহ্ন দেখাইয়া দিলেন। তখন উপস্থিত সমস্ত ব্যক্তিই বিস্মিত হইয়া দেবস্মিতার নিকট পূর্ব্বাপর সমস্ত ঘটনা জিজ্ঞাসা করিল। দেবস্মিতাও তাহাদিগের নিকট সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। বৃত্তান্ত শুনিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিল। কেহ কেহ বলিল—অতি উচিত কাজই হইয়াছে। পাপিষ্ঠগণ যেমন দুষ্কার্য্য করিতে গিয়াছিল, তাহার উপযুক্ত ফলপ্রাপ্ত হইয়াছে। বণিকপুত্রগণের আত্মীয়েরা সাধ্বী দেবস্মিতাকে বহু ধন দিয়া তুষ্ট করিল। রাজা বিচার করিয়া দুর্ব্বৃত্ত বণিকপুত্রগণকে কারারুদ্ধ করিলেন। দেবস্মিতার সতীত্বের জয় হইল। তিনি তখন নিজপতি গুহসেনের সহিত মিলিত হইয়া বহু ধনরত্নসহ সন্তুষ্টমনে নিজ তাম্রলিপ্তপুরে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহাদিগের পতিপত্নীর মধ্যে আর কখন বিচ্ছেদ ঘটিল না।

বসন্তক এই গল্পটি শেষ করিয়া বাসবদত্তাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—হে রাজাধিরাজনন্দিনি! সাধ্বশীলা রমণীগণ মহাকালপ্রসূত সচ্চরিত্র স্বামী পাইয়া এইরূপে নিরন্তর অনন্যমনে ভজনা করিয়া থাকেন। সতীরমণীর পতিই একমাত্র ধন। বাসবদত্তা বসন্তকের মুখে এইরূপ উদার বাক্য শ্রবণ করিয়া বৎসরাজের প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা আরও ভক্তিমতী হইলেন।

চতুর্দ্দশ তরঙ্গ

উদয়নের সহিত বাসবদত্তার বিবাহ

এই সময় একদিন উজ্জয়িনীরাজের প্রতীহারী বিন্ধ্যাটবীস্থিত বৎসরাজের শিবিরে আসিয়া বিনীত-ভাবে তাঁহাকে নিবেদন করিল,—দেব! উজ্জয়িনী-পতি মহারাজ চণ্ডমহাসেন আপনার নিকট এইরূপ বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, আপনি তাঁহার কন্যা বাসবদত্তাকে সকলের অজ্ঞাতসারে লইয়া আসিয়াছেন, ইহাতে আমি অসন্তুষ্ট হই নাই; বরং আমার অভিমত কার্য্যই করা হইয়াছে। আপনি অবশ্য বুঝিয়াছেন যে, আপনাকে এই উদ্দেশ্যেই কৌশলে বন্দী করিয়াছিলাম। আপনার নিকট আমার শেষ বক্তব্য এই যে, আপনি যখন তাঁহার রাজধানীতে বন্দী অবস্থায় ছিলেন, ঐ সময় আপনার নিকট কন্যা সম্প্রদান করিলে আপনি হয়ত মনে মনে বিশেষ অপমান বোধ করিতেন, তাই আপনার নিকট তৎকালে তিনি কন্যা সম্প্রদান করেন নাই। এখন যে প্রকারেই হউক, আপনি স্বাধীন অবস্থায় আছেন, সুতরাং সম্প্রতি আপনাকে কন্যাদান করা কোনরূপ দোষাবহ বা অপমানজনক হইবে না, এই বিবেচনা করিয়া সত্বরই আমি আপনার সহিত কন্যার শুভপরিণয়বিধি বৈধভাবে সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। যুবরাজ গোপালককে আপনার নিকট সত্বরই প্রেরণ করিতেছি। তিনি যাইয়া তাঁহার ভগিনীকে যথাবিধি আপনার সহিত বিবাহ দিবেন।

প্রতীহারী বৎসরাজের নিকট এই কথা কহিয়া পরে বাসবদত্তাকেও তৎসমস্ত নিবেদন করিল। বৎসরাজ এবং বাসবদত্তা উভয়েই তখন এই সংবাদে আনন্দিত হইলেন। তাঁহাদের মুখে হর্ষচিহ্ন দেখিয়া পার্শ্ববর্ত্তী মন্ত্রী প্রভৃতিরও মন প্রফুল্ল হইল। তখন বৎসরাজ আর অধিক দিন বিন্ধ্যাটবীতে অপেক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন না, তিনি তদণ্ডেই যুবরাজ গোপালকের আগমনপ্রতীক্ষার্থ কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে বিন্ধ্যাচলে রাখিয়া স্বয়ং বাসবদত্তা, মন্ত্রী ও সেনাপতি প্রভৃতির সহিত নিজ রাজধানী কৌশাম্বী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ তৎকালিক রাজধানীস্থ প্রধান কর্ম্মচারিকে দূত দ্বারা পূর্ব্বাহ্নেই বৎসরাজের আগমনসংবাদ জানাইলেন। অনতিকালবিলম্বেই বৎসরাজ পাত্রমিত্রাদি সমভিব্যাহারে নিজ সেনাপতি রুমণ্বানের ভবনসম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সেনাপতির বিশেষ অনুরোধে সেইদিন তাঁহারই ভবনে বিশ্রাম করিলেন।

কৌশাম্বীর রাজধানী আজ মহানন্দে নিমগ্ন। বহু দিন পরে বৎসরাজ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিতেছেন, এ সংবাদে রাজধানীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই হৃদয় আমোদে আপ্লুত। রাজধানী আজ বিবিধ সজ্জায় সজ্জিত। রাজকর্ম্মচারিগণ ও পুরবাসীরা সকলেই উত্তম বেশভূষায় ভূষিত। প্রশস্ত রাজপথের দুই ধারে সারি সারি সৈন্যশ্রেণী দণ্ডায়মান। রাজদর্শনার্থী অন্যান্য ব্যক্তিবৃন্দ উদ্গ্রীব হইয়া অবস্থিত।

দেখিতে দেখিতে বৎসরাজ নিজ দলবলসহ বাসবদত্তাকে লইয়া মহাসমারোহে রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। প্রধান মন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতি ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষগণ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। চতুর্দ্দিক জয়ধ্বনিতে পূর্ণ হইল। সঙ্গে সঙ্গে মাঙ্গলিক বাদ্যযন্ত্রসকল বাজিয়া উঠিল।

দর্শকশ্রেণী কৃতার্থ হইল। রাজা নিজ প্রাসাদে পৌঁছিলেন। রাজধানী আনন্দে মাতিয়া উঠিল।

অনন্তর উজ্জয়িনীরাজকুমার গোপালকও অচিরকালমধ্যেই লোকজনসহ কৌশাম্বীর রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিবার সময় বৎসরাজনিযুক্ত যে কয়জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার জন্য বিন্ধ্যাচলে অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া আনিলে। বৎসরাজ উজ্জয়িনীরাজকুমারের যথাযোগ্য আদর-অভ্যর্থনা করিলেন। ভ্রাতার আগমনে বাসবদত্তার মনে অত্যন্ত আনন্দ হইল। তিনি পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতির অজ্ঞাতসারে বৎসরাজের সহিত পিতৃভবন হইতে চলিয়া আসিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার মনে যে একটু ক্ষোভ ছিল, এখন তাহা সম্পূর্ণরূপে বিলয় পাইল। রাজধানীতে আবার আনন্দোৎসবের ঘোষণা হইল। বৎসরাজের শুভ বিবাহদিন নির্দ্ধারিত হওয়ায় নানাস্থানের রাজন্যবর্গ নিমন্ত্রণ পাইয়া যথাসময়ে স্ব স্ব সমৃদ্ধিসহ কৌশাম্বীর রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। বৎসরাজ পাত্রমিত্রাদিসহ নিমন্ত্রিত নরপতিবৃন্দের যথাযোগ্য আদর-আপ্যায়ন করিলেন। ভারতীয় রাজন্যগণ সকলেই বৎসরাজের শিষ্টাচারে প্রীত হইলেন।

যথাসময়ে উজ্জয়িনীরাজকুমার গোপালক বহু ধনরত্ন যৌতুক দিয়া বৎসরাজের করে স্বীয় ভগ্নী বাসবদত্তাকে সম্প্রদান করিলেন; আনন্দকোলাহলে রাজধানী পূর্ণ হইল। যৌগন্ধরায়ণ রুমণ্বান্‌কে বলিলেন, আমরা উভয়ে বড়ই গুরুতর কার্য্যে নিযুক্ত, কারণ, লোকের চিত্তানুরঞ্জন বড় কষ্টের; বালকটিরও পরিচর্য্যার ত্রুটি হইলে কষ্ট হয়, এ বিষয়ে এক বালক বিনষ্টকের কথা বলি, শুন।

পূর্ব্বে রুদ্রশর্ম্মা নামক এক ব্রাহ্মণের দুই পত্নী ছিল। এক স্ত্রী একটি পুত্র প্রসব করিয়া মরিয়া যায়, শিশুটির রক্ষাভার বিমাতা লইল। শিশুটি ক্রমে বড় হইতে থাকিলে বিমাতা রুক্ষ আহার দিতে থাকিল, তাহাতে শিশুর অঙ্গ ধূসর ও উদর স্ফীত হইল। ইহা দেখিয়া রুদ্রশর্ম্মা পত্নীকে বলিলেন, এই শিশুকে কেন যত্ন করিতেছ না? পত্নী বলিল, আমি তো স্নেহ কম করি না, কেন যে এ ভাব, কি করিয়া বলিব? শৈশবেই নষ্ট হইতে চলিল দেখিয়া লোকে তাহাকে বিনষ্টক নামে ডাকিত। ঐ বিনষ্টক ক্রমে পাঁচ বৎসর অতীত হইলে নিজেই বুদ্ধিযোগে ভাবিল, এই সপত্নী মাতা আমাকে কষ্ট দিতেছে, ইহার প্রতীকার করিব। এই ভাবিয়া পিতা বাড়ী আসিলেই বলিত, বাবা, আমার কি দুই জন পিতা? প্রায়ই শিশুমুখে এই কথা শুনিয়া পিতা পত্নীর প্রতি উপপতি-সংসর্গ ভাবিয়া তাহাকে স্পর্শনাদি ছাড়িলেন, তাহাতে মাতা বিনষ্টকেরই কথায় পতির এই ঘৃণ্যভাব হইয়াছে ভাবিয়া বিনষ্টককে ভালভাবে স্নানাহার ও মিষ্টকথা বলিতে লাগিল। তখন বুদ্ধিমান শিশু পিতা আসিলে দর্পণের কাছে লইয়া গিয়া বলিল, এই যে বাবা, আমার দুই পিতা। ইহাতে পত্নীর প্রতি পিতার ক্রোধ যাইল। তাই বলি, বালককে অনুরঞ্জন করা বড় শক্ত কার্য্য। যাহা হউক, উভয়ের চেষ্টায় সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। বিবাহান্তে নিমন্ত্রিত রাজন্যগণ ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সসন্তোষে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। গোপালক বিবাহের কয়েকদিন পরে পুনরায় আপন দলবলসহ উজ্জয়িনীতে প্রত্যাগত হইলেন।

এদিকে বৎসরাজ উদয়ন ও উজ্জয়িনীরাজকুমারী বাসবদত্তা উভয়েরই মহাসুখে দিন কাটিতে লাগিল। বিবাহান্তে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রণয়ানুরাগ দিন দিন অধিকতর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বৎসরাজ বিচক্ষণ মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ ও সেনাপতি রুমণ্বান্ প্রভৃতির উপর নিজ রাজকার্য্য-পর্য্যবেক্ষণের ভার দিয়া স্বয়ং বাসবদত্তার সহিত বিবিধ বিলাস-ভোগ সম্ভোগে নিরত হইলেন।

এইভাবে বৎসরাজ ও বাসবদত্তার বহুদিন অতিবাহিত হইল। একদিন অন্তঃপুরমধ্যে উদয়ন একটি পরমা সুন্দরী যুবতী দেখিয়া বার বার অনুরাগভরে তাহার প্রতি দৃষ্টি করেন। বাসবদত্তা তদ্দর্শনে অত্যন্ত কুপিতা হইয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে থাকিলে, তিনি তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন।

বৎসরাজ ও বাসবদত্তার এই প্রকারে সংসারের সর্ব্বপ্রকার সুখ-শান্তি-সম্ভোগ করিতে করিতে বহু দিন কাটিয়া গেল। সুদক্ষ মন্ত্রী প্রভৃতির গুণে অতি সুশৃঙ্খলভাবে রাজকার্য্য সম্পন্ন হইতে লাগিল। বাসবদত্তার সহিত বৎসরাজের বিবাহ হইবার পর হইতেই উজ্জয়িনীরাজ্যের সহিত বৎসরাজ্যের বিলক্ষণ ঘনিষ্ঠতা হইল। উভয় রাজ্যের পরস্পর সদ্ভাব সংস্থাপিত হওয়ায় আর কোনরূপ বাদ-বিসম্বাদ রহিল না। উজ্জয়িনীরাজকুমার গোপালক একসময়ে এক রাজ্যজয়ে গমন করিয়া তথাকার পরাজিত রাজার বন্ধুমতী নাম্নী একটি পরমরূপলাবণ্যবতী যুবতী কন্যাকে নিজ রাজধানীতে লইয়া আসেন এবং ভগ্নী বাসদত্তার সহচারিণী করিবার জন্য তাহাকে বৎস-

রাজের রাজধানীতে প্রেরণ করেন। বাসবদত্তা ভ্রাতৃ-প্রদত্ত রাজকুমারী বন্ধুমতীকে পরম যত্নে গ্রহণ করিয়া অন্তঃপুরে এক নিভৃত উদ্যানে নিজ সখীদিগের মধ্যে রক্ষা করিলেন। বাসদত্তার যত্নে তাঁহার অন্য কোন-রূপ অভাব বা অসুবিধা রহিল না। স্বয়ং বাসবদত্তা এবং তাঁহার কয়েকজন সখী ব্যতীত রাজনন্দিনী বন্ধুমতীকে আর কেহই সহজে দেখিতে পাইত না। পাছে যুবতীর অনুপম রূপলাবণ্য দেখিয়া রাজা তৎ-প্রতি আসক্ত হন, এই ভয়ে বাসবদত্তা তাঁহাকে অতি গোপনে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

রাজনন্দিনী বন্ধুমতীর নিৰ্জ্জনপুষ্ট যৌবনশ্রী কোমল কুসুমকলিকার ন্যায় দিন দিন বিকশিত হইতে লাগিল। তাঁহার যৌবনসুলভ দেহ-শোভায় অন্তঃপুরের উদ্যানজাত প্রস্ফুটিত কুসুমসমূহের কান্তি-পটল ম্লান হইয়া পড়িল। বন্ধুমতী যখন একাকী উদ্যানমধ্যে বিচরণ করিতেন, তখন সমস্ত উদ্যান যেন আলোকিত হইত। রূপলাবণ্যে পরস্পর সমান হইলেও তখন দূর হইতে বন্ধুমতীকে দেখিয়া বাসব-দত্তাও মনে মনে তাঁহার রূপের যথেষ্ট প্রশংসা করিতেন এবং কখন কখন বা বন্ধুমতীকে দেখিয়া কোন দেবী কি কোন বিদ্যাধরী বলিয়া তাঁহার ভ্রম হইত।

একদিন ঘটনাক্রমে রাজা উদয়ন তাঁহার প্রিয়-বয়স্য বসন্তককে সঙ্গে লইয়া অন্তঃপুরের উদ্যান দর্শনে গমন করিলেন। বন্ধুমতী এই সময় উদ্যান-ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। সহসা রাজার চক্ষু তাঁহার উপর পতিত হইল। বন্ধুমতীর রূপ-বিদ্যুতে রাজার চক্ষু ঝলসিয়া গেল। রাজা অপরিচিতা যুবতীর অনুপম রূপলাবণ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, তিনি বিস্ময়-বিমুগ্ধনেত্রে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বন্ধুমতীর অলৌকিক রূপরাশি প্রত্যক্ষ করিয়া অবশেষে বয়স্য বসন্তক দ্বারা তাঁহার পরিচয় জানিলেন। পরিচয় জানিয়া রাজার মন বন্ধুমতীর প্রতি আকৃষ্ট হইল। বন্ধুমতীও রাজাকে দেখিয়া অবধি মনে মনে তাঁহাকে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন। সুতরাং আর অধিক সময় বিলম্ব হইল না। উভয়েরই একান্ত ইচ্ছায় বসন্তকের সহায়তায় বন্ধুমতীর সহিত উদয়নের গান্ধর্ব্ব বিবাহ সম্পন্ন হইল। বিধির বিধানক্রমে উভয়ের প্রতিই উভয়ের অত্যন্ত অনুরাগ জন্মিল। রাজা বাসবদত্তার ভয়ে গোপনে বন্ধুমতীর নিকট যাতায়াত করিতে লাগিলেন।

রাজা উদয়নের এই গুপ্ত বিবাহব্যাপার বাসব-দত্তার নিকট গোপন ছিল না। তিনি কতক প্রত্যক্ষ করিয়া এবং কতক বা সখীগণের কাছে শুনিয়া [illegible] বিবাহ-সম্বন্ধীয় সমস্ত ঘটনাই জানিলেন। তাঁহার মনে তখন যুগপৎ রাগ ও অভিমানের উদয় হইল। তিনি বয়স্য বসন্তককেই এই বিবাহ সঙ্ঘটনের মূ[ল] কারণ বলিয়া জানিয়া কৌশলে তাঁহাকে কারারু[দ্ধ] করিলেন। রাজা উদয়ন বয়স্যের কারাবাসে দুঃখিত হইলেন। বয়স্যকে কারাবাস হইতে মুক্ত করিবার তাঁহার ক্ষমতা থাকিলেও তিনি বাসবদত্তার ভয়ে তাহা করিতে সাহস করিলেন না। বসন্তক নিজের কারাবাসে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন। তি[নি] বহু চেষ্টায় রাজান্তঃপুরের একজন প্রবীণা স্ত্রীলোককে বশ করিয়া নিজের কারামুক্তির জন্য তাহার দ্বা[রা] বাসবদত্তাকে অনেক অনুরোধ করাইলেন। বাসবদত্তা অগত্যা প্রসন্ন হইয়া বসন্তকের কারামুক্তির আদে[শ] দিলেন এবং বন্ধুমতীর নিকট রাজার গতিরোধ নিবারিত করিলেন।

বসন্তক কারাবাস হইতে অব্যাহতি পাইয়া মনে মনে বাসবদত্তার প্রতি অত্যন্ত খুসী হইলেন। তিনি আহ্লাদের সহিত তাঁহার সম্মুখে গিয়া বলিলেন, দেবি! আপনি সাপের উপর রাগ করিয়া ঢোঁ[ড়া] সাপকে মারিতেছেন।

বাসববত্তা বসন্তকের কথায় তুষ্ট হইয়া হাসি[তে] হাসিতে কহিলেন,—ঠাকুর মহাশয়! [সে] কিরূপ? সম্প্রতি আপনি এই উপমাটির গ[ল্প] বলুন?

বসন্ত বাসবদত্তার অনুরোধে একটি গল্প বলি[তে] আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, দেবি! পূর্ব্বে সর্ব্বেশ্যা মেনকার গর্ভে বিদ্যাধরের ঔরসজা[ত] কন্যাটিকে স্থূলকেশ মুনি নিজাশ্রমে পালন করেন। রুরু নামক মুনি ঐ বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যাকে দেখিয়া কা[মার্ত] হন; স্থূলকেশ মুনির সম্মতিতে তাহাকে বিবা[হ] করিতে প্রস্তুত হন। বিবাহসময়ে ঐ কন্যাটিকে সাপে কামড়ায় ও দৈববাণী হয়, যদি ইহাকে নিজের আয়ুর অর্দ্ধভাগ দাও, তবে বাঁচিবে। ইহা শুনিয়া রুরু নিজের আয়ুর অর্দ্ধভাগ দি[য়া] তাহাকে জীবিত করেন ও বিবাহ করেন। তদবধি রুরু সর্পের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া সাপ দেখিলেই মারি[য়া] ফেলিতে থাকেন। একদিন ঐ রুরু এক ডুণ্ডু[ভ] সাপকে মারিতে উদ্যত হইলে সে মানুষবাক্যে বলি[ল], আমাকে কেন মারিবেন? অহিতে আপনার পত্নীকে দংশন করিয়াছিল, তাহারা সবিষ, আ[মরা] বিষহীন। তখন রুরু তাহাকে বলিলেন, আপ[নি] কে? তাহার উত্তরে ডুণ্ডুভ বলিল, আমি পাপ[বশে]

মুনি, আজি আপনার সঙ্গে সম্ভাষণে আমার শাপ-মুক্তি হইল। এই কথা বলিয়া ডুণ্ডুভ অন্তর্হিত হইল। তাই আপনাকে বলিয়াছি যে, সাপের দোষে ডুণ্ডুভকে কেন মারেন? বাসবদত্তা গল্প শুনিয়া খুসী হইলেন। তখন রাজা উদয়ন তথায় উপস্থিত হইয়া বাসবদত্তার চরণতলে পতিত হইলেন এবং বিবিধ মিষ্টকথায় তাঁহার তুষ্টিসাধন করিলেন। বৎসরাজের উপর বাসবদত্তার আর রাগ-অভিমান রহিল না। তিনি সন্তুষ্টমনে আবার বৎসরাজের সহিত সুমধুর বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই এখন সমস্ত ভুলিয়া গিয়া পুনরায় সুখ-সলিলে ভাসিতে লাগিলেন। রাজা এখন হইতে বাসবদত্তার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হইলেন। বাসবদত্তাও পতিদেবতার পাদপদ্মসেবায় পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর মনোনিবেশ করিলেন।

কথামুখ নামক দ্বিতীয় লম্বক সমাপ্ত।

লাবানক নামক তৃতীয় লম্বক

পঞ্চদশ তরঙ্গ

যৌগন্ধরায়ণ প্রভৃতির রাজ্য-জয়ে মন্ত্রণা

বৎসরাজ উদয়ন এইরূপে ক্রমে প্রণয়িনী বাসবদত্তার প্রতি নিতান্ত আসক্ত হইয়া রাত্রিদিন অজস্র আনন্দরসে আপ্লুত হইতে লাগিলেন।

একদিন রাত্রিযোগে মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ অনেক বিষয় ভাবিয়া অবশেষে সেনাপতি রুমণ্বান্‌কে নিজ-গৃহে আহ্বানপূর্ব্বক অতি গোপনে বলিলেন,—সখে! আমাদিগের রাজা উদয়ন বিখ্যাত পাণ্ডব বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই সমগ্র পৃথিবীতে আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের হস্তিনাপুরীই চির প্রসিদ্ধ রাজধানী ছিল। আমাদিগের রাজা এক্ষণে সে সকল পূর্ব্বকীর্ত্তি বিস্মৃত হইয়াছেন। পররাষ্ট্র জয় করিবার ইচ্ছা তাঁহার অন্তর হইতে একেবারেই তিরোহিত হইয়াছে। সুতরাং মাত্র এই স্বল্পায়তন বৎসরাজ্য ব্যতীত আর কোথাও তাঁহার আধিপত্য নাই। রাজা কেবল ব্যসনাসক্ত হইয়াই কালযাপন করিতেছেন, রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির দিকে একবারও তিনি দৃষ্টিপাত করিতেছেন না। সম্প্রতি সমস্ত রাজ্যভার আমাদিগের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। আমরা যথাসাধ্য রাজ্যের হিতসাধন করিতেছি। সে জন্য তোমাকে বলি,—আইস আমরা উভয়ে মিলিত হইয়া যাহাতে রাজা উদয়নকে ইঁহার কুলক্রমাগত সমগ্র ধরারাজ্যের অধিপতিরূপে অধিষ্ঠিত করিতে পারি, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করি। সখে! তোমার বাহুবল আর আমার বুদ্ধিবল এ উভয় বল একযোগে পরিচালিত করিতে পারিলে আমার বিশ্বাস, নিশ্চয়ই আমরা এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারিব। আমি এ সম্বন্ধে তোমার নিকট একটি গল্প বলিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে মহাসেন নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি একসময়ে কোন বলবান শত্রু কর্তৃক পরাভূত হইয়া নিজ মন্ত্রী প্রভৃতির পরামর্শে বহু অর্থদানে শত্রুহস্ত হইতে রাজ্য রক্ষা করেন। শত্রুপক্ষ অর্থ পাইয়াই সন্তুষ্টমনে গমন করে।

রাজা মহাসেনের নিজ সম্মানের দিকে বিলক্ষণ দৃষ্টি ছিল। সুতরাং ঐরূপ অর্থদণ্ড দিয়া শত্রুর নিকট অবনতি স্বীকার করা তাঁহার তখন অত্যন্ত অপমানজনক বলিয়া মনে হইল। এই অপমানের জন্য তিনি সর্বদাই শোকতাপ অনুভব করিতে লাগিলেন। ক্রমে দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তায় তাঁহার উদরে গুল্মরোগের সৃষ্টি হইল। তখন মহাসেন বিষম বিপদে পড়িলেন, একে দুশ্চিন্তা তাহার উপরে আবার রোগযন্ত্রণা; সুতরাং তাঁহার আর দুঃখ-কষ্টের অবধি রহিল না। বহু রাজবৈদ্য আসিয়া রোগের চিকিৎসা করিল, কিন্তু রোগ সহজে আরোগ্য হইল না।

অনন্তর একদিন জনৈক সূক্ষ্মবুদ্ধি চিকিৎসক রাজবাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজা মহাসেন এই সময় একরূপ মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন। নবাগত চিকিৎসক রাজার সমস্ত রোগের অবস্থা অবগত হইয়া অবিলম্বে রোগ আরোগ্য করিয়া দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং

তাঁহার অসামান্য ধীশক্তিবলে তিনি এক উপায় স্থির করিয়া রাজাকে বলিলেন,—মহারাজ! সর্ব্বনাশ হইয়াছে। এই কিছুকাল হইল, আপনার পত্নীর মৃত্যু ঘটিয়াছে। রাজা মহাসেন চিকিৎসকের মুখে হঠাৎ পত্নীর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া শোকে অত্যন্ত অধীর হইলেন। তাঁহার পত্নীর এই আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ সত্য কি মিথ্যা তাহার কোনরূপ অনুসন্ধান না লইয়া তিনি শোকাবেগে তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইলেন। রাজা পতিত হইবামাত্র তদ্দণ্ডেই তাঁহার উদরস্থ গুল্মরোগ ফাটিয়া গেল। তিনি রোগ হইতে মুক্ত হইয়া অচিরেই সুস্থ ও সবল হইলেন। তখন সেই নবাগত প্রাজ্ঞতম চিকিৎসকের অপূর্ব্ব বুদ্ধির প্রশংসা সর্ব্বত্রই হইতে লাগিল।

যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন,— সখে রুমণ্বন্! বুদ্ধিবলে যে কতদূর কৃতকার্য্য হওয়া যায়, তাহা তুমি এই গল্প দ্বারাই বুঝিতে পারিলে, অতএব আইস, আমরা উক্ত রাজচিকিৎসকের ন্যায় বুদ্ধিবলে রাজার হিতসাধন করি, আমরা সমগ্র ধরামণ্ড জয় করিয়া আমাদিগের রাজা উদয়নকে তাহার অদ্বিতীয় অধিপতি করিয়া দিই। আমার বিবেচনায় এই ব্যাপারে মগধেশ্বর প্রদ্যোৎসিংহই আমাদিগের প্রধান শত্রু হইয়া দাঁড়াইবেন। অতএব অগ্রে তাঁহারই সহিত যদি আমরা মিত্রতা স্থাপন করিতে পারি, তাহা হইলে আর ভবিষ্যতে তিনি আমাদিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিবেন না, বরং আমাদিগের কার্য্যে তিনি তখন যথাসাধ্য সাহায্যই করিবেন। সম্প্রতি মগধেশ্বরের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিবার আমি এক উপায় স্থির করিয়াছি। আমার জানা আছে, মগধরাজের একমাত্র কন্যা পদ্মাবতীর এখনও বিবাহ হয় নাই। পদ্মাবতী বয়স্থা, রাজা কন্যার বিবাহ দিবার জন্য বিব্রত। অতএব এই অবস্থায় আমাদিগের রাজা উদয়নের সহিত যদি মগধরাজদুহিতার বিবাহসম্বন্ধের প্রস্তাব করিয়া পাঠাই, তাহা হইলে সম্ভবতঃ আমাদিগের উদ্দেশ্য অচিরেই সিদ্ধ হইতে পারে। তবে কথা হইতেছে, উজ্জয়িনীকুমারী বাসবদত্তার সহিত উদয়নের বিবাহ হইয়া গিয়াছে, এই কথা শুনিয়া মগধেশ্বর আমাদিগের প্রস্তাবে সম্মত হইবেন না। অতএব আমরা আমাদিগের রাজধানীর কোন গৃহ অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করাইয়া এইরূপ প্রচার করিব যে, আমাদিগের রাজমহিষী বাসবদত্তা গৃহানলে দগ্ধ হইয়াছেন; সুতরাং বৎসরাজ শীঘ্রই দারপরিগ্রহ করিবেন। আমরা এই কথা প্রচারিত করি[illegible] আমার বিশ্বাস,—প্রদ্যোৎসিংহ তৎশ্রবণে [illegible] উদয়নের নিকট তাঁহার কন্যা সম্প্রদান করি[illegible] অমত করিবেন না। এই বিবাহকার্য্য এক[illegible] সুসম্পন্ন হইয়া গেলে মগধেশ্বর নিজ হই[illegible] আমাদিগের রাজার প্রতি সহানুভূতি প্রক[illegible] করিবেন; তখন আমাদিগের আর অধিক আয়[illegible] স্বীকার করিতে হইবে না, আমরা ক্রমে সক[illegible] দিকেই অধিপত্য বিস্তার করিতে পারিব। [illegible] আমাদিগের রাজা যে সমগ্র ধরামণ্ডলের একাধিপ[illegible] প্রাপ্ত হইবেন, একথা পূর্ব্বে এক আকাশ[illegible] দ্বারাও আমি জানিতে পাইয়াছিলাম। অতএ[illegible] আইস, সর্ব্বপ্রযত্নে আমরা তাহারই চেষ্টা করি।

মন্ত্রীবর যৌগন্ধরায়ণের কথা শুনিয়া সেনাপ[illegible] রুমণ্বান্ তাঁহাকে উত্তর করিলেন,—সখে! তুমি [illegible] পরামর্শ করিয়াছ, তাহা ঠিকই হইয়াছে; কি[illegible] যদি কোনগতিকে আমাদিগের এই চাতুর্য্য[illegible] ভেদ হইয়া যায়, তখন আমরা যে দোষী হইব[illegible] লোকের কাছে হাস্যাস্পদ হইয়া পড়িব, তাহ[illegible] প্রতিবিধান কি? আমি একটা গল্প বলি,—গ[illegible] গঙ্গাতীরস্থিত মাকন্দিকা নামক গ্রামে এক[illegible] পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর বাস ছিল। সন্ন্যাসী[illegible] গ্রামস্থ কোন দেবমন্দির-সংলগ্ন মঠে থাকিয়া বহু[illegible] মৌনাবলম্বনে অতিবাহিত করেন। তাঁহার শিষ্য[illegible] সেবক যথেষ্ট ছিল। তিনি গ্রামে গ্রামে ভি[illegible] করিয়া কালাতিপাত করিতেন; কিন্তু কখন[illegible] কাহারও সহিত কথা কহিতেন না। একদি[illegible] পার্শ্ববর্ত্তী কোন গ্রামস্থ এক বণিকভবনে তি[illegible] ভিক্ষার্থ উপস্থিত হইলেন। সাধু-সন্ন্যাসী ভিক্ষা[illegible] দ্বারে উপস্থিত দেখিয়া বণিকের একটি পরমাসুন্দ[illegible] কন্যা তাঁহাকে ভিক্ষা দিবার জন্য দ্বারদেশে আগম[illegible] করে। সন্ন্যাসীর তপস্যা বিফল হইল। বণিককন্যা[illegible] অলৌকিক রূপে তাঁহার মন মুগ্ধ হইয়া গেল। তিনি কামাবেশে অধীর হইয়া—"উঃ, বড় কষ্ট, ব[illegible] কষ্ট" এই দুইটি শব্দ কয়েকবার উচ্চারণ করি[illegible] আশ্রমে যাইলেন। বণিক তাঁহার কাছে গি[illegible] জিজ্ঞাসা করিল,—মহাশয়! আপনি চিরদি[illegible] মৌনাবলম্বনে আছেন, আজ হঠাৎ আপনি এরূ[illegible] কথা কহিয়া ফেলিলেন কেন? অকস্মাৎ আপনার মৌনব্রত ভঙ্গ হইবার কারণ কি?

সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন,—বৎস! এই কন্যাটি অতি দুর্লক্ষণা। ইহার যেদিন বিবাহ হইবে সেই দিনই ইহার স্বামী, শ্বশুর, পিতা, মাতা সমস্ত[illegible]

মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। তুমি আমার অতিভক্ত, তাই ভবিষ্যতে তোমার অমঙ্গল দেখিয়া তোমাকে পূর্ব্ব হইতে সতর্ক করিবার জন্য সহসা আমার মৌনব্রত ভঙ্গ করিলাম। অতএব তুমি এক কাজ কর, তোমার এই কন্যাকে একটা সিন্দুকে পূরিয়া গঙ্গাস্রোতে ভাসাইয়া দাও, ইহার সম্পর্কে আর থাকিও না।

বণিক সন্ন্যাসীর কথায় বিশ্বাস করিয়া ভয়ে তাহাই করিল। সে রাত্রিযোগে তাহার কন্যাকে একটি সিন্দুকে পূরিয়া গঙ্গার স্রোতে ভাসাইয়া দিল। এদিকে ধূর্ত্ত পরিব্রাজক সন্ন্যাসী নিজ মঠে আসিয়া শিষ্যদিগকে কহিল,—অদ্য গঙ্গাস্রোতে একটি সিন্দুক ভাসিয়া যাইবে; অতএব তোমরা সকলেই গঙ্গাতীরে গিয়া অপেক্ষা কর। সিন্দুক যখন আসিতে থাকিবে, তখন তাহা তুলিয়া একেবারে আমার নিকট লইয়া আসিবে। সাবধান,—তাহার মধ্যে কি আছে, তাহা অগ্রে কেহই খুলিয়া দেখিও না।

গুরুর আদেশে শিষ্যগণ বিদায় লইল। তাঁহারা গঙ্গাতীরে গিয়া সিন্দুক আসার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

এদিকে বণিক তাহার কন্যাকে সিন্দুকে পূরিয়া গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দিবার পর একজন রাজপুত্র প্রত্যূষে গঙ্গার উপর দিয়া নৌকারোহণে যাইতেছিলেন, তিনি সিন্দুকটি দেখিয়া তাহা তাঁহার নৌকায় তুলিলেন এবং সিন্দুকে কি আছে, জানিবার জন্য কৌতুহলবশতঃ অবিলম্বে উহা খুলিয়া ফেলিলেন, দেখিলেন,—এক অসামান্যা রূপলাবণ্যবতী যুবতী কন্যা সেই সিন্দুক হইতে বহির্গত হইল। তখন রাজপুত্র সেই কন্যাকে নিজালয়ে লইয়া গিয়া তাহার পাণিগ্রহণ করিলেন এবং সেই সিন্দুকটির মধ্যে একটি ভয়ঙ্করাকৃতি বানর পূরিয়া তাহার মুখ বন্ধকরতঃ গঙ্গার জলে পুনরায় ভাসাইয়া দিলেন।

সিন্দুক গঙ্গা দিয়া ভাসিয়া চলিল। ধূর্ত্ত পরিব্রাজকের শিষ্যগণ এইবার তাহা জল হইতে তুলিয়া তাহাদিগের গুরু সেই পরিব্রাজকের নিকট লইয়া গেল। ধূর্ত্ত পরিব্রাজক সেই সিন্দুকটি দেখিয়া ভারি খুসী হইল। সে ভাবিল,—এইবার আমার কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে। আমি বণিককন্যাকে পাইয়াছি। এখন সিন্দুক খুলিয়া অদ্যই ইহাকে বিবাহ করিব। দুষ্ট পরিব্রাজক এইরূপ ভাবিয়া যেমন সেই সিন্দুক খুলিয়া ফেলিল, অমনি তন্মধ্য হইতে এক ভীষণ বানর বাহির হইয়া পরিব্রাজকের নাসা-কর্ণ কামড়াইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। পরিব্রাজক ছিন্ন স্থানের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। শিষ্যগণ অতি কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া অধোমুখে বসিয়া রহিল। বানর বনে চলিয়া গেল। তখন সকলেই এই ব্যাপারের প্রকৃত তথ্য অবগত হইয়া খুব হাসিতে লাগিল। পরিব্রাজক জ্বালায় যন্ত্রণায় লজ্জায় যেন মরিয়া গেল। তাই বলি,—শেষে এই পরিব্রাজকের ন্যায় যেন বুদ্ধির দোষে আমাদিগকে হাস্যাস্পদ ও নিগৃহীত হইতে না হয়। রাজা উদয়নের সহিত বাসবদত্তার বিরহসংবাদ প্রচার করা আমার মতে অনেক দোষের বলিয়াই বিবেচনা হইতেছে।

যৌগন্ধরায়ণ কহিলেন,—সখে! আমাদিগের উদ্‌যোগ কখন বিফল হইবে না; বৎসরাজের এইরূপ ব্যসনাসক্ত অবস্থায় আমরা যদি আমাদিগের কার্য্যে শৈথিল্য করি, তবে তাহাই দোষের হইয়া দাঁড়াইবে। নিরুৎসাহ হইয়া কালক্ষেপ করিলে ক্রমে রাজ্যলক্ষ্মী বিমুখ হইবেন, প্রজ্ঞাবলে তখন আর অর্থসিদ্ধি করিবার উপায় থাকিবে না। এ বিষয়ে উজ্জয়িনীরাজ চণ্ডমহাসেনের নিকট হইতেও শঙ্কিত হইবার কোন কারণ নাই, আমরা কার্য্যোদ্ধারের জন্য যদি মিথ্যা সংবাদ রটনা করি, তাহাতে তিনি রুষ্ট হইবেন কেন? দেবী বাসবদত্তা আমার কথা শুনিয়া চলিয়া থাকেন, তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলে তিনিও ইহাতে অসন্তুষ্ট হইবেন না।

রুমগান্ বলিলেন,—সখে! তুমি একজন অগাধ ধীশক্তিসম্পন্ন প্রবীণ মন্ত্রী; তোমার কথায় আমি অনাস্থা স্থাপন করি না, আর এই গুরুতর কার্য্য যে তোমার প্রজ্ঞাবলে সিদ্ধ হইবে না, ইহাও আমার ধারণা হয় না। তবে এ সম্বন্ধে এই স্থানে আমি একটি গল্প না বলিয়া পারিলাম না। গল্পটি এই—

পূর্ব্বে দেবসেন নামক একজন অতি বিচক্ষণ রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজধানী ছিল শ্রাবস্তী নগর। রাজা দেবসেনের রাজত্বকালে একজন ধনাঢ্য সওদাগর তাঁহার রাজধানীতে বাস করিত। সওদাগরের একটি কন্যা ছিল। কন্যাটির নাম উন্মাদিনী। উন্মাদিনী অবিবাহিতা যুবতী কন্যা—তাহার রূপে সওদাগরভবন আলোকিত হইত। বণিককন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য তখন অনেকে চেষ্টা পাইতে লাগিল; কিন্তু বণিক কাহারই কাছে কন্যা সম্প্রদান করিতে বাধ্য হইল না। সে ভাবিল,—রাজার অমতে আমি এরূপ সুন্দরী কন্যা কাহারও সহিত বিবাহ দিতে পারি না, কারণ, তিনি যদি শেষে আমার কন্যার সৌন্দর্য্যের কথা শুনিয়া বিচলিত

হন, তবে আমার উপর ভবিষ্যতে রুষ্ট হইতে পারেন। আর এক কথা, আমার কন্যা যেরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, তাহাতে রাজা ব্যতীত ইহার উপযুক্ত পাত্র আর কাহাকে দেখিতেও পাই না। অতএব রাজার সহিত আমার কন্যা-বিবাহের প্রস্তাব করাই যুক্তিসঙ্গত।

বণিক এইরূপ স্থির করিয়া রাজার নিকট গিয়া তাহার কন্যা-বিবাহের প্রার্থনা জানাইল। রাজা বণিকের কন্যা সুলক্ষণা কি দুর্লক্ষণা, তাহা জানিবার জন্য চারি জন ব্রাহ্মণকে বণিকভবনে প্রেরণ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ রাজার কথায় যথাসময়ে বণিকভবনে উপস্থিত হইয়া বণিকের কন্যাকে দেখিবামাত্র একেবারে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা পরস্পরে আলোচনা করিলেন,—যদি এরূপ রূপবতী যুবতী রাজার পত্নী হয়, তাহা হইলে দেখিতেছি, সব দিকই মাটি। রাজা আর রাজকার্য্যে মনোযোগী হইবেন না; এই রমণী লইয়াই তাঁহার রাত্রিদিন কাটিবে; অতএব এক কাজ আছে, আমরা রাজার নিকট গিয়া এই রমণী সুলক্ষণা নয়, এই কথা বলি। তাহা হইলে রাজা আর ইহাকে বিবাহ করিবেন না।

ব্রাহ্মণগণ এইরূপ স্থির করিয়া রাজার নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে বণিককন্যার কুলক্ষণের কথা জানাইলেন। রাজা তৎশ্রবণে উন্মাদিনীকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে বণিক দেবসেনরাজের সেনাপতির নিকট তৎকন্যা উন্মাদিনীকে বিবাহ দিল। বিবাহ হইবার পর ঘটনাক্রমে রাজা একদিন উন্মাদিনীর অলৌকিক রূপরাশি প্রত্যক্ষ করিয়া একেবারে উন্মাদপ্রায় হইয়া উঠিলেন। উন্মাদিনীকে ভাবিয়া ভাবিয়া তাঁহার দেহ কামশরে জর্জ্জরিত হইল। অল্পদিনমধ্যেই রাজা শয্যাশায়ী হইলেন। রাজার সেনাপতি এই ঘটনা জানিতে পারিয়া উন্মাদিনীকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য তাঁহাকে বিস্তর সাধ্য-সাধনা করিলেন। কিন্তু রাজা দেবসেন ধর্ম্মলোপ-ভয়ে পরস্ত্রী গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি উন্মাদিনীকে প্রত্যাখ্যান করিলেন; কিন্তু তাহারই চিন্তায় অবশেষে তাঁহাকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইল। তখন সকলেরই বিস্ময় জন্মিল। তাই বলিতেছিলাম; রাজা দেবসেন অত্যন্ত ধীরপ্রকৃতির হইয়াও রমণীর জন্য জীবনপাত করিয়াছিলেন। আর আমাদিগের রমণীসর্ব্বস্ব রাজা উদয়ন যে তাঁহার অতি প্রিয়তমা বাসবদত্তার বিরহ সহ্য করিয়া কার্য্যোপলক্ষে কিছুকাল পর্য্যন্ত নিরুদ্বেগ বা সুস্থচিত্তে থাকিবেন, তাহা আমার কিছুতে[ই] বিশ্বাস হইতেছে না।

যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন,—সখে! কার্য্যদর্শী রাজ[া] সময়ে অনেক ক্লেশ সহ্য করিয়া থাকেন। এই [দে]-রাবণ বধ করিবার জন্য রামচন্দ্র বহুদিন পর্য্যন্ত অ[তি] কঠোর প্রিয়াবিয়োগ-দুঃখ সহিয়াছিলেন, এ বিষ[য়ে] এইরূপ আরও বহুতর দৃষ্টান্ত আছে।

রুমণ্বান্ বলিলেন,—রামচন্দ্র প্রভৃতি দেবত[া] তাঁহাদের সহিত মানুষের তুলনা হইতে পারে ন[া]; ভগবান্ না করুন, আমার ভাবনা—বাসবদত্তার স[হিত] একটু দীর্ঘ সময় দেখা না হওয়ায় আমাদিগের রা[জা] শেষে একদিন নিজের জীবনই একেবারে হারাই[য়া] না ফেলেন। যেমন পূর্ব্বে মথুরাতে ইল্লক নামে এ[ক] বণিকপুত্র ছিল, তাহার পত্নী স্বামীতে এক[ান্ত] অনুরাগিণী। একসময় স্বামী বিদেশে যাইতেছে জানিয়া সঙ্গে যাইবার আগ্রহ জানাইল। স্বা[মী] তাহাকে না লইয়া যেমনি গৃহ হইতে বাহির হইলে[ন] পত্নী বিরহ-ভাবনায় প্রাণত্যাগ করিল, স্বামীও পত্[নীর] তদবস্থা দর্শনে শোকে প্রাণ হারাইল।

যৌগন্ধরায়ণ উত্তর করিলেন,—সখে! সে বিষ[য়ে] তুমি আশঙ্কা করিও না। আমি এরূপভাবে স[ম]-কার্য্যের বন্দোবস্ত করিব যে, বাসবদত্তার বিচ্ছে[দে] বৎসরাজও অত্যন্ত অধীর হইবেন না এ[বং] আমাদিগেরও কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে। রাজকার্য্য যথাযথ সমাহিত করিতে হইলে স[ময়] সময়ে নানারূপ নীতি প্রয়োগ করিবার প্রয়ো[জন] হয়; সুতরাং এ অবস্থায় আমরা যদি বাসবদত্তার ম[ৃত্যু] হইবার সংবাদ প্রচার করিয়া ধৈর্য্যবলে কৌশ[লে] কার্য্যোদ্ধার করিতে পারি, তবে তাহা আমাদি[গের] নীতি-বিরুদ্ধ হইবে না। কারণ, কার্য্যোদ্ধারের জন্য রাজার অগোচরে আমরা গৃহ দগ্ধ করিয়া দে[বী] বাসবদত্তার মৃত্যুসংবাদ প্রচার করিব। অব[শ্য] প্রিয়তমার মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত শোকাকুল হই[য়া] পড়িবেন; কিন্তু সে শোকে তাঁহার প্রাণান্ত ঘটি[বে] না।

বিজ্ঞবর বিচক্ষণ মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের এই ক[থা] শুনিয়া সেনাপতি রুমণ্বান্ উত্তর করিলেন,—সখে! বাস্তবিকই যদি এইরূপ নীতি প্রয়োগ করি[য়া] আমাদিগকে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হয়, তবে আমার মতে দেবী বাসবদত্তার ভ্রাতা উজ্জয়িনীরা[জ]-কুমার গোপালককে আনাইয়া যত্নসহকারে তাঁহা[র] সহিত মন্ত্রণাপূর্ব্বক এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত।

যৌগন্ধরায়ণ সেনাপতির প্রস্তাবে সম্মত করিলে[ন]

না, তিনি অবিলম্বে একজন দূত প্রেরণ করিয়া উজ্জয়িনী হইতে সসম্মানে গোপালককে আনাইলেন। গোপালক আসিবামাত্র সেই রাত্রেই মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ ও সেনাপতি রুমণ্বান্ তাঁহাকে লইয়া এক নির্জ্জন গৃহে গমনপূর্ব্বক মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইলেন। ভগ্নীর মিথ্যা মৃত্যু-সংবাদ প্রচার করিতে হইবে, ইহা অতি কষ্টদায়ক হইলেও মন্ত্রণাস্থলে গোপালক তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন না। রুমণ্বান্ জিজ্ঞাসা করিলেন,—আচ্ছা, দেবীর মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া রাজা উদয়ন যদি শোকে হঠাৎ প্রাণত্যাগ করেন, তখন কি উপায় হইবে? তখন যে আমাদিগের সকল উদ্যমই ব্যর্থ হইয়া পড়িবে! যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন,—সে সম্বন্ধে ভাবিবার বিষয় কিছুই দেখি না, কারণ এই রাজকুমার গোপালক ভগ্নী বাসবদত্তাকে নিজ প্রাণ অপেক্ষা অধিক স্নেহ করিয়া থাকেন, বাসবদত্তার মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া রাজা যখন ইঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া প্রকৃত শোকচিহ্ন দেখিতে পাইবেন না, তখন তিনি নিজেই বুঝিতে পারিবেন যে, এ সংবাদ কাল্পনিক, ইহার মূলে ততদূর সত্য নিহিত নাই; হয়ত বাসবদত্তা বাঁচিয়াই বা আছেন। এরূপ বুঝিয়াই তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন না। আমাদিগেরও কার্য্যসিদ্ধি হইবে।

মহামতি যৌগন্ধরায়ণ এই কথা কহিয়া গোপালক ও রুমণ্বানের সহিত পুনরায় মন্ত্রণা করিতে বসিলেন। তাঁহাদিগের পরস্পরের মন্ত্রণায় স্থির হইল যে, বাসবদত্তা ও বৎসরাজকে লইয়া প্রথমে তাঁহারা লাবণক দেশে গমন করিবেন। লাবণক মগধের অতি সন্নিকট। এই স্থানে থাকিয়া রাজা তাঁহার প্রিয় মৃগয়াকার্য্য অনায়াসেই নিষ্পন্ন করিতে পারিবেন। স্থানের রমণীয়তা দেখিয়া তথায় তাঁহার অধিক দিনের জন্যই থাকিতে ইচ্ছা হইবে এবং এই অবসরে আমরাও আমাদিগের কার্য্যসিদ্ধির পথ সুপ্রশস্ত করিতে পারিব।

সেইদিন রাত্রিযোগে যৌগন্ধরায়ণ প্রভৃতি এইরূপ মন্ত্রণা স্থির করিয়া পরদিবস পূর্ব্বাহ্ণেই রাজার নিকট লাবণক দেশে মৃগয়া করিতে যাইবার প্রস্তাব করিলেন। রাজা উদয়ন তথাকার রমণীয়তা ও মৃগবাহুল্যের কথা শুনিতে পাইয়া তদ্দণ্ডেই সে প্রস্তাবে মত দিলেন। বাসবদত্তাও রাজার সহিত লাবণক দেশে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। মৃগয়া গমনের দিনস্থির হইল। সস্ত্রীক রাজা লোকজন, ভৃত্যামাত্য ও অন্যান্য সমৃদ্ধিসহ তথায় যাত্রা করিলেন।

পথিমধ্যে একদিন তাঁহারা অপেক্ষা করিলেন। সেইদিন রাজার কাছে জটাবল্কলধারী তেজঃপুঞ্জমূর্ত্তি নারদমুনি আসিলেন। রাজা তাঁহাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি রাজার নিকট আসিয়াই তাঁহাকে একগাছি পারিজাতপুষ্পের মাল্য দিলেন। রাজা বিনয়ের সহিত প্রদত্ত মাল্য লইয়া তাঁহাকে যথাযোগ্য আদর-অভ্যর্থনা করিলেন। মুনি অন্যান্য কথার পর রাজাকে বলিলেন, রাজন্! আপনার পত্নী বাসবদত্তার গর্ভে শীঘ্রই আপনি একটি পুত্র-সন্তান লাভ করিবেন। সেই পুত্রটি কামদেবের অংশস্বরূপ এবং সমস্ত বিদ্যাধরগণের রাজা অধিকন্তু আপনার সেই পুত্র একদিন সার্ব্বভৌমিক সম্রাট হইবেন। নরনাথ! আপনি বিখ্যাতকীর্ত্তি পাণ্ডব-গণের বংশধর। আপনার পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই নীতিজ্ঞ বিচক্ষণ, বীর, কার্য্যদক্ষ ও ধার্মিকশ্রেষ্ঠ ছিলেন। আমি ত্রিকালদর্শী পুণ্যাত্মা পাণ্ডবগণের হস্তিনাপুরস্থ রাজধানীতে বহুবার গিয়াছি। তখন ধর্ম্মপুত্র সম্রাট যুধিষ্ঠির আমাকে যথেষ্ট ভক্তি করিতেন এবং অনেক রাজনৈতিক বিষয়ে তিনি আমার নিকট সৎপরামর্শ গ্রহণ করিতেন। এখন সে রাজা বা রাজ্য কিছুই নাই। কেবলমাত্র আপনি তাঁহাদিগের বংশ-চিহ্নরূপে বিরাজ করিতেছেন। যাহা হউক, রাজন্! আপনার ঊর্দ্ধতন পুরুষগণ যখন আমার উপদেশ লইয়া চলিতেন, তখন আপনিও আমার উপদেশমত কার্য্য করুন। তাঁহারা যেরূপ বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালনপূর্ব্বক জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, আপনিও অচিরেই সেইরূপ হইতে পারিবেন। আপনার মন্ত্রিগণ সকলেই বিচক্ষণ। আপনি ইহাদিগের পরামর্শমত চলিবেন, ইহাদিগের কথায় কদাচ অশ্রদ্ধা বা অবহেলা করিবেন না। ধর্ম্মে যেন আপনার মতি থাকে এবং স্ত্রী-নিমিত্তক বিরোধ আপনাকে স্পর্শ না করে, উহা সকল আপদের মূল। তাহা হইলে কোন দুঃখ আপনাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। আমি দিব্য-চক্ষে দেখিতেছি, কিঞ্চিৎকাল আপনার দুঃখভোগ হইবে বটে, কিন্তু সে দুঃখে আপনি একান্ত অভিভূত হইবেন না। অচিরকালমধ্যেই দুঃখ ঘুচিয়া যাইবে। সন্ন্যাসী এইরূপ উপদেশ দিয়া সত্বর অন্তর্দ্ধান করিলেন।

ষোড়শ তরঙ্গ

বৎসরাজসহ মগধরাজকুমারীর বিবাহ

বৎসরাজ যথাসময়ে বাসবদত্তাকে লইয়া পাত্র-মিত্র-ভৃত্যামাত্যাদি দলবলসহ লাবণক দেশে পৌঁছিলেন। লাবণক দেশ মগধরাজ্যের নিকট। মগধপতি প্রদ্যোৎসিংহ বৎসরাজের হঠাৎ আগমনে একটু চিন্তিত হইয়া মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের নিকট একজন দূত প্রেরণ করিলেন। যৌগন্ধরায়ণ মগধেশ্বরের দূতকে যথাযোগ্য আদর-আপ্যায়ন করিয়া বিদায় দিলেন। দূত মগধরাজ্যে ফিরিয়া গিয়া রাজা প্রদ্যোৎসিংহের নিকট বৎসরাজের মৃগয়া-ব্যাপারের কথা নিবেদন করিল। মগধরাজ নিশ্চিন্ত হইলেন।

এদিকে লাবণক দেশের কোন এক রমণীয় স্থানে শিবির সন্নিবেশপূর্ব্বক বৎসরাজ প্রত্যহ তথা হইতে অতি দূরবর্ত্তী অরণ্যপথে মৃগয়ার্থ গমন করিতে লাগিলেন। লাবণকে আসিয়া তিনি মৃগয়াব্যাপারে এতদূর আসক্ত হইয়া পড়িলেন যে, অন্য কোনরূপ কর্ম্মই তাঁহার নিকট সুখপ্রদ বা শান্তিদায়ক বলিয়া মনে হইতে লাগিল না।

এই সময় একদিন বৎসরাজ মৃগায়ার্থ শিবির হইতে বহির্গত হইলে যৌগন্ধরায়ণ প্রভৃতি মিলিত হইয়া দেবী বাসবদত্তার নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত মন্ত্রণা ব্যক্ত করিলেন। বাসবদত্তা অতি বুদ্ধিমতী রমণী। তিনি তৎশ্রবণে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া, বরং সে সকল অতি সৎপরামর্শ বলিয়াই বিবেচনা করিলেন। স্বামীর সহিত কিছুকাল বিযুক্ত হইয়া থাকিতে হইবে, এ কষ্ট তাঁহার মনে তখন উদয় হইলেও কার্য্যোদ্ধারের জন্য তিনি তাহা সহ্য করিতে প্রস্তুত হইলেন।

বাসবদত্তার সম্মতি পাইয়া যৌগন্ধরায়ণ, রুমাণ্বান্ ও গোপালক ইঁহারা যথেষ্ট আশ্বস্ত হইলেন। রূপ-পরিবর্ত্তকরণ কিংবা লোকচক্ষুর অদৃশ্য হইয়া থাকা, ইত্যাদি নানারূপ ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা যৌগন্ধরায়ণের পূর্ব্ব হইতে জানা ছিল। তিনি দেখিলেন,—বাসবদত্তাকে যদি তাঁহার সেই নিজ ভুবনমোহন রূপে কোথাও অবস্থিতি করিতে হয়, তবে তাহা অনেক দোষের হইবে। দেখিবামাত্র সমস্ত লোকেই সর্ব্বাগ্রে তাঁহার পরিচয় জানিতে চাহিবে। অতএব ইঁহার রূপ পরিবর্ত্তিত করিয়া রাখাই যুক্তিসিদ্ধ।

তখন যৌগন্ধরায়ণ বাসবদত্তার রূপ-পরিবর্ত্তনার্থ ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা শিক্ষা দিলেন। ঐন্দ্রজালিক বিদ্যাবলে বাসবদত্তা এক ব্রাহ্মণীরূপে পরিণত হইলেন। বসন্তক ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিলেন। স্বয়ং যৌগন্ধরায়ণ এক অতি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ হইয়া সেই দিনই রাত্রিযোগে ছদ্মবেশী বসন্তক ও বাসবদত্তার সহিত মগধরাজ্যের রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বৎসরাজ মৃগের অনুসন্ধান করিতে করিতে সে দিন শিবির হইতে বহুদূরে গমন করিয়াছিলেন, সুতরাং মৃগয়া হইতে শিবিরে প্রত্যাগমন করিতে সেদিন তাঁহার বহু বিলম্ব হইতে লাগিল। এদিকে সেনাপতি রুমণ্বান্‌ও উজ্জয়িনীরাজকুমার গোপালক ইঁহারা উভয়ে বৎসরাজ-শিবিরে প্রত্যাগমন করিবার পূর্ব্বেই কৌশলক্রমে সমস্ত শিবিরে অগ্নি সংযোগ করিয়া দিলেন। বায়ু-সাহায্যে প্রবল অগ্নি দাউদাউ করিয়া জলিয়া উঠিল এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে সমস্ত শিবির পুড়িয়া ভস্ম হইয়া গেল। শিবিরস্থ অনভিজ্ঞ লোকসকল কাঁদিয়া আকুল হইল।

এদিকে বাসবদত্তা ও বসন্তককে লইয়া যৌগন্ধরায়ণ মগদাধিপতির রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সমস্ত রাজধানী পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে রাজভবন-সংলগ্ন উদ্যানমধ্যে মগধ-রাজদুহিতা পদ্মাবতীকে দেখিতে পাইলেন। রাজনন্দিনী পদ্মাবতীরও দৃষ্টি সেই তিনজন পথিকের উপর পতিত হইল। তিনি ব্রাহ্মণীরূপধারিণী বাসবদত্তাকে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। তাঁহার আদেশে উদ্যানরক্ষিগণ দূরে অপসারিত হইল এবং বৃদ্ধব্রাহ্মণরূপী যৌগন্ধরায়ণ তাঁহার সমীপে আনীত হইলেন। মগধরাজকুমারী জিজ্ঞাসিলেন,—ব্রাহ্মণ! আপনি কে? এই স্ত্রীলোকটি কি আপনার কন্যা? আপনারা কি জন্য এখানে আগমন করিয়াছেন? যৌগন্ধরায়ণ উত্তর করিলেন,—হাঁ রাজপুত্রি! এটি আমার কন্যা, ইহার নাম অবন্তিকা, আমি আমার এই কন্যাটিকে যাহার নিকট বিবাহ দিয়াছিলাম দুর্ভাগ্যক্রমে সে অত্যন্ত কুপথগামী হইয়া ইহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক কোথায় চলিয়া গিয়াছে। যাহা হউক, আমি দেশান্তরে গিয়া জামাতার একবার অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা করিতেছি। অতএব আমি যতদিন না ফিরিয়া আসি, তাবৎকাল তুমি আমার এই কন্যাটিকে নিজের কাছে রাখিয়া রক্ষণাবেক্ষণ কর, ইহাই আমার প্রার্থনা। আর এই কন্যাটির একটি অন্ধ ভ্রাতা আছে, তাহাকেও ইহার নিকট রাখিতে ইচ্ছা করিতেছি কারণ, আমি

চলিয়া গেলে কন্যা আমার কিঞ্চিৎ হতাশ হইয়া পড়িবে, সুতরাং সে অবস্থায় ভ্রাতাকে দেখিয়া কন্যা কথঞ্চিৎ শান্তি পাইতে পারিবে।

বৃদ্ধব্রাহ্মণবেশী যৌগন্ধরায়ণ এই বলিয়া সত্বর সে স্থান হইতে লাবণক উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

পদ্মাবতী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের অনুরোধে ছদ্মবেশী বসন্তক ও বাসবদত্তাকে আশ্রয় দিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে অতি যত্নের সহিত নিজ ভবনেই রক্ষণাবেক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাদিগের উভয়ের কোন অংশেই কোনরূপ অভাব রহিল না। বাসবদত্তা পদ্মাবতীর সহিত একস্থানে বাস করিতে লাগিলেন, অন্ধবেশী বসন্তক তাঁহাদিগেরই বাসস্থানের অদূরবর্ত্তী একটি স্থানে অবস্থান করিলেন। বাসবদত্তা এখন হইতে অবন্তিকানাম্নী ব্রাহ্মণপত্নী বলিয়াই পরিচিতা হইলেন।

রাজকুমারী পদ্মাবতীর শয়নকক্ষ অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত। উহার স্থানে স্থানে সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি বিখ্যাত পতিব্রতাদিগের সুন্দর সুন্দর ছবি বিদ্যমান। একদিন অবন্তিকা পদ্মাবতীর শয়নকক্ষের একস্থানে বিরহিনী সীতাদেবীর একখানি ছবি দেখিয়া ঘন ঘন কয়েকটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার মনে তখন পতিবিরহ-দুঃখ জাগিয়া উঠিল। তিনি কিঞ্চিৎ বিপন্ন হইয়া পড়িলেন।

সেদিন পদ্মাবতী অবন্তিকার মুখশ্রী পরিম্লান দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন,—এই অবন্তিকাকে ত' সাধারণ মানবী বলিয়া আমার ধারণা হয় না। ইহার যেরূপ আকৃতি এবং যেরূপ আলাপ-ব্যবহার তাহাতে ইহাকে কোন দেবী বা কোন রাজমহিষী বলিয়াই আমার মনে হয়। যাহা হউক, ক্রমে ইহার প্রকৃত তত্ত্ব প্রকাশ পাইবে। এক্ষণে দেখি, শিল্পকর্ম্মাদিতে অবন্তিকার কিরূপ নৈপুণ্য আছে।

পদ্মাবতী এইরূপ ভাবিয়া বলিলেন,—ভাই অবন্তিকা! তুমি আমার জন্য একগাছি মালা তৈয়ারী কর দেখি। তোমার তৈয়ারী করা মালা কেমন হয়, তাহা আমার একবার দেখিতে ইচ্ছা হইয়াছে। পদ্মাবতীর কথায় অবন্তিকা একগাছি মালা তৈয়ারী করিয়া তাঁহার গলায় পরাইয়া দিলেন। পদ্মাবতী মালা গাঁথিবার নৈপুণ্য দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিতা হইলেন। তাঁহার মাতা কন্যা পদ্মাবতীর গলায় মালা দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—পুত্রি! এ মালা তুমি কোথায় পাইলে? কে তোমাকে এমন সুন্দর মালা গাঁথিয়া দিল? পদ্মাবতী উত্তর করিলেন,—মা, কিছুদিন হইল অবন্তিকা নামে এক ব্রাহ্মণকন্যা আসিয়া আমার গৃহে আশ্রয় লইয়াছেন, তাঁহারই কাছে আমি এই মালাগাছটি পাইয়াছি। তিনি স্বহস্তে এই মালাছড়াটি তৈয়ার করিয়া আমায় দিয়াছেন। পদ্মাবতীর জননী বিস্মিত হইলেন। তিনি বলিলেন,—বৎসে! এমন সুন্দর মালা আমি কখনও দেখি নাই, এই মালা যিনি গাঁথিয়াছেন আমার বোধ হয়, তিনি মানবী নন—তিনি দেবী। ইনি যেই হউন, ইঁহাকে আদর-যত্ন করিতে তুমি ত্রুটি করিও না। এ বিষয়ে তোমাকে একটি গল্প বলি শুন।

রাজা কুন্তিভোজের নিকট একসময় দুর্ব্বাসা মুনি আসিলে রাজা তাঁহার সেবার নিমিত্ত কন্যাকে নিযুক্ত করিয়া দিলেন, কন্যাও যথাবিধি তাঁহার সেবায় মনোনিবেশ করিল। একদিন দুর্ব্বাসা কন্যাকে বলিলেন, আমি স্নান করিয়া আসিতেছি, তুমি পরমান্ন পাক করিয়া রাখ। ঋষি স্নান করিয়া আসিলে কন্যা তাঁহার নিকট ভোজনার্থে পরমান্নপাত্র দিল, কিন্তু পরমান্নের পাত্র এত উষ্ণ যে, তাহা হাতে লওয়া যায় না। তখন ঋষি বলিলেন, তুমি এই পাত্র নিজপৃষ্ঠেই রাখ। আমি তাহা থেকে খাইব। মুনি তদাবস্থায় পাত্র থেকে পরমান্ন খাইতে লাগিলেন। এদিকে কন্যার পৃষ্ঠটি পুড়িয়া গেল, কিন্তু তাহাতে কন্যার কোন বিকার না দেখা যাওয়াতে ঋষি সন্তুষ্ট হইয়া বর দিয়া গেলেন। সুতরাং তুমি এই ছদ্মরূপিণী রমণীর প্রতি কোনরূপে বিচলিত হইও না।

জননীর নিকট গল্প শুনিয়া পদ্মাবতী ছদ্মবেশিনী বাসবদত্তাকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক যত্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু বাসবদত্তার মনে কিছুতেই শান্তি নাই। তিনি দারুণ পতিবিরহ-তাপে দিন দিন জর্জ্জরিত হইয়া নিশীথনলিনীর ন্যায় পরিম্লান হইয়া পড়িলেন।

এদিকে বৎসরাজ মৃগয়া হইতে শিবিরে প্রত্যাগত হইলেন। তিনি দেখিলেন—সমস্ত শিবির অগ্নিসংযোগে ভস্ম হইয়া গিয়াছে, সমস্ত লোকজন উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া আকুল হইতেছে।

বৎসরাজের প্রধান মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ বাসবদত্তাকে ছদ্মবেশে মগধরাজদুহিতার নিকট রাখিয়া সেই দিনই লাবণক-দেশস্থ বৎসরাজের শিবিরে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি বৎসরাজকে উপস্থিত দেখিয়া সেনাপতি রুমণ্বান্ প্রভৃতির সহিত তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্রমে সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত হইল। বৎসরাজ শুনিলেন,—তাঁহার

বাসবদত্তা এ সংসারে নাই,—তিনি অনলে দগ্ধ হইয়াছেন। এই দারুণ সংবাদে বৎসরাজের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল, তিনি কাঁপিয়া কাঁপিয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। মুহূর্ত্তকাল তাঁহার চৈতন্য লোপ পাইল, মন্ত্রিগণের যত্নে পুনরায় তাঁহার চৈতন্য হইল। তিনি বাসবদত্তার জন্য বহু বিলাপ করিয়া অবশেষে ভাবিলেন,—নিশ্চয়ই আমার বাসবদত্তার কোন অনিষ্ট হয় নাই, আমি সন্ন্যাসীর মুখে শুনিয়াছি,—বাসবদত্তার গর্ভে আমার এক বিখ্যাত পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। সন্ন্যাসীর বাক্য কখন মিথ্যা হইবার নহে, সুতরাং বাসবদত্তা নিশ্চয়ই জীবিত আছেন। আর এই যে গোপালক প্রভৃতি আত্মীয়-গণ সম্মুখে রহিয়াছেন, ইঁহাদিগকেও ত' ততদূর শোকগ্রস্ত বলিয়া মনে হইতেছে না। যাহা হউক, এ বিষয়ে আমার চিন্তা করিবার কিছুই নাই। সম্ভবতঃ আমার মন্ত্রিগণই কোন রাজনৈতিক ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াই বাসবদত্তাকে অন্যত্র রাখিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং নিশ্চয়ই প্রণয়িনী বাসবদত্তার সহিত পুনরায় আমার সম্মিলন ঘটিবে।

বৎসরাজ এইরূপ স্থির করিয়া শোকবেগ সম্বরণ করিলেন। এদিকে গোপালকও গুপ্তভাবে মগধেশ্বরের নিকট এক দূত প্রেরণ করিয়া সমস্ত ঘটনা জানাইলেন। মগধরাজ বাসবদত্তার মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া নিজ দুহিতা পদ্মাবতীকে বৎসরাজের করে সম্প্রদান করিতে মনস্থ করিলেন। বৎসরাজের মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ দূত-মুখে মগধেশ্বরের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে দূত দ্বারা আপনাদিগের অভিমত ও বৎসরাজ কবে বিবাহার্থ মগধে উপস্থিত হইবেন, সে সংবাদও বিজ্ঞাপন করিলেন।

মগধরাজ যৌগন্ধরায়ণ প্রেরিত সংবাদ শুনিয়া হৃষ্ট হইলেন। অবিলম্বে রাজার আজ্ঞায় বিবাহের উদ্‌যোগ-আয়োজন আরম্ভ হইল। মগধরাজের রাজধানীতে আজ গৃহে গৃহে আনন্দধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। রাজকন্যার বিবাহ উপলক্ষে নগরবাসীরা মহামোদে মগ্ন হইল। বৎসরাজের সহিত বিবাহ হইবে, এই সংবাদে পদ্মাবতী অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন। কিন্তু বাসবদত্তা এ সংবাদে মরমে মরিয়া গেলেন, তিনি বসন্তকের নিকট প্রবোধ পাইয়া মন্ত্রণা-ভঙ্গ-ভয়ে মুখে কিছুই প্রকাশ করিলেন না! এদিকে বিবাহের শুভদিন উপস্থিত হইল। বৎসরাজ সদলবলে পদ্মাবতীর পাণিগ্রহণার্থ মগধের রাজধানীতে আগমন করিলেন। যথাসময়ে মগধ-রাজনন্দিনী পদ্মাবতীর সহিত মহাসমারোহে বৎসরাজের বিবাহ নির্ব্বাহ হইল। মগধে[illegible] প্রদ্যোৎসিংহ জামাতাকে বহু ধনরত্ন যৌ[illegible] দিলেন। মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ বিবাহান্তে তথায় [illegible] অপেক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন না, তাঁহার [illegible] হইল,—পাছে বাসবদত্তার আত্মপরিচয় প্রকাশ [illegible] ও সমস্ত মন্ত্রণা ব্যক্ত হইয়া যায়। তিনি এই [illegible] মগধেশ্বরের নিকট প্রস্তাব করিলেন যে, অদ্যই [illegible] সহ বৎসরাজ তাঁহার লাবণক-দেশস্থ শিবিরে [illegible] করিবেন।

মগধরাজ মন্ত্রীর প্রস্তাবে অসম্মত হইলেন [illegible] তিনি সেই দিনই কন্যা পদ্মাবতীসহ বৎসরা[illegible] গমনে অনুমোদন করিলেন। বৎসরাজও অবি[illegible] নবপরিণীতা পদ্মাবতীকে লইয়া আপন দলব[illegible] শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মন্ত্রী-সেনা[illegible] প্রভৃতি সকলেই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

পদ্মাবতী অবন্তিকা ও তাহার অন্ধ ভ্রাত[illegible] বড় ভালবাসিতেন, এই নিমিত্ত তাঁহার সঙ্গে যাই[illegible] জন্য তিনি তাঁহাদিগের নিকট দুইটি অশ্ব প্রে[illegible] করেন, ছদ্মবেশী বাসবদত্তা ও বসন্তক এখন [illegible] দুইটি অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক বৎসরাজের সৈন্যে[illegible] পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। যথা[illegible] বৎসরাজ নিজ শিবিরে সমাগত হইলেন। পদ্মা[illegible] তাঁহার পরিচারিকাগণসহ শিবিরস্থ অন্তঃপুরে [illegible] প্রবেশ করিলেন। কিন্তু অবন্তিকা তথায় [illegible] করিলেন না। তিনি কাহারও কথা না শু[illegible] বরাবর রাজপুত্র গোপালকের শিবিরে আ[illegible] উপস্থিত হইলেন। পদ্মাবতী সংবাদ জানিয়া এক[illegible] পরিচারিকা দ্বারা অবন্তিকাকে তাঁহার নি[illegible] আসিতে বলিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু অবন্তি[illegible] সহসা পদ্মাবতীর নিকট গমন করিলেন না। [illegible] বৎসরাজ পদ্মাবতীর মুখের দিকে তাকা[illegible] দেখিলেন—তাঁহার কপালে অতি সুন্দর তি[illegible] রহিয়াছে। তিলক দেখিয়া বৎসরাজের স[illegible] হইল। তিনি জিজ্ঞাসিলেন,—প্রিয়ে! এ তি[illegible] তোমায় কে আঁকিয়া দিয়াছে? পদ্মা[illegible] বলিলেন,—আমার পিত্রালয়ে অবন্তিকা নামে [illegible] ব্রাহ্মণকন্যা ছিলেন, আমার বিবাহদিনে তি[illegible] আমায় এই তিলক আঁকিয়া দেন। সেই অবন্তি[illegible] আমার সঙ্গেই আসিয়াছেন, তাঁহাকে ডাকিবার [illegible] লোক পাঠাইয়াছি।

পদ্মাবতীর কথা শুনিয়া বৎসরাজ ভাবিলেন,—[illegible] অবন্তিকা আর কেহই নহে, এ নিশ্চয় [illegible] বাসবদত্তা। কারণ, এরূপ তিলক রচনা করি[illegible]

আর কাহারও ক্ষমতা নাই। যাহা হউক, আমি একবার তাহাকে দেখিব। বৎসরাজ এরূপ ভাবিয়া অবন্তিকার উদ্দেশে গোপালকের শিবিরে গমন করিলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইবামাত্র দেখিলেন, তাঁহার সেই বাসবদত্তাই গোপালকের শিবিরে অবস্থান করিতেছেন। তখন উভয়েই উভয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া একেবারে শোকে অধীর হইয়া পড়িলেন, নেত্রজলে তাঁহাদিগের উভয়ের বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইয়া গেল। রাজা-রাণী উভয়েই উচ্চরবে কাঁদিতে লাগিলেন। তখন মন্ত্রিপ্রবর যৌগন্ধরায়ণও নিজ নেত্রজল নিবারণ করিতে পারিলেন না, তাঁহারও নয়ন হইতে দরদরিতধারে অবিরল অশ্রুজল পতিত হইতে লাগিল। তিনি কষ্টে শোকবেগ নিবারিত করিয়া বলিলেন,—রাজন্! আমিই এ বিষয়ে অপরাধী; আমিই দেবী বাসবদত্তাকে স্থানান্তরিত করিয়া সাম্রাজ্যলাভ-লালসায় মগধরাজকুমারী পদ্মাবতীর সহিত আপনাকে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছি। এখন বিধাতার ইচ্ছায় আমাদিগের মন্ত্রণা সিদ্ধ হইবার পথ সুপ্রশস্ত হইয়াছে। আপনি নিঃসন্দেহে পতিব্রতা বাসবদত্তাকে পুনরায় গ্রহণ করুন। ইঁহার সচ্চরিত্রতা সম্বন্ধে আপনার এই নবপরিণীতা পদ্মাবতীই প্রধান সাক্ষী। আমি ইঁহারই গৃহে বাসবদত্তাকে রূপান্তরিত করিয়া রক্ষা করিয়াছিলাম। আমারই দোষে আপনার বিরহে বাসবদত্তা এতদিন বহুক্লেশ সহ্য করিয়াছেন এবং আপনাকেও ইঁহার বিরহে অনেক দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছে। আমি লোকপালগণকে সাক্ষী করিয়া বলিতে পারি, এ সম্বন্ধে দেবী বাসবদত্তার কোন অংশেই কোনরূপ দোষ নাই এবং আমিই আপনার হিতার্থী হইয়া এরূপ দুঃসহ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছি।

তখন মন্ত্রিবর পূর্ব্বমুখে বসিয়া আচমন করিয়া লোকপালদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, হে লোকপালগণ, আপনারা বলুন যে, আমি রাজহিতৈষী কি না এবং রাজ্ঞী পবিত্রা কি না, যদি না বলেন, অগ্নিতে দেহত্যাগ করিব।

যৌগন্ধরায়ণ এই বলিয়া বিরত হইলে সহসা দৈববাণী হইল,—রাজন্! বাসবদত্তার ন্যায় পত্নী এবং যৌগন্ধরায়ণের ন্যায় মন্ত্রী পাইয়া আপনিই জগতে ধন্য হইয়াছেন। আপনার মন্ত্রীর আচরণে এবং পত্নীর পরগৃহবাসে আপনি কোনরূপ সন্দেহ করিবেন না, ইঁহাদিগের কার্য্যে কোন দোষের সংস্রব নাই।

আকাশবাণী শ্রবণে রাজা প্রভৃতি সকলেই চমকিত হইলেন এবং যৌগন্ধরায়ণের কার্য্যকলাপের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বৎসরাজ তখন সমস্ত সাম্রাজ্য যেন নিজ হস্তগত হইয়াছে বলিয়াই মনে করিলেন। বাসবদত্তা, পদ্মাবতী প্রভৃতি সকলেরই মন হইতে সর্ব্ব-সংশয় বিদূরিত হইল। বৎসরাজ উদয়ন তদবধি পরম প্রীতিসহকারে মূর্ত্তিমতী রতি ও শান্তির মত বাসবদত্তা ও পদ্মাবতীকে লইয়া মহাসুখে দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

সপ্তদশ তরঙ্গ

মন্ত্রী প্রভৃতির সহিত বৎসরাজের কথোপকথন

বৎসরাজের শিবির আজ আনন্দে পরিপূর্ণ। শিবিরের একটি নির্জ্জন কক্ষে প্রণয়িনী বাসবদত্তা ও পদ্মাবতীর সহিত বৎসরাজ একাসনে সমাসীন। তাঁহার অদূরে উজ্জয়িনীরাজকুমার গোপালক, প্রধান মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ, সেনাপতি রুমণ্বান্ ও প্রিয়বয়স্য বসন্তক উপবিষ্ট। ইঁহারা নির্জ্জন কক্ষে সম্মিলিত হইয়া মধুপান করিতে থাকিয়া পরস্পর পরস্পরকে নানা মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিতে লাগিলেন। বৎসরাজ বাসবদত্তার বিরহে নিজের কষ্টভোগের উল্লেখাবসরে আজ এই নির্জ্জন সভায় পুরূরবা ও উর্ব্বশীর বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিলেন। বাসবদত্তা বৎসরাজের মুখে উর্ব্বশীবিরহে পুরূরবার দুঃখের কথা শুনিয়া মনে মনে কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন। বিচক্ষণ মন্ত্রী বাসবদত্তাকে লজ্জিত দেখিয়া তাঁহার সন্তোষোৎপাদনের নিমিত্ত একটি গল্প বলিতে আরম্ভ করিলেন।

পুরাকালে পুরূরবা নামে এক পরম বৈষ্ণব রাজা ছিলেন। তাঁহার স্বর্গেও অপ্রতিহত গতি ছিল। একদা তাঁহাকে নন্দনকাননে বিচরণ করিতে দেখিয়া উর্ব্বশী অপ্সরা কামমোহিতা হন, রাজাও তাঁহাকে দেখিয়া কামবেগে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন।

সেই সময় নারদমুনি ক্ষীরসাগরে ভগবান্ হরির দর্শনার্থ উপস্থিত হন। নারদকে দেখিয়া ভগবান্ বলেন, বৎস নারদ! আমার ভক্ত পুরূরবা উর্ব্বশীকে দর্শন করিয়া কামবেগে অচেতন হইয়া নন্দনে পড়িয়াছে, তুমি ইন্দ্রকে এখনই আমার এই আদেশ জানাও যে, পুরূরবাকে তিনি উর্ব্বশী দান করুন।

নারদ তদ্দণ্ডেই স্বর্গে উপস্থিত হইলেন এবং পুরূরবাকে প্রবোধিতকরতঃ বলিলেন, মহারাজ

গাত্রোত্থান কর, তোমারই জন্য ভগবান্ আমাকে পাঠাইয়াছেন, তিনি অকপট ভক্তিমান্‌দের বিপদ সহিতে পারেন না। এই কথায় আশ্বস্ত করিয়া নারদ রাজাকে লইয়া ইন্দ্রসকাশে উপস্থিত হইলেন এবং ভগবানের আদেশ জানাইয়া রাজকরে উর্ব্বশীকে সমর্পণ করাইলেন। যদিও স্বর্গ থেকে উর্ব্বশীকে মর্ত্ত্যে প্রেরণ করাতে স্বর্গ জীবন-হীন হইল, কিন্তু উর্ব্বশীর পক্ষে উহা মৃতসঞ্জীবনৌষধিস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। রাজা উর্ব্বশীকে লইয়া মর্ত্ত্যে আসিলেন ও পরস্পরে অনুক্ষণ সাহচার্য্য পরমসুখেই রহিলেন। একদা দানবগণের সহিত যুদ্ধ বাঁধিলে ইন্দ্র সাহায্যের জন্য পুরূরবাকে স্বর্গে আনিলেন এবং পুরূরবা সেই মায়াবর নামক দৈত্যপতিকে যুদ্ধে নিহত করিলে স্বর্গে মহোৎসব হইল। ঐ উৎসবে আচার্য্য তুম্বুরুর সন্নিধানে নৃত্য করিতে করিতে রম্ভার পদস্খলন ঘটিল, তদ্দর্শনে পুরূরবা হাসিয়া উঠিলেন। রম্ভা বলিল, তুমি মানুষ, স্বর্গের নৃত্য কি জান? ইহাতে রাজা উত্তর করেন, আমি উর্ব্বশী-সম্বন্ধে যাহা জানি, তাহা তোমার গুরু তুম্বুরুও জানে না।

এই কথায় তুম্বুরু ক্রোধ করিয়া শাপ দিলেন, উর্ব্বশীকে পাইয়া তোমার এত অভিমান! তোমার উর্ব্বশীর সঙ্গে বিরহ ঘটিবে। তবে শ্রীকৃষ্ণের উৎকট আরাধনা করিলে ঐ শাপক্ষয় হইতে পারিবে। এই শাপের প্রভাবে উর্ব্বশীকে গন্ধর্ব্বেরা আসিয়া চুরি করিয়া লইয়া গেল। উর্ব্বশী তাহাদের কাছে মৃতার ন্যায় রহিলেন। উর্ব্বশীলাভের আশায় রাজাও উর্ব্বশীবিরহে পাগলের মত হইয়া পড়িলেন, ক্রমে তাঁহার এই শাপাবসানের কথা স্মৃতিপথে আসিলে তিনি বদরিকাশ্রমে যাইয়া কৃষ্ণারাধনায় মনোনিবেশ করেন, উর্ব্বশীও রাত্রিতে চক্রবাকীর মত প্রিয়প্রাপ্তি আশায় প্রাণে বাঁচিয়া রহিল।

এদিকে পুরূরবার তপস্যায় হরির সন্তোষ হইলে গন্ধর্ব্বেরা উর্ব্বশীকে ফিরাইয়া দিল, তখন রাজা পৃথিবীতেও উর্ব্বশীসহযোগে বহুকাল দিব্যভোগ করিয়াছিলেন।

যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন, পূর্ব্বে তিমিরা নামক একটি নগরীতে বিহিতসেন নামে এক নরপতি রাজত্ব করিতেন। তাঁহার তেজোবতী নামে পত্নী রূপ-লাবণ্যবতী ও পতিব্রতা ছিলেন। রাজা বিহিতসেন পত্নীর প্রতি এরূপ আসক্ত ছিলেন যে, ক্ষণকালের জন্য তিনি তাহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না। প্রতিনিয়ত রমণী-সংসর্গে রাজার শরীরে রোগের সঞ্চার হইল। তখন বৈদ্যেরা রাজার চিকিৎসার্থ আনীত হইয়া রোগের নিদানাদি অবগত হ[illegible] রাজাকে স্ত্রীসংসর্গ করিতে নিষেধ ক[illegible] চিকিৎসকের ব্যবস্থায় রাজার মাথায় বজ্রাঘাত হ[illegible] অগত্যা তিনি স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগ করিয়া দুঃখে কা[illegible] পাত করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে [illegible] ভাবনা-চিন্তায় তাঁহার হৃদয়ে আর একটি দু[illegible] রোগের আবির্ভাব হইল। রাজমন্ত্রিগণ র[illegible] অসুখে মহা বিপদে পড়িলেন। তাঁহারা ভাবি[illegible] রাজার এই যে উৎকট রোগ দেখা দিয়াছে, [illegible] কোন ভয় বা শোক ব্যতীত ইহা কিছুতেই আ[illegible] হইবে না। অতএব এখন কি উপায় অবলম্ব[illegible] যায়? রাজার কোন বিষয়েই ভয় নাই। সু[illegible] তাঁহার ভয়োৎপাদন করিতে যাওয়া বিফল; [illegible] যদি কোন দারুণ শোক-সংবাদ তাঁহাকে শ্রবণ [illegible] যায়, তাহা হইলেই রোগ হইতে মুক্ত হ[illegible] সম্ভাবনা।

রাজমন্ত্রিগণ পরস্পর পরামর্শ করিয়া রা[illegible] নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন,—রাজন্! স[illegible] হইয়াছে। অদ্য আপনার পত্নী-বিয়োগ ঘটিয়া[illegible]

রাজা মন্ত্রিগণের মুখে এই দুঃসংবাদ [illegible] পাইয়া শোকাবেগে তৎক্ষণাৎ ভূতলে [illegible] গেলেন। তাঁহার পতনের সঙ্গে সঙ্গে তদীয় [illegible] আরোগ্য হইল। রাজাকে নীরোগ দেখিয়া [illegible] অবিলম্বে তদীয় পত্নীকে সেই স্থানে আ[illegible] করিলেন। রাজা প্রণয়িনীকে পাইয়া অত্য[illegible] হইলেন। কার্য্যগতিকে এইরূপ মিথ্যা ব[illegible] করায় তিনি মন্ত্রিগণ বা তাঁহার মহিষীর উপর [illegible] হইলেন না।

যৌগন্ধরায়ণ এই গল্পটি বলিয়া পুনরায় বলিলে[illegible] যে রমণী পতির প্রকৃত হিতাভিলাষিণী [illegible] তাঁহাকেই দেবীশব্দে অভিহিত করা যায়। রা[illegible] যে যে কার্য্যের চিন্তা করিতে হয়, রাজার যিনি [illegible] থাকেন, তাঁহাকেও সতত সেই সেই কার্য্যের [illegible] চিন্তিত থাকিতে হয়। তদ্‌ভিন্ন কেবল প্রভুর [illegible] রঞ্জন করিয়া যিনি চলেন, তিনি মন্ত্রী নহেন, [illegible] মাত্র। রাজন্! আমরা সমস্ত পৃথিবী জয় ক[illegible] বাসনা করিয়াছি এবং সেইজন্যই আপনার [illegible] মগধরাজের সহিত সর্ব্বাগ্রে সন্ধিবন্ধন করিব [illegible] এইরূপ প্রয়াস পাইয়াছি। আমাদিগের সঙ্গে [illegible] দেবী বাসবদত্তাও আপনার হিতাভিলাষে [illegible] বিরহ-ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন। আমরা শপথ [illegible] বলিতে পারি, দেবী বাসবদত্তার কোন ত্রুটি না[illegible] তিনি আপনার প্রকৃত উপকারই করিয়াছেন।

বৎসরাজ মন্ত্রিবর যৌগন্ধরায়ণের মুখে এতকাল পরে প্রকৃত রহস্য শুনিতে পাইয়া আপনাকেই অপরাধী বলিয়া ভাবিলেন এবং মনে মনে যথেষ্ট তুষ্ট হইলেন। তিনি বলিলেন আপনাদিগের মন্ত্রণারহস্য যে এইরূপ, তাহা পূর্ব্বেও আমি কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়াছিলাম। এক্ষণে সমস্ত বিষয় স্পষ্ট শুনিতে পাইয়া আর আপনাদিগের বুদ্ধিবিক্রম স্মরণ করিয়া এই সমগ্র পৃথিবীরাজ্য আমার করতলগত বলিয়াই মনে হইতেছে। যাহা হউক, এ বিষয়ে আমার যদি কোন ত্রুটি থাকে, তবে আশা করি, আপনাদের ন্যায় বিচক্ষণ ব্যক্তিগণের নিকট তাহা ধর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য হইবে না।

এইরূপ নানা কথায় পরস্পর আপ্যায়িত হইয়া রাজা এবং মন্ত্রিগণ সকলেই সেই দিন সুখে অতিবাহিত করিলেন। বাসবদত্তা ও পদ্মাবতী উভয় রমণীই আজ পতির ব্যবহারে সুখিনী হইলেন।

পরদিন রাত্রিপ্রভাত হইবামাত্র মগধ হইতে একজন দূত বৎসরাজের শিবিরে আসিয়া তাঁহাকে নিবেদন করিল,—দেব! আপনার শ্বশুর মগধপতি প্রদ্যোৎসিংহ আমাকে এইরূপ বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, আপনার মন্ত্রিগণ কর্ত্তৃক তিনি প্রতারিত হইয়াছেন। মন্ত্রিগণ মিথ্যা সংবাদ রটনা করিয়া আপনার সহিত তাঁহার কন্যা পদ্মাবতীর বিবাহ দিয়াছেন। যাহা হউক, বিধিলিপি যেরূপ ছিল, তদনুসারেই এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। এক্ষণে মগধপতির আপনার নিকট বক্তব্য এই যে, যাহাতে কাহারও মনে দুঃখ-কষ্ট না হয়,—আপনি ভবিষ্যতে যেন সেইরূপ ব্যবহার করেন।

বৎসরাজ দূতের মুখে মগধেশ্বর-প্রেরিত সংবাদ শুনিয়া অন্য কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া তাঁহার নবপরিণীতা মগধরাজদুহিতা পদ্মাবতীর নিকট তাহাকে পাঠাইয়া দিলেন। দূত বৎসরাজের আদেশে পদ্মাবতীর নিকট উপস্থিত হইল। পদ্মাবতী তখন বাসবদত্তার সহিত একস্থানে থাকিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। দূত উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিল,—দেবি! আপনি ছলপূর্ব্বক এই স্থানে আনীত হইয়াছেন। আপনার পতি বৎসরাজ অন্য নারীতে আসক্ত; সুতরাং কন্যা জন্মিলে পিতার যেরূপ পদে পদে দুঃখ হইয়া থাকে, আপনি স্বামিসৌভাগ্যবতী না হওয়ায় আপনার পিতারও এক্ষণে সেই দুঃখ সংঘটিত হইয়াছে। রাজনন্দিনি! আপনার পিতা আমাকে যেরূপ সংবাদ বলিতে বলিয়া দিয়াছেন, আমি তাহাই আপনার নিকট বলিলাম। ইহার গুণাগুণের ভার আপনার উপর।

পদ্মাবতী উত্তর করিলেন,—দূত! আমি পিতার কথিত সমস্ত সংবাদই তোমার মুখে শুনিলাম। তুমি পিতাকে আমার প্রণাম জানাইবে এবং আমার বাক্যানুসারে তাঁহাকে বলিবে যে,—তিনি যেন আমার জন্য কোনরূপ শোক প্রকাশ করেন না। আর্য্যপুত্র আমার প্রতি সর্ব্বদাই সদয় ও প্রসন্ন আছেন। দেবী বাসবদত্তাও ভগিনীর ন্যায় সর্ব্বদা আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেছেন। সুতরাং আমার পিতা যেন এ সম্বন্ধে আর্য্যপুত্রের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্রও বিরক্ত হন না।

দূত পদ্মাবতীর নিকট হইতে এই সংবাদ লইয়া সত্বরই মগধের রাজধানী অভিমুখে প্রস্থান করিল। দূত চলিয়া গেলে পদ্মাবতী পিত্রালয় স্মরণ করিয়া কিঞ্চিৎকাল উন্মনা হইয়া রহিলেন; বাসবদত্তা পদ্মাবতীর উৎকণ্ঠা দূর করিবার জন্য নিকটবর্ত্তী বয়স্য বসন্তককে একটি গল্প বলিতে বলিলেন। বসন্তক বাসবদত্তার আদেশে তদ্দণ্ডেই গল্প আরম্ভ করিলেন।

বসন্তক বলিলেন,—রাজনন্দিনি! ভারতবর্ষে পৃথিবীর ভূষণস্বরূপ পাটলীপুত্র নামক একটি নগর আছে। পূর্ব্বে ঐ নগরে ধর্ম্মগুপ্ত নামক জনৈক ধনাঢ্য বণিক বাস করিত। ধর্ম্মগুপ্তের পত্নীর নাম চন্দ্রপ্রভা। চন্দ্রপ্রভা গর্ভবতী হইয়া যথাকালে একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যাসন্তান প্রসব করিল। কিন্তু জন্মিবার কিছু পরেই নবজাত কন্যাটি উঠিয়া বসিল এবং অতি স্পষ্টবাক্যে সকলের সহিত কথা কহিতে লাগিল। ধর্ম্মগুপ্তের কন্যা জন্মিবার সময় যে-সকল প্রতিবেশিনী স্ত্রীলোকেরা একত্র হইয়াছিল, তাহারা এই ব্যাপার দেখিয়া একেবারে বিস্ময়াপন্ন হইল এবং কাহারও কাহারও মনে কিঞ্চিৎ ভয়েরও সঞ্চার হইতে লাগিল। বণিক ধর্ম্মগুপ্ত এই অদ্ভুত সংবাদ শ্রবণে ভীত হইয়া সত্বর সেই স্থানে উপস্থিত হইল এবং স্বয়ং সেই অদ্ভুত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া নির্জ্জনে প্রণিপাতপূর্ব্বক কন্যাকে জিজ্ঞাসিল,—ভগবতি! কে তুমি আমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছ? কন্যা উত্তর করিল,—তুমি আমার নিকট অধিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও না। আমি তোমার মঙ্গলার্থই জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আর এক কথা, আমি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও আমাকে তুমি কাহারও সহিত বিবাহ দিতে মনস্থ করিও না।

কন্যা পিতাকে এই কথা কহিয়া নীরব হইল। পিতা কন্যার কথায় ভীত হইয়া গোপনে নিজালয়ে

তাহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন আর বাহিরে সর্ব্বত্রই রাষ্ট্র করিয়া দিলেন যে,—তাঁহার কন্যা মরিয়া গিয়াছে। কন্যা ঐ সকলের অগোচরে দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বণিক ধর্ম্মগুপ্ত তাহার সেই কন্যার নাম রাখিল—সোমপ্রভা। সোমপ্রভা মানবী বটে; কিন্তু তাহার অলৌকিক কান্তিপটলে তাহাকে দেবাঙ্গনা বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

ইতিমধ্যে বসন্তোৎসব উপস্থিত হইল। নাগর-নাগরীদল নানা রঙ্গে-ভঙ্গে অনঙ্গবন্ধুর মহোৎসবে আসিয়া যোগদান করিল। বণিকতনয়া সোমপ্রভা বসন্তোৎসব দেখিবার জন্য সুরম্য হর্ম্ম্যপৃষ্ঠে উঠিয়া উৎসবব্যাপার সন্দর্শন করিতে লাগিল। এই সময় গুহচন্দ্র নামক জনৈক বনিক-যুবকের দৃষ্টি সোমপ্রভার দেহপ্রভায় ঝলসিয়া গেল। গুহচন্দ্র বণিক-দুহিতাকে দর্শনমাত্র কামশরে বিদ্ধ হইয়া ভূতলে মূর্চ্ছিত হইল এবং সে মূর্চ্ছাবসানে অতি কষ্টে স্বগৃহে গমন করিল। গৃহে গিয়া সোমপ্রভার চিন্তায় গুহচন্দ্রের দেহ দিন দিন জীর্ণ-শীর্ণ হইতে লাগিল। গুহচন্দ্রের আত্মীয়-স্বজন অতি নির্ব্বন্ধসহকারে তাহার শারীরিক অস্বাস্থ্যের কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে তাহার পিতামাতার নিকট জনৈক বয়স্য দ্বারা সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করিল। গুহচন্দ্রের পিতা গুহসেন এই সংবাদ শুনিয়া পুত্রস্নেহবশতঃ ধর্ম্মগুপ্তের গৃহে গমন-পূর্ব্বক তদীয় কন্যার সহিত নিজ পুত্রের বিবাহ-সম্বন্ধের প্রস্তাব করিলেন, ইহাতে ধর্ম্মগুপ্ত উত্তর করিল, মহাশয়! আমার কন্যার মৃত্যু হইয়াছে; সুতরাং আপনার কথা কেমন করিয়া রক্ষা করিব? গুহসেন ধর্ম্মগুপ্তের কথায় একটু লজ্জিত হইলেন। ধর্ম্মগুপ্তের কন্যা জীবিত থাকিলেও সে যে তাহা গোপন করিয়া তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া দিল, একথা তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু ধর্ম্মগুপ্তের নিকট আর সে সম্বন্ধে প্রস্তাব না করিয়া রাজার সাহায্যে ধর্ম্মগুপ্তের কন্যার সহিত নিজ পুত্রের বিবাহ দেওয়াই মনস্থ করিলেন।

একদিন সুচতুর গুহসেন রাজদরবারে উপস্থিত হইয়া রাজাকে কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা নজর দিলেন। রাজা গুহসেনের ব্যবহারে প্রীত হইয়া তাঁহার অভি-লষিত বিষয় অবগত হইলেন এবং সত্বর গুহসেনের সাহায্যার্থে জনৈক সেনাধ্যক্ষকে প্রেরণ করিলেন। সেনাধ্যক্ষ রাজাদেশে গুহসেনের সহিত অবিলম্বে ধর্ম্মগুপ্তের গৃহাভিমুখে গমন করিয়া সৈন্য কর্ত্তৃক ধর্ম্মগুপ্তের বাসভবন অবরুদ্ধ করিলেন। পিতার বিপদ দেখিয়া কন্যা সোমপ্রভা কহিল,—পিতঃ! আপনি আমাকে বিবাহ না দিলে কিছুতেই আপনা[র] বিপদ হইতে উদ্ধারের উপায় দেখিতেছি ন[া]। আপনি আমাকে এই গুহসেনপুত্র গুহচন্দ্রের সহি[ত] বিবাহ দিন। এইরূপ বিবাহে কোন দোষ হইব[ে] না। কিন্তু বিবাহান্তে আপনি তাঁহাকে বলি[য়া] দিবেন যে,—সে যেন আমার সহিত কখনও এ[ক] শয্যায় শয়ন করে না।

কন্যার কথানুসারে ধর্ম্মগুপ্ত গুহসেনের নিক[ট] সেইরূপ প্রস্তাব করিলেন। গুহসেন ধর্ম্মগুপ্ত[ের] প্রস্তাবে মনে মনে হাসিয়া ভাবিলেন,—আচ্ছা, এ[র] জন্য চিন্তা কি, আগে পুত্রের বিবাহ হইয়া যাউ[ক] তৎপরে যেরূপ হয় দেখা যাইবে। এইরূপ ভাবি[য়া] গুহসেন ধর্ম্মগুপ্তের কথায় সম্মত হইলেন। ক[ালে] সময়ে গুহসেনের পুত্র গুহচন্দ্রের সহিত ধর্ম্মগুপ্তের সোমপ্রভার বিবাহ হইল। বিবাহান্তে গু[হসেন] সোমপ্রভাকে লইয়া গুহচন্দ্র স্বভবনে গমন করি[ল]। ধর্ম্মগুপ্ত বিবাহের পূর্ব্বে গুহসেনপুত্রকে সোমপ্রভা[র] সহিত একশয্যায় শয়ন করিতে নিষেধ করিয়াছি[লেন]; কিন্তু গুহসেন সে নিষেধ মানিলেন না। তি[নি] পুত্রকে পুত্রবধূসহ একশয্যায় শয়ন করিতে আদে[শ] করিলেন। শ্বশুরের আদেশ শুনিয়া পুত্রবধূ সোমপ্র[ভা] সক্রোধে শ্বশুরের দিকে যমের আজ্ঞার মত তর্জ[নী] স্থাপন করিল। গুহসেন পুত্রবধূর তাদৃশ ভাব দ[েখিয়া] ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলেন। এ[ই] ব্যাপার দেখিয়া স্থানীয় অন্যান্য সকলেরই মনে ভ[য়] সঞ্চার হইল। পিতার মৃত্যু হওয়ায় গুহচন্দ্র অত[্যন্ত] দুঃখিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন,—নিশ্চ[য়ই] লোকসংহারিণী মহামারী আমার গৃহে প্রবেশ করি[য়া] ভার্য্যারূপে অবস্থান করিতেছে! অতএব ক[ি] উপায়ে কেমন করিয়া এই মহামারীর হস্ত হইতে অব্যাহতি পাই?

গুহচন্দ্র এইরূপ ভাবিয়া-চিন্তিয়া অমঙ্গল-শান্তি[র] জন্য প্রত্যহ ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইতে লাগিলেন এ[বং] স্বয়ং আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া মনের দুঃখে সর্ব্ব[দা] দেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। গুহচন্দ্রে[র] গৃহে প্রত্যহ যে-সকল ব্রাহ্মণ ভোজনার্থ উপস্থি[ত] হইতে লাগিলেন, গুহসেনপত্নী সোমপ্রভা ভোজনান্তে সেই সকল ব্রাহ্মণদিগকে প্রত্যহ প্রচুর দক্ষিণা দি[তে] আরম্ভ করিল। একদিন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বণি[কের] গৃহে ভোজন করিতে বসিয়া সেই সর্ব্বাশ্চর্য্যরূ[পা] বণিকবধূকে দর্শনপূর্ব্বক কুতূহলবশতঃ গুহচন্দ্রে[র] নিকট নির্জ্জনে তাহার বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলে[ন]।

গুহচন্দ্র দুঃখিতান্তঃকরণে আদ্যোপান্ত সকল ঘটনাই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট খুলিয়া বলিলেন। গুহচন্দ্রের মুখে তদীয় দুঃখকাহিনী শুনিয়া ব্রাহ্মণের দয়া হইল। তিনি গুহচন্দ্রের অভীষ্টসিদ্ধির জন্য তাঁহাকে একটি মন্ত্র শিখাইয়া দিলেন। গুহচন্দ্র ব্রাহ্মণের নিকট মন্ত্র পাইয়া, একটি অগ্নি প্রজ্বালনপূর্ব্বক তাহার সম্মুখে বসিয়া সেই মন্ত্রটি জপ করিতে লাগিলেন। জপ করিতে করিতে মন্ত্রপ্রভাবে হঠাৎ অগ্নিমধ্য হইতে এক ব্রাহ্মণের আবির্ভাব হইল। গুহচন্দ্র সেই অগ্নি-উত্থিত ব্রাহ্মণের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। ব্রাহ্মণ তুষ্ট হইয়া বণিকতনয়কে বলিলেন,—গুহচন্দ্র! আমি তুষ্ট হইয়াছি। আমি কল্য মধ্যাহ্নে তোমার গৃহে আহার করিব এবং রাত্রিযোগে তোমার বাটীতে অবস্থান করিয়া তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করিব।

পরদিন অন্যান্য ব্রাহ্মণের সহিত সেই অগ্নি-উত্থিত ব্রাহ্মণও গুহচন্দ্রের গৃহে গমনপূর্ব্বক যথাকালে ভোজনাদিক্রিয়া নির্ব্বাহ করিলেন। ভোজনান্তে অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ সকলেই স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া আসিলেন; কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ আর সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি সমস্ত দিন সেই স্থানে অবস্থান করিয়া পরে রাত্রিযোগেও সেইখানেই রহিলেন। ক্রমে রাত্রি অধিক হওয়ায় বণিকভবনস্থ অন্যান্য সকলেই নিদ্রাদেবীর শীতল ক্রোড়ে আশ্রয় লইল। কিন্তু ব্রাহ্মণ নিদ্রিত হইলেন না, তিনি এবং গুহচন্দ্র ও তৎপত্নী সোমপ্রভা এই তিনজন মাত্র তখন জাগিয়া রহিলেন।

যখন রাত্রি অত্যন্ত গভীর হইয়া উঠিল, পাদপস্থিত পাখীটির পর্য্যন্ত কোন শব্দ শুনা যাইতে লাগিল না, তখন সোমপ্রভা একাকিনী গৃহ হইতে বহির্গত হইল। সে গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়াই দ্রুতগমনে পথ হাঁটিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ পূর্ব্ব হইতেই জাগিয়া ছিলেন; সুতরাং তিনি এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া বণিকপুত্র গুহচন্দ্রকে ও নিজেকে ভৃঙ্গরূপী করিয়া সোমপ্রভার গতিবিধি দর্শন করিবার নিমিত্ত তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। ক্রমে সোমপ্রভা নগর হইতে বহির্গত হইল। তাঁহারা যাইতে যাইতে সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড অশ্বত্থবৃক্ষ দেখিতে পাইয়া কিঞ্চিৎকাল তাহার অদূরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। হঠাৎ সেই প্রকাণ্ড বৃক্ষের নিম্নদেশ হইতে বেণুবীণাদি বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের মধুর নিনাদসহ মনোরম সঙ্গীতধ্বনি উত্থিত হইল। ক্রমে দেখা গেল,—বণিকপত্নী সোমপ্রভা সেই প্রকাণ্ড অশ্বত্থ পাদপের স্কন্ধে উঠিয়া একটি সুন্দরী যুবতী রমণীর সহিত একাসনে উপবেশন করিল।

গুহচন্দ্র এই সকল দেখিয়া-শুনিয়া অবাক হইলেন। তিনি ভাবিলেন,—এ কি হইল! আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? অথবা আমার কি কোন ভ্রম উপস্থিত হইল? গুহচন্দ্র ভাবিয়া-চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। এদিকে সোমপ্রভা বৃক্ষে উঠিয়া সঙ্গিনী স্ত্রীলোকটির সহিত মদ্যপানে প্রবৃত্ত হইল। কিছুক্ষণ মদ্যপানের পর সোমপ্রভা সঙ্গিনী স্ত্রীলোকটিকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—ভগিনি! অদ্য আমার গৃহে একজন তেজস্বী ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমার বড়ই শঙ্কা হইয়াছে। সে জন্য আমি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছি। তোমার নিকট এই কথা বলিবার জন্যই আমি এই স্থানে আসিয়াছিলাম, এক্ষণে রাত্রি অধিক হইয়াছে, আমি যথাস্থানে চলিলাম। সোমপ্রভা সেই স্ত্রীলোকটিকে এই কথা কহিয়া তৎক্ষণাৎ বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিল।

এদিকে বণিক গুহচন্দ্র স্ত্রীর এরূপ ব্যবহার দেখিয়া তদ্দণ্ডেই সেই ব্রাহ্মণের সহিত গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক পূর্ব্বরূপ ধারণকরতঃ অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎকাল পরে সোমপ্রভাও আবার গৃহে আসিয়া যথাস্থানে অবস্থান করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ এবং বণিক উভয়েই জাগিয়া ছিলেন। ব্রাহ্মণ ধীরে ধীরে বণিককে বলিলেন, গুহচন্দ্র! তোমার স্ত্রীর ব্যবহার দেখিয়াছ ত'? অতএব জানিয়া রাখ, তোমার এই স্ত্রী মানবী নহেন—ইনি দেবী, ইঁহার যিনি সঙ্গিনী আছেন, তাঁহাকেও তুমি অদ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছ। যাহা হউক, অদ্য তোমাকে আমি আর একটি মন্ত্র দান করিতেছি, তুমি অগ্নি প্রজ্বালনপূর্ব্বক এই মন্ত্র জপ কর এবং যেরূপ উপদেশ প্রদান করি, তদনুসারে চল। দেখিবে—তোমার অভীষ্টসিদ্ধি হইতে আর অধিক বিলম্ব ঘটিবে না। ব্রাহ্মণ এই বলিয়া বণিক গুহচন্দ্রকে সেই মন্ত্র এবং অন্যান্য বিষয়ে উপদেশ দিয়া রাত্রিপ্রভাতেই সে স্থান হইতে অন্তর্দ্ধান করিলেন।

ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলে বণিক গুহচন্দ্র সায়ংসময় পত্নী সোমপ্রভার গৃহদ্বারে বসিয়া ব্রাহ্মণ-প্রদত্ত সেই মন্ত্রটি জপ করিতে লাগিলেন। বণিকপত্নী গৃহমধ্যে কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত ছিল, সে এ ব্যাপার কিছুই জানিল না! গুহচন্দ্রের মন্ত্র-জপের বিরাম নাই, তিনি অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া তাহার সম্মুখে উপবেশন-

পূর্ব্বক একাগ্রমনে সেই মন্ত্র জপ করিতে থাকিলেন। কিছুক্ষণ পরে এক পরম সুন্দরাকৃতি রমণী আসিয়া গুহচন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত হইল। গুহচন্দ্র চক্ষু মেলিয়া একদৃষ্টে সেই অপরিচিতা রমণীর অলৌকিক রূপরাশি দর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহার জপভঙ্গ হইল, তিনি আগন্তুক রমণীটির সহিত নানাপ্রকার আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। গৃহের বহির্ভাগে স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর বাক্যালাপ শুনিয়া বণিকপত্নী সোমপ্রভা গৃহ হইতে বাহিরে আসিল। সে বাহিরে আসিয়া দেখিল, তাহার স্বামী এক অপরিচিতা ললনার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছে। তদ্দর্শনে সোমপ্রভা তাহার স্বামীকে জিজ্ঞাসিল,—এই রমণী কে? তুমি কাহার সহিত এ সময় কথা কহিতেছ? গুহচন্দ্র উত্তর করিলেন,—এই রমণী আমার প্রতি অনুরাগিণী হইয়া এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। ইঁহার এই সুন্দর নবযৌবন ভোগ করিবার জন্য ইনি আমাকে বারংবার অনুরোধ করিতেছেন। অতএব অদ্যই আমি এই সুন্দরী যুবতীর গৃহে গমন করিব।

গুহচন্দ্রের ঐরূপ উত্তর শুনিয়া সোমপ্রভার মনে ঈর্ষানল জ্বলিয়া উঠিল। সে তাহার স্বামীকে অন্য রমণীর সহিত সংসর্গ করিতে নিষেধ করিয়া বলিল,—প্রিয়! আপনি এমন কার্য্য করিবেন না, আমি অসঙ্গত কার্য্য করিয়াছি, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি অদ্য হইতে আপনার বশবর্ত্তিনী গৃহিণী হইলাম। এখন হইতে আর আমি আপনাকে প্রত্যাখান করিব না।

বণিক গুহচন্দ্র মনে মনে ভাবিলেন, আমার কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে। স্ত্রীকে বশ করিবার জন্য ব্রাহ্মণ আমাকে যে মন্ত্র দিয়াছিলেন, এখন আমি তাহার প্রত্যক্ষ ফল পাইলাম। বণিক এই ভাবিয়া হৃষ্টমনে তৎক্ষণাৎ পত্নী সোমপ্রভাকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন সেই আগন্তুক অপরিচিতা স্ত্রীলোকটি অদৃশ্যা হইল। সোমপ্রভা বিস্মিত হইলেন; কিন্তু বণিক তাহাতে কিছুমাত্র বিস্মিত হইল না। এক্ষণে মন্ত্রের প্রভাবে বণিক গুহচন্দ্রের চিরদিনের মনোরথ সফল হইল। তিনি পত্নীর সহিত পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার উদ্দাম যৌবনের উৎকট পিপাসা এতদিনে শান্তি পাইল।

বসন্তক বাসবদত্তার নিকট এই গল্পটি বলিয়া পুনরায় বলিলেন,—হে রাজনন্দিনি! শাপভ্রষ্ট বরাঙ্গনাগণ এইরূপ যোগ-মন্ত্র-বলেই পুণ্যবানগণের গৃহিণী-পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। দেবদ্বিজগণের আরাধনা করিলে কস্মিনকালেও তাহা বিফল হয় না। আর পাপকর্ম্ম করিয়াও তাহা হইতে কেহ নিষ্কৃতি পায় না। স্বর্গবাসী অতি উচ্চপদস্থ মহামহিম মহাপুরুষগণও যদি পাপাচরণ করেন, তবে বিধিনিয়মে তাঁহাকেও অধঃপতিত হইতে হয়। এই দেখুন, পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র গৌতমপত্নী অহল্যাকে ছলপূর্ব্বক ধর্ষণ করিয়া শেষে পাপের ফলে ঋষির শাপে কত লাঞ্ছনাই না ভোগ করিয়াছিলেন! সুকৃত-দুষ্কৃত্যের ফল অবশ্যই ফলে। সে সময় গৌতমের শাপে অহল্যা পাষাণী ও ইন্দ্রের সহস্র ভগ হয়, পরে ঋষির অনুগ্রহেই শাপান্ত হয়। যে যেরূপ কাজ করে, তাহার সেই কর্ম্মানুযায়ী ফল ভোগ করিতে হয়। আপনি এবং এই মগধ রাজকুমারী পদ্মাবতী আপনারা উভয়ে জন্মান্তরে প্রচুর পুণ্যসঞ্চয় করিয়া আসিয়াছেন, সেই পুণ্যকর্ম্ম বলে আপনারা এক্ষণে রাজার গৃহিণী হইয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিতেছেন। আমার বোধ হয় আপনারা পূর্ব্বজন্মে কোন দেবদুহিতা হইয়া পরস্পর পরস্পরের ভগিনী হইয়া জন্মিয়াছিলেন। পরে কর্ম্মফলে মানবী হইয়াও রাজসংসারে পতিত হইয়াছেন। এবং পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ভগিনীভাব উপস্থিত হইয়াছে।

বসন্তক এই বলিয়া বিরত হইলেন। পদ্মাবতী এবং বাসবদত্তা উভয়েরই তাঁহার কথায় আনন্দ হইল। তাঁহাদিগের পরস্পরের সপত্নীজন্য যে একটু ঈর্ষা ছিল তাহা বসন্তকের কথাবসানে হৃদয় হইতে একেবারে তিরোহিত হইল। পদ্মাবতী ও বাসবদত্তা উভয়েই এখন হইতে পরস্পরের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। বৎসরাজ উদয়ন পত্নীদ্বয়ের ব্যবহারে প্রীত হইলেন। দেবী বাসবদত্তার উদারতা দেখিয়া রাজা মনে মনে তাঁহাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিলেন।

সেইদিন রাত্রিপ্রভাত হইলে মন্ত্রিবর যৌগন্ধরায়ণ বৎসরাজের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন,—দেব! সম্প্রতি আমাদিগের সকলকেই রাজধানী কৌশাম্বী নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করা উচিত। অবশ্য মগধরাজের ভয়ে আমরা এ স্থান হইতে চলিয়া যাইতেছি না। আর দূতমুখে যেরূপ শুনিলাম, তাহাতে তিনি আমাদিগের উপর কুপিত হইয়াছেন বলিয়া ধারণা হয় না। তবে মগধেশ্বরকে আমরা বঞ্চনা করিয়াছি, এই বঞ্চনার বিষয় স্মরণ করিয়া তাঁহার যদি ক্রোধের উদ্রেক হয়, তবে সে ক্রোধ আপনার উপর হইবে না, তাহা আমারই উপর পতিত

হইবে। যাহা হউক, সে জন্য আমি চিন্তিত হই নাই, আমরা এস্থানে বহুদিন অতিবাহিত করিলাম ; এক্ষণে চলুন আমরা সকলেই রাজধানীতে গমন করি।

এই সময় মগধরাজের জনৈক দূত আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বৎসরাজকে বলিল,—দেব! আমি পদ্মাবতীর সংবাদ লইয়া মগধরাজের নিকট গিয়াছিলাম। তিনি সংবাদ শুনিয়া সসন্তোষে পুনরায় আমাকে প্রেরণ করিলেন। মগধেশ্বর আপনাকে বলিয়া দিয়াছেন যে,—বৎস! অধিক আর কি বলিব, আমি সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছি। আমার ইহাতে মনে কোন দৈন্য নাই। আমি তুষ্ট হইয়াছি। তবে কথা এই যে,—তুমি যাহার জন্য এইরূপ কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলে, তাহা সম্পন্ন করিতে ভুলিও না। সর্ব্বাগ্রে তাহারই চেষ্টা কর। আমি তোমার নিকট অবনত হইলাম।

বৎসরাজ দূতের মুখে যৌগন্ধরায়ণের নীতি-বৃক্ষের পুষ্পস্বরূপ সংবাদ শুনিয়া আহ্লাদিত হইলেন। তখন পদ্মাবতী ও বাসবদত্তা উভয়েরই নিকট এ সংবাদ প্রেরিত হইল। দূত বৎসরাজের নিকট যথাযোগ্য পুরস্কার পাইয়া হৃষ্ট অন্তঃকরণে বিদায় হইল। ইত্যবসরে উজ্জয়িনী হইতে এক-জন দূত আসিল। সে বৎসরাজের নিকট মস্তক অবনত করিয়া নিবেদন করিল,—দেব! আপনার শ্বশুর উজ্জয়িনীরাজ চণ্ডমহাসেন আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি আপনার কার্য্যকলাপ সমস্তই অবগত হইয়া আপনাকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে—বৎস! অধিক কি বলিব, যৌগন্ধরায়ণের মত বিচক্ষণ মন্ত্রী পাইয়া তুমি জগতে সমধিক বিখ্যাত হইয়াছ। কন্যা বাসবদত্তাও ধন্যা। তাহার আচরণে আমি তুষ্ট হইয়াছি এবং তাহার ন্যায় কন্যা পাইয়া আমি সাধু লোকের মধ্যে গণ্য হইয়াছি। তুমি সম্প্রতি পদ্মাবতী নাম্নী যে রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছ, আমি আমার কন্যা হইতে তাহাকেও ভিন্ন মনে করি না। তাহাদিগের উভয়ের একপ্রাণ একহৃদয় হইয়াছে শুনিয়া আমি সুখী হইলাম। যাহা হউক, বৎস! তুমি সত্বর স্বকার্য্যসাধনে উদ্যোগী হও।

বৎসরাজ দূতমুখে শ্বশুরের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া মনে মনে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তিনি তখন হইতে মন্ত্রিবর যৌগন্ধরায়ণের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। উজ্জয়িনীরাজের দূত বৎসরাজের নিকট প্রচুর পুরস্কার পাইয়া বিদায় হইল। বৎসরাজ-পত্নীদ্বয় এবং মন্ত্রী প্রভৃতির সহিত লাবণক দেশস্থ শিবির হইতে নিজ রাজধানী কৌশাম্বী গমনে মন করিলেন।

অষ্টাদশ তরঙ্গ

উদয়নের দেশ-গমন এবং ভূগর্ভে প্রভূত রত্নাদিলাভ

পরদিন বৎসরাজ পত্নীদ্বয়ে পরিবৃত হইয়া নিজ ভৃত্যামাত্য সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে কৌশাম্বী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সৈন্যগণের পদভরে মেদিনী কম্পিত হইল।

পথে কয়েক দিবস অতিবাহিত করিয়া যথাকালে উদয়ন নিজ রাজধানী প্রাপ্ত হইলেন। আবার কৌশাম্বী নগরে আনন্দের লীলালহরী ছুটিল। রাজার আগমনসংবাদে রাজধানী বিচিত্র সাজ-সজ্জায় সজ্জিত হইল।

সহসা মঙ্গল-দুন্দুভি বাজিল। বন্দিগণ রাজস্তুতি-পাঠে প্রবৃত্ত হইল। জয় শব্দে দিঙ্‌মণ্ডল পূর্ণ হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে বৎসরাজ-পত্নীদ্বয় ও অন্যান্য বলবাহনাদিসহ পুরপ্রবেশ করিলেন। দর্শকগণের নয়ন চরিতার্থ হইল। তাহারা রাজা ও রাণীদ্বয়ের অপূর্ব্ব স্বর্গীয় শোভা দর্শন করিয়া মনে মনে পরম তৃপ্তি অনুভব করিল। পুরকামিনীগণ সে দৃশ্যে আত্মহারা হইল। তাহারা পরস্পর আপনা-আপনি আনন্দ-বিজড়িতস্বরে কত কি জল্পনা-কল্পনা ও ভাবভঙ্গী করিতে থাকিল।

রাজা ক্ষণেকের জন্য তাঁহার অনুরক্ত ভক্ত প্রকৃতিপুঞ্জকে দর্শনদানে পরিতৃপ্ত করিয়া আপন প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। দর্শকবৃন্দ সসন্তোষে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। যৌগন্ধরায়ণ প্রভৃতি মন্ত্রিবর্গ ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষগণ নিজ নিজ বাসভবন আশ্রয় করিলেন। কৌশাম্বী নগর পূর্ব্বের ন্যায় আবার উৎসব-আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। আবার গৃহে গৃহে মঙ্গল-সঙ্গীত গীত হইতে লাগিল।

কয়েকদিন বিশ্রামের পর বৎসরাজ মনোযোগের সহিত রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। মন্ত্রী, সেনাপতি প্রভৃতি সকলেই রাজার ব্যবহারে প্রীত হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে আপন আপন কর্ত্তব্যকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

একদিন রাজদরবারে রাজা, মন্ত্রী ও সেনাপতি প্রভৃতি বসিয়া রহিয়াছেন, এই সময় এক ব্রাহ্মণ

আসিয়া অতিত্রস্তভাবে "মহারাজ! রক্ষা করুন, মহারাজ! রক্ষা করুন" বলিয়া একেবারে কাঁদিয়া আকুল হইলেন। রাজা ব্যস্ত হইয়া ব্রাহ্মণকে তাঁহার ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন! ব্রাহ্মণ বলিলেন,—মহারাজ! আমার একমাত্র পুত্র কোন কার্য্য উপলক্ষে অরণ্যে গমন করিয়াছিল। কতিপয় দুর্ব্বৃত্ত গোপ বিনা কারণে তাহার পদচ্ছেদ করিয়াছে। দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন, ইহাই রাজার ধর্ম্ম। অতএব আপনিই ইহার প্রকৃত তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া দুর্ব্বৃত্তগণের সমুচিত বিচার করুন।

রাজা ব্রাহ্মণের বাক্যে তিন-চারি জন গোপালককে ডাকাইয়া আনিয়া সমস্ত ঘটনা জিজ্ঞাসা করিলেন। গোপালকগণ উত্তর করিল,—মহারাজ! অদ্যকার ঘটনা সত্য; কিন্তু আমাদিগের ইহাতে কিছুমাত্র দোষ নাই। আমরা বহুসংখ্যক গোপ প্রত্যহ গরু চরাইবার জন্য অরণ্যে গমন করি। আমাদিগের মধ্যে দেবসেন নামে একজন প্রধান গোপ আছে। আমরা সকলেই তাঁহার কথামত চলিয়া থাকি। অদ্য অরণ্যমধ্যে দেবসেন একটি শিলাতলে বসিয়া আমাদিগকে বলিল,—দেখ গোপগণ! আমি তোমাদিগের রাজা হইলাম। এখন হইতে তোমাদিগকে আমার আজ্ঞা পালন করিয়া চলিতে হইবে। যে আমার আদেশ অন্যথা করিবে, তাহার শিরশ্ছেদ করিব। দেবসেন এই আদেশ প্রচার করিলে আমরা সকলেই তাহার আদেশ অনুসারে চলিতে লাগিলাম। দেবসেন সেই শিলাতলে বসিয়াই আমাদিগকে নানা কার্য্যে নিয়োগ করিতে লাগিল। এই সময় একজন ব্রাহ্মণকুমার সেই অরণ্যভূমি দিয়া যাইতেছিলেন, আমরা আমাদিগের রাজাকে প্রণাম করিতে বলায় তিনি আমাদিগের কথায় অবজ্ঞা করিয়া চলিলেন। ইহাতে আমাদিগের রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদিগকে সেই ব্রাহ্মণতনয়ের পদচ্ছেদ করিতে হুকুম দিলেন। তখন আমরা তাঁহার আদেশ অনুসারে সেই নিষ্ঠুর কার্য্য সম্পন্ন করিলাম।

গোপগণ এই কথা বলিলে মন্ত্রিবর যৌগন্ধরায়ণ একটু ভাবিয়া এক নির্জ্জন গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক বৎসরাজকে বলিলেন,—দেব! আমার বিবেচনায় গোপ যে স্থানে বসিয়া রাজত্ব করিতেছে, নিশ্চয়ই তাহার নিম্নে নিধি আছে। তাহা যদি না হবে, তবে একজন সাধারণ ব্যক্তি অরণ্যে থাকিয়া এরূপ প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারে না। অতএব চলুন, আমরা গিয়া সেই স্থান পরীক্ষা করিয়া দেখি। মন্ত্রীর প্রস্তাবে রাজা সম্মত হইয়া অবিলম্বে [illegible] গোপালকদিগকে সঙ্গে লইয়া সসৈন্যে অরণ্যাভি[illegible] প্রস্থান করিলেন। মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণও তাঁহার [illegible] সঙ্গে চলিলেন। অরণ্যে উপস্থিত হইয়া অভি[illegible] ব্যক্তি দ্বারা স্থান পরীক্ষা করা হইল। পরীক্[illegible] স্থির হইল,—এ স্থানে রত্নের খনি আছে। [illegible] রাজাদেশে বহুসংখ্যক খনক সেই স্থানের মৃত্তি[illegible] খুঁড়িতে লাগিল। মৃত্তিকা খুঁড়িতে খুঁড়ি[illegible] তাহার নিম্নদেশ হইতে হঠাৎ এক ভীষণাকৃতি [illegible] বাহির হইয়া রাজাকে বলিল,—রাজন্! আপ[illegible] পূর্ব্বপুরুষগণ এই স্থানে বহুমূল্য প্রচুর মণিমাণিক্য রক্ষা করিয়াছিলেন। আমি এতকাল তাহ[illegible] রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিলাম। এক্ষণে আপ[illegible] পৈতৃক ধন আপনি গ্রহণ করুন। যক্ষ এই ব[illegible] অন্তর্দ্ধান করিল।

তখন সেই স্থানে প্রভূত মণিমাণিক্য বা[illegible] হইল। ক্রমে একখানি বহুমূল্য রত্নসিংহাস[illegible] উত্থিত হইল! বৎসরাজ এরূপ অভাবনীয় অপরি[illegible] ধনসম্পদ প্রাপ্ত হইয়া মনে মনে আনন্দিত হ[illegible] ভাবিলেন,—ঐশ্বর্য্যের প্রভাবে অতি ক্ষুদ্রজন[illegible] অমানুষিক প্রভুত্ব হইয়া থাকে। গোপালকেরা [illegible] নীচজাতীয় হইলেও ভূগর্ভনিহিত নিধির প্রভ[illegible] তাহাদিগের প্রভুত্ব হইয়াছিল। বৎসরাজ মনে [illegible] এইরূপ স্থির করিয়াই অপরাধী গোপদিগকে মু[illegible] দিলেন। গোপগণ রাজার নিকট অব্যাহতি পাই[illegible] স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেল। তখন রাজা লোক[illegible] দ্বারা সেই প্রচুর ধনরত্নরাশি আনয়ন করিয়া [illegible] ধনাগারে রক্ষা করিলেন। পুরবাসিগণ রাজ[illegible] এইরূপ ধনরত্ন-সিংহাসনাদি লাভে আনন্দ প্রক[illegible] করিল। রাজ্যের বল-সমৃদ্ধি দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হই[illegible] রাজা সন্তুষ্ট হইয়া সর্ব্বাগ্রে সেই অভিযোক্তা ব্রাহ্মণ[illegible] এবং অন্যান্য উপজীবীদিগকে ধনদানে পরি[illegible] করিলেন। মন্ত্রিবর যৌগন্ধরায়ণ রাজার অভিপ্রা[illegible] বুঝিবার জন্য তাঁহাকে বলিলেন,—দেব! আপনা[illegible] কুলক্রমাগত এই সিংহাসনে আপনি আরো[illegible] করুন। আপনার ঊর্দ্ধতন মহারাজগণ এই সিংহাস[illegible] বসিয়াই সাগরাম্বরা-ধরার উপর আধিপত্য করি[illegible] গিয়াছেন। রাজা বলিলেন,—মন্ত্রিবর! আমি[illegible] সমগ্র ধরা জয় না করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করি[illegible] না। মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ রাজার কথায় তাঁহা[illegible] উচ্চ আশার পরিচয় পাইয়া মনে মনে যথেষ্ট পরিতু[illegible] হইলেন। তখন তিনি রাজাকে গোপনে বলিলে[illegible] —দেব! আপনি যদি এইরূপ উচ্চ অভিপ্রা[illegible]

করিয়া থাকেন, তবে আর বিলম্ব কেন, আমার মতে, আপনি সর্ব্বাগ্রে পূর্ব্বদিক জয় করিতে প্রবৃত্ত হউন।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—মন্ত্রিন্! অন্যান্য দিক থাকিতে সর্ব্বাগ্রে পূর্ব্বদিক জয় করিতে বলিবার আপনার উদ্দেশ্য কি? মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ উত্তর করিলেন,—রাজন্! উত্তরদিক সমৃদ্ধ বটে, কিন্তু ম্লেচ্ছগণ তথায় বাস করে বলিয়া অপবিত্র বা দূষিত বোধে প্রথমে সেদিকে অভিযান করা আমার মতে বিরুদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ পশ্চিমদিক্। সেদিকে সূর্য্য অস্ত গমন করেন বলিয়া অগ্রে তথায় গমন করা অসঙ্গত। তৎপরে দক্ষিণদিক। সেদিকেও রাক্ষসাদি দুর্ব্বৃত্ত জাতির বাস এবং কৃতান্ত দেবও সেই দিকেই অবস্থিত; এজন্য তদভিমুখে যাত্রা করা গর্হিত। পূর্ব্বদিকে সূর্য্য উদিত হন। ইন্দ্র সেই দিকের অধিষ্ঠাতা। মন্দাকিনীর পবিত্র প্রবাহ সেই দিকেই ছুটিয়াছে। হিমালয় ও বিন্ধ্যাচলের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ জাহ্নবীজলে পবিত্র হয় বলিয়া সেই সকল দেশ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সুতরাং মঙ্গলাভিলাষী নরপতিগণ প্রথমে পূর্ব্বদিকেই গমন করিয়া থাকেন এবং শিবিরাদি সংস্থাপনপূর্ব্বক বসবাস করিতে হইলে, তত্রত্য গঙ্গাজলপূত দেশসমূহেই বাস করেন। কেবলমাত্র আপনার পিতামহ মহারাজ শতানীক রমণীয় বোধে এই কৌশাম্বীতে আসিয়া রাজত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন আপনার পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই পূর্ব্বাদিদিক্‌ক্রমে সমগ্র বসুন্ধরা জয় করিয়া পরে গঙ্গাতীরস্থ প্রসিদ্ধ হস্তিনানগরে রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক তথায় পরম সুখে বাস করিয়াছিলেন। মন্ত্রীর কথায় রাজা তুষ্ট হইলেন। তিনি তাঁহার কথার আভাসে বুঝিলেন যে, সাম্রাজ্য জয়বিষয়ে পুরুষকারই একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায়। তখন তাঁহার মনে পুরুষকার-প্রকাশে রাজ্যবিস্তার করিবার বাসনা বলবতী হইল। বৎসরাজ পুরুষকারের সমর্থন করিয়া আপনা হইতেই নানা কথা বলিতে লাগিলেন। তখন উদয়ন সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—তোমরা কি কেহ সত্যবানের কথা শ্রবণ করিয়াছ? উপস্থিত সকলেই কহিল,—মহারাজ! আমরা সে বিবরণ কোথাও শুনিতে পাই নাই। তখন বাসবদত্তা ও পদ্মাবতী উভয়েই বৎসরাজের নিকট সেই বৃত্তান্তটি শুনিবার জন্য তাঁহাকে অনেক অনুরোধ করিলেন। বৎসরাজ অগত্যা সেই বৃত্তান্তটি বলিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার কথিত গল্পটি এই —

পূর্ব্বকালে উজ্জয়িনী নগরে আদিত্যসেন নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার বিশাল রাজ্য, অক্ষয় ধনাগার এবং অপরিমিত সৈন্যসঞ্চয় ছিল। আদিত্যসেনের রাজ্যকালে প্রজাবর্গের মধ্যে কোনই অশান্তি বা উপদ্রব ছিল না।

একদিন কোন কারণবশতঃ রাজা আদিত্যসেন কতিপয় সৈন্য সমভিব্যাহারে জাহ্নবীতীরে আসিয়া উপস্থিত হন। ঘটনাক্রমে দিবা প্রায় অবসান হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহাকে সেদিন সসৈন্যে তথায় অবস্থান করিতে হইল। রাজাদেশে তৎক্ষণাৎ সুরম্য শিবিরসকল নির্ম্মিত হইল। রাজা আদিত্যসেন সেই রাত্রি গঙ্গাতীরস্থ শিবিরমধ্যে সুখে বাস করিলেন। পরদিন রাত্রিপ্রভাত হইবার সঙ্গে সঙ্গে নিকটবর্ত্তী সর্ব্বস্থানে রাজার আগমন-সংবাদ রাষ্ট্র হইল। সংবাদ পাইয়া প্রজাসাধারণ সকলেই রাজদর্শনার্থ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। রাজা উত্তম-মধ্যম সকলকেই যথারীতি দর্শনাদিদানে তুষ্ট করিলেন।

এই সময় এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। গুণবর্ম্মা নামক জনৈক ব্যক্তি একটি পরমা সুন্দরী কন্যা লইয়া আসিয়া রাজার শিবিরসম্মুখে উপস্থিত হইল। এবং গুণবর্ম্মা রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াই করযোড়ে কহিল,—দেব! বিধাতা আমাকে এই একটিমাত্র কন্যাসন্তান দিয়াছেন। ত্রিভুবনে এরূপ রূপগুণবতী কন্যা কুত্রাপি নাই। আমার এই কন্যাটির উপযুক্ত বর আমি কোথাও দেখিতেছি না। বিশেষতঃ জগতে যাহা কিছু উৎকৃষ্ট বস্তু, একমাত্র রাজা ব্যতীত অন্য কেহই তাহা উপভোগ করিবার উপযুক্ত পাত্র বলিয়া আমার বিবেচনা হয় না। অতএব আপনার নিকট আমার প্রার্থনা এই যে, আপনি আমার এই কন্যারত্নটিকে গ্রহণ করুন।

এই বলিয়া গুণবর্ম্মা কন্যাটিকে রাজার সম্মুখে আনিয়া যেমন তাঁহাকে দেখাইল, রাজার নয়নদ্বয় অমনি কন্যাটির রূপরাশির মাধুরিমায় মুগ্ধ হইল। মানবী কখন এরূপ রূপবতী হয়! এই ভাবিয়াই বুঝি তিনি অবাক হইয়া একদৃষ্টে কন্যাটির দিকে চাহিয়া রহিলেন। যাহা হউক, কন্যাটিকে বিবাহ করিবার মতপ্রকাশ করিতে রাজার আর অধিক বিলম্ব হইল না। তিনি তখনই গুণবর্ম্মার কন্যাবিবাহে মত দিলেন। কয়েকদিন পরেই গুণবর্ম্মার কন্যার সহিত রাজা আদিত্যসেনের বিবাহব্যাপার নিষ্পন্ন হইল। এই নবপরিণীতা রাজমহিষীর নাম তেজস্বিনী। রাজা তেজস্বিনীকে

তাঁহার মহাদেবীপদে বরিত করিলেন এবং তাঁহার পিতা গুণবর্ম্মাকে নানা প্রকারে তুষ্ট করিয়া সেই অসামান্য রূপলাবণ্যবতী নবমহিষীকে লইয়া তথায় হইতে উজ্জয়িনীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

ক্রমে আদিত্যসেন নবপ্রণয়িনী তেজস্বিনীর প্রতি নিতান্ত আসক্ত হইয়া পড়িলেন। অতি অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা বিলুপ্ত হইল। রাজকার্য্য তাঁহার আর প্রীতিকর বলিয়া বিবেচিত হইল না। তিনি নবমহিষীর মধুময় প্রেমালাপ শুনিয়া-শুনিয়া এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, প্রজাবর্গের করুন ক্রন্দনধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে আর প্রবেশ করিত না। তিনি একমুহূর্ত্তের জন্যও অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিতেন না। এই সময় রাজকার্য্যে বড়ই বিশৃঙ্খলা ঘটিল। সময় বুঝিয়া রাজা আদিত্যসেনের শত্রুগণও ধীরে ধীরে মস্তকোত্তলন করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিল।

কিয়দ্দিনানন্তর মহিষী তেজস্বিনীর গর্ভে আদিত্যসেনের একটি কন্যাসন্তান উৎপন্ন হইল। কন্যা দেখিয়া রাজার আর আনন্দের সীমা রহিল না। কন্যার রূপে রাজভবন আলোকিত হইল। সকলে ভাবিল,—বুঝি কোন শাপভ্রষ্টা দেবকন্যা আসিয়া জন্ম লইয়াছেন। নতুবা মানবীর কখন এরূপ আকৃতি দেখিতে পাওয়া যায় না। ক্রমে রাজধানীস্থ সকলেই এই শুভসংবাদ শ্রবণ করিল। রাজা আদিত্যসেন কন্যার জন্মোপলক্ষে একটি মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন। কন্যা জন্মিবার পর হইতেই তাঁহার মনের স্রোত অন্যদিকে বহিল, তিনি দেখিলেন,—শত্রুপক্ষ তাঁহার রাজ্যের অধিকাংশ স্থান গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। তখন তাঁহার মন রাজ্যজয়ে ধাবিত হইল। তিনি নিজ রাজ্য শত্রুর করাল কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য সত্বর প্রস্তুত হইলেন। এই সময় সংবাদ আসিল, উজ্জয়িনীরাজের প্রধান সামন্ত বিদ্রোহী হইয়াছেন। রাজা আদিত্যসেন এই সংবাদ পাইয়া সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকেই দমন করিবার জন্য উজ্জয়িনী হইতে সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। রাজমহিষী প্রিয়তমা তেজস্বিনী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

রাজসৈন্যের আগমনসংবাদ পাইয়া বিদ্রোহি-সৈন্যদল তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইতে লাগিল। উভয় পক্ষেই ঘোর যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হইল। কিন্তু এই সময় এক বিষম দুর্ঘটনা উপস্থিত হওয়ায় উজ্জয়িনীরাজের সৈন্যগণ নিতান্ত নিরুৎসাহ হইয়া চতুর্দ্দিকে ছোড়ভঙ্গ হইয়া পড়িল। আদিত্যসেন অশ্বারোহণপূর্ব্বক পথে পত্নীর স… কথা কহিতে কহিতে আসিতেছিলেন, এই … তাঁহার অশ্ব এক সমতল ভূমির উপর … যাইতেছিল, রাজা অন্যমনস্কভাবে অশ্বকে কশা… করেন। অশ্ব কশাঘাতে উত্তেজিত হইয়া … অতি তীব্রবেগে ছুটিয়া চলিল। রাজা অ… গতিবেগ কমাইবার জন্য অনেক চেষ্টা ক… লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টা বিফল হ… সে উচ্চৈঃশ্রবার ন্যায় অতিবেগে যাইতে যা… বহুদূরদেশ অতিক্রম করিল।

এদিকে রাজমহিষী তেজস্বিনী রাজার … কাঁদিয়া আকুল হইলেন। রাজার অনুপ… তৎক্ষণাৎ পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য … হইল। অবশিষ্ট সৈন্যগণ রণে ভঙ্গ দিয়া রোরু… মহিষীকে লইয়া উজ্জয়িনীতে ফিরিয়া আ… রাজপুরী ঘোর নিরানন্দ-অন্ধকারে আবৃত হ… সকলেই শোকে মগ্ন হইয়া ভগবানের নিকট রা… আগমন প্রার্থনা করিতে লাগিল। পুর… শত্রুর কবল হইতে রাজা ব্যতীত রাজ্য… উপায়ান্তর না দেখিয়া অগত্যা প্রাচীর-পরি… রাজপুরীর সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া … অবস্থান করিতে লাগিল।

এদিকে রাজা আদিত্যসেন অশ্ববেগ নি… করিতে না পারিয়া অগত্যা ধৈর্য্যসহকারে অশ্বো… বসিয়া রহিলেন। অশ্ব নানা দেশ-দেশান্তর অতি… করিয়া একেবারে বিন্ধ্যারণ্যে গিয়া উপস্থিত হই… এই স্থানে আসিয়া অশ্ব আর চলিল না। রা… দেখিলেন,—তিনি ভীষণ শ্বাপদসঙ্কুল দুর্গম বি… অরণ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। চতুর্দ্দি… নিবিড় অরণ্যানী ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টিগো… হইতেছে না। ক্রমে তাঁহার দিগ্‌ভ্রম উপস্থিত হই… তিনি কোন প্রকারেই গন্তব্যপথ স্থির কর… না পারায় তাঁহার মনে নানা প্রকার আশঙ্কা হই… লাগিল। তিনি ভাবিয়া-চিন্তিয়া অগত্যা অ… হইতে অবতরণপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে সেই অশ্বে… শরণাপন্ন হইলেন। তিনি বলিলেন,—হে অশ্ব… অশ্বজাতি আমার বিদিত আছে। আমি নি… বুঝিতেছি,—তুমি দেবজাতি অশ্ব। তোমার … উচ্চজাতীয় অশ্ব কখনও প্রভুর অনিষ্ট করে … অতএব আমি তোমারই শরণাপন্ন হইলাম। … নিরাপদে আমাকে আমার রাজধানীতে লইয়া চ… অশ্ব প্রভুর কথা অমান্য করিল না।

রাজাকে স্কন্ধে লইয়া পুনরায় উজ্জয়িনী-অভিমুখে ধাবিত হইল। দেখিতে দেখিতে সূর্য্যাস্তগমনের প্রাক্ কালে বিন্ধ্যাচল হইতে শত যোজন দূরবর্ত্তী উজ্জয়িনীর প্রান্তসীমায় অশ্ব আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজা আদিত্যসেন আশ্বস্ত হইলেন। তিনি অদূরে তাঁহার রাজধানীস্থ গগনস্পর্শী সৌধশ্রেণীসকল দেখিতে পাইয়া মনে মনে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিলেন। ক্রমে অশ্ব রাজপুরের নিকটবর্ত্তী হইল। রাজা দেখিলেন,—সমস্ত পুরদ্বার রুদ্ধ রহিয়াছে, তাহাতে প্রবেশ করিবার উপায় নাই। তখন তিনি কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে রাত্রি উপস্থিত হইল। ঘোর অন্ধকারে কিছুমাত্র দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল না। রাজা তথাপি নির্ভীকচিত্তে পথ চলিতে চলিতে উজ্জয়িনীর ভীষণ শ্মশানক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘোর শ্মশানভূমির চতুর্দ্দিকে চিতাগ্নি জলিতেছে। ক্রমে শ্মশান অতিক্রম করিয়া সেই লোকালয়প্রান্তে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন,—একটি ক্ষুদ্র গৃহে বসিয়া কয়েকজন বিকৃতাকার ব্রাহ্মণ পরস্পর কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। গৃহমধ্যে একটি হীনপ্রভ প্রদীপ জলিতেছে। রাজা তদ্দর্শনে আশ্রয় পাইবার জন্য সেই গৃহপ্রবেশে উদ্যত হইলে তন্মধ্যবর্ত্তী ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে চোর বা শ্মশান-রক্ষক ভাবিয়া তথায় প্রবেশ করিতে দিল না। অধিকন্তু চোর চোর বলিয়া তাহারা ভয়ঙ্কর কোলাহল করিয়া উঠিল। ব্রাহ্মণগণের চীৎকার শুনিয়া অগ্নির প্রসাদে লব্ধ এক খড়্গহস্তে করিয়া এক যুবাপুরুষ তথায় ছুটিয়া আসিল। ব্রাহ্মণগণ তাঁহার নিকট সমস্ত বিবরণ ব্যক্ত করিল। এই আগন্তুক অসিহস্ত যুবাপুরুষের নাম বিদূষক। বিদূষক ব্রাহ্মণ ভদ্রসন্তান, তিনি গৃহস্থিত ক্ষীণালোকের সাহায্যে তাঁহাকে কোন মহাপুরুষ বলিয়া মনে করিলেন। তিনি রাজাকে আশ্রয় দিলেন এবং স্বয়ং তাঁহার রক্ষার্থ সমস্ত রাত্রি অসিহস্তে গৃহপ্রান্তে দাঁড়াইয়া রহিলেন। গৃহমধ্যবর্ত্তী ব্রাহ্মণগণ যুবকের কার্য্যে বাধা দিল না। তাহারা গৃহ ছাড়িয়া অন্যত্র গিয়া রাত্রিযাপন করিল। রাজা সেই গৃহমধ্যে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

যথাকালে রাত্রিপ্রভাত হইল। রাজা নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া গৃহের বাহিরে আসিলেন। যুবক বিদূষক রাত্রিকালে আশ্রয়ার্থী ব্যক্তিকে রাজা বলিয়া নির্দ্দিষ্টরূপে চিনিতে পারে নাই। এক্ষণে তিনি গৃহ হইতে বহির্গত হইলে সে দেখিল, সেই ব্যক্তি আর কেহই নহেন—তিনি উজ্জয়িনীর অধীশ্বর মহারাজা আদিত্যসেন। যুবক বিদূষক উজ্জয়িনীপতিকে দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত ও ভীত হইল। রাজা আদিত্যসেন যুবককে অভয় দিয়া তাহার নিকট সমস্ত ঘটনা প্রকাশপূর্ব্বক তাহাকে নিজ অশ্বটির অনুসন্ধানার্থ আদেশ করিলেন। আদেশমাত্র যুবক অশ্বটিকে অনুসন্ধান করিয়া লইয়া আসিল। রাজা অশ্বারোহণপূর্ব্বক সেই যুবক বিদূষককে সঙ্গে লইয়া নিজ পুরদ্বারে উপস্থিত হইলেন। দিবাভাগে প্রহরিগণ ও পৌরগণ রাজাকে চিনিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ আনন্দিতমনে সম্মানের সহিত তাঁহাকে পুরপ্রবেশ করাইল। রাজা আদিত্যসেনের মন্ত্রী, সেনাপতি প্রভৃতি সকলেই আহ্লাদিত হইলেন। রাজার আগমনে রাজপুরী উৎসবে পূর্ণ হইল। দেবী তেজস্বিনীর হৃদয়ের সন্তাপ দূর হইল। অচিরকালমধ্যেই তাঁহার রাজ্য পূর্ব্ববৎ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল।

মহৎ ব্যক্তির উপকার করিলে তাহা কখন বিফল হয় না। যুবক বিদূষক রাত্রিযোগে রাজা আদিত্যসেনকে আশ্রয় দিয়াছিলেন বলিয়া রাজা এক্ষণে তাহার কৃতোপকারের পুরস্কারস্বরূপ তাহাকে একসহস্র গ্রাম নিষ্কর দান করিলেন এবং তাহাকে নিজের অন্যতম পুরোহিত করিলেন।—তদ্ভিন্ন তাঁহার আগমন-রাত্রিতে যে-সকল ব্রাহ্মণ সেই শ্মশানস্থ কুটীরে বাস করিতেছিল, তিনি তাহাদিগকে আনাইয়াও প্রচুর দানমানাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিলেন।

যুবক বিদূষকের হৃদয় অত্যন্ত উন্নত। তিনি রাজার নিকট একসহস্র গ্রামের আধিপত্য পাইয়াও তাহা একাকী ভোগ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। তাঁহার রাত্রিকালের সহচর সেই ব্রাহ্মণগণকে তাঁহার অধিকাংশ গ্রাম ভোগার্থ দান করিলেন এবং নিজে মাত্র কয়েকখানি গ্রাম রাখিয়া সর্ব্বদা রাজসেবায় মহাসুখে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

ঐশ্বর্য্য হইলে মানুষের হিতাহিতজ্ঞান থাকে না। কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে সেই ব্রাহ্মণগণ ধনমদে অন্ধ হইয়া ধনবিত্তদাতা বিদূষককে আর গ্রাহ্য করিল না। তাহারা পরস্পর ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত করিয়া বিদূষকের নিকট হইতে প্রাপ্ত গ্রামগুলির ধ্বংসসাধনে উদ্যত হইল। সমস্ত গ্রামবাসীরা তাহাদিগের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া পড়িল। তাহাদিগের প্রভু বিদূষক সেই স্থানে উপস্থিত থাকিলেও তাহারা তাহাকে তৃণের ন্যায় জ্ঞান করিতে লাগিল।

বিদূষক সেই সকল ব্রাহ্মণদিগকে মূর্খবোধে ভদ্রাভদ্র কিছুই বলিলেন না। তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া রহিলেন।

একদিন সেই সকল অকৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে পরস্পর কলহ করিতে দেখিয়া চক্রধর নামক একজন ব্রাহ্মণ তথায় উপস্থিত হইলেন। এই ব্রাহ্মণের একটি চক্ষু নাই; কিন্তু তিনি উচিতবক্তা। চক্রধর তাহাদিগের নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিলেন,—রে দুর্ব্বৃত্তগণ! তোরা পূর্ব্বে ভিক্ষুক ছিলি। এক্ষণে ধনবান হইয়াছিস্। তোদের পূর্ব্বাবস্থা কি মনে পড়ে না? তোরা অতি নরাধম, তাই আজ তোদের প্রভুকে না মানিয়া পরস্পর বিবাদ করিতে করিতে তোরা এই গ্রামগুলির উচ্ছেদসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিস্। বিদূষক অতি ভালমানুষ, তাই তিনি তোদের এই অত্যাচার নীরবে সহ্য করিতেছেন। যাহা হউক, আমি এখনও তোদের হিতের জন্য বলি,—তোরা সকলেই সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা না হইয়া তোদের মধ্যে একজন কর্ত্তা হউক। এবং সেই ব্যক্তিই সমস্ত বিষয়ের ভার লইয়া কাজকর্ম্ম দেখিতে থাকুক, তাহা হইলে আর কাহারও কষ্ট হইবে না। তোরাও সুখে থাকিবি, আর এই সকল গ্রামবাসীরাও সুস্থ হইতে পারিবে।

ব্রাহ্মণ চক্রধর এইরূপ বলিলে সেই সকল মূর্খ ব্রাহ্মণের সকলেই নিজে নিজে কর্ত্তা হইতে চাহিল। "আমি কর্ত্তা হইব, আমি কর্ত্তা হইব" বলিয়া তখন তাহারা আর এক নূতন বিবাদের সৃষ্টি করিল। প্রভু বিদূষকও তথায় উপস্থিত ছিলেন। ক্রমে পরস্পরের সহিত পরস্পরের মারামারি-কাটাকাটি হইবার উপক্রম হইল। তখন চক্রধর তাহাদিগকে বলিলেন,—আচ্ছা, আমি তোমাদের মধ্যে কর্ত্তা স্থির করিয়া দিতেছি। এই শ্মশানমধ্যে তিন জন চোর বাস করিতেছে, তোমাদের মধ্যে যে তাহাদের নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া আনিতে পারিবে, সে কর্ত্তা হইবে। কেমন,—ইহাতে তোমরা রাজী আছ কি? তখন বিদূষকও বলিলেন,—বেশ কথা, এ কার্য্য করিতে তোমাদিগের বাধা কি? এ ত' অতি সহজ কার্য্য!

ভীরুস্বভাব ব্রাহ্মণগণ এই কথা শুনিয়া বলিল,—এ কার্য্য করিতে আমরা কেহই সমর্থ হইব না, যদি কেহ করিতে পারে, তবে আমরা তাহাকেই কর্ত্তা বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। বিদূষক বলিলেন,—আমি যদি এ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারি, তাহা হইলে কি হইবে? মূঢ় ব্রাহ্মণেরা ভাবিল,—বিদূষক এই দুরূহ কার্য্য কিছুতেই করিতে পারি[বে] না। তখন তাহারা সকলেই একবাক্যে বলি[য়া] উঠিল,—তুমি যদি পার, তবে আমরা তোমা[র] অধীন হইয়া চিরদিন থাকিব। ইহাতে আমাদি[গের] কোনই আপত্তি নাই।

তখন বিদূষক শ্মশানস্থ তস্করত্রয়ের নাসা[কর্ণ] ছেদন করিবার জন্য গমন করিলেন। রাত্রি দে[খিয়া] বিদূষক শ্মশানগমনে কিছুমাত্র ভীত হইলেন [না।] তিনি তাঁহার দৈবলব্ধ তরবারি হস্তে ল[ইয়া] নিঃশঙ্কচিত্তে শ্মশানাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

বিদূষক শ্মশানের ভীষণতা দেখিয়া শ[ঙ্কিত] হইলেন না, তিনি দ্রুতবেগে চোরত্রয়ের সন্ধা[নে] ছুটিলেন। কিছুদূর গিয়াই দেখিলেন,—চোর[ত্রয়] শূলে আরোপিত হইয়া রহিয়াছে। বিদূ[ষক] বুঝিলেন,—চোরগণ রাজাদেশে দণ্ডিত হইয়া[ছে।] যাহা হউক, আমি এক্ষণে উহাদিগের নাসাকর্ণ ছে[দন] করিয়া লইয়া যাই। বিদূষক এইরূপ স্থির ক[রিয়া] অসিহস্তে চোরত্রয়-অভিমুখে ধাবিত হইলেন, কি[ন্তু] সহজে কাজ নিষ্পন্ন হইল না; চোরগণ শূ[লে] আরোপিত হইবার পর তিনটি ভয়ঙ্কর বেতা[ল] আসিয়া তাহাদিগকে আশ্রয় করিয়াছিল। সুত[রাং] বিদূষককে অসিহস্তে আসিতে দেখিয়া তাহারা মু[ষ্টি] উত্তোলনপূর্ব্বক প্রহার করিতে লাগিল। বিদূ[ষক] বিচলিত হইলেন না। তাঁহার অসির নি[কট] বেতালগণের প্রভাব নষ্ট হইল। তি[নি] অচিরকালমধ্যেই বেতালাধিষ্ঠিত চোরত্রয়কে ধরা[শায়ী] করিয়া তাহাদিগের নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া ফেলিলে[ন।] বেতালগণ মৃত চোরত্রয়ের দেহ ছাড়িয়া অন্য[ত্র] পলায়ন করিল।

অনন্তর বিদূষক চোরগণের ছিন্ন নাসাকর্ণ এ[ক] বস্ত্রখণ্ডে বাঁধিয়া লইয়া শ্মশানমধ্য দিয়া চলি[তে] লাগিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই সম্মু[খে] দেখিলেন,—এক জটাবল্কলধারী বিরাট পুরুষ এক[টি] মৃত শবের বক্ষঃস্থলে বসিয়া জপ করিতেছে[ন।] বিদূষক তদ্দর্শনে সন্ন্যাসীর কার্য্যকলাপ দেখিবা[র] জন্য কুতুহলবশতঃ তাঁহার পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইলে[ন।] সন্ন্যাসী তান্ত্রিকমতে শবসাধনা করিতেছিলে[ন।] কিয়ৎকাল পরে কোন কারণবশতঃ সেই মৃত শ[ব] সন্ন্যাসীকে লইয়া শূন্যে উত্থিত হইল। সন্ন্যাসী[ও] তাহার বক্ষঃস্থলে বসিয়া রহিলেন। বিদূষক এ[ই] আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চা[ৎ] চলিতে লাগিলেন। সহসা শূন্যপথে এক দেবীমন্দি[র] দৃষ্টিগোচর হইল। সন্ন্যাসী শব হইতে নামি[য়া]

দেবীমন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দেবীর আরাধনা করিয়া বলিলেন,—দেবি! আপনি যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে শীঘ্র আমাকে অভিলষিত বর প্রদান করুন; নতুবা আমি নিজ মস্তক ছেদন করিয়া আপনার পাদপদ্মে সমর্পণ করিব। সন্ন্যাসী এই কথা কহিলে, দেবীমন্দির হইতে প্রত্যাদেশ করিলেন,—বৎস! তোমার নিজ মস্তক ছেদন করিতে হইবে না। তুমি উজ্জয়িনীরাজ আদিত্যসেনের কন্যাকে আনিয়া যদি আমাকে উপহার প্রদান করিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমার প্রতি যথেষ্ট তুষ্ট হইব এবং অচিরেই তোমাকে অভীষ্ট বর প্রদান করিব।

সন্ন্যাসী দেবীর এইরূপ আদেশ পাইয়া পুনরায় সেই শবারোহণপূর্ব্বক রাজপুত্রীকে আনিবার জন্য শূন্যমার্গে গমন করিল। বিদূষক এই সকল ব্যাপার দেখিয়া-শুনিয়া ভাবিলেন,—ওঃ, কি সর্ব্বনাশ! আমি জীবিত থাকিতে এই দুরাত্মা সন্ন্যাসী রাজপুত্রীকে আনিয়া দেবীর সমক্ষে বলিদান দিবে! ইহা ত' আমি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিব না। যাহা হউক, নৃশংস সন্ন্যাসী যাবৎ রাজনন্দিনীকে লইয়া আইসে, তাবৎ আমি এই স্থানেই গুপ্তভাবে অবস্থান করি। দেখি,—কেমন করিয়া পাপাত্মার এই পাপ-উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত হয়। বিদূষক এইরূপ স্থির করিয়া গোপনে তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এদিকে সেই তান্ত্রিক সন্ন্যাসী সেই রাত্রে শবারোহণে রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াই সুরম্যহর্ম্ম্যমধ্যে সুকুমারাঙ্গী রাজকুমারীকে সুন্দর পালঙ্কোপরি শয়ান দেখিয়া তৎক্ষণাৎ কেশ গ্রহণপূর্ব্বক তাহাকে লইয়া চলিল। রাজপুত্রী এই আকস্মিক বিপদে পড়িয়া ভয়ে হা পিতঃ! হা মাতঃ! বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই গভীর রাত্রে রাজান্তঃপুরের সে চীৎকার কেহই শুনিতে পাইল না। নিষ্ঠুর সন্ন্যাসী অর্দ্ধ মুহূর্ত্তের মধ্যে বেতালের সাহায্যে সেই শ্মশানস্থ দেবীমন্দির-সম্মুখে উপস্থিত হইল। তখন রাত্রি অত্যন্ত গভীর হইয়াছিল। শব হইতে অবতরণপূর্ব্বক সেই রোরুদ্যমানা ভয়বিহ্বলা রাজকন্যা ভীষণ শ্মশানক্ষেত্র দেখিয়া আরও শঙ্কিতমনে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন; কিন্তু দুরাচার নিষ্ঠুর সন্ন্যাসীর তাহাতে দয়া হইল না, সে স্বকার্য্যসিদ্ধির জন্য তৎক্ষণাৎ দেবীসমক্ষে তাঁহাকে বলিদান দিতে উদ্যত হইয়া একহস্তে রাজকুমারীর কেশ ও অপরহস্তে এক ভয়ঙ্কর খড়্গ গ্রহণ করিল।

বিদূষক এই ভীষণ ব্যাপার দেখিয়া দ্রুতপদে সেই স্থানে ছুটিয়া আসিলেন এবং সেই সন্ন্যাসীকে অতি কর্কশস্বরে সম্বোধন করিয়া নিমেষমধ্যে তাঁহার জটামণ্ডিত মস্তক গ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় তরবারি দ্বারা দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। রাজপুত্রী অকস্মাৎ সেই ব্যাপার দর্শনে আরও ভীত হইলেন। তাঁহার দেহ দ্বিগুণ কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি কাঁদিয়া কাঁদিয়া অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। বিদূষক তাঁহাকে অভয়বাণী দ্বারা আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন,—রাজপুত্রী! আপনি ভীত হইবেন না। দুর্ব্বৃত্ত সন্ন্যাসী আপনার প্রাণবিনাশের জন্য এই স্থানে আনিয়াছিল। আমি তাহার সমুচিত প্রতিফল দিয়াছি, এক্ষণে আপনি আশ্বস্ত হউন, আমি শীঘ্রই আপনাকে রাজান্তঃপুরমধ্যে রাখিয়া আসিতেছি। বিদূষক এইরূপে রাজকন্যাকে প্রবোধ দিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—এখন উপায় কি, কেমন করিয়া আমি এই ভয়াবহ শ্মশান হইতে এত গভীর রাত্রে রাজনন্দিনীকে লইয়া রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করি? বিদূষক এইরূপ ভাবিতেছেন, এই সময় এক আকাশবাণী উত্থিত হইয়া বিদূষককে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল,—হে বীর! এই উপস্থিত বিপদে তুমি চিন্তিত হইও না; তুমি এই যে পরিব্রাজক সন্ন্যাসীকে নিহত করিয়াছ, ইহার এক বেতালসিদ্ধি ছিল, সে বেতালকে যাহা আদেশ করিত, বেতাল তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিয়া দিত। সেই বেতাল এই স্থানেই আছে; অদ্য রাত্রি অবসান হইবার মধ্যে তুমি তাহা দ্বারা যে কার্য্য করাইতে ইচ্ছা করিবে, সে নিশ্চয়ই তাহা করিয়া দিবে। কিন্তু রাত্রিশেষে আর তাহাকে দেখিতে পাইবে না। অতএব শীঘ্রই তুমি রাজকুমারীকে লইয়া ঐ ভূপতিত বেতালাধিষ্ঠিত শবে আরোহণ কর, শব অচিরেই তোমাদিগকে অভীষ্টস্থানে লইয়া যাইবে। আর এই দুরাত্মা পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর কতিপয় সর্ষপসিদ্ধি ছিল, সেই সর্ষপের সাহায্যে অতিভীষণ অদ্ভুত কার্য্য-সকলও সম্পাদিত হইত। তুমি সন্ন্যাসীর বস্ত্রাঞ্চল হইতে ঐ সর্ষপগুলি গ্রহণ কর, উহা দ্বারাও এই রাত্রিমধ্যে তোমার যে কোন দুষ্কর কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারিবে।

বিদূষক এই দৈববাণী শ্রবণমাত্র তদনুসারে কার্য্য করিলেন। সন্ন্যাসীর বস্ত্রাঞ্চল হইতে সেই মন্ত্রসিদ্ধ সর্ষপগুলি গ্রহণ করিয়া তাহার প্রভাবে রাজনন্দিনীর

সহিত তদীয় অন্তঃপুরগমনে উদ্যত হইলেন। তখন দেবীর মন্দির হইতে আর একটি দৈববাণী উত্থিত হইয়া বিদূষককে কহিল,—হে বীর! অদ্য তুমি নির্বিঘ্নে অভীষ্টস্থানে গমন কর, কিন্তু একমাস পরে তুমি পুনরায় এই স্থানে একবার আগমন করিও। এই আদেশ যেন তোমার মনে থাকে, তুমি ইহা কদাচ ভুলিও না।

বিদূষক দৈববাণী শুনিয়া তাহার কোন প্রত্যুত্তর করিলেন না, তিনি সেই মন্ত্রসিদ্ধ সর্ষপ ও বেতাল এই উভয়ের সাহায্যে রাজনন্দিনীকে লইয়া অন্তরীক্ষপথে অন্তঃপুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। অতি অল্পকালের মধ্যেই বিদূষক রাজকন্যাসহ অন্তঃপুরে উপস্থিত হইলেন। রাজকন্যার আশঙ্কা দূর হইল, তিনি অন্তঃপুরে আসিয়া আশ্বস্ত হইলেন। বিদূষক রাজকন্যাকে সুস্থ দেখিয়া তাঁহাকে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলিলেন,—রাজনন্দিনি! রাত্রি প্রায় অবসান হইয়াছে। প্রভাত হইলে এই বেতাল ও সর্ষপ এ উভয়ের মাহাত্ম্য কমিয়া যাইবে, সুতরাং তখন আর আমার শূন্যপথে গমন করিবার ক্ষমতা থাকিবে না, কিন্তু এই অবশিষ্ট রাত্রি আমি যদি এই স্থানে অতিবাহিত করি, তবে দিবাভাগে এ স্থান হইতে বাহির হইবার সময় সকলেই আমাকে দেখিবে এবং দেখিয়া মনে মনে নানারূপ সন্দেহ করিবে। যাহা হউক, আপনাকে আমি দুর্ব্বৃত্ত সন্ন্যাসীর হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে পারিয়াই যথেষ্ট প্রীতিলাভ করিয়াছি, এক্ষণে এ স্থানে অবস্থান করা কোনক্রমেই সঙ্গত হইতেছে না। অতএব আপনি অনুমতি করুন, আমি এখনই এই বেতাল ও সর্ষপের সাহায্যে আমার গন্তব্যস্থানে গমন করি।

রাজনন্দিনী বলিলেন,—বীর! আপনি আমার জীবনদান করিয়াছেন, আপনাকে আমি কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারিব না। আপনি চলিয়া গেলে নিশ্চয়ই ভয়ে আমার প্রাণান্ত ঘটিবে। অতএব আমি বারবার অনুরোধ করিতেছি,—আপনি কোনক্রমেই এস্থান পরিত্যাগ করিবেন না। রাত্রিপ্রভাত পর্য্যন্ত এইখানেই অপেক্ষা করুন। বিদূষক স্বভাবতই একটু দয়াবান্ পুরুষ ছিলেন, তিনি রাজকুমারীর কাতর প্রার্থনায় অবশিষ্ট রাত্রি সেই স্থানে যাপন করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। বিদূষক এই দিন দিবারাত্র নানারূপ পরিশ্রম করিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং এক্ষণে তাঁহার ঘোর নিদ্রা আসিল। তিনি অবিলম্বে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সংজ্ঞা লোপ পাইল। রাজকন্যার চক্ষে সে রাত্রে নিদ্রা আসিল না, তিনি ভয়ে ভয়ে অবশিষ্ট রাত্রি জাগিয়া রহিলেন।

অনন্তর যথাকালে রাত্রিপ্রভাত হইল। বিদূ[ষক] তখনও নিদ্রিত। ক্রমে বেলা অধিক হইয়া উঠি[ল,] তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল না। রাজপুত্রীর [মন] বিদূষকের প্রতি প্রেমে আকৃষ্ট হইতেছিল; সু[তরাং] তিনি তাঁহার নিদ্রাসুখে বিঘ্ন ঘটাইলেন না। বিদূ[ষক] স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন আর উজ্জ[য়িনী-] রাজকুমারী তাঁহার অদূরে বসিয়া আপন হৃদয়প[টে] কত কি প্রেমের চিত্র অঙ্কিত করিতে লাগিলেন।

এই সময় কয়েকজন রক্ষিপুরুষ অন্তঃপুরে প্রবে[শ] করিল। তাহারা রাজকন্যার গৃহে একজন অপরি[চিত] যুবককে দেখিতে পাইয়া সসম্ভ্রমে রাজা আদিত্যসে[নের] নিকট গিয়া সে কথা বিজ্ঞাপন করিল। রাজা স[ংবাদ] শুনিয়া তাহার প্রকৃত তথ্য জানিবার জন্য জনৈ[ক] সম্ভ্রান্ত প্রতীহারীকে তথায় প্রেরণ করিলে[ন।] প্রতীহারী অন্তঃপুরে গমনপূর্ব্বক রাজকন্যার [মুখে] সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া রাজার নিকট আসিয়া স[মস্ত] বর্ণনা করিল। রাজা প্রতীহারীর নিকট যখ[ন] সমস্ত ঘটনা শুনিতে পাইয়া বিদূষকের মহানুভ[বতা] ও সাধুতার যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন এবং কন্যাস[ম্বন্ধে] এই অদ্ভুত ঘটনার বিষয় চিন্তা করিয়া তাঁহার [মন] যেন বিস্ময়াবেশে কেমন উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়ি[ল।] তিনি শীঘ্রই বিদূষককে নিজের কাছে ডাকাইয়া স[কল] ঘটনা জিজ্ঞাসা করিলেন। বিদূষক তাঁহার শ্মশা[নে] গমন, দুর্ব্বৃত্ত সন্ন্যাসীর নিধন ও রাজনন্দি[নীর] উদ্ধারসাধন ইত্যাদি সমস্ত বৃত্তান্তই রাজার নি[কট] খুলিয়া বলিলেন এবং অবশেষে তিনি যে তিন [জন] চোরের নাসিকাচ্ছেদনপূর্ব্বক বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধি[য়া] আনিয়াছিলেন, তাহাও রাজাকে দেখাইলেন; রা[জা] বিদূষকের অধীনস্থ সেই ব্রাহ্মণদিগকে আনাইলে[ন] এবং তাহাদের মুখে পূর্ব্বদিবসের ঘটনাসকল শুনি[তে] পাইয়া রাত্রিবৃত্তান্ত জানিবার জন্য স্বয়ং শ্মশা[নে] গেলেন। শ্মশানে আসিয়া চোরত্রয়ের নাসিকা[হীন দেহ] এবং তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর মুণ্ড দ্বিখণ্ড দেখিয়া মনে ম[নে] বিদূষকের প্রতি রাজা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তি[নি] তৎপরেই রাজভবনে ফিরিয়া আসিলেন এবং শুভদি[ন] দেখিয়া নিজ কন্যাকে বিদূষকের করেই সম্প্রদা[ন] করিলেন। বিদূষক রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করি[য়া] সুখে-স্বচ্ছন্দে শ্বশুরগৃহে কালাতিপাত করি[তে] লাগিলেন।

কিয়দ্দিন অতিবাহিত হইলে রাজকন্যা এ[ক] দিন বিদূষককে বলিলেন, নাথ! আমরা যে

রাত্রিকালে দেবীর মন্দির হইতে আসিবার সময় এক দৈববাণী উত্থিত হইয়া তোমাকে সম্বোধনপূর্ব্বক যে কথা বলিয়াছিল, তাহা কি তুমি বিস্মৃত হইয়াছ? সেই দৈববাণী তোমাকে একমাসের মধ্যে তথায় গমন করিতে আদেশ করিয়াছিল, তখন তুমিও তাহাতে সম্মত হইয়াছিলে। এক্ষণে মাস প্রায় অতীত হইয়া চলিল, তোমার তাহা স্মরণ আছে ত'? রাজকন্যার মুখে এই কথা শুনিয়া বিদূষকের তখন পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ হইল। তিনি বলিলেন,—প্রিয়ে! তুমি আমাকে উত্তম কথা মনে করিয়া দিয়াছ, আমি বাস্তবিকই সে সকল কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এই কথা কহিয়া বিদূষক আনন্দভরে রাজনন্দিনীকে এক গাঢ় আলিঙ্গন দিলেন। অনন্তর দিবা অবসান হইল। রাত্রি আসিল। রাজকন্যা নিদ্রিতা হইলেন। বিদূষক রাজকুমারীকে নিদ্রিত দেখিয়া সেই অবকাশে স্বীয় তরবারি গ্রহণপূর্ব্বক সেই শ্মশানস্থ দেবীমন্দিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কিঞ্চিৎ পরেই বিদূষক দেবীর মন্দির-সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—দেবি! আমি বিদূষক —আপনার আদেশ অনুসারে এই স্থানে আগমন করিয়াছি। বিদূষকের কথা শেষ হইবামাত্র মন্দির হইতে কে যেন গম্ভীরস্বরে তাঁহাকে বলিল,— বিদূষক! তুমি আদেশ পালন করিয়া উত্তম কাজ করিয়াছ, অতএব এক্ষণে মন্দিরমধ্যে প্রবেশ কর। বিদূষক তৎশ্রবণে নির্ভয়চিত্তে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। তিনি মন্দিরে প্রবেশ করিবামাত্র দেখিলেন,—এক অসামান্যা রূপলাবণ্যবতী দিব্য যুবতী রমণী অলৌকিক বেশ-ভূষায় মন্দির উজ্জ্বল করিয়া তাহার একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাঁহার শরীরের সৌন্দর্য্যচ্ছটায় বিদূষক চমকিত হইলেন। তিনি সবিস্ময়ে রমণীকে জিজ্ঞাসিলেন, —দেবি! আপনি কে? রমণী একটু মৃদুমন্দ হাস্য করিয়া উত্তর করিল,—মহাশয়! আমার নাম ভদ্রা। আমি অতি কুলীনা বিদ্যাধরী। আমরা ইচ্ছানুসারে সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে পারি। আপনি যেদিন সেই দুর্ব্বৃত্ত তান্ত্রিক সন্ন্যাসীকে নিহত করেন, আমি সেই দিন এই স্থান দিয়া শূন্যপথে যাইতেছিলাম। আপনার রূপ-গুণ দেখিয়া তখনই আমার মন আপনার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু তখন আপনাকে অত্যন্ত ব্যগ্র দেখিয়া আমি কিছুই বলিলাম না। শেষে আপনি যখন রাজকন্যাকে লইয়া একান্তই গমন করিতে উদ্যত হইলেন, তখন অলক্ষ্যে থাকিয়া আমিই আপনাকে পুনরায় এই মন্দিরে আসিতে অনুরোধ করি। আপনি এই সময় আসিবার জন্য অঙ্গীকার করিয়া চলিয়া গেলেন। আমিও আপনার আগমন-প্রতীক্ষায় তদবধি এই স্থানে উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিলাম। কিন্তু আপনি আমার সেই কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া অদ্য আমি এক মায়া বিস্তার করিয়া আপনাকে এই স্থানে আনয়ন করিয়াছি। আমার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া উজ্জয়িনীরাজকুমারী আপনাকে এই স্থানে আসিতে মনে করিয়া দিয়াছেন। যাহা হউক, আপনার আগমনে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। আপনাকে আমার এই জীবন-যৌবন সমর্পণ করিলাম, আপনি দয়া করিয়া আমার পাণিগ্রহণ করুন।

বিদূষক বিদ্যাধরীর মায়ায় আবদ্ধ হইয়া তদ্দণ্ডেই তাহাকে গান্ধর্ব্ব-বিধানে বিবাহ করিলেন। তখন হইতে বিদ্যাধরীর সহিত দিব্য সুখভোগে বিদূষকের কাল কাটিতে লাগিল।

এদিকে রাজকুমারী প্রভাতে নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া পতিকে না দেখিয়া নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে মাতার নিকট গিয়া নিজ মনোবেদনা জানাইলেন। ক্রমে জামাতার নিরুদ্দেশ-সংবাদ রাজার কর্ণগোচর হইল। রাজা এ সংবাদে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন। তখন শ্মশানস্থ দেবীমন্দিরের কথা তাঁহার মনে হইল। তিনি ভাবিলেন,—জামাতা হয়ত দেবীর মন্দিরে গমন করিয়া থাকিবেন; অতএব আমি স্বয়ং সেই স্থানে গিয়া তাঁহার অনুসন্ধান করি। রাজা এইরূপ ভাবিয়া জামাতার উদ্দেশে শ্মশানে গমন করিলেন। বিদূষক সেই শ্মশানেই বিদ্যাধরীসহ অবস্থান করিতেছিলেন, কিন্তু বিদ্যাধরীর মায়ায় রাজা তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। সুতরাং অগত্যা তাঁহাকে নিরাশমনে স্বভবনে প্রত্যাগমন করিতে হইল।

অতঃপর রাজকন্যার শোক দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তিনি সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিয়া পতিবিরহে নিজ দেহ বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইলেন। রাজকন্যাকে দেহত্যাগে উদ্যত দেখিয়া একজন সিদ্ধ পুরুষ তাঁহাকে আত্মহত্যা হইতে নিবৃত্ত করিলেন। সিদ্ধ পুরুষের কথার ভাবে রাজপুত্রী বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার পতি জীবিত আছেন। তিনি শীঘ্রই আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন। তখন রাজপুত্রী সিদ্ধ পুরুষের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া নিজ জীবননাশের চেষ্টা হইতে

বিরত হইলেন এবং পতির পুনঃ সমাগম আশায় দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন।

এদিকে বিদূষক সেই বিদ্যাধরীসহ সুখে মত্ত আছেন। সময়ে সময়ে রাজকন্যাকে তাঁহার মনে হইলেও বিদ্যাধরীর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া সকলই তাঁহাকে ভুলিতে হইল এবং বিদ্যাধরীও সকল ভুলিয়া বিপুল-পুলকে আকুল হইয়া বিদূষকসহ তরল তারুণ্যের চরম সুখভোগে মজিল।

একদিন যোগেশ্বরী নামে অপর একজন বিদ্যাধরী আসিয়া গোপনে সেই বিদূষক-মোহিনী বিদ্যাধরীকে কহিল,—সখি! তুমি বিদ্যাধরী হইয়া মনুষ্যসংসর্গে কলঙ্কিত হইয়াছ, এই জন্য সমগ্র বিদ্যাধরেরা তোমার প্রতি রুষ্ট হইয়াছেন। তোমার যাহাতে অনিষ্ট ঘটে, বিদ্যাধরগণ সেরূপ চেষ্টা করিতেও ত্রুটি করিবেন না; অতএব আমি বলি, তুমি এস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন কর। পূর্ব্বসাগরের অপর পারে কর্কোটক নামে এক নগর আছে, তাহারই অদূরে শীতোদা নাম্নী এক পবিত্র নদী প্রবাহিত হইতেছে। সেই নদী উত্তীর্ণ হইলেই সিদ্ধক্ষেত্র উদয় মহাগিরি দেখিতে পাওয়া যায়। এই উদয় মহাগিরির উচ্চতা অসাধারণ। ইহা বিদ্যাধরগণ অতিক্রম করিতে পারে না। তুমি সম্প্রতি সেই মহাগিরিতে গমন কর। এই স্থানে থাকিয়া সর্ব্বদা নরলোকের প্রতি আসক্তি রাখিবার প্রয়োজন নাই। তুমি এখান হইতে যাইবার সময় তোমার এই প্রিয় ব্যক্তির নিকট সকল ঘটনা বলিয়া যাইও, তাহা হইলে এ ব্যক্তি নিজেই তোমার অনুসন্ধান করিয়া লইবে।

বিদ্যাধরী ভদ্রা, বিদ্যাধরী যোগেশ্বরীর কথায় উদ্বিগ্ন হইল। বিদ্যাধরেরা তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন শুনিয়া সে মনে মনে অত্যন্ত ভীত হইল। বিদূষকের প্রতি তাহার প্রণয় প্রগাঢ় হইলেও সে ভয়ে সে স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া বিদূষকের নিকট সকল বৃত্তান্ত বলিল এবং রাত্রিশেষে যাইবার সময় তাহার হস্তের অঙ্গুরীয়টি তাঁহাকে দান করিয়া গেল। বিদূষক প্রভাতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন,—সেই শূন্যময় মন্দিরমধ্যে তিনি একাকী অবস্থান করিতেছেন। সেই মন্দিরের আর পূর্ব্বের ন্যায় সুদৃশ্য সুরম্য ভাব নাই এবং সেই মনোমোহিনী চার্ব্বঙ্গী বিদ্যাধরীও অদৃশ্যা! বিদূষকের মনে সকলই ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় প্রতীত হইল। বিদ্যাধরী কোথায় গেল, কোথায় গিয়া তাহাকে দেখিতে পাইব, কেমন করিয়া তাহার সহিত পুনরায় মিলিত হইব, এই ভাবনায় বিদূষক উদ্‌ভ্রান্ত হই[য়া] উঠিলেন। তিনি বিদ্যাধরীদত্ত সেই অঙ্গুরীয়[কের] প্রতি বারবার দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, আর কত [কি] ভাবিয়া ভাবিয়া আকুল হইয়া উঠিলেন। বিদূ[ষক] ভাবিলেন,—আমি কি এ সকল স্বপ্ন দেখিলা[ম] অথবা এ সকল কি মায়া !—না,—সত্যসত্য[ই] বিদ্যাধরী আমাকে বলিয়া-কহিয়া উদয়াচলে গ[মন] করিয়াছে? আমি তাহার বিরহে মুহূর্ত্ত তিষ্ঠি[তে] পারিতেছি না, পলক আমার প্রলয় বলিয়া [মনে] হইতেছে। আর না—আর আমি অপেক্ষা কর[িব] না, অদ্যই বিদ্যাধরীর সঙ্গলালসায় উদয়াচলে গ[মন] করিব। কিন্তু উজ্জয়িনীরাজের লোকজন [যদি] আমাকে দেখিতে পায়, তাহা হইলে তাহারা আ[র] ছাড়িবে না। অতএব যাহাতে আমার কার্য্যসি[দ্ধি] হয়, আমি অনায়াসে রাজার লোকজনের হস্ত হই[তে] মুক্তি পাইয়া নির্ব্বিঘ্নে উদয়াচলাভিমুখে প্র[স্থান] করিতে পারি, তদ্বিষয়ে আমার এক্ষণে একটি উ[পায়] স্থির করা উচিত।

বিদূষক এইরূপ ভাবিয়া-চিন্তিয়া তখন এক বৃ[দ্ধের] বেশ ধারণ করিলেন। তিনি একশতগ্রন্থিময় অতি [জীর্ণ] বস্ত্রখণ্ড পরিধান করিয়া সর্ব্বাঙ্গে ধূলি মাখিলেন এ[বং] হাতে একগাছি যষ্টি লইয়া ধীরে ধীরে বাঁকিয়া বাঁ[কিয়া] পথ চলিতে লাগিলেন। বৃদ্ধবেশী বিদূষক শ্মশা[ন] দেবীমন্দির হইতে বহির্গত হইলে তাঁহার আ[কৃতি] দেখিয়া অনেকেই তাঁহাকে চিনিতে পারিল না।

কিন্তু বিদূষকের এ চাতুরী বহুকাল টিকিল না[।] তিনি কিছুদূর অগ্রসর হইবামাত্র তাঁহার চাতুর্য্যজা[ল] ভেদ হইয়া গেল। রাজার নিযুক্ত কতিপয় সুচ[তুর] ব্যক্তি বিদূষককে চিনিতে পারিয়া হৈ-রৈ করি[য়া] উঠিল এবং তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া অবিল[ম্বে] রাজদরবারে উপনীত করিল। রাজা আদিত্যসে[ন] জামাতা বিদূষককে উন্মত্তবেশী দেখিয়া অতি যত্নপূর্ব্ব[ক] তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিদূ[ষক] কিছুতেই প্রকৃতিস্থ হইলেন না। তাঁহার আত্মী[য়] বান্ধবগণ তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তি[নি] "হা ভদ্রে! হা ভদ্রে!" বলিয়া তাহার প্রত্যুত্ত[র] করিতেন। রাজাদেশে বহু বৈদ্য আসিয়া তাঁহা[র] অনেক চিকিৎসা করিল এবং উত্তমরূপ অঙ্গসংস্কারে[র] ব্যবস্থা করিয়া দিল। কিন্তু বিদূষকের নিকট সে সক[ল] বিফল হইল। তাঁহাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কির[িয়া] তৈলাভ্যক্ত করিয়া রাখিলেও তিনি পুনরায় নি[জ] অঙ্গ ধূলায় ধূসরিত করিয়া রাখিতেন। রাজক[ন্যা] স্নেহভরে কত যত্নে স্বয়ং তাঁহার আহারার্থ উত্ত[ম]

উত্তম সামগ্রী লইয়া আসিতেন, কিন্তু বিদূষক তাহা পদাঘাতে দূরে ফেলিয়া দিতেন এবং পরিধানার্থ নূতন বসন আনিয়া দিলে তাহাও খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতেন। ফলে বিদূষক বদ্ধ পাগল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার আর হিতাহিতজ্ঞান রহিল না। রাজা, রাণী, রাজকন্যা সকলেই এ ব্যাপারে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন।

এইভাবে কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইল, বহু চিকিৎসা সত্ত্বেও বিদূষকের উন্মত্ত অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিল না। রাজা ভাবিলেন,—তবে কেন আর ইহাকে কষ্ট দিই? ধরিয়া-বান্ধিয়া কখন রোগ আরাম করা যায় না। আর এইভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে জামাতা নিজেই যদি একদিন আত্মহত্যা করিয়া ফেলে, তবে আমাকে জামাতৃ-বিয়োগজনিত দারুণ দুঃখে, অধিকন্তু ব্রহ্মহত্যাজনিত মহাপাপে মগ্ন হইতে হইবে। অতএব এক্ষণে ইহার স্বচ্ছন্দচারিতায় বাধা দিবার প্রয়োজন নাই। রাজা মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া জামাতা বিদূষককে ছাড়িয়া দিলেন।

বিদূষক প্রকৃত পাগল নহেন। তিনি শুধু প্রেমের পাগল। বিদ্যাধরী ভদ্রার বিরহেই তাঁহার এই উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও উদ্‌ভ্রান্তি হইয়াছে। উজ্জয়িনীরাজ আদিত্যসেন জামাতাকে যথেচ্ছ ভ্রমণ-বিহারাদির জন্য ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু বিদূষক ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়া পুনরায় রাজভবনে প্রত্যাগমন করিলেন না। তিনি প্রাণপণে পূর্ব্বদিকের পথ ধরিয়া চলিতে চলিতে সেই দিবারাত্রিমধ্যে উজ্জয়িনীর রাজ্যসীমা অতিক্রম-পূর্ব্বক বহুদূর গমন করিলেন। ক্রমে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্যে উপনীত হইয়া বিদূষক ভাবিলেন,—অদ্য রজনী এই স্থানেই অতিবাহিত করিব। এইরূপ স্থির করিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইবামাত্র তিনি সম্মুখে এক বৃদ্ধাকে দেখিয়া বলিলেন,—মাতঃ! আমি একজন নিরাশ্রয় পথিক। আপনি দয়া করিয়া অদ্য আপনার বাসভবনে আমাকে একটু আশ্রয় প্রদান করুন। বৃদ্ধা জাতিতে ব্রাহ্মণী। তিনি নিরাশ্রয় পথিকের প্রার্থনা শুনিয়া তাঁহাকে পরম যত্নে নিজ ভবনে লইয়া গেলেন এবং অন্নপানাদি প্রদান দ্বারা অতিথির ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্ত করিলেন। অতিথি ব্রাহ্মণ বিদূষক যখন সুস্থ হইয়া বসিলেন, তখন বৃদ্ধা গৃহস্বামিনী তাঁহার নিকট গিয়া অতি দুঃখিতান্তঃকরণে তাঁহাকে বলিলেন,—পুত্র! আমার এই গৃহাদি সমস্তই তোমাকে দান করিলাম। আমার আর এ সমুদায়ে প্রয়োজন নাই। আমি শীঘ্রই জীবনত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি। অতএব তুমি ইহা গ্রহণ কর। অতিথি বিদূষক বিস্ময়ের সহিত বলিলেন,—মাতঃ! আপনি এরূপ কথা বলিতেছেন কেন? বৃদ্ধা উত্তর করিলেন,—বৎস! তুমি যদি আমার কথা শুনিতে চাও, তবে বলিতেছি, শ্রবণ কর—

এই নগরে সম্প্রতি দেবসেন নামে এক নরপতি রাজত্ব করিতেছেন। এই রাজার একটি পরমাসুন্দরী কন্যাসন্তান উৎপন্ন হয়। কন্যাটি রূপে-গুণে সর্ব্বাংশেই প্রবীণা হইয়া উঠিল। ক্রমে বয়স হইল, যৌবন আসিল, কন্যা বয়স্থা সদখিয়া দেবসেন তাহাকে কচ্ছদেশীয় জনৈক নরপতির সহিত বিবাহ দিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়,—বিবাহের রাত্রেই বাসরগৃহে রাজকন্যার পতির মৃত্যু ঘটিল। রাজভবনে হাহাকার উঠিল। দুঃখে রাজার হৃদয় বিদীর্ণ হইল। তিনি কিয়দ্দিন পরেই পুনরায় অন্য এক রাজপুত্রের সহিত নিজ তনয়ার বিবাহ দিলেন। এবারেও সেইরূপ দুর্ঘটনা ঘটিল। এই রাজপুত্রও দেবসেন-দুহিতার পাণিগ্রহণ করিয়া সেই দিবসেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। ক্রমে এই সংবাদ চারিদিকে রাষ্ট্র হইল। রাজা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াও পুনবার কন্যাবিবাহের উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু পরপর দুই দুই জন রাজকুমার বিবাহ করিবামাত্র মৃত্যুমুখে পতিত হইল দেখিয়া ভয়ে অন্য কোন রাজা বা রাজকুমার দেবসেনরাজকন্যাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। তখন রাজা দেবসেন নিরুপায় হইয়া তাঁহার সেনাপতিকে এইরূপ আদেশ করিলেন যে, তুমি প্রত্যহ এই রাজ্য হইতে এক এক জন ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়সন্তানকে আনয়ন করিয়া আমার কন্যার গৃহে প্রবেশ করাইবে। আমি দেখিব, আমার কন্যার জন্য কতগুলি লোক বিপদগ্রস্ত হয়। এইরূপ করিতে করিতে যে ব্যক্তি কালগ্রাস হইতে উদ্ধার পাইবে, তাঁহাকেই আমার কন্যার উপযুক্ত বর বলিয়া গ্রহণ করিব। তবে কথা হইতেছে দৈবের গতি বিচিত্র। সেই বৈচিত্র্য বুঝিয়া উঠিতে পারে, এমন লোক জগতে নাই।

সেনাপতি রাজার আদেশে তদবধি প্রত্যহ এক এক জন ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়সন্তানকে রাজকন্যার জন্য আনয়ন করিতেছেন আর এদিকে ক্রমে ক্রমে বহু ব্যক্তি রাজকন্যার পাণিগ্রহনার্থ উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব জীবন বিসর্জ্জন করিতেছে। বৎস! হতভাগিনীর একটিমাত্র পুত্র আছে। কিন্তু শুনিতে

পাই—দেবসেনরাজের সেনাপতি আগামী দিবস আমার পুত্রটিকে সেই কালরূপিণী রাজকন্যার সহিত বিবাহ দিবার জন্য রাজভবনে লইয়া যাইবেন। আমি এই জন্য স্থির করিয়াছি,—কল্য প্রাতে পুত্রের মৃত্যু ঘটিবার পূর্ব্বেই অনলে প্রবেশ করিব। অতএব আমার যাহা কিছু বিষয়-সম্পদ আছে, আমি জীবদ্দশায় তাহা যদি তোমার ন্যায় গুণবান্ ব্রাহ্মণ-সন্তানকে স্বহস্তে দান করিয়া ইহসংসার ত্যাগ করিতে পারি, তবে পরজন্মে আমাকে আর এরূপ দুঃখভাগিনী হইতে হইবে না।

বৃদ্ধা এই কথা কহিয়া নীরবে অশ্রুজল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বিদূষকের মন তখন কারুণ্যে পূর্ণ হইল। বৃদ্ধাকে কাঁদিতে নিষেধ করিয়া তিনি বলিলেন,—মাতঃ! আপনি শোক করিবেন না। আপনার কোনই চিন্তা নাই। সম্প্রতি আপনার মুখে যেরূপ যেরূপ শুনিলাম, যদি বাস্তবিকই এইরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে, তবে আপনি সে বিষয়ে অধীর বা বিষণ্ন হইবেন না। কল্য প্রাতে আমিই তথায় গমন করিব। সুতরাং আপনার পুত্রের কোনই বিপদ্ ঘটিবে না। আর আপনাকে আরও এক কথা বলি, আমার জীবননাশ হইবে, সে জন্যও যেন আপনার কোন চিন্তা হয় না, কারণ, আমার এরূপ সাধনা আছে যে, যাহাতে রাজভবনে কিংবা ততোঽধিক বিপদসঙ্কুল স্থানে গমন করিলেও আমি ভীত বা বিপন্ন হইব না।

বিদূষকের কথায় বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী আশ্বস্ত হইলেন। তিনি কায়মনোবাক্যে ভগবানের নিকট বিদূষকের মঙ্গলকামনা করিতে লাগিলেন।

তখন বিদূষক বৃদ্ধার পুত্রের পরিবর্ত্তে নিজে যাইবার জন্য সেনাপতি মহাশয়ের নিকট সব কহিলেন। সেনাপতি তাহাতে আপত্তি করিলেন না। তিনি বিদূষককে সঙ্গে লইয়াই সায়ংসময়ে রাজভবনে উপস্থিত হইলেন। ক্রমে রাত্রি আসিল, বিদূষককে রাজকন্যার গৃহে লইয়া গেল।

বিদূষক রাজতনয়ার গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, অতি চমৎকার স্থান; যেন ইন্দ্রের পুরী! লতায়-পাতায় পুষ্পে-পল্লবে গৃহটি অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত। বহুমূল্য আস্তরণোপরি রাজকন্যা উপবিষ্টা। রাজসুতা পূর্ণযুবতী। যুবতীর রূপভাতি দেখিয়া বুঝি বা রতিকেও অতি লজ্জা পাইতে হয়। রাজতনয়ার উদ্ভান্ত যৌবনের উদ্রিক্ত সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিদূষক বিস্ময় মানিলেন। তিনি ভাবিলেন,—বিধাতার এ কিরূপ লীলা! এমন ভুবনমোহিনী অনবদ্যাঙ্গীর অদৃষ্ট এরূপ দুঃখময় হইল কেন? কেন এই অনি[illegible] সুন্দরীর পাণিপীড়ন করিতে আসিয়া একে এ[illegible] সকলেই ভবলীলা সাঙ্গ করিল? যাহা হউ[illegible] দেখি,—বিধাতার বিধান আমার প্রতিই বা কি[illegible] বিহিত হয়।

বিদূষক এইরূপ ভাবিয়া-চিন্তিয়া রাজক[illegible] শয্যার একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। তি[illegible] আসিবার সময় তাঁহার দৈবলব্ধ তরবারিখানি ল[illegible] আসিয়াছিলেন। এক্ষণে ধীরে ধীরে কোষ হই[illegible] বাহির করিয়া সেই কৃপাণখানি নিজ হস্তে তুলি[illegible] লইলেন। রাজকন্যা নির্ব্বাক, বিদূষকও নীর[illegible] রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহর অতীত। হঠাৎ এ[illegible] ভয়ঙ্কর শব্দ হইল। দেখিতে দেখিতে ঝনাৎ ক[illegible] গৃহদ্বারগুলি একে একে খুলিয়া গেল। যেন কাহ[illegible] ভীষণ পদশব্দে গৃহ কাঁপিয়া উঠিল। রাজক[illegible] চমকিয়া উঠিলেন, শেষে ভয়ে অচৈতন্য হই[illegible] পড়িলেন। কিন্তু বীর বিদূষক নির্ভীক, তি[illegible] বিচলিত হইলেন না। আবার শব্দ হইল। বিদূ[illegible] একদৃষ্টে সেইদিকে তাকাইলেন। দেখিলেন,—এ[illegible] বিকটাকার ঘোরদর্শন রাক্ষস গৃহদ্বারে থাকিয়া তাহ[illegible] প্রকাণ্ড হস্তদ্বয় রাজকন্যার গৃহমধ্যে প্রবেশ করাই[illegible] দিল। বিদূষক রাক্ষস দেখিয়া সহসা তরবারিহ[illegible] উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রাক্ষস ক্রমেই তাহার যমদণ্ড[illegible] ভুজদণ্ড প্রসারিত করিয়া বিদূষককে ধরিতে উদ্য[illegible] হইল। বিদূষক আর অপেক্ষা করিলেন না, তি[illegible] ক্রোধভরে তৎক্ষণাৎ খড়্গ দ্বারা রাক্ষসের দক্ষিণব[illegible] দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন রাক্ষস ভয়[illegible] চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার দক্ষিণবাহু ছি[illegible] হওয়ায় সে যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ভয়ে সে স্থা[illegible] হইতে পলায়ন করিল। নিশাচর তদবধি [illegible] দেশেও আসিল না।

এদিকে রাজতনয়া জাগরিত হইয়া গৃহপ্রান্তে একটা সুবৃহৎ ছিন্ন বাহু দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। বিদূষক তাঁহাকে সকল ঘটনা বুঝাইয়া বলিলেন। তখন রাক্ষসের বাহুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া রাজকন্যা ভীত ও হৃষ্ট হইলেন। উৎপাত শান্তি হইল ভাবিয়া রাজনন্দিনীর আনন্দ হইল। প্রভাতে রাজা অন্তঃপুরস্থ কন্যার গৃহদ্বারে এক প্রকাণ্ড রাক্ষসবাহু ছিন্ন দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং পরে সকল বিবরণ বিদিত হইয়া বিদূষককে অসাধারণ দৈবশক্তিসম্পন্ন বলিয়া মনে করিলেন। তাঁহার ধারণা হইল, বিদূষক কোন ছদ্মবেশী স্বর্গবাসী দেব। অতএব ইঁহারই করে কন্যা সম্প্রদান করা কর্ত্তব্য।

রাজা এইরূপ স্থির করিয়া বহু ধনরত্নাদি প্রদানপূর্ব্বক বিদূষকের সহিতই নিজ কন্যার বিবাহ দিলেন। বিদূষক রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়া কিয়দ্দিন পর্য্যন্ত নিরাপদে এই নূতন শ্বশুরালয়ে প্রণয়িনীসহ সুখে-স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর কিছুদিন কাটিয়া গেলে, হঠাৎ একদিন তাঁহার সেই পূর্ব্ব-প্রণয়িনী বিদ্যাধরী ভদ্রার কথা মনে পড়িল। ভদ্রার মধুর মোহনমূর্ত্তি স্মরণ করিয়া আবার বিদূষক তাঁহার প্রেমে পাগলপ্রায় হইলেন। আর বিলম্ব হইল না। তিনি সেইদিন রাত্রিযোগেই রাজকন্যার নিদ্রাবস্থায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া ভদ্রার উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। বিদ্যাধরীর প্রেমে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া বিদূষকের পথ চলিবার বিরাম নাই। তিনি রাত্রিমধ্যেই পুণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্যের সীমা পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তর প্রাপ্ত হইলেন।

এদিকে বিদূষক তথা হইতে বহির্গত হইয়া দিবারাত্র অবিশ্রান্ত পথ চলিতে চলিতে ক্রমে পূর্ব্বসাগরের অদূরবর্ত্তী তাম্রলিপ্ত নামক নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই তাম্রলিপ্ত নগর হইতে স্কন্দদাস নামক জনৈক বণিক বাণিজ্যার্থ সমুদ্রের পরপারে গমনাগমন করিত। বিদূষক সন্ধান পাইয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন। অনন্তর কিয়দ্দিবস পরেই স্কন্দদাসের বাণিজ্যতরী বহুমূল্য দ্রব্যাদি লইয়া সমুদ্রপথে প্রস্থান করিল। বিদূষক সুযোগ বুঝিয়া স্কন্দদাসের সহিত তাঁহার বাণিজ্যতরীতে আরোহণপূর্ব্বক সমুদ্রের উপর দিয়া চলিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়াই স্কন্দদাসের বাণিজ্যতরী আর অগ্রসর হইতে পারিল না। উত্তালতরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রের মধ্যস্থলে গিয়া সেই বহুমূল্য প্রচুর দ্রব্যাদি-পরিপূর্ণ বাণিজ্যপোত স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তখন স্কন্দদাস নিরুপায় হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল,—হায়! যদি কেহ আমাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া দিতে পার, তবে আমি আমার এই ধনরত্নাদি সমস্ত তাহাকে দান করিব এবং আমার যে পরমা সুন্দরী কন্যা আছে, তাহাকেও তাহার করে সমর্পণ করিব। বিপন্ন স্কন্দদাসের এইরূপ ঘোষণাবাণী শুনিয়া বীর বিদূষক বলিয়া উঠিলেন,—মিত্র! তুমি যেরূপ অঙ্গীকার-বাণী বলিলে, তাহাতে আমি স্বয়ং এই বিপদ হইতে সকলকে রক্ষা করিতে প্রস্তুত হইলাম। তোমরা এই তরীর উপর অবস্থান করিয়া একগাছি সুবৃহৎ রজ্জু সমুদ্রসলিলে ফেলিয়া দাও, আমি রজ্জু অবলম্বনে ক্রমশঃ জলে নিমজ্জনপূর্ব্বক নিম্নে কি আছে এবং কিসের জন্যই বা এই বাণিজ্যতরী এই স্থানে আবদ্ধ রহিয়াছে, তাহার প্রকৃত তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া আসি। বিদূষক এই কথা কহিলে, তরীর নাবিকগণ সকলেই তাহাতে সম্মত হইল। বীর বিদূষক তখন আর অপেক্ষা করিলেন না। তিনি তদ্দণ্ডেই তাঁহার তরবারি সঙ্গে লইয়া রজ্জু অবলম্বনপূর্ব্বক সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন হইলেন। তিনি কিছুদূর অবতরণ করিয়াই দেখিলেন,—সেই বাণিজ্যতরীর নিম্নে জলমধ্যে এক মহাকায় পুরুষ শয়ন করিয়া রহিয়াছে। তাহার প্রকাণ্ড জঙ্ঘায় বাণিজ্যতরী অবরুদ্ধ হইয়াছে; সেই জন্য তাহা আর সে স্থান হইতে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। বিদূষক এই ব্যাপার দেখিয়া তখন তাঁহার তরবারি দ্বারা সেই বিরাট পুরুষের জঙ্ঘাদেশ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তরীর প্রতিরোধক সেই মহাকায় পুরুষের জঙ্ঘাদ্বয় ছিন্ন হইবামাত্র স্কন্দদাসের বাণিজ্যতরী পুনরায় চলিতে লাগিল। বিদূষক জলে নিমগ্ন হইবার পূর্ব্বে নিজে পুনর্ব্বার বাণিজ্যপোতে উঠিবার জন্য যে সঙ্কেত করিয়া গিয়াছিলেন, কার্য্যোদ্ধার করিয়া এক্ষণে তিনি রজ্জু দ্বারা সেই সঙ্কেত করিলেন, কিন্তু ধূর্ত্ত বণিক স্কন্দদাস বিদূষককে অঙ্গীকৃত বিষয় প্রদান করিতে হইবে ভাবিয়া সে সঙ্কেতে দৃক্‌পাত করিল না। সে বাণিজ্যপোত হইতে সেই সুবৃহৎ রজ্জুগাছটি সমুদ্রজলে ফেলিয়া দিয়া দ্রুতবেগে সে স্থান হইতে তাহার বাণিজ্যতরী চালাইয়া দিল। অকৃতজ্ঞ স্কন্দদাস বিদূষকের উদ্ধারের জন্য কোনরূপ চেষ্টা করিল না। তাহার বাণিজ্যতরী তখন তীব্রবেগে সাগর বহিয়া চলিল এবং কিছুক্ষণ পরেই গন্তব্যস্থান প্রাপ্ত হইল।

এদিকে বিদূষক যখন দেখিলেন,—মিত্র স্কন্দদাস তাঁহার উদ্ধারের কোন উপায় করিল না, তখন তাঁহার মনে বিষম দুর্ভাবনা উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিলেন,—বণিক স্কন্দদাস কি পাপিষ্ঠ! আমি প্রাণপণে তাহার উপকারসাধন করিলাম, কিন্তু অঙ্গীকৃত অর্থ প্রদান করিতে হইবে বলিয়া সে আমার উদ্ধারের দিকে একবার দৃষ্টি করিল না। আমি পৃথিবীর যতস্থানে ঘুরিয়াছি, এরূপ অকৃতজ্ঞ, নৃশংস, পাপিষ্ঠ ব্যক্তি কোথাও ত' দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।—আমি না বুঝিয়া দুষ্ট, নষ্ট, শঠ-কপটের সহিত যেমন সৌহার্দ্দ স্থাপন করিয়াছিলাম, তাহার ফল এক্ষণে বিলক্ষণ প্রাপ্ত হইলাম। যাহা হউক, বিপদে অধীর হওয়া উচিত নয়, ভগবানের কৃপায় আমার কোন বিষয়েই অবসন্নতা নাই; সুতরাং এ বিপদ

হইতে শীঘ্রই আমি উত্তীর্ণ হইব এবং সেই শঠপ্রকৃতি বণিক স্কন্দদাসকেও একবার দেখিয়া লইব।

বিদূষক অনেক প্রকার ভাবিয়া-চিন্তিয়া অবশেষে সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য সেই মহাকায় পুরুষের প্রকাণ্ড ছিন্নজঙ্ঘার সাহায্যে ধীরে ধীরে সমুদ্রের পরপারে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

বিদূষক সমুদ্রতীরে উপনীত হইবমাত্র সহসা আকাশবাণী উত্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিল,—বিদূষক! তুমি ধন্য, তোমার ধৈর্য্য দেখিয়া আমি তুষ্ট হইয়াছি। যাহা হউক, তুমি এক্ষণে ইহার অদূরবর্ত্তী কর্কোটক নগরে উপনীত হইয়া পরে শীঘ্রই অভীষ্টবিষয় প্রাপ্ত হইতে পারিবে। আমি আর কেহই নহে—তুমি পূর্ব্বে যাহাকে আরাধনা করিয়াছিলে, আমি সেই অগ্নিদেব। অগ্নিদেব বিদূষককে এই কথা বলিয়া তথা হইতে অন্তর্দ্ধান করিলেন।

বিদূষক তাঁহার পূর্ব্বারাধিত অগ্নিদেবের নিকট এই আশ্বাসবাণী শুনিতে পাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং হৃষ্টচিত্তে তখনই কর্কোটক নগরাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। তিনি ক্রমাগত সাতদিন পর্য্যন্ত পথ হাঁটিয়া অবশেষে কর্কোটক নগর দেখিতে পাইলেন এবং ক্রমে নগরমধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি মঠে গিয়া আশ্রয় লইলেন। কর্কোটক-নগরাধিপতি আর্য্যবর্ম্মা বহু অর্থব্যয় করিয়া সেই মঠ ও তাহার সংলগ্ন বহুসংখ্যক দেবমন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়া দেন। নানা দেশদেশান্তর হইতে বহু অধ্যাপক ও অন্যান্য বিদ্যার্থিগণ তখন সেই মঠে থাকিয়া বিবিধ শাস্ত্রচর্চ্চা করিতেছিলেন। নগরে প্রবেশপূর্ব্বক বিদূষক সর্ব্বাগ্রে সেই মঠেই আতিথ্যগ্রহণ করেন। মঠের অধিবাসী ব্রাহ্মণগণ অতি যত্নসহকারে স্নান-ভোজনাদি দ্বারা অভ্যাগত অতিথির যথাযোগ্য পরিচর্য্যা করিলেন।

বিদূষক সেই দিন সেই মঠেই অবস্থান করিলেন। ক্রমে দিবা অবসান হইল, সন্ধ্যাসমাগমে গগনপট বিচিত্ররাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল।

হঠাৎ অদূরে দুন্দুভিধ্বনি সহকারে এই ঘোষণা প্রচার হইল যে, কোন ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয়সন্তান যদি আমাদিগের রাজতনয়াকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি অদ্য রাত্রিযোগে রাজভবনে আসিয়া বাস করুন। স্থানীয় লোকগণ এই ঘোষণাবাণী শুনিয়া কেহই রাজসুতার পাণিগ্রহণে সাহসী হইল না। কিন্তু বিদূষক এ সংবাদে স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি সাহসে নির্ভর করিয়া তদ্দণ্ডেই রাজকন্যার পাণিগ্রহণার্থ মঠ হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। তখন মঠের অধিবাসী ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন;—মহাশয়! আপনি এরূপ দুঃসাহস করিবেন না। আমরা অনেক দিন হইতে দেখিয়া আসিতেছি, এ যাবৎ যে যে ব্যক্তি সেই রাজকন্যার গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই জীবন থাকিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন নাই। এই পর্য্যন্ত বহুসংখ্যক বিবাহার্থী যুবকদিগকেই তথায় জীবন দান করিতে হইয়াছে। বিদূষক তাঁহাদিগের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি কয়েকজন রাজপুরুষের সহিত রাজকন্যার গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। বিদূষক রাত্রিযোগে রাজপুরে উপস্থিত হইবামাত্র নরপতি আর্য্যবর্ম্মা তাঁহাকে যথেষ্ট আদর-অভ্যর্থনা করিলেন। অনন্তর বিদূষক রাজাদেশে যথাকালে রাজতনয়ার গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন,—অনুপম-রূপলাবণ্যবতী যুবতী রাজকুমারী অনুরাগভরে অথচ নৈরাশ্যপূর্ণহৃদয়ে তথায় অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার নয়ন বহিয়া বিন্দু বিন্দু অশ্রুজল ভূমিতল চুম্বন করিতেছে। রাজকন্যার মুখে কথা নাই, তিনি অধোবদন এবং নীরব।

বিদূষক তাঁহার তরবারি হস্তে ধারণপূর্ব্বক একখানি আসনে উপবেশন করিলেন। ক্রমে রাত্রি অধিক হইয়া উঠিল, রাজকন্যা নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। বিদূষকের চক্ষে নিদ্রা নাই। তিনি জাগিয়া রহিলেন, এই সময় সহসা দৃষ্ট হইল—এক ভয়ঙ্করাকৃতি নিশাচর রাজকন্যার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া, তাহার বামবাহু গৃহমধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিল। নিশাচরের দক্ষিণবাহু ছিন্ন; চক্ষু রক্তবর্ণ এবং দেহ সাতিশয় দীর্ঘ। বিদূষক এই রাক্ষসকে গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান দেখিয়া ভাবিলেন,—ওহো! এই ত' সেই নিশাচর! আমি পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-রাজবাটীতে থাকিয়া সেদিন রাত্রিযোগে এই নিশাচরেরই ত' দক্ষিণবাহু ছেদন করিয়াছিলাম। দুর্ব্বৃত্ত রাক্ষস অদ্য এই স্থানে আবার উপস্থিত হইয়াছে। যাহা হউক, আমি এক্ষণে আর উহার বামবাহু ছেদন করিব না, বাহু ছেদন করিলে এই রাক্ষস পুনরায় পলাইয়া যাইবে। অতএব একেবারে উহার মস্তকই ছেদন করিব। এই প্রকার করিলে দুরাচার নিশাচর আর কোথাও উপদ্রব করিতে পারিবে না।

বিদূষক মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া তৎক্ষণাৎ রাক্ষসের অভিমুখে ধাবিত হইলেন এবং স্বীয় কৃপাণ উত্তোলন করিয়া তাহার কেশ গ্রহণপূর্ব্বক শিরশ্ছে

করিতে উদ্যত হইলেন। রাক্ষস বিদূষককে তাহার শিরশ্ছেদনার্থ অসি উত্তোলন করিতে দেখিয়া, অতি ভীত হইয়া, কাতরভাবে বলিল,—হে বীর! আপনি আমার প্রতি সদয় হউন, আপনি আমাকে বধ করিবেন না। বিদূষক বলিলেন, তুই কে?, তোর নাম কি এবং কি জন্যই বা তুই এইরূপ আচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকিস? রাক্ষস কহিল,—মহাশয়! আমি যমদংষ্ট্রনামক রাক্ষস। আমার দুইটি কন্যা। তন্মধ্যে একটি এই গৃহে অবস্থান করিতেছে এবং অপরটি পুণ্ড্রবর্দ্ধনরাজের কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আমার এই কন্যাদ্বয় যাহাতে দুর্ব্বল পুরুষের সংসর্গ না করে, সেই জন্য প্রত্যহ রাত্রিকালে আমি ইহাদিগকে দেখিয়া যাই এবং সেই ঘৃণিত কার্য্য হইতে আমার কন্যাদ্বয়কে আমি রক্ষা করি। ভগবান্ শঙ্কর আমাকে এইরূপ কার্য্য করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, আমার ব্রতভঙ্গ হইয়াছে। পূর্ব্বে পুণ্ড্রবর্দ্ধনের রাজবাটিতে একজন বীর কর্ত্তৃক আমার দক্ষিণ বাহু ছিন্ন হয়। আর অদ্য আপনার পরাক্রমে আমি পরাজিত হইলাম।

বিদূষক রাক্ষসের কথা শুনিয়া হাস্যপূর্ব্বক কহিলেন,—রাক্ষস! পুণ্ড্রবর্দ্ধনের রাজবাটিতে পূর্ব্বে আমিই তোমার দক্ষিণ বাহু ছিন্ন করিয়াছিলাম। রাক্ষস কহিল,—মহাশয়! এতক্ষণে বুঝিলাম, আপনি নিশ্চয়ই দেবাংশ, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। আমার বোধ হয়, আপনার কার্য্যোদ্ধারের নিমিত্তই শঙ্কর আমার প্রতি এইরূপ অনুগ্রহ করিয়াছিলেন। অতএব আপনি এক্ষণে আমাকে মুক্ত করুন। আমি আপনার সখা হইলাম। আপনি আমাকে যে যে সময় স্মরণ করিবেন, আমি সেই সেই সময়ই উপস্থিত থাকিয়া আপনার কার্য্যোদ্ধার করিয়া দিব।

বিদূষক রাক্ষসের বাক্য শুনিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন এবং তাহার সহিত মিত্রতা স্থাপনপূর্ব্বক তাহাকে নানাপ্রকার মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিলেন। রাক্ষস তথায় আর অপেক্ষা করিল না। সে তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে অন্তর্দ্ধান করিল। রাক্ষস চলিয়া গেলে, বিদূষক রাজপুত্রীর সহিত সে রাত্রি নিরাপদে অবস্থান করিলেন। রাজকন্যা নিরুদ্বেগ হইয়া অত্যন্ত আনন্দিতা হইলেন। রাজা আর্য্যবর্ম্মা প্রাতঃকালে রাক্ষসবটিত বৃত্তান্ত শ্রবণপূর্ব্বক বিদূষকের বীরত্বে পরম সন্তোষলাভ করিলেন এবং তিনি সেই দিনই মহাসমারোহ সহকারে কন্যাকে বিদূষকের করে সম্প্রদান করিলেন। বিদূষক তদবধি মহাসুখে শ্বশুরগৃহে অবস্থানপূর্ব্বক রাজকন্যাসহ কতিপয় দিবস কাটাইলেন। একদিন রাত্রিকালে বিদ্যাধরী ভদ্রাকে তাঁহার মনে পড়িল, তিনি সেইরাত্রেই ধীরে ধীরে রাজভবন হইতে বহির্গত হইয়া ভদ্রার উদ্দেশে ছুটিলেন। বিদূষক নগর হইতে বহির্গত হইয়াই রাক্ষসকে স্মরণ করিলেন। স্মরণমাত্র রাক্ষস আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। বিদূষক রাক্ষসকে বলিলেন,—সখে! আমি বিদ্যাধরী ভদ্রার অনুসন্ধানার্থ উদয়াচলে যাইতে ইচ্ছা করিয়াছি। অতএব তুমি আমাকে সেইস্থানে লইয়া চল। বদূষকের কথায় রাক্ষস তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে স্কন্ধে লইয়া সেই রাত্রিমধ্যেই বহুযোজন-দূরবর্ত্তী শীতোদানদীর তীরভূমি প্রাপ্ত হইল। অনন্তর রাত্রিপ্রভাত হইবামাত্র রাক্ষস শীতোদানদী পার হইয়া অতি অল্পকালমধ্যেই উদয়াদ্রির প্রান্তসীমায় উপস্থিত হইয়া বিদূষককে কহিলেন,—সখে! এই আমি তোমাকে লইয়া সেই উদয়াচলের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি। এই উদয়াদ্রির উপরিভাগে সিদ্ধাশ্রম রহিয়াছে। আমি রাক্ষস জাতি, আমার সে স্থানে প্রবেশ করিবার অধিকার নাই; অতএব আমি এই স্থান হইতেই বিদায় হইলাম।

রাক্ষস অন্তর্হিত হইলে বিদূষক একাকী পর্ব্বতোপরি আরোহন করিয়া সম্মুখে একটি রমণীয় দীর্ঘিকা দেখিতে পাইলেন। দীর্ঘিকার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাঁহার মনে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হইল। তিনি হৃষ্টচিত্তে কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত দীর্ঘিকার তীরভূমে উপবেশন করিয়া তথাকার অনুপম সৌন্দর্য্যরাশি সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।

এই সময় বিদূষক সেই দীর্ঘিকর তীরে স্ত্রীলোকের পদচিহ্নের ন্যায় কয়েকটি পদচিহ্ন দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—এই দুর্গম পার্ব্বত্য-ভূভাগে জনমানবের সমাগম নাই, অথচ এই চিহ্ন কোন মানবীর পদচিহ্ন বলিয়া মনে হইতেছে। এখানে মানব বা মানবীর সমাগম হইল কেমন করিয়া? বিদূষক এইরূপ এবং অন্যরূপ অনেক বিষয় ভাবিতেছেন, এমন সময় কতিপয় সুরম্য দিব্য রমণী বিবিধ অলঙ্কারনিকরে অলঙ্কৃত হইয়া জল আহরণার্থ সেই দীর্ঘিকার তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা কিঞ্চিৎকাল দীর্ঘিকার সুরম্য তটে বিশ্রামপূর্ব্বক পরে একে একে সকলেই স্ব স্ব কলসে জল পরিপূরণ করিয়া তথা হইতে গমন করিতে উদ্যত হইল। বিদূষক এই ব্যাপার-দর্শনে বিস্মিত হইয়া সেই সকল রমণীর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন,—

সুন্দরীগণ! আপনারা কাহার জন্য এই জল লইয়া যাইতেছেন? রমণীগণ উত্তর করিল,—মহাশয়! এই উদয়াচলে ভদ্রা নাম্নী এক বিদ্যাধরী বাস করিতেছেন, আমরা তাঁহারই স্নানার্থ এই জল লইয়া যাইতেছি। বিদূষক তাহাদিগের কথা শুনিয়া আর কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না। তিনি নীরবে বসিয়া কেবল বিধাতার বিচিত্র লীলার বিষয় ভাবিতে লাগিলেন। রমণীগণের মধ্যে প্রায় সকলেই স্ব স্ব জলকুম্ভ কক্ষে তুলিয়া লইয়া গমনে উদ্যত হইল। কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে এক রমণী আপন জলকুম্ভ কক্ষে লইয়া যাইতে অক্ষম হওয়ায় বিদূষককে বলিল,—মহাশয়! আপনি অনুগ্রহ করিয়া যদি এই জলকুম্ভটি আমার কক্ষে তুলিয়া দেন, তাহা হইলে আমি অনায়াসে ইহা লইয়া যাইতে পারি। বিদূষক রমণীর কথায় দ্বিরুক্তি করিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই জলকুম্ভটি রমণীর স্কন্ধে তুলিয়া দিতে লাগিলেন। বিদ্যাধরী ভদ্রা চলিয়া আসিবার সময় যে অঙ্গুরীয়কটি বিদূষককে দিয়া আসিয়াছিল, বিদূষক তাহা যত্নপূর্ব্বক রাখিয়াছিলেন। তিনি এই অবসরে সেই অঙ্গুরীয়কটি অঙ্গুলি হইতে খুলিয়া সেই জলকুম্ভমধ্যে ফেলিয়া দিলেন। রমণীগণ স্ব স্ব জলকুম্ভ লইয়া প্রস্থান করিল। বিদূষক পুনরায় স্বস্থানে আসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

যথাসময়ে রমণীগণ জল লইয়া বিদ্যাধরী ভদ্রার মন্দিরে উপস্থিত হইল। ভদ্রা নিয়মানুসারে স্নান করিতে লাগিলেন। তখন সেই রমণীরা সকলেই আপনাপন আনীত জল ভদ্রার মস্তকোপরি ঢালিতে লাগিল। জল ঢালিতে ঢালিতে এক রমণীর জলকুম্ভ হইতে হঠাৎ একটি অঙ্গুরীয়ক ভদ্রার ক্রোড়দেশে পতিত হইল। ভদ্রা অঙ্গুরীয়ক দেখিয়া চমকিত হইলেন এবং হস্তে উত্তোলনপূর্ব্বক অতি নিপুণভাবে নিরীক্ষণ করিয়া তাহা চিনিতে পারিলেন। তখন তিনি বিস্ময়ের সহিত সেই জলকুম্ভবাহিনী রমণীমণ্ডলীকে জিজ্ঞাসিলেন,—সখীগণ! তোমরা এই অঙ্গুরীয়ক কোথায় পাইলে? তোমরা কি জল আনিতে গিয়া কোন সুন্দর যুবকের সাক্ষাৎ পাইয়াছ? রমণীগণ কহিল,—সখি! বাস্তবিকই আমরা এক যুবা-পুরুষকে দেখিয়া আসিয়াছি। আমরা যখন জল আনিতে গিয়াছিলাম, তখন তিনি দীর্ঘিকার সুরম্য তটদেশে উপবেশন করিয়াছিলেন। এই যে কুম্ভ হইতে অঙ্গুরীয়কটি পতিত হইল, এই কুম্ভ তিনিই তুলিয়া দিয়াছিলেন। ভদ্রা এই কথা শুনিয়া অতি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন,—সখীগণ! তোমরা শীঘ্রই সেই যুবাপুরুষকে এই স্থানে আনয়ন কর। সেই পুরুষরত্ন আমার ভর্ত্তা। আমি তাঁহারই জন্য এত দিন উৎকণ্ঠিত হইয়া কালযাপন করিতেছি। রমণীগণ এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ সেই দির্ঘিকাতটে গমন করিল এবং কিয়ৎকাল পরেই বিদূষককে সঙ্গে লইয়া ভদ্রার নিকট ফিরিয়া আসিল। বিদূষক বহুকালপরে প্রণয়িনী ভদ্রাকে দেখিয়া মনে মনে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তাঁহার নয়ন হইতে আনন্দজল বিগলিত হইল। তিনি ভাবিলেন,—আমি এতদিন ভদ্রার সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য যে-সকল আয়াস স্বীকার করিয়াছি, অদ্য তাহা আমার সার্থক হইল। এদিকে ভদ্রাও বিদূষককে দেখিয়া হর্ষভরে পুলকিত হইলেন। তখন উভয়ে প্রেমভরে পরস্পর পরস্পরকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন দিয়া অতীত কথার অবতারণা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের যুবক-যুবতীর হৃদয়কন্দর স্নেহ ও আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া গেল। অন্যান্য অনেক কথার পর ভদ্রা জিজ্ঞাসিল,—প্রিয়! তুমি কেমন করিয়া এ স্থানে আগমন করিলে? বিদূষক বলিলেন,—প্রিয়ে! অধিক কি বলিব, তোমার স্নেহপাশে আবদ্ধ হইয়া আমি জীবনের পর্য্যন্ত মমতা করি নাই। তোমার উদ্দেশে দেশে দেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বহু কায়ক্লেশে অবশেষে এইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।

বিদ্যাধরী ভদ্রা তৎশ্রবণে আনন্দে পুলকিত হইল। সে স্নেহভরে বিদূষককে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিল,—আর্য্যপুত্র! আমি তোমার গুণে ক্রীত হইয়াছি। সংসারে আমার অন্য কিছুই প্রয়োজন নাই। আমি তোমাকে লইয়া আজীবন মনের সুখে অতিবাহিত করিব। তুমিই আমার প্রাণ, আমি তোমা ব্যতীত সংসারে আর কিছুই চাহি না।

বিদ্যাধরী ভদ্রার কথা শেষ হইলে, বিদূষক বলিলেন, প্রিয়ে! তবে আর এ স্থানে অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই। চল, আমরা উজ্জয়িনীতে গিয়া পরম সুখে বাস করি। বিদূষকের কথায় ভদ্রার সম্মতি হইল। তাঁহারা উভয়ে সে রাত্রি তথায় অবস্থান করিয়া পরদিন প্রত্যুষে সেই রাক্ষসকে স্মরণ করিলেন। স্মরণ করিবামাত্র রাক্ষস সেই উদয়াচলের প্রান্তসীমায় আসিয়া বিদূষককে সংবাদ দিল। বিদূষক রাক্ষসের সংবাদ পাইয়া প্রণয়িনী ভদ্রার সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন। রাক্ষস

আদেশমাত্র উভয়কেই স্কন্ধে লইয়া সে স্থান হইতে যাত্রা করিল।

ক্রমে বিদূষক কর্কোটক নগরে উপস্থিত হইলেন। এইখানে আসিয়া তিনি রাজা আর্য্যবর্ম্মার নিকট তাঁহার ভার্য্যাকে প্রার্থনা করিলেন। বিদূষকের প্রার্থনামাত্র রাজা আর্য্যবর্ম্মা অবিলম্বে তাঁহার কন্যাকে তৎসঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন। অনন্তর বিদূষক পত্নীদ্বয়সহ সমুদ্রতীরে উপনীত হইলেন। এইস্থানে আসিয়া তিনি তাঁহার পূর্ব্বমিত্র ধূর্ত্ত স্কন্দদাসের সমস্ত ধনরত্নাদি লুণ্ঠনপূর্ব্বক অবশেষে তদীয় কন্যাকেও হরণ করিলেন। এইরূপে রাক্ষসের সহায়তায় পত্নীত্রয়সহ ক্রমে তিনি সমুদ্র পার হইয়া পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে উপস্থিত হইলেন। পুরবাসিগণ বিদূষককে তদবস্থায় আসিতে দেখিয়া বিস্মিত হইল। রাজা দেবসেন নিরুদ্দিষ্ট জামাতাকে দেখিতে পাইয়া আনন্দিত হইলেন। বিদূষক রাজভবনে প্রবেশ করিয়া কিঞ্চিৎপরেই রাজকন্যাকে লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ক্রমে বহু জনপদ অতিক্রম করিয়া উজ্জয়িনীর রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। পুরবাসীরা রাক্ষসসহ সপত্নীক বিদূষককে আসিতে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল। উজ্জয়িনীপতি আদিত্যসেন সংবাদ পাইয়া মহাসমারোহের সহিত বিদূষককে পুরপ্রবেশ করাইলেন। বিদূষক সানন্দে রাক্ষসের স্কন্ধ হইতে অবতীর্ণ হইয়া রাজাকে প্রণাম করিলেন। রাজা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন শ্বশুর জামাতা উভয়ে মিলিত হইয়া পরস্পর নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। বিদূষকের সমভিব্যাহারিণী পত্নীগণ রাজান্তঃপুরে প্রেরিত হইলেন। বিদূষক রাক্ষসকে বিদায় দিলেন। বিদূষক অন্তঃপুরে গিয়া তাঁহার প্রথমা পত্নী উজ্জয়িনীরাজনন্দিনীকে আনন্দিত করিলেন। রাজনন্দিনী বহুদিন পরে পুনরায় পতিদেবতার পাদপদ্ম দেখিতে পাইয়া তাঁহার বিরহজনিত মনঃকষ্ট পরিহার করিলেন। পরস্পরের শুভ-সম্মিলনে উজ্জয়িনীর রাজভবন আবার আনন্দে মগ্ন হইল। উজ্জয়িনীপতি রাজা আদিত্যসেন অবসরগত একদিন জামাতা বিদূষকের নিকট তদীয় দেশভ্রমণ-বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। বিদূষকও তাঁহার উজ্জয়িনী হইতে বহির্গমন এবং পুনরায় আগমন পর্য্যন্ত যে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, তৎসমস্ত উজ্জয়িনীপতির নিকট বলিলেন। উজ্জয়িনীপতি তুষ্ট হইয়া জামাতা বিদূষককে নিজ রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করিলেন। বিদূষক রাজত্ব পাইয়া নিজ বুদ্ধিবিক্রমে অতি সুচারুরূপে তাঁহার শাসনকার্য্য সমাধা করিতে লাগিলেন। তখন রাজপুরী বিবিধ মাঙ্গলিক তূর্য্যনাদে এবং পৌরগণের হর্ষকোলাহলে মগ্ন হইয়া উঠিল। রাজ্যের প্রজাসকল পরমানন্দ অনুভব করিতে লাগিল। ক্রমে বিদূষক নিজ ভুজবলে সমগ্র পৃথিবী জয় করিয়া এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট হইয়া উঠিলেন। তাঁহার অধীনস্থ সমস্ত নরপতিগণ সকলেই আজ্ঞাবহ হইয়া স্ব স্ব কার্য্যে তৎপর হইলেন। বিদূষকের সমদর্শিতায় তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও মনোমালিন্য রহিল না। এইভাবে বিদূষকের সাম্রাজ্যের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইল। প্রজাসাধারণ রাজার শাসনগুণে সকলেই ধর্ম্মপথে থাকিয়া স্ব স্ব জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

বৎসরাজ কহিলেন,—এইরূপ দৈব অনুকূল থাকিলে বীরগণের নিজ পুরুষকারই তাঁহার শ্রীবৃদ্ধির মূল হইয়া থাকে। বিদূষক অতি সত্যবান্ ও সত্ত্বসম্পন্ন ছিলেন; তাই তাঁহার ভাগ্যলক্ষ্মী অত্যন্ত সুপ্রসন্ন হইয়াছিল। এইরূপে সত্যপথে থাকিয়া পুরুষকারবলে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে সকলেই উক্ত সত্ত্ববান্ বিদূষকের ন্যায় উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইতে পারে।

বৎসরাজের মুখে এই প্রকার বিচিত্র কথা শ্রবণ করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী মন্ত্রিগণ এবং তাঁহার স্ত্রী পদ্মাবতী ও বাসবদত্তা সকলেই অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন।

ঊনবিংশ তরঙ্গ

বৎসরাজের দিগ্বিজয়-যাত্রা

অনন্তর মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ বৎসরাজকে বলিলেন,—দেব! আপনার পুরুষকারের সঙ্গে দৈব প্রসন্ন আছেন এবং আমরাও নীতিশাস্ত্রে সবিশেষ পরিশ্রম করিয়াছি। সুতরাং অভীষ্ট দিগ্বিজয়-ব্যাপারে আর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই। আমার মতে আপনি শীঘ্রই দিগ্বিজয়ার্থ বহির্গত হউন।

মন্ত্রীর কথাবসানে বৎসরাজ বলিলেন,—মন্ত্রিবর! এই গুরুতর কার্য্যসিদ্ধি করিবার পক্ষে বহু বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হওয়া বিচিত্র নহে। এজন্য আমি মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছি যে, এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে ভগবান্ চন্দ্রশেখরের আরাধনা করিয়া তদীয় প্রসন্নতা সম্পাদন করিব। তাঁহার প্রসন্নতা ব্যতীত অভীষ্টসিদ্ধির উপায়ান্তর কিছুই দেখিতেছি না।

যেমন সেতুবন্ধে উন্মত রঘুনাথের শিবারাধনায় কপিরা অনুমোদন করিয়াছিলেন, তেমনি রাজার প্রস্তাবে মন্ত্রিগণ সকলেই একবাক্যে অনুমোদন করিলেন। বৎসরাজ সেইদিন হইতেই ভগবান্ শম্ভুর আরাধনায় নিবিষ্ট হইলেন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তদীয় মন্ত্রিগণ এবং পত্নীদ্বয়ও সংযত হইয়া শম্ভুর উপাসনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর কিয়দ্দিন অতীত হইলে ভগবান্ ভবানীপতি একদিন স্বপ্নাবস্থায় বৎসরাজকে বলিলেন,—বৎস! তোমার তপস্যায় আমি তুষ্ট হইয়াছি। তুমি নিরাপদেই সর্ব্বত্র জয়লাভ করিতে পারিবে, আর অচিরকাল-মধ্যেই তুমি একটি পুত্রসন্তান প্রাপ্ত হইবে।

উক্ত স্বপ্ন দেখিয়া বৎসরাজ নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অবিলম্বে মন্ত্রী ও পত্নীদ্বয়ের নিকট স্বপ্নবৃত্তান্ত ব্যক্ত করিলেন। তখন সকলেই আনন্দিত হইলেন। রাজার তপস্যাজনিত ক্লেশ অচিরে বিদূরিত হইল। তিনি হৃষ্টান্তঃকরণে ভগবানের প্রসন্নতার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ একদিন রাজাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—দেব! আপনিই ধন্য। ভগবান্ শঙ্কর আপনার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। অতএব সম্প্রতি আপনি সমস্ত শত্রুবর্গের উচ্ছেদসাধন করিয়া রাজ্যলক্ষ্মী উপভোগ করুন। নরপতিগণ যদি স্বধর্ম্মানুসারে রাজ্যলক্ষ্মীকে আয়ত্ত করেন, তবে বংশপরম্পরায় চিরদিন তাহা স্থিরভাবে থাকে। এই দেখুন, আপনার পূর্ব্বপুরুষেরা কোন্ যুগে অনন্ত নিধিরত্ন ভূগর্ভে রাখিয়া গিয়াছিলেন, দৈবক্রমে তাহা আপনারই আবার হস্তগত হইয়াছে। পূর্ব্বপুরুষগণের ধর্ম্মোপার্জ্জিত অর্থরাশি তদীয় বংশধরগণই যে চিরকাল ভোগ করিয়া থাকেন, সে সম্বন্ধে এরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, আমি একটি বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

পূর্ব্বকালে পাটলীপুত্রনগরে দেবদাস নামে এক ধনাঢ্য বণিকের বাস ছিল। বণিক দেবদাস পৌণ্ড্র-বর্দ্ধন নগরস্থ জনৈক সঙ্গতিপন্ন বণিককন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া কিয়দ্দিন সুখে-স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিল। অনন্তর তাহার পিতার মৃত্যু হইলে সে ক্রমেই ব্যসনাসক্ত হইয়া উঠিল। অনবরত দ্যূতক্রিয়া করিতে করিতে তাহার সমস্ত ধন-সম্পত্তি অচিরকালমধ্যেই নষ্ট হইয়া গেল। পরে দেবদাসের শ্বশুর জামাতার দারিদ্র্যবৃত্তান্ত শুনিতে পাইয়া তাঁহার কন্যাকে নিজালয়ে লইয়া গেলেন। দেবদাসের স্ত্রী তখন হইতে পিত্রালয়ে বাস করিতে লাগিল।

একদিন দেবদাস নিজকৃত কর্ম্মে অনুতপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার ব্যবসা-বাণিজ্য করিবার জন্য কিঞ্চিৎ মূলধন সংগ্রহ করিতে মনস্থ করিল। তখন নিরুপায় হইয়া অগত্যা দেবদাস নিজ শ্বশুরের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ অর্থ আনিবার জন্য পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে যাত্রা করিল। যথাসময়ে শ্বশুরালয়ের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া ভাবিল,—আমার সর্ব্বাঙ্গ ধূলায় ধূসরিত হইয়াছে; একখানিমাত্র পরিধেয় বস্ত্র—তাহাও অতি মলিন। সুতরাং এ অবস্থায় কেমন করিয়া আমি শ্বশুরগৃহে প্রবেশ করি? হায়, পূর্ব্বে আমি ধনী ছিলাম, এক্ষণে কর্ম্মদোষে দরিদ্র হইয়াছি, আমার সম্বল কিছুই নাই। তথাপি বন্ধুজনের নিকট দৈন্যদশাগ্রস্ত হইয়া উপস্থিত হইতে আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না।

বণিক দেবদাস এইরূপ নানা বিষয় ভাবিয়া-চিন্তিয়া মনের দুঃখে সে দিবস আর শ্বশুরালয়ে গমন করিল না, সে সায়ংকালে নিকটস্থ এক দোকানদারের গৃহে আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি অধিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেবদাস দেখিল,—এক-জন যুবাপুরুষ আসিয়া সেই দোকানগৃহে প্রবেশ করিল এবং একটু পরেই একটি যুবতী স্ত্রীলোক তথায় উপস্থিত হইল। যুবক-যুবতী অতি গোপনে সেই গৃহের একপ্রান্তে মিলিত হইয়া পরস্পর নানারূপ রসালাপে প্রবৃত্ত হইলে, দেবদাস গৃহস্থিত ক্ষীণালোকের সাহায্যে সেই যুবতীটিকে তাহার নিজের স্ত্রী বলিয়া চিনিতে পারিল। তখন তাহার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। সে ভাবিল, ওঃ! কি আশ্চর্য্য! স্ত্রীজাতি প্রকৃতই পিশাচী। স্ত্রীজাতির ন্যায় ঘৃণিত অন্তঃকরণ আর কাহারও নাই। তাহারা নিজ পতিকে প্রত্যক্ষে নানারূপ মিষ্টকথায় তুষ্ট করে, কিন্তু পরোক্ষে এমন পাপকার্য্য নাই, যাহা তাহাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় না। আমার যখন ধন ছিল, তখন এই পিশাচী স্ত্রী কতই না মধুমাখা কথায় আমাকে বশ করিতে চেষ্টা করিত; কিন্তু সম্প্রতি যেই আমি ধনহীন হইয়াছি, আর পাপীয়সী অমনি আমাকে বঞ্চনাপূর্ব্বক স্বচ্ছন্দে পরপুরুষের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে।

বণিক দেবদাস মনের দুঃখে এইরূপ এবং অন্যান্য অনেক বিষয় ভাবিয়া-চিন্তিয়া অবশেষে একাগ্রমনে যুবক-যুবতীর রহস্য-কথা শুনিতে লাগিল। পাপীয়সী যুবতী তাহার উপপতিকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—কান্ত! আমি তোমাকে একটি গোপনীয় কথা বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। আমার স্বামী পূর্ব্বে ধনী ছিল, এখন দরিদ্র হইয়াছে। কিন্তু তাহার

প্রপিতামহ বীরবর্ম্মা নিজ গৃহভিত্তিমধ্যে চারি কলস সুবর্ণমুদ্রা সংস্থাপনপূর্ব্বক লোকান্তর-প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই সুবর্ণমুদ্রাপূর্ণ কলস চারিটি গৃহের যে যে কোণে আছে, তাহা মাত্র আমিই আমার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর নিকট শুনিয়া রাখিয়াছি। আমার স্বামী অর্থের জন্য নানারূপ ক্লেশ পাইতেছে, কিন্তু তথাপি সে সন্ধান আমি তাহাকে বলিয়া দিই নাই। কারণ, আমার স্বামী জুয়াখেলায় সমস্ত সম্পদ্ হারাইয়াছে বলিয়া তাহার প্রতি আমার পূর্ব্ব হইতেই অত্যন্ত দ্বেষ জন্মিয়াছিল। এক্ষণে তুমিই আমার হৃদয়রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছ, তোমাকেই আমি জীবন যৌবন সমর্পণ করিয়াছি। এজন্য তোমাকে বলি,—তুমি আমার স্বামীর নিকট গিয়া অতি অল্পমূল্যে তাহার গৃহখানি ক্রয় কর। স্বামীর এখন যেরূপ অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে সে অতি অল্পমূল্য পাইয়াই তোমার নিকট তার বসত-গৃহ বিক্রয় করিতে অস্বীকৃত হইবে না। তুমি সেই গৃহ ক্রয় করিয়া তন্মধ্যস্থ সুবর্ণমুদ্রাগুলি গোপনে এই স্থানে লইয়া আইস। সেই অর্থে আমরা উভয়ে অতি সুখে-স্বচ্ছন্দেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিব। দেবদাস তাহার পাপীয়সী পত্নীর মুখে এই গুপ্তকথা ব্যক্ত হইতে শুনিয়া তৎক্ষণাৎ সেস্থান হইতে নিজ গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। তাহার দুশ্চরিত্রা কুলটা রমণীর উপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্য সে তখনই প্রস্তুত হইয়াছিল; কিন্তু ধনপ্রাপ্তির প্রবল আকাঙ্ক্ষায় সে তাহা করিতে পারিল না। দেবদাস অতি সত্বরই নিজ গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং অনুসন্ধান-পূর্ব্বক গৃহভিত্তি হইতে সেই সকল সুবর্ণকলস বাহির করিয়া গোপনে অন্যত্র রাখিয়া দিল। এদিকে দেবদাসপত্নীর উপপতি প্রণয়িনীর মুখে সেইরাত্রে ধনের সন্ধান পাইয়া মনে মনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল এবং রাত্রিপ্রভাতেই পাটলীপুত্র নগরে গমন করিয়া উপযুক্ত মূল্য দ্বারা দেবদাসের বসত-গৃহ ক্রয় করিল। দেবদাস বহুমূল্যে নিজ গৃহ বিক্রয় করিয়া স্থানান্তরে গিয়া গৃহাদি নির্ম্মাণপূর্ব্বক বসবাস করিতে লাগিল এবং অভীষ্টসাধনার জন্য সেই ব্যাভিচারিণী পত্নীকে শ্বশুরালয় হইতে আনাইল।

এদিকে দেবদাসের পত্নীর উপপতি অর্থ দ্বারা দেবদাসের গৃহ ক্রয় করিবার পর নানা উপায়ে গৃহভিত্তি খনন করিয়া তাহার নিম্নে সুবর্ণ-কলস আছে কি না, তাহা বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখিল। কিন্তু অনুসন্ধানে কোনই ফল হইল না দেখিয়া, সে পুনরায় দেবদাসের নিকট গমন-পূর্ব্বক তাহার প্রদত্ত মূল্য ফেরত চাহিল। দেবদাস মূল্য ফেরত দিতে রাজী হইল না। তখন এই সূত্রে দেবদাসের সহিত তাহার পত্নীর উপপতির বিলক্ষণ কথার বাদ-উত্তর চলিল। অবশেষে উভয়েই বিচারার্থী হইয়া রাজদরবারে উপস্থিত হইল এবং দেবদাস রাজসন্নিধানে আমূল বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিল। রাজা বিচার করিয়া সেই উপপতিকেই দোষী সাব্যস্ত করিলেন এবং অতি দীর্ঘ দিনের জন্য তাহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। তখন দেবদাস নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হইল। সে মহানন্দে সেই সুবর্ণকলসস্থ যাবতীয় ধনরত্নরাশি ভোগ করিতে লাগিল। তাহার সেই পাপীয়সী পত্নীর নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া তাহাকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিল এবং অল্পদিনের মধ্যেই অন্য এক মনোমোহিনী রমণীর পাণিগ্রহণপূর্ব্বক সেই বিপুল অর্থে পরমসুখে দিনযাপন করিতে লাগিল।

যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন,—রাজন্! এইরূপে ধর্ম্মোপার্জ্জিত অর্থ কখনও অপব্যয়িত হয় না। যিনি ধর্ম্মানুসারে অর্থোপার্জ্জন করেন, তাঁহার সেই অর্থ তাঁহার অধস্তন সন্ততিগণের সুখভোগের নিমিত্তই হইয়া থাকে। অতএব সকল ব্যক্তির—বিশেষতঃ নরপতিগণের ধর্ম্মানুসারেই অর্থোপার্জ্জন করা উচিত। রাজগণ অর্থবলকেই রাজ্যরক্ষার প্রধান কারণ বলিয়া বিদিত হইয়া থাকেন। ধনই রাজ্যরক্ষার মূল। আপনি স্বকার্য্যসাধনে উদ্যত হউন। আপনার রাজ্যজয়ব্যাপারে নিশ্চয়ই আপনার শ্বশুরদ্বয় সাহায্য করিবেন। বারাণসীর অধীশ্বর ব্রহ্মদত্ত আপনার নিত্যবৈরী; তিনি সহজে আপনার প্রাধান্য স্বীকার করিবেন না। অতএব সর্ব্বাগ্রে তাঁহারই রাজ্য আক্রমণ করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। এইরূপে ক্রমে সমস্ত রাজ্যে আমাদিগের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিব। তাহা হইলেই বিখ্যাত-কীর্ত্তি পাণ্ডববংশের অনুরূপ যশঃ-সৌরভ সর্ব্বত্র প্রসৃত হইবে।

মন্ত্রিবর যৌগন্ধরায়ণের কথায় উত্তেজিত হইয়া বৎসরাজ বিজয়ব্যাপারে সমুদ্যত হইলেন। তাঁহার আদেশানুসারে অবিলম্বে সৈন্যগণ যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইল। উজ্জয়িনীরাজকুমার গোপালক এবং মগধ-রাজকুমার সিংহবর্ম্মা ইঁহারা উভয়ে বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া যথাকালে বৎসরাজের সাহায্যার্থ উপস্থিত হইলেন। বৎসরাজ সসৈন্য গোপালককে বিদেহরাজ্যে এবং সসৈন্য সিংহবর্ম্মাকে চেদিরাজ্যে প্রেরণ করিলেন। তিনি নিজের সাহায্যার্থ তদীয় পূর্ব্বমিত্র পুলিন্দককে আনয়ন করিলেন। বৎসরাজের রণোত্তম

দেখিয়া শত্রুপক্ষীয় রাজন্যবর্গের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। মন্ত্রিবর যৌগন্ধরায়ণ বারাণসীপতি ব্রহ্মদত্তের গতিবিধি জানিবার জন্য কয়েকজন গুপ্তচর প্রেরণ করিলেন।

অনন্তর শুভদিন ও শুভ নিমিত্ত দেখিয়া বৎসরাজ সুবিপুল বলবাহনাদিসহ বিজয়ার্থ রাজধানী হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি স্বয়ং এক উত্তম জয়কুঞ্জরে আরোহণ করিলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারী অন্যান্য রণদক্ষ বীরগণও কেহ অশ্বে এবং কেহ কেহ বা গজে অরোহণপূর্ব্বক সদম্ভে গমন করিতে লাগিলেন। বৎসরাজ সর্ব্বাগ্রে পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী রাজা ব্রহ্মদত্তের প্রতিই অভিযান করিলেন। তাঁহার সৈন্য, অশ্ব, গজ ও অন্যান্য যুদ্ধোপকরণ সমস্তই সেইদিকে প্রেরিত হইল। সৈন্যগণ বিচিত্র ধ্বজপতাকাদি ধারণপূর্ব্বক যেন গগনাঙ্গন বিদীর্ণ করিতে করিতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গমন করিতে লাগিল। মহাসমারোহে বিপুল আড়ম্বরসহকারে বৎসরাজের সৈন্যশ্রেণী পূর্ব্বাভিমুখে প্রধাবিত হইল।

এদিকে যৌগন্ধরায়ণ প্রেরিত চরগণ কাপালিকবেশ ধারণপূর্ব্বক বারাণসীতে উপস্থিত হইল। এই চরগণের মধ্যে একজন নানাপ্রকার কুহক জানিত, সে তাহার সঙ্গী ও অন্যান্য চরগণের গুরু হইল এবং অপর চরগণ তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। তখন শিষ্যগণ পথিকদিগকে শুনাইয়া শুনাইয়া সেই কুহকজ্ঞ প্রধান-চরকে নির্দ্দেশপূর্ব্বক বলিতে লাগিল,—এই ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ আমাদিগের আচার্য্য। আমরা উঁহার শিষ্য। ইঁহার উক্তিমাত্রে অতি অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা-সকল সম্পন্ন হইয়া থাকে। অধিক কি, ইনি ইঙ্গিত করিলে অসম্ভবও সম্ভব হয়। সেই ছদ্মবেশী গুপ্তচরগণ এইরূপ নানা স্থলে নানা কথা রাষ্ট্র করিতে লাগিল। তাহারা গোপনে গিয়া গ্রামের মধ্যে কোন বিস্ময়কর ব্যাপার অগ্রে করিয়া আসিত, তাহাদিগের সেই গুরুরূপী প্রধানচর, স্থানান্তরে বসিয়া অন্যান্য লোকজনের সমক্ষে তাহা গণিয়া বলিত। এইভাবে সেই কপটবেশী গুরু যাহা কিছু বলিত বা করিত, তাঁহার ছদ্মবেশী শিষ্যগণ দ্বারাই অগ্রে গোপনে তাহা সম্পাদিত হইত। নগরের অধিবাসীরা দুই-একটা বিষয় প্রত্যক্ষ দেখিয়া এবং শিষ্যগণের মুখে শুনিয়া শুনিয়া সেই কপটবেশধারী প্রধানচরকে একজন অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন সাধুলোক বলিয়া বিশ্বাস করিল। কপট সার নাম ক্রমে সর্ব্বত্রই বিলক্ষণ প্রচারিত হইল।

একদিন জনৈক রাজকুমার সেই কপটাচার্য্যের অনেক ক্ষমতার কথা লোকমুখে শুনিতে পাইয়া স্বয়ং তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং অতি বিনয়সহকারে তৎসম্মুখে উপবেশনপূর্ব্বক অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। কপট সাধুবেশধারী সেই গুপ্তচর এই প্রশ্নোপলক্ষে রাজা ব্রহ্মদত্তসম্বন্ধীয় অনেক গুপ্তকথা ঐ রাজপুত্রের মুখ দিয়া ব্যক্ত করিয়া লইল। বৎসরাজের আগমন-সংবাদ পাইয়া রাজা ব্রহ্মদত্তের মন্ত্রী যোগকরণ্ডক পথিপার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষ, লতা, তৃণ, জলাশয় প্রভৃতি প্রত্যেক বস্তু কৌশলে বিষপ্রয়োগে দূষিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি বৎসরাজের সৈন্যদিগকে বিপন্ন করিবার জন্য প্রত্যেক প্রধান প্রধান বন্দরে বহুসংখ্যক বিষকন্যাকে গণিকারূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার আদেশে নানাস্থানে বহুতর গুপ্তঘাতক অবস্থান করিতেছিল। সাধুবেশী গুপ্তচর রাজপুত্রের প্রশ্নোত্তরদানচ্ছলে এ সকল কথাও শ্রবণ করিল। ক্রমে দিবা অবসান হইয়া আসিল। নানাবিধ আলাপের পর রাজপুত্র তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। রাত্রি সমাগত দেখিয়া কপটবেশী প্রধান গুপ্তচরও তাঁহার সমভিব্যাহারী অন্যান্য গুপ্তচরদিগকে সঙ্গে লইয়া তথা হইতে পলায়ন করিল।

গুপ্তচরগণ যথাসময়ে বৎসরাজের শিবিরে উপস্থিত হইয়া মন্ত্রিবর যৌগন্ধরায়ণের নিকট পররাষ্ট্রসম্বন্ধীয় যাবতীয় রহস্য-কথা নিবেদন করিল। যৌগন্ধরায়ণ তাহাদের নিকট সকল কথা শুনিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতীকার করিলেন। তিনি পথিপার্শ্বস্থ সমস্ত বিষদূষিত বস্তু শোধনপূর্ব্বক প্রত্যেক শিবিরে এইরূপ ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, এখন হইতে কেহই যেন কোন অপরিচিতা সুন্দরী রমণীর সঙ্গে কোনরূপ বাক্যালাপ বা সংসর্গ না করে। বিচক্ষণ মন্ত্রী শিবিরস্থ সমস্ত সৈন্যের প্রতি এইরূপ আদেশ প্রচার পূর্ব্বক সেনাপতি রুমণ্বানের সহিত মিলিত হইয়া ব্রহ্মদত্তপ্রেরিত ছদ্মবেশী গুপ্তঘাতকগণকে একে একে নিহত করিলেন।

এদিকে বারাণসীপতি ব্রহ্মদত্ত মনে মনে ভাবিয়া দেখিলেন যে, বৎসরাজের সহিত যুদ্ধ করিয়া তিনি কিছুতেই আঁটিয়া উঠিতে পারিবেন না। বৎসরাজের সৈন্যবল অসংখ্য। বিপক্ষ পক্ষের সৈন্য ক্ষয় করিবার জন্য তাঁহার মন্ত্রী যোগকরণ্ডক যে-সকল উপায় প্রয়োগ করিয়াছিলেন, বৎসরাজের মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের বিচক্ষণতায় সে সকল বিফল হইয়া গিয়াছে। আমি অদ্যই বৎসরাজের বশ্যতা স্বীকার

করি। ব্রহ্মদত্ত আপনমনে এইরূপ ভাবিয়া-চিন্তিয়া তাঁহার মন্ত্রিগণের সহিত এ সম্বন্ধে অনেক পরামর্শ করিলেন।

রাজা ব্রহ্মদত্ত মন্ত্রিগণের সহিত এইরূপ পরামর্শ স্থির করিয়া সেইদিনই বৎসরাজের শিবিরে গমনপূর্ব্বক তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলেন। তিনি অতি সম্মানের সহিত বৎসরাজকে নানাপ্রকার উপঢৌকন দিলেন। বৎসরাজও সন্তুষ্টমনে ব্রহ্মদত্ত-প্রদত্ত সমস্ত উপায়ন গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্মানিত করিলেন। এইরূপে বারাণসীপতি ব্রহ্মদত্ত বশ্যতা স্বীকার করিলে বৎসরাজ উদয়ন তখন পূর্ব্বদিক হইতে অন্যদিগভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। তাঁহার সৈন্যগণ জয়োল্লাসে দিগ্‌দিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া চলিল। বায়ু যেমন কোমল তরুদিগকে নমিত করিয়া এবং কঠিন পাদপদিগের উন্মূলনসাধন করিয়া প্রবাহিত হয়, বৎসরাজও তদ্রূপ রাজন্যবর্গকে বিনমিত ও উন্মূলিত করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে সৈন্যসামন্তাদিসহ বিজয়ী বৎসরাজ পশ্চিমসমুদ্রতীরে উপনীত হইয়া তথায় এক বিশাল জয়স্তম্ভ প্রোথিত করিলেন। কলিঙ্গগণ বৎসরাজের অদ্ভুত বলবিক্রম দেখিয়া তাঁহার নিকট অবনতি স্বীকার করিল। স্বয়ং কলিঙ্গপতি নানাবিধ উপঢৌকন দিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করিলেন। এইস্থানে বৎসরাজ কলিঙ্গপতির নিকট বহুসংখ্যক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড যুদ্ধোপযোগী গজপ্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর তিনি দক্ষিণদিগভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই দক্ষিণদিকস্থিত অনেক শত্রুপক্ষীয় রাজগণের সহিত তাঁহার কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ হয়, কিন্তু বৎসরাজের সৈন্যগণের নিকট তাহারা পরাজিত হইয়া তথা হইতে পলায়নপূর্ব্বক অদূরবর্ত্তী পর্ব্বতে গিয়া নিজ নিজ জীবন রক্ষা করে। পরে বৎসরাজ সসৈন্যে কাবেরী নদী উত্তীর্ণ হইয়া তত্রত্য চোলরাজকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন।

সসৈন্য বৎসরাজ এইরূপে ভারতবর্ষের প্রায় অধিকাংশ স্থান নিজের করায়ত্ত করিলেন। অনন্তর রেবা নদী পার হইয়া উজ্জয়িনীর রাজধানী অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। বৎসরাজ যথাসময়ে উজ্জয়িনীর রাজধানীতে প্রবেশপূর্ব্বক শ্বশুর চণ্ডমহাসেনের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। চণ্ডমহাসেন জামাতা বৎসরাজকে যথাযোগ্য আদর-অভ্যর্থনা করিয়া আপন প্রাসাদে লইয়া গেলেন। বৎসরাজও বহুদিনের পর শ্বশুরগৃহে অবস্থানপূর্ব্বক কতিপয় দিবস সুখে অতিবাহিত করিলেন। উজ্জয়িনীপতি জামাতার প্রতি সর্ব্বদাই অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। বৎসরাজ প্রথমে তাঁহার কন্যা বাসবদত্তার পাণিগ্রহণ করিয়া পরে মগধরাজনন্দিনী পদ্মাবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি জামাতার উপর কিছুমাত্র বিরক্ত বা বিরূপ হন নাই, বরং পদ্মাবতীকেও তিনি নিজ কন্যার ন্যায়ই দেখিতেন। বৎসরাজ উজ্জয়িনীর রাজধানীতে কয়েক রাত্রি অতিবাহিত করিয়া উজ্জয়িনীপতি-প্রদত্ত বহুসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে পুনরায় পশ্চিমদিকে প্রস্থান করিলেন।

তিনি সসৈন্যে পশ্চিমদিকে উপনীত হইলে, তত্রত্য রাজন্যবর্গ সকলেই তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। তখন বৎসরাজের প্রভাব উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি যেদিকে যাইতে লাগিলেন, সেইদিক হইতেই বিজয়লক্ষ্মী আসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। সিন্ধু, সৌবীর, কিরাত, হূন ও ম্লেচ্ছ প্রভৃতি সমস্ত রাজ্যই তাঁহার করায়ত্ত হইল। হিমালয় হইতে সৌরাষ্ট্র পর্য্যন্ত এই বিশাল সাম্রাজ্য বৎসরাজের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে কম্পিত হইতে লাগিল। শুধু ভারতবর্ষে নহে—পারস্য প্রভৃতি বহু দূরবর্ত্তী দেশসমূহেও তাঁহার অসীম প্রভাব বিস্তৃত হইল। পারস্যরাজ সসৈন্যে যুদ্ধার্থ বৎসরাজের সম্মুখীন হইলেন, কিন্তু বিপুল-বিক্রমী বৎসরাজের তরবারির আঘাতে অবিলম্বেই তদীয় ছিন্নমুণ্ড সমরাঙ্গণ চুম্বন করিল। তখন পারসীয় সৈন্যদল নায়কবিহীন হইয়া অগত্যা সমরভূমি হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইল। পারস্যরাজ্যেও বৎসরাজের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইয়া তাঁহার বীরকীর্ত্তি চতুর্দ্দিকে ঘোষিত করিতে লাগিল। ক্রমে বৎসরাজ উদয়ন তথা হইতে বহির্গত হইয়া সমস্ত সাম্রাজ্য জয় করিতে করিতে সসৈন্যে নিজ রাজধানী অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে বৎসরাজের দিগ্বিজয়ব্যাপার নিষ্পন্ন হইল। তিনি বিচক্ষণ মন্ত্রী ও সেনাপতি প্রভৃতির সহায়তায় অচিরেই সর্ব্বত্র সম্রাট বলিয়া বিঘোষিত হইলেন। বিশাল পৃথিবী তাঁহার করায়ত্ত হইল। তিনি স্বদেশাভিমুখে প্রস্থিত হইয়া সৈন্যসামন্তাদিসহ নিজ শ্বশুর মগধাধিপতির রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৎসরাজের পত্নীদ্বয় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন, সুতরাং মগধরাজ কন্যাসহ জামাতাকে মিত্রপুরে প্রত্যাগত দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। বিশেষতঃ বাসবদত্তার প্রতি বেশী স্নেহবান হইয়া আদর করিলেন, কারণ, বাসবদত্তা প্রথমে তাঁহার গৃহে প্রচ্ছন্নভাবে ছিলেন, এখন প্রকাশ্য

আসিয়া আনন্দবর্দ্ধন করিতেছেন। তাঁহার আদেশে বৎসরাজের আগমনোপলক্ষে তদীয় রাজধানীতে বিপুল আনন্দোৎসবের অনুষ্ঠান হইল। উৎসবান্তে বৎসরাজ আর অধিকদিন শ্বশুরগৃহে অবস্থান করিলেন না, তিনি সত্বরই তথা হইতে যাত্রা করিয়া লাবণকদেশস্থ নিজ শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বিংশ তরঙ্গ

দিগ্‌বিজয়ান্তে মন্ত্রীসহ বৎসরাজের কথোপকথন

বৎসরাজ আপন দলবলসহ লাবণকদেশে আগমন করিয়া কতিপয় দিবস সেই স্থানেই অবস্থান করিলেন। একদিন বৎসরাজ উদয়ন, মন্ত্রিবর যৌগন্ধরায়ণকে নিজ শিবিরে আহ্বানপূর্ব্বক বিশিষ্ট সম্মানের সহিত বলিলেন, মন্ত্রিবর! আপনার বুদ্ধিবলেই আমি আজ সমগ্র পৃথিবী জয় করিতে সমর্থ হইয়াছি, সমুদায় পার্থিবগণ আমার বশীভূত হইয়াছেন এবং অসাধারণ কীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়া সর্ব্বত্রই আমি সবিশেষ গৌরবভাজন হইয়াছি, কিন্তু রাজন্যগণের বশ্যতাবিষয়ে এখনও আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই। আমার মনে হয়, বারাণসীপতি ব্রহ্মদত্ত পুনরায় আমার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিবেন।

বৎসরাজের কথাবসানে মন্ত্রিবর যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন, মহারাজ! রাজা ব্রহ্মদত্তের সম্বন্ধে সেরূপ সন্দেহের বিষয় কিছুই নাই। ব্রহ্মদত্তের রাজ্য আমরা আক্রমণ করিয়াছিলাম। তিনি তাঁহার রাজ্য রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া আমাদিগের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন। আমরা তাঁহার উপর কোন অসদ্ব্যবহার করি নাই; বরং তাঁহার প্রতি অত্যধিক সম্মান প্রদর্শন করিয়াছি। সুতরাং বিজয়ী ব্যক্তির নিকট বিজিত ব্যক্তি আশাতিরিক্ত সম্মানলাভ করিয়া পুনরায় যে বিরুদ্ধ আচরণ করিবে, ইহা কখনও আমার ধারণা হয় না। আমি এ সম্বন্ধে আপনার নিকট একটি গল্প বলি, আপনি শ্রবণ করুন—

পূর্ব্বকালে পদ্মনামক জনপদে অগ্নিদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। অগ্নিদত্ত বিলক্ষণ খ্যাতনামা পুরুষ ছিলেন। তিনি তত্রত্য রাজসরকার হইতে মাসিক কিছু কিছু অর্থসাহায্য পাইতেন, তাহাতেই তাঁহার সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইত। ব্রাহ্মণ অগ্নিদত্তের দুইটি পুত্র ছিল, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম সোমদত্ত এবং কনিষ্ঠের নাম বৈশ্বানর। জ্যেষ্ঠ সোমদত্ত দেখিতে অতি সুন্দর পুরুষ ছিল; কিন্তু বিদ্যাবুদ্ধি তাহার কিছুই ছিল না। লোকে তাহাকে মূর্খ ও অত্যন্ত দুর্ব্বিনীত বলিয়া জানিত। ব্রাহ্মণের কনিষ্ঠ সন্তান বৈশ্বানর দেখিতে ততদূর সুশ্রী না হইলেও তাহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও বিনয় এ সমুদয়ের কিছুই অসদ্ভাব ছিল না। বৈশ্বানর যেমন সুপণ্ডিত, তেমনই সুবিনীত।

যথাকালে উভয় ভ্রাতারই বিবাহ হইল। বিবাহের পর কতিপয় দিবসমধ্যে তাহাদিগের পিতার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিল। পিতার মৃত্যুর পর ভ্রাতৃদ্বয় পৃথক হইয়া রাজপ্রদত্ত অর্থসাহায্য তুল্যাংশ করিয়া ভাগ করিয়া লইল। কনিষ্ঠ ভ্রাতা বৈশ্বানর বিদ্যার গৌরবে রাজার নিকট বিলক্ষণ সম্মানিত হইলেন। জ্যেষ্ঠ সোমদত্ত মূর্খ ছিল; সুতরাং সে কৃষিকার্য্যে রত হইল।

একদিন সোমদত্তের জনৈক পিতৃবন্ধু সোমদত্তকে কতকগুলি শূদ্রের সহিত কৃষিক্ষেত্রে অবস্থান করিতে দেখিয়া তাহাকে ভর্ৎসনাপূর্ব্বক বলিলেন,—রে মূর্খ! তোর পিতা অগ্নিদত্ত অমন একজন সু- ব্যক্তি ছিল, আর তুই কি না তাহার পুত্র হইয়া কতকগুলি শূদ্রজাতির সহিত একস্থানে কর্ম করিতেছিস। তোর কনিষ্ঠ বৈশ্বানর বিদ্যায় বুদ্ধিতে বিলক্ষণ খ্যাতিলাভ করিয়াছে। রাজা তাহাকে যথেষ্ট সম্মানিত করিতেছেন। তোর কি তাহাকে দেখিয়াও লজ্জা বোধ হয় না।

মূর্খ সোমদত্ত এইকথা শুনিবামাত্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল। ক্রোধে তাহার দিক্‌বিদিক্ কিছুই জ্ঞান রহিল না। সে দৌড়িয়া গিয়া সেই ভর্ৎসনাকারী পিতৃবন্ধুকে পাদপ্রহারে জর্জ্জরিত করিতে লাগিল। তখন পদাহত ব্রাহ্মণ তাঁহার সমভিব্যাহারী কতিপয় ব্রাহ্মণকে সাক্ষী করিয়া অত্যন্ত অপমান বোধে রাজার নিকট গিয়া এ অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। রাজা ব্রাহ্মণের অভিযোগ শুনিয়া সোমদত্তকে ধরিয়া আনিবার জন্য কয়েকজন সিপাহীকে প্রেরণ করিলেন। রাজপ্রেরিত সিপাহীগণ সোমদত্তের নিকট উপস্থিত হইলে সোমদত্ত এবং সোমদত্তের মিত্রগণ কর্ত্তৃক তাহারা অত্যন্ত আহত হইল। রাজা এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তদ্দণ্ডেই বহুসংখ্যক সশস্ত্র সিপাহী প্রেরণপূর্ব্বক সোমদত্তকে ধরিয়া আনাইলেন। অপরাধী সোমদত্তের বিচা-

হইল। বিচার করিয়া রাজা তাহাকে শূলে আরোপিত করিতে আদেশ দিলেন।

রাজাদেশে সোমদত্ত অবিলম্বে শূলে আরোপিত হইল; কিন্তু তাহার প্রাণ তাহাতে বিনষ্ট হইল না। সে শূলে আরোপিত হইবামাত্র সহসা ভূতলে পড়িয়া গেল। ঘাতকগণ তাহাকে ধরিয়া আনিয়া পুনরায় শূলে আরোপিত করিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু দৈববশতঃ তখন তাহারা অন্ধপ্রায় হইল। সোমদত্তকে তাহারা দেখিতে পাইল না। ইত্যবসরে সোমদত্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বৈশ্বানর জ্যেষ্ঠের প্রাণদণ্ড আজ্ঞা শ্রবণপূর্ব্বক শোকার্ত্ত হইয়া রাজার নিকট তাহার প্রাণভিক্ষা চাহিলেন। রাজা বৈশ্বানরকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন; সুতরাং তাঁহার এই প্রার্থনা পূর্ণ হইতে বিলম্ব হইল না। রাজার আদেশানুসারে বৈশ্বানর সোমদত্তকে বধ্যভূমি হইতে বিমুক্ত করিয়া দিলেন। সোমদত্ত প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইয়া নিজালয়ে ফিরিয়া আসিল, কিন্তু গৃহে আসিয়া তাহার অত্যন্ত অপমান বোধ হইল। রাজা তাহাকে সর্ব্বজনসমক্ষে শূলে আরোপিত করিতে আদেশ দিয়াছিলেন ভাবিয়া তাহার মনে দারুণ কষ্ট হইল এবং সে তদ্দণ্ডেই আপন স্ত্রী-পুত্রাদিসহ দেশান্তরগমনে মনস্থ করিল। কিন্তু সোমদত্তের বন্ধুগণ কেহই তাহার দেশত্যাগ-ব্যাপারে অনুমোদন করিল না। সুতরাং সোমদত্তকে অগত্যা স্বদেশেই থাকিতে বাধ্য হইতে হইল। সোমদত্ত জন্মভূমি পরিত্যাগ করিল না বটে, কিন্তু লজ্জায়, ক্ষোভে, অভিমানে সে আর রাজপ্রদত্ত বৃত্তি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিল না, সে সেইদিনই তাহার নিজের অর্দ্ধাংশ বৃত্তি পরিত্যাগ করিল।

সোমদত্ত রাজপ্রদত্ত বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে মনস্থ করিল। সে সত্বরই কৃষিকার্য্যোপযোগী স্থান অনুসন্ধান করিবার জন্য এক অরণ্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অদূরে একটি প্রকাণ্ড অশ্বত্থপাদপ দেখিতে পাইয়া তাহার নিম্নে গিয়া উপবেশন করিল। অনন্তর সোমদত্ত অশ্বত্থপাদপের শীতল ছায়ায় পথক্লান্তি নিবারণ করিয়া তাহার চারিদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন-পূর্ব্বক দেখিল,—স্থানটি বড়ই মনোরম;—তাহার কোথাও কোন অপরিষ্কার বা অপরিচ্ছন্নতার লেশমাত্রও নাই। স্থান দেখিয়া সোমদত্তের মনে আহ্লাদ হইল, সে সেই স্থানকেই উত্তম কৃষিকার্য্যোপযোগী মনে করিয়া তাহার অদূরবর্ত্তী কয়েকখণ্ড জমী চাষ করিতে আরম্ভ করিল। চাষের উপযোগী গরু প্রভৃতি তাহার পূর্ব্ব হইতেই সংগ্রহ ছিল। এক্ষণে নিজালয় হইতে সে সকল আনিয়া তদ্দারা উত্তমরূপে জমী চাষ করিতে লাগিল। সোমদত্ত চাষ করিতে আরম্ভ করিয়া আর নিজালয়ে গমন করিল না, সে প্রত্যহ জমীতে কাজকর্ম্ম করিয়া সায়ংসময়ে সেই অশ্বত্থপাদপের মূলদেশে শয়ন করিয়া থাকিত। সোমদত্তের স্ত্রী প্রতিদিন খাদ্যবস্তু প্রস্তুত করিয়া আনিয়া তাহাকে সেইস্থানে দিয়া যাইত। সোমদত্ত প্রত্যহ অশ্বত্থ-তরুকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া তদধিষ্ঠাত্রী দেবতার শরণ গ্রহণপূর্ব্বক মূলদেশে শয়ন করিয়া থাকিত। ক্রমে ভগবানের কৃপায় সোমদত্তের কৃষিক্ষেত্রসকল শ্যামল শস্যসমূহে পরিপূর্ণ হইল। শস্য পাকিয়া উঠিল। ইতিমধ্যে কয়েকজন রাজপুরুষ আসিয়া বলপূর্ব্বক তাহার সমস্ত শস্য কাটিয়া লইয়া গেল।

সোমদত্ত এইরূপ অনিষ্টপাতে মনে মনে বড়ই দুঃখিত হইল। কিন্তু এই বিপদে অধীর না হইয়া অবশিষ্ট কিছু শস্য যাহা পাইল, তাহাই পত্নীকে দিল এবং স্বয়ং আবার সেই অশ্বত্থপাদপের মূলদেশে থাকিয়া পাদপস্থ দেবতার উদ্দেশে বলি ও পূজা প্রদানপূর্ব্বক কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিল। একদিন নানা বিষয় চিন্তা করিতে করিতে সোমদত্ত সেই অশ্বত্থ-তরুমূলে নিদ্রিত হইয়া পড়িল। তখন সেই বৃক্ষ হইতে এক আকাশবাণী তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিল,—বৎস সোমদত্ত! তোমার অধ্যবসায় দেখিয়া আমি তুষ্ট হইয়াছি। অতএব তুমি সম্প্রতি আদিত্যপ্রভ নামক নরপতির রাজধানীতে গমন কর, তথায় গিয়া তুমি রাজপ্রাসাদের নিকটে থাকিয়া উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিবে যে, হে পুরবাসীরা! আমি ফলভূতি নামক ব্রাহ্মণ, তোমরা আমার বক্তব্য শ্রবণ কর। তোমাদিগের মধ্যে যাহার শুভাদৃষ্ট আছে, সে শুভফল পাইবে। আর যে মন্দভাগ্য, সে মন্দ ফল পাইবে। ফলতঃ যে সৎকার্য্য করে, সে শুভফল পায় আর যে দুষ্কার্য্য করে, সে দুঃখ পায়। তুমি এই কথা কহিলে তথাকার সমস্ত লোকেই তোমাকে অত্যন্ত গৌরবান্বিত করিয়া দিবে। আমি কোন দেবতা নহি, আমি একজন যক্ষ। আমি নিজের ক্ষমতা অনুসারে তোমাকে অন্যান্য অনেক মন্ত্রও শিক্ষা দিতেছি, তুমি গ্রহণ কর! যক্ষ এই

বলিয়া সোমদত্তকে কয়েকটি মন্ত্র শিক্ষা দিয়া সেই অশ্বত্থবৃক্ষেই অন্তর্দ্ধান করিল।

অনন্তর সোমদত্ত সেই অশ্বত্থপাদপোত্থিত যক্ষ-বাক্য শ্রবণ করিয়া তদনুসারে ভার্য্যাসহ আদিত্যপ্রভ রাজার রাজধানীতে গমন করিল; রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া যক্ষের কথানুসারে রাজপ্রাসাদের দ্বারদেশে যক্ষকথিত পূর্ব্ব পূর্ব্ব সকল কথাই বলিল। সোমদত্ত বারংবার উচ্চৈঃস্বরে ঐরূপ কথা বলিলে, লোকসকল কুতূহলের সহিত তাহার কথা শ্রবণ করিতে লাগিল। "যে শুভকার্য্য করে, সে শুভ ফল পায় আর যে দুষ্কার্য্য করে, সে দুঃখ পায়," ফলভূতিকথিত এই কথা ক্রমে রাজার কর্ণগোচর হইল। রাজা আদিত্যপ্রভ তাহাকে নিজ নিকটে আনাইলেন। পরে রাজার প্রশ্নানুসারে ফলভূতি সকল কথাই তাঁহাকে খুলিয়া বলিল। সোমদত্ত যক্ষের কথানুসারে ফলভূতি নামে পরিচয় দিয়া এখন হইতে সেই নামেই খ্যাত হইল। রাজা আদি-অন্ত সকল ঘটনা শুনিয়া ফলভূতির প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন। তিনি তাহাকে সর্ব্বদা নিজের নিকটেই রাখিতে লাগিলেন। ফলভূতি নানা কারণে অল্পদিনের মধ্যেই রাজার প্রিয় হইয়া উঠিল। রাজা প্রীতির সহিত অনেক প্রকার দানমানাদি দ্বারা ফলভূতিকে তুষ্ট করিলেন। নানাসুখে রাজপ্রাসাদে থাকিয়া ফলভূতির দিন কাটিতে লাগিল।

কিছুদিন পরে রাজা আদিত্যপ্রভ একদিন ফলভূতিকে নিজালয়ে রাখিয়া স্বয়ং মৃগয়ার্থ অরণ্যে গমন করিলেন। কিন্তু কয়েকদিন মৃগয়ার পর হঠাৎ তিনি নিজান্তঃপুরে ফিরিয়া আসিলেন। রাজা যখন অন্তঃপুরদ্বারে উপস্থিত হন, তাঁহার মহিষী কুবলয়াবলী তখন ব্রতানুষ্ঠানে ব্যগ্র ছিলেন। তাঁহার বেশভূষাও অন্যপ্রকার হইয়াছিল, তিনি ললাটে এক স্থূলাকার সিন্দুরতিলক ধারণপূর্ব্বক অর্দ্ধনিমীলিত-লোচনে উলঙ্গ হইয়া অস্ফুটস্বরে কি যেন এক মন্ত্র জপ করিতেছিলেন। তাঁহার কেশকলাপ আলুলায়িত, হস্তে রক্ত, মাংস ও মদ্যভাণ্ড বিরাজিত! তিনি নানাবিধ বর্ণের গুণ্ডিকা দ্বারা এক সুদীর্ঘ মণ্ডল প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে দণ্ডায়মান ছিলেন। আদিত্যপ্রভ তাঁহার মহিষীকে এইরূপ অবস্থায় অবস্থান করিতে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। মহিষী সহসা সম্মুখে রাজাকে দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত সম্ভ্রমের সহিত নিজ বসন পরিধানপূর্ব্বক সবিনয়ে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন রাজা জিজ্ঞাসিলেন, 'প্রিয়ে! এ কি! তুমি এখানে কি করিতেছিলে?' রাজ্ঞী উত্তর করিলেন,—প্রভো! আপনারই মঙ্গলের নিমিত্ত আমি অদ্য একটি ব্রতানুষ্ঠান করিতেছিলাম। এই ব্রতের বিবরণ যে প্রকারে আমি জানিয়াছিলাম, তাহা আপনার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

পূর্ব্বে বাল্যাবস্থায় যখন আমি পিত্রালয়ে অবস্থান করি, তখন একদিন বসন্তোৎসব উপলক্ষে আমার সঙ্গিনীগণের সহিত আমি উদ্যানভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলাম। উদ্যানে প্রবেশ করিবামাত্র আমার সখীরা আমাকে বলিল,—সখি! এই প্রমোদ উদ্যানের তরুমণ্ডলের মধ্যভাগে এক সিদ্ধিদাতা বিনায়ক দেবমূর্ত্তি অবস্থান করিতেছেন। তিনি অতি জাগ্রত দেবতা। উঁহার নিকট হইতে অনেকেই নিজ নিজ অভীষ্ট বরলাভ করিয়াছে। অতএব সখি! তুমি ঐ স্থানে গিয়া ভক্তিপূর্ব্বক বিনায়ক দেবের অর্চ্চনা কর, অচিরেই তোমার মনোমত পতিলাভ হইবে। আমি জিজ্ঞাসিলাম, সখীগণ! কন্যাকালে বিনায়ক দেবের পূজা করিলে কি অভিমত পতিলাভ করা যায়? তাহারা আমাকে উত্তর করিল,—সখি! তুমি এ কি বলিতেছ, বিনায়ক দেবের পূজা না করিলে কাহারও কোন কার্য্যসিদ্ধি হয় না। ইঁহার প্রসাদে দেবগণ পর্য্যন্ত স্ব স্ব অভীষ্ট বিষয় লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। পূর্ব্বে দেবগণ তারকাসুরের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া শম্ভুর শরণাপন্ন হন। শম্ভু বিঘ্নরাজেরই আনুকূল্যে নিজ বীর্য্য হইতে এক পুত্রলাভ করেন। সেই পুত্রের নাম ষড়ানন। ষড়ানন যথাসময়ে দেবগণের সেনাপতিত্বে বরিত হইয়া অসুরদিগের বিনাশসাধনপূর্ব্বক স্বর্গরাজ্য নিরুপদ্রব করেন। দেবরাজ ষড়াননকে যখন অসুরবিনাশের জন্য দেবসৈন্যের সেনাপতিত্বে অভিষিক্ত করিতে উদ্যত হন তখন অগ্রে বিঘ্নরাজের পূজা করিয়াছিলেন না বলিয়া তাঁহার হস্ত স্তম্ভিত হয়। অবশেষে শম্ভুর উপদেশে যখন তিনি ভক্তিসহকারে বিঘ্নরাজ বিনায়ক দেবের পূজা করিলেন, তখনই তাঁহার সমস্ত বিঘ্ন দূর হইল, হস্ত প্রকৃতিস্থ হইয়া ষড়াননের অভিষেকব্যাপার নিষ্পন্ন করিল। অতএব সখি! তুমি বুঝিয়া দেখ, দেবগণও বিনায়ক দেবের প্রসন্নতা ব্যতীত কোন কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন না। আমরা তোমার নিকট যৎকিঞ্চিৎ তাঁহার মাহাত্ম্য-কথা ব্যক্ত করিলাম। এক্ষণে তুমি নিজ মঙ্গলের জন্য বিনায়ক দেবের অর্চ্চনা কর। মহিষী কুবলয়াবলী রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—আর্য্যপুত্র! আমি সখীদিগের মুখে তৎকালে

বিঘ্নরাজের মাহাত্ম্য-কথা শ্রবণ করিয়া সেই উদ্যান-মধ্যস্থ বিনায়ক দেবকে ভক্তিভরে পূজা করিলাম। সহসা উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি,—আমার সমভিব্যাহারিণী সখীগণ অন্তরীক্ষে অবস্থান করিতেছে। আমি এই ব্যাপার দেখিয়া কুতূহলবশতঃ তাহাদিগের নিকট সকল কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, তাহারা ডাকিনী-মন্ত্রে সিদ্ধ হইয়াছে এবং কালরাত্রি নামে এক ব্রাহ্মণী তাহাদিগের গুরু হইয়াছেন। তাহারা সেই গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া এবং তাঁহার উপদেশানুসারে নরমাংসাদি ভক্ষণ করিয়া ঐরূপ খেচরীসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। আমি পূর্ব্বে এ সকল বিবরণ জানিতাম না, কিন্তু সখীদিগের মুখে সেই অদ্ভুতবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অবধি আমারও সখীদিগের ন্যায় খেচরী-সিদ্ধি লাভ করিতে একান্ত ইচ্ছা হইল। কিন্তু তখন খেচরীসিদ্ধি লাভ করিতে হইলে পাছে নরমাংস ভোজন করিতে হয়, এই ভাবিয়া আবার কিঞ্চিৎ ভীতও হইলাম। যাহা হউক, ক্রমে খেচরীসিদ্ধি লাভ করিবার জন্য আমার মন এতই ব্যগ্র হইয়া উঠিল যে, আমি তৎসম্বন্ধে উপদেশ পাইবার জন্য বার বার সখীদিগকে অনুরোধ করিতে লাগিলাম। আমার সখীগণ আমার অত্যন্ত অনুরোধবশতঃ আমাকে সঙ্গে করিয়া সেই কালরাত্রির নিকট লইয়া চলিল। আমি সখীদিগের সহিত কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই দেখিলাম,—সম্মুখে সেই বিকটাকৃতি কালরাত্রি নাম্নী ব্রাহ্মণী বসিয়া রহিয়াছে। তাহার নেত্রদ্বয় কোটরগত, নাসিকা বক্র, ভ্রূযুগল সম্মিলিত, স্কন্ধদ্বয় দীর্ঘ, গণ্ডদ্বয় স্থূল, দন্তসকল উন্নত, স্তনযুগল লম্বমান এবং উদর অতি বৃহৎ। তাহাকে দেখিয়াই প্রথমে আমার ভয় হইল, কিন্তু সখীদিগের কথানুসারে অবশেষে তাহাকে আমি পূজা করিলাম। কালরাত্রি তখন আমাকে স্নান করাইয়া বিবস্ত্রা করিল এবং আমা দ্বারা বিঘ্নরাজের পূজা করাইয়া এক মণ্ডলমধ্যে ভৈরবের অর্চ্চনা করাইতে আরম্ভ করিল। অনন্তর ভৈরবার্চ্চনা শেষ হইলে কালরাত্রি আমাকে মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া পরে ভৈরবের অর্চনার্থ যে-সকল নরমাংস আনীত হইয়াছিল, তাহা হইতে আমাকে ভক্ষণার্থ কিঞ্চিৎ প্রদান করিল। আমি কালরাত্রি-প্রদত্ত মন্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক তখন সেই নরমাংস আহার করিলাম। আমার সখীগণ এই সময় আমাকে উলঙ্গ করিয়া দিল। আমি উলঙ্গ হইবামাত্র আকাশে উত্থিত হইলাম। তখন সেই শূন্যপথে থাকিয়া কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত সখীদিগের সহিত বিবিধ ক্রীড়া-কৌতুক করিতে করিতে আবার নিম্নে অবতরণ করিলাম এবং কিঞ্চিৎ পরেই আমাদিগের গুরু সেই কালরাত্রি ব্রাহ্মণীর অনুজ্ঞা লইয়া পুনরায় অন্তঃপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমি বাল্যকালে সমুদায় ডাকিনীদিগের সহিত এই প্রকারে বহুদিন অতিবাহিত করিয়াছি এবং বহুবিধ নরমাংসও আমা কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়াছে। যাহা হউক, নাথ! আমি আপনার নিকট সেই কালরাত্রির পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন।

কালরাত্রির স্বামী বিষ্ণুস্বামী একজন সদাচারসম্পন্ন বেদপারগ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি একাগ্রমনে ছাত্রদিগের অধ্যাপনাকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। নানা দেশ-দেশান্তর হইতে বহু ছাত্র আসিয়া তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিত। একদিন কোন কার্য্য উপলক্ষে বিষ্ণুস্বামী গ্রামান্তরে গমন করেন। তাঁহার গৃহে কেবল একটি ছাত্র এবং পত্নী কালরাত্রি অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। যে ছাত্রটি গৃহে থাকিয়া অধ্যয়ন করিতেছিল, তাহার আকৃতি অত্যন্ত সুন্দর। তাহাকে দেখিলে দ্বিতীয় কন্দর্প বলিয়া ভ্রম হইত। গ্রামবাসীরা সকলেই সেই ছাত্রটিকে সুন্দরক বলিয়া ডাকিত। অধ্যাপকপত্নী কালরাত্রি সুন্দরকের সৌন্দর্য্য দেখিয়া পূর্ব্ব হইতেই তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। অদ্য তাহার পতি গৃহে নাই, সুতরাং সুযোগ বুঝিয়া সে সুন্দরকের নিকট গিয়া তাহার অসদভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। সুন্দরক অধ্যাপকপত্নীর সেই কুৎসিত প্রস্তাব শুনিয়া ধর্ম্মলোপভয়ে তাহাতে সম্মত হইল না। তখন কালরাত্রি সুন্দরকের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে জব্দ করিবার জন্য নিজ গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক নখাদি দ্বারা আপনার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিল এবং তাহার স্বামী বিষ্ণুস্বামীর প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত কেশকলাপ আলুলায়িত করিয়া নগ্নাবস্থায় অবস্থানপূর্ব্বক সাতিশয় ক্রন্দন করিতে লাগিল।

অনন্তর যথাসময়ে কালরাত্রির স্বামী গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। কালরাত্রি স্বামীকে সমাগত দেখিয়া আরও উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দনপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিল,—নাথ! তুমি গৃহ হইতে চলিয়া গেলে তোমার শিষ্য সুন্দরক আমার কি দুরবস্থা করিয়াছে দেখ! নখাঘাতে আমার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। আমার পরিধেয় বস্ত্র অপহরণ করিয়াছে এবং অবশেষে বলপূর্ব্বক আমার ধর্ম্মনাশ করিয়াছে। কালরাত্রি স্বামীর নিকট এই সকল মিথ্যাকথা কহিয়া কেবল রোদন করিতে লাগিল। অধ্যাপক

বিষ্ণুস্বামী পত্নীর প্রতি ছাত্রের এইরূপ দুর্ব্যবহারের কথা শুনিতে পাইয়া ক্রোধে একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। তৎকালে তাঁহার হিতাহিত কিছুই জ্ঞান রহিল না। তিনি সুন্দরককে তাহার কুকর্ম্মের জন্য উপযুক্ত শাস্তি দিতে মনস্থ করিলেন। সুন্দরক এই সময় কার্য্যবশতঃ স্থানান্তরে গিয়াছিল। সে সন্ধ্যার সময় পুনরায় অধ্যাপকগৃহে আগমন করিল। অধ্যাপক বিষ্ণুস্বামী সুন্দরককে দেখিয়াই তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি কোন কথা না কহিয়াই তৎক্ষণাৎ প্রহারে প্রহারে সুন্দরকের সর্ব্বাঙ্গ জর্জ্জরিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ছাত্রগণও যোগদান করিল, সুতরাং সুন্দরকের প্রহারকার্য্য অধিক মাত্রায়ই চলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরেই যন্ত্রণায় সুন্দরকের মূর্চ্ছা হইল। তখন অধ্যাপক এবং তাঁহার ছাত্রমণ্ডলী তাহাকে ধরিয়া লইয়া এক রাস্তার উপর ফেলিয়া আসিল।

ক্রমে রাত্রি অধিক হইতে লাগিল। সুন্দরক সেই পথে অচেতন হইয়া পড়িয়া রহিলেন। রাত্রির শেষ প্রহরে শিশিরবিন্দুপাতে সুন্দরকের শরীর শীতল হইল, আর অল্পে অল্পে তাহার জ্ঞানসঞ্চার হইতে লাগিল। তিনি যখন সম্পূর্ণ চৈতন্যপ্রাপ্ত হইলেন, তখন ভাবিতে লাগিলেন,—ওঃ, স্ত্রীজাতি কি ভয়ঙ্করপ্রকৃতি! তাহারা না করিতে পারে, এমন কোন কার্য্যই সংসারে নাই। দুষ্টপ্রকৃতি স্ত্রীলোকেরা সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকেও সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারে। অদ্যকার ঘটনা অবগত হইয়া মুহূর্ত্তের জন্যও স্ত্রীজাতিকে আমার বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আমার গুরুদেব এতবড় ধীর, প্রবীণ, জ্ঞানী ব্যক্তি, তাঁহাকেও অদ্য পিশাচপ্রকৃতি রমণীর কুহকে পড়িয়া ধৈর্য্য হইতে বিচলিত হইতে হইয়াছে। তিনি আমার অধ্যাপক; সুতরাং পিতৃস্থানীয়। তিনি স্ত্রীর কথায় উত্তেজিত হইয়া অদ্য আমার প্রতি যে নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে আমি তাঁহাকে দোষ দেই না। আমার অদৃষ্ট মন্দ ছিল, আমি দুঃখ পাইয়াছি। তাহাতে অধ্যাপক মহাশয়ের দোষ কি? স্ত্রীর ব্যাভিচারের কথা শুনিতে পাইয়া পূর্ব্বে অতি কঠোর সংযমশীল অরণ্যবাসী মুনিগণও দেবদারুবনে পত্নীদের প্রতি ব্যাভিচারী ভাবিয়া মহাদেবের উপরও ক্রোধ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই; আর আমার অধ্যাপক মহাশয় ত' মানুষ। বলপূর্ব্বক স্ত্রীর প্রতি অত্যাচারের কথা শ্রবণ করিয়া তিনি ধৈর্য্যচ্যুত হইবেন না কেন? যাহা হউক, আমার অদৃষ্টে কষ্ট ছিল, তাহা আমার বিলক্ষণ ভোগ হইয়াছে এখন আস্তে আস্তে উঠিয়া এ স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করি।

সুন্দরক এইরূপ ভাবিয়া-চিন্তিয়া অবশেষে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সে স্থান হইতে যাইতে যাইতে সম্মুখবর্ত্তী এক গোশালায় গিয়া আশ্রয় লইলেন। রাত্রি তখনও শেষ হয় নাই। সুন্দরক ভয়ে ভয়ে সেই গোশালামধ্যে থাকিয়াই অবশিষ্ট রাত্রিযাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার চক্ষে আর নিদ্রা আসিল না, তিনি জাগিয়া রহিলেন।

এই সময় অদূরে কেমন একপ্রকার ভয়ানক শব্দ হইল। সুন্দরক অমনি সেইদিকে তাকাইলেন। তিনি দেখিলেন,—একটা স্ত্রীলোক মুখ হইতে আলোকরশ্মি উদ্গিরণ করিতে করিতে কতকগুলি ডাকিনীর সহিত উলঙ্গাবস্থায় সেই গোষ্ঠগৃহাভিমুখে ছুটিয়া আসিতেছে। সুন্দরক রাত্রিশেষে এই ভীষণ ব্যাপার দেখিয়া ভয়ে জড়সড় হইলেন এবং অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া মনে মনে কয়েকটি ভূতনিবারক মন্ত্র ল[illegible] করিতে লাগিলেন। সেই ভয়ঙ্করী স্ত্রীলোক ডাকিনীগণসহ ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইল। কি[illegible] সুন্দরকের মন্ত্রপ্রভাবে তাহারা সহসা গোষ্ঠে প্রবেশ করিতে পারিল না।

রাজ্ঞী কুবলয়াবলী কহিলেন,—রাজন্! এই ভয়ঙ্করাকৃতি স্ত্রীলোকটি সেই অধ্যাপকপত্নী কালরাত্রি। ছাত্র সুন্দরক ইঁহারই চক্রান্তে প্রহারে কণ্ঠাগত[illegible] হইয়া গোষ্ঠে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন। কালরাত্রি বাল্যকাল হইতেই ডাকিনীরা তাহার সঙ্গিনী হই[illegible] সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। এক্ষণে কালরাত্রি সুন্দরকের সহিত পুনরায় সম্মিলিত হইবার আশা[illegible] ডাকিনীগণসহ মন্ত্রবলে গোষ্ঠে প্রবেশ করিল; কি[illegible] সুন্দরকের মন্ত্রপ্রভাবে সে তাহাকে দেখিতে পাই[illegible] না। তখন কালরাত্রি কি এক মন্ত্রোচ্চারণ করি[illegible] মন্ত্র উচ্চারিত হইবামাত্র সহসা সেই গোষ্ঠগৃহ শূ[illegible] উত্থিত হইল। ডাকিনীগণ এবং সেই কালরা[illegible] যখন মন্ত্রোচ্চারণ করে, তখন সুন্দরক সেই স[illegible] মন্ত্রই শ্রবণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনিও এক[illegible] অবিকল সেই মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। তখন সে[illegible] মন্ত্রবলে গোষ্ঠগৃহ উজ্জয়িনী অভিমুখে ধাবিত হই[illegible] অল্পকালমধ্যে ডাকিনীগণ, কালরাত্রি এবং সুন্দরককে লইয়া উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হইল। তখন এক[illegible] একে সকলেই সেই গোষ্ঠগৃহ হইতে অবতরণ করিলেন। ডাকিনীগণসহ কালরাত্রি উজ্জয়িনীর মহাশ্মশানে প্রবেশপূর্ব্বক নানাবিধ ক্রীড়াকৌতুক

করিতে লাগিল। সুন্দরকও ক্ষুধাতুর হইয়া সেই শূন্যস্থ গোষ্ঠগৃহ হইতে অবতরণপূর্ব্বক তথায় কিঞ্চিৎ আহার করিলেন। আহারান্তে সুন্দরক আবার গোষ্ঠে উঠিলে কালরাত্রিও নিত্যক্রিয়া শেষ করিয়া ডাকিনীগণসহ পুনরায় গোষ্ঠে উঠিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিল। তখন মন্ত্রবলে সেই গোষ্ঠগৃহ শূন্যে উঠিয়া উজ্জয়িনী হইতে পুনরায় স্বস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

কালরাত্রি নিজ আবাসস্থানের সন্নিকটে আগমন করিয়া সেই গোষ্ঠগৃহ হইতে নামিল এবং তাহার সঙ্গিনী ডাকিনীদিগকে বিদায় দিয়া শয়নার্থ পুনরায় আপন গৃহে প্রবেশ করিল। সুন্দরক সেই ভয়ঙ্করী স্ত্রীলোকটাকে চলিয়া যাইবার সময় অধ্যাপকপত্নী কালরাত্রি বলিয়া চিনিতে পারিয়া মনে মনে অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং তিনি তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া ভয়ে ভয়ে সে রাত্রি সেই গোষ্ঠেই অবস্থানপূর্ব্বক প্রভাতে তাঁহার বান্ধবদিগের নিকট আগমন করিলেন ও তাঁহাদিগের নিকট আদ্যোপান্ত সকল ঘটনা ব্যক্ত করিয়া অবশেষে স্বয়ং দেশত্যাগী হইবার জন্য তাহাদিগকে বলিলেন। বান্ধবগণ সেই প্রস্তাবে কেহই সম্মত হইল না। তাহারা সুন্দরককে সেই স্থানেই অবস্থান করিতে অনুরোধ করিল। সুন্দরক বান্ধবগণের কথানুসারে তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

একদিন কালরাত্রি কয়েকটি আবশ্যকীয় জিনিস ক্রয় করিবার জন্য নিজেই এক দোকানে গিয়া উপস্থিত হয়। ঘটনাক্রমে সুন্দরকও সেই দোকানে সেদিন উপস্থিত ছিলেন। পাপীয়সী কালরাত্রি তখন আর মনের বেগ সম্বরণ করিতে পারিল না, সে কামার্ত্ত হইয়া সুন্দরককে কহিল,—সুন্দরক! তুমি এখনও আমার কামনা পূর্ণ কর।

সুন্দরকে উত্তর করিল,—দেবি! আপনি আমার গুরুপত্নী, শাস্ত্রানুসারে আপনি আমার মাতা। আমি আপনার পুত্রস্থানীয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে আপনি আমার নিকট ওরূপ কুৎসিত প্রস্তাব করিবেন না।

কালরাত্রি কহিল,—আচ্ছা সুন্দরক। ধর্ম্মের প্রতি যদি তোমার একান্ত অনুরাগ থাকে, তবে আমার প্রাণরক্ষা করিলেও ত' তোমার ধর্ম্মসঞ্চয় হইবে। তুমি বল দেখি, মুমূর্ষুর প্রাণরক্ষা করিলে যত ধর্ম্ম উপার্জ্জিত হয়, আর কোন্ কর্ম্মে তাহা অপেক্ষা অধিক ধর্ম্মসঞ্চয় হইতে পারে? অতএব আমি আবার বলি, তুমি আমার মনের বাসনা পূর্ণ কর।

সুন্দরক বলিলেন,—মাতঃ! আপনি বারবার ঐরূপ কুৎসিত প্রস্তাব করিবেন না। গুরুপত্নীগমনে ধর্ম্মরক্ষা হয়, ইহা ত' আমি কুত্রাপি শ্রবণ করি নাই। যাহাই হউক, আপনার নিকট আমার বিনীতভাবে প্রার্থনা এই যে, আপনি আর এই অধম ব্যক্তিকে ঐরূপ কুকার্য্য করিতে অনুরোধ করিবেন না। আমি কখনও ওরূপ মহাপাপ আচরণ করিয়া নিজেকে কলঙ্কিত করিতে পারিব না।

কালরাত্রির মনোরথ ব্যর্থ হওয়ায় অন্তঃকরণ তখন ক্ষোভে, রোষে, দ্বেষে পূর্ণ হইয়া উঠিল। সে আবার সুন্দরকে নির্য্যাতন করিবার নিমিত্ত স্বহস্তে নিজ পরিধেয় বস্ত্রের নানাস্থল ছিন্নভিন্ন করিল এবং গৃহে আসিয়া তাহার পতিকে বলিল,—নাথ! আমার আর এ অপমান সহ্য হয় না। সেদিন তোমার অনুপস্থিতিতে সুন্দরক আমার ধর্ম্মনাশ করিল। আবার অদ্য আমি কয়েকটি জিনিস ক্রয় করিবার জন্য দোকানে গিয়েছিলাম, সে স্থান হইতে আসিবার সময় সেই হতভাগা দৌড়িয়া আসিয়া আমার কাপড়-চোপড় ছিঁড়িয়া দিয়াছে। এই দেখ, কাপড়খানিতে আর একটু স্থানও নাই।

কালরাত্রির স্বামী বিষ্ণুস্বামী পত্নীর এইরূপ দুরবস্থার কথা শুনিতে পাইয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি সুন্দরককে বধ করিবার সঙ্কল্প করিলেন এবং সুন্দরক যেখানে আহার করিত, তথায় তাহার ভোজন বন্ধ করিয়া দিলেন। সুন্দরক নিরুপায় হইলেন, মনে ধিক্কার হইল। তিনি তখনই সে স্থান পরিত্যাগ করা স্থির করিয়া তথা হইতে বহির্গত হইলেন। সুন্দরক আবার সেই গোষ্ঠে আসিলেন। সন্ধান পাইয়া কালরাত্রিও তাহার সঙ্গিনী ডাকিনীগণের সহিত তথায় উপস্থিত হইল। মন্ত্রবলে সুন্দরক এবারও অদৃশ্য হইলেন, কালরাত্রি তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। সুন্দরক এবং কালরাত্রি উভয়েরই খেচরগমনমন্ত্র বিদিত ছিল। তাহাদিগের সেই মন্ত্রগুণে গোষ্ঠগৃহ পুনরায় সকলকে লইয়া শূন্যপথে উত্থিত হইল। কিছুক্ষণ পরিক্রমণের পর রাত্রি অধিক দেখিয়া কালরাত্রি মন্ত্রবলে গোষ্ঠসহ শূন্য হইতে অবতরণ করিল এবং সেই গোষ্ঠগৃহটিকে যথাস্থানে স্থাপন করিয়া স্বয়ং নিজ গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। এদিকে সুন্দরক ক্ষুধায় আকুল হইয়া রাত্রিপ্রভাতে তথা হইতে গমন-

পূর্ব্বক একটি দোকান হইতে কিছু সুস্বাদু ফল ক্রয় করিলেন। তিনি সেই ফল হইতে দুই-একটি ফল খাইয়া ক্ষুৎপিপাসা নিবারণপূর্ব্বক স্বচ্ছন্দে পথ চলিতে লাগিলেন। সুন্দরককে সুস্বাদু ফল লইয়া যাইতে দেখিয়া মালবদেশীয় কতিপয় রাজপুরুষ তাঁহার হাত হইতে তাহা কাড়িয়া লইল এবং সুন্দরক তাহাদিগকে অন্যায়পূর্ব্বক মারিতে আসিয়াছিল বলিয়া তাহারা রাজার নিকট গিয়া এক অভিযোগ উপস্থিত করিল। রাজাদেশে সুন্দরক রাজদরবারে নীত হইলেন। সুন্দরকের কয়েকজন সহাধ্যায়ীও এই সময় তাঁহার বিপদ্‌বার্ত্তা শুনিতে পাইয়া রাজদরবারে উপস্থিত হইয়াছিল। রাজা সুন্দরকের নিকট সমস্ত ঘটনা জিজ্ঞাসা করায় তাঁহার সহাধ্যায়ীরা উত্তর করিল,—মহারাজ। এই স্থানে থাকিয়া আমরা কিছুই বলিব না। আপনি যদি আমাদিগকে এই সম্মুখস্থ প্রাসাদোপরি আরোহন করিতে আদেশ করেন, তাহা হইলে উহার উপর থাকিয়া আমরা আপনার নিকট সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিতে পারি। রাজা আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। তিনি সুন্দরক ও তাঁহার সহাধ্যায়ীদিগকে তৎক্ষণাৎ প্রাসাদের উপর আরোহন করিতে আদেশ করিলেন। রাজাদেশে সহাধ্যায়ীদিগের সহিত সুন্দরক প্রাসাদের উপরিভাগে আরোহন করিয়া তাঁহার সেই খেচরমন্ত্র আবৃত্তি করিলেন। মন্ত্র উচ্চারিত হইবামাত্র প্রাসাদসহ সুন্দরক শূন্যপথে উত্থিত হইলেন। রাজা এবং অন্যান্য লোকজন সকলেই এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ক্রমে প্রাসাদসহ সুন্দরক শূন্যপথে যাইতে যাইতে বহু দেশ-দেশান্তর অতিক্রমপূর্ব্বক প্রয়াগধামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রয়াগের গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমতীর্থে জনৈক রাজা স্নানার্থ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি সুন্দরককে শূন্য হইতে অবতরণ করিতে দেখিয়া সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসিলেন,—তুমি কে? এবং কি নিমিত্তই বা গগনপ্রাঙ্গণ হইতে অবতীর্ণ হইতেছ। সুন্দরক রাজার এই কথায় উত্তর করিলেন,—মহাশয়! আমার নাম মুরজক। আমি ভগবান্ ভবানীপতির জনৈক অনুচর। সম্প্রতি প্রভুর আদেশানুসারে আমি মনুষ্যভোগ উপভোগ করিবার জন্য কৈলাস পর্ব্বত হইতে এই স্থানে আগমন করিতেছি।

রাজা সুন্দরকের কথায় বিশ্বাস করিলেন। তিনি প্রয়াগ হইতে নিজপুরে আগমন করিয়া স্থানান্তরে একটি দিব্য পুরী নির্ম্মাণপূর্ব্বক প্রভূত ধনরত্নাদিসহ তাহা সুন্দরককে উৎসর্গ করিয়া দিলেন। সুন্দরক সেই সকল অপার ঐশ্বর্য্য পাইয়া মহাসুখে তথায় দিনযাপন করিতে লাগিলেন। অনন্তর একদিন জনৈক যোগিপুরুষের সহিত সুন্দরকের আলাপ পরিচয় হয়। যোগিপুরুষ দয়া করিয়া তাঁহাকে স্বেচ্ছানুসারে আকাশপথে গমনাগমন করা যায় এইরূপ একটি মন্ত্র শিক্ষা দেন। সুন্দরক যোগীর নিকট মন্ত্রপ্রাপ্ত হইয়া ভাবিলেন,—যোগিপুরুষ আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে এই যে মন্ত্র শিখাইয়া দিলেন, ইহা আমার মহাভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। যাহা হউক, আমি এখন এই মন্ত্রবলে কোন অবলম্বন ব্যতীত অনায়াসে সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে পারিব। অতএব আমি এ স্থান হইতে সম্প্রতি আমার জন্মভূমি কান্যকুব্জে গমন করি।

সুন্দরক মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই যোগিপ্রদত্ত মন্ত্র আবৃত্তি করিলেন। মন্ত্র আবৃত্তিমাত্র তৎক্ষণাৎ তিনি শূন্যপথে যাইতে যাইতে কান্যকুব্জের রাজধানীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কান্যকুব্জরাজ অম্বরতল হইতে জনৈক সুন্দর পুরুষকে ভূতলাভিমুখে অবতীর্ণ হইতে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়সহকারে জিজ্ঞাসিলেন,—মহাশয়! আপনি কে? এবং কি নিমিত্তই বা আপনি গগনতল হইতে অবতরণ করিলেন? আপনি দেব কি মানব তাহা আমাকে বলুন।

কান্যকুব্জের প্রশ্ন শুনিয়া সুন্দরক তাঁহার নিকট আমূল সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিয়া বলিলেন। অধ্যাপকপত্নী কালরাত্রির কুহকে পড়িয়া তিনি যে প্রকারে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন, সর্ব্বশেষে সে কথাও রাজার কর্ণগোচর করিলেন। রাজা কালরাত্রির কুচরিত্রের বিষয় বিদিত হইয়া তদ্দণ্ডেই তাহাকে আনাইলেন এবং সুন্দরকের প্রতি সে যে কুব্যবহার করিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে যথাযথ বিবরণ ব্যক্ত করিতে আদেশ করিলেন। তেজস্বিনী কালরাত্রি রাজার আদেশ শুনিয়া কিছুমাত্র ভীত হইল না, সে তাঁহার প্রশ্নানুসারে নির্ভয়ে সকল কথাই ব্যক্ত করিল। রাজা কালরাত্রির মুখে সুন্দরক সম্বন্ধে সকল ঘটনা শুনিতে পাইয়া মনে মনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। বিনাপরাধে একজন নিরীহ ব্রাহ্মণসন্তানকে কঠোর যাতনা দিয়াছিল বলিয়া তিনি তখন সেই পাপিনী কালরাত্রির নাসা-কর্ণ ছেদন করিতে আদেশ করিলেন। আজ্ঞামাত্র রাজপুরুষেরা তখনই তাহার

নাসা-কর্ণচ্ছেদনে উদ্যত হইল; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, কালরাত্রি তাহার খেচরী বিদ্যাবলে পলকের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। রাজা এই ব্যাপারে কালরাত্রির প্রতি আরও কুপিত হইলেন এবং যাহাতে কালরাত্রি পুনরায় তাঁহার রাজ্যমধ্যে কোথাও বাস্তব্য করিতে না পারে, সে জন্য তিনি সর্ব্বত্র এক আদেশপত্র প্রচার করিয়া দিলেন এবং সাধুচরিত্র সুন্দরকও কান্যকুব্জপতির নিকট সমধিক সৎকৃত হইয়া অবিলম্বে শূন্যপথ অবলম্বন করিলেন।

রাজ্ঞী কুবলয়াবলী ভূপতি আদিত্যপ্রভের নিকট উক্ত বিবরণ ব্যক্ত করিয়া পুনরায় বলিলেন,—দেব! মন্ত্রবলে ডাকিনীগণ এইরূপই হইয়া থাকে, আমি আমার পিত্রালয়ে একথা শ্রবণ করিয়াছি। যাহা হউক, আমি বাল্যকালে সেই কালরাত্রির শিষ্যা হইয়াছিলাম। তাহার শিষ্যা হইয়া তখন আমার যতদূর সিদ্ধিলাভ হইয়াছিল, এখন পাতিব্রত্যবলে তদপেক্ষা আমার অধিক সিদ্ধি করায়ত্ত হইয়াছে বলিয়া ধারণা হইতেছে। নাথ! এই যে ব্রতে আমি ব্রতী হইয়াছি, ইহা তোমারই মঙ্গলের জন্য। অতএব তুমি আমার এই ব্রতের যাহাতে আনুকূল্য হয়, তাহা সম্পাদন করিয়া দাও। আমার এই সাধনাব্যাপারে উপহারার্থ একটি পুরুষের প্রয়োজন হইবে। আমি মন্ত্রবলে সেই পুরুষটিকে আনয়ন করিতে উদ্যত হইয়াছি। তুমিও সম্প্রতি আমার সঙ্কলিত বিষয় সিদ্ধ করিতে যত্ন প্রকাশ কর। আমার ব্রতের উদ্‌যাপন হইলে দেখিতে পাইবে,—তুমি অচিরকালমধ্যেই সমস্ত রাজন্যবর্গের অধিপতি হইয়াছ।

রাজা আদিত্যপ্রভ রাজ্ঞী কুবলয়াবলীর এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। তিনি তাঁহাকে এই কদর্য্য কার্য্য হইতে বিরত হইবার জন্য বলিলেন, ছি ছি রাজ্ঞি! তোমার কি এইরূপ কুৎসিত কাজ সাজে? তুমি রাজার মহিষী, নরমাংস উপহার লইয়া ডাকিনীর ন্যায় সাধনা করা তোমার উপযুক্ত হইবে কেন? অতএব আমি বারম্বার নিষেধ করিতেছি, তুমি এইরূপ কুব্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হও।

রাজ্ঞী তাঁহার সাধনকার্য্যে রাজার অমত দেখিয়া ভান করিয়া স্বয়ং আত্মহত্যা করিতে উদ্যতা হইলেন। তখন অগত্যা রাজা আদিত্যপ্রভকে রাণীর কার্য্যে সাহায্য করিতে বাধ্য হইতে হইল। তিনি সহায়তা করিবার জন্য রাণীর নিকট প্রতিজ্ঞা-পাশে আবদ্ধ হইলেন। তখন রাজ্ঞী কুবলয়াবলী রাজাকে বলিলেন,—নাথ! নাথ! ফলভূতি নামে তোমার নিকট সেই যে একটি ব্রাহ্মণ আছে, আমি মনে মনে তাহাকেই উপহারার্থ কল্পনা করিয়াছি। অতএব তুমি একজন বিশ্বস্ত পাচকের হস্তে সেই ফলভূতির নিধন ও তাহার মাংসরন্ধনের ভার সমর্পণ কর। এ বিষয়ে কালবিলম্ব বা কোন-রূপ ঘৃণা প্রকাশ করিও না। ফলভূতির মাংস উপহার দিয়া তাহা ভক্ষণ করিলে এই ব্রতবিধি নিষ্পন্ন হইবে এবং আমরাও অচিরে পূর্ণসিদ্ধিপ্রাপ্ত হইব।

রাজা আদিত্যপ্রভ রাজ্ঞীর কথা শ্রবণে যদিও ফলভূতির নিধনরূপ পাপকার্য্য করিতে ভীত হইলেন; কিন্তু পত্নীর অনুরোধে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। রাজ্ঞীর আগ্রহ দেখিয়া সত্বরই তিনি সাহসিক নামক জনৈক বিশ্বস্ত পাচককে ডাকিয়া এইরূপ বলিয়া দিলেন যে, অদ্য তোমার কাছে আসিয়া যে ব্যক্তি আমাদিগের উভয়ের আহারের আয়োজন করিতে বলিবে, তুমি তৎক্ষণাৎ সেই ব্যক্তির শিরশ্ছেদ করিয়া তাহার মাংস রন্ধনপূর্ব্বক আমাদিগের আহারার্থ লইয়া আসিবে। পাচক সাহসিক রাজার ঐরূপ অনুমতি পাইয়া সত্বর বিদায় হইল। এদিকে ফলভূতিও কিঞ্চিৎ পরে রাজার নিকট কোন কার্য্যোপলক্ষে আগমন করিল। রাজা ফলভূতিকে দেখিবামাত্র বলিলেন,—ফলভূতে! তুমি শীঘ্র এ স্থান হইতে গিয়া সাহসিক নামক পাচককে আমার খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করিয়া লইয়া আসিতে বল। ফলভূতি রাজার আদেশমাত্র রন্ধনগৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

জীবিতকাল শেষ না হইলে সহস্র চেষ্টায়ও কেহ কাহার জীবননাশ করিতে পারে না। ফলভূতি রাজার খাদ্যসামগ্রী আনয়ন করিবার জন্য যখন পাচককে সংবাদ দিতে যাইতেছে, এই সময় পথিমধ্যে রাজকুমার চন্দ্রপ্রভের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি তাহাকে নিজের আবশ্যকীয় কুণ্ডল গড়াইবার জন্য স্থানান্তরে প্রেরণপূর্ব্বক ফলভূতির কথামত স্বয়ং পাচককে সংবাদ দিবার জন্য তথায় গমন করেন। রাজপুত্র চন্দ্রপ্রভ পাচক সাহসিকের নিকট গিয়া সেই সংবাদ বলিবামাত্র পূর্ব্বসঙ্কেত অনুসারে পাচক তাঁহারই শিরশ্ছেদ করিয়া ফেলিল এবং নিহত রাজতনয়ের মাংস রন্ধন-পূর্ব্বক অবিলম্বে তাহা রাজার নিকট লইয়া গেল। রাজদম্পতী পাচকের আনীত মাংস দ্বারা ব্রতার্চ্চনাদি নির্ব্বাহান্তে তাহা ভক্ষণ করিলেন। অনন্তর রাত্রি

অধিক হইল। ব্রহ্মহত্যাদির বিষয় চিন্তা করিতে করিতে রাজার আর সে রাত্রি নিদ্রা হইল না, তিনি সমস্ত রাত্রি অনুতাপানলে দগ্ধ হইলেন।

অতঃপর যথাকালে রাত্রিপ্রভাত হইল। রাজা শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবামাত্র দেখিলেন,—দুইটি সুবর্ণকুণ্ডল হস্তে করিয়া ফলভূতি আগমন করিতেছে। রাজা ফলভূতিকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তিনি ব্যস্ত হইয়া তাহাকে সমস্ত বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন ফলভূতি উত্তর করিল,—দেব! আপনার আদেশমত আমি রন্ধন-শালায় যাইতে উদ্যত হইলে, রাজপুত্র আমাকে এই দুইটি কুণ্ডল গড়াইবার জন্য স্থানান্তরে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং সংবাদ দিবার জন্য পাচকগৃহে গমন করেন। গতদিবস আমি এইমাত্র জানিয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার পর কি ঘটিয়াছে, তাহা আমি জানি না।

রাজা আদিত্যপ্রভ এই কথা শুনিবামাত্র দারুণ মর্ম্মযাতনায় অধীর হইলেন। তাঁহার মস্তকে যেন অকস্মাৎ শত শত বজ্রাঘাত হইল। তিনি বুঝিলেন,—দৈবদুর্ব্বিপাকে তাঁহার একমাত্র পুত্র কুমার চন্দ্রপ্রভ নিহত হইয়াছে। তখন রাজা হা পুত্র! হা পুত্র! বলিয়া উচ্চকণ্ঠে কাঁদিয়া আকুল হইলেন। পত্নীকে বহুবার নিন্দা করিলেন এবং অবশেষে স্বয়ং অচৈতন্য হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। আদিত্যপ্রভের মন্ত্রিগণ রাজতনয়ের নিধন এবং রাজার অচৈতন্যাবস্থায় ভূতলে পতন ইত্যাদি বিষয়ের পূর্ব্বাপর সকল ঘটনা বিদিত হইয়া সকলেই একবাক্যে বলিলেন,—এই অতি উচিত কার্য্যই হইয়াছে। লোকে বলে,—যদি কোন কঠিন প্রস্তরখণ্ড সম্মুখস্থ ভিত্তিগাত্রে সজোরে নিক্ষেপ করা যায়, তবে তাহা যেমন নিক্ষেপকারীরই গাত্রে আসিয়া বেগে নিপতিত হয়, সেইরূপ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য পরের অনিষ্ট করিতে গেলে সে অনিষ্টও আপনারই স্কন্ধে পতিত হইয়া থাকে। রাজা ব্রহ্মবধ করিবার চক্রান্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু বিধিবিপাকে তাহার ফল বিপরীত হইল। অবশেষে কি না নিজ পুত্রকেই নিহত করিয়া তাহার মাংসে নিজ উদরপূরণ করিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে—এই ব্রাহ্মণ ফলভূতি প্রত্যহ যে বলিয়া থাকে—"শুভকারী শুভফল পায়, আর অশুভকারী অশুভ ফল ভোগ করে," একথা সম্পূর্ণ সত্য। ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই।

মন্ত্রিগণ সকলেই এই কথা কহিয়া অধোবদনে বসিয়া রহিলেন। কিঞ্চিৎ পরেই রাজার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল। তিনি নিজকৃত পাপ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য ব্রাহ্মণ ফলভূতিকে আপনার রাজ্যৈশ্বর্য্য সমস্ত দান করিলেন, তাঁহার হৃদয় অনুতাপানলে নিরন্তর দগ্ধ হইতেছিল, তথাপি তিনি চিরশান্তি লা[illegible] লালসায় স্বয়ং অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া ভার্য্যা[illegible] তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পাবকপ্রসাদে অচিরে[illegible] অপুত্রক রাজদম্পতীর দেহ পুড়িয়া ভস্ম হই[illegible] পঞ্চভূতে মিশাইল। মন্ত্রিগণ ফলভূতিকেই রাজ[illegible] করিলেন। দরিদ্র সোমদত্ত ফলভূতি নামে রাজ[illegible] হইয়া মহাসুখে কাল কাটাইতে লাগিলেন।

মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ বৎসরাজের নিকট এই গল্প[illegible] বলিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—মহারাজ! লোকে শুভ কিংবা অশুভ কর্ম্ম করিয়া কিরূপ তাহা[illegible] পরিণামফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা এই উল্লিখি[illegible] উপাখ্যান দ্বারাই আপনি বুঝিতে পারিয়াছে[illegible] অতএব এখন জানিয়া রাখুন, আপনি ব্রহ্মদত্তে[illegible] পরাজয় করিয়া তাঁহার প্রতি সদ্ব্যবহার করি[illegible] থাকিলেও তিনি যদি আপনার প্রতিকূল আচর[illegible] প্রবৃত্ত হন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহাকে নিজের রো[illegible] বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হইবে।

যৌগন্ধরায়ণ বৎসরাজকে এই কথা নীরব হই[illegible] রাজা তাঁহার বাক্যে যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশ করিলে[illegible]

অনন্তর পরদিবস বৎসরাজ রাজধানী কৌশা[illegible] নগর গমনে মনস্থ করিলেন। তাঁহার আদেশা[illegible] গজ, অশ্ব, সৈন্য, সামন্ত সকলেরই সাজসজ্জা স[illegible] সুসম্পন্ন হইল। তখন বৎসরাজ পূর্ণবৈভবে সর্ব্বসমৃ[illegible] সহকারে দিগ্বিজয়ান্তে আপন রাজধানী অভিমু[illegible] প্রস্থান করিলেন। যথাকালে বৎসরাজের আগম[illegible] সংবাদ কৌশাম্বী নগরে পৌঁছিল। রাজধা[illegible] পূর্ণোৎসবে পরিপূর্ণ হইয়া সুরম্য সৌধশ্রে[illegible] উপরিস্থিত বিচিত্র পতাকারাজি দ্বারা চিহ্নিত হ[illegible] রহিল। দর্শকগণ আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া উ[illegible] অন্যান্য রাজগণ উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক স্ব[illegible] স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। বৎসরাজ সকল সম্প্রদায়ে[illegible] দর্শকমণ্ডলীকেই সহাস্যবদনে দৃষ্টিপাত [illegible] আপ্যায়িত করিয়া অবিলম্বে নিজ প্রাসাদে উপনী[illegible] হইলেন। তিনি সেই দিন হইতেই নিজ পৈতৃ[illegible] সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতে লাগিলেন। বৎসরাজ[illegible] সিংহাসনারূঢ় দেখিয়া তাঁহার মন্ত্রিবর্গ সকলেই আ[illegible] অপার আনন্দ প্রকাশ করিলেন। মহোৎসবা[illegible] রাজা তাঁহার বিজয়লব্ধ সমস্ত অর্থরাশি ব্রাহ্মণ এ[illegible] তাঁহার মন্ত্রিবর্গকে প্রদানপূর্ব্বক আপনার অ[illegible] উদারতার পরিচয় দিলেন। রাজার এই প্র[illegible]

দানশীলতা দেখিয়া নগরবাসিগণ বিস্মিত হইল। রাজপুরী উৎসবামোদে পূর্ণ হইয়া রহিল।

বৎসরাজ উদয়ন এই প্রকারে সমস্ত রাজ্য জয় করিয়া অবশেষে মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ ও সেনাপতি রুমণ্বানের প্রতি তাহার শাসনভার সমর্পণ স্বয়ং পদ্মাবতী ও বাসবদত্তার সহিত বিবিধ ভোগ-বিহারে নিমগ্ন হইলেন।

একবিংশ তরঙ্গ

পিঙ্গলার উপাখ্যান

অনন্তর বৎসরাজ মন্ত্রী ও সেনাপতি প্রভৃতির উপর সমস্ত রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া পত্নীদ্বয়ের সহিত প্রতিনিয়ত বিহারব্যাপারে নিরত হইলেন। নানাবিধ বিহার ভোগে তাঁহার সুখময় দিবস অতিবাহিত হইতে লাগিল। নিজ কীর্ত্তির মত জ্যোৎস্নায় ধবল প্রাসাদে বসিয়া শত্রুদের মদের (গর্ব্বের) মত মদ (মধু) পান করিতে থাকিলেন। নিজে বীণা বাজাইতেন এবং বাসবদত্তা ও পদ্মাবতী সমভিব্যাহারে সঙ্গীতচর্চ্চা করিতেন। এইভাবে বৎসরাজ অনন্যকর্ম্মা হইয়া প্রতিদিন নানাবিধ ভোগবৈভবে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন এবং মধ্যে মধ্যে সুদূর অরণ্যে মৃগয়া করিতে গিয়া কৃষ্ণসার প্রভৃতি বহুবিধ মৃগ নিহত করিতে লাগিলেন।

বৎসরাজকে মৃগয়াব্যাপারে নিতান্ত আসক্ত দেখিয়া নারদ নামে মুনি রাজসভায় আসিয়া বলিলেন,—মহারাজ! আপনি এইরূপ মৃগয়াব্যাপারে এত আসক্ত হইবেন না। মৃগয়া রাজাদিগের একটি ঘোর প্রমাদস্বরূপ, এইরূপ প্রমাদে পড়িয়া কত রাজা-মহারাজা যে মৃগের ন্যায় জীবন হারাইয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত অনেক। আপনারই পূর্ব্বপুরুষ মহারাজ পাণ্ডু মৃগয়া করিতে গিয়া রতাসক্ত মৃগবেশী কিন্দম ঋষির প্রাণ বিনাশ করেন। অবশেষে ঋষি এই বলিয়া শাপ দেন, যেমন তুমি আমাকে সুরতাসক্ত অবস্থায় হত্যা করিলে, তেমনি তোমারও ভার্য্যাসঙ্গমসময়ে প্রাণ যাইবে। শেষে তিনি শাপের কথা জানিয়াও মাদ্রীতে যেমনি উপগত হইলেন, অমনি পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হন। এইরূপ মৃগয়াব্যাপারে অনেকেরই অনেক অনর্থ সংঘটিত হইয়াছে। আমি আপনাকে বিশেষ স্নেহ করিয়া থাকি, তাই এই দারুণ প্রাণিহত্যারূপ কার্য্য হইতে আপনাকে নিষেধ করিতেছি। মহারাজ! আপনার মহিষী বাসবদত্তা ভগবতী গৌরীর অংশস্বরূপা। তিনি অচিরেই শিবারাধনা করিয়া রতিপতিকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইবেন। সেই পুত্র সমগ্র বিদ্যাধরগণের চক্রবর্ত্তিরূপে বিরাজিত হইয়া আপনার আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন। আপনার সুখশান্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইবে। অতএব আপনি এখন হইতে বৃথা প্রাণিহিংসা করিবেন না।

মুনিবর এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলে বৎসরাজ উদয়ন রাজসভা হইতে অতঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং মহিষী বাসবদত্তার নিকট মুনিকথিত সমস্ত কথা ব্যক্ত করিয়া পুত্রপ্রাপ্তি আশায় আনন্দিতমনে সময়াতিপাত করিতে লাগিলেন!

অনন্তর তৎপরদিবস বৎসরাজ সভামণ্ডপে বসিয়া আছেন, এই সময় জনৈক প্রতিহারী আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল,—দেব! এক দুঃখিনী ব্রাহ্মণী দুইটি শিশুসন্তান সঙ্গে লইয়া আপনার দর্শনাভিলাষে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। এক্ষণে আপনার যেরূপ অভিমতি হয়, আদেশ করুন।

প্রতিহারীর কথায় বৎসরাজ ব্রাহ্মণীকে আনিবার জন্য আদেশ করিলেন। প্রতিহারী রাজার আদেশে দ্বারদেশ হইতে ব্রাহ্মণীকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় রাজসভায় প্রবেশ করিল। শিশুদ্বয়সহ ব্রাহ্মণী রাজদর্শনার্থ সভামণ্ডপে উপনীত হইলে, বৎসরাজ দেখিলেন,—ব্রাহ্মণপত্নীর দেহযষ্টি অত্যন্ত কৃশ, আকৃতি ধূসরবর্ণ এবং একখানি জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড দ্বারা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত। দুঃখিনী ব্রাহ্মণরমণী রাজসভায় প্রবেশমাত্র সিংহাসনস্থ বৎসরাজকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—দেব! আমি অতি উচ্চবংশে জন্মিয়াছি, কিন্তু ভাগ্যদোষে সম্প্রতি আমার এই দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। দৈবানুগ্রহে আমি এই দুইটি পুত্রসন্তান প্রাপ্ত হইয়াও আহারাভাবে আমি মৃতপ্রায় হইয়াছি এবং স্তন্যদুগ্ধ না থাকায় আমার এই সন্তান দুইটিরও জীবন যায় যায় হইয়াছে। আপনি দীনজন-প্রতিপালক রাজা, আমি এক্ষণে আপনার শরণ লইলাম। আপনি আমাকে এবং আমার এই শিশুসন্তান দু'টিকে রক্ষা করুন।

ব্রাহ্মণীর করুণ কথায় রাজার দয়া হইল। তিনি ব্রাহ্মণপত্নীকে তাঁহার মহিষী বাসবদত্তার নিকট লইয়া যাইবার জন্য প্রতিহারীকে আদেশ করিলেন। ব্রাহ্মণপত্নী শিশুদ্বয়সহ বাসবদত্তার নিকট নীত হইলেন। বৎসরাজ দয়া করিয়া স্বয়ং ব্রাহ্মণপত্নীকে অন্তঃপুরে প্রেরণ করিয়াছেন, ইহা জানিয়া বাসবদত্তা সমধিক যত্নের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন।

ব্রাহ্মণীকে পুত্রবতী দেখিয়া নিজের অপুত্রতা নিবন্ধন বাসবদত্তার মনে তখন একটু কষ্ট হইল। তিনি কিঞ্চিৎকাল অন্যমনস্কভাবে থাকিলেন, পরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া আবার প্রাকৃতিস্থ হইলেন। ইতিমধ্যে স্নানের সময় উপস্থিত হইল। বাসবদত্তার আদেশে একজন পরিচারিকা আগন্তুক ব্রাহ্মণীকে স্নান করাইয়া দিল। ব্রাহ্মণী স্নানান্তে বাসবদত্তা-প্রদত্ত দিব্য বসন পরিধান করিয়া, তথায় সুস্বাদু অন্নপানাদি ভোজনান্তে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। ব্রাহ্মণীর যখন আহারাদি সমাপ্ত হইল, রাজমহিষী বাসবদত্তা তখন নিজে স্নানাদি করিতে গমন করিলেন। যথাসময়ে বাসবদত্তার মাধ্যাহ্নকৃত্য সম্পন্ন হইলে, তিনি পুনরায় ব্রাহ্মণীর নিকট আগমন করিয়া তাঁহার সহিত নানা কথা কহিতে লাগিলেন। আগন্তুক ব্রাহ্মণীও তাঁহার সম্মুখে বসিয়া নিজের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহাকে অনেক কথা বলিলেন। ব্রাহ্মণপত্নীর কথাবসানে বাসবদত্তা তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য কহিলেন,—ঠাকুরাণি! আপনার যদি কোন গল্প জানা থাকে, তবে সম্প্রতি আপনি একটি গল্প বলুন।

বাসবদত্তার কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণী উত্তর করিলেন,—রাজমহিষি! আমার বিশেষ গল্প জানা নাই, তথাপি আপনার আদেশানুসারে আমি এক্ষণে একটি গল্প বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

পূর্ব্বকালে জয়দত্ত নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার রাজ্যবিস্তার বহুদূরব্যাপী না হইলেও তিনি অন্যান্য ভাগ্যবৈভবে কোন নরপতি হইতেই ন্যূন ছিলেন না। রাজা জয়দত্তের দেবদত্ত নামে একটি পুত্র ছিল। পুত্র দেবদত্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তিনি তাহার বিবাহ দিবার জন্য ভাবিলেন,—রাজলক্ষ্মী অতি চঞ্চলা। কুলটা কামিনীর ন্যায় ইহার অনুরাগ চিরস্থায়ী হয় না। কেবল বলবান্ ব্যক্তিরাই ইহাকে ভোগ করিতে পারে। অতএব আমার বিবেচনায় বণিকদিগের ভাগ্যলক্ষ্মীই প্রশস্ত। বাণিজ্যলক্ষ্মী কুলবধূর ন্যায় অনন্যগামিনী ও অচঞ্চলা। সুতরাং আমি কোন রাজকন্যার সহিত পুত্রের বিবাহসম্বন্ধ করিব না। ভাগ্যসম্পন্ন বণিক্‌কন্যার সহিতই পুত্রের বিবাহ দিব।

রাজা জয়দত্ত মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া পাটলীপুত্রনগরবাসী বসুদত্ত নামক জনৈক ধনাঢ্য বণিকতনয়ার সহিত নিজ পুত্রের বিবাহ দিবার জন্য প্রস্তাব করিলেন। বসুদত্ত রাজা জয়দত্তের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তিনি রাজপুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দেওয়া অতি গৌরবজনক মনে করিয়া অবিলম্বে মহাসমারোহে তাহা সম্পন্ন করিলেন। রাজা জয়দত্ত পুত্রের এই বিবাহ উপলক্ষে বণিক বসুদত্তের নিকট হইতে বহু ধনরত্ন প্রাপ্ত হইলেন, তিনি যথাকালে পুত্রবধূকে গৃহে আনিয়া পরম সুখে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন।

কিয়দ্দিন অতীত হইলে বণিক বসুদত্ত কন্যাকে নিজালয়ে লইয়া যাইবার জন্য বৈবাহিকগৃহে আগমন করিলেন। অনন্তর কয়েকদিন তথায় অবস্থান করিয়া কন্যাসহ নিজালয়ে ফিরিয়া আসিলেন। বণিক বসুদত্ত চলিয়া আসিবার পর কয়েকদিন পরেই রাজা জয়দত্ত অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় শত্রুপক্ষীয়েরা সুযোগ বুঝিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহার রাজ্য গ্রাস করিল। রাজপুত্র দেবদত্ত শত্রুগণের কবল হইতে নিজ রাজ্যরক্ষায় অসমর্থ হইয়া জননীকে সঙ্গে লইয়া একদিন রাত্রিযোগে রাজধানী হইতে পলায়ন করিলেন। শত্রুভয়ে ভীত হইয়া জননীসহ দেবদত্ত দেশান্তরে উপনীত হইলে, তাঁহার মাতা অতি দুঃখের সহিত তাঁহাকে বলিলেন,—বৎস! যাঁহার অধীনে তোমরা রাজত্ব করিয়া আসিয়াছিলে, আমাদিগের সেই সম্রাটের রাজধানী এই স্থানের পূর্ব্বসীমায় অবস্থিত। অতএব তুমি তাঁহার নিকট গিয়া তোমার রাজ্যোদ্ধারের নিমিত্ত সাহায্য প্রার্থনা কর। তিনি দয়া করিয়া অবশ্যই শত্রুকবল হইতে তোমার রাজ্যোদ্ধার করিয়া দিবেন। রাজপুত্র দেবদত্ত কহিলেন,—জননি! আমি শত্রুভয়ে অতি দীনবেশে দেশ হইতে পলায়ন করিয়া আসিয়াছি। আমার রাজসমৃদ্ধি কিছুই নাই, সুতরাং এ অবস্থায় আমি সম্রাটের নিকট গিয়া রাজপুত্র বলিয়া আত্ম পরিচয় দিলে তিনি তাহা বিশ্বাস করিবেন কেন! আর আমাকে দীনবেশে তথায় উপস্থিত হইতে দেখিয়া তত্রত্য রাজপুরুষেরাই বা আমাকে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিবেন কেন?

মাতা বলিলেন বৎস! তুমি ঠিক কথাই বলিয়াছ। কিন্তু আমি বলি, তুমি প্রথমতঃ তোমার শ্বশুরগৃহে গমন করিয়া তোমার শ্বশুরের নিকট হইতে কিঞ্চিৎপরিমাণে ধন আনয়ন কর এবং সেই ধন দ্বারা রাজপুত্রোচিত বসন-ভূষণ, বাহন প্রভৃতি সংগ্রহপূর্ব্বক সম্রাটসভায় প্রবেশ কর।

রাজপুত্র শ্বশুরগৃহে অর্থপ্রার্থনার জন্য যাইতে লজ্জিত হইলেও মাতার কথায় তিনি তাহা না

করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি অগত্যা সে দিন সায়ংকালে শ্বশুরগৃহে গমন করিলেন। রাজপুত্র দেবদত্ত শ্বশুরগৃহের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া সহসা তথায় প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। দীন-হীন-মলিনবেশে শ্বশুরগৃহে গমন করা তাঁহার লজ্জা ও অপমানজনক বলিয়া মনে হইল। তিনি নিকটস্থ এক জনশূন্য গৃহের বহির্ভাগে থাকিয়া সে রাত্রি অতিবাহিত করিতে মনস্থ করিলেন। রাজপুত্র দেখিলেন,—রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের সময় একটি যুবতী রমণী একগাছি রজ্জু অবলম্বন করিয়া তাঁহার শ্বশুর-ভবনের উপরিতন গৃহ হইতে নিম্নে অবতরণ করিতেছে। ক্রমে যুবতী নিম্নে অবতরণ করিল ও সম্মুখে রাজপুত্রকে দেখিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। রাজপুত্র 'আমি এক পথিক' বলিয়া পরিচয় দিলেন। সে রাজপুত্রকে অত্যন্ত মলিনাকৃতি দেখিয়া অতি অবজ্ঞার সহিত চলিয়া গেল এবং ধীরে ধীরে সেই সম্মুখস্থ নির্জ্জন গৃহে প্রবেশ করিল। রাজপুত্র দেবদত্ত যুবতীকে একবারমাত্র দেখিয়াই নিজ পত্নী বলিয়া চিনিতে পারিলেন। তিনি সেই শূন্য গৃহের সন্নিকটে গমন করিলেন। তাঁহার পত্নী বণিকদুহিতা সেই গুপ্তগৃহে প্রবেশ করিয়াই এক পরপুরুষের সহিত মিলিত হইল, কিন্তু সেই গৃহস্থিত পুরুষ বণিকদুহিতা বিলম্বে আসিয়াছে বলিয়া পদাঘাতে তাঁহাকে দূরে নিক্ষেপ করিল। পাপিয়সী পরপুরুষের পদপ্রহারে জর্জ্জরিত হইয়াও পুনরায় অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া তাহার নিকট ক্ষমা চাহিল। প্রণয়ী পুরুষ প্রসন্ন হইল। তখন প্রণয়ি-যুগলের পাপপ্রবৃত্তি চরিতার্থ হইতে বিলম্ব হইল না। তাহারা উভয়ে তখন গুপ্তগৃহে থাকিয়া নানারূপ প্রণয়-রসালাপে মহাসুখে রাত্রিযাপন করিতে লাগিল। রাজপুত্র দেবদত্ত গৃহের বহির্ভাগে থাকিয়া সমস্ত ঘটনাই বুঝিতে পারিলেন। ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি পত্নীর পৈশাচিক ব্যবহারের প্রতিফল দিবার জন্য এক একবার তরবারিমুষ্টি দৃঢ়রূপে ধারণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আবার পরক্ষণে ভাবিলেন,—না, ক্রুদ্ধ হইয়া এক্ষণে আমি কোনরূপ প্রতিকারবিধান করিব না। আমার এই তরবারি শত্রুকুলের উচ্ছেদসাধনের জন্যই ধারণ করিয়াছি। ইহা দ্বারা এই ঘৃণিত কুলটার প্রাণ বিনাশ করিলে কোনই ফলোদয় হইবে না। আমি এক্ষণে ইহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাই, ইহাই আমার নিকট সঙ্গত বলিয়া ধারণা হইতেছে। অবশ্যম্ভাবী বিষয়ে বিচলিত হওয়া কোন প্রকারেই যুক্তিসঙ্গত নহে। আমি জানি,—এ সংসারে স্ত্রীলোকের অকরণীয় কার্য্য কিছুই নাই। তাহারা সময় পাইলে সকল অনর্থই সাধনা করিয়া থাকে। নীচকুলের সহিত সম্বন্ধবন্ধনে আবদ্ধ হইলে এরূপ ফল সকলকেই ভোগ করিতে হয়। বায়সী কখন কোকিলের প্রতি আকৃষ্ট হয় না। নীচ নীচ ব্যক্তির সহিত সঙ্গত হয়, উচ্চের উচ্চ ভাব তাহার প্রীতিকর হয় না।

রাজপুত্র দেবদত্ত স্ত্রীচরিত্র সম্বন্ধে এবং নিজের অদৃষ্ট সম্বন্ধে এইরূপ এবং অন্যরূপ অনেক বিষয় ভাবিয়া-চিন্তিয়া পত্নী ও তাহার উপপতিকে ঘৃণায় উপেক্ষা করিয়া তথা হইতে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। এদিকে দেবদত্তের পত্নী সেই বণিক-দুহিতা তাহার গুপ্তপ্রণয়ীর নিকট বিদায় লইয়া পুনরায় পিত্রালয়ে যাত্রা করিল এবং সেই প্রচ্ছন্ন পুরুষও বণিকদুহিতার সঙ্গে সঙ্গে সেই নির্জ্জনগৃহ হইতে নির্গত হইল। পিশাচ প্রণয়িযুগল গৃহ হইতে নির্গত হইলে রাজপুত্র সেই গৃহমধ্যে আশ্রয় লইয়া সে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

ক্রমে প্রভাত হইল, দিবালোক গৃহে প্রবেশ করিল। রাজপুত্র গৃহের একপ্রান্তে একখানি বহুমূল্য রত্নাভরণ দেখিতে পাইলেন। বণিকদুহিতা প্রণয়ীর সহিত সম্ভাষণ ও আলিঙ্গন করিবার সময় উক্ত মহার্ঘ রত্নাভরণ তাহার গাত্র হইতে খুলিয়া পড়িয়া যায়। কিন্তু ব্যস্ত হইয়া যাইবার সময় তাহা লইয়া যাইতে তাহার মনে থাকে না। এখন রাজপুত্র দেবদত্ত অন্ধকারে ভ্রষ্ট অর্থ অন্বেষণকারীর হস্তে দীপলাভের মত উহা দেখিবামাত্র গ্রহণ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেই নির্জ্জন গৃহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কান্যকুব্জাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। তাঁহার মনে এক্ষণে দ্বিগুণ উৎসাহ হইল। 'আমি ইহা দ্বারা অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিব', ভাবিয়া রাজপুত্র এক সঙ্গতিপন্ন সওদাগরের নিকট হইতে একলক্ষ মুদ্রা গ্রহণপূর্ব্বক উক্ত বহুমূল্য আভরণখানি তৎসমীপে বন্ধক রাখিলেন। অর্থ পাইয়া তাঁহার সমস্ত অভাব ঘুচিয়া গেল। তিনি এক্ষণে উপযুক্ত বাহন-ভূষণাদি দ্বারা পরিবৃত হইয়া সম্রাটসভায় গমন করিলেন। সম্রাট রাজপুত্রের নিকট তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি শত্রু কর্তৃক তাঁহার রাজ্যাপহরণের কথা তাঁহাকে জানাইলেন। সম্রাট রাজপুত্রের মুখে সকল সংবাদ শুনিয়া তাঁহার প্রণষ্টরাজ্য উদ্ধার করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ বহুসংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করিলেন। রাজপুত্র দেবদত্ত অতি

অল্পদিনের মধ্যেই সেই সকল সৈন্যের সাহায্যে শত্রুবর্গের উচ্ছেদসাধনপূর্ব্বক পুনরায় নিজরাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। তিনি স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া জননীর এবং নিজের সকল কষ্ট দূর করিলেন। তিনি পৈতৃক সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া যখন সর্ব্বপ্রকারে নিশ্চিন্ত হইলেন, তখন তাঁহার সেই ব্যাভিচারিণী স্ত্রীর চরিত্রের বিষয় শ্বশুরকে জানাইবার জন্য জনৈক বিশ্বস্ত পরিচারকের হস্তে একখানি গুপ্তপত্র লিখিয়া পাঠাইলেন এবং নিজরাজ্য হস্তগত করিয়াই সেই বহুমূল্য বন্ধকী আভরণখানি অর্থ দ্বারা উদ্ধার করিয়াছিলেন; শ্বশুরের প্রত্যয়ার্থ সেই আভরণখানিও পাঠাইয়া দিলেন। শ্বশুর বসুদত্ত জামাতার পত্র ও আভরণ পাইয়া অবাক হইলেন। তিনি ভাবিলেন,—উঃ, কি পরিতাপের বিষয়! আমি বড় আশা করিয়া রাজার সহিত কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ করিয়াছিলাম, কিন্তু এতদিনে সে আশা আমার বিফল হইল। জনসমাজে আমার যাহা কিছু মানসম্ভ্রম আছে, এই কুলকলঙ্কিনী কন্যা হইতে তাহা লোপ পাইতে বসিল; আমার উচ্চ মস্তক এতদিনে হেঁট হইল।

বণিক বসুদত্ত এইরূপ ভাবিয়া-চিন্তিয়া রাজপুত্র-প্রেরিত সেই আভরণ কন্যাকে দেখাইলেন। কন্যা আভরণ দেখিয়া অত্যন্ত লজ্জিতা হইল। সে ভাবিল,— হায়, আমি কি অসঙ্গত কার্য্যই করিয়াছি! সে দিন রাত্রিযোগে যখন আমি আমার সেই গুপ্ত প্রণয়ীর সহিত নির্জ্জন গৃহে সম্মিলিত হইয়াছিলাম, আমার এই আভরণখানি তখনই গাত্র হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিল। নির্জ্জন গৃহে যাইবার সময় পথিমধ্যে জনৈক অপরিচিত যুবকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এক্ষণে আমি বুঝিতে পারিয়াছি,—সেই যুবকই আমার স্বামী। অধিক সময় অপেক্ষা করিলে পাছে আমার গুপ্তপ্রেম ব্যক্ত হইয়া পড়ে, এই ভাবনায় আমি সেদিন ব্যস্ত হইয়া চলিয়া আসিলাম। এক্ষণে আমার কপালক্রমে তাহাই ঘটিল। আমার স্বামীই সেদিন প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া সমস্ত রহস্য বুঝিয়া গিয়াছেন। এখন আমি কি করি, কেমন করিয়া আমার এই কলঙ্কিত মুখ আত্মীয়-স্বজনকে দেখাই?

বণিকদুহিতা অনুতপ্তমনে এইরূপ অনেক বিষয় ভাবিয়া-চিন্তিয়া লজ্জায়, ঘৃণায়, ক্ষোভে মৃতপ্রায় হইল। সে তাহার পিতার নিকট এ সম্বন্ধে কোন কথাই ব্যক্ত করিতে পারিল না, দুঃসহ দুঃখানলে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হওয়ায় প্রাণ হারাইল। বণিক বসুদত্ত কন্যার চরিত্রসম্বন্ধে যে সন্দেহ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার যে সন্দেহ বদ্ধমূল হওয়ায় তিনি কন্যাকে কুলটা বলিয়া স্থির করিলেন। সুতরাং কন্যার মৃত্যুতে শোক হইল না, তীব্র দুঃখানলে তাঁহারও হৃদয় দগ্ধ হইতে থাকিল। এদিকে রাজপুত্র দেবদত্ত শ্বশুরের নিকট ঐরূপ পত্র লিখিবার পরই দারান্তর পরিগ্রহ করিতে অভিলাষী হইলেন। এদিকে সম্রাট, রাজপুত্র দেবদত্তের করে তদীয় কন্যা সম্প্রদান করিলেন। দেবদত্ত বহুদিনের পর প্রণয়িনীর মত প্রণয়িনী পাইয়া সংসারের চরম সুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দৈন্য-দুঃখ ঘুচিয়া গেল। আবার তিনি সুখ-শান্তির সুস্নিগ্ধ হিল্লোলে ভাসিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণী, বাসবদত্তাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, রাজাধিরাজনন্দিনি! এই আমি আপনার নিকট একটি গল্প বলিলাম; ইহা দ্বারা আপনি বুঝিবেন দেখুন যে, স্ত্রীলোকের হৃদয় একভাবে গঠিত নয়। তাহাদিগের হৃদয় কোথায় বজ্র অপেক্ষা কঠোর আবার কোথায় বা কুসুম অপেক্ষাও কোমল হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে যাহারা সদ্বংশজাত, তাহারা রমণীসমাজে প্রায় যশস্বিনী হইয়া আপন চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে। রাজমহিষি! এ বিষয়ে আমি নিজেকেই নিদর্শন দিতে পারি। যাহা হউক, দেবি! আপনার ন্যায় আদর্শরমণীর সঙ্গ পাইয়া আমি আজ কৃতার্থ হইলাম এবং আমি বোধ করি আমার সেই অক্ষুণ্ণ চরিত্রবলেই অদ্য আপনার সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম।

বাসবদত্তা আগন্তুক ব্রাহ্মণীর মুখে উল্লিখিত বিবরণ শুনিতে পাইয়া তাঁহাকে যথাযোগ্য আদর সম্ভাষণ করিলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন,— এই ব্রাহ্মণী নিশ্চয়ই সৎকুলজাত। সম্প্রতি ইহার বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার প্রত্যেক কথায়ই উদারতার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ইনি যে ভদ্রমহিলা হইয়াও রাজসভায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে আমি ইহার গৌরবের হানি বিবেচনা করি না, তাহা উঁহার প্রবীণতারই পরিচয়। রাজমহিষী এইরূপ ভাবিয়া অবশেষে বলিলেন,—ব্রাহ্মণি! আপনি যে প্রকৃত উচ্চকুলে জন্মিয়াছেন, তাহাতে আমার অণুমাত্র সন্দেহের বিষয় নাই; কিন্তু এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, কে আপনার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কেমন করিয়াই এই বর্ত্তমান অবস্থা সংঘটিত হইয়াছে?

ব্রাহ্মণী কহিলেন,—দেবি! মালব নামে

প্রসিদ্ধ জনপদ আছে। তথায় পূর্ব্বে অগ্নিদত্ত নামক এক নিষ্ঠাবান্ ও সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন এবং তাঁহার বিষয়-বৈভবও যথেষ্ট ছিল। লক্ষ্মী-সরস্বতী উভয়েই সপত্নী জন্য স্ব স্ব বৈরভাব পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। তিনি প্রাণান্তেও প্রার্থিগণের প্রার্থনা ব্যর্থ করিতেন না। ব্রাহ্মণ অগ্নিদত্তের প্রায় সমস্ত ধনই অর্থিগণের প্রার্থনাপূরণে ব্যয়িত হইয়া গেল, সেই নির্ধনাবস্থায় তাঁহার অনুরূপ দুইটি পুত্রসন্তান উৎপন্ন হয়। পুত্র দুইটির মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম শঙ্করদত্ত এবং কনিষ্ঠের নাম শান্তিকর। কনিষ্ঠ শান্তিকর অপ্রাপ্ত বয়সেই বিদ্যা উপার্জ্জন করিবার জন্য পিতৃগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দেশান্তর আশ্রয় করেন। জ্যেষ্ঠ শঙ্করদত্ত আমার পাণিগ্রহণ করিলেন। আমার বিবাহের কিছুদিন পরেই শ্বশুর অগ্নিদত্ত লোকান্তর প্রাপ্ত হইলেন। শ্বশ্রূঠাকুরাণীও পতিপদ অনুসরণ করিলেন। শ্বশুরের মৃত্যুর পর আমার স্বামীর সংসারের প্রতি কেমন একটা অনাস্থা আসিয়া উপস্থিত হইল, তিনি আমার গর্ভাবস্থায় আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তীর্থপর্য্যটনার্থ দূরদেশে গমন করিলেন! কিন্তু বহুতর তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করিয়াও তিনি পিতামাতার বিয়োগজনিত দুর্ব্বিষহ দুঃখানল নির্ব্বাপিত করিতে পারিলেন না, অবশেষে সরস্বতী-জলে স্বীয় প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া সংসারের দুরপনেয় যন্ত্রণা হইতে নিস্কৃতিলাভ করিলেন। আমার স্বামীর সঙ্গে যে-সকল যাত্রী ছিল, তাহারা ফিরিয়া আসিয়া এই দারুণ সংবাদ আমাকে প্রদান করিল। সংবাদ শুনিয়া আমি সমগ্র বিশ্বসংসার অন্ধকার দেখিলাম। কিন্তু কি করি, আমার গর্ভাবস্থা ছিল, তাই তখন আমি স্বামীর অনুগমন করিতে পারিলাম না। আমার শরীর গভীর শোকে অবসন্ন হইল। সেই দারুণ অবসন্নতা ঘুচিতে না ঘুচিতে হঠাৎ এক দিন কতিপয় দস্যু আসিয়া আমার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গেল, আমি পথের ভিখারিণী হইলাম, একমুষ্টি উদরান্ন সংগ্রহ করা আমার পক্ষে দায় হইয়া উঠিল। কত কাঁদিলাম, কত আর্ত্তনাদ করিলাম, কিন্তু কেহই আমার সে ক্রন্দনের বা আর্ত্তনাদের প্রতিধ্বনি করিল না—বিপদে সহায় হইল না। অবশেষে স্থির করিলাম,—এ দেশে আর থাকিব না, দেশান্তরে গিয়া জীবনরক্ষার উপায় অন্বেষণ করি।

আমি এইরূপ ভাবিতেছি, এই সময় দৈবানুগ্রহে তিনটি ভদ্রবংশীয়া রমণীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। আমি কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহাদিগের নিকট আমার দুঃখের কথা জানাইলাম। রমণীত্রয় আমার দুরবস্থার কথা শুনিয়া দুঃখিত হইল এবং আমাকে সঙ্গে লইয়া দেশান্তরগমনে সম্মতি প্রকাশ করিল। আমি সেই তিনটি ভদ্রমহিলার সহায়তায় ক্রমে স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া তথা হইতে বহুদূরবর্ত্তী একস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেই স্থানে আসিয়াই বৎসরাজ উদয়নের অসীম উদার গুণগৌরবের কথা আমার কর্ণগোচর হইল। আমি তদ্দণ্ডেই সেই রমণীত্রয়ের সহিত বৎসরাজের রাজধানী কৌশাম্বী নগরে প্রবেশ করিলাম। রাজধানীতে প্রবেশ করিবামাত্র আমার গর্ভবেদনা উপস্থিত হইল। অবশেষে সেই রমণীত্রয়ের সহায়তায় বহুকষ্টে আমার এই দুইটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। পুত্রদ্বয়ের মুখ দেখিয়া আমার অন্তরে কিঞ্চিৎ সুখসঞ্চার হইল বটে; কিন্তু দারুণ দারিদ্র্যপীড়নে সে সুখ ক্ষণেক পরেই অস্তমিত হইল। দুঃখের দাবদহনে আমার অন্তর দগ্ধ হইতে লাগিল। আমি শিশুদ্বয়কে বাঁচাইবার জন্য কত ভাবিলাম, কিন্তু ভাবিয়া ভাবিয়া কিছুরই কূল-কিনারা করিতে পারিলাম না। অবশেষে নারীজনের একমাত্র প্রধানভূষণ লজ্জা পরিত্যাগ করিলাম, শিশুদ্বয়সহ একাকিনী রাজদ্বারে প্রবেশ করিলাম এবং রাজদরবারে প্রবেশ প্রাপ্ত হইয়া রাজদর্শনলাভপূর্ব্বক তাঁহাকে আমার দুঃখের কথা জানাইলাম। রাজা প্রসন্ন হইলেন। তাঁহার আদেশে আমি আপনার নিকট আনীত হইলাম। আপনার অনুগ্রহে এক্ষণে আমার সমস্ত বিপদ্ দূর হইয়াছে। দেবি! এই ত' আমি আপনার নিকটে আমার আত্মকাহিনী বিবৃত করিলাম। রাজমহিষি! আপনাকে অধিক আর কি বলিব, আমি বড়ই ভীষণ দুঃখে পতিত হইয়াছিলাম; শান্তিকর নামে যে দেবর ছিলেন, তিনি বিদ্যালাভার্থ বাল্যকালেই দেশত্যাগী; তিনি কোথায় আছেন, আমিও তাহা অদ্যাপি জানিতে পারি নাই।

বাসবদত্তা ব্রাহ্মণীর পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে প্রকৃত উচ্চবংশীয়া সম্ভ্রান্ত মহিলা বলিয়াই স্থির করিলেন। তাঁহার মনে প্রীতির সঞ্চার হইল। তিনি ব্রাহ্মণপত্নীকে কহিলেন,—ব্রাহ্মণি! শান্তিকর নামে একজন বৈদেশিক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত আমাদিগের পৌরোহিত্যে নিযুক্ত আছেন, তিনি অনেকদিন হইতে এই স্থানেই বাস করিতেছেন, আমি বোধ করি, তিনিই আপনার দেবর হইতে পারেন।

বাসবদত্তা এই কথা কহিলে ব্রাহ্মণপত্নী সেই

রাজপুরোহিত শান্তিকরকে দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিতা হইলেন। পরদিবস বাসবদত্তা পুরোহিতকে সংবাদ দিলেন। পুরোহিত রাজ্ঞীর আহ্বানে অন্তঃপুরে উপস্থিত হইলে, বাসবদত্তা অগ্রে তাহার নিকট হইতে তদীয় বংশপরিচয় জ্ঞাত হইয়া বলিলেন,—পুরোহিত ঠাকুর! এই স্ত্রীলোকটি আপনার ভ্রাতৃজায়া, আপনি ইহাকে চিনেন কি? পুরোহিত শান্তিকর ভ্রাতৃজায়াকে বহুদিন দেখেন নাই, সুতরাং সহসা তিনি চিনিতে না পারিয়া ক্রমে সমুদায় ঘটনাই জানিলেন এবং পিতামাতা ও ভ্রাতার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়া ভ্রাতৃজায়াকে রাজধানীস্থ নিজ বাসভবনে লইয়া গেলেন। নিরাশ্রয়া ব্রাহ্মণপত্নীর আশ্রয় হইল। দেবর শান্তিকর তাঁহাকে অনেক প্রবোধবাক্যে পতি ও শ্বশুরের বিয়োগ জন্য শোক ত্যাগ করিতে বলিলেন। ব্রাহ্মণপত্নী দেবরের আশ্রয়ে থাকিয়া, তাঁহার ধর্ম্মানুগত আচার-ব্যবহার ও মিষ্টবাক্যে পূর্ব্বদুঃখ ভুলিয়া গিয়া পুত্র দুইটি সহ তথায় বাস করিতে লাগিলেন। দেবী বাসবদত্তা ব্রাহ্মণীর পুত্রদ্বয়কে বাল্যাবস্থায়ই আপনার ভাবী পুত্রের পুরোহিতরূপে কল্পনা করিয়া রাখিলেন। উহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ শান্তিসোম এবং কনিষ্ঠ বৈশ্বানর নামে অভিহিত হইল। তখন ব্রাহ্মণপত্নী রাজ্ঞী বাসবদত্তা-প্রদত্ত বহু অর্থ বৃত্তি পাইয়া পুত্র দুইটি সহ দেবরের আশ্রয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। এই ব্রাহ্মণপত্নীর নাম পিঙ্গলা। ইনি এখন হইতে পিঙ্গলা নামেই প্রসিদ্ধিলাভ করিলেন। ব্রাহ্মণী সর্ব্বদা বাসবদত্তার নিকট যাতায়াত করায় তিনি তাঁহাকে সখী বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন।

অনন্তর বহুদিবস অতীত হইল, একদিন এক কুম্ভকারপত্নীকে তাহার পাঁচটি পুত্রসন্তান সহ যাইতে দেখিয়া দেবী বাসবদত্তা সখী পিঙ্গলিকাকে বলিলেন,—সখি পিঙ্গলিকে! ঐ দেখ, এক কুম্ভকারপত্নী তাহার পাঁচটি শিশুসন্তান লইয়া কেমন সুখে রাজপথ দিয়া চলিয়া যাইতেছে। আমি উহাকেই ভাগ্যবতী বলিয়া মনে করি। আমার ভাগ্য বিপরীত, তাই আমি অদ্যাপি পুত্রমুখ দেখিতে পাইলাম না। ব্রাহ্মণী পিঙ্গলিকা কহিলেন,—দেবি! আপনি ক্ষোভ করিবেন না। পাপের ফলে দরিদ্রের গৃহে দুঃখভোগ করিবার জন্যই বহু পুত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। আপনার যিনি পুত্র হইবেন, তাঁহার পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্যসঞ্চয় থাকা প্রয়োজন। অল্পপূণ্য ব্যক্তি কখন আপনার পুত্র হইতে পারি[বে] না। অতএব দেবি! আপনি ব্যস্ত বা বি[ষণ্ণ] হইবেন না, অচিরেই আপনার এক উপযুক্ত পু[ত্র] উৎপন্ন হইবে।

পিঙ্গলিকার কথা শেষ হইবামাত্র স্বয়ং বৎসরা[জ] এই সময় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। রাজ্ঞী বাসবদত্তা বৎসরাজকে যথাযোগ্য আদর-অভ্যর্থ[না] করিলে তিনি বলিলেন,—দেবি! আমি জনৈ[ক] যোগিপুরুষের নিকট শুনিয়াছিলাম,—ভগবা[ন্] চন্দ্রশেখরের আরাধনা ব্যতীত আমাদিগের পুত্রপ্রাপ্তি সংঘটিত হইবে না; অতএব তুমি আ[জ] সেই আশুতোষের আরাধনা কর। রাজার কথা[য়] মহিষী আর বিলম্ব করিলেন না, তিনি সেই[দিন] হইতেই ভগবান্ ভূতভাবন ভবানীপতির প্রীতি[র] নমিত্ত ব্রতাবলম্বন করিলেন। মহিষী নিরম্ব[ু] হইলে স্বয়ং রাজাও শঙ্করসেবায় নিবিষ্ট হইলেন।

রাজা ও রাণী তিন দিন তিন রাত্রি পর্য[্যন্ত] উপবাসী থাকিয়া একাগ্রমনে শঙ্করের আরাধ[না] করিলেন। শঙ্কর তুষ্ট হইয়া স্বপ্নাবস্থায় তাঁহাদিগ[কে] বলিলেন,—হে রাজদম্পতি! আমি প্রীত হইয়া[ছি] এক্ষণে তোমরা গাত্রোত্থান কর। আমার প্রসা[দে] অচিরেই তোমরা একটি পুত্রসন্তান লাভ করি[বে] এবং সেই পুত্র কালে সমগ্র বিদ্যাধরদিগের অধি[পতি] হইবে।

ভগবান্ চন্দ্রমৌলির এইরূপ আদেশ পাই[য়া] রাজা ও রাণী উভয়েই জাগরিত হইলেন ও নিজে[দের] কৃতার্থ মনে করিলেন এবং এক অনির্ব্বচনী[য়] প্রমোদ আসিয়া তাঁহাদিগকে আশ্রয় করি[ল]। অনন্তর রাত্রিপ্রভাত হইল, রাজা প্রকৃতিমণ্ডলীকে স্বপ্নবৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া মহোৎসবের সহি[ত] ব্রতের উদ্‌যাপন করিলেন। কিয়দ্দিন অতী[ত] হইলে জনৈক জটাবল্কধারী সাধুপুরুষ আবির্ভূত হই[য়া] স্বপ্নাবস্থায় রাজ্ঞী বাসবদত্তাকে একটি ফল দি[য়া] গেলেন। রাজ্ঞী জাগরিত হইয়া রাজার নিক[ট] স্বপ্নবিবরণ জ্ঞাপন করিলেন। রাজা প্রভাতে দি[য়া] মন্ত্রীদিগের নিকট সেই সংবাদ প্রকাশ করিলে[ন]। মন্ত্রিগণ রাজবাক্য শুনিবামাত্র সকলেই সন্তুষ্ট [হইয়া] বলিলেন,—মহারাজ! এ অতি শুভ স্ব[প্ন]। আপনার আরাধিত ভগবান্ চন্দ্রশেখর স্বয়ং আসি[য়া] ফলচ্ছলে রাজ্ঞীকে পুত্র প্রদান করিয়াছেন; অতএব নিশ্চিন্ত হউন, আপনাদিগের মনোরথসি[দ্ধি] হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই।

দ্বাবিংশ তরঙ্গ

জীমূতবাহনের উপাখ্যান

অনন্তর যথাকালে দেবী বাসবদত্তা গর্ভবতী হইলেন। তাঁহার মুখশ্রী পাণ্ডুবর্ণ হইল, পীনোন্নত স্তনযুগলের অগ্রভাগ কৃষ্ণবর্ণ শোভা ধারণ করিল, শরীর শীর্ণ হইল, দেহে অবসাদ আসিল, মূর্ত্তিমতী বিদ্যার ন্যায় সখীগণ তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইল। রাজা আহ্লাদিত হইলেন। রাজ্ঞী বাসবদত্তা গর্ভাবস্থায় যে সময় যেরূপ অভিলাষ করিতে লাগিলেন, রাজাদেশে তাহা তৎক্ষণাৎ সম্পাদিত হইতে লাগিল। বিদ্যাধরীগণ শূন্যপথে থাকিয়া গর্ভবতী রাজ্ঞীর পরিচর্য্যা করিতে প্রবৃত্ত হইল। রাজ্ঞীর গর্ভসংবাদ শুনিয়া বিচক্ষণ মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ নানা প্রকারে রাজমহিষী বাসবদত্তার মনস্তুষ্টি করিতে লাগিলেন। একদিন রাজ্ঞী নিজ বাসভবনে নিশ্চিন্তমনে বসিয়া আছেন, এই সময় বিদ্যাধরগণের অত্যাশ্চর্য্য কথাসকল শুনিবার জন্য তাঁহার অত্যন্ত কৌতূহল হওয়ায় তিনি তখন মন্ত্রিবর সর্ব্বজ্ঞ যৌগন্ধরায়ণকে সেই নিমিত্ত ডাকাইয়া আনিলেন। যৌগন্ধরায়ণের সঙ্গে সঙ্গে আরও কতিপয় জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তি রাজ্ঞীর বাসভবনের পার্শ্বে আসিলেন, তখন দেবী বাসবদত্তার অভিপ্রায় বুঝিয়া মন্ত্রিবর যৌগন্ধরায়ণ বিদ্যাধরদিগের চরিত্রকথা কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন।

যৌগন্ধরায়ণ কহিলেন,—দেবি! গৌরীর জন্মভূমি প্রসিদ্ধ হিমবান্ পর্ব্বতের যে স্থান বিদ্যাধরগণের নিবাসভূমি বলিয়া বিখ্যাত, তথায় সমগ্র বিদ্যাধরদিগের অধিপতি জীমূতকেতু নামক এক বিদ্যাধর বাস করিতেন। বিদ্যাধর জীমূতকেতুর গৃহপ্রাঙ্গণে এক কল্পবৃক্ষ ছিল। ঐ কল্পবৃক্ষের নিকট যে যাহা প্রার্থনা করিত, কল্পবৃক্ষ তৎক্ষণাৎ তাহাকে তাহা দান করিত। একদিন বিদ্যাধররাজ জীমূতকেতু উদ্যানমধ্যস্থ সেই কল্পতরুর নিকট গিয়া বলিলেন,—হে দেবরূপী বৃক্ষ। আমরা তোমার কাছে যখন যাহা প্রার্থনা করি, তুমি সর্ব্বদাই আমাদিগের সেই প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া থাক; কিন্তু আমার কোন পুত্রসন্তান নাই, এ জন্য অদ্য তোমার নিকট একটি গুণবান্ পুত্র প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আমার এই প্রার্থনা অচিরে পূরণ করিয়া দাও। কল্পবৃক্ষ তৎশ্রবণে উত্তর করিল,—রাজন্। আপনি চিন্তিত হইবেন না, শীঘ্রই আপনার এক পুত্রসন্তান উৎপন্ন হইবে। ঐ পুত্র অত্যন্ত দান-বীর জাতিস্মর এবং সর্ব্বভূতের সাতিশয় হিতকর হইয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইবে। রাজা জীমূতকেতু ঐ কথা শুনিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে কল্পবৃক্ষকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিলেন এবং তৎপরে গৃহে গিয়া নিজ পত্নীর নিকট উক্ত শুভসংবাদ জ্ঞাপনপূর্ব্বক তাঁহাকেও আনন্দিত করিলেন।

কল্পপাদপের কথানুসারে বিদ্যাধররাজ জীমূতকেতু অচিরেই একটি পুত্রসন্তান প্রাপ্ত হইলেন। ঐ পুত্র কালে জীমূতবাহন নামে প্রসিদ্ধ হইল। রাজপুত্র জীমূতবাহন বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বগুণে বিভূষিত হইলেন। সর্ব্বভূতের প্রতি তাঁহার নৈসর্গিক করুণার সঞ্চার হইল। তিনি ক্রমে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া একদিন নির্জ্জনে পিতা জীমূতকেতুকে বলিলেন,—পিতঃ! আমি জানিয়াছি, এ সংসারে সকলই অসার,—কিছুই চিরস্থির নহে। কেবল মহাত্মাদিগের যশই আকল্প পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়া থাকে। যদি পরের উপকার করিয়া যশোলাভ করা যায়, তবে তাহাই আমি পরম লাভ বলিয়া মনে করি। চপলা যেমন পলকের জন্য লোক-লোচনের আনন্দবিধান করিয়া চলিয়া যায়, এই ক্ষণভঙ্গুর ধনসম্পদও আমার সেইরূপ ধারণা হইতেছে। অতএব আমি বলি, আমাদিগের এই যে অভীষ্ট ফলপ্রদ কল্পপাদপ বিরাজমান রহিয়াছে, ইহাকে যদি আমরা পরের উপকারের নিমিত্ত নিয়োগ করি, তবে তাহাতেই আমাদিগের অবিনশ্বর পরম ফললাভ হইবে এবং আমাদিগের এই সৎকার্য্যজনিত যশ চিরদিন লোকমুখে কীর্ত্তিত হইতে থাকিবে। পিতঃ! আমি এক্ষণে কল্পপাদপ দ্বারা দরিদ্রদিগের সমস্ত অভাব দূরীভূত করিব—ইচ্ছা করিয়াছি। অতএব এ বিষয়ে আপনার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি।

বিদ্যাধরাধিপতি জীমূতকেতু পুত্র জীমূতবাহনের এই সাধু প্রার্থনায় সম্মত হইলেন ও তৎক্ষণাৎ এই সৎকার্য্যের অনুমতি দিয়া কল্পবৃক্ষের সমীপে গমনপূর্ব্বক বলিলেন,—হে দেবরূপী কল্পতরু! তুমি সর্ব্বদা আমাদিগের অভীষ্ট ফল দোহন করিয়া থাক, এক্ষণে তোমাকে আমরা প্রার্থিগণের প্রার্থনা-পূরণে নিযুক্ত করিলাম। তুমি অদ্য হইতে পৃথিবীস্থ দরিদ্রদিগের সমস্ত অভাব মোচন করিয়া দাও। বিদ্যাধরপতি কল্পবৃক্ষকে এই কথা কহিলে তদাবধি ভূমণ্ডলে কাহারও দৈন্য রহিল না। কল্পবৃক্ষ প্রতিনিয়ত প্রচুর ধনরত্ন বর্ষণপূর্ব্বক সকলেরই দৈন্য-দারিদ্র্য মোচন করিয়া দিল। প্রজা

সকল অভাব হইতে মুক্ত হইয়া প্রচুর ধনরত্ন লাভে আনন্দিত হইয়া বলিতে লাগিল, অহো! জীমূতবাহনের ন্যায় দয়ালু রাজা আর কুত্রাপি দেখিতে পাই না। ইনি দরিদ্রগণের অভাবমোচনের জন্য কল্পবৃক্ষটি পর্য্যন্ত দান করিয়াছেন। অতএব সংসারে রাজা জীমূতবাহনই একমাত্র ধন্যবাদের পাত্র।

এইরূপে রাজা জীমূতবাহনের দিগ্‌দিগন্তে যশোরাশি বিস্তৃত হইল। রাজা জীমূতবাহনের এই যশোগান তাঁহার শত্রুপক্ষীয় কতিপয় বিদ্যাধরের অত্যন্ত অসহ্য হইল। এক্ষণে কল্পবৃক্ষ অর্থীদিগকে প্রদত্ত হইয়াছে দেখিয়া শত্রুপক্ষীয়েরা জীমূতবাহনকে হীনবল বিবেচনা করায় সহসা তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিল। জীমূতবাহন শত্রুগণের অত্যাচারে উত্যক্ত হইলেন না। তিনি ধীর-স্থিরভাবে তাঁহার পিতার নিকট গমন করিয়া বলিলেন,—পিতঃ! আমাদিগের এই দেহই যখন জলবিম্বের ন্যায় অস্থায়ী, তখন এই ধনসম্পদ্ আর কতদিন? ইহা ত' চপলার ন্যায় অচিরেই চলিয়া যাইবে। অতএব তাহার জন্য পরের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহ করিয়া ফল কি? আমার আত্মীয়গণ শত্রু হইয়া আমার বিষয়বৈভব সমস্তই গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এক্ষণে আমি শত্রুপক্ষীয়দিগকে আমার এই রাজ্যদান করিয়া স্বয়ং অরণ্যবাসী হইব, স্থির করিয়াছি। আমার শত্রুপক্ষীয়দিগেরই মনস্কামনা পূর্ণ হউক। তাহা হইলে আর যুদ্ধ-বিগ্রহাদি দ্বারা আমাদিগের কুলক্ষয় সংঘটিত হইবে না।

পুত্র জীমূতবাহন এই কথা কহিলে বিদ্যাধরপতি পিতা জীমূতকেতু তাহাকে বলিলেন,—পুত্র! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি; বিষয়ভোগে আমার কিছুই স্পৃহা নাই। তোমার এই পূর্ণ যৌবনকাল উপস্থিত; তুমি যখন রাজ্যৈশ্বর্য্য তৃণের ন্যায় তুচ্ছ করিয়া বনগমনে প্রবৃত্ত হইয়াছ, তখন আমি আর এ সংসারে থাকিব কেন? তুমি বনগমনে উদ্যত হইয়াছ, আমাকেও তথায় লইয়া চল। পুত্র জীমূতবাহন পিতার কথায় বিরক্তি করিলেন না। তিনি পিতামাতাকে সঙ্গে লইয়া সেই দিনই মলয়াচলে গমন করিলেন। তাঁহার মনের সকল অশান্তি দূর হইল। তিনি মলয়শৈলস্থ চারুগন্ধবাহি-পবনকম্পিত প্রভূত চন্দনতরু-পরিবৃত একটি নির্জ্জন আশ্রমে থাকিয়া পিতামাতার শুশ্রূষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর কিয়দ্দিন অতীত হইলে সিদ্ধগণের অধিপতি বিশাবসুর পুত্র মিত্রাবসুর সহিত জীমূতবাহনের মিত্রতা হইল। সিদ্ধরাজকুমার মিত্রাবসু এবং বিদ্যাধররাজপুত্র জীমূতবাহন উভয়েই তখন সৌহার্দ্দসূত্রে আবদ্ধ হইয়া সর্ব্ব... পর্ব্বতে পর্ব্বতে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ... পরস্পরের প্রতি পরস্পরের এতদূর অনুরাগ জন্মি... যে, তিলার্দ্ধকাল কেহ কাহাকে না দেখিয়া থাকি... পারিতেন না—যেন উভয় রাজকুমারই একপ্রাণ ... একমন হইয়া সর্ব্বদা অবস্থান করিতেন। বিদ্যাধ... রাজকুমার জীমূতবাহনের পূর্ব্বজন্মে যিনি প্রণয়ি... ছিলেন, তিনি এক্ষণে সিদ্ধগণের অধিপতি বিশাবসু... তনয়া হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। একদি... দৈবক্রমে জীমূতবাহনের সহিত তাঁহার সাক্ষা... হইল। জীমূতবাহন তাঁহাকে দেখিয়াই অত্য... বিস্মিত হইলেন। তিনি সেই রূপলাবণ্য... অনিন্দ্যসুন্দরী সিদ্ধযুবতীর দর্শন পাইবামাত্র অত্য... উদ্বেলিত হইলেন। তিনি একদিন তাঁহা... বন্ধু মিত্রাবসুকে জিজ্ঞাসিলেন,—সখে! এ... ভুবনমোহিনী যুবতী রমণী কে? ইহাকে দেখি... অবধি আমার পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ হইয়া... অতএব বল, আমি অদ্য এই যে সুন্দরী যুব... দেখিলাম, এ কে? মিত্রাবসু কহিল,—সখে... এই যুবতী আমার কনিষ্ঠা ভগিনী, উহার না... মলয়বতী। আমি অনেকদিন হইতেই আমা... ঐ ভগ্নীকে তোমার করে সম্প্রদান করিতে ই... করিতেছি, অতএব তুমি এ বিষয়ে সম্মত হই... আমার অভিলাষ পূরণ কর। বিদ্যাধররাজকু... জীমূতবাহন মিত্র মিত্রাবসুর কথা শুনিয়া বলিলেন... সখে! তোমার ঐ কনিষ্ঠা ভগ্নী পূর্ব্বজ... আমারই ভার্য্যা ছিল। আর তুমিও জন্মা... আমার অভিন্নহৃদয় সুহৃৎ ছিলে। আমি দৈবানু... জাতিস্মর হইয়াছি, পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জন্মের সকল ঘট... আমার মনে আছে।

মিত্রাবসু বলিল,—সখে! তোমার পূর্ব্ব... বৃত্তান্ত স্মরণ আছে, এ কথা শুনিতে পাইয়া আ... বড়ই বিস্মিত হইয়াছি। যাহা হউক, তুমি পূ... জন্মে কি ছিলে এবং কি কি কাজ করি... তাহার কিরূপ পরিণাম লাভ করিয়াছি... তাহা আমাকে বল। জীমূতবাহন বলিলে... —সখে! আমার জন্মান্তরের সমস্ত বৃত্তান্ত তোমা... নিকট ব্যক্ত করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর।—

আমি পূর্ব্বজন্মে একজন গগনবিহারী বিদ্যা...

ছিলাম। একদিন কোন কার্য্যোপলক্ষে আকাশপথে যাইতে যাইতে ক্রমে হিমালয়ের অত্যুচ্চ শৃঙ্গ অতিক্রমপূর্ব্বক অভীষ্ট দিকে গমন করিলাম। হিমালয়ের যে শৃঙ্গের উপরিভাগ দিয়া আমি গিয়াছিলাম, উহার নিম্নভূমিস্থ এক সুরম্য স্থানে হরগৌরী ক্রীড়া করিতেছিলেন, আমি তাঁহাদিগের উপরিভাগ দিয়া চলিয়া যাওয়ায় তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে মানুষ হইয়া জন্মিবার নিমিত্ত অভিশাপ করেন। আমি সেইরূপ অভিশাপগ্রস্থ হইয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইলাম। কিন্তু হরগৌরী আমাকে লক্ষ্য করিয়া পুনরায় বলিলেন,—তুমি মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইয়া কোন বিদ্যাধরীর পাণিগ্রহণান্তে তাহার গর্ভে পুত্রোৎপাদনপূর্ব্বক আবার বিদ্যাধরদেহ লাভ করিতে পারিবে এবং তোমার পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্ত স্মরণ থাকিবে। তাঁহারা এইরূপ অভিশাপ দিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্দ্ধান করিলেন। আমিও অবিলম্বে আমার বিদ্যাধরদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক মর্ত্ত্যে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিলাম। ভূতলস্থ বল্লবী নগরে বণিককুলে আমার জন্ম হইল। আমার পিতা একজন প্রভূত ধনসম্পন্ন বণিক ছিলেন। আমার নাম হইল বসুদত্ত। আমি বণিক বসুদত্ত নামে বিখ্যাত হইয়া যখন বাল্য অতিক্রম করিয়া পূর্ণযৌবন-সীমায় পদার্পণ করিলাম,—তখন পিতা আমাকে বাণিজ্যার্থ দেশান্তরে প্রেরণ করিলেন। আমি পিতার আদেশে প্রচুর বাণিজ্যদ্রব্য লইয়া বহুদূরবর্ত্তী এক দ্বীপে গিয়া উপস্থিত হইলাম। আমার সঙ্গে বাণিজ্য করিবার জন্য আরও কয়েক ব্যক্তি তথায় গিয়াছিল। আমি সেই দ্বীপে উপস্থিত হইয়া আমার সঙ্গীদিগের সহিত নানা নগর পরিভ্রমণপূর্ব্বক বাণিজ্যোপযোগী উত্তম স্থান পরিদর্শন করিতে লাগিলাম। কিন্তু বিধিবিড়ম্বনায় অচিরেই আমার সর্ব্বস্ব অপহৃত হইল। আমি একদিন এক অরণ্যের প্রান্তভাগ দিয়া যাইতেছিলাম, এই সময় একদল দস্যু আমাকে আক্রমণ করিল এবং আমার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠনপূর্ব্বক অবশেষে আমাকেও বন্ধনপূর্ব্বক তাহারা সেই অরণ্যমধ্যে লইয়া গেল। আমি বিপদে অধীর হইলাম না, মনে মনে কেবল ভগবানকে ডাকিতে লাগিলাম। দস্যুগণ অরণ্যের বহুস্থান ঘুরিয়া-ফিরিয়া অবশেষে আমাকে এক চণ্ডিকামন্দিরে লইয়া গেল। আমি বন্ধনাবস্থায় সেই স্থানেই রহিলাম। দস্যুগণ সেইদিন চণ্ডিকার সম্মুখে আমাকে বলিদানপূর্ব্বক দেবীর প্রীতি উপহার প্রদান করিবে, এইরূপ স্থির করিয়া, পূজার আয়োজন করিবার জন্য, সকলেই সে স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিল। আমি একাকী দেবীমন্দিরে অবস্থান করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে ঝনাৎ করিয়া মন্দিরদ্বার খুলিয়া গেল; আমি ভয়চকিতনেত্রে সহসা দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, একজন ভীমাকৃতি বলবান পুরুষ দেবীপূজার্থ কয়েকটি উপকরণ লইয়া মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। ক্রমে জানিতে পারিলাম, এই মন্দিরাগত ব্যক্তির নাম পুলিন্দক এবং ইনি সমগ্র শবরজাতির রাজা। পুলিন্দক পূজা করিবার নিমিত্ত দেবীগৃহে প্রবেশ করিবামাত্র আমার হৃৎপিণ্ড কাঁপিয়া উঠিল, আমি দুশ্চিন্তায় নিমগ্ন হইলাম।

দেবীপূজার্থ আগত পুলিন্দকের আমাকে দেখিয়া দয়া হইল এবং সে সদয় হইয়া আমাকে মুক্ত করিয়া দিবার প্রস্তাব করিল। আমি সে কথার কোন উত্তর করিলাম না। পুলিন্দকের স্নেহ-মমতা ক্রমে আমার প্রতি অত্যধিক মাত্রায় বর্দ্ধিত হইল। অবশেষে সে আত্মবলিদান দ্বারা দেবীর তৃপ্তিবিধান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া আমাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিল। আমি বন্ধনমুক্ত হইয়া সহসা মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। পুলিন্দক পূর্ব্বসঙ্কল্পানুসারে দেবীর সম্মুখে আত্মবলিদান করিতে উদ্যত হইলে দেবী চণ্ডিকা তাহাকে সেই দারুণ ব্যবসায় হইতে নিষেধ করিয়া বলিলেন,—হে শবররাজ! তোমার নিঃস্বার্থ পরোপকার দেখিয়া আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি আমার নিকট অভিমত বর প্রার্থনা কর। পুলিন্দক চণ্ডিকা দেবীকে প্রসন্ন হইতে দেখিয়া বলিল,—দেবি! আপনি যখন প্রসন্ন হইয়াছেন, তখন আর আমার অন্য বরে প্রয়োজন নাই। এই বণিকের সহিত যেন জন্ম-জন্মান্তরে আমার মিত্রতা হয়, আপনি আমাকে এইমাত্র বর প্রদান করুন।

পুলিন্দক এইরূপ বরপ্রার্থনা করিলে দেবী 'তথাস্তু' বলিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। পুলিন্দকও তৎপরে নিজ ভবনাভিমুখে প্রস্থান করিল। আমি বহু কষ্টে সেই অরণ্যমধ্যস্থ দস্যুপল্লী হইতে নিজ দেশে প্রত্যাগমন করিলাম। গৃহে আসিয়া পিতার নিকট আমার বিপদ্বার্ত্তা বলিলাম। আমার পিতা দস্যুহস্তে আমার বন্ধনবার্ত্তা শ্রবণে যতদূর দুঃখিত হইয়াছিলেন, বাণিজ্যদ্রব্যাদিসকল লুণ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া তিনি তত দুঃখিত হইলেন না, আমি ভগবদিচ্ছায় অক্ষতদেহে গৃহাগত হইয়াছি দেখিয়া তিনি তখন এক মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন।

মহোৎসব সম্পন্ন হইল। আমি তদবধি আর কোথাও বাণিজ্যার্থ না গিয়া গৃহেই, অবস্থান করিতে লাগিলাম।

কিয়দ্দিন অতীত হইলে আমাদিগের রাজধানীতে একটি ভয়ঙ্কর ডাকাতি হইল। কয়েকদিন পরে সংবাদ পাইলাম, রাজপুরুষেরা ডাকাতগণকে ধরিয়া রাজধানীতে আনিয়াছে। আমি সংবাদ শুনিয়াই ডাকাতগণকে দেখিবার জন্য কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবের সহিত রাজধানীতে যাত্রা করিলাম। রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া শুনিতে পাইলাম,—ডাকাতগণ কারাগৃহে অবস্থান করিতেছে। আমি তৎশ্রবণে একাকীই সেই কারাগৃহের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলাম এবং আমি দূরে থাকিয়া দেখিলাম,—পূর্ব্বে যে-সকল দস্যুরা আমার বাণিজ্যদ্রব্যাদি লুণ্ঠনপূর্ব্বক আমাকে বন্ধন করিয়া চণ্ডিকামন্দিরে লইয়া গিয়াছিল সেই দস্যুগণই এক্ষণে রাজপুরুষগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া রাজধানীতে আনীত হইয়াছে।—অবিলম্বেই তাহাদিগের বিচারকার্য্য হইবার জন্য রক্ষী পুরুষেরা কারাগৃহ থেকে শৃঙ্খলাবদ্ধ দস্যুদিগকে বিচারালয়ে লইয়া যাইতে লাগিল। আমি একদৃষ্টে একে একে সেই দস্যুগণকে দেখিতে লাগিলাম।

দেখিলাম,—আমার সেই ঘোর বিপদের দিনে যে আমার প্রাণরক্ষার জন্য দস্যুপল্লীস্থ চণ্ডিকামন্দির হইতে আমাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছিল, আমার সেই পরম মিত্র পুলিন্দকও সেই সকল দস্যুর সহিত ডাকাতরূপে ধৃত হইয়া আসিয়াছেন। আমি পুলিন্দককে দেখিয়াই ভাবিলাম,—হায়! নিশ্চয়ই সংসর্গদোষে আমার বন্ধুর এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। আমার জীবনদাতা—আমার উদ্ধারকর্ত্তা এই পুলিন্দকের ন্যায় সদাশয় লোক সংসারে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। অসৎলোকের সহিত একত্র বসবাস করিয়াই ইনি অদ্য এই বিপদে পতিত হইয়াছেন। অতএব এখন যে প্রকারেই হউক, আমি ইঁহার উদ্ধারসাধন করিব।

আমি এইরূপ স্থির করিয়া তৎক্ষণাৎ রাজধানী হইতে নিজালয়ে প্রত্যাগমন করিলাম এবং গৃহে আসিয়া পিতার নিকট সকল কথা খুলিয়া বলিলাম। পিতা তৎশ্রবণে সত্বরই আমাকে লইয়া রাজধানীতে আগমন করিলেন। আমি পিতার সহিত পুনরায় রাজধানীতে আসিয়া মিত্রবর পুলিন্দকের উদ্ধারার্থ প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। আমার পিতা রাজসরকারে একলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়া তাঁহাকে তথা হইতে মুক্ত করিলেন। মিত্র পুলিন্দকের মুক্তির পর তাঁহার সহিত আমার বন্ধুত্ব পূর্ব্বাপেক্ষা সহস্রগুণ বর্দ্ধিত হইল। তিনি কয়েক দিবসমাত্র আমাদিগের গৃহে অবস্থান করিয়া পুনরায় নিজালয়ে প্রস্থান করিলেন।

পুলিন্দক নিজ পল্লীতে উপস্থিত হইয়া প্রতিনিয়ত আমারই হিতচিন্তা করিতে লাগিলেন। কেমন করিয়া কি কার্য্য করিলে আমার কিরূপ উপকার হইবে, সর্ব্বদা কেবল ইহাই তাঁহার চিন্তার বিষয় হইল। মণিমুক্তা প্রভৃতি তাঁহার নিকট প্রচুর ছিল, কিন্তু সে সমুদায় তিনি স্বল্পমূল্য মনে করিয়া তাহা অপেক্ষাও বহুমূল্যের একছড়া গজমুক্তানির্ম্মিত হার আমাকে উপহার দিবার জন্য মুক্তা সংগ্রহ করিতে অভিলাষী হইয়া ধনুর্ব্বাণহস্তে হিমালয়শৈলে গমন করিলেন। হিমালয় গজের আকরস্থান। পুলিন্দক হিমালয়ে গিয়া কতিপয় গজ নিহত করিয়া তাহার মস্তক হইতে মুক্তা আহরণার্থ তথায় পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি হিমালয়ের নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া করিতে সহসা সম্মুখে একটি দেবপুরী দেখিতে পাইলেন। পুরীর একপ্রান্তে একটি স্বচ্ছসলিল সুবিপুল সরোবর ছিল। পুলিন্দক সরোবর দেখিয়া ভাবিলেন,—এই সরোবরের জল পান করিবার জন্য নিশ্চয়ই এ স্থানে বন্য হস্তীগণ আগমন করিয়া থাকে। অতএব আমি তীরধনু লইয়া ইহার তীরে লুক্কায়িত হইয়া থাকি, তাহা হইলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে।

পুলিন্দক মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া সেই সরোবরের তীরস্থিত একটি নিভৃত স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সরোবরের অদূরবর্ত্তী এক সুরম্য উদ্যানমধ্যে ভগবান চন্দ্রশেখরের একটি মন্দির ছিল। ঐ মন্দিরস্থিত ভগবান্ শঙ্করমূর্ত্তির পূজা করিবার জন্য দেবকন্যাগণ প্রায়ই বিবিধ উপহার লইয়া তথায় আগমন করিতেন। পুলিন্দক গজযূথের আগমন-প্রতীক্ষায় একদৃষ্টে সেই সরোবরের পর পারের দিকে তাকাইয়া আছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন,—সে সরোবরতীরস্থ উদ্যান-মধ্যবর্ত্তী চন্দ্রশেখরের পূজা করিবার জন্য একটি পরম রমণীয়াকৃতি দেবকন্যা সিংহারোহণে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পুলিন্দক এই ব্যাপার দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত ভাবিলেন—ইনি মানবী না দেবী! যদি মানবী হইবেন, তবে সিংহবাহিনী হইয়া এই দুর্গম গিরিকান্তারে আসিবার প্রয়োজন

কি? আর যদি প্রয়োজনই থাকে, তবে এখানে এরূপভাবে মানবীর আগমন সম্ভবই বা হইবে কেন? তবে কি ইনি নিশ্চয় কোন দেবী বা দেবকন্যা হইবেন? তাই বা বিশ্বাস করি কেমন করিয়া? আমরা নরলোক, সাধনা ব্যতীত কোন দেবী বা দেবকন্যা আসিয়া আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইবেন কেন? অথবা হয়ত জন্মান্তরে আমি কোন সুকৃতিসঞ্চয় করিয়াছিলাম, তাহারই ফলে আমার আজ দেবীদর্শন ঘটিল! যাহা হউক, এই রমণী দেবীই হউন অথবা কোন মানবীই হউন, আমি যদি কোনগতিকে ইহাকে আমার সেই মিত্র বণিকপুত্রের সহিত সম্মিলিত করিয়া দিতে পারি, তাহা হইলে আমার দ্বারা তাঁহার অন্য একটি উপকার সাধিত হইবে।

মিত্র পুলিন্দক মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া তখন সেই সরোবরতীরস্থ নিভৃত স্থান হইতে বহির্গত হইয়া ধীরে ধীরে সেই উদ্যান-মধ্যবর্ত্তিনী রমণীর পার্শ্বে গমন করিলেন। রমণী অমনি সিংহ হইতে অবতরণপূর্ব্বক সম্মুখস্থ সরোবরে প্রবেশ করিয়া তাহা হইতে প্রস্ফুটিত পদ্মসকল চয়ন করিতে লাগিলেন। মিত্র পুলিন্দক তদ্দর্শনে মস্তক অবনমনপূর্ব্বক তাঁহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন। তখন রমণী তাঁহাকে অতিথিজ্ঞানে স্বাগত-সম্ভাষণ দ্বারা আপ্যায়িত করিয়া বলিলেন,—তুমি কে? কি জন্য এই অতি দুর্গম পার্ব্বত্য-ভূভাগে আগমন করিয়াছ? পুলিন্দক উত্তর করিলেন,—দেবি! আমি একজন ভগবতী ভবানীর চরণ-শরণ-পরায়ণ পথিক। শবরকুলে আমার জন্ম হইয়াছে। আমি সমগ্র শবরজাতির উপর আধিপত্য করিয়া আসিতেছি। আমার নাম পুলিন্দক। আমি গজমুক্তা সংগ্রহ করিবার জন্য এই দুর্গম গিরিকান্তারে আগমন করিয়াছি। এক্ষণে আপনাকে দেখিয়া আমার এক পরম হিতৈষী সুহৃৎকে মনে পড়িয়াছে। সুন্দরি! আমার সেই সুহৃদের নাম বসুদত্ত। বণিককুলে তাঁহার জন্ম। তিনি রূপে, গুণে, যৌবনে এ বিশ্বভুবনে অদ্বিতীয় পদলাভ করিয়াছেন। তাঁহার অলৌকিক রূপরাশির দিকে দৃষ্টি করিলে নয়ন যেন অমৃতধারায় অভিষিক্ত হইতে থাকে। কে জানে—কোন্ রমণী কিরূপ ভাগ্যবৈভবে তাঁহার ন্যায় পতির পাণিগ্রহণে আত্মাকে চরিতার্থ করিবেন। আমি মনে করি,—আপনার ন্যায় রতিপ্রতিম রমণী যদি সেইরূপ সর্ব্বগুণান্বিত পুরুষের প্রণয়িনীপদ প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে আপনার এই লোচনলোভনীয় রূপ, মদনের ফুলধনু এবং বিধাতার বিশিষ্ট বিধাননৈপুণ্য এই তিনটিরই যথার্থ সার্থকতা সম্পাদিত হয়।

শবরাধিপতি পুলিন্দকের এই কথা শুনিয়া সেই সিংহবাহিনী কামিনী কামশরে জর্জ্জরিত হইল। সে আমার গুণগৌরবের বিষয় মনে মনে আলোচনা করিয়া পুলিন্দককে বলিল,—হে শবররাজ! তুমি যাহার রূপগুণের প্রশংসা করিতেছ, তোমার সেই সুহৃৎ কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছেন, তুমি তাঁহাকে এই স্থানে আনয়ন কর, আমি তাঁহাকে একবার দেখিতে ইচ্ছা করিতেছি।

মিত্র পুলিন্দক এই কামিনীর কথা শ্রবণে মনে মনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া আত্মাকে চরিতার্থবোধে তৎক্ষণাৎ সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। তিনি পথে পথে নিজ কার্য্যসিদ্ধির বিষয়-চিন্তা করিতে করিতে কয়েকদিন পরেই নিজ পল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমার সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য অতি সত্বরই তিনি বহু লক্ষ মুদ্রা মূল্যের রত্নাদি লইয়া নিজ পল্লী হইতে আমাদিগের বল্লবীনগরস্থ রাজভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমার পিতা শবররাজ পুলিন্দককে আসিতে দেখিয়া যথাযোগ্য আদর-অভ্যর্থনা করিলেন। মিত্র পুলিন্দকও আমার পিতার পাদবন্দনান্তে সেই সকল বহুমূল্য রত্নরাশি অতিসম্মানের সহিত তাঁহাকে প্রদানপূর্ব্বক পরম আনন্দিতচিত্তে সেইদিন আমাদিগের আলয়ে অবস্থান করিলেন। অনন্তর রাত্রিসমাগমে আমরা উভয়েই এক নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া নানা রহস্য কথা বলিতে লাগিলাম। অনেক কথার পর অবশেষে মিত্র পুলিন্দক আমার নিকট সেই হিমালয়শৈলবাসিনী কামিনী-সম্বন্ধীয় সমস্ত কথা ব্যক্ত করিয়া সেই রাত্রিতেই স্বগ্রাম পরিত্যাগপূর্ব্বক তথায় যাইবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিলেন। মিত্রের মুখে কামিনীর অমানুষোচিত রূপলাবণ্যের কথা শ্রবণ করিয়া অবধি আমার মন কেমন উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, সেই মুহূর্ত্তেই গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক মিত্র পুলিন্দকের সহিত হিমাচলাভিমুখে প্রস্থান করিলাম। পরদিবস পিতা আমাকে গৃহে না দেখিয়া প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হইলেন, কিন্তু মিত্র পুলিন্দক আমার সঙ্গে আছে ভাবিয়া শেষে আর ততদূর উদ্বেগগ্রস্ত হইলেন না। তিনি আমার সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াই রহিলেন।

আমরা যথাকালে হিমালয়ে উপস্থিত হইলাম। মিত্র পুলিন্দক পূর্ব্ব হইতেই পার্ব্বত্য পথাদির

বিষয় বিদিত ছিলেন। আমরা ক্রমে সেই সরোবরসমীপে উপনীত হইয়া তথায় জলপান ও বনজাত সুস্বাদু ফলমূলাদি আহার করিলাম এবং পরে রাত্রি উপস্থিত দেখিয়া অরণ্যমধ্যবর্ত্তী এক বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া রহিলাম। পরদিন রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র আমি সেই সিংহবাহিনী সুন্দরীর সন্দর্শনার্থ চিন্তা করিতেছি, এই সময় হঠাৎ আমার দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত হইতে লাগিল। আমি এই শুভ নিমিত্তদর্শনে আশায় উৎফুল্ল হইয়া তৎক্ষণাৎ মিত্র পুলিন্দকের সহিত সেই সরোবরতীরে গমন করিলাম। সরোবরপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া কিয়ৎকাল এদিক-ওদিক বিচরণ করিতেছি, ইতিমধ্যে সহসা সেই সিংহবাহিনী ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি আমার নেত্রগোচর হইল। হঠাৎ সেই কমনীয়কান্তি কামিনীরত্নের সন্দর্শনে তৎকালে বিস্ময়, উল্লাস ও ঔৎসুক্যাদিবশতঃ আমার হৃদয় যেন এক অনির্ব্বচনীয় ভাবাবেশে বিভোর হইয়া পড়িল।

সেই সিংহবাহিনী রমণীও সেই স্থানে আসিবামাত্র সিংহ হইতে অবতরণ করিয়া সরোবরে স্নান করিল এবং স্নানান্তে সরোবর হইতে পুষ্পচয়ন করিয়া তীরস্থ উদ্যান-মধ্যবর্ত্তী চন্দ্রশেখরের মন্দিরমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহার পূজাদি সমাপনান্তে তথা হইতে বাহির হইতেছেন, আমার মিত্র পুলিন্দক এই সময় ধীরে ধীরে মন্দিরপ্রান্তে উপনীত হইয়া বিনীতভাবে বলিল—দেবি! আমার নাম পুলিন্দক। আমি শবরকুলে উৎপন্ন হইয়াছি, সমগ্র শবরজাতি আমার অধীন। পূর্ব্বে আপনার সহিত এই স্থানে আমার একবার পরিচয় হইয়াছিল, তাহাতে আমি আপনার নিকট আমার সুহৃদের রূপগুণের বিষয় বর্ণন করায় আপনি তাহাকে দেখিতে চাহিয়াছিলেন। এক্ষণে আপনার অভিপ্রায়ানুসারে আমি তাঁহাকে লইয়া আসিয়াছি, আপনি অবলোকন করুন।

পুলিন্দকের প্রস্তাবে রমণীর পূর্ব্বকথা স্মরণ হইল। সে তৎকালে অন্য কিছু না কহিয়া আমাকে তাহার সম্মুখে লইয়া যাইবার জন্য পুলিন্দককে বলিল। মিত্র পুলিন্দক তৎক্ষণাৎ আমাকে সেই মন্দিরের সম্মুখে লইয়া গেল। আমি উপস্থিত হইবামাত্র রমণী সবিস্ময়ে আমার সর্ব্বাঙ্গ সন্দর্শন করিতে লাগিল। আমার নবযৌবনের দিকে দৃষ্টি করিয়া সে আমাকে দ্বিতীয় কন্দর্প বলিয়া মনে করিল। তখন রমণী কামাবেশে বিবশ হইয়া সানুরাগনয়নে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মিত্র পুলিন্দককে বলিতে লাগিল,—হে শবরপতি! তোমার এই বন্ধুকে আমি এতক্ষণ পর্য্যন্ত দেখিলাম, দেখিয়া আমার নয়ন চরিতার্থ হইল। আমার মনে হইতেছে—ইনি সাধারণ মানুষ নহেন,—বুঝি বা কোন দেবতা আমাকে বঞ্চনা করিবার জন্য অদ্য এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। নতুবা এরূপ আকৃতি কখন মনুষ্যের হইতে পারে বলিয়া ধারণা হয় না।

আমি রমণীর মুখে ঐ কথা শুনিয়া বলিলাম, সুন্দরি! আমি বাস্তবিকই মানব। তোমার ন্যায় সরলস্বভাব রমণীজনকে প্রতারণা করিয়া আমার কোনই ফল নাই, তোমার প্রত্যয়ের জন্য বলিতেছি, আমি বল্লবীপুরবাসী জনৈক ধনাঢ্য বণিকের পুত্র। আমার নাম বসুদত্ত। পিতা অপুত্রক অবস্থায় মহেশ্বরের আরাধনা করেন, সেই আরাধনান্তে আমি তাঁহার পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করি। ক্রমে আমি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পিতা আমাকে বসুদত্ত নামে অভিহিত করেন। পিতার আদেশে এক সময় আমি বাণিজ্য করিতে গিয়াছিলাম। তখন বাণিজ্য উপলক্ষে এই শবরাধিপতি পুলিন্দকের সহিত আমার অকৃত্রিম সৌহার্দ্দসঞ্চার হয়। এই শবররাজ আমারই একটি বিশেষ হিতসাধনের জন্য পূর্ব্বে একবার এই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন এবং সেই সময়ই তোমার সহিত ইহার আলাপ-পরিচয় হয়। ইনি তোমার নিকট আমাকে পরিচিত করিয়া পরে তোমারই অভিপ্রায়ানুসারে আমাকে এই স্থানে লইয়া আসিয়াছেন।

আমি এইরূপ আত্মপরিচয় প্রদান করিলে তখন সেই ললনা লজ্জাবনতমুখী হইয়া বলিল,—হাঁ, এরূপ হওয়া অসম্ভব নহে। মহেশ্বরের আরাধনা করায় তিনি আমাকেও গত রাত্রে স্বপ্নাবস্থায় এইরূপ আদেশ করিয়াছেন যে, অদ্য আমার পতিপ্রাপ্তি ঘটিবে। তা এক্ষণে আমার সেই স্বপ্নদর্শন সফল হইল। মহেশ্বরের কৃপায় অদ্য আপনাকে আমি পতিরূপে প্রাপ্ত হইলাম। আর আপনার এই মিত্র শবররাজ অদ্য হইতে আমার ভ্রাতা হইলেন।

অনন্তর সেই ললনার পাণিগ্রহণ করিবার জন্য মিত্র পুলিন্দকের সহিত পরামর্শ করিয়া তথা হইতে সেই রমণীসহ নিজালয়ে আগমন করাই সঙ্গত বলিয়া মনে করিলাম এবং তদনুসারে আমাদিগের অভিপ্রায় তাহাকে জানাইলাম। রমণী আমাদিগের কথায় সম্মতা হইয়া ইঙ্গিতমাত্র নিজ বাহন সিংহকে মন্দির সম্মুখে আনয়ন করিল। তখন সেই অনিন্দিতাঙ্গী সুন্দরী আমাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল,—আর্য্যপুত্র!

আপনি এই সিংহের একপার্শ্বে উপবেশন করুন। আমি তৎশ্রবণে আমার সুহৃদ্বয়ের অনুমতি লইয়া সিংহোপরি আরোহণ করিলাম এবং সেই প্রিয়তমা রমণীকে আমারই উৎসঙ্গে উপবেশন করিতে বলিলাম। আমার কথানুসারে রমণী তাহাই করিল। তখন সিংহ আমাদিগকে লইয়া পথ অতিক্রম করিতে লাগিল। মিত্র পুলিন্দক পদব্রজেই অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিলেন। ক্রমে আমরা বল্লবীপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পুরবাসীরা আমাকে সিংহারূঢ় দেখিয়া অত্যধিক আশ্চার্য্যান্বিত হইল। পিতা আমার আগমন-সংবাদ পাইয়া আমাকে দেখিবার জন্য হৃষ্টান্তঃকরণে সত্বর স্বভবন হইতে বহির্গত হইলেন। ইতিমধ্যে আমিও আমাদিগের ভবনপ্রান্তে গিয়া উপনীত হইলাম। তখন পিতাকে সম্মুখে দেখিয়া সত্বর প্রিয়তমাসহ সিংহ হইতে অবতরণপূর্ব্বক তাঁহার পাদবন্দনা করিলাম। পিতা বহুদিন পরে ভার্য্যা ও মিত্রের সহিত আমাকে গৃহাগত দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। আমার প্রিয়তমার অলৌকিক রূপলাবণ্যদর্শনে তিনি যে কতদূর আনন্দ অনুভব করিলেন, তাহা বর্ণন করা যায় না। তিনি তখন উৎসবসহকারে আমাদিগকে পুরপ্রবেশ করাইলেন। আমার পিতৃদেব আমাদিগের বিবরণ জানিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইলেন। তখন তাঁহার কৌতূহলনিবৃত্তির জন্য মিত্র পুলিন্দক তাঁহার নিকট আদ্যন্ত সকল ঘটনাই প্রকাশ করিয়া বলিলেন। সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পিতা হৃষ্টচিত্তে মিত্র পুলিন্দককে বহুবার প্রশংসা করিলেন এবং অবিলম্বেই একটি মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া তদুপলক্ষে আত্মীয়-স্বজনদিগকে উত্তম অন্ন-পানাদিদানে পরিতৃপ্ত করিলেন।

উক্ত মহোৎসবের পরই পিতা মহাসমারোহের সহিত সেই প্রিয়তমা ললনার সহিত আমার বিবাহ দিলেন। শুভদিনে শুভমুহূর্ত্তে যখন আমাদিগের বিবাহব্যাপার নিষ্পন্ন হইয়া গেল, তখন সেই সিংহ তদ্দর্শনে সহসা সর্ব্বজনসমক্ষে আপন সিংহরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক দিব্য একটি পুরুষাকার ধারন করিল। তাহাকে ঐরূপ দেখিবামাত্র উপস্থিত সকলেই এ কি হইল! এ কি হইল! বলিয়া বিস্ময়বিহ্বলভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। তখন সেই দিব্য পুরুষ আমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল,—হে বণিকযুবক! আমি তোমার নিকট আমার পূর্ব্ববৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর।

আমি প্রসিদ্ধ বিদ্যাধরকুলে উৎপন্ন হইয়াছিলাম। আমার নাম চিত্রাঙ্গদ। আপনি যে কন্যাটির পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, ইঁহার নাম মনোবতী। এই মনোবতী আমারই কন্যা। আমি ইঁহাকে প্রাণ অপেক্ষা অধিক ভালবাসিতাম এবং সর্ব্বদা ইহাকে ক্রোড়ে করিয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিতাম। একদিন মন্দাকিনীর তপোবনমণ্ডিত তীরভূমির উপর দিয়া আমার কন্যাকে লইয়া গমন করিতেছিলাম, এই সময় একজন তপস্বী গঙ্গাগর্ভে বসিয়া যোগাভ্যাস করিতেছিলেন। আমার কণ্ঠে একগাছি পুষ্পমালা ছিল। দ্রুতবেগে যাইবার সময় সেই পুষ্পমালা সহসা তপস্বিবরের পৃষ্ঠদেশে পতিত হওয়ায় তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে এইরূপ অভিসম্পাত করিলেন যে,—রে পাপিষ্ঠ বিদ্যাধর! তুই অহঙ্কারে মত্ত হইয়া তপস্বিজনকে অবজ্ঞা করিতেছিস্। অতএব তুই আমার শাপে সিংহ হইয়া বনে বনে পরিভ্রমণ কর্! তোর কন্যা তোর পৃষ্ঠে উপবেশন করিয়া হিমালয় পর্ব্বতের নানাস্থানে বিচরণ করিতে করিতে যখন কোন মানব কর্ত্তৃক পরিণীতা হইবে, তখনই তোর শাপান্ত হইবে।

আমি সেই তেজস্বী তপস্বীর অমোঘ অভিশাপবশতঃ তদ্দণ্ডেই সিংহরূপ ধারণ করিলাম এবং তদবধি নিরন্তর হিমালয় পর্ব্বতের নানাস্থান পরিভ্রমণ করিতে লাগিলাম। আমার কন্যা মনোবতী আমার পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক শঙ্করপূজার্থ প্রত্যহ হিমালয়শৈলস্থ একটি সরোবরতীরে গমন করিত, পূজান্তে পুনরায় তাহাকে লইয়া আমি নিজ আবাসস্থানে আগমন করিতাম। অনন্তর শবরাধিপতি পুলিন্দকের যত্নে যে প্রকারে এই কন্যার বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা সমস্তই আপনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এক্ষণে আমার শাপান্ত হইল, আমি যথাস্থানে গমন করিতেছি। আপনার মঙ্গল হউক।

বিদ্যাধর চিত্রাঙ্গদ এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ শূন্যমার্গে উত্থিত হইলেন। ক্ষণেক পরে আমরা কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। বিদ্যাধরের বিবরণ শ্রবণে তৎকালে আমরা সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলাম। আমার পিতা পুত্রবধূকে বিদ্যাধরকন্যা বলিয়া জানিতে পারিয়া শ্লাঘ্য সম্বন্ধ বিবেচনায় মনে মনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তখন আমার প্রতি শবরাধিপতির যে কি পরিমাণ অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ সঞ্চিত হইয়াছে, আমার পিতৃদেব তাহার ইয়ত্তা করিতে পারিলেন না। এদিকে মিত্র পুলিন্দকও আমার ঐরূপ প্রিয়ানুষ্ঠান করিয়া মনে মনে তৃপ্তি

অনুভব করিলেন না! তিনি অবশেষে তাঁহার সমগ্র অরণ্যরাজ্য আমাকে সমর্পণ করিলেন।

অনন্তর আমি আমার প্রণয়িনী মনোবতী এবং পরমমিত্র পুলিন্দকের সহিত মহাসুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলাম। শবরাধিপতি প্রায় অধিকাংশ সময়ে আমার নিকটে বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপ পরস্পর পরম সৌহার্দ্দে আমাদিগের মিত্রদ্বয়ের সুখময় কাল অতিবাহিত হইতে লাগিল। বিধাতার ইচ্ছায় অচিরেই আমার একটি সর্ব্বজনহৃদয়ানন্দন পুত্রসন্তান উৎপন্ন হইল। কালক্রমে সেই পুত্র হিরণ্যদত্ত নামে বিখ্যাত হইল। আমি যথাকালে পুত্রকে বিদ্যাভ্যাস করাইয়া অবশেষে একটি উপযুক্ত পাত্রীর সহিত তাহার বিবাহ দিলাম। আমার পিতা পৌত্রের দারপরিগ্রহান্তে সংসারের চরম সুখ অনুভব করিয়া দেহত্যাগার্থ ভাগীরথীতীরে গমন করিলেন। আমি পিতৃশোকে কোন প্রকারে জীবনরক্ষা করিয়া সংসারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলাম। সংসারে আমার কোন সুখেরই অভাব বোধ হইল না। আমি প্রিয়তমা মনোবতীর মুখারবিন্দ সন্দর্শন এবং পরমমিত্র পুলিন্দকের সস্নেহ সম্ভাষণ এই উভয় সুখকেই সর্ব্বসুখ অপেক্ষা অধিক বলিয়া মনে করিতে লাগিলাম।

কালক্রমে জরা আসিয়া আমার দেহ আক্রমণ করিল। আমি তখন পুত্রকে সর্ব্ববিষয়ে উপযুক্ত দেখিয়া সংসারের যাবতীয় ভার তাহার উপর ন্যস্ত করিয়া স্বয়ং বার্দ্ধক্যজীবনে শান্তিলাভ করিবার জন্য সস্ত্রীক কালঞ্জর পর্ব্বতে উপনীত হইলাম। মিত্র পুলিন্দকও আমার সহিত গমন করিল। আমি কালঞ্জর পর্ব্বতে গমন করিবামাত্র আমার শাপবৃত্তান্ত স্মরণ হইল। পূর্ব্বে হরগৌরী আমাকে যে অভিশাপ দিয়াছিলেন, তাহা আমার স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় আমি পূর্ব্বে যে বিদ্যাধর ছিলাম এবং কোন্ অপরাধে আমি যে মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি, ইত্যাদি সকল ঘটনাই একে একে আমার মনে জাগিয়া উঠিল। আমি তদ্দণ্ডেই পত্নী মনোবতী এবং সখা পুলিন্দকের নিকট সমস্ত বিবরণ ব্যক্ত করিয়া আমার মানুষী তনু পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলাম। ভগবান্ শঙ্করের নিকট তখন আমি এইরূপ প্রার্থনা জানাইলাম যে, আমার জন্ম-জন্মান্তরে যেন আমি এই পত্নী ও মিত্রকে প্রাপ্ত হইতে পারি। শঙ্করের নিকট উক্তরূপ প্রার্থনা করিয়া তদ্দণ্ডেই আমি পত্নী ও মিত্র সমভিব্যাহারে সেই গিরিশিখর হইতে নিপতিত হইলাম। তথা হইতে পতিত হইবামাত্র আমাদিগের সকলেরই দেহত্যাগ হইল। অনন্তর ক্রমে আমি বিদ্যাধরকুলে জাতিস্মর হইয়া জন্মগ্রহণ করিলাম, আমার সেই মিত্র পুলিন্দক সিদ্ধরাজ বিশ্বাবসুর পুত্ররূপে এবং পত্নী মনোবতী তাঁহার কন্যারূপে উৎপন্ন হইলেন। সিদ্ধরাজ বিশ্বাবসুর সেই পুত্রই তুমি। তোমার নাম মিত্রাবসু আর তাঁহার কন্যার নাম মলয়বতী।

জীমূতবাহন, সখা মিত্রাবসুর নিকট এইরূপে তাঁহার জন্মান্তরীয় সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া পরে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন,—সখে! আমি তোমাকে আমার পূর্ব্বতন ঘটনাসকল বলিলাম, তাহাতে তুমি এক্ষণে বুঝিয়া দেখ, তুমিই আমার সেই পূর্ব্বতন মিত্র পুলিন্দক; আর তোমার ঐ ভগিনী মলয়বতী আমার পূর্ব্বপ্রণয়িনী মনোবতী। অতএব তুমি যে তোমার ভগিনী মলয়বতীর সহিত আমার বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছ, তাহা অসঙ্গত হয় নাই। আমি স্বচ্ছন্দে তাহা করিতে পারি, কিন্তু আমার বৃদ্ধ পিতামাতা আশ্রমে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাদিগের অনুমতি না লইয়া আমি স্বয়ংপ্রবৃত্তভাবে এ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারি না। অতএব এ বিষয় সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদিগের অনুমতি লইয়া কাজ করাই সর্ব্বোতোভাবে বিধেয়।

মিত্রাবসু জীমূতবাহনের কথাবসানে তাঁহার পিতামাতার নিকট গমনপূর্ব্বক জীমূতবাহনের বিবাহসম্বন্ধে তাঁহাদিগের মত চাহিলেন। বৃদ্ধ বিদ্যাধরদম্পতী তাহাতে সম্মত হইলেন। এদিকে মিত্রাবসুও তাহার পিতামাতার নিকট ভগিনীর বিবাহসম্বন্ধে প্রস্তাব করিল। মিত্রাবসুর পিতামাতা জীমূতবাহনের করে কন্যা সম্প্রদান করিতে পারিবেন শুনিয়া মনে মনে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তখন বরকন্যা উভয় পক্ষেরই সম্মতি অনুসারে অতি শীঘ্রই জীমূতবাহন ও মলয়বতীর বিবাহব্যাপার নির্ব্বাহ হইবে। এই বিবাহোপলক্ষে বিদ্যাধরগণ এক মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান করিল। উৎসবান্তে সকলেই সন্তুষ্টচিত্তে সে স্থান হইতে বিদায় হইল। জীমূতবাহন মলয়বতীকে বিবাহ করিয়া মলয়াদ্রিস্থিত আপন আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। শ্বশুর বিশ্বাবসু এই বিবাহে জামাতা জীমূতবাহনকে বহু ধনরত্ন যৌতুক দিয়াছিলেন, জীমূতবাহন শ্বশুর-প্রদত্ত সমস্ত বস্তুই পিতামাতার নিকট আনিয়া সমর্পণ করেন এবং পত্নী মলয়বতীকে সঙ্গে লইয়া প্রত্যহ পিতামাতার যথোচিত শুশ্রূষা করিতে আরম্ভ

করিলেন। পিতামাতা বার্দ্ধক্য-জীবনে পুত্র ও পুত্রবধূর শুশ্রূষাব্যাপারে সাতিশয় সন্তুষ্টচিত্তে দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে জীমূতবাহন মলয়াচলস্থিত আশ্রমে থাকিয়া প্রতিনিয়ত পিতামাতার সেবা-শুশ্রূষা করিতে করিতে পত্নীসহ মহাসুখে বহুদিন অতিবাহিত করিবার পর একদিবস তাঁহার শ্যালক মিত্রাবসুর সহিত নানাস্থান পরিদর্শন করিতে বহির্গত হইলেন। ক্রমে বহুস্থান বিচরণ করিয়া তাঁহারা সমুদ্রতীরে গমন করিলেন। এইখানে আসিয়া তাঁহারা দেখিলেন,—একটি স্ত্রীলোক সমুদ্রতীরে বসিয়া ক্রন্দন করিতেছে এবং একটি যুবাপুরুষ তাহাকে ক্রন্দন করিতে নিষেধ করিতেছে। জীমূতবাহন এই ব্যাপার দেখিয়া ঔৎসুক্যের সহিত তাহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। যুবক নিজপরিচয় প্রদানপূর্ব্বক বলিল,—মহাশয়! এই স্ত্রীলোকটি আমার মাতা। আমি নাগকুলে উৎপন্ন হইয়াছি। আমার নাম শঙ্খচূড়। পূর্ব্বকালে নাগমাতা কদ্রুর সহিত বিনতার—সূর্য্যের ঘোড়ার রঙ লইয়া বিবাদ হয়। বিনতা বলেন সূর্য্যদেবের অশ্ব শাদা, কদ্রু বলেন কালো। এই বিবাদে পরাজিতাকে দাসীত্ব করিবার পণও স্থির হয়। তখন জয়াভিলাষিণী কদ্রু নিজ সন্তান নাগদের পাঠাইয়া তাহাদের ফুৎকারে অশ্বের বর্ণ বিষসম্পর্কে কালো করিয়া দেন; তাহাতে বিনতা পরাজিতা হইয়া কদ্রুর দাসীত্ব করিতে থাকেন। স্ত্রীজনের কাছে অন্যের অভ্যুদয় অসহ্য।

কিছুকাল পরে বিনতার পুত্র গরুড় কদ্রুর জননীর দাসীত্ব-মোচনের কি প্রতিদান, তাহা প্রার্থনা করেন, ইহাতে নাগেরা বলিল, দেবতারা ক্ষীরোদসাগর মন্থন করিতেছেন, তুমি যদি তথা হইতে সুধাভাণ্ডটি আনিয়া দাও, তবে তোমার মাতার দাসীত্ব-মোচন হইতে পারিবে।

অনন্তর গরুড় ক্ষীরোদসাগরে গিয়া দেবতাদের নিকট হইতে সুধাভাণ্ড লইবার জন্য প্রবল বিক্রম প্রকাশ করেন, ইহাতে ভগবান নারায়ণ প্রীত হইয়া গরুড়কে বর লইতে বলেন। গরুড় ঐ আজ্ঞা পাইয়া নাগেরা আমার ভক্ষ্য হউক, এই বর চাহিলেন, ভগবান্ তাহাই হইবে, বলিয়া বর দিলেন। এই সময় ইন্দ্র গরুড়কে বলিলেন, তুমি সুধাভাণ্ড লইয়া যাইতেছ যাও, তবে তাহারা ভক্ষণ না করে, দেখিও, আমি ছল করিয়া লইয়া আসিব। অতঃপর গরুড় আসিয়া নাগদের কাছে কুশের উপর ভাণ্ডটি রাখিয়া বলিল, আমার জননীর দাসীত্ব ছাড়াইয়া দাও, তবে অমৃত খাইও। নাগেরা সুধা দেখিয়াই আনন্দে বিনতাকে দাসীত্ব হইতে মুক্ত করিল। গরুড় বিনতাকে লইয়া প্রস্থান করিলে নাগেরা পবিত্র হইয়া অমৃত খাইব স্থির করিয়া নদীতে স্নানার্থে অবতরণ করিল। এই সুযোগে ইন্দ্র আসিয়া সুধাভাণ্ডটি অপহরণ করিয়া লইয়া গেলেন। স্নানোত্তর নাগেরা আসিয়া সুধাভাণ্ড না দেখিয়া বিহ্বল হইল এবং সেই কুশরাশি চাটিতে থাকিল, তাহাতে তাহাদের জিহ্বা কাটিয়া যাওয়ায় তদবধি তাহারা দ্বিজিহ্ব হইয়াছে। অতিলোভীদের শেষে উপহাসাস্পদ হইতেই হয়, অন্য লাভ ঘটে না।

গরুড় তখন হইতে পাতালে গিয়া নাগকুল ভক্ষণ করিতে থাকিলেন, ইহাতে নাগবংশ লোপ হইতে থাকে দেখিয়া বাসুকি গরুড়ের সঙ্গে সন্ধি করিলেন যে, তোমাকে আর পাতালে আসিতে হইবে না। প্রত্যহ সমুদ্রতীরে তোমার খাইবার জন্য একটি করিয়া নাগ পৌঁছাইয়া দিব। তদবধি নাগরাজ প্রজাদের মধ্য থেকে একটি করিয়া নাগ গরুড়কে খাইবার জন্য দিয়া আসিতেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অদ্য আমার পালা উপস্থিত হইয়াছে, আমি সে নিমিত্ত ভয়ে সত্বরই সমুদ্রতীরে উপনীত হইয়াছি। এই আমার জননী এক্ষণে পুত্রবিয়োগ জন্য ভাবী দুঃখে অভিভূত হইয়া ক্রন্দন করিতেছেন। আমি ইহাকে কিছুতেই সান্ত্বনা করিতে পারিতেছি না।

নাগতনয় শঙ্খচূড়ের ইতিবৃত্ত শুনিয়া জীমূতবাহনের দয়া হইল। তিনি গরুড়ের কবল হইতে শঙ্খচূড়কে রক্ষা করিবার জন্য নিজপ্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া শঙ্খচূড়কে বলিলেন,—নাগতনয়! বাসুকির কি বীর্য্যহীন রাজত্ব। তিনি নিজহস্তে প্রজাদিগকে শত্রুর ভক্ষ্য করিয়া দিতেছেন। তা তিনি প্রথমেই নিজপ্রাণ কেন না দিয়া নিজ বংশক্ষয় প্রার্থনা করিলেন আর কশ্যপের ঔরসে জন্মিয়া গরুড়েরই বা এ কি পাপ অনুষ্ঠান। দেহের জন্য মহদ্ব্যক্তিরই বা এ কি মোহ! যাহা হউক, তুমি ভীত হইও না। আমি আত্মদেহ দান করিয়াও তোমার জীবনরক্ষা করিতে প্রস্তুত রহিলাম। শঙ্খচূড় কহিল,—মহাশয়! আপনি যে একজন অসাধারণ পুরুষ, তাহা আপনার গুরুগম্ভীর আকৃতি ও সদুদার বাক্যাবলী দ্বারাই বুঝিতে পারিয়াছি।

কিন্তু আপনি ওরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বলিবেন না। কাচের নিমিত্ত কখনও বহুমূল্য মাণিক্য নষ্ট করা যায় না। আমি একজন ক্ষুদ্র ব্যক্তি, আমার জীবনরক্ষার জন্য আপনি আত্মপ্রদান করিবেন কেন? গরুড়ের উদরপূরণের জন্য ক্রমান্বয়ে বহু শত নাগ আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া সত্যপথ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, সুতরাং আমিও অদ্য নিয়মানুসারে আত্মদান দ্বারা সত্যরক্ষা করিব।

সাধুচেতা শঙ্খচূড় এইরূপে জীমূতবাহনকে বারবার নিষেধ করিল এবং গরুড়ের আগমনবেলা উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া বারিধিতীরস্থিত গোকর্ণাখ্য শিবমূর্ত্তিকে নমস্কারপূর্ব্বক পুনরায় যথাসময় নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিবার জন্য সত্বর তথা হইতে প্রস্থান করিল। এদিকে জীমূতবাহন শঙ্খচূড়কে রক্ষা করিবার এই উপযুক্ত অবসর মনে করিয়া সমভিব্যাহারী মিত্রাবসুকে কোন কার্য্য-ব্যপদেশে তথা হইতে স্বগৃহে প্রেরণ করিলেন। মিত্রাবসু প্রস্থান করিলে জীমূতবাহন নির্দ্দিষ্ট বধ্যশিলার উপর গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি যে শিলার উপর দাঁড়াইলেন, নিয়মানুসারে নাগগণও গরুড়ের ভক্ষণার্থ প্রতিদিন তাহারই উপরে আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। এক্ষণে জীমূতবাহন শিলারোহণ করিবার কিঞ্চিৎ পরেই গরুড়ের ভোজনকাল উপস্থিত হইল। যথানিয়মে গরুড় আসিয়া শিলাস্থিত জীমূতবাহনকে চঞ্চু দ্বারা গ্রহণপূর্ব্বক এক গিরিশিখরোপরি লইয়া গেল। গরুড়ের কবলে পতিত হইয়া জীমূতবাহনের মন বিচলিত হইল না। প্রত্যুত আত্মদান দ্বারা একজন প্রাণীর প্রাণরক্ষা করিতে পারিলেন বলিয়া, তাঁহার মনে তখন আনন্দেরই উদ্রেক হইল। এদিকে গরুড় তাঁহাকে গিরিশিখরে লইয়া যাইবামাত্র অবিলম্বেই তাঁহার রক্তমাংসাদি ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। জীমূতবাহনের এইরূপ আত্মদানে সহসা স্বর্গ হইতে অবিরল কুসুমবর্ষণ হইতে লাগিল। পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতে দেখিয়া গরুড় মনে মনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া রহিল। এদিকে শঙ্খচূড় গোকর্ণ শিবকে নমস্কারান্তে সেই বধ্যশিলাভূমির নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিল,—শিলাতল রক্তাক্ত হইয়া রহিয়াছে। তখন সে মনে মনে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিল,—হায় হায়! আমার জন্য একজন মহাত্মার জীবন বিনষ্ট হইল। আমি ভগবানকে নমস্কার করিতে গিয়াছিলাম, ইতিমধ্যে গরুড় আসিয়া তাঁহার প্রাণ-নাশ করিল। হায়! সেই ক্ষুধিত গরুড় মহাত্মাকে লইয়া কোন্ স্থানে গমন করিয়াছে, আমি এক্ষণে একবার তাহার সন্ধান করিয়া দেখি।

সাধুহৃদয় শঙ্খচূড় এইরূপ স্থির করিয়া তৎক্ষণাৎ জীমূতবাহন ও গরুড়ের অন্বেষণার্থ সে স্থান হইতে বহির্গত হইল।

এদিকে জীমূতবাহনের দেহ হইতে অজস্র রক্তধারা নির্গত হইতে লাগিল। গরুড় চঞ্চু দ্বারা দেহের নানাস্থান হইতে মাংস তুলিয়া লইয়াছে, কিন্তু জীমূতবাহন তাহাতেও বিচলিত হইতেছেন না, তাঁহার মুখে বিষাদের লেশমাত্রও নাই। গরুড় জীমূতবাহনকে তদবস্থ দেখিয়া তাহার মাংসভক্ষণে বিরত হইল এবং বিস্ময়ের সহিত মনে মনে ভাবিতে লাগিল,—অহো, এ কি হইল! এই ব্যক্তিকে ত আমার সাধারণ মনুষ্য বলিয়া বোধ হইতেছে না। আমি ইহাকে ভক্ষণ করিবার জন্য ইহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিয়াছি, কিন্তু এ ব্যক্তি তাহাতে কিঞ্চিৎমাত্র কষ্ট অনুভব করিতেছে না, বরং নিজ দেহ পরিত্যাগ করিতে ইহাকে অত্যধিক উৎসাহসম্পন্ন দেখিতেছি। অতএব আমার বোধ হইতেছে এ ব্যক্তি কখনও নাগসন্তান নহে।

পক্ষিরাজ গরুড় মনে মনে এইরূপ তর্কবিতর্ক করিতেছে, এই সময় জীমূতবাহন তাহাকে বলিলেন,—পক্ষিরাজ! তুমি আমার মাংসভক্ষণ হইতে বিরত হইলে কেন? এই দেখ, এখন পর্য্যন্ত আমার দেহে প্রচুর রক্তমাংস রহিয়াছে। রক্ত-মাংসাদি ভক্ষণ করিয়া তুমি যে তৃপ্ত হইয়াছ, এক্ষণে আমার এইরূপও ধারণা হইতেছে না। অতএব কি নিমিত্ত তুমি তোমার আহারকার্য্য হইতে বিরত হইলে? গরুড় উত্তর করিল,—মহাশয়! আপনাকে আমার নাগকুলোৎপন্ন বলিয়া মনে হইতেছে না। আমার নিশ্চয়ই ধারণা হইতেছে, আপনি অবশ্য কোন ভদ্রবংশজাত অসাধারণ লোক। এক্ষণে পরোপকারার্থ হউক অথবা অন্য কোন কারণেই হউক, আপনি নিজপ্রাণ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আপনি যে একজন অতি উদারচেতা মহাপুরুষ, তাহা আপনার ব্যবহারেই বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু আপনার নাম-ধাম আমি কিছুই জানি না। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার নিকট তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন, উহা শুনিবার জন্য আমার মন বড়ই ব্যগ্র হইতেছে। জীমূতবাহন আত্মগোপন করিয়া উত্তর করিলেন—পক্ষিরাজ! প্রকৃতই আমি নাগসন্তান। তুমি আমাকে যথেচ্ছ ভক্ষণ কর।

জীমূতবাহন এই কথা বলিতে বলিতে নাগতনয় শঙ্খচূড় তাহার অদূরে উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল—গরুত্মন্! তুমি ঐ ব্যক্তিকে ভক্ষণ করিও না। উনি নাগসন্তান নহেন। আমিই নাগতনয়। আমার নাম শঙ্খচূড়। আমাকেই তোমার ভক্ষণ করিবার কথা। অতএব তুমি উঁহাকে শীঘ্রই পরিত্যাগ কর। শঙ্খচূড়ের এই কথা শুনিয়া গরুড় বিস্মিত হইলেন, আবার জীমূতবাহন আত্মদানে পরের উপকার করিতে পারিলেন না বলিয়া তখন মনে মনে কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইলেন। ক্রমে সকলেরই পরিচয় ব্যক্ত হইল। গরুড় জানিতে পারিল—সে যাহাকে ভক্ষণার্থ চঞ্চুপুট দ্বারা গিরিশিখরে আনয়ন করিয়াছে, তাঁহার নাম জীমূতবাহন, তিনি সমগ্র বিদ্যাধরদিগের রাজা। গরুড় এই কথা শুনিয়া জীমূতবাহনের মাংসভক্ষণরূপ আত্মকৃত অপরাধের জন্য অনুতাপ করিতে করিতে বলিল,—অহো! আমি কি দুষ্কার্য্যই অনুষ্ঠান করিয়াছি। আমি না জানিয়া-শুনিয়া ঘোর পাপে মগ্ন হইয়াছি। অতএব এই পাপ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য অগ্নিপ্রবেশই এক্ষণে আমার পক্ষে সঙ্গত। পক্ষিরাজ এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ অগ্নি প্রজ্বালনপূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল। জীমূতবাহন ঐ ব্যাপার দর্শনে গরুড়কে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন,—হে পক্ষীন্দ্র! তুমি বিষণ্ণ হইও না। তুমি যদি বাস্তবিকই পাপের জন্য অনুতপ্ত হইয়া থাক, তবে আমার কথানুসারে অতঃপর তুমি আর ভুজঙ্গদিগকে ভক্ষণ করিও না। পূর্ব্বে যে-সকল সর্পের প্রাণ-বিনাশ করিয়া উদরসাৎ করিয়াছ, এক্ষণে তাহাদিগের জন্য অনুতাপ কর। এইরূপ করিলেই তুমি পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে।

গরুড় এই কথা গুরুবাক্যের মত অঙ্গীকার করিয়া পূর্ব্বভুক্ত সর্পগণকে জীবিত করিবার জন্য স্বর্গ হইতে অমৃত আনয়ন করিল। অমৃত লইয়া আসিবামাত্র দুন্দুভি বাজিল। এদিকে জীমূতবাহনের পত্নীর আরাধনায় প্রীতা ভগবতী স্বয়ং আসিয়া জীমূতবাহনের দেহে অমৃতসিঞ্চন করিলেন এবং গরুড় সর্প-কঙ্কালসমূহে সুধাসিঞ্চন করিবামাত্র পূর্ব্বভুক্ত সর্পগণ জীবনপ্রাপ্ত হইল। সমুদ্রের সমগ্র বেলাভূমি অমৃতময় হইয়া উঠিল। তৎকালে নানা-স্থানের ভুজঙ্গগণ গরুড়ের কোপ হইতে মুক্ত হইয়া জীমূতবাহনকে দেখিবার জন্য সেই স্থানে আগমন করিল। জীমূতবাহনের ক্ষত অঙ্গে অমৃতধারা নিপতিত হওয়ায় তাঁহার দেহ পূর্ব্বের ন্যায় হইল। জীমূতবাহন আত্মদানে উদ্যত হইয়া ভুজঙ্গকুলের পরম উপকার করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার যশ চারিদিকে ব্যাপ্ত হইল। জীমূতবাহনের পিতামাতা এবং পত্নী তাঁহারাও আশ্রমে থাকিয়া এই সংবাদ শ্রবণে আনন্দপ্রকাশ করিলেন। বিদ্যাধর জীমূতবাহনের শত্রুগণ পর্য্যন্ত প্রীত হইল। তাহারা জীমূতবাহনের সর্ব্বজনহিতকর ব্যবহারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার পূর্ব্বাপহৃত রাজ্যৈশ্বর্য্য পুনরায় তাঁহাকেই প্রত্যর্পণ করিল। তখন জীমূতবাহন সেই পর্ব্বতশিখর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পিতামাতা ও পত্নীসহ পুনরায় সম্মিলিত হইলেন। তাঁহার কিছুরই অভাব রহিল না। তিনি সমগ্র বিদ্যাধরগণের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া প্রিয়া মলয়বতী এবং মিত্র মিত্রাবসুর সহিত পূর্ব্ববৎ পরমসুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

মন্ত্রিবর যৌগন্ধরায়ণ এই উপাখ্যান বর্ণন করিলে দেবী বাসবদত্তা তৎশ্রবণে সাতিশয় আনন্দ অনুভব করিলেন এবং তাঁহার গর্ভে বিদ্যাধরকুমার জন্মগ্রহণ করিবেন, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি স্বামী-সহ সেইদিন সুখে অতিবাহিত করিলেন।

ত্রয়োবিংশ তরঙ্গ

নরবাহনদত্তের উৎপত্তি

অনন্তর পরদিন বাসবদত্তা পার্শ্বে বসিয়া বৎসরাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন,—আর্য্যপুত্র! আমি যেদিন হইতে এই গর্ভধারণ করিয়াছি, সেই-দিন হইতেই ইহার রক্ষাকার্য্যে ক্রমে আমার অত্যন্ত কষ্টবোধ হইতেছে। কিন্তু অদ্য রজনীযোগে আমি যখন এই বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রিত হইলাম, তখন স্বপ্নে এক মহাপুরুষের দর্শন পাইলাম। ঐ মহাপুরুষের হস্তে ত্রিশূল এবং মস্তকে পিঙ্গলবর্ণ সুদীর্ঘ জটা। তিনি অতি কৃপাকুল হইয়া আমাকে বলিলেন—বৎসে! তুমি তোমার এই গর্ভরক্ষা-বিষয়ে কোনরূপ চিন্তা করিও না। আমার প্রসাদে তুমি যখন উপযুক্ত পুত্রলাভার্থ গর্ভধারণ করিয়াছ, তখন আমিই উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিব। তোমার প্রত্যয়ের জন্য আমি আর একটি কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। অদ্য রাত্রিপ্রভাতে একটি স্ত্রীলোক অন্যান্য কয়েকজন লোকের সহিত তাহার পতিকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনিয়া বৎসরাজের নিকট বিচারার্থ উপস্থিত হইবে। ঐ স্ত্রীলোকটা দুশ্চারিণী

এবং ছলে বলে কৌশলে তাহার পতির প্রাণনাশ করাই তাহার উদ্দেশ্য। সুতরাং এই কুলটা স্ত্রীলোকটা আত্মপক্ষ-সমর্থনের জন্য বিচারকালে যাহা কিছু বলিবে, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং সে যে অভিযোগ উপস্থিত করিবে, তাহারও মূলে সত্যের সংস্রব কিছুই থাকিবে না। তুমি তোমার স্বামী বৎসরাজকে পূর্ব্বাহ্ণেই বলিয়া রাখিও, তিনি যেন উহার স্বামীকে তৎক্ষণাৎ মুক্ত করিয়া দেন। মহাপুরুষ স্বপ্নাবস্থায় আমাকে ঐরূপ আদেশ করিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। তাঁহার অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে আমারও নিদ্রাভঙ্গ হইল। এক্ষণে সেই স্বপ্নজ্ঞাত সকল বৃত্তান্তই আপনাকে বলিলাম।

বৎসরাজ মহিষী-মুখে ঐ সকল কথা শুনিয়া তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডলীর নিকট তাহা প্রকাশ করিলেন। মন্ত্রিগণ সকলেই উহা শঙ্করের প্রসাদ বলিয়া বিবেচনা করিয়া সবিস্ময়ে রাজ্ঞীর স্বপ্নবিবরণ প্রত্যক্ষ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলেন।

সভায় রাজা, মন্ত্রী ও অন্যান্য সকলেই সমাসীন। স্বপ্নজ্ঞাত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য সকলেরই মন ব্যগ্র। হঠাৎ প্রতিহারী আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বৎসরাজের নিকট নিবেদন করিল,—দেব! একটি অপরিচিতা স্ত্রীলোক তাহার পাঁচটি পুত্র ও অন্যান্য কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবে পরিবৃতা হইয়া দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছে। স্ত্রীলোকটার স্বামী ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়িয়াছে, স্ত্রীলোকটা বিচারার্থিনী হইয়া বলপূর্ব্বক তাহাকে আকর্ষণ করিতেছে। এক্ষণে মহারাজের অনুমতি হইলে তাহাদিগকে রাজদরবারে আনয়ন করি।

রাজা প্রতিহারীর কথায় বাসবদত্তার স্বপ্নবিবরণ স্মরণ করিয়া বিস্ময়ের সহিত সত্বরই তাহাদিগকে সভায় আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। রাজার সন্নিহিত আসনে সমাসীনা দেবী বাসবদত্তাও এই ব্যাপারে তাঁহার স্বপ্নদর্শন সত্য বলিয়া মনে করিলেন এবং অচিরেই যে তাঁহার একটি সুসন্তান জন্মগ্রহণ করিবে, তৎপক্ষে নিশ্চিন্ত ও নিঃসন্দেহ হইলেন।

আগন্তুক রমণীর আকৃতি তেজস্বিনী হইলেও সে অতি বিনয়ের সহিত কাতরকণ্ঠে রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—মহারাজ! আমি বিপদে বিচারার্থিনী হইয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। আমার অভিযোগ এই যে, আমার এই স্বামী বিনা অপরাধে আমাকে কঠোর নির্য্যাতন করিতেছে। আমি কোনরূপ অন্যায় আচরণ করি না, তথাপি আমার পতি আমাকে অন্ন প্রদান করিতেছে না।

স্ত্রীলোকটা রাজার নিকট এইরূপ অভিযোগ উপস্থিত করিলে তাহার স্বামী সবিনয়ে বলিল,—মহারাজ! এ অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। ঐ পাপীয়সী কুলটা রমণী উহার কয়েকজন বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিয়া আমাকে বিনাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে। আমি কখনই অন্নবস্ত্রদানে ত্রুটি করি নাই। পাপিনী মহারাজের নিকট মিথ্যা কহিতেছে। আমি উহাকে অন্নবস্ত্র দিয়েছি কি না, তাহা গ্রামস্থ সকলেই জানে, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহাদিগের সাক্ষ্য গ্রহণ করুন।

রাজা অভিযুক্ত ব্যক্তির কথা শুনিয়া বলিলেন,—আর অন্য সাক্ষ্যের প্রয়োজন নাই। স্বয়ং ভগবান শঙ্করই রজনীযোগে ইহার সাক্ষ্য দিয়াছেন। অতএব এই মিথ্যাবাদিনী স্ত্রীলোকটাকেই এক্ষণে ইহার বন্ধু-বান্ধবের সহিত দণ্ডিত করা যাউক। রাজার এই কথায় প্রতিবাদ করিয়া বিজ্ঞ মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ তাঁহাকে বলিলেন,—দেব! লৌকিক সাক্ষ্য গ্রহণ না করিয়া সহসা এরূপভাবে বিচার নিষ্পত্তি করা উচিত হইতেছে না। আর স্বপ্ন-বিবরণে যে প্রমাণ পাইয়াছি, তাহা আমাদিগের বিশ্বাসযোগ্য এবং আমরা সেই অনুসারেই কার্য্য করিব; কিন্তু তথাপি অপর জনসাধারণের প্রত্যয়ের জন্য আমার মতে প্রমাণান্তর গ্রহণ করিয়া ইহাকে দণ্ডিত করিলে ভাল হয়।

মন্ত্রীর প্রস্তাবে রাজা সম্মত হইয়া তখন অপর কয়েক ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করিলেন। তিনি তাহাদিগের সাক্ষ্যেও সেই দুশ্চারিণী স্ত্রীলোকটাকে অপরাধিনী বিবেচনা করিয়া তাহার বন্ধু-বান্ধবের সহিত তাহাকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন এবং সেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সত্যবাদী ও নির্দ্দোষ বলিয়া বুঝিতে পারিয়া সন্তোষের সহিত তাহার পুনরায় দারান্তর পরিগ্রহের ব্যয় দিয়া তাহাকে স্বস্থান-গমনের অনুমতি দিলেন। সভাস্থ সকলেই সুবিচারে প্রীত হইল। বৎসরাজ তাঁহার সভাসদ্‌দিগকে বলিলেন,—সংসারে অসতী স্ত্রীলোকমাত্রেই অত্যন্ত ক্রূরবুদ্ধি হয়। তাহারা পাপপথে এতদূর অগ্রসর হয় যে নিজ স্বামীকে জীবদ্দশায়ই নানা লাঞ্ছনা অবমাননা, অবশেষে নিধন পর্য্যন্ত করিতে কুণ্ঠিত হয় না। আর যাহারা সচ্চরিত্রা ও সৎকুলপ্রসূতা, তাহাদিগের স্বামী নির্গুণ হইলেও তাহারা তাহাকে ভক্তি করে এবং প্রাণান্তেও স্বামীর অপ্রিয়াচরণ করেনা।

সন্তাপহারিণী সুস্নিগ্ধ শীতল ছায়ার ন্যায় সতত তাহারা স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হইয়া থাকে। যাঁহাদিগের জন্মান্তরীয় প্রভুত পুণ্যসঞ্চয় থাকে প্রায় তাঁহাদের ভাগ্যেই তাদৃশ রমণীরত্নের প্রণয়ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

বৎসরাজ এই বলিয়া তৎকালে সতী ও অসতী দিগের চরিত্রসম্বন্ধে নানারূপ সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী তদীয় প্রিয় সুহৃদ্ বসন্তক তাঁহাকে বলিলেন,—দেব! স্থানবিশেষে স্ত্রী-পুরুষের যে দ্বন্দ্ব ও সস্নেহভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা তাহাদিগের জন্মান্তরীয় অভ্যাসবশেই প্রায় সংঘটিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বজন্মে যে যেরূপ প্রকৃতিসম্পন্ন হয়, জন্মান্তরেও তাহাকে সেই প্রকৃতি আসিয়া আশ্রয় করে। আমি এ সম্বন্ধে আপনার নিকট একটি গল্প বলিতেছি, শ্রবণ করুন,—

পূর্ব্বে বারাণসীধামে সিংহবিক্রম নামক জনৈক কৃতবিদ্য ব্যক্তি তত্রত্য রাজা বিক্রমচণ্ডের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি রাজসরকারে কর্ম্ম করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন। তাঁহার সংসারে কিছুরই অভাব বা অস্বচ্ছলতা ছিল না। রাজভবনে বা অন্যান্য শিক্ষিত সমাজেও তাঁহার মানসম্ভ্রম যথেষ্ট ছিল। সিংহবিক্রম সর্ব্বপ্রকারে সুখী হইয়াও একটি বিষয়ে তাঁহার শান্তি আদৌ ছিল না। তিনি যথাকালে বিবাহ করেন, বিবাহান্তে নবপত্নীকে সযত্নে গৃহে আনেন, পত্নী গৃহে আসিলে নিজের সমস্ত ধন-সম্পত্তিই তাহার করে সমর্পণ করেন। ক্রমে বয়স হইল, সিংহবিক্রমের পত্নী পর পর তিনটি পুত্রসন্তান প্রসব করিল। সিংহবিক্রম ভাবিলেন—আমি সুখী হইলাম। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ।

সিংহবিক্রমের স্ত্রী কলহকরী তখন হইতে প্রকৃতই কলহকরী হইয়া উঠিল। সংসারে কোনরূপ অভাব বা কোনরূপ বিবাদ-বিসম্বাদের কারণ কিছুই ছিল না। কিন্তু তথাপি একটা সূত্র ধরিয়া সর্ব্বদাই সে তাহার স্বামীর সহিত বিবাদ করিতে লাগিল। একটু কালের জন্যও সেই ঝগড়া-বিবাদ থামিল না। সুতরাং সিংহবিক্রম অবশেষে তাঁহার স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিন্ধ্যারণ্যে গমন করিলেন। এইখানে আসিয়া তিনি দেবী বিন্ধ্যবাসিনীর শরণাপন্ন হন। দেবী বিন্ধ্যবাসিনী তাহাকে আদেশ করেন,—বৎস! তুমি যে জন্য দুঃখিত হইয়াছ, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি, কিন্তু তুমি এক কাজ কর। আমার আদেশে পুনরায় তুমি বারাণসীধামে ফিরিয়া যাও; তথায় উপস্থিত হইবামাত্র তুমি সম্মুখে একটি অশ্বত্থবৃক্ষ দেখিতে পাইবে। ঐ অশ্বত্থতরুর নিম্নে মৃত্তিকার মধ্যে একটি মণি আছে, তুমি তথাকার মৃত্তিকা খননপূর্ব্বক সেই মণিটি গ্রহণ করিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই সমস্ত বিষয় অবগত হইতে পারিবে। পূর্ব্বজন্মে স্ত্রী-পুরুষ পরস্পর অসমানজাতীয় থাকিলেই জন্মান্তরে মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইয়া নিয়ত ঝগড়া-বিবাদের সহিত তাহাদিগকে কাল কর্ত্তন করিতে হয়। তোমার স্ত্রী জন্মান্তরে কি জাতি ছিল এবং তুমিই বা কোন্ জাতির অন্তর্গত ছিলে, উক্ত মণির সাহায্যে তোমার তাহা সহজেই উপলব্ধি হইবে এবং উহা জানিতে পারিলেই উক্ত বিবাদ জন্য তোমার মনোমালিন্য অনেকটা ঘুচিয়া যাইবে।

সিংহবিক্রম দেবী বিন্ধ্যবাসিনীর এইরূপ আদেশ পাইয়া বারাণসীধামে উপস্থিত হইলেন, সেই অশ্বত্থপাদপের মূলদেশ খননপূর্ব্বক মৃত্তিকামধ্য হইতে মণি উত্তোলন করিলেন,—সেই অপূর্ব্ব মণি উত্তোলিত হইবামাত্র তিনি ভাবিলেন,—এই মণির দ্বারা সর্ব্বাগ্রে দেখিব, আমার স্ত্রী পূর্ব্বে কি জাতি ছিল এবং আমিই বা তখন কোন্ জাতি হইয়া জন্মিয়াছিলাম। সিংহবিক্রম এইরূপ স্থির করিয়া আপনাদিগের উভয়ের পূর্ব্বজাতি দেখিবার জন্য মণির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। দৃষ্টিপাতমাত্র তিনি দেখিলেন,—তাঁহার স্ত্রী জন্মান্তরে এক ভয়ঙ্কর ভল্লুকী হইয়াছিল আর নিজে এক ভয়াবহ সিংহ ছিলেন। সিংহবিক্রম মণির সাহায্যে আপনাদিগের স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর এইরূপ জন্মান্তরীয় জাতিভেদ লক্ষ্য করিয়া মনে মনে বলিলেন,—দেবী বিন্ধ্যবাসিনী আমাকে যাহা বলিয়া দিয়াছেন, তাহাই ত' সত্য। আমাদিগের জন্মান্তরীয় জাতিভেদবশতই সর্ব্বদা এইরূপ বিবাদ-বিসম্বাদ হইতেছে। আমি সিংহ ছিলাম, আমার স্ত্রী ভল্লুকী ছিল। সুতরাং আমাদিগের এই নিত্যবিরোধী জাতিদ্বয়ের সর্ব্বদা ঝগড়া-বিবাদ হইবারই ত' কথা। অতএব এ বিষয়ে আর অকারণ দুঃখ করিয়া ফল কি; কপালে যাহা ছিল, তাহা ঘটিয়াছে। বিধাতার বিধান অন্যথা করিবার সাধ্য নাই। এক্ষণে এই অসমানজাতীয় স্ত্রীর সংসর্গ ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য।

সিংহবিক্রম এইরূপ স্থির করিয়া অবশেষে সেই মণির সাহায্যে স্থানান্তরে অন্য একটি সিংহজাতীর কন্যা দেখিয়া তাহার পাণিগ্রহণ করিলেন। এইবার

তাঁহার প্রকৃত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বর্দ্ধিত হইল। তিনি তখন হইতে পরমানন্দে পত্নীসহ সময়াতিপাত করিতে লাগিলেন।

বসন্তক এই গল্পটি বলিয়া পুনরায় বৎসরাজকে বলিলেন,—রাজন্! সংসারে স্ত্রী-পুরুষদিগের মধ্যে এইরূপ জাতিপার্থক্যবশতই পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদ সংঘটিত হইয়া থাকে, জন্মান্তরে স্ত্রী-পুরুষ অসমানজাতীয় থাকিলেই পরস্পরের প্রতি পরস্পর অনুরক্ত হয়, আর ইহার বিপরীত হইলে নিত্য বিরোধ অবশ্যম্ভাবী।

বৎসরাজ বয়স্য বসন্তকের মুখে এই বিচিত্র কথা শুনিয়া পত্নীসহ পরম পরিতোষপ্রাপ্ত হইলেন। কিঞ্চিৎ পরেই সভাভঙ্গ হইল। সভাস্থ সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর কিয়ৎকাল পরেই বৎসরাজ উদয়নের মন্ত্রী, সেনাপতি ও বয়স্য প্রভৃতির এক একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিল। পুত্র জন্মিবার পর তাঁহারা সকলেই সন্তুষ্টমনে নিজ নিজ পুত্রের নামকরণ করিলেন। যৌগন্ধরায়ণের পুত্র মরুভূতি, রুমণ্বানের হরিশিখ, বসন্তকের তপন্তক এবং প্রতীহারাধ্যক্ষ নিত্যোদিতের পুত্র গোমুখ নামে প্রসিদ্ধ হইল। এই পুত্রগণ সকলেই ভাবী রাজচক্রবর্ত্তি রাজপুত্রের নিত্যসহচর হইয়া তদীয় শত্রুকুল নির্ম্মূল করিবার জন্যই দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

অতঃপর দশমমাস উপস্থিত হইল। গর্ভবতী রাজ্ঞী বাসবদত্তা ক্রমে এক-একটু গর্ভবেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। তখন আদেশমত অবিলম্বে এক বিচিত্র সূতিকাগৃহ নির্ম্মিত হইল, সূতিকাগৃহন্যস্ত সমুজ্জ্বল রত্নপ্রভায় গৃহাভ্যন্তর বিনা প্রদীপে প্রদীপিত হইয়া উঠিল। বহুসংখ্যক পরিচারিকা এবং বহুদর্শিনী ধাত্রিকাগণ রাজ্ঞীর শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল। পুত্রবতী রমণীগণ সূতিকাগৃহের সম্মুখে আসিয়া রাজ্ঞীর সুখপ্রসবার্থ নানারূপ বিধিব্যবস্থা করিতে লাগিল। শুভক্ষণে রাজ্ঞী সূতিকাগৃহে প্রবেশ করিলেন। পুরোহিতগণ দেবার্চ্চনাদি বিবিধ মাঙ্গলিক কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। অনন্তর রাজ্ঞী বাসবদত্তা বিনা ক্লেশে অতি অল্পসময়ের মধ্যেই একটি শুভলক্ষণসম্পন্ন পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবার পরই রাজপুরী আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইল। ক্রমে এই আনন্দবার্ত্তা বৎসরাজের কর্ণগোচর হওয়ায় তিনি প্রচুরতর প্রমোদভরে আত্মহারা হইলেন। পুত্রোৎপত্তির সংবাদদাতা রাজার নিকট হইতে যে কতপ্রকার দানমানাদি প্রাপ্ত হইয়া কি পরিমাণ সন্তোষলাভ করিল, তাহা অবর্ণনীয়। শুধু সংবাদদাতা নহে—রাজপ্রদত্ত প্রচুর ধনরত্ন পাইয়া প্রত্যেক পুরবাসী আজ অপার আনন্দে মগ্ন হইল। রাজা সুসময় দেখিয়া নবজাত পুত্রের মুখারবিন্দ সন্দর্শন করিলেন। তাঁহার বহুদিনের মনোরথ আজ সিদ্ধ হইল। পুত্র-মুখদর্শনে তিনি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন।

এই সময় সহসা এক আকাশবাণী উত্থিত হইয়া বৎসরাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিল,—রাজন্! আপনার এই নবজাত কুমার কামদেবের অবতার। আপনি ইহাকে নরবাহনদত্ত নামে অভিহিত করিবেন। আপনার এই পুত্র দিব্য এক কল্প পর্য্যন্ত সমস্ত বিদ্যাধরশ্রেষ্ঠগণের চক্রবর্ত্তিরূপে বিরাজিত থাকিবেন।

উক্ত আকাশবাণী বিরত হইবামাত্র সহসা অন্তরীক্ষ হইতে অবিরল কুসুমবর্ষণ হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলময় দিব্য দুন্দুভিসকল বাজিল। বৎসরাজ এই দৈবানুষ্ঠিত শুভলক্ষণ দেখিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অত্যধিক প্রীতিপ্রবাহে ভাসিতে লাগিলেন।

অনন্তর বৎসরাজ পুত্রজন্মোপলক্ষে এক মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন। বিদ্যাধরগণ অন্তরীক্ষপথে থাকিয়া সুতুমূল তূর্য্যনিনাদকরতঃ রাজতনয়ের জন্মমহোৎসবে যোগদান করিলেন। রাজপুরী আজ বিবিধ সাজসজ্জায় সজ্জিত হইল। কোথাও নৃত্য কোথাও সঙ্গীত কোথাও বা বিবিধ বাদ্যধ্বনি হওয়ায় দর্শকমণ্ডলীর নয়নমন পরিতৃপ্ত হইল। অনবদ্যাঙ্গী বারাঙ্গনাগণ নৃত্য করিতে লাগিল। রাজাদেশে দীন-দুঃখীদিগকে অকাতরে ধন বিতরিত হইতে লাগিল। কি ধনী, কি দরিদ্র, সকল সম্প্রদায়ের সকল লোকই সেইদিন রাজার নিকট হইতে অন্নপান ও দানমানাদি প্রাপ্ত হইয়া মনে মনে পরম পরিতোষপ্রাপ্ত হইল। এইরূপে যথারীতি মহোৎসব সুসম্পন্ন হইলে সমাগত ব্যক্তিবৃন্দ আনন্দিতমনে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। এই মহোৎসব উপলক্ষে বৎসরাজের অধীনস্থ যে-সকল সামন্ত নরপতি উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সন্তুষ্টমনে আপনাপন বলবাহনাদির সহিত নিজ নিজ রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বৎসরাজের রাজধানীর আবালবৃদ্ধবনিতা কাহারই কোনরূপ দৈন্যদুঃখ রহিল না। রাজপুত্রের জন্মমহোৎসবে তাহাদের সকলেরই সর্ব্বপ্রকার অভাব দূরীভূত হইল।

ক্রমে উৎসব-আমোদে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইল। রাজকুমার নবোদিত নিশাকরের ন্যায় দিন

দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। বৎসরাজ পুত্রের অলোকসামান্য রূপলাবণ্য ও অসীম তেজস্বিতা দেখিয়া মনে মনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। ভাবীকালে তাঁহার সেই তনয় যে একজন সমগ্র পৃথিবীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট হইবেন, তাহা তাঁহার মনে স্বতই জাগরিত হইতে লাগিল। তিনি দৈববাণী অনুসারে নিজ পুত্রকে নরবাহনদত্ত নামে অভিহিত করিলেন। রাজকুমার নরবাহনদত্তের বাল্যাবস্থায়ই যৌবনোচিত বুদ্ধিবৈভব ও শক্তিসঞ্চয় দেখিয়া যৌগন্ধরায়ণ প্রভৃতি মন্ত্রিবর্গ মনে মনে সাতিশয় বিস্মিত ও হৃষ্ট হইলেন। তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব তনয়গণকে রাজকুমারের পরিচর্য্যার্থ নিযুক্ত করিলেন। যৌগন্ধরায়ণের পুত্র মরুভূতি, রুমণ্বানের পুত্র হরিশিখ, বসন্তকের পুত্র তপন্তক, প্রতীহারাধ্যক্ষের পুত্র গোমুখ এবং সেই পুরোহিত শান্তিকরের ভ্রাতৃপুত্রদ্বয় শান্তিসোম ও বৈশ্বানর এই সকল কুমারগণ তৎকালে রাজপুত্র নরবাহনদত্তের সহিত সম্মিলিত হইলেন। এই সময় অন্তরীক্ষ হইতে ঘন ঘন পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইল। রাজা রাজমহিষী ও অন্যান্য পুরবাসিগণ সকলেই কুমারগণের এই শুভসম্মিলনে মাঙ্গলিক চিহ্ন দেখিয়া আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। ক্রমে রাজতনয় নরবাহনদত্ত সেই সকল প্রিয়তম মন্ত্রী ও পুরোহিত-পুত্রের সহিত সঙ্গত হইয়া পরমানন্দে নানাবিধ ক্রীড়া-কৌতুক কৈশোরলীলা অতিবাহিত করিলেন। রাজপুত্র এবং তাঁহার সমভিব্যাহারী কুমারগণের সদ্ব্যবহারে পুরবাসী নরনারীমাত্রেই তাঁহাদিগের প্রতি স্নেহাকৃষ্ট হইল। সকলেই সানন্দচিত্তে ভগবানের নিকট কুমারগণের দীর্ঘ জীবন কামনা করিতে লাগিল।

লাবানক নামক তৃতীয় লম্বক সমাপ্ত।

চতুর্দারিকা নামক চতুর্থ লম্বক

চতুর্বিংশ তরঙ্গ

শক্তিবেগের উপাখ্যান

অনন্তর বৎসরাজ উদয়ন দেবী বাসবদত্তার সহিত পরমানন্দে পুত্রের লালনপালন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন এইভাবে অতীত হইবার পর একদিন বৎসরাজকে কিঞ্চিৎ ভাবনাগ্রস্ত দেখিয়া মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন,—দেব! আপনাকে দেখিয়া মনে হয়, আপনি রাজপুত্রের রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে কিঞ্চিত উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। যাহা হউক, আপনি এক্ষণে সে বিষয়ে কোনরূপ চিন্তিত বা উদ্বিগ্ন হইবেন না। কারণ, ভগবান্ ভবানীপতির প্রসাদে আপনি এই বিদ্যাধরচক্রবর্ত্তীকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন, সুতরাং তিনিই ইহাকে রক্ষা করিবেন। সে বিষয়ে আপনার চিন্তা করিবার প্রয়োজন কি? পাপাশয় বিদ্যাধরগণ আপনার এই পুত্রোৎপত্তির কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত অসহিষ্ণু হইয়াছে এবং তাহাদের মনে এক দারুণ ক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছে। বিদ্যাধরগণের সেই ক্ষোভ ও অসহিষ্ণুতার বিষয় জানিতে পারিয়া ভগবান্ চন্দ্রমৌলি রাজতনয়ের রক্ষার্থ স্তম্ভক নামক তাঁহার একজন অনুচরকে পূর্ব্ব হইতেই নিযুক্ত করিয়াছেন। শিবানুচর স্তম্ভক তদনুসারে অনেকদিন হইতেই অলক্ষিতভাবে রাজপুত্রকে রক্ষা করিতেছেন। আমি এ বিবরণ পূর্ব্বে জানিতাম না; কিন্তু আজ এক সাধুসন্ন্যাসী আমার নিকট এই গুপ্তকথা ব্যক্ত করিয়াছেন।

যৌগন্ধরায়ণ বৎসরাজের নিকট এই বিবরণ বলিতেছেন, ইতিমধ্যে সহসা আকাশ হইতে জনৈক কিরীটকুণ্ডলধারী দিব্য পুরুষ সেই স্থানে অবতীর্ণ হইল। রাজা এবং মন্ত্রী প্রভৃতি সকলেই সেই দিব্য পুরুষকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অনন্তর বৎসরাজ সেই আগন্তুক দিব্য পুরুষের যথাযোগ্য আদর-অভ্যর্থনা করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন,—মহাশয়! আপনি কে? আপনি কোন্ স্থান হইতে আগমন করিলেন এবং এ স্থানে আপনার আসিবার প্রয়োজনই বা কি? রাজার প্রশ্ন শুনিয়া তখন সেই দিব্য পুরুষ উত্তর করিল,—মহারাজ! আমি পূর্ব্বে একজন মর্ত্ত্যবাসী ছিলাম, এক্ষণে আমি বিদ্যাধরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার নাম শক্তিবেগ। আমাদিগের সমগ্র বিদ্যাধরগণের যিনি চক্রবর্ত্তী হইবেন, সম্প্রতি তিনি আপনার পুত্ররূপে উৎপন্ন হইয়াছেন জানিতে পারিয়া, আমি

তাঁহাকে দেখিবার জন্য এইস্থানে আগমন করিয়াছি। বিদ্যাধর শক্তিবেগের কথায় রাজা তাহাকে নিজপুত্র প্রদর্শন করিলেন। শক্তিবেগ রাজপুত্রের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কিঞ্চিত ভীত হইল। বৎসরাজ তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া বিস্ময় ও হর্ষসহ অন্য একটি কথার অবতারণা করিলেন। তিনি শক্তিবেগকে বলিলেন,—মহাশয়! আপনি মর্ত্ত্যে ছিলেন, পরে বিদ্যাধর হইয়াছেন; কিন্তু বিদ্যাধরত্ব কি প্রকার এবং আপনি কি প্রকারে তাহা লাভ করিয়াছেন, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন।

বিদ্যাধর শক্তিবেগ রাজার প্রশ্ন শুনিয়া উত্তর করিল,—রাজন্! সাধুলোকেরা ইহজন্মে বা পরজন্মে শঙ্করের আরাধনা করিয়া তাঁহারই প্রসাদে বিদ্যাধরপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। শঙ্করের আরাধনা-প্রণালী অনেক প্রকার আছে। তন্মধ্যে যাহার যেরূপ আরাধনা থাকে, সে তদনুরূপ পদে উন্নীত হইতে পারে। যাহা হউক, আমি যেরূপে বিদ্যাধরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

ভারতবর্ষে ভূতলের ভূষণস্বরূপ বর্দ্ধমান নামে একটি পরম রমণীয় নগর আছে। তথায় পূর্ব্বে পরোপকারী নামে এক মহাসমৃদ্ধিশালী নরপতি ছিলেন। তাঁহার পত্নী কনকপ্রভা সত্য সত্যই কনকের ন্যায় প্রভাশালিনী ছিলেন। কালক্রমে মহিষী কনকপ্রভার গর্ভে রাজা পরোপকারীর একটি সর্ব্বসুলক্ষণ-সম্পন্না কন্যা উৎপন্ন হইল। কন্যার রূপে রাজভবন আলোকিত হইয়া উঠিল। সকলে ভাবিল,—বুঝি পতিবিরহিণী রতি আসিয়া রাজকন্যা-রূপে জন্ম লইয়াছেন। রাজা ও রাণী কন্যার অঙ্গসৌষ্ঠব দেখিয়া তাহার নাম রাখিলেন—কনকরেখা। কন্যা কনকরেখা রাজভবনে পরমযত্নে দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ক্রমে যৌবন আসিয়া কনকরেখার কমনীয় কান্তি বৃদ্ধি পাইল। রাজা কন্যা কনকরেখাকে পাত্রস্থ করিবার জন্য চিন্তিত হইলেন।

একদিন রাজা একাকী নির্জ্জনে বসিয়া আছেন, এই সময় তাঁহার মহিষী কনকপ্রভা কোন কার্য্যোপলক্ষে সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা মহিষীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, দেবি! কনকরেখা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে; কিন্তু এখনও ইহার উপযুক্ত বর স্থির করিতে পারি নাই। সেইজন্য আমি সর্ব্বদাই চিন্তান্বিত রহিয়াছি। কপালে কি আছে, জানি না; কিন্তু যদি অবশেষে নিরুপায় হইয়া কোন অপাত্রের করে কন্যাদান করিতে হয়, তবে তাহাতে আমার যশ ধর্ম্ম সমস্তই লোপ পাইবে; অধিকন্তু ইহার পর আমাকে বিষম অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে হইবে। অতএব এক্ষণে কোন্ রাজকুমারের করে কন্যাদান করি এবং কেই বা কন্যার অনুরূপ বর হইতে পারে, এই সকল বিষয় ভাবিয়া-চিন্তিয়া আমার চিত্ত সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন হইতেছে।

রাজমহিষী কনকপ্রভা রাজার কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্যসহকারে বলিলেন, নাথ! আপনি কন্যাবিবাহের জন্য এইরূপ চিন্তাগ্রস্ত হইয়াছেন, কিন্তু কন্যা কনকরেখা বিবাহব্যাপারে কোন প্রকারেই রাজি হইতেছে না। সে আজ যখন খেলিবার সময় একটি পুতুলের সহিত আর একটি পুতুলের বিবাহ দেয়, তখন আমি আহ্লাদ করিয়া তাহাকে একবার বলিয়াছিলাম,—মা! তুমি যেমন পুতুলের বিবাহ দিতেছ, এইরূপ তোমাকেও একদিন কবে আমি বিবাহ দিতে দেখিব? কন্যা আমার কথায় অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল,—মা, তুমি ঐ কথা মুখেও আনিও না। আমি কিছুতেই বিবাহে রাজি হইব না। যদি তোমরা আমাকে জীবিত দেখিতে চাও, তবে কখনও কাহার সহিত আমার বিবাহের প্রস্তাব করিও না। আর যদি আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাকে বিবাহ দিবার চেষ্টা কর, তাহা হইলে যে প্রকারেই হউক, আমি আমার জীবনত্যাগ করিব। কন্যা কনকরেখা আমাকে এই মর্ম্মান্তিক কথা কহিয়াছে। আমি তাহার কথায় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াই আপনার নিকট আসিয়াছি।

রাজা রাণীর কথায় কন্যার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া আরও চিন্তিত হইলেন। তিনি আর অধিকক্ষণ তথায় অপেক্ষা না করিয়া তখনই অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক কন্যা কনকরেখাকে বলিলেন,—বৎসে! তোমার বিবাহবিষয়ে যেরূপ মত প্রকাশ করিয়াছ, তাহা শুনিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। তুমি বল দেখি, সুরাসুর-কন্যারাও যে পতিলাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তুমি সেই পতি গ্রহণে অনাস্থা প্রকাশ করিতেছ কেন?

পিতার কথায় কন্যা কনকরেখা লজ্জায় অধোবদন হইয়া উত্তর করিল,—পিতঃ! বিবাহে আমার প্রয়োজন নাই। আমি বাল্য হইতেই বিবাহ প্রস্তাবে সম্পূর্ণ নারাজ। অতএব আপনি এজন্য বৃথা কেন চিন্তাভোগ করিতেছেন?

রাজা পরোপকারী অত্যন্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। স্বধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল; সুতরাং তিনি

কন্যার এইরূপ নির্ব্বন্ধে তত সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি ধর্ম্মলোপের আশঙ্কা করিয়া বলিলেন,—বৎসে! যথাকালে কন্যা সম্প্রদান না করিলে পাপভাগী হইতে হয়। তোমাকে পাত্রসাৎ না করিলে আমার যে পাপ হইবে, সে পাপ হইতে আমি উদ্ধার পাইব কিরূপে? কন্যাসন্তান চিরদিন পরাধীন। তাহাদিগের স্বেচ্ছাচারিতা কখনই শোভা পায় না। তাহারা বাল্যে পিতার অধীন থাকিবে এবং বাল্য অতিক্রম করিয়া যখন যৌবনে উপনীত হইবে, তখন তাহাদিগকে ভর্ত্তার অধীনে থাকিয়া জীবনযাপন করিতে হইবে, ইহাই শাস্ত্রের বিধি। এই বিধির ব্যতিক্রম হইলে সমাজে নিন্দনীয় হইতে হয়। বিশেষতঃ কন্যা যদি যৌবনে পদার্পণ করিয়া বিবাহের পূর্ব্বে পিতৃগৃহে ঋতুমতী হইয়া অবস্থান করে, তবে কন্যার পিতৃকুলের অধোগতি হইয়া থাকে। বিবাহের পূর্ব্বে যে কন্যা ঋতুমতী হয়, তাহাকে শাস্ত্রে বৃষলী বলে এবং সেই কন্যার যিনি পাণিগ্রহণ করেন, তিনি বৃষলীপতি নামে খ্যাত হইয়া থাকেন।

কন্যা কনকরেখা পিতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া নিজ মনোগত অভিপ্রায় আর গোপন করিতে পারিল না। সে তাঁহাকে বলিল,—পিতঃ! আমার বিবাহ না হওয়ায় আপনার মনে যদি এতই কষ্ট হয়, তবে বাল্যাবধি আমার যে একটি প্রতিজ্ঞা আছে, সেই প্রতিজ্ঞাটি যাহাতে রক্ষা হইতে পারে, আপনি সে বিষয়ে চেষ্টা করুন, আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইলেই আমি আপনার এই প্রস্তাবে সম্মত হইব। আমার সেই প্রতিজ্ঞাটি এই যে, যে কোন ব্যক্তি আমার পাণিগ্রহণ করিতে পারিবে না; যদি কোন ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়সন্তান কনকপুরী প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন এবং সেই কনকপুরে যাইতে হইলে কোন্ পথে যাইতে হয়, তাহা বলিতে পারেন, তবে তাঁহাকেই আমি পতিত্বে বরণ করিব, নতুবা আমি অন্য কাহাকেও পতি বলিয়া গ্রহণ করিব না।

কন্যার কথায় পিতা পরোপকারী ভাবিলেন,—যাহা হউক, আমার প্রবোধবাক্যে কন্যার মতপরিবর্ত্তন হইয়াছে, সে এক্ষণে বিবাহ-প্রস্তাব অঙ্গীকার করিয়াছে। কন্যা কনকরেখার প্রতিজ্ঞা শুনিয়া আমার ধারণা হয়,—নিশ্চয়ই কোন দেবী ছলক্রমে আমার গৃহে কন্যা হইয়া জন্ম লইয়াছেন। তা যদি না হবে, তবে আমার এই অল্পবয়স্কা অনভিজ্ঞা কন্যা কেমন করিয়া বহুদর্শিনী প্রবীণা রমণীর ন্যায় কনকপুরীর কথা জানিল!

রাজা এইরূপ চিন্তার পর কন্যার প্রতিজ্ঞারক্ষায় অঙ্গীকার করিয়া আসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং অন্তঃপুরস্থ কন্যাগৃহ হইতে নিক্রান্ত হইয়া নিজকক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক অন্যান্য দিনকৃত্য নির্ব্বাহ করিলেন। পরদিন প্রভাত হইবামাত্রই তিনি প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে সর্ব্বাগ্রে সভামণ্ডপে প্রবিষ্ট হইয়া নিজ পাত্রমিত্র প্রভৃতির নিকট জিজ্ঞাসিলেন,—মন্ত্রিগণ! আপনারা যে-সকল ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত রহিয়াছেন, আপনাদিগের মধ্যে কেহ কি কখন কনকপুরী অবলোকন করিয়াছেন? যদি দেখিয়া থাকেন, তবে বলুন, আমি তাঁহারই করে কন্যা কনকরেখাকে সমর্পণ করিব এবং তিনিই আমার রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী হইবেন। রাজার প্রস্তাবে বিস্মিত হইয়া সভাস্থ সকলেই বলিলেন,—মহারাজ! আমরা কখনও কনকপুরী দেখি নাই, অধিকন্তু আমাদিগের মধ্যে এই পুরীর নাম যে কাহারও শুনা আছে, এইরূপও মনে হয় না।

রাজা সভাসদ্‌গণের কথায় কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইয়া আপন প্রতিহারীর প্রতি আদেশ করিলেন,—প্রতিহারি! তুমি আমার সমগ্র রাজ্যমধ্যে পটহধ্বনির সহিত এইরূপ এক ঘোষণা প্রচার কর যে, যদি আমার রাজ্যবাসী কোন ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়সন্তান কনকপুরী দেখিয়া থাকেন, তবে তিনি শীঘ্র রাজভবনে আসুন, তাঁহাকে আমার কন্যা এবং রাজ্য উভয়ই সমর্পণ করা যাইবে। প্রতিহারী রাজার আদেশ পাইয়া তৎক্ষণাৎ রাজপুরী হইতে নির্গত হইল এবং রাজার আদেশানুসারে সর্ব্বত্র ঐরূপ ঘোষণাবাণী প্রচার করিতে লাগিল। পুরবাসী ও জনপদবাসী ব্যক্তিবর্গ সকলেই সকৌতুকে রাজপ্রতিহারীর ঘোষণাবাণী শ্রবণ করিল, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে কেহই সে কথার প্রত্যুত্তর দিল না। সকলেই কান পাতিয়া ঐ ঘোষণাবাণী শ্রবণপূর্ব্বক পরস্পর বলিতে লাগিল,—অহো! এই কনকপুরী কোথায়? আমাদিগের বোধ হয়, কোন বহুদর্শী বৃদ্ধ ব্যক্তিও এই কনকপুরীর নাম শ্রবণ করেন নাই। যাহা হউক, আমরা দেখি, কোন্ বহুজ্ঞ ব্যক্তি এই ঘোষণাবাণীশ্রবণে রাজকন্যার পাণিগ্রহণার্থ সমুদ্যত হন। রাজ্যস্থ জনসাধারণ প্রায় সকলেই যখন পরস্পর এইরূপ আলোচনা করিয়া বিরত হইল,—কোনরূপ বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিল না, তখন শক্তিদেব নামে এক ব্রাহ্মণযুবক উহা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই ঘোষণাকারীর অভিমুখে ধাবিত হইল। যুবক শক্তিদেব যৌবনের প্রারম্ভে নানাপ্রকার ব্যসনে আসক্ত হইয়া নিজের যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট

করিয়াছে। এক্ষণে উক্ত ঘোষণাবাণীশ্রবণে রাজকন্যার পাণিগ্রহণে অত্যন্ত উৎসুক হইয়া ভাবিল,—আমি দ্যূতক্রীড়ায় আসক্ত হইয়া নিজের সমস্ত ধনসম্পত্তি নষ্ট করিয়াছি, আমি প্রকৃতই নিরুপায় হইয়াছি। অতএব অদ্য মিথ্যাকথা কহিয়া রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিব।

ব্রাহ্মণযুবক শক্তিদেব মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া প্রতিহারীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল,—মহাশয়! আমার নাম শক্তিদেব। আমি ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হইয়াছি। আপনি যে কনকপুরীর কথা বলিতেছেন, ঐ পুরী আমার প্রত্যক্ষ হইয়াছে। আমি উহা বিলক্ষণ জানি।

ব্রাহ্মণযুবকের কথায় প্রতিহারী আহ্লাদের সহিত তাহাকে সঙ্গে লইয়া রাজভবনে গমন করিল। রাজা প্রতিহারীকে একজন ব্রাহ্মণযুবককে সঙ্গে লইয়া রাজসভায় প্রবেশ করিতে দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। প্রতিহারী অভিবাদনান্তে রাজার নিকট সকল সংবাদ প্রকাশ করিল। রাজা তৎশ্রবণে সেই যুবকের নিকট কনকপুরীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। যুবক অম্লানবদনে বলিল,—হ্যাঁ মহারাজ! আমি কনকপুরী দেখিয়াছি। রাজা ব্রাহ্মণযুবকের কথা মিথ্যা বলিয়া ধারণা করিলেন না, তিনি তাহাকে সঙ্গে লইয়া তৎকালে কন্যার নিকট গমন করিলেন। রাজকন্যা কনকরেখা ব্রাহ্মণযুবকের আগমন-সংবাদ পূর্ব্বে প্রতিহারীর মুখে শুনিয়াছিলেন, এক্ষণে পিতার সহিত জনৈক অপরিচিত যুবককে আসিতে দেখিয়া সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। তিনি যুবককে জিজ্ঞাসিলেন, আপনি কি কনকপুরী দেখিয়াছেন? ব্রাহ্মণযুবক উত্তর করিল, হ্যাঁ রাজনন্দিনি! আমি বিদ্যালাভার্থ বহুনগর ভ্রমণ করিয়াছি। কনকপুরী আমার প্রত্যক্ষ হইয়াছে। রাজনন্দিনী কহিলেন,—আপনি কোন্ পথে কনকপুরে গিয়াছিলেন এবং সেই পুরী কি প্রকারে অবলোকন করিয়াছেন? ব্রাহ্মণযুবক বলিল,—রাজনন্দিনি! আমি এই স্থান হইতে প্রথমে হরপুরে গিয়া পরে ক্রমে বারাণসীপুরী প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। অনন্তর সে স্থান হইতে কতিপয় দিবস পথ হাঁটিয়া সম্মুখে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরী দেখিলাম। এই পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরীর শেষ সীমায়ই কনকপুরী অবলোকন করিলাম। সেই কনকপুরে সুকৃতশালী ব্যক্তিগণ মহাসুখে ভোগ-বৈভবে কালকর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও কোনরূপ দৈন্যদুঃখ আছে বলিয়া বোধ হইল না। আমি ঐ কনকপুরীতে অবস্থান করিয়াই আমার অধ্যয়নকার্য্য শেষ করিয়াছি।

রাজনন্দিনী কনকরেখা আগন্তুক যুবকের কনকপুরী সম্বন্ধে ঐরূপ মিথ্যা পরিচয় প্রাপ্ত হই হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন,—ওহে মহাব্রাহ্মণ! সত্যসত্যই কি সেই পুরী দেখিয়াছ? যদি দেখি থাক, তবে আবার বল, তুমি কোন্ পথে ত গমন করিয়াছিলে? ব্রাহ্মণযুবক পুনরায় রাজক মিথ্যা করিয়া সেই পুরীর পথবিবরণ ব্যক্ত করি তখন রাজকন্যা কনকরেখা তৎশ্রবণে নিজ পরিচারি দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহাকে অন্তঃপুর হইতে ব করিয়া দিলেন এবং রাজার নিকট গিয়া বলি —পিতঃ! আপনি রাজা হইয়া অবিচার করি কেন? আপনি না জানিয়া-শুনিয়া এক মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক ব্যক্তিকে অন্তঃপুরে পাঠা দিয়া সুবিচারের কার্য্য করেন নাই। আপ প্রেরিত সেই ব্রাহ্মণযুবক আমার নিকট মিথ্যা কহিয়া কনকপুরীর পরিচয় দিয়াছে। বাস্তবিক সেই পুরীর পরিচয় সম্বন্ধে কিছুই জানে না। যাহ ধূর্ত্ত হয়, তাহারা নানারূপ মিথ্যা ব্যবহারে সর স্বভাব ব্যক্তিদিগকে সদাই বঞ্চনা করিবার চে করিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে আমার অনেক বৃ বিদিত আছে। তন্মধ্যে আপনাকে একটি বৃ বলিতেছি,—শ্রবণ করুন।

এই ভারতবর্ষে রত্নপুর নামে একটি নগর আ ঐ নগরে পূর্ব্বে শিব ও মাধব নামক দুই ধূর্ত্ত বাস করিত। রত্নপুর প্রথমাবস্থায় বিলক্ষণ সমৃ সম্পন্ন ছিল; কিন্তু ঐ ধূর্ত্তদ্বয়ের প্রভাবে অতি তথাকার ধনরত্নাদি নিঃশেষিত হইল। লোক উহাদিগের প্রবঞ্চনায় মুগ্ধ হইয়া আপন আ ধনসম্পত্তি হারাইল এবং অবশেষে নিরন্ন হইয়া দুঃখে কাল কাটাইতে লাগিল। পুরীর ধনর নিঃশেষিত হইলে সেই ধূর্ত্তদ্বয় পরস্পর বলি ওহে! এ নগরের সমগ্র সম্পন্ন ব্যক্তির ধনর আমরা আত্মসাৎ করিয়াছি। এখানে আর কাহা গৃহে ধনরত্নাদি আছে বলিয়া অনুমান হয় অতএব সম্প্রতি আমরা মহাসমৃদ্ধিশালী উজ্জ নগরে গিয়া বাস করি, সেখানে আমাদিগের ব্যবসা কিছুদিন পর্য্যন্ত বিলক্ষণ চলিতে পা শুনিতে পাই,—উজ্জয়িনীরাজের পুরোহিত শঙ্ক নামক জনৈক ব্রাহ্মণের বিস্তর নগদ ধন আ পুরোহিত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মানুষ, আমা চতুরতা তিনি সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারিবে

আমরা কৌশলে তাঁহার সমস্ত ধন আত্মসাৎ করিয়া মালববিলাসিনী বারবিলাসিনীদিগের সহিত রঙ্গরসে কিয়দ্দিন অতিবাহিত করিব। শুনিয়াছি,—সেই পুরোহিত ব্রাহ্মণের একটি পরমাসুন্দরী কন্যাও আছে। আমরা কৌশলক্রমে সেই কন্যাটিও লাভ করিব।

তখন সেই ধূর্ত্তদ্বয় পরস্পর এইরূপ পরামর্শ করিয়া সেইদিনই উজ্জয়িনী অভিমুখে প্রস্থান করিল। তাহারা ক্রমে যথাকালে উজ্জয়িনীমধ্যে প্রবেশ করিয়া দুই জনে দুই প্রকার রূপ ধারণপূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থান করিতে লাগিল। ধূর্ত্ত মাধব জনৈক রাজপুত্রের বেশ ধারণ করিয়া তথাকার একটি গ্রামে গিয়া আশ্রয় লইল। ধূর্ত্তবর শিব সেরূপ কিছুই করিল না, সে এক দিব্য তপস্বিবেশে বিভূষিত হইয়া তত্রত্য শিপ্রানদীর তটদেশ আশ্রয়পূর্ব্বক এক কৃত্রিম আশ্রমে বাস করিতে লাগিল। তাহার আশ্রমে তপস্বিজনোচিত কোন বস্তুরই অভাব রহিল না। দণ্ড, কমণ্ডলু, ভিক্ষাভাণ্ড, মৃগাজিন, বল্কল ও অন্যান্য আবশ্যকীয় সমস্ত দ্রব্যই সংগ্রহ করিয়া ধূর্ত্ত শিব তাহার আশ্রমে রক্ষা করিল। নিজে প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা স্নান ও সর্ব্বাঙ্গে মৃত্তিকা লেপনপূর্ব্বক অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নেত্রদ্বয় মুদ্রিত করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন থাকিত এবং যথাকালে ভিক্ষার্থ বহির্গত হইয়া মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক নগর হইতে ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া আনিত। ধূর্ত্ত শিব প্রতিদিন ভিক্ষায় যাহা পাইত, তাহার কিয়দংশ নিজের জন্য রাখিয়া অবশিষ্ট ভাগ আশ্রমস্থ পক্ষীদিগকে দান করিত। ক্রমে দূর ও অদূরস্থ সমস্ত ব্যক্তিই এই নবাগত তপস্বীর অলৌকিক ক্ষমতার কথা কর্ণগোচর করিল। তাহাদিগের সকলেরই দৃষ্টি সেই তপস্বীর দিকে আকৃষ্ট হইল। তাহারা সকলেই ভক্তিনম্র হইয়া একবাক্যে বলিতে লাগিল,—অহো! এরূপ শান্তশীল তপস্বী পুরুষ আমরা আর কুত্রাপি দেখি নাই। ইহাকে যেন সাক্ষাৎ দেবাবতার বলিয়া মনে হয়।

এইরূপে ক্রমে কপট তপস্বী শিবের অপূর্ব্ব ক্ষমতার কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইল। রাজবেশী ধূর্ত্ত মাধব লোকপরম্পরায় তপস্বীর প্রশংসাবাদ শুনিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য উজ্জয়িনী নগরে আগমন করিল। ধূর্ত্ত তপস্বী যে স্থানে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছিল, ধূর্ত্ত মাধব তাহার অদূরবর্ত্তী একটি দেবালয়ে আসিয়া রাজবেশে বাস করিতে লাগিল এবং প্রত্যহ সেই কপট তপস্বীর আশ্রম প্রান্তবাহিনী শিপ্রানদীর তটে স্নানার্থ আগমন করিতে লাগিল। রাজবেশী মাধবের স্নান করিবার সময় কতিপয় অনুচরও তাহার সহিত তথায় আগমন করিত। একদিন অনুচরগণসহ ধূর্ত্ত মাধব শিপ্রাজলে স্নান করিয়া যাইবার সময় সম্মুখস্থ আশ্রমে সেই কপট তপস্বীকে ধ্যানে নিমগ্ন দেখিয়া অতি ভক্তিসহকারে সাষ্টাঙ্গে তাহার পাদপদ্মে নিপতিত হইল এবং সর্ব্বজনসমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে বলিল,—আমি বহুবার বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছি, বহু সাধুসন্ন্যাসী আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছেন, কিন্তু এরূপ অপার ক্ষমতাসম্পন্ন তপস্বী মহাপুরুষ এ পর্য্যন্ত আমি একটিও অবলোকন করি নাই। ধন্য সাধুপুরুষ, ধন্য ইঁহার যোগমহিমা।

রাজবেশী ধূর্ত্ত মাধব তৎকালে সেই কপট তপস্বীর বহু প্রশংসা করিতে লাগিল, অতঃপর দিবা অবসান হইল, রাত্রি আসিল, ধূর্ত্ত মাধব তাহার সহচরের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য একাকী শিপ্রাতীরবর্ত্তী আশ্রমে উপনীত হইল। তখন উভয় ধূর্ত্ত মিলিত হইয়া নানারূপ পরামর্শে সে রাত্রি অতিবাহিত করিল। রাত্রিপ্রভাত হইবামাত্র ধূর্ত্ত মাধব তাহার সহচর অপর এক ব্যক্তির নিকট একজোড়া উত্তম বস্ত্র দিয়া তাহাকে রাজপুরোহিতের আলয়ে পাঠাইয়া দিল। প্রেরিত ব্যক্তি রাজপুরোহিতের ভবনে গিয়া মাধবের কথানুসারে বলিল,—মহাশয়! কিয়দ্দিন হইল, দাক্ষিণাত্য হইতে মাধব নামক এক রাজা উজ্জয়িনীনগরে আগমন করিয়াছেন, এই নবাগত রাজার সঙ্গে প্রচুর ধনরত্ন আছে। শত্রুগণ তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করায় তিনি নিজ রাজকোষ হইতে প্রচুর অর্থ লইয়া দেশ হইতে পলাইয়া আসিয়াছেন। আমরা কয়েকজন অনুচরমাত্র তাঁহার সমভিব্যাহারে অবস্থান করিতেছি। রাজা মাধবের উদ্দেশ্য, তিনি উজ্জয়িনীপতির সহিত পরিচিত হন এবং যথাকালে উজ্জয়িনীরাজ তাঁহার সাহায্য করেন। রাজ্যভ্রষ্ট রাজা মাধব এইরূপ উদ্দেশ্য করিয়া সর্ব্বাগ্রে আপনার সহিত পরিচিত হইবার জন্য আপনাকে এই মূল্যবান বস্ত্রযুগল পাঠাইয়া দিয়াছেন। এক্ষণে আপনি ইহা গ্রহণ করিলে তাঁহার কামনা পূর্ণ হয়।

রাজপুরোহিত শঙ্করস্বামী আগন্তুক ব্যক্তির নিকট ঐ কথা শুনিয়া মনে মনে ভারী সুখী হইলেন এবং সসম্ভ্রমে তাহাকে গৃহে লইয়া গিয়া তাহার নিকট হইতে সেই মূল্যবান্ বস্ত্রদ্বয় গ্রহণ করিলেন। আগন্তুক ব্যক্তি রাজপুরোহিতকে অধিক আর কিছুই

বলিল না, সে বস্ত্র দুইখানি প্রত্যর্পণপূর্ব্বক অবিলম্বে পুনরায় মাধবের নিকট ফিরিয়া আসিল। পরদিন সানুচর মাধব নিজেই রাজপুরোহিতের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিল। পুরোহিত শঙ্করস্বামী রাজা মাধবের পরিচয় পাইয়া পরমাদরে তাহাকে আপ্যায়িত করিলেন এবং পরদিবস বহুসংখ্যক মূল্যবান বস্ত্রাদি লইয়া আবার সেই পুরোহিতের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাহার বাসস্থান হইতে বহির্গত হইল। পূর্ব্বের ন্যায় অনুচরগণও মাধবের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। পুরোহিত শঙ্করস্বামী অদ্য আবার রাজা মাধবকে প্রচুর বস্ত্রাদি লইয়া আসিতে দেখিয়া মনে মনে যথেষ্ট পরিতুষ্ট হইলেন। মাধব হৃষ্টচিত্তে পুরোহিতকে বস্ত্রাদি দান করিয়া বলিল,—মহাশয়! আপনি ব্যতীত উজ্জয়িনীরাজের সহিত আমার পরিচয় হইবার সম্ভাবনা নাই। আপনি অনুগ্রহ করিয়া অদ্য আমাকে রাজার সহিত পরিচয় করিয়া দিন। পুরোহিত আহ্লাদের সহিত মাধবের অনুরোধে সেই দিনই তাঁহাকে রাজার সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন। মাধবের বেশ, ভূষা এবং আকৃতি কিছুরই অভাব ছিল না; সুতরাং উজ্জয়িনীরাজপুরোহিতের কথায় বিশ্বাস করিলেন এবং তিনি মাধবকে যথার্থ নৃপতিজ্ঞানে যথোচিত সম্মানপূর্ব্বক সেই স্থানে অবস্থান করিতে বলিলেন। মাধব রাজার অনুগ্রহ-বাক্যে কৃতার্থ হইল। এবং রাজার নিকট বৃত্তি পাইয়া সেই স্থানেই অবস্থান করিতে লাগিল।

ধূর্ত্ত মাধবের মনস্কামনা প্রায় পূর্ণ হইল, সে দিবাভাগে রাজবাটীতে অবস্থানপূর্ব্বক প্রতিরাত্রে গোপনে তথা হইতে বহির্গত হইয়া তাহার সহচর সেই শিপ্রাতীরবাসী কপট তপস্বীর সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিতে লাগিল। এইভাবে, কিয়দ্দিন অতিবাহিত হইলে, একদিন রাজপুরোহিত মাধবকে তাঁহার আলয়ে বাস করিতে অনুরোধ করিলেন। মাধবের সহিত পুরোহিতের পূর্ব্ব হইতেই নানা কারণে ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল; সুতরাং ধূর্ত্ত মাধব তাহাতে অসম্মত হইল না। সে রাজার অনুমতি লইয়া সেইদিন হইতেই পুরোহিতের বাটীতে বাস করিতে লাগিল। মাধব পুরোহিতের বাটীতে বাস করিয়া ক্রমে ক্রমে কতকগুলি কৃত্রিম মণিমাণিক্যময় অলঙ্কার সংগ্রহপূর্ব্বক পুরোহিতকে দেখাইয়া নিজের নিকটে রাখিয়া দিল। পুরোহিত শঙ্করস্বামী ইহাতে মাধবকে পূর্ব্বাপেক্ষা অত্যধিক যত্ন করিতে লাগিলেন। ক্রমে মাধবের প্রতি পুরোহিতের যখন অত্যন্ত বিশ্বাস জন্মিল, তখন মাধব শারীরিক অসুস্থতার ভাণ করিয়া কয়েকদিন পর্য্যন্ত অতি অল্পমাত্রায় আহার করিতে লাগিল। মাধবের শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ শীর্ণ হইল। পুরোহিত শঙ্করস্বামী যত্নের সহিত তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কয়েকদিন অতীত হইলে, মাধব অতি ক্ষীণস্বরে পুরোহিতকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—মহাশয়! আমার শরীর ক্রমেই দুর্ব্বল হইতেছে, বোধ হয়, আর অধিক দিন আমি বাঁচিব না। অতএব আপনি এই সময় একটি বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণকে আমার নিকট আনয়ন করুন। আমি রোগ হইতে মুক্ত হইবার জন্য আমার যথাসর্ব্বস্ব তাঁহাকে দান করিব। পুরোহিত মাধবের কথানুসারে অনিচ্ছাসত্ত্বেও কয়েকজন ব্রাহ্মণকে মাধবের নিকট আনয়ন করিলেন। কিন্তু মাধব সেই সকল আনীত ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কাহাকেও দানযোগ্য উত্তম ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে করিলেন না। সুতরাং সমাগত ব্রাহ্মণগণ সকলেই ভগ্নহৃদয়ে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। মাধবের যে-সকল অনুচর ছিল, তাহাদিগের মধ্যে কয়েকজন ব্যতীত অপর সকলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। তখন সেই অনুচরগণের মধ্যে একব্যক্তি পুরোহিতকে বলিল,—মহাশয়! যদি এই সকল ব্রাহ্মণের প্রতি উঁহার শ্রদ্ধা না হয়, তবে শিপ্রানদীর তীরে একজন তপস্বী ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাকেই আনয়ন করুন। আমরা যতদূর জানি, তাহাতে সেই শিপ্রাতীরবাসী তপস্বীর ন্যায় বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ আর কেহ আছেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয় না।

ধূর্ত্ত মাধবের ধূর্ত্ত অনুচরের কথায় পুরোহিত শঙ্করস্বামী তৎক্ষণাৎ সেই শিপ্রাতীরবর্ত্তী আশ্রমে গিয়া তন্মধ্যস্থ তপস্বীকে বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার একটি কথা শ্রবণ করুন। পুরোহিতের কথায় তাপসবেশী ধূর্ত্ত শিব নয়ন উন্মীলন করিয়া পুরোহিতকে তাঁহার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে বলিল। পুরোহিত শঙ্করস্বামী তপস্বীর আদেশানুসারে তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন,—প্রভো! আমি উজ্জয়িনীনগরে বাস করি। আমার নাম শঙ্করস্বামী। অদ্য অনেক দিবস হইল, দাক্ষিণাত্য হইতে মাধব নামক জনৈক রাজপুত্র অনুচরগণসহ কোন কারণবশতঃ আমার গৃহে আসিয়া বাস করিতেছেন, কিন্তু কয়েকদিন হইল, তিনি শারীরিক অসুস্থতা হেতু জীবনে নিরাশ হইয়া তাঁহার ধনরত্নাদি দান করিবার জন্য একজন

বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের অনুসন্ধান করিতেছেন। আমি এ পর্য্যন্ত যে কয়েকটি ব্রাহ্মণকে তাঁহার নিকট লইয়া গিয়াছি, তাহার একটির প্রতিও তাঁহার শ্রদ্ধা হয় নাই। তিনি অদ্য আপনার নাম শুনিয়া আপনাকে তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব দান করিতে অভিলাষী হইয়াছেন।

কপট তপস্বী শিব পুরোহিত শঙ্করস্বামীর কথায় উত্তর করিলেন, মহাশয়! আমরা তপস্বী মানুষ, ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারাই আমাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে; সুতরাং অনর্থক অর্থ লইয়া আমরা কি করিব? অর্থস্পৃহা ত্যাগ করাই আমাদিগের কর্ত্তব্য।

পুরোহিত উত্তর করিলেন,—প্রভো! আপনি এমন কথা কহিবেন না। আপনার কি জানা নাই যে মানুষ গৃহে থাকিয়া দারপরিগ্রহান্তে দেব, পিতৃ ও অতিথিদিগের তৃপ্তিসাধনকরতঃ অর্থ দ্বারা অনায়াসেই ত্রিবর্গ করায়ত্ত করিতে পারে।

কপট তপস্বী শিব কহিল,—মহাশয়! আমি এখন পর্য্যন্ত দারপরিগ্রহ করি নাই; বিশেষতঃ যে কোন ব্যক্তির কন্যা গ্রহণ করিতেও আমি ইচ্ছা করি না। অতএব ধন পাইয়া আমার কি হইবে!

পুরোহিত শঙ্করস্বামী তপস্বীর ঐ কথা শ্রবণ করিয়া ভাবিলেন,—উত্তম হইয়াছে। এই তপস্বী এখনও বিবাহ করেন নাই; আর বিবাহ করিবার ইচ্ছাও ইহার একেবারেই নাই বলিয়া বোধ হয় না; ইনি একটু ইচ্ছা প্রকাশ করিলে রাজা মাধবের সমস্ত ধনরত্নই প্রাপ্ত হইতে পারেন; অতএব আমার পক্ষে এইক্ষণ এই যে সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, ইহা পরিত্যাগ করা উচিত নহে। আমার কন্যাটি ইঁহারই করে আমি সম্প্রদান করিব। পুরোহিত মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আমার একটি পরমাসুন্দরী কন্যা আছে। আপনি যদি সম্মত হন, তবে আপনার করে সেই কন্যারত্নকে সম্প্রদান করি। আর এক কথা,—আপনি রাজা মাধবের নিকট হইতে যে-সকল ধনরত্ন প্রাপ্ত হইবেন, তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আপনাকে চিন্তিত হইতে হইবে না। যদি আপনার অভিপ্রায় হয়, তবে আমিই সেই সকল রক্ষা করিব; অতএব আমার অনুরোধ, আপনি গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করুন।

তপস্বী পুরোহিতের মুখে ঐ কথা শ্রবণে আপন কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে ভাবিয়া প্রকাশ্যে বলিল,—মহাশয়! আমাকে গার্হস্থাশ্রমে প্রবেশ করাইবার জন্য আপনার যদি এতই আগ্রহ হইয়া থাকে, তবে আপনার বাক্য রক্ষা করিতে আমি প্রস্তুত থাকিলাম, কিন্তু আপনাকে একটি কথা বলিয়া রাখি, আপনি তাহা ভুলিবেন না; দেখুন আমি তপস্বী, শৈশব হইতেই গৃহস্থাশ্রমের মর্ম্ম-ধর্ম্ম কিছুই আমার বিদিত নাই। স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি, মাণিক্য প্রভৃতি অর্থসমূহের যে কিরূপ আকার, তাহা আমি জানি না। শুদ্ধ আপনার অনুরোধবশতই আমি এইরূপ কার্য্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলাম। সুতরাং এ বিষয়ে আপনার যেরূপ জ্ঞান-বুদ্ধি, তদনুসারেই কার্য্য করিবেন।

সরলস্বভাব পুরোহিত ধূর্ত্ত তপস্বীর কথায় বিশ্বাস করিয়া আহ্লাদের সহিত তাহাকে নিজালয়ে লইয়া গেলেন। গৃহে গিয়া মাধবের নিকট সকল কথা বলিলেন। মাধব সেই শিপ্রাতীরবাসী তপস্বীকে দেখিয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব তাহাকে দান করিল। সরল পুরোহিত ব্রাহ্মণ তাহাদিগের চতুরতা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহার কন্যাটিকে কপট তপস্বীর করে সম্প্রদান করিলেন। তপস্বী পুরোহিতের কন্যা বিবাহান্তে মাধবের নিকট হইতে যে-সকল কৃত্রিম ধনরত্নাদি প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা পুরোহিতের হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক বলিল,—মহাশয়! আমি অর্থাদিসম্বন্ধে কিছুই জানি না, আপনি এই সকল গ্রহণপূর্ব্বক ইহার সদ্ব্যবহার করুন। পুরোহিত উত্তর করিলেন,—ব্রহ্মন্! আমি ত' পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—অর্থাদি সম্বন্ধে আপনার কোন চিন্তা নাই। উহা আমি রক্ষণাবেক্ষণ করিব। ধূর্ত্ত তপস্বী পুরোহিতের কথায় কোনরূপ উত্তর করিল না। সে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাপ্ত ধনরাশি পুরোহিত ব্রাহ্মণকে সমর্পণ করিল। পুরোহিত শঙ্করস্বামী সসন্তোষে সেই সকল ধনরত্ন গ্রহণপূর্ব্বক তপস্বী জামাতাকে বহুবার আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং সেই অর্থরাশি অতি সন্তর্পণে গৃহে রাখিলেন।

অনন্তর কিয়দ্দিন অতিবাহিত হইলে, ধূর্ত্ত মাধব রোগের ভাণ ত্যাগ করিল। তাহার দেহ পূর্ব্বের ন্যায় সবল হইয়া উঠিল। সে তখন হইতে বলিতে লাগিল,—অহো! দানের কি আশ্চর্য্য মহিমা! রোগের প্রকোপে আমার জীবন যায়-যায় হইয়াছিল, কিন্তু দানপ্রভাবে পুনরায় আমি নীরোগ হইয়াছি। আমার দেহ সবল হইয়াছে। যাহা হউক, আমার এই জীবনপ্রাপ্তির মূল এই তপস্বী। এই তপস্বীর ন্যায় বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণকে যদি আমার যথাসর্ব্বস্ব দান করিতে না পারিতাম, তাহা হইলে আমি আর কোন প্রকারেই জীবন পাইতাম না। অতএব অদ্য হইতে

এই তপস্বী ব্রাহ্মণ আমার পরম মিত্র হইলেন। ইঁহার সহিত আমি মিত্রতা স্থাপন করিলাম।

মাধব এইরূপ বলিয়া তখন সেই তপস্বীর সহিত মিত্রতা স্থাপন করিল। তখন পুরোহিতের গৃহে থাকিয়া উভয় ধূর্ত্তই সুখে দিনযাপন করিতে লাগিল। অনন্তর কিছুকাল এইভাবে অতিবাহিত হইলে, ধূর্ত্ত শিব শ্বশুর পুরোহিতকে বলিল,—মহাশয়! আপনার গৃহে থাকিয়া আর কতকাল আপনার অন্ন ভক্ষণ করিব? এক্ষণে আমার ইচ্ছা হইতেছে, আমি নিজ ব্যয়েই নিজের ভরণপোষণ করি। অতএব আপনার নিকট আমার যে-সকল গচ্ছিত দ্রব্য আছে, তাহা আপনি গ্রহণ করিয়া তাহার উপযুক্ত মূল্য অথবা তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম মূল্য আমাকে দান করুন। পুরোহিত ধূর্ত্ত শিবের কথায় সম্মত হইয়া ভাবিলেন,—আমার গৃহে এই যে-সকল মণিমাণিক্যময় দ্রব্যাদি রহিয়াছে, দেখিতে গেলে ইহার মূল্য স্থির করিবার উপায় নাই! এ সকল অমূল্য রত্ন; অতএব আমার যে কিছু সম্পত্তি আছে ইহার বিনিময়ে সেই সকল দান করিলেও আমার অলাভ হইবে না। পুরোহিত মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া সেই মণিমাণিক্যাদির পরিবর্ত্তে নিজের সমস্ত সম্পত্তি ধূর্ত্ত শিবকে দান করিলেন। তখন পুরোহিত ও শিব উভয়ে পরস্পরকে এক একখানি লেখ্যপত্র দান করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। শিব ও মাধব উভয় ধূর্ত্তই তদবধি নিরাপদে রাজপুরোহিতের গৃহে অবস্থান করিয়া তদীয় সম্পত্তি ভোগ করিতে লাগিল।

এইরূপে কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইল। একদিন রাজপুরোহিতের কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় তিনি সেই সকল রক্ষিত মূল্যবান্ দ্রব্যাদির মধ্য হইতে একখানি অলঙ্কার বিক্রয় করিবার জন্য এক জহুরীর দোকানে গিয়া তাহা প্রদর্শন করিলেন। জহুরীর প্রকাণ্ড দোকান। তাহার দোকানে সর্ব্বদাই একজন রত্নপরীক্ষক নিযুক্ত থাকিত। রত্নপরীক্ষক পুরোহিতের অলঙ্কার হাতে লইয়াই নানারূপ পরীক্ষার পর বলিল,—মহাশয়! আপনি এই সকল অলঙ্কার কোথায় পাইলেন? আপনার এই অলঙ্কারগুলি কাচ ও স্ফটিক দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা আপাততঃ মণি ও কাঞ্চন দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয় বটে; কিন্তু ইহাতে তাহার সংস্রব আদৌ নাই।

পুরোহিত রত্নপরীক্ষকের কথায় সাতিশয় বিষণ্ণ হইলেন। তিনি বিষম ভাবনাগ্রস্ত হইয়া অবিলম্বেই তাঁহার গৃহস্থ অন্যান্য সমস্ত আভরণাদি আনিয়া রত্নপরীক্ষককে দেখাইলেন। রত্নপরীক্ষক ও অন্যান্য জহুরীরা পরীক্ষা করিয়া সেই আভরণাদি সকলই কৃত্রিম বলিয়া স্থির করিল। তখন রাজপুরোহিতের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। তিনি পৃথিবী অন্ধকার দেখিলেন। তাঁহার আশা-ভরসা বিফল হইল। তিনি হতাশমনে তথা হইতে দ্রুতবেগে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহার জামাতা শিবকে বলিলেন,—বৎস! তুমি তোমার এই অলঙ্কারগুলি গ্রহণ কর, আমার ধন আমাকে ফিরাইয়া দাও। শিব উত্তর করিল,—সে কি মহাশয়! আমি জিনিস দিয়াছি, জিনিসের বিনিময়ে আপনি আমাকে ধন দিয়াছেন। আমাদিগের উভয়ের এই আদান-প্রদান কার্য্য বহুকাল হইয়া গিয়াছে। আপনি জিনিসের মূল্যস্বরূপ যে ধন আমাকে দিয়াছেন, আমি আমার আবশ্যকমত এতদিনে তাহা খরচ করিয়া ফেলিয়াছি। এখন আমি আপনার ধন কোথা হইতে আনিয়া প্রত্যর্পণ করিব? ধূর্ত্ত শিবের কথায় পুরোহিতের আপাদমস্তক ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। ফলে এই উপলক্ষে ধূর্ত্ত শিব ও পুরোহিতের মধ্যে এক বিষম বিবাদের সূত্রপাত হইল।

কপটরাজা প্রত্যহ রাজদরবারে গিয়া উপবেশন করিত আর দরবারান্তে তথা হইতে আসিয়া পুরোহিতের আলয়ে বাস করিত। অদ্য কপট রাজবেশী মাধব উজ্জয়িনীপতির নিকট বসিয়া আছে, এই সময় পুরোহিত শঙ্করস্বামী শিবের সহিত বিবাদ করিয়া সুবিচার প্রত্যাশায় রাজার নিকট গিয়া নিবেদন করিলেন, দেব! এই শিব আমাকে কতকগুলি কৃত্রিম অলঙ্কার দিয়া আমার নিকট হইতে তাহার মূল্যস্বরূপ বহু অর্থ গ্রহণ করিয়াছে। আমি না জানিয়া-শুনিয়া ঐ সকল অলঙ্কারের জন্য বিশ্বস্তভাবে ইহাকে আমার যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছি। এখন ঐ অলঙ্কারগুলি পরীক্ষা দ্বারা কৃত্রিম বলিয়া স্থির হইয়াছে। সুতরাং আমার প্রদত্ত মূল্য ইহার নিকট পুনরায় আমি ফেরত চাহিতেছি। কিন্তু এই শিব তাহাতে রাজি না হইয়া তাহার অন্য প্রকার উত্তরদানে আমার সহিত বিবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। অতএব আপনি রাজা, আপনার নিকট সুবিচার ও সুমীমাংসার ভার সমর্পণ করিলাম।

এই সময় ধূর্ত্ত শিবও উজ্জয়িনীপতির নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল,—রাজন্! সকলেই জানেন

যে, আমি শৈশবকাল হইতেই তপশ্চরণ করিয়া কালাতিপাত করিতেছিলাম। সংসারের ভাল, মন্দ, কোন বিভাগের সহিতই আমার সংস্রব ছিল না। আমি কোনরূপ দান বা প্রতিগ্রহ করিতাম না। কিন্তু এই পুরোহিতই আমাকে ধরিয়া-বান্ধিয়া আমার এই ব্রত ভঙ্গপূর্ব্বক আমাকে সংসারী করিয়াছেন। আমি অর্থ বা অলঙ্কার কোন বস্তুরই প্রকৃত তত্ত্ব জানি না। সুতরাং এ অবস্থায় এই অলঙ্কারগুলির কৃত্রিমতা সম্বন্ধে আমি দোষী কি নির্দ্দোষ, আপনি তাহার বিচার করুন। আর এক কথা—এই অলঙ্কারগুলি আমার পৈতৃক ধন নহে। এই পুরোহিত ব্রাহ্মণের অনুরোধেই আমি অলঙ্কারগুলি ইহার গৃহস্থিত রাজা মাধবের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলাম। পূর্ব্বে তিনিই আমাকে ইহা দান করিয়াছিলেন। আমি ইহার মর্ম্ম কিছুই জানিতাম না, তাই যেমন পাইলাম, অমনি তাহার মূল্য লইয়া এই পুরোহিতের হস্তে সে সমস্ত সমর্পণ করিলাম। এই দেখুন, এ সম্বন্ধে তৎকালে আমাদিগের যে লেখ্যপত্র হইয়াছিল, তাহা আমার কাছে আছে। অধিক কি, যিনি এই সকল দান করিয়াছিলেন, সেই মাধবরাজই এই বিষয়ের এক-জন প্রধান সাক্ষী। আমি আর অধিক কি কহিব, এই সমস্ত অলঙ্কারের কৃত্রিমতা সম্বন্ধে আমার কোনই দোষ নাই।

উজ্জয়িনীপতির নিকট উভয়েই এইরূপে স্ব স্ব বক্তব্য ব্যক্ত করিলেন। রাজা উভয় পক্ষের কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ নীরব রহিলেন। এই সময়ে পার্শ্বস্থিত কপট রাজা মাধব পুরোহিতকে বলিল,—মহাশয়! আপনাকে আমি অত্যন্ত মান্য করিয়া চলি, সুতরাং আপনার সহিত কোনরূপ প্রবঞ্চনা করা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। আপনাদের উভয়ের মধ্যে সম্প্রতি যে জন্য বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে, ইহার মূল আমি। কারণ, আমিই ঐ অলঙ্কারগুলি দান করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা হইলেও আমার এ সম্বন্ধে কোন অপরাধ নাই। আমার পৈতৃক যে-সকল ধনরত্ন ছিল, আমি শত্রুভয়ে সেই সকল সঙ্গে লইয়া নিজ রাজ্য হইতে এই স্থানে পলাইয়া আসিয়াছি। যদি সত্যসত্যই এই সকল দানীয় বস্তু স্বর্ণ বা রত্ন না হইত, তাহা হইলে এইরূপ কৃত্রিম দানের ফলে কখনই আমি সেই উৎকট রোগ হইতে আরোগ্যলাভ করিতে পারিতাম না। যাহা হউক, আপনিই জানেন যে, আমি ব্রাহ্মণকে দান করিবার পরই রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছি। অতএব এ বিষয়ে সত্যাসত্য আপনিও ত' অনেকটা নির্ণয় করিতে পারেন।

মন্ত্রিগণ-পরিবেষ্টিত উজ্জয়িনীরাজ মাধবের এই কথা শুনিয়া এবং তাহার মুখভাব অবিকৃত দেখিয়া হাসিয়া উঠিলেন। রাজা ও রাজসভাসদ্গণ সকলেই শিব ও মাধবকে একেবারে নির্দ্দোষ বলিয়া স্থির করিলেন। তখন পুরোহিত ব্রাহ্মণ লজ্জায় অধোবদন হইয়া রাজসভা হইতে অনুতপ্তমনে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। ধূর্ত্ত শিব ও মাধবেরই জয় হইল। তাহারা সন্তুষ্টমনে নিরাপদে তথায় বাস করিতে লাগিল।

কন্যা কনকরেখা কহিল,—পিতঃ! ধীবরেরা বহুপ্রকার জাল-প্রক্ষেপে যেমন মৎস্যাদি আকর্ষণ করে, তেমনি সংসারে ধূর্ত্ত ব্যক্তিরা শত শত জিহ্বা-ব্যাদান করিয়া এইরূপেই সরলস্বভাব বিশ্বস্ত ব্যক্তি-দিগকে বঞ্চনা করিয়া থাকে। উহাদিগের বাক্য-জালে অনভিজ্ঞ লোকেরা এমনই মুগ্ধ হইয়া পড়ে যে, তাহারা উহাদিগের সম্পূর্ণ অলীক বাক্যেও সহসা বিশ্বাসস্থাপনে কুণ্ঠিত হয় না। আমি যে ঘটনা আপনাকে বলিলাম, তাহাতে ধূর্ত্তগণ যে কিরূপ কথায় বা আচার-ব্যবহারে লোকের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া দেয়, তাহা অবশ্য আপনি বুঝিতে পারিয়াছেন। এক্ষণে এই দেখুন, এই যে ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণযুবক "আমি কনকপুরী দেখিয়াছি" এইরূপ মিথ্যাকথায় আপনাকে প্রতারিত করিয়া আমাকে লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, ইহাকেও আপনি উল্লিখিত ধূর্ত্ত বা প্রতারক বলিয়া জানিবেন। আমি এ সম্বন্ধে আপনাকে আর অধিক কিছু বলিব না। আপনার নিকট আমার শেষ প্রার্থনা এই যে, এখন আমার বিবাহের জন্য আপনি আর ব্যস্ত হইবেন না। আমি এখন কন্যাবস্থায়ই অবস্থান করিতে থাকি। দেখি, বিধাতা আমার ভাগ্যচক্র কিরূপভাবে পরিচালন করেন।

রাজপুত্রী এই বলিয়া নীরব হইলে পিতা পুনরায় তাহাকে বলিতে লাগিলেন,—বৎসে! তোমাকে আর অধিক কত বলিব, তুমি নিজেও অবশ্য ইহা বুঝিতে পার যে, যৌবনাগমে কন্যাগণের অবিবাহিত অবস্থায় থাকা কোন প্রকারেই সঙ্গত নহে। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের সাধুত্ব অসাধুলোকেরা সহজে স্বীকার করিতে চাহে না। সুতরাং এ অবস্থায় তুমি ভাবিয়া দেখ—তুমি যুবতী, অথচ অবিবাহিতা থাকিয়া যদি কালক্ষেপ কর, তবে তোমার চরিত্র অকলঙ্ক থাকিলেও অসাধুলোকেরা অনায়াসে

তাহাতে দোষারোপ করিতে পারিবে। আর এক কথা—সাধারণ লোকেরা অধিকাংশ স্থলে সাধুলোকদিগেরই নিন্দাবাদ করিতে সমধিক যত্নপরায়ণ হইয়া থাকে। আমি এ সম্বন্ধে একটি গল্প বলিতেছি, শ্রবণ কর।

গঙ্গাতীরে কুসুমপুর নামে একটি নগর আছে, পূর্ব্বে ঐ নগরে হরস্বামী নামক জনৈক তীর্থপর্য্যটক তাপস বাস করিতেন। তাপস হরস্বামী প্রত্যহ নগরে নগরে ভিক্ষা করিয়া গঙ্গাতীরস্থ আপন আশ্রমে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার তপঃপ্রভাবে অতি অল্পকালের মধ্যেই তিনি তথাকার নরনারীগণের সাতিশয় সম্মানভাজন হইয়া উঠিলেন। কিন্তু সেই তাপসের সম্মান-প্রতিষ্ঠা দেখিয়া তথাকার এক খলপ্রকৃতি ব্যক্তির তাহা সহ্য হইল না, সে সকলের নিকট সেই তাপসের এইরূপ দুর্নাম রটনা করিতে লাগিল যে, তাপস হরস্বামী একজন কপট সাধু। ঐ ব্যক্তি দিনের বেলা সন্ন্যাসী সাজিয়া থাকে; কিন্তু রাত্রি হইলেই এই নগরস্থ শিশুদিগকে ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করে। প্রথমোক্ত খল ব্যক্তির কথায় তাহার সহচর অন্য ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, ঠিক কথা। তাপস হরস্বামীর ঐরূপ আচরণের কথা আমিও বহুবার শ্রবণ করিয়াছি। তাহাদিগের সহচর অপর আর এক দুষ্ট ব্যক্তিও সেই কথায় সায় দিল। তখন এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাপসের সেই দুর্নামের কথা দেশময় রাষ্ট্র হইল। পুরবাসীরা ভয় ও বিস্ময়ে ব্যাকুল হইয়া আপন আপন শিশুসন্তানদিগকে গৃহ হইতে বাহির করিল না। পাছে হরস্বামী আসিয়া অজ্ঞাতসারে তাহাদিগের শিশুসন্তানগুলিকে ভক্ষণ করিয়া ফেলে, এই ভয়ে দেশস্থ ব্রাহ্মণবর্গ সকলেই সম্মিলিত হইয়া মন্ত্রণাপূর্ব্বক সন্ন্যাসীকে এ দেশ হইতে নির্ব্বাসন করাই স্থির করিল। ব্রাহ্মণগণ, সন্ন্যাসী পাছে খাইয়া ফেলে, এই ভাবিয়া নিজেরা না গিয়া তাপস হরস্বামীর নিকট কয়েকজন লোক পাঠাইয়া দিলেন। প্রেরিত লোকেরাও ভয়ে তাপসের সম্মুখে না গিয়া দূরে থাকিয়াই হরস্বামীকে বলিল,—হে তাপস! এই দেশস্থ ব্রাহ্মণেরা আপনাকে এই আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে অনুরোধ করিতেছেন।

হরস্বামী বিস্ময়ের সহিত উত্তর করিলেন,—কেন, কি নিমিত্ত আপনারা আমাকে এরূপ কথা বলিতেছেন? তাহারা উত্তর করিল,—মহাশয়! আমরা শুনিতে পাইলাম,—আপনি এই নগরবাসিগণের অল্পবয়স্ক শিশুসন্তানগুলিকে প্রত্যহ ভক্ষণ করিয়া থাকেন; সুতরাং আপনার এ স্থানে অব[স্থান] করা কাহারও অভিপ্রেত নহে। হরস্বামী ঐ [কথা] শুনিয়া কিঞ্চিত মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি [আর] মুহূর্ত্ত তথায় অপেক্ষা না করিয়া অবিলম্বে ন[গরস্থ] ব্রাহ্মণদিগের নিকট গমন করিলেন। ব্রাহ্ম[ণেরা] হরস্বামীকে আসিতে দেখিয়া সকলেই স[ভয়ে] উচ্চস্থানে আরোহণ করিলেন। হরস্বামী ত[খন] তত্রত্য ব্রাহ্মণদিগের প্রত্যেককে স[ম্বোধন] করিয়া বলিলেন,—হে বিপ্রগণ! আপ[নারা] এইরূপ মোহপ্রাপ্ত হইতেছেন কেন? আ[মাকে] দেখিয়া আপনাদিগের এইরূপ ভয়ের স[ঞ্চার] বা হয় কেন? আপনারা যেরূপ অন[র্থক] অপবাদের কথা শুনিয়া আমাকে [দেশত্যাগী করিতে] স্থির করিয়াছেন, আচ্ছা বলুন দেখি আপনাদি[গের] মধ্যে কাহারও কি সেরূপ কোন অমঙ্গল স[ংঘটিত] হইয়াছে? আপনারা সকলেই এই [স্থানে] রহিয়াছেন, একবার স্থিরচিত্তে দৃষ্টিপাত ক[রিয়া] দেখুন দেখি, আপনাদিগের স্ব স্ব শিশুসন্তান[গণ] জীবিত আছে কি না?

তখন হরস্বামীর কথায় সকলেরই স[ন্দেহ] ভাঙ্গিল। তাঁহারা সকলেই স্থিরচিত্তে দেখি[লেন,] তাঁহাদিগের সন্তান-সন্ততিগণের মধ্যে কাহারও [কোন] অনিষ্ট ঘটে নাই। সকলেই পূর্ব্বের ন্যায় ইঁ[হারা] রহিয়াছে। তখন সকলেই একবাক্যে বলিলে[ন,] অহো, এই সাধুব্যক্তিকে বৃথা অপবাদ গ্রস্ত [করা] হইয়াছে। আমরা না জানিয়া-শুনিয়া দুষ্টলো[কের] কথায় এই নিরীহ তাপসের প্রতি অযথা দোষা[রোপ] করিয়াছিলাম। এক্ষণে আমাদিগের সন্দে[হ] দূর হইয়াছে। আমরা বুঝিয়াছি, কতকগুলি [দুষ্ট] লোক ইহার এইরূপ দুর্নাম রটনা করিয়াছি[ল।] যাহা হউক, এখন আমাদিগের এই বাস[স্থানে] যাহাতে ইঁহাকে বাস করাইতে পারি, [আমরা] সকলেই তৎপক্ষে সবিশেষ যত্ন প্রকাশ করিব।

এদিকে হরস্বামী নগরবাসীদিগের প্রতি বি[রক্ত] হইয়া আর মুহূর্ত্তমাত্র সে নগরে অবস্থান ক[রিতে] ইচ্ছা করিলেন না, তিনি তদ্দণ্ডেই তথা হ[ইতে] প্রস্থানে উদ্যত হইলেন। এই সময় নগরস্থ যা[বতীয়] বণিকসমাজ, শিক্ষিতগণ ও বিদ্বদ্‌ব্রাহ্মণস[মাজ] সকলেই তাপসের পদপ্রান্তে পতিত হইয়া তাঁ[হাকে] নগরপরিত্যাগ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। [তিনি] প্রসন্ন হইয়া সে স্থান ত্যাগ করিতে পারিলেন না।

রাজা কহিলেন,—বৎসে! দুর্জ্জনগণ এই[রূপে] অতি নিরীহ নির্দ্দোষ ব্যক্তিরও বৃথা কুৎসা [রটনা করে]

করিয়া সমাজে তাঁহাকে অপ্রতিভ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। সাধু ব্যক্তির চরিত্রে মিথ্যা দোষারোপ করাই দুষ্টলোকের স্বভাব। অতএব বৎসে! তুমি আমার কথা অন্যথা করিও না। তোমার এই অভিনব যৌবনোদ্গম হইতেছে, এ সময়ে তুমি আমাদিগের কথায় কর্ণপাত না করিয়া যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইলে আমি নিতান্তই মর্ম্মাহত হইব। আমার কথা রাখ, তোমার বিবাহব্যাপারে মতি হউক।

পিতার কথায় কন্যা কনকরেখা উত্তর করিল,—পিতঃ! আমি আপনার কথায় অস্বীকৃত হই নাই। আমি ত' পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—যে ব্যক্তি কনকপুরী প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনি ব্রাহ্মণই হউন, অথবা ক্ষত্রিয়ই হউন, আমাকে তাঁহার করে সম্প্রদান করুন।

রাজা বিবাহসম্বন্ধে কন্যার এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় জানিয়া তাহাকে কোন জাতিস্মর বলিয়াই স্থির করিলেন। তিনি আর কন্যার কথায় দ্বিরুক্তি না করিয়া সেইদিন হইতে আবার রাজ্যমধ্যে এইরূপ এক ঘোষণা প্রচার করিলেন যে, যদি কোন ব্রাহ্মণ কিংবা ক্ষত্রিয়সন্তান কনকপুরী নয়নগোচর করিয়া থাকেন, তবে তিনি আসুন, আমি আমার রাজ্যৈশ্বর্য্যসহ কন্যা কনকরেখাকে তাঁহার করে সম্প্রদান করিব।

পঞ্চবিংশ তরঙ্গ

শক্তিদেবের উপাখ্যান

এদিকে সেই ব্রাহ্মণযুবক শক্তিদেব রাজকন্যা কনকরেখার নিকট সেইদিন অপমানিত হইয়া দুঃখিত-মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—হায়, আমি আজ কনকপুরী দেখিয়াছি বলিয়া, যে জন্য মিথ্যাকথা কহিলাম, সেই রাজবালাকে লাভ করা দূরে থাকুক, অধিকন্তু তাহার নিকট অপমানিত হইয়া আসিলাম! যাহা হউক, আমি এখন আর এই উদ্যম হইতে বিরত হইব না, আমি সমস্ত পৃথিবী তন্ন তন্ন করিয়া দেখিব,—কোথায় সেই কনকপুরী আছে। জীবনপণ করিয়া কনকপুরী যাইব এবং কনকপুরী হইতে আসিয়া রাজকুমারীকে পণে পরাজয় করিয়া না পাই, তবে এ জীবনে কি প্রয়োজন?

শক্তিদেব মনে মনে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া সেই দিনই বর্দ্ধমান পুরী হইতে প্রস্থান করিলেন। অনেক ভাবনা-চিন্তার পর সর্ব্বপ্রথমে দক্ষিণদিকে যাওয়াই তাঁহার মনে সঙ্গত বলিয়া ধারণা হইল। তিনি অবিলম্বে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পথ চলিতে চলিতে ক্রমে বহু নগর, জনপদ, নদ, নদী ও পর্ব্বত প্রভৃতি অতিক্রমপূর্ব্বক বিন্ধ্যাটবীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে আসিয়া দুর্গম পার্ব্বত্য পথসকল তিনি ধীরে ধীরে অতিক্রম করিতে লাগিলেন। সেই ঘোর বিন্ধ্যারণ্যে একাকী তিনি নির্ভীকচিত্তে বহুপথ অতিক্রম করিলেন। তাঁহার আহার নাই, নিদ্রা নাই, অন্য চিন্তা নাই, একমাত্র রাজনন্দিনীই তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে।

শক্তিদেব পথ চলিতে চলিতে একদিন দেখিতে পাইলেন,—সেই নিবিড় অরণ্যমধ্যে একটি সুদীর্ঘ সরোবর বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই সরোবরের দৃশ্য বড়ই মনোহর! প্রস্ফুটিত পঙ্কজকুল তাহার স্থানে স্থানে নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া যেন সেই সরোবরের মস্তকে ছত্র ধারণ করিয়া রহিয়াছে। জলকেলি-নিরত কলহংসকুল কলকল নিনাদে প্রস্ফুটিত পঙ্কজরাজির চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া যেন পক্ষবাত দ্বারা তাহাকে বীজন করিতেছি।

তিনি হৃষ্টমনে সেই সরোবরের সুশীতল জলে অবগাহন করিয়া তাঁহার সেই সুদীর্ঘকালের পথশ্রান্তি অপনয়ন করিলেন এবং কিঞ্চিত পরে তথা হইতে বহির্গত হইয়া ধীরে ধীরে পুনরায় পথ চলিতে লাগিলেন।

যুবক দেখিলেন,—সেই সরোবরের অদূরে একটি অশ্বত্থবৃক্ষ দণ্ডায়মান রহিয়াছে এবং তাহার চতুর্দ্দিকস্থ বৃক্ষসকল নানাবিধ ফল-ফুলে বিরাজ করিতেছে। স্থানের রমণীয়তা দেখিয়া যুবকের মন প্রফুল্ল হইল। তিনি ভাবিলেন,—নিশ্চয়ই ইহার অদূরে কোন তাপসাশ্রম আছে, অতএব একটু অগ্রসর হইয়া দেখি। যুবক এই ভাবিয়া যেমন ধীরে ধীরে বনের অন্তরাল দিয়া কয়েকপদ অগ্রসর হইলেন, অমনি সম্মুখে একটি আশ্রম দেখিতে পাইলেন। আশ্রম দেখিয়া তাঁহার মনে আনন্দ হইল। তিনি দেখিলেন,—কতিপয় তাপস-পরিবৃত এক সুবৃদ্ধ সৌম্যমূর্ত্তি মুনিশ্রেষ্ঠ সেই আশ্রমে বসিয়া রহিয়াছেন। এই মুনিবরের নাম সূর্য্যতাপস। আগন্তুক শক্তিদেব সেই বৃদ্ধতাপসকে প্রণামপূর্ব্বক তৎসম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। ইত্যবসরে বৃদ্ধ তাপস শক্তিদেবের দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া কহিলেন,—যুবক! তুমি কোথা হইতে এই নিবিড়

অরণ্যে আগমন করিয়াছ? তোমার নাম কি এবং তুমি কি নিমিত্ত কোন্ স্থানেই বা গমন করিতেছ?

তাপসের প্রশ্ন শুনিয়া শক্তিদেব সবিনয়ে বলিলেন,—ভগবন্! আমি ব্রাহ্মণসন্তান। আমার নাম শক্তিদেব। কোন একটি কারণবশতঃ আমি কনকপুরী দেখিব বলিয়া প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বর্দ্ধমান পুরী হইতে আগমন করিয়াছি, কিন্তু বহু দেশ পর্য্যটন করিয়াও এ পর্য্যন্ত কনকপুরীর সন্ধান করিতে পারি নাই। অতএব আপনার যদি কনকপুরী বিদিত থাকে, তবে কৃপা করিয়া আমাকে বলুন।

যুবকের এইরূপ বিনয়বাক্য শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধ তাপস উত্তর করিলেন,—বৎস! আমি এই আশ্রমে প্রায় আটশত বর্ষকাল তপস্যা করিতেছি, কিন্তু বলিব কি, এমন অভিনব পুরীর নাম কখনও আমার কর্ণগোচর হয় নাই। অতএব এ পুরীর সন্ধান আমি কেমন করিয়া বলিব? তাপসের কথায় তখন শক্তিদেবের বল, বুদ্ধি, উদ্যম ও অধ্যবসায় ক্রমে সমস্তই শিথিল হইয়া পড়িল, তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তাপসকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—প্রভো! এমন কোনই কি উপায় নাই, যাহাতে আমি সেই পুরীর সন্ধান পাইতে পারি? আমি বলিব কি, যদি সেই পুরীর সন্ধান না ঘটে, তবে আমার জীবন থাকিবে কি না সন্দেহ। অতএব কৃপা করিয়া আমাকে বলিয়া দিন, আমি কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে অচিরে সেই নগরে উপনীত হইতে পারিব।

ব্রাহ্মণযুবকের এই নির্ব্বন্ধ দেখিয়া সূর্য্যতাপস বলিলেন,—হে যুবক! এই বনের তিনশত যোজন অন্তরে কাম্পিল্য নামে একটি দেশ আছে। সেই দেশে গিয়া তুমি উত্তর নামক একটি সু-উচ্চ পর্ব্বত দেখিতে পাইবে। সেই পর্ব্বতের অধিত্যকায় একটি আশ্রম আছে। ঐ আশ্রমে আমার অগ্রজ মহর্ষি দীর্ঘতপা তপশ্চরণ করিতেছেন। তুমি সত্বর সেই-খানে গিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হও। তাঁহার দয়া হইলে তোমার কিছুরই অভাব থাকিবে না। তিনি অবিলম্বে কনকপুরীর বৃত্তান্ত তোমাকে বলিয়া দিবেন। ব্রাহ্মণযুবক তাপসের কথা শুনিয়া কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন। তিনি সে রাত্রি সেই আশ্রমেই বাস করিলেন এবং যথাসময়ে রাত্রিপ্রভাত হইবামাত্র মুনিগণকে প্রস্থানোচিত প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া, তাহাদিগের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক সত্বর তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

ব্রাহ্মণযুবক শক্তিদেব সূর্য্যতাপসের আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বহুদিবস অবিশ্রান্ত গতিতে পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। ক্রমে দী… কৃপায় হিংস্রজন্তুসঙ্কুল নিবিড় অরণ্যা… অবলীলাক্রমে পার হইয়া তিনি কাম্পিল্য ন… উপনীত হইলেন। কাম্পিল্য নগরে উপস্থি… হইয়া অদূরে সেই উত্তর পর্ব্বত দেখিয়া তাঁহার ম… অপার আনন্দ লইল। তিনি ভাবিলেন,—এই… আমার কষ্টের অবসান হইয়াছে। দীর্ঘতপা মু… কৃপায় নিশ্চয়ই আমার অভীষ্ট পূর্ণ হইবে।

যুবক এই ভাবিয়া ধীরে ধীরে সেই পর্ব্ব… আরোহণ করিলেন এবং পর্ব্বতে আরোহণ করি… তাহার অপার শোভা সন্দর্শন করিতে করি… চলিলেন। ক্রমে পর্ব্বতের নানাস্থান বিচরণ করি… করিতে অদূরে একটি আশ্রম দেখিতে পাইলে… যুবক আশ্রম দেখিয়া আহ্লাদের সহিত তদভি… অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

শক্তিদেব আশ্রমে উপস্থিত হইয়াই মুনি… দীর্ঘতপার দর্শনলাভ করিলেন। ঋষি দীর্ঘত… যথাবিধানে শক্তিদেবের আতিথ্য সম্পাদন করি… তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন,—ব্রাহ্মণকুমার! তুমি… নিমিত্ত আমার নিকট আগমন করিয়াছ, তা… আমাকে বল। শক্তিদেব মুনিবরের প্রসন্নতা জানি… অতি বিনীতভাবে বলিলেন,—মহর্ষে! আ… আপনার অনুজ মহাত্মা সূর্য্যতাপসের আদেশে… কনকপুরী অনুসন্ধান পাইব বলিয়া আপনার নি… আগমন করিয়াছি।

শক্তিদেবের কথা শেষ হইলে দীর্ঘ… বলিলেন,—বৎস! আমি এই অরণ্যমধ্যে … কালাবধি তপশ্চরণ করিতেছি। এখানে কো… বৈদেশিক লোকের সমাগম হওয়া অসম্ভব, সুত… লোকপরম্পরাও আমি এই কনকপুরীর বি… অবগত নহি।

তখন শক্তিদেব তাঁহার অঙ্গীকারবৃত্তান্ত মু… দীর্ঘতপার নিকট আমূল নিবেদন করিলেন। যুবকে… অঙ্গীকার শ্রবণে ও শিষ্টালাপে সন্তুষ্ট হইয়া দীর্ঘ… কিয়ৎকাল ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া বলিলেন,—ব… আমি সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছি। তবে যে উ… অবলম্বন করিয়া তোমার কনকপুরী দর্শনলাভ হই… বলিতেছি, শ্রবণ কর।—

সমুদ্রের মধ্যস্থলে উৎস্থল নামে একটি দ্বীপ আ… সেই দ্বীপে সত্যব্রত নামক একজন ধনী ধীবরপ… বাস। ঐ ধীবরপতি একজন শ্রেষ্ঠ ব্যবসা… পৃথিবীস্থ প্রায় সমস্ত দ্বীপেই তাহার যাতা… আছে। আমার ধারণা,—সেই ধীবরপতি কনক…

দেখিয়া থাকিবে। কিন্তু তাহার সহিত সাক্ষাৎ করা তোমার পক্ষে বড়ই কঠিন বলিয়া আমার মনে হইতেছে; অতএব তুমি প্রথমে সেই স্থানে না যাইয়া সমুদ্রতীরস্থ বিটঙ্কপুর নগরে গমন কর। সেইখানে কিছুদিন অবস্থানের পর তাহারই কোন একখানি বাণিজ্যপোতে আরোহণ করিয়া গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারিবে এবং অচিরেই তোমার কার্য্যসিদ্ধি হইবে।

শক্তিদেব মুনিবর দীর্ঘতপার আদেশপ্রাপ্ত হইয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই আশ্রম হইতে প্রস্থান করিলেন। তিনি বহুক্লেশ সহ করিয়া বহু দেশ পর্য্যটনপূর্ব্বক অবশেষে দীর্ঘতপা-কথিত সেই সমুদ্রতীরবর্ত্তী বিটঙ্কপুর নগরে উপনীত হইলেন। এইখানে আসিয়া সমুদ্রদত্ত নামক জনৈক বণিকের সহিত তাঁহার পরিচয় হইল, ক্রমে কয়েক দিনের মধ্যেই পরস্পরের সহিত বিলক্ষণ সৌহার্দ্দ জন্মিল। একদিন বণিক সমুদ্রদত্ত শক্তিদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—সখে! আমি বাণিজ্যার্থ উৎস্থলদ্বীপে গমন করিতেছি। ইচ্ছা হইলে তুমি আমার সহিত যাইতে পার। তৎশ্রবণে শক্তিদেব অভীষ্টসিদ্ধির সূচনা দেখিয়া বণিক সমুদ্রদত্তের সহিত যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। বণিক সমুদ্রদত্ত ও যুবক শক্তিদেব উভয়েই তৎকালে অর্ণবপোতে আরোহণপূর্ব্বক প্রীতমনে সমুদ্রযাত্রা করিলেন।

বাণিজ্যতরী সমুদ্রপথে বহুদিবস চলিল। তখনও সমুদ্র অতিক্রম করিয়া গন্তব্যস্থানে গমন করিতে পারে নাই। হঠাৎ আকাশে একখানি মেঘ দেখা দিল। সুচতুর পোতাধ্যক্ষ মেঘ দেখিয়া তীরাভিমুখে অগ্রসর হইবার জন্য প্রবলবেগে তরী চালাইতে লাগিল; কিন্তু বিধিবিড়ম্বনায় সকল চেষ্টাই বিফল হইল। বাণিজ্যপোত কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই সহসা তাহার গতিরোধ হইল। দেখিতে দেখিতে চপলাচমকে দশদিক্ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। সমস্ত আকাশ নীল মেঘে সমাচ্ছন্ন হইল। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বায়ু বহিতে লাগিল। তখন সেই বাণিজ্যপোতমধ্যে মহা কোলাহল উত্থিত হইল। নাবিক হইতে পোতস্বামী পর্য্যন্ত কেহই স্থির থাকিতে পারিল না, সকলেই জীবনের আশা বিসর্জ্জন দিয়া ভীষণ ক্রন্দনধ্বনিতে মেঘধ্বনি পরাজিত করিল। এইরূপ ক্রমে আরোহিগণের ক্রন্দনসহ ক্ষণকালমধ্যেই বাণিজ্যতরী সমুদ্রসলিলে নিমজ্জিত হইল। তখন প্রাণরক্ষায় হতাশ হইয়া অনেকেই জন্মের মত জলধি-জীবনে জীবন বিসর্জ্জন করিল। পোতস্বামী বণিক সমুদ্রদত্ত একখানি ভাসমান ক্ষুদ্র তরী অবলম্বনে তৎকালে নিজপ্রাণ রক্ষা করিলেন। সন্তরণপটু নিরাশ্রয় শক্তিদেব সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া সাঁতার কাটিতে কাটিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

কিন্তু হতভাগ্য ব্রাহ্মণযুবকের অদৃষ্টে এই সময় আর এক নূতন বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি সন্তরণপূর্ব্বক যেমন কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াছেন অমনি সহসা এক বৃহদাকার মৎস্য তাঁহাকে গ্রাস করিল। তখন যুবকের নিকট সমস্ত অন্ধকারময় হইল। তিনি বিধিবিপাকে মৎস্যোদরে প্রবিষ্ট হইলেন বটে; কিন্তু ইহাতে তাঁহার জীবন নষ্ট হইল না, তিনি কারারুদ্ধের ন্যায় সজীব অবস্থায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

মৎস্য শক্তিদেবকে গ্রাস করিয়া স্বচ্ছন্দে সাগর-সলিলে বিচরণ করিতে লাগিল। এইভাবে ক্রমে বহুদিন অতীত হইলে, মৎস্য একদিন সমুদ্রজলে বিচরণ করিতে করিতে উৎস্থলদ্বীপের নিকট উপস্থিত হইল। এই উৎস্থলদ্বীপে বহুসংখ্যক ধীবরের বাস। ধীবরগণ নানা উপায়ে সমুদ্র হইতে মৎস্য ধরিয়া তাহাদিগের প্রভু সত্যব্রতের নিকট প্রত্যহ লইয়া যায়। অদ্য তাহারা হঠাৎ সেই বৃহৎ মৎস্যের সন্ধান পাইয়া জালবেষ্টনে তাহাকে ধরিয়া ফেলিল এবং প্রকাণ্ড মৎস্য পাইয়া কৌতুকবশতঃ তাহাদিগের প্রভুর নিকট লইয়া গেল। ধীবরস্বামী সত্যব্রত সুবৃহৎ মৎস্য দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ তাহা দ্বিখণ্ড করিবার জন্য ভৃত্যদিগকে আদেশ করিল। আদেশমাত্র ভৃত্যগণ সর্ব্বজন-সমক্ষে সেই সুবৃহৎ মৎস্য কাটিয়া ফেলিল। মৎস্য-কর্ত্তন হইলে সহসা এক যুবাপুরুষ তাহার উদর হইতে বহির্গত হইল। তখন সাতিশয় আশ্চর্য্যের সহিত সকলেই সেই যুবাপুরুষকে দেখিতে লাগিল। যুবাপুরুষ মৎস্যোদর হইতে নির্গত হইয়া পুনরায় মনুষ্যলোক প্রত্যক্ষপূর্ব্বক মনে মনে বড়ই আনন্দিত হইল। তখন ধীবরস্বামী সত্যব্রত বিস্ময়ের সহিত তাঁহাকে জিজ্ঞাসিল,—মহাশয়! আপনি কে? এবং কি নিমিত্তই বা মৎস্যোদরে বাস করিতেছিলেন? যুবক উত্তর করিলেন,—মহাশয়! আমি ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হইয়াছি। আমার নাম শক্তিদেব। আমি কিছুকাল পূর্ব্বে ভারতবর্ষস্থ বর্দ্ধমান পুরী হইতে আগমন করিয়াছি। পৃথিবীর মধ্যে কনকপুরী নামে যে একটি পুরী আছে, ঐ পুরী আমি অবশ্যই অবলোকন করিব বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। কিন্তু উহা পৃথিবীর কোন্ স্থানে

আছে, তাহা আমি জানি না। সুতরাং সমস্ত ভূমণ্ডল পর্য্যটনপূর্ব্বক সেই পুরীর অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ক্রমে দীর্ঘতপা মুনির আশ্রমে আসিয়া উপনীত হইলাম। তৎপরে তাঁহার আদেশে ধীবরপতি সত্যব্রতের নিকট আগমন করিব বলিয়া এক বাণিজ্যপোতে আরোহণপূর্ব্বক সমুদ্রের উপর দিয়া আসিতে লাগিলাম। ঘটনাক্রমে এই সময় বাণিজ্যপোত সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইল। আরোহিগণ সকলেই জলে নিমগ্ন হইয়া গেল। আমি সাগরসলিলে ভাসিতে লাগিলাম্। এক বৃহৎ মৎস্য এই সময় আমাকে গ্রাস করিল। কিন্তু তাহার পর কি হইল, তাহা আমার স্মরণ নাই। এক্ষণে ঈশ্বরকৃপায় এই সেই মৎস্য হইতে নির্গত হইলাম। ব্রাহ্মণযুবক শক্তিদেবের এই কথা শুনিয়া ধীবরস্বামী সত্যব্রত বলিলেন,—মহাশয়! আমারই নাম সত্যব্রত। আমি ধীবরগণের স্বামী। আপনি যে স্থানে আসিয়াছেন, তাহার নাম উৎস্থলদ্বীপ। আমি বহু দ্বীপ দেখিয়াছি; কিন্তু যে দ্বীপে সেই কনকপুরী আছে, তাহা আমার দৃষ্ট হয় নাই। শুনিয়াছি—অপর একটি দ্বীপে সেই পুরী বিরাজমান রহিয়াছে।

ধীবরস্বামীর কথা শুনিয়া শক্তিদেব অত্যন্ত বিষণ্ন হইলেন, দুঃখভরে তাঁহার অন্তর কাঁদিয়া উঠিল। যুবকের অবস্থা দেখিয়া ধীবরস্বামী পুনরায় বলিল, মহাশয়! আপনি বিষণ্ন হইবেন না। অদ্য রাত্রি এই স্থানে বাস করুন, রাত্রিপ্রভাতে আমি আপনার অভীষ্টসিদ্ধির জন্য কোন একটি উপায় বলিয়া দিব। শক্তিদেব ধীবরপতির কথায় আশ্বস্ত হইয়া তাহারই যত্নে তথাকার এক মঠে গিয়া সে রাত্রি বাস করিলেন।

যুবক শক্তিদেব সে রাত্রি যে মঠে গিয়া বাস করিলেন, তথায় অনেক ব্রাহ্মণ অবস্থান করিতেছিলেন। তন্মধ্যে বিষ্ণুদত্ত নামক জনৈক ব্রাহ্মণের সহিত যুবক শক্তিদেবের সে রাত্রি বিশেষ আলাপ-পরিচয় হয়। কথাপ্রসঙ্গে বিষ্ণুদত্ত তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন, যুবকও তাঁহার নিকট আত্মকাহিনী ব্যক্ত করিলেন। বিষ্ণুদত্ত তাঁহার পরিচয় পাইয়া সহসা তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক হর্ষগদগদকণ্ঠে বলিলেন, বৎস! তুমি আমার মাতুলপুত্র, ভাগ্যক্রমে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমি বাল্যকাল হইতেই দেশত্যাগী হইয়াছি; তাই কোন আত্মীয়-স্বজনের সহিত এতদিন আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। যাহা হউক, তোমাকে দেখিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইয়াছে। তুমি এখন কিছুদিন এইস্থানে অবস্থান কর। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। দ্বীপান্তর হইতে বহুতর বণিক এই স্থানে যাতায়াত করিয়া থাকে। তাহাদিগের সাহায্যে তোমার কার্য্যসিদ্ধির পথ প্রশস্ত হইবে।

ব্রাহ্মণ বিষ্ণুদত্ত এইরূপে যুবক শক্তিদেবকে আশ্বস্ত করিয়া তৎকালোচিত আতিথ্য-সৎকার দ্বারা পরম আপ্যায়িত করিলেন। মরুভূমিস্থ জলাশয়ের ন্যায় বিদেশগত শক্তিদেব বন্ধু বিষ্ণুদত্তকে প্রাপ্ত হইয়া সুখসাগরে ভাসিতে লাগিলেন। তাঁহার বহুদিনের পথক্লেশ শীঘ্রই বিদূরিত হইল। তিনি তাঁহার ইষ্টসিদ্ধ অদূরবর্ত্তিনী বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাত্রি আসিল। নিশাসমাগমে শক্তিদেব শয়নার্থ শয্যায় উপবেশন করিলেন। বিষ্ণুদত্ত শক্তিদেবের মনস্তুষ্টির জন্য তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া একটি গল্প বলিতে লাগিলেন।

বিষ্ণুদত্ত কহিলেন—পুরাকালে কালিন্দী নদীর সন্নিকটে গোবিন্দস্বামী নামক জনৈক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। গোবিন্দস্বামী নানাগুণে ভূষিত ছিলেন। কালক্রমে তিনি নিজের অনুরূপ দুইটি পুত্রসন্তান লাভ করেন। পুত্রদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম অশোকদত্ত এবং কনিষ্ঠের নাম বিজয়দত্ত। গোবিন্দস্বামী অনুরূপ পুত্রদ্বয় লইয়া কিছুকাল সুখ-স্বচ্ছন্দে বাস করিলেন। কিন্তু বিধিবিড়ম্বনায় তিনি আর অধিক দিন তথায় বাস করিতে পারিলেন না। দেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, অন্নাভাবে চারিদিকে হাহাকার উঠিল, লোকসকল দেশ ছাড়িয়া আপন স্ত্রী, পুত্র, পরিবারসহ স্থানান্তরে গিয়া আশ্রয় করিতে লাগিল। এই সকল দেখিয়া-শুনিয়া গোবিন্দস্বামীও দেশান্তর-গমনে মনঃস্থ করিলেন। পত্নীর পরামর্শানুসারে কাশীবাস করাই তাঁহার স্থির হইল। তিনি আপন বাসস্থান বন্ধু-বান্ধবদিগকে দান করিয়া পুত্র পরিবারাদিসহ অবিলম্বে কাশীধামে যাত্রা করিলেন। পথে যাইতে যাইতে একস্থানে জনৈক ভস্মত্রিপুণ্ড্রধারী জটিল সাধুসন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। পথিমধ্যে সাধুপুরুষ দেখিয়া গোবিন্দস্বামী আপন পুত্রদ্বয়ের শুভাশুভের বিষয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন। গোবিন্দস্বামীর প্রশ্নে সাধুপুরুষ উত্তর করিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনার এই পুত্র দুইটি অত্যন্ত সুখী হইবে; কিন্তু কনিষ্ঠ পুত্রের সহিত আপনার বিয়োগ ঘটিবে। আপনার এই পুত্রবিয়োগ বহুকাল স্থায়ী হইবে না। জ্যেষ্ঠ পুত্র অশোকদত্তের গুণে পুনরায় আপনি কনিষ্ঠ পুত্রের

সহিত সম্মিলিত হইতে পারিবেন। গোবিন্দস্বামী সাধুপুরুষের ভবিষ্যদ্বাণী শ্রবণ করিয়া তৎকালে যুগপৎ সুখ-দুঃখ উভয়ই প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহার অনুমতি লইয়া সপরিবারে ক্রমে বারাণসীধামে আগমন করিলেন। তিনি কাশীতে আসিয়া তাহার বহির্ভাগস্থ এক চণ্ডিকামন্দিরের সন্নিকটে বাসস্থান নির্দ্ধারণপূর্ব্বক স্ত্রী-পুত্রাদিসহ বাস করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে আরও কয়েকজন বিদেশবাসী ব্যক্তি সেইস্থানের সন্নিকটে আসিয়া বাস করিতে লাগিল।

একদিন রাত্রিযোগে নিদ্রিত রহিয়াছে, হঠাৎ তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র বিজয়দত্ত দারুণ শীত-জ্বরে আক্রান্ত হইল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ শীতে কাঁপিতে লাগিল। বিজয়দত্ত অতি কষ্টে পিতাকে জাগরিত করিয়া কহিল,—পিতঃ! দারুণ শীত-জ্বরে আমার দেহ অত্যন্ত অবসন্ন হইয়াছে। আমার কথা কহিবার শক্তি নাই। অতএব আপনি কতিপয় কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া শীঘ্রই অগ্নি প্রজ্বালিত করুন। নতুবা এই দুরন্ত শীত কিছুতেই নিবৃত্ত হইবে না এবং আমিও শান্তিলাভ করিতে পারিব না।

পুত্রের কথা শুনিয়া পিতা গোবিন্দস্বামী দুঃখিত হইয়া বলিলেন,—বৎস! রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহর হইয়াছে, এ স্থানের সকলেই গভীর নিদ্রায় অভিভূত। এতরাত্রে এ স্থানে কিরূপে অগ্নি-সঙ্ঘটন করিব। পুত্র তৎশ্রবণে উত্তর করিল—পিতঃ! ঐ যে এই স্থানের অদূরে প্রজ্বলিত অগ্নি দেখা যাইতেছে, আমি অগত্যা ঐ স্থানে গিয়া আমার এই শীতার্ত্ত অঙ্গ উতপ্ত করিয়া আসিতে ইচ্ছা করিয়াছি, অতএব আপনি হস্ত দ্বারা আমাকে ধরিয়া শীঘ্রই ঐ স্থানে লইয়া চলুন! পিতা বলিলেন,—পুত্র! ঐ অগ্নি শ্মশানে প্রজ্বলিত হইতেছে—ঐ চিতা দেখা যাইতেছে। ভয়ঙ্কর পিশাচগণ সর্ব্বদা ঐ স্থানে নৃত্য করিতেছে, সুতরাং তুমি বালক হইয়া কিরূপে ঐ ভয়ঙ্কর স্থানে গমন করিবে?

পিতার কথায় পুত্র কিছুমাত্র ভীত হইল না। সে হাস্যপূর্ব্বক উত্তর করিল,—পিতঃ! আমি নিকৃষ্ট পিশাচ জাতিকে ভয় করি না। উহারা আমার কিছুই অনিষ্ট করিতে পারিবে না। আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে ঐ স্থানে আমাকে লইয়া চলুন। পুত্রের আগ্রহাতিশয়ে পিতা গোবিন্দস্বামী অগত্যা পুত্র বিজয়দত্তকে লইয়া সেই শ্মশানে আগমন করিলেন। পুত্র শ্মশানে আগমনপূর্ব্বক একটি প্রজ্বলিত চিতার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া অগ্নিতাপে নিজ অঙ্গ উত্তপ্ত করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ চিতাগ্নি-তাপে আপন অঙ্গ উত্তপ্ত করিয়া পুত্র জিজ্ঞাসা করিল,—পিতঃ! এই চিতাগ্নিমধ্যে কোন্ বস্তু দগ্ধ হইতেছে, তাহা আমাকে বলুন। পিতা বলিলেন,—বৎস! এই চিতায় এক্ষণে একটি মনুষ্যমস্তক দগ্ধ হইতেছে। পুত্র বিজয়দত্ত মনুষ্যমস্তক দগ্ধ হইবার কথা শ্রবণ করিয়া কি ভাবিয়া সহসা একখণ্ড জলন্তকাষ্ঠ দ্বারা সজোরে তাহাতে আঘাত করিল। আঘাত করিবামাত্র সেই চিতাগ্নিস্থ মস্তক ফাটিয়া গলিয়া গেল এবং তাহা হইতে কতকগুলি বসা বাহির হইয়া বিজয়দত্তের নাকে-মুখে পতিত হইল।

তখন চিতা হইতে মৃতদেহের বসা নাকে-মুখে নিপতিত হইবামাত্র তাহার আঘ্রাণ ও আস্বাদ পাইয়া বিজয়দত্ত সহসা রাক্ষসাকার ধারণ করিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গে অস্থি-চর্ম্ম ঝুলিতে লাগিল। মুখবিবর হইতে ভীষণ জিহ্বা বিলোলিত হইয়া যেন বিশ্বগ্রাসে উদ্যত হইল। উন্মত্ত রাক্ষস তৎকালে এক শাণিত অসিহস্তে নিজ পিতা গোবিন্দস্বামীকেই সর্ব্বাগ্রে নিধন করিতে উদ্যত হইল। গোবিন্দস্বামী ভীত হইয়া ভগবানের নাম স্মরণ করিতে লাগিলেন। এই সময় এক আকাশবাণী হইল—রাক্ষস! তোমার পিতাকে তুমি বধ করিও না।

আকাশবাণী শ্রবণে রাক্ষস বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাহার পিতাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্রুতপদে সে স্থান হইতে স্থানান্তরে চলিয়া গেল।

গোবিন্দস্বামী এই অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া মনে মনে অত্যন্ত বিস্ময় মানিলেন এবং পুত্রশোকে অস্থির হইয়া "হা পুত্র! হা বৎস! হা বিজয়দত্ত!" এইরূপ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তিনি শ্মশানে থাকিয়া এইরূপ বহুক্ষণ বিলক্ষণ বিলাপ করিলেন বটে, কিন্তু পুত্রের সহিত তাঁহার আর দেখা হইল না। তিনি ভগ্নমনে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা তাঁহার পত্নীর নিকট ব্যক্ত করিলেন। তখন পতিপত্নী উভয়েই দারুণ দুঃখে অভিভূত হইয়া নিরন্তর ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের দুঃখ দেখিয়া তথাকার চণ্ডিকামন্দিরে যে-সকল লোক পূজা দিতে আসিত, তাহারাও সমবেদনা অনুভব করিতে লাগিল।

এই সময় তত্রত্য চণ্ডিকাদেবীর পূজার্থ সমুদ্রদত্ত নামক জনৈক ধনাঢ্য বণিক সেইস্থানে আগমন করিল। বণিক সমুদ্রদত্ত মন্দিরে উপনীত হইয়াই অদূরে গোবিন্দস্বামীকে ভার্য্যাসহ ক্রন্দন

করিতে দেখিয়া এবং স্বয়ং সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া দয়ার্দ্রচিত্তে স্ত্রী-পুত্রাদিসহ তাঁহাকে সেস্থান হইতে নিজাবাসে লইয়া গেল। গোবিন্দস্বামী পূর্ব্বে সন্ন্যাসীর মুখে কনিষ্ঠপুত্রের বিচ্ছেদ-কথা শুনিয়াছিলেন; এক্ষণে সেই কথা স্মরণ করিয়া পুত্রশোক পরিত্যাগ করিলেন এবং বণিক সমুদ্রদত্তের যত্নে তাঁহার আলয়ে স্বচ্ছন্দে স্ত্রী-পুত্রাদিসহ বাস করিতে লাগিলেন।

গোবিন্দস্বামীর জ্যেষ্ঠপুত্র অশোকদত্ত ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্র ও যুদ্ধ উভয় বিদ্যা বিলক্ষণরূপে শিক্ষা করিলেন। ক্রমান্বয়ে বাহুযুদ্ধ ও মল্লযুদ্ধাদিতে তিনি এতদূর পারদর্শী হইয়া উঠিলেন যে, তাঁহার সমকক্ষ বা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা আর কেহই তথায় রহিল না।

একদিন কোন এক দেবোৎসব উপলক্ষে দাক্ষিণাত্য হইতে এক প্রসিদ্ধ মল্ল কাশীধামে আগমন করে। রাজা প্রতাপমুকুট এই সময় কাশীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। নবাগত মল্ল তাঁহারই সমক্ষে কাশীধামস্থ সমস্ত মল্লকে যুদ্ধে পরাজিত করে। রাজা প্রতাপমুকুট এইরূপ পরাজয়ে কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া নবাগত মল্লকে পরাজিত করিবার জন্য মল্লপ্রধান অশোকদত্তকে তাঁহার রাজভবনে আনয়ন করেন। অশোকদত্ত উপস্থিত হইলে, রাজাদেশে নবাগত মল্লের সহিত তাঁহার যুদ্ধ আরম্ভ হয়। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর নবাগত মল্ল অশোকদত্তের নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাজয় স্বীকার করে। তখন এই যুদ্ধ অবসানে অশোকদত্তের কীর্ত্তি চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, রাজা প্রতাপমুকুট অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি পরম প্রীত হইয়া তখন হইতে অশোকদত্তকে নিজের একজন সহচর করিলেন। অশোকদত্ত বারাণসীপতির অনুগ্রহে প্রত্যহ তাঁহারই নিকট সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিলেন। রাজার কৃপায় তাঁহার ধন জন বল কিছুরই অভাব রহিল না।

অশোকদত্ত বারাণসীপতির আলয়ে বাস করিতে লাগিলেন। রাজার অনুরাগ ক্রমেই তাঁহার প্রতি বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। একদিন চতুর্দ্দশী উপলক্ষে রাজা প্রতাপমুকুট শঙ্করপূজার্থ পুরীবহির্ভাগে গমন করিলেন। তাঁহার প্রধান সহচর অশোক তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। অনন্তর রাজা রাত্রিযোগে নানা উপহারে শঙ্করের পূজা করিয়া অদূরবর্ত্তী মহাশ্মশানের নিকট দিয়া আপন ভবনে আগমন করিতেছেন, এই সময় শ্মশান হইতে কে যেন চীৎকার করিয়া বলিল,—মহারাজ! আমি বিনা অপরাধে বিচারপতির আদেশে শূলে আরোপিত হইয়াছি, আজ তিনদিন অতিবাহিত হইল, তথাপি এই পাপাত্মার প্রাণ বহির্গত হইতেছে না। দেব! আমি এক্ষণে তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছি, আপনি দয়া করিয়া আমার মুখে কিঞ্চিৎ জল প্রদান করুন।

রাজা প্রতাপমুকুট সহসা শ্মশান হইতে ঐ আর্ত্তরব শ্রবণ করিয়া পার্শ্বস্থ অশোকদত্তকে বলিলেন,—বীর! এই আর্ত্ত ব্যক্তির যাহাতে তৃষ্ণা নিবারণ হয়, তুমিই এক্ষণে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দাও। রাজার আদেশ পাইয়া অশোকদত্ত অন্য কোন ব্যক্তিকে তথায় প্রেরণ করিলেন না। কিঞ্চিৎ জল লইয়া তিনি নিজেই সেই শ্মশানমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অশোকদত্ত শ্মশানে প্রবিষ্ট হইলে রাজা প্রতাপমুকুট তথায় আর অপেক্ষা করিলেন না। তিনি রাজভবনে ফিরিয়া আসিলেন।

এদিকে অশোকদত্ত সেই ঘোর অন্ধকারময় নিশীথে একাকী শ্মশানে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কোথাও উন্মত্ত শিবাগণ নরমাংস-লালসায় ছুটাছুটি করিতেছে। কোথাও প্রধূমিত চিতানল প্রজ্বলিত হইতেছে। কোথাও প্রমত্ত পিশাচগণ নরকঙ্কাল লইয়া নৃত্য করিতেছে এবং কোথাও বা বেতাল ও ভৈরবগণ ভৈরব রবে করতালি দিয়া নাচিতেছে।

অশোকদত্ত মহাশ্মশানের তাদৃশ ভীষণ অবস্থা দেখিয়া কিছুমাত্র শঙ্কিত হইলেন না। তিনি নির্ভয়ে শ্মশানমধ্যে প্রবেশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—কোন্ তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি রাজার নিকট জল চাহিতেছে, আমি জল আনিয়াছি, শীঘ্র আমার কথায় উত্তর প্রদান কর। অশোকদত্তের কথা শুনিয়া তখন শ্মশানমধ্য হইতে সেই তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি বলিল—মহাশয়! এই হতভাগ্য ব্যক্তিই তৎকালে জল চাহিয়াছিল। শীঘ্র জলদান করিয়া আমার প্রাণরক্ষা করুন।

অশোকদত্ত তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির কথা শ্রবণে সেই দিকে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন,—এক প্রজ্বলিত চিতাগ্নির সন্নিকটে পিপাসার্ত্ত ব্যক্তি শূলবিদ্ধ অবস্থায় রহিয়াছে এবং তাহার নিম্নভাগে এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণীমূর্ত্তি রোদন করিতেছে। অশোক সেই অশ্রুপূর্ণমুখী রমণীকে দেখিয়া বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসিলেন,—মা, কে তুমি, এখানে কি

রোদন করিতেছ? রমণী উত্তর করিল,—মহাশয়! আমি এই শূলবিদ্ধ পিপাসার্ত্ত ব্যক্তির ভার্য্যা। আমার ন্যায় হতভাগিনী রমণী পৃথিবীতে আর কেহই নাই। আমি এক্ষণে আমার এই মুমূর্ষুপ্রায় স্বামীর সহিত চিতারোহণ করিব বলিয়া স্থির করিয়াছি। কিন্তু যতকাল ইঁহার দেহে প্রাণ আছে, ততকাল আমি জীবনধারণ করিব। আমার এই স্বামী অদ্য তিনদিন হইল, শূলে আরোপিত হইয়াছেন, এখনও ইঁহার দেহত্যাগ হইতেছে না, সম্প্রতি ইনি পিপাসার্ত্ত হইয়া অনবরত জল চাহিতেছেন, আমিও ইঁহার কথানুসারে জল আনিয়াছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে জল আমি ইঁহার মুখে তুলিয়া দিতে পারি নাই। ইনি এই দীর্ঘাকার শূলে অবস্থান করিতেছেন বলিয়া আমি হস্তদ্বারা ইঁহার মুখবিবর পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইতে পারিতেছি না।

রমণীর করুণ ক্রন্দনে অশোকের হৃদয় আর্দ্র হইল। তিনি বলিলেন,—সাধ্বি! তুমি ক্রন্দন করিও না। আমাদিগের রাজাও এই জল আমার হস্তে প্রেরণ করিয়াছেন, অতএব তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে পদ দ্বারা আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তোমার পিপাসার্ত্ত স্বামীর মুখে জল প্রদান কর। তুমি সতী রমণী, পরপুরুষ স্পর্শ করিতে হইবে বলিয়া তুমি এখন শঙ্কিত হইও না। কারণ, আপৎকালে পরপুরুষ স্পর্শ করিলে কোন দোষ হয় না।

অশোকদত্তের কথায় রমণী স্বীকৃত হইল এবং তাঁহার পৃষ্ঠে পদবিন্যাসপূর্ব্বক সেই শূলবিদ্ধ ব্যক্তির মুখে জলদানার্থে হস্তে করিয়া কিঞ্চিৎ জল তুলিয়া লইল। অশোকদত্ত রমণীকে স্কন্ধে করিয়া নিজ মুখ নিম্নদিকে রাখিয়া দিলেন, সুতরাং সেই রমণী তাঁহার স্কন্ধে থাকিয়া কি করিতেছে, প্রথমে তাহার কিছুই তিনি দেখিতে পান নাই। হঠাৎ তাঁহার গাত্রে কয়েকবিন্দু উষ্ণ রক্ত পতিত হইল। তিনি রক্ত দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন এবং ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন,—সেই রমণী ছুরিকা দ্বারা শূলবিদ্ধ ব্যক্তির গাত্র হইতে মাংস কর্ত্তন করিয়া নিঃশব্দে ভক্ষণ করিতেছে। বীর অশোকদত্ত সেই ভীষণ বীভৎস ব্যাপার দেখিয়া স্কন্ধারূঢ় রমণীকে রাক্ষসী বলিয়া স্থির করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে ভূতলে নিপাতিত করিয়া তাহার নূপুরালঙ্কৃত পাদদ্বয় ধরিয়া সবলে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। এই সময় সেই রাক্ষসীও বেগে পাদবিক্ষেপ করিয়া অশোকদত্তের হস্ত হইতে স্বীয় পাদ মুক্ত করিল এবং ক্ষণকালমধ্যে আকাশপথে উড্ডীন হইয়া বিদ্যুতের ন্যায় সহসা অদৃশ্য হইল। রাক্ষসীরমণী যখন পা ছুটিয়া অশোকদত্তের হাত হইতে পা খুলিয়া ফেলে, সেই সময় রাক্ষসীর পায়ের একগাছা মণিমণ্ডিত নূপুর তাঁহার হস্তে রহিয়া যায়। হস্তস্থিত নূপুর দর্শনে বীর অশোকদত্তের তখন যুগপৎ বিস্ময়, অনুতাপ ও হর্ষ আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং সেই মণিনূপুর হস্তে লইয়া রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। রাজা প্রতাপমুকুট অশোকদত্তকে আসিতে দেখিয়া সেই তৃষিত ব্যক্তির জলদানের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন অশোকদত্ত অন্য কথা না কহিয়া সেই মণিনূপুর রাজার হস্তে অর্পণ করিলেন। রাজা সেই অপূর্ব্ব মণিনূপুর দেখিয়া বিস্ময়ের সহিত অশোকদত্তকে বলিলেন,—অশোক! তুমি এই মণিময় নূপুর কোথায় পাইয়াছ? রাজার প্রশ্ন শুনিয়া অশোকদত্ত পূর্ব্বরাত্রিজাত সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। রাজা সেই অদ্ভুত ঘটনাশ্রবণে অশোকদত্তের অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় পাইয়া মনে মনে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন এবং সেই নূপুর হস্তে লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক সমস্ত ঘটনাই রাজ্ঞীকে জানাইলেন। রাজ্ঞী সেই নূপুরপ্রাপ্তির কথা শুনিয়া অশোকদত্তের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। তখন রাজা বলিলেন,—দেবি! জাতি, বিদ্যা, রূপ, বিনয় ও সত্যব্যবহার এই সমুদয়ে অশোকদত্তের ন্যায় সৎলোক আমার চক্ষে আর পতিত হয় নাই। অতএব অশোক যদি আমার কন্যা মদনলেখার স্বামী হয়, তবে বড়ই উত্তম বলিয়া মনে করি। দেখ, ধনসম্পত্তি লোকের অধিক দিন স্থায়ী হয় না, কিন্তু গুণের আদর সকল সময়ই সমান থাকে।

রাজার কথা শুনিয়া রাণী বলিলেন,—নাথ! এই অশোকদত্তই আমার মতে মদনলেখার যোগ্য বর। মদনলেখা একদিন উদ্যানমধ্যে অশোকদত্তকে ভ্রমণ করিতে দেখিয়াছিল, তদবধি তাহারও চিত্ত তৎপ্রতি অনুরাগে আকৃষ্ট হইয়াছে। তাহার আর এখন অন্য চিন্তা নাই; সে একমনে একধ্যানে নিরন্তর অশোকদত্তকেই চিন্তা করিতেছে। অতএব আপনি আর কালবিলম্ব না করিয়া মদনলেখার পাণিগ্রহণার্থ শীঘ্র অশোককে সম্মত করান। কারণ, গতরাত্রে আমি একটি স্বপ্ন দর্শন করিয়াছি। স্বপ্ন দেখিয়াই আমার মন বড় ব্যগ্র হইয়াছে।

আমি স্বপ্নাবস্থায় দেখিলাম,—একটি বর্ষীয়সী দিব্য রমণী আমার নিকট আসিয়া বলিল,—বৎসে! তুমি মদনলেখার বিবাহের জন্য চিন্তিত হইও না। ইহাকে অশোকদত্তের করে সম্প্রদান কর, এই মদনলেখা জন্মান্তরে অশোকদত্তেরই গৃহিণী ছিল।

উক্ত স্বপ্ন দেখিয়া রাত্রিপ্রভাত হইবামাত্রই আমি কন্যা মদনলেখাকে আশ্বাস প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে দেখিতেছি, এ বিবাহে আপনারও সম্মতি আছে; অতএব আর কালবিলম্বের প্রয়োজন নাই, অদ্যই কন্যাবিবাহের আয়োজন করুন।

রাজা ও রাণীর একান্ত আগ্রহে যুবক অশোকদত্ত সেইদিনই মদনলেখার পাণিগ্রহণ করিলেন। মহাসমারোহের সহিত বিবাহব্যাপার সম্পন্ন হইয়া গেল। তখন নব প্রণয়িযুগল মিলিত হইয়া মহাসুখে রাজভবনে দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

কন্যাবিবাহের কয়েকদিন পরে মহিষী একদিন রাজাকে বলিলেন,—নাথ! জামাতা অশোকদত্ত সেদিন শ্মশান হইতে যে একগাছি সুন্দর নূপুর লইয়া আসিয়াছে, এইরূপ নূপুর সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব এইরূপ অপর একগাছি নূপুর তৈয়ার করিলে উত্তম হয়। রাজা মহিষীর কথায় সেইদিনই স্বর্ণকারদিগকে ডাকাইয়া তদনুরূপ আর একগাছি নূপুর নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করিলেন। রাজার আদেশ শুনিয়া স্বর্ণকারগণ উত্তর করিল,—মহারাজ! এরূপ শিল্পসৌন্দর্য্যময় নূপুর নির্ম্মাণ করিবার ক্ষমতা আমাদিগের নাই। অতএব যে স্থানে এই সুন্দর নূপুরগাছটি পাইয়াছেন, সেইখানে অনুসন্ধান করুন, অবশ্যই তথায় এই অপূর্ব্ব নূপুরগাছটির অনুরূপ অপর নূপুর প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। রাজা স্বর্ণকারগণের কথা শুনিয়া নূপুরনির্ম্মাণে নিরস্ত হইলেন এবং ইহার অন্য নূপুরগাছটি অনুসন্ধান করিবার জন্য কিঞ্চিৎ ভাবনাগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন।

তখন অশোকদত্ত রাজাকে বলিলেন,—রাজন্! আপনি চিন্তিত হইবেন না। আমিই ইহার অপর নূপুরগাছটি আনিয়া আপনাকে প্রত্যর্পণ করিব। রাজা অশোকের কথায় আশ্বস্ত হইলেন; কিন্তু সেই ভীষণ শ্মশান হইতে নূপুর আনিতে হইবে ভাবিয়া অশোকদত্তের অনিষ্টাশঙ্কায় মনে মনে কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। রাজার সম্পূর্ণ ইচ্ছা না থাকিলেও অশোক আগ্রহের সহিত তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া নূপুর আনিবার জন্য শ্মশানাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

অশোকদত্ত ঘোর অন্ধকারাবৃত রাত্রিতে তাঁহার পূর্ব্বপ্রাপ্ত নূপুরগাছটি হাতে লইয়া একাকী সেই শ্মশানমধ্যে প্রবেশ করিলেন। শ্মশানে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,—পূর্ব্বের ন্যায় আজও অসংখ্য বেতাল ও পিশাচ প্রভৃতি শ্মশানের চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করিতেছে এবং সেই পূর্ব্বদৃষ্ট রমণী একস্থানে বসিয়া রহিয়াছে। অশোক ভাবিলেন, —এখন আমি কোন্ উপায়ে আমার কার্য্যসিদ্ধি করি। এখানে যে-সকল ভূতপ্রেত ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে, ইহাদিগকে নরমাংস ব্যতীত অন্য কোন প্রলোভনে বাধ্য করা যাইবে না। অতএব দেখি, —এই শ্মশানের কোন স্থানে কোন মৃতদেহ পাওয়া যায় কি না। অশোক এই ভাবিয়া যেমন দুই-চারি পদ অগ্রসর হইয়াছেন, অমনি দেখিলেন, এক তরুশাখায় একটি মৃতশব ঝুলিতেছে। শব দেখিয়া তিনি বৃক্ষশাখা হইতে তাহা নামাইলেন এবং শবের গলদেশে যে রজ্জু বান্ধা ছিল, সেই রজ্জু ধরিয়া তাহাকে মাটী দিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। সেই ভীষণ শ্মশানে এইরূপভাবে বিচরণ করিতে তৎকালে তাঁহার মনে কিছুমাত্র ভয়ের সঞ্চার হইল না, তিনি উচ্চৈঃস্বরে ভূতপ্রেত ও রাক্ষসদিগকে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন,—ওহে নিশাচরগণ! তোমরা কেহ মৃত মনুষ্য ক্রয় করিবে কি? যদি কাহারও আবশ্যক হয়, তবে এই প্রচুর মাংসপূর্ণ মৃত মনুষ্যটিকে গ্রহণ কর।

অশোক দুই-তিনবার এরূপ চীৎকার করিয়া বলিলে; দূর হইতে একজন স্ত্রীলোক উত্তর করিল, —মহাশয়! মৃতদেহটিকে লইয়া আমার নিকট আসুন। আমি ক্রয় করিব। অশোক স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর শুনিয়া ভাবিলেন,—এই যে ব্যক্তি আমায় ডাকিতেছে, এ নিশ্চয়ই স্ত্রীলোক। যাহা হউক, আমি নিকটে গিয়া দেখি, এই আমার সেই পূর্ব্বের ছদ্মবেশিনী রমণী কি না?

অশোক এইরূপ ভাবিয়া সেই উত্তরদায়িনী রমণীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। অশোক দেখিলেন,—তিনি পূর্ব্বে বলপূর্ব্বক যাহার নূপুর লইয়াছিলেন, সেই ছদ্মবেশিনী রাক্ষসীই আবার দিব্য রমণীরূপে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। এবং তাহার সমভিব্যাহারে আরও কতকগুলি স্ত্রীলোক রহিয়াছে। অশোক দেখিবামাত্রই তাহাকে চিনিতে পারিলেন। রমণী প্রকৃত রাক্ষসী হইলেও অশোকের মনে কিছুমাত্র ভয়ের উদয় হইল না। তিনি নির্ভীকচিত্তে বলিলেন,—কৈ, কোন্ ব্যক্তি

এই মাংসপূর্ণ শব ক্রয় করিবে? এই আমি লইয়া আসিয়াছি, সত্বর মূল্য দিয়া গ্রহণ কর।

তখন সেই স্ত্রীলোক-পরিবৃতা রমণী উত্তর করিল, মহাশয়! আমি এই শব ক্রয় করিব। আপনাকে ইহার মূল্য কি দিতে হইবে বলুন? তখন অশোক নিজের সঙ্গে যে নূপুরগাছটি আনিয়াছিলেন, তাহা দেখাইয়া বলিলেন,—সুন্দরি! যদি এই নূপুরের অন্য নূপুরগাছটি দান করিতে পার, তাহা হইলেই এই শব গ্রহণ করিতে পারিবে। তদ্ভিন্ন আমি এই উৎকৃষ্ট মৃতদেহটি কাহাকেও সমর্পণ করিব না। রমণী বলিল,—মহাশয়! এই নূপুরের অপর নূপুরগাছটি আমারই কাছে আছে, আপনার হাতে যে নূপুরগাছটি রহিয়াছে, উহাও আমার। পূর্ব্বে আমারই নিকট হইতে আপনি উহা প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব আপনি আমার অপরিচিত নহেন এবং আমিও আপনার অপরিচিত নহি। সুতরাং এ অবস্থায় আপনার আর মৃতশব বিক্রয় করিয়া নূপুর গ্রহণ করিবার প্রয়োজন কি? আপনাকে আমি যাহা বলি, আপনি যদি তদনুসারে কার্য্য করিতে পারেন, তাহা হইলে অপর নূপুরগাছটিও নিশ্চয়ই অর্পণ করিতে পারি।

ছদ্মবেশিনী রমণীর কথায় বীর অশোক স্বীকৃত হইয়া বলিলেন,—সুন্দরি! তুমি যদি আমাকে ভবিষ্যতে তোমার নূপুর অর্পণ কর, তাহা হইলে তুমি আমাকে যে কার্য্য করিতে বলিবে, তাহা আমি নিশ্চয়ই সমাধা করিব। তখন সেই রমণী নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া বলিল,—মহাশয়! হিমালয়শৃঙ্গে ত্রিঘণ্ট নামে একটি স্থান আছে। আমার স্বামী লম্বজিহ্ব তথায় বাস করিতেন। আমার নাম বিদ্যুৎশিখা, আমি তাঁহার একমাত্র কামরূপিণী ভার্য্যা। আমি ইচ্ছা করিলে নানাসময়ে নানারূপ আকার ধারণ করিতে পারে। আমার সঙ্গে এই যে অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোকটি রহিয়াছে, এটি আমার কন্যা। আমার এই কন্যা জন্মিবামাত্রই আমার স্বামী লম্বজিহ্ব কপালস্ফোট নামক এক রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হইয়াছেন। কিন্তু রাক্ষস কপালস্ফোট আমাদিগের উপর কোন অত্যাচার করে নাই। সে অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগের বাসস্থান আমাদিগকেই দান করিয়া গিয়াছে। আমি এ যাবৎ আমার এই কন্যাসহ সেইখানেই সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করিয়াছি। কিন্তু সম্প্রতি কন্যা আমার যৌবনপ্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং ইহার বিবাহের জন্য আমি বড়ই চিন্তিত হইয়াছি। আমি কন্যার যোগ্য বর অন্বেষণ করিবার জন্য প্রতি রাত্রে কন্যাসহ শ্মশানে শ্মশানে পরিভ্রমণ করিয়া থাকি। কিছুদিন হইল, একদিন রাত্রিযোগে আপনাকে আমি এই শ্মশানে দেখিয়াছিলাম। আপনার সহিত সাক্ষাৎ হওয়া অবধি আপনাকেই আমার কন্যার যোগ্য বর বলিয়া স্থির করিয়াছি। আমি যে সেদিন আপনার স্কন্ধে উঠিয়া শূলবিদ্ধ ব্যক্তির রক্তপানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তখনও আমার মনে আপনার সহিত কন্যা বিবাহ দিব, এইরূপ সঙ্কল্প ছিল এবং সেইজন্যই আমি ইচ্ছা করিয়া তৎকালে একগাছি নূপুর ফেলিয়া গিয়াছিলাম। যাহা হউক, এক্ষণে আপনি অপর নূপুরগাছটি লইতে এই স্থানে আসিয়াছেন দেখিয়া, আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। আমার প্রার্থনা এই যে, আপনি আমার এই কন্যাটিকে বিবাহ করিয়া সুখ-স্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত করুন। আপনার প্রার্থিত অপর নূপুরগাছটি আমি আপনাকে অর্পণ করিব।

অশোকদত্ত রমণীরূপিণী রাক্ষসীর কথায় অস্বীকৃত হইলেন না। রাক্ষসীর কন্যাকে বিবাহ করিয়া অপর নূপুরগাছটি আনিবার জন্য তিনি রাক্ষসীর সহিত সত্বর আকাশপথে প্রস্থান করিলেন। রাক্ষসীর সাহায্যে অতি অল্পকালমধ্যেই অশোকদত্ত হিমালয়শৃঙ্গস্থ কালকূটপুরে উপনীত হইলেন। অপূর্ব্ব রাক্ষসপুরী দেখিয়া অশোকের মন সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল। রাক্ষসী কয়েকদিন পর্য্যন্ত অশোকদত্তকে যত্নের সহিত পরিচর্য্যা করিয়া পরিশেষে তাহার কন্যা বিদ্যুৎপ্রভাকে অশোকের করে সমর্পণ করিল। অশোক রাক্ষসীর কন্যাকে বিবাহ করিয়া কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত সুখে-স্বচ্ছন্দে সেই স্থানে অবস্থান করিলেন।

অনন্তর কিয়দ্দিন পরে স্বদেশে আসিবার জন্য অশোকদত্ত তাঁহার শাশুড়ীর নিকট বলিলেন,—মাতঃ! আপনার কথানুসারে আমি আপনার কন্যা বিবাহ করিয়াছি, এক্ষণে সেই অপর নূপুরগাছটি আমাকে দান করুন, আমি সম্প্রতি বারাণসীধামে গমন করিব। রাক্ষসী অশোকের কথায় দ্বিরুক্তি করিল না। সে তাহার অপর নূপুরগাছটি অশোকদত্তকে অর্পণ করিল। অশোক নূপুর পাইয়া সন্তুষ্টমনে যখন প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন, তখন রাক্ষসী তাঁহাকে একটি স্বর্ণকমলও উপহার দিল; অশোক স্বর্ণপদ্ম পাইয়া আরও আহ্লাদিত হইলেন এবং আসিবার সময় রাক্ষসীকে বলিলেন, আপনারা আমার জন্য চিন্তিত হইবেন না, আমি

মধ্যে মধ্যে এইস্থানে আসিয়া আপনাদের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিয়া যাইব।

রাক্ষসী অশোকের কথায় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া কাশীস্থ শ্মশান পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া দিল এবং যাইবার সময় একটি তরুমূলে দাঁড়াইয়া অশোককে বলিল,—বৎস! আমি প্রতি কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর দিন রাত্রিযোগে এই শ্মশানে আগমন করি, তুমি আমার সহিত এক একবার এইস্থানে আসিয়া দেখা করিও।

অশোক রাক্ষসীর কথায় স্বীকৃত হইয়া তথা হইতে কাশীধামে প্রবেশ করিলেন। অশোক চলিয়া আসিলে রাক্ষসীও শ্মশান হইতে নিজ বাসস্থান অভিমুখে প্রস্থান করিল।

অশোকদত্তের পিতা গোবিন্দস্বামী কনিষ্ঠপুত্রের অদর্শনে পূর্ব্ব হইতে দুঃখিত হইয়াছিলেন, সম্প্রতি আবার জ্যেষ্ঠপুত্রের বিরহেও তাঁহাকে অত্যন্ত কাতর হইতে হইয়াছিল। পুত্র অশোক বহুদিন পরে অন্য রাক্ষসীর নিকট হইতে নূপুর লইয়া ফিরিয়া আসিতেছেন, পিতার জন্য তাঁহার মন বড়ই উদ্বিগ্ন হইল, তাই তিনি নূপুর লইয়া রাজা ও রাণীর নিকট না গিয়া সর্ব্বাগ্রে পিতামাতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ধাবিত হইলেন। রাজা প্রতাপমুকুটও জামাতা অশোকের জন্য বিলক্ষণ উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। অশোকের আসিতে বিলম্ব হওয়ায় তাঁহার মনে নানারূপ অনিষ্টাশঙ্কা হইতেছিল। অদ্য অশোকের পিতাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য যেমন তিনি উপস্থিত হইয়াছেন, অশোকদত্তও এই সময় নূপুর ও স্বর্ণপদ্ম হস্তে লইয়া পিতা গোবিন্দস্বামীর নিকট উপস্থিত হইলেন। পিতা জ্যেষ্ঠপুত্রকে দেখিতে পাইয়া অনেকটা শান্তিলাভ করিলেন। তাঁহার উদ্বেগ লাঘব হইল। অশোক পিতামাতার পাদবন্দনা করিয়া নিজের কুশলসংবাদ তাঁহাদিগকে নিবেদন করিলেন। অনন্তর নিজ শ্বশুর রাজা প্রতাপমুকুটকেও সেইস্থানে উপস্থিত দেখিয়া তাঁহার পাদবন্দনান্তে নিজ শুভ সমাচার তাঁহাকেও জানাইলেন। রাজা জামাতার আগমনে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে নিজ পুরে লইয়া গেলেন। অশোক হৃষ্টচিত্তে তাঁহার আনীত নূপুর ও স্বর্ণপদ্ম রাজাকে সমর্পণ করিলেন। রাজা ও রাণী নূপুর ও স্বর্ণপদ্ম দেখিয়া বিস্ময়ের সহিত জামাতা অশোকের নিকট পুনর্ব্বার সকল ঘটনা জিজ্ঞাসা করায় তিনি আনুপূর্ব্বিক সকল বিবরণ ব্যক্ত করিলেন। রাজা সেই সমস্ত বিবরণ শুনিয়া বার বার অশোকদত্তের সাহসের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রাজমহিষীও অশোকের ... জামাতা পাইয়া আত্মাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিলেন ... রাজা প্রতাপমুকুট উপযুক্ত জামাতা পাইয়া ... সুখে দিনপাত করিতে লাগিলেন। অশোকের ... রাজপুরীস্থ সকলেই তৎপ্রতি আকৃষ্ট হই... অশোক রাক্ষসীর নিকট হইতে যে সুবর্ণপদ্ম আনি... রাজাকে অর্পণ করিয়াছিলেন, রাজা প্রত্যহই তাহার সৌন্দর্য্য ও শিল্পনৈপুণ্যের প্রশংসা করি... লাগিলেন। রাজভবনের সম্মুখে একটি দেবমন্দির ছিল। রাজা সুবর্ণপদ্মটি অন্য কোথায় না রাখি... সেই মন্দিরের উপরিস্থ একটি রজতকলসীর ... সংস্থাপন করিলেন। মন্দিরের উপরিভাগে দুই ... রজতকলস বিরাজমান ছিল। কলসদ্বয়ের ... একটির উপর স্বর্ণপদ্ম শোভা পাইতে লাগিল। ... অপর কলসটি শূন্য রহিল। রাজা তদ্দর্শনে ... বলিলেন, রজতকলসের উপর সুবর্ণপদ্ম থাকায় ... চমৎকার শোভা হইয়াছে! যদি আর একটি স্বর্ণ... পাওয়া যাইত, তাহা হইলে, উহার পার্শ্বস্থ ... কলসটির উপর তাহা সংস্থাপন করিলে আরও ... কত শোভা হইত!

রাজার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া অশোক ... বলিলেন,—দেব! আপনি আজ্ঞা করুন, ... আরও একটি সুবর্ণপদ্ম আনিয়া আপনাকে ... করিতেছি। রাজা তৎশ্রবণে বলিলেন, ... আর দুঃসাহস করিও না। আমার অন্য স্বর্ণপদ্মের ... প্রয়োজন নাই।

এই কথায় অশোকদত্ত নিরস্ত হইলেন ... তবে তিনি নীরবে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীর দিন ... অপেক্ষা করিলেন। অনন্তর যেদিন চতুর্দ্দশী ... উপস্থিত হইল, সেইদিন রাত্রিযোগে ... অজ্ঞাতসারে তিনি পুনরায় শ্মশানক্ষেত্রে ... করিলেন। অশোকের শাশুড়ী সেই রাক্ষসী ... পূর্ব্বকথানুসারে সেইদিন শ্মশানে ... অশোকদত্তের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ... করিতেছিল। অশোক শ্মশানে প্রবেশ করিলে ... সে যত্নের সহিত তাঁহাকে কুশলসংবাদ ... করিল এবং অবশেষে অশোকের মতানুসারে ... লইয়া সেই হিমালয়শৃঙ্গস্থ নিজপুরে গমন ... রাক্ষসী জামাতাকে লইয়া আসিয়া পুনরায় ... বিদ্যুৎপ্রভার সহিত তাঁহাকে মিলাইয়া ... বিদ্যুৎপ্রভা অনেকদিনের পর পতি অশোককে ... পাইয়া প্রীত হইল। অশোকদত্ত আবার ... পর্য্যন্ত সুখে-স্বচ্ছন্দে সেইস্থানে অবস্থান করিলেন ...

অনন্তর একদিন অশোকদত্ত তাহার শাশুড়ীকে বলিলেন,—মাতঃ! আপনি যে সেই স্বর্ণকমলটি দিয়াছিলেন, আমাকে ঐরূপ আর একটি কমল দান করিতে হইবে। রাক্ষসী কহিল—বৎস! ওরূপ কমল আমি আর কোথায় পাইব? রাক্ষস কপালস্ফোটের একটি সরোবর আছে, সেই সরোবরেই এইরূপ স্বর্ণকমল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখনও সেস্থানে বহুতর স্বর্ণকমল প্রস্ফুটিত রহিয়াছে, রাক্ষস কপালস্ফোট প্রীতিপূর্ব্বক তাহা হইতে একটি কমল আমাকে দান করিয়াছিল। আমি সেই কমলটিই তোমাকে অর্পণ করিয়াছি।

রাক্ষসীর কথা শুনিয়া অশোকদত্ত বলিলেন—আচ্ছা, আপনার নিকট যদি আর কমল না থাকে, তাহা হইলে যে সরোবরে এইরূপ স্বর্ণকমল প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে, সেই সরোবরটি আমাকে দেখাইয়া দিন। রাক্ষসী বলিল,—বৎস! তুমি এরূপ দুঃসাহসিক কার্য্য কখনই করিতে পারিবে না। শত শত ভীষণাকার রাক্ষস সর্ব্বদা সেই সরোবর রক্ষা করিতেছে। সুতরাং সেস্থান হইতে পদ্ম আনয়ন করা তোমার পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব হইবে না!

অশোকদত্ত রাক্ষসীর কথায় কিছুমাত্র ভীত হইলেন না। তিনি সেই সরোবর দেখাইয়া দিবার জন্য রাক্ষসীকে বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। জামাতার আগ্রহ দেখিয়া রাক্ষসী অগত্যা দূর হইতে অঙ্গুলী দ্বারা তাঁহাকে সেই সরোবর দেখাইয়া দিল। অশোকদত্ত দূর হইতে সেই সরোবর দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে তদভিমুখে ধাবিত হইলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়াই সরোবর হইতে স্বর্ণপদ্ম চয়ন করিতে লাগিলেন। সরোবরের চতুর্দ্দিকে যে-সকল রাক্ষস প্রহরী ছিল, অকস্মাৎ এক-জন মনুষ্যকে স্বর্ণপদ্ম চয়ন করিতে দেখিয়া তাহারা তাহাকে আক্রমণ করিল। বীর অশোকদত্ত বাল্য হইতেই যুদ্ধবিদ্যায় বিলক্ষণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন; সুতরাং রাক্ষসদিগের আক্রমণে ভীত না হইয়া তিনি তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। বীর অশোক একাকী শত শত রাক্ষসের সহিত বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রাক্ষসগণ তাঁহার প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। এইরূপে অল্পকাল মধ্যেই বহু রাক্ষস শমনভবনে প্রেরিত হইল এবং কতকগুলি রাক্ষস প্রহারিত হইয়া সেস্থান হইতে পলায়ন করিল। পলায়িত রাক্ষসেরা তাহাদিগের দলপতি রাক্ষস কপালস্ফোটের নিকট গিয়া এই ঘটনা নিবেদন করিল। রাক্ষস কপালস্ফোট এই সংবাদ শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইল এবং স্বয়ং সেই সরোবরতীরে ছুটিয়া আসিল। অন্যান্য রাক্ষসেরা তাহাদিগের প্রভুকে আসিতে দেখিয়া উৎসাহে মাতিয়া উঠিল, কিন্তু রাক্ষস কপালস্ফোটের আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না। তাহার ক্রোধ-হিংসা সমস্তই অন্তর হইতে অপনীত হইল। সে বিস্ময়ের সহিত দেখিল,—তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অশোকদত্ত সরোবর হইতে স্বর্ণকমল তুলিয়া লইতেছেন।

রাক্ষস কপালস্ফোট তদ্দর্শনে অস্ত্র পরিত্যাগ-পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে দৌড়িয়া গিয়া বলিল,—দাদা! আমি আপনার কনিষ্ঠ সহোদর এবং মহাত্মা গোবিন্দস্বামীর কনিষ্ঠপুত্র। আমার নাম বিজয়দত্ত, দুর্দ্দৈববশতঃ আমি একদিন পিতার সহিত শ্মশানে গিয়াছিলাম। তথা হইতে এক মৃতশবের বসা আমার গাত্রে নিপতিত হওয়ায় আমি তৎকালে রাক্ষস হইয়াছিলাম। সেই সময় রাক্ষসসমাজে আমি কপালস্ফোট নামে পরিচিত হই; এবং অদ্যাপি রাক্ষসেরা ঐ নামে আমাকে সম্ভাষণ করিয়া থাকে। যাহা হউক, এক্ষণে আপনাকে দেখিয়া আমার রাক্ষসত্ব দূর হইয়াছে। আমি পূর্ব্বের ন্যায় মনুষত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি।

ভ্রাতা অশোকদত্ত কনিষ্ঠের কথা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং স্নেহভরে বিজয়দত্তকে গাঢ় আলিঙ্গন দিলেন। এই সময় কৌশিক নামক জনৈক বিদ্যাধরগুরু স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়া সহসা তাঁহাদিগের—ভ্রাতৃদ্বয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—ব্রাহ্মণকুমারদ্বয়! তোমরা সকলেই জন্মান্তরে বিদ্যাধর হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলে। শাপবশতঃ তোমাদিগকে মর্ত্ত্যে আসিয়া ব্রাহ্মণ হইয়া জন্ম লইতে হইয়াছে। সম্প্রতি তোমরা শাপমুক্ত হইয়াছ; অতএব তোমাদিগের স্ব স্ব বিদ্যা গ্রহণপূর্ব্বক নিজ নিজ আবাসস্থানে গমন কর।

বিদ্যাধরগুরু কৌশিক এই বলিয়া তাঁহাদিগকে আপন আপন বিদ্যা দানপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। বিদ্যাবলে অশোক ও বিজয় উভয় ভ্রাতাই তৎক্ষণাৎ বিদ্যাধরত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তখন ভ্রাতৃদ্বয় সরোবর হইতে স্বর্ণপদ্ম গ্রহণ করিয়া যথেচ্ছভাবে আকাশপথে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ক্রমে হিমালয়শৃঙ্গস্থ কালঘণ্টপুরে আসিয়া অবতরণ করিলেন; অশোকদত্ত এইস্থানে যে রাক্ষসীর কন্যা বিদ্যুৎপ্রভাকে বিবাহ করিয়াছিলেন,

এক্ষণে পাপক্ষয় হওয়ায় সেই বিদ্যুৎপ্রভাও বিদ্যাধরীদেহ লাভ করিল। তখন ভ্রাতৃদ্বয় বিদ্যুৎপ্রভাকে সঙ্গে লইয়া আকাশপথে বারাণসীধামে আসিয়া উপনীত হইলেন।

এইখানে আসিয়া উভয় ভ্রাতাই সহর্ষে পিতামাতার পাদবন্দনা করিলেন। পিতামাতা বহুদিনের পর পুত্রদ্বয়কে দেখিয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। কনিষ্ঠপুত্র বিজয়দত্তের সহিত তাঁহাদিগের যে পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে, ইহা তাঁহারা একদিনের জন্যও আশা করেন নাই। তাই অদ্য হঠাৎ পুত্রদ্বয়কে একসঙ্গে দেখিয়া বৃদ্ধ পিতামাতার নয়ন হইতে অবিরল আনন্দজল পতিত হইতে লাগিল। তাঁহারা উভয়েই আজ অপার আনন্দসলিলে ভাসিতে লাগিলেন।

এদিকে রাজা প্রতাপমুকুট জামাতা অশোকের আগমনসংবাদ শুনিয়া সত্বর সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অশোক রাজাকে আসিতে দেখিয়া তাঁহার সম্মান ও সম্বর্দ্ধনাপূর্ব্বক তাঁহার নিকট আদ্যোপান্ত আত্মবৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। রাজা সকল ঘটনা শ্রবণ করিয়া আত্মীয়-স্বজনসহ অশোকদত্তকে নিজ ভবনে লইয়া গেলেন। রাজাজ্ঞায় অশোকের আগমন উপলক্ষে একটি মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইল। অশোকদত্ত তাঁহার আনীত বহুসংখ্যক স্বর্ণকমল রাজাকে উপহার প্রদান করিলেন। রাজা একটি স্বর্ণপদ্মের স্থানে বহুসংখ্যক স্বর্ণপদ্ম পাইয়া অশোকদত্তের প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। এইদিন হইতে রাজভবনে প্রত্যহ আনন্দোৎসব হইতে লাগিল।

এদিকে পিতা গোবিন্দস্বামী একদিন কুতূহলবশতঃ অন্যান্য লোকজনের সমক্ষে পুত্র বিজয়দত্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বৎস! সেইদিন তুমি রাক্ষসাকার প্রাপ্ত হইয়া কোন স্থানে কি ভাবে এতদিন অতিবাহিত করিলে এবং এই সময়ের মধ্যে তোমার জীবনে কি কি ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া বল।

পিতার প্রশ্ন শুনিয়া পুত্র বিজয়দত্ত বলিল,—পিতঃ! আমি সেদিন দৈবদুর্বিপাকবশতঃ শশ্মানস্থ শবের বসা স্পর্শ করিয়া রাক্ষসাকার ধারণ করিলাম। আমার রাক্ষসত্ব প্রাপ্তির পরই অন্যান্য রাক্ষসেরা আমাকে ডাকিতে লাগিল। আমি সেই সকল রাক্ষসের সহিত মিলিত হইয়া রাক্ষসপতির নিকট উপস্থিত হইলাম। রাক্ষসপতি আমাকে দেখিয়াই তাঁহার সৈনাপত্যে নিযুক্ত করিলেন। আমি রাক্ষসসৈন্যের অধিনায়ক হইয়া তৎকালে সকলের নিকট কপালস্ফোট নামে পরিচিত হইলাম। ঐ ভাবে কিয়দ্দিন অতিবাহিত হইলে, আমাদিগের রাক্ষসপতি একদিন স্বয়ংই গন্ধর্ব্বদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিলেন। কিন্তু বিধিবিপাকে তিনি সেই যুদ্ধে নিহত হইলেন। পরে রাক্ষসাধিপতির ভৃত্যবর্গ মিলিত হইয়া আমাকেই রাক্ষসাধিপত্য প্র[illegible] করিল। আমি কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত রাক্ষসদিগের উপর আধিপত্য করিতে লাগিলাম। এই সময় এক দিন অগ্রজ মহাশয় আমার রক্ষিত সরোবর হইতে স্বর্ণকমল আহরণ করিতে গমন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া অবধি আমার রাক্ষসভাব দূরীভূত হইল। আমি প্রকৃতিস্থ হইয়া সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার সহিত মিলিত হইলাম। এই ঘটনার পর আমার শাপ হইতে মুক্ত হইয়া আমাদিগের জন্মান্তরীয় বি[illegible] লাভ করিলাম।

বিজয়দত্তের আত্মবিবরণ শুনিবার জন্য অশোকদত্তও তৎকালে উপস্থিত ছিলেন। বিজয় জন্মান্তরীয় বিদ্যালাভ-বৃত্তান্ত বলিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। তখন কনিষ্ঠের অনুরোধে অগ্র[illegible] অশোকদত্ত বলিলেন,—পূর্ব্বজন্মে আমরা দুই না[illegible] দুই জন বিদ্যাধর ছিলাম। একদিন গালব মুনি[illegible] আশ্রমের নিকট আমরা কয়েকটি মুনিকন্যাকে গঙ্গা[illegible] স্নান করিতে দেখিয়া তাহাদিগের প্রতি অনুর[illegible] হইলাম। কন্যাগণের বন্ধুবর্গ আমাদিগের ঐ অসঙ্গত অনুরাগের বিষয় জানিতে পারি[illegible] আমাদিগকে মনুষ্য হইবার জন্য অভিশাপ প্র[illegible] করিলেন। তাঁহাদিগের অমোঘ অভি[illegible] তৎক্ষণাৎ আমাদিগকে নিজ নিজ বিদ্যা[illegible] পরিত্যাগ করিতে হইল। আমরা মনুষ্যযোনি [illegible] করিবার সময় শাপদাতা মুনিগণ আমাদের লক্ষ্য[illegible] সহিত পরস্পর বিচ্ছেদ, তৎপরে মিলন [illegible] মিলনান্তে শাপান্ত হইবার কথা বলিয়া দিলে[illegible] তাঁহাদিগের অভিশাপানুসারে আমরা মনুষ্য হই[illegible] পুনরায় বিদ্যাধরগুরুর কৃপায় বিদ্যাধরত্ব প্রা[illegible] হইয়াছি। এক্ষণে আমরা আপনাদিগের দর্শন[illegible] এইস্থানে আগমন করিলাম।

অশোকদত্ত এই কথা বলিবার পর, [illegible] পিতা, মাতা ও পত্নীদ্বয় সকলেই বিদ্যাধরত্ব [illegible] হইলেন। তখন তাঁহাদিগের মধ্যে আর কে[illegible] মর্ত্ত্যভূমে অবস্থান করিলেন না, সকলেই আকাশ[illegible] প্রস্থিত হইয়া অবিলম্বে বিদ্যাধরলোকে [illegible] করিলেন। অশোকদত্ত ও বিজয়দত্ত ইঁহারা [illegible]

বিদ্যাধরলোকে উপনীত হইয়া অশোকবেগ ও বিজয়বেগ নামে পরিচিত হইলেন এবং গোবিন্দকূট নামক একটি সুরম্য পর্ব্বতে আত্মীয়জনসহ সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিলেন।

রাজা প্রতাপমুকুট অশোকদত্তের এই অদ্ভুত কার্য্যাবলী দর্শনেই অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তিনি একজন শাপভ্রষ্ট বিদ্যাধরের সহিত কন্যা বিবাহ দিয়াছিলেন ভাবিয়া তৎকালে পরম হর্ষ অনুভব করিতে লাগিলেন। শাপাবসানে অশোকদত্ত চলিয়া গেল বলিয়া তিনি আর মনে কোন দৈন্যপ্রাপ্ত হইলেন না। অশোকদত্তপ্রদত্ত স্বর্ণকমলসমূহ দ্বারা তিনি ভগবান্ চন্দ্রমৌলির মন্দির সজ্জিত করিয়া তখন হইতে প্রতিনিয়ত তাঁহারই আরাধনায় মনোনিবেশ করিলেন।

বিষ্ণুদত্ত বলিলেন,—শক্তিদেব! মহাপুরুষগণ এইরূপে শাপভ্রষ্ট হইয়া মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক অসামান্য সিদ্ধিলাভের অধিকারী হইয়া থাকেন। আমি মনে করি, তুমিও কোন শাপভ্রষ্ট মহাপুরুষ হইবে, তৎপক্ষে আর সন্দেহ নাই। অতএব তোমারও মনোরথ অবশ্যই সিদ্ধ হইবে। যাহার উৎসাহ থাকে, সে ব্যক্তি অতি গুরুতর কার্য্যও সমাধা করিতে পারে। তোমার যেমন উৎসাহ-উদ্যোগ দেখিতেছি, তাহাতে তুমি যে অচিরেই কার্য্যোদ্ধার করিতে পারিবে, তৎপক্ষে আর কোন সংশয় নাই। আমার বোধ হয়, সেই রাজনন্দিনী কনকরেখাও কোন শাপভ্রষ্টা দেবকন্যা হইবেন, নতুবা কনকপুরী দেখিয়াছে, এরূপ পতি তাঁহার বাঞ্ছনীয় হয় কেন? যাহা হউক, তুমি এখন নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাও, মনে কোন দুর্ভাবনা করিও না।

বিষ্ণুদত্তের উপদেশে ব্রাহ্মণযুবক শক্তিদেব সে রাত্রি অতিকষ্টে অতিবাহিত করিলেন। তাঁহার মনে সর্ব্বদা সেই কনকরেখা ও কনকপুরীর কথাই জাগিতে লাগিল।

ষড়বিংশ তরঙ্গ

শক্তিদেবের কনকপুরী দর্শন

পরদিন প্রভাত হইবামাত্র শক্তিদেব গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক শয্যার উপর বসিয়া আছেন, এই সময় ধীবরস্বামী সত্যব্রত আসিয়া তাঁহাকে বলিল,—মহাশয়! আমি আপনার অভীষ্টসিদ্ধির উপায় স্থির করিয়াছি। এই সমুদ্রের মধ্যস্থলে রত্নকূট নামে একটি দ্বীপ আছে। ঐ দ্বীপে ভগবান্ নারায়ণের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশীর দিন ঐ দ্বীপে নানা দেশ-দেশান্তর হইতে বহুসংখ্যক যাত্রীর সমাগম হয়। যাত্রিগণ নানা উপহারসহ আগমনপূর্ব্বক ঐ দিন নারায়ণের অর্চনা করিয়া থাকে। আমার ধারণা হয়,—কোন না কোন লোকের নিকট কনকপুরীর সন্ধান পাইতে পারিব। উক্ত দ্বাদশীতিথি আগতপ্রায়, অতএব আসুন, আমরা সেই দ্বীপে যাইতে চেষ্টা করি।

ধীবরস্বামীর কথায় শক্তিদেব প্রীত হইয়া সেই দিনই তৎসমভিব্যাহারে সমুদ্রযাত্রা করিলেন। সমুদ্রপথে রত্নকূটদ্বীপে গমন করিতে অনেক দিন লাগিবে ভাবিয়া, আত্মীয় বিষ্ণুদত্ত শক্তিদেবের পাথেয়স্বরূপ নানারূপ খাদ্যসামগ্রী দান করিলেন। ধীবরস্বামী সত্যব্রত নিজের তরী লইয়া স্বয়ংই তাহার নাবিক হইয়া চলিল।

বর্ষাকাল। প্রবল জলস্রোতে তরী সমুদ্র বাহিয়া দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। শক্তিদেব সমুদ্রপথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া বহুদূরে একটি পর্ব্বতের ন্যায় সমুন্নত স্থান অবলোকনপূর্ব্বক নাবিক ধীবরস্বামীকে জিজ্ঞাসিলেন,—মহাশয়! এখান হইতে বহুদূরে ঐ যে একটা পর্ব্বতের ন্যায় দেখা যাইতেছে, উহা কি? ধীবরস্বামী সত্যব্রত উত্তর করিল,—ঠাকুরমহাশয়! সমুদ্রের মধ্যস্থলে ঐ একটা প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ দেখা যাইতেছে। ঐ বৃক্ষের অধোভাগে ঐ যে প্রবল কল্লোল ও মহাবর্ত্তময় জলভাগ রহিয়াছে, উহার নাম বড়বামুখ। ঐ বড়বামুখ পার হইয়া আমাদিগকে যাইতে হইবে।

সত্যব্রত এই কথা বলিতে বলিতে তাহার তরী সেই বড়বামুখের সন্নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল। তখন সত্যব্রত পুনরায় শক্তিদেবকে বলিলেন,—সাবধান হউন, এই বড় ভয়ঙ্কর স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এখানে পড়িলে আর অব্যাহতি পাইবার উপায় নাই। এই দেখুন, প্রবল বায়ু আমার তরীকে ঐ স্থানে লইয়া যাইতেছে। হায় হায়! সত্য সত্যই বুঝি সর্ব্বনাশ হইল! তরী আর রক্ষা করিতে পারিলাম না, নিশ্চয় এইবার জলমগ্ন হইবে। হায়, আমি নিজে মরি, তাহাতে আমার দুঃখ নাই, কিন্তু ঠাকুরমহাশয়! বহু কষ্ট করিয়াও আপনার কার্য্য উদ্ধার করিতে পারিলাম না, ইহাই আমার দুঃখ।

সত্যব্রত এই কথা বলিবামাত্র, হঠাৎ বায়ু-তাড়িত হইয়া তরীখানি বড়বামুখে উপস্থিত হইল।

সত্যব্রত ব্যস্ত হইয়া আবার উচ্চৈঃস্বরে বলিল,—ঠাকুরমহাশয়! সর্ব্বনাশ হইল। আপনি শীঘ্র ঐ বটবৃক্ষের একটি শাখা ধারণ করুন। সত্যব্রতের কথায় শক্তিদেব সত্বর লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক সেই বটবৃক্ষের একটি শাখা অবলম্বন করিলেন। তিনি বৃক্ষশাখা অবলম্বন করিবামাত্র তরীখানি জলমগ্ন হইল, সঙ্গে সঙ্গে সত্যব্রতও সেই ভীষণ বড়বামুখে প্রবেশ করিল।

শক্তিদেবের মস্তকে যেন এককালে শত শত বজ্রপাত হইল। তিনি যাহার সাহায্যে কার্য্যসিদ্ধি করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাঁহার সেই পরমমিত্র সত্যব্রত সমুদ্রজলে নিমগ্ন হইল। সত্যব্রতের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল কি না, তাহার কিছুই তিনি জানিতে পারিলেন না। তিনি অতিকষ্টে তখন সেই বৃক্ষশাখা আশ্রয় করিয়াই অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে দারুণ কষ্ট ও নৈরাশ্য আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি সেই বৃক্ষশাখায় থাকিয়া দেখিলেন,—চারিদিকে উত্তালতরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্র। কোথাও কোন জনমানব-সমাগমের চিহ্নমাত্র নাই। নিম্নদিকে কেবল অনন্ত জলরাশি আর উর্দ্ধে অনন্ত আকাশ! এতদ্ভিন্ন আর কোথাও কিছুই নাই। শক্তিদেব ভাবিতে লাগিলেন,—হায় হায়! আমার ন্যায় হতভাগ্য ব্যক্তি আর কোথাও আছে বলিয়া মনে হয় না। আমি যে কনকপুরী দেখিবার উদ্দেশে এই ভয়াবহ স্থানে আসিয়া উপস্থিত লইলাম, আমার দুরদৃষ্টবশতঃ সে স্থান আমি দেখিতে পাইলাম না। হায় আমার সাহায্যার্থ যে ধীবরস্বামী আসিয়াছিল, বিধিবিপাকে তাহাকেও মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইল। হায়, এখন আমি কি করি, কেমন করিয়া আমি গন্তব্যস্থানে যাই? অথবা আমি আর বৃথা ভাবনা চিন্তা করি কেন? বিধাতা যাহা করিবেন, তাহার ব্যতিক্রম করিবার ক্ষমতা জগতে কাহারও নাই।

শক্তিদেব এইরূপ ভাবিয়া-চিন্তিয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক নিরাশমনে সেদিন সেই তরুশাখায় থাকিয়া অতিবাহিত করিলেন। সেই প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের বৃহৎ বৃহৎ শাখা-প্রশাখা চারিদিকে প্রসর্পিত হইয়াছে। ঘনসন্নিবিষ্ট পত্রসমূহ দ্বারা বৃক্ষের অন্তরাল এরূপ সমাচ্ছন্ন যে, তাহার চারিদিকের সমস্ত স্থান একেবারে দেখিবার উপায় নাই। শক্তিদেব সেই বৃক্ষের একটি শাখায় বসিয়া রহিলেন। ক্রমে সন্ধ্যাকাল সমুপস্থিত হইল, সন্ধ্যা সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে সহসা নানাদিক্ হইতে নানজাতীয় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পক্ষী আসিয়া একে এ[illegible] সেই বৃক্ষ আশ্রয় করিল। পক্ষিগণের মধ্যে কে[illegible] শক্তিদেবকে দেখিতে পাইল না। তাহা[illegible] কিঞ্চিৎকাল বিশ্রামান্তে যে যে স্থান হইতে আসিয়া[illegible] এবং পরদিন যে যে স্থানে যাইবে, সুস্পষ্ট ম[illegible] বাক্যে সেই সেই কথা পরস্পর বলিতে লাগি[illegible] শক্তিদেব পক্ষিগণের মুখে সুস্পষ্ট মনুষ্যবাক্য শু[illegible] আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি নিজে কোন কথা[illegible] বলিলেন না, কেবল নীরবে তাহাদিগের পরস্প[illegible] বাক্যালাপ শুনিতে লাগিলেন। অন্যান্য পক্ষিগণে[illegible] কথা শেষ হইলে, উহাদিগের মধ্যে একটা প্রক[illegible] পক্ষী বলিল,—আমি কল্য কনকপুরী গমন করিব।

শক্তিদেব সেই পাখীর মুখে কনকপুরীর ন[illegible] শুনিতে পাইয়া সহসা যেন আকাশের চাঁদ হা[illegible] পাইলেন। এত দুঃখ-কষ্টেও তাঁহার অন্তর হ[illegible] আপ্লুত হইল। তিনি মনে মনে বলিলেন, য[illegible] হউক, এতদিনে জানিলাম—কনকপুরী বিদ্য[illegible] আছে। কিন্তু এখন সে স্থানে যাইতে হইলে এ[illegible] পক্ষীর সাহায্য ব্যতীত আর কোনই উপায় না[illegible] অতএব যত্নপূর্ব্বক ইহারই আশ্রয় গ্রহণ করি।

ব্রাহ্মণযুবক মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া ধী[illegible] ধীরে অতি গোপনে সেই বৃহৎকায় পক্ষীর পাখ[illegible] মধ্যে গিয়া লুকাইয়া রহিলেন। বৃহৎকায় প[illegible] তাহা টের পাইল না। কিঞ্চিৎকাল কথোপকথ[illegible] পর বৃক্ষস্থ সমস্ত পক্ষীই নিদ্রিত হইল। শক্তি[illegible] সমস্ত রাত্রিই সেই পক্ষীর পক্ষপুটমধ্যে জা[illegible] রহিলেন।

অনন্তর যথাকালে রাত্রিপ্রভাত হ[illegible] পক্ষিগণ সূর্য্যোদয়ে স্ব স্ব গন্তব্যস্থানে প্র[illegible] করিল। শক্তিদেব যে বৃহৎ পক্ষীর পক্ষাভ্য[illegible] লুক্কায়িত ছিলেন, সেই পক্ষীও কনকপুরী অভি[illegible] প্রস্থান করিল। উড়িয়া যাইবার সময় পক্ষী [illegible] পক্ষপুট কিঞ্চিৎ ভার ভার বোধ করিয়াছিল। [illegible] পরক্ষণে সে আর তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিল না। [illegible] অনন্ত আকাশপথে উড্ডীন হইয়া অতি দ্রুত[illegible] অচিরকালমধ্যেই কনকপুরীর দ্বারে গিয়া উপ[illegible] হইল। শক্তিদেব চক্ষু মেলিয়া একটি বি[illegible] এবং তথায় সেই পক্ষীকে বিশ্রাম করিতে দে[illegible] ভাবিলেন,—এই সেই কনকপুরী! অতএব [illegible] এক্ষণে এই পক্ষীর পক্ষাভ্যন্তর হইতে এই[illegible] অবতরণ করি।

শক্তিদেব এই ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ পক্ষীর প[illegible] হইতে সেইস্থানে অবতরণ করিলেন। পক্ষী[illegible]

স্থান হইতে অন্যত্র চলিয়া গেল। শক্তিদেব তখন ধীরে ধীরে সেই পুরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন,—চমৎকার স্থান। যেন সর্ব্বসৌন্দর্য্যের আকর! শক্তিদেব সেই সকল অদৃষ্টপূর্ব্ব নূতন নূতন দৃশ্য দেখিয়া যুগপৎ হর্ষ ও বিস্ময়ে পরিপ্লুত হইলেন। তিনি পুরীর শোভা দেখিয়া আত্মাকে চরিতার্থ মনে করিলেন। পুরীর বাহিরে বা অভ্যন্তরে লোকজনের সেরূপ চলাচল নাই, সুতরাং কাহাকেই বা জিজ্ঞাসা করিবেন যে, এই পুরী কনকপুরী কি না।

এই সময় হঠাৎ দুইটি রমণীমূর্ত্তি শক্তিদেবের দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি দেখিলেন,—রমণীদ্বয় পুষ্পচয়নার্থ কিঞ্চিৎ ব্যগ্র হইয়া গমন করিতেছে। শক্তিদেব রমণীদ্বয়কে যাইতেদেখিয়া স্থানীয় সংবাদাদি জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তাহাদিগের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তাহারা সহসা সম্মুখে এক-জন মানুষ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। শক্তিদেব অতি ভদ্রতার সহিত তাহাদিগের একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—সুন্দরি! এই প্রদেশের নাম কি এবং আপনারাই বা কে?

রমণী উত্তর করিল,—মহাশয়! এই পুরীর নাম কনকপুরী। ইহা বিদ্যাধরদিগের একটি নগরী। এই পুরীমধ্যে চন্দ্রপ্রভা নাম্নী এক বিদ্যাধরী আছেন, আমরা দুই জন তাঁহার উদ্যানপালিকা। তাঁহারই জন্য পুষ্পচয়ন করিবার জন্য আমরা ব্যগ্র হইয়া গমন করিতেছি।

ব্রাহ্মণযুবক শক্তিদেব বলিলেন,—ভদ্রে! আপনারা আমার প্রতি কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ প্রকাশ করুন। আপনাদিগের অধিস্বামিনী বিদ্যাধরী চন্দ্রপ্রভার সহিত যাহাতে আমি সাক্ষাৎ করিতে পারি, আপনারা দয়া করিয়া আমাকে সেরূপ কোন উপায় বলিয়া দিন।

শক্তিদেবের প্রার্থনায় রমণীদ্বয় কোন কথা না কহিয়া পুরীর অভ্যন্তরস্থ দিব্য একটি অট্টালিকার নিকট তাঁহাকে লইয়া আসিল। শক্তিদেব তথায় উপনীত হইয়া নানাবিধ মণিমাণিক্যখচিত অপূর্ব্ব সৌধশ্রেণী দর্শনে একেবারে বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

ইত্যবসরে অট্টালিকার মধ্য হইতে কয়েকজন পরিচারিকা তাঁহাকে দেখিয়া বিদ্যাধরী চন্দ্রপ্রভার নিকট গিয়া নিবেদন করিল,—দেবি! একজন মনুষ্য দ্বারদেশে বিচরণ করিতেছে। চন্দ্রপ্রভা তৎশ্রবণে প্রতিহারীকে আদেশ করিলেন,—প্রতিহারী! তুমি শীঘ্র দ্বারদেশস্থ মনুষ্যকে আমার নিকট লইয়া আইস। প্রতিহারী আদেশ পাইবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাহা পালন করিল। শক্তিদেব প্রতিহারীর সমভিব্যাহারে বিদ্যাধরী চন্দ্রপ্রভার নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি চন্দ্রপ্রভার গৃহে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহা অবর্ণনীয়। যেন সমস্তই বিধাতার অদ্ভুত সৃষ্টি বলিয়া তাঁহার ধারণা হইল। বিদ্যাধরী চন্দ্রপ্রভার অলোকসামান্য রূপপ্রভায় তাঁহার চক্ষু ঝলসিয়া গেল। তিনি তথাকার চেতন-অচেতন সমস্ত বস্তুকেই সর্ব্বসৌন্দর্য্যের আকর বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন।

চন্দ্রপ্রভা স্বর্ণপর্য্যঙ্কে বসিয়াছিল, শক্তিদেব উপস্থিত হইবামাত্র সে সসম্ভ্রমে তথা হইতে অবতরণ করিয়া অতি সমাদরের সহিত তাঁহাকে জিজ্ঞাসিল,—মহাশয়, আপনি কে? কিরূপে আপনি মনুষ্যের অগম্য এই কনকপুরে আগমন করিলেন?

শক্তিদেব চন্দ্রপ্রভার প্রশ্ন শুনিয়া কুতূহলের সহিত আপন দেশ, জাতি, নাম ও আগমন-ঘটনা সমস্তই যথাযথরূপে বর্ণন করিলেন। তিনি কনকপুরী দর্শন করিতে পারিলে, রাজকন্যা কনকরেখাকে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন, সর্ব্বশেষে চন্দ্রপ্রভার নিকট সে কথাও বলিলেন। চন্দ্রপ্রভা শক্তিদেবের সমস্ত কথা শ্রবণ করিলেন এবং একটু কাল কি যেন চিন্তা করিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগান্তে শক্তিদেবকে সঙ্গে লইয়া একটি নির্জ্জন কক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক বলিলেন,—মহাশয়! আপনি যেমন আত্মবিবরণ ব্যক্ত করিলেন, সেইরূপ আমিও আপনার নিকট আমাদিগের সমস্ত কথা প্রকাশ করিতেছি; আপনি শ্রবণ করুন।

এই কনকপুরে শশিখণ্ড নামে এক বিদ্যাধর আছেন, তিনি সমস্ত বিদ্যাধরদিগের রাজা। তাঁহার চারিটি কন্যা। সেই কন্যাচতুষ্টয়ের মধ্যে আমি জ্যেষ্ঠা। আমার নাম চন্দ্রপ্রভা। আমার কনিষ্ঠা সহোদরাত্রয়ের নাম চন্দ্ররেখা, শশিরেখা ও শশিপ্রভা। আমার ভগ্নীগণের সহিত আমি সুখে-স্বচ্ছন্দে পিতৃগৃহে পরিবর্দ্ধিত হইলাম। পিতা বহুযত্নে আমাদিগকে লালন-পালন করিতে লাগিলেন। একদিন আমার ভগ্নীত্রয় আমাকে না বলিয়া স্নানার্থ মন্দাকিনীসলিলে গমন করিল। তাহারা মন্দাকিনী-জলে অবগাহন করিয়া নানারূপ জলক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইল। তাহাদিগের জলক্রীড়ার সময় মন্দাকিনীর তীরে জনৈক কঠোরতপা মুনি তপস্যা করিতেছিলেন। আমার ভগ্নীগণ যৌবনমদে মত্ত হইয়া, চতুর্দ্দিকে অবিরত জল নিক্ষেপ করায় সেই জল মুনিবরের গাত্রে নিপতিত হয়। তখন মুনিবর তাহাতে ক্রুদ্ধ

হইয়া সেই সকল ভগ্নীদিগকে মর্ত্ত্য হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিতে অভিসম্পাত করেন।

আমার পিতা উক্ত শাপবৃত্তান্ত শ্রবণে দুঃখিত হইয়া সেই মুনিবরের নিকট গমনপূর্ব্বক অনেক অনুনয়-বিনয়ে তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন। পিতার প্রার্থনায় মুনি প্রসন্ন হইয়া আমার সেই অভিশপ্ত ভগ্নীত্রয়ের শাপান্ত নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন এবং তাহারা মর্ত্ত্য হইয়াও যাহাতে জাতিস্মরত্ব লাভ করিতে পারে, অনুগ্রহ করিয়া অবশেষে তিনি তাহাদিগকে সেরূপ জ্ঞানও প্রদান করিলেন। অতঃপর আমার ভগ্নীগণ সকলেই স্ব স্ব দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক মানবী হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। পিতা কন্যাত্রয়ের শোকে অভিভূত হইয়া আমাকে এই নগরী প্রদানপূর্ব্বক স্বয়ং বনগমন করিলেন।

পিতার আদেশে আমি একাকিনী এই পুরীমধ্যে বাস করিতে লাগিলাম। পরিচারক ও পরিচারিকাগণ সকলেই আমার অনুগত হইল। একদিন আমি নিদ্রাবস্থায় আছি, এই সময় স্বপ্নযোগে দেবী চণ্ডিকা আমাকে বলিলেন,—বৎসে! এক-জন মানব তোমার ভর্ত্তা হইবে। আমি সেই স্বপ্ন দেখিয়া তৎক্ষণাৎ জাগরিত হইলাম। আমার মনে নানাপ্রকার ভাবনা-চিন্তার উদয় হইতে লাগিল। সে রাত্রি আর নিদ্রা হইল না। পরদিন হইতে অনেক বিদ্যাধরযুবক আমার পাণিগ্রহণ করিবার জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন; কিন্তু দেবীর আদেশে আমি তাঁহাদিগকে সকলকেই প্রত্যাখ্যান করিলাম। অদ্য আপনার এই আকস্মিক আগমনে আমি বিস্মিত হইয়াছি। আমার পূর্ব্বের সেই স্বপ্নকথা মনে পড়িয়াছে। বিশেষতঃ আপনাকে দেখিয়া আমি আপনার বশীভূত হইয়াছি। অতএব আগামী চতুর্দ্দশীর দিন আপনার এই আগমনসংবাদ প্রদান করিবার জন্য আমার পিতার নিকট গমন করিব। আমার পিতা এই পুরী পরিত্যাগ করিয়া সম্প্রতি বনে বনে বাস করিতেছেন। উক্ত চতুর্দ্দশীর দিন ত্র্যম্বকের অর্চ্চনা করিবার জন্য সমস্ত বিদ্যাধরেরা ঋষভ পর্ব্বতে সমবেত হইবেন; আমার পিতাও নিশ্চয়ই তথায় আগমন করিবেন। আমি ঐ দিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে আমার বিবাহের কথা জানাইব। পরে তাঁহার অনুমতি লইয়া অতি সত্বরই এই স্থানে আগমনপূর্ব্বক আপনার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইব।

বিদ্যাধরী চন্দ্রপ্রভা শক্তিদেবকে এই কথা কহিয়া পরম যত্নের সহিত নানাবিধ ভোগবিভবে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। শক্তিদেব মহাসুখে সে রমণীয় স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কয়েকদিন পরেই সেই চতুর্দ্দশী তিথি আগতপ্রায় দেখিয়া বিদ্যাধর্ম্মী চন্দ্রপ্রভা শক্তিদেবকে বলিল,—মহাশয়! অদ্য আমি আমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ঋষভ পর্ব্বতে গমন করিব। এই পুরীমধ্যে যে-সকল পরিজন আছে, তাহারাও আমার সহিত গমন করিবে। অতএব আপনি মনে কোন দুঃখ করিবেন না। মাত্র দুই দিনকাল আপনাকে একাকী এই পুরীমধ্যে অবস্থান করিতে হইবে। আমরা এ স্থান হইতে চলিয়া গেলে এই পুরীর সর্ব্বত্রই আপনি অবাধে পরিভ্রমণ করিতে পারিবেন, কিন্তু এই অট্টালিকার মধ্যভাগস্থ উপরিতন গৃহে কখন আরোহণ করিবেন না।

চন্দ্রপ্রভা শক্তিদেবকে এই কথা কহিয়া তাহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ঋষভ পর্ব্বতে গমন করিল। চন্দ্রপ্রভা চলিয়া গেলে শক্তিদেব একাকী সেই পুরীমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরেই তাঁহার মনে নানারূপ ভাবনা হইতে লাগিল। তিনি মনস্থির করিবার জন্য পুরীমধ্যস্থ সমস্ত স্থান পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। চন্দ্রপ্রভা যাইবার সময় যে গৃহে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছিলেন, কৌতূহলবশতঃ শক্তিদেব সে গৃহেও প্রবেশ করিলেন। গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন,—তথায় আরও তিনটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ রহিয়াছে। শক্তিদেবের আরও কৌতূহল হইল। তিনি এক একটি করিয়া সেই গৃহগুলির দ্বার উদ্ঘাটন করিতে লাগিলেন, ক্রমে সমস্ত গৃহের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। তিনি বিস্ময়ের সহিত দেখিলেন,—একটি গৃহমধ্যে এক পরমাসুন্দরী দিব্য রমণীমূর্ত্তি পর্য্যঙ্কোপরি শয়ান রহিয়াছে। যুবক শক্তিদেবের কৌতূহল আরও বর্দ্ধিত হইল। তিনি রমণীর নিকটে গিয়া তৎপ্রতি বিশেষরূপ দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক দেখিলেন,—সেই রমণী আর কেহই নহেন, তিনি সেই রাজকন্যা কনকরেখা। কিন্তু হায়! তাঁহার দেহে প্রাণ নাই, তিনি এখন মৃতা।

শক্তিদেব হঠাৎ সেই আরাধ্য প্রতিমা রাজনন্দিনী কনকরেখাকে মৃতাবস্থায় শয়ান দেখিয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—হায় এ কি হইল! যাহার জন্য আমি বহু ক্লেশ সহ্য করিয়া, জীবনের মমতা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া এই সুদূর কনকপুরীতে আগমন করিলাম, সেই আমার হৃদয়াধিদেবতা কনকরেখা

এখানে মৃতাবস্থায় রহিয়াছেন কেন? না না—আমার ভ্রম হইতেছে, রাজনন্দিনী নিশ্চল নিদ্রিতা রহিয়াছেন, অথবা আমিই স্বপ্ন দেখিতেছি। সেই রাজনন্দিনী কখনও এই স্থানে আসেন নাই,—তিনি সেই বর্দ্ধমানপুরীতেই রহিয়াছেন, আমি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা যাঁহাকে চিন্তা করিতেছি, যাঁহার মূর্ত্তি ধ্যান করিতেছি, সেই কনকরেখা মৃতাবস্থায় এই সুদূর কনকপুরে আমার নয়নগোচর হইবেন কিরূপে? অথবা বিধাতা আমাকে বিমুগ্ধ করিবার জন্যই এই ঐন্দ্রজালিক মায়া বিস্তার করিয়াছেন।

শক্তিদেব এইরূপ ভাবিয়া-চিন্তিয়া সে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং ক্রমে অপর দুইটি গৃহে প্রবেশ করিয়াও পূর্ব্বের ন্যায় অন্য দুইটি রমণীমূর্ত্তি দর্শন করিলেন। শক্তিদেবের মনে উত্তরোত্তর বিস্ময়রস পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি সে স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া একটি রমণীয় দীর্ঘিকাতীরে আগমন করিলেন। দীর্ঘিকার তীরে আসিয়া দেখিলেন,—একটি সুন্দর সুসজ্জিত অশ্ব তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে ছুটাছুটি করিতেছে। অশ্ব দেখিয়া শক্তিদেবের মনে কৌতূহল জন্মিল। তিনি লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল। অশ্ব তাঁহাকে পাদপ্রহারে দীর্ঘিকাসলিলে ফেলিয়া দিয়া দ্রুতবেগে তথা হইতে চলিয়া গেল। শক্তিদেব যেমন দীর্ঘিকাজলে নিমগ্ন হইলেন, অমনি কিঞ্চিৎ পরে চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন, সেই বর্দ্ধমানপুরীস্থ উদ্যানদীর্ঘিকাতীরে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন। শক্তিদেব এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে সাতিশয় বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—অহো! এ কি হইল? আমি কোথায় ছিলাম, কোথায় আসিলাম। এ যে সম্মুখে সেই বর্দ্ধমানপুরীই দেখিতেছি। হায় হায়! আমার ন্যায় মন্দভাগ্য ত' ধরাতলে আর কুত্রাপি দেখি নাই। আমি বহুকষ্ট স্বীকার করিয়া অভীষ্ট স্থানে উপনীত হইয়াছিলাম, কিন্তু প্রতিকূল বিধাতা তাহাতেও বাদ সাধিলেন। যাহা হউক, এক্ষণে দেখা যাউক, আবার কিরূপে আমার ভাগ্যচক্র পরিচালিত হয়।

শক্তিদের মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া তথা হইতে পিতৃভবনে গমন করিলেন। পিতা বহুদিন পরে পুত্রদর্শন করিয়া আনন্দিত হইলেন। শক্তিদেব পরিজনগণসহ সেদিন আমোদোৎসবে অতিবাহিত করিলেন। পরে রাত্রিপ্রভাত হইল, সৌরকিরণে জগৎ আলোকিত হইয়া উঠিল। শক্তিদেবের হৃদয় আবার আশায় উৎফুল্ল হইল। তিনি সেইদিনই বর্দ্ধমানপুরে যাত্রা করিলেন এবং যথাকালে তথায় উপনীত হইয়াই তত্রত্য রাজসমীপে শুনিলেন, আবার রাজপুরুষেরা সেই পূর্ব্বমত ঘোষণা করিতেছে, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের মধ্যে যদি কেহ কনকপুরী যথার্থ দেখিয়া পরিচয় দিতে পারে, তাহাকে রাজা যৌবরাজ্য ও কন্যাদান করিবেন। তখন শক্তিদেব নিজের কনকপুরী-দর্শনবৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। রাজা পরোপকারী শক্তিদেবের কথা শুনিয়া পুনরায় তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া স্থির করিলেন। শক্তিদেব দিব্য করিয়া বলিলেন,—মহারাজ! আমি মিথ্যাবাদী নহি। এবার রাজনন্দিনী আমাকে কনকপুরীর কথা জিজ্ঞাসা করুন, আমি যথাযথরূপে সকল কথাই বলিতে পারিব। আর যদি আমি তাহাতে অপারগ হই, তবে আমার প্রাণদণ্ড করিবেন, তাহাতে আমার কোনই আপত্তি নাই।

অনন্তর রাজা পরোপকারী ব্রাহ্মণযুবক শক্তিদেবের কথানুসারে কন্যা কনকরেখাকে সভায় আনয়ন করিলেন। রাজনন্দিনী কনকরেখা শক্তিদেবকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিল। সে রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—পিতঃ! এই সেই প্রতারক ব্রাহ্মণযুবক শক্তিদেব। আমার বোধ হইতেছে,—এই ব্যক্তি এবারও কোন একটি মিথ্যাকথা কহিয়া আপন ইষ্টসিদ্ধি করিতে প্রয়াস পাইবে। তখন কনকরেখার এইরূপ উক্তি শুনিয়া শক্তিদেব উত্তর করিলেন,—রাজনন্দিনি! আমি সত্যই বলি আর মিথ্যাই বলি, তাহার বিচার পরে হইবে। এখন আপনাকে জিজ্ঞাসা করি,—আপনি বলুন দেখি, কিছুদিন পূর্ব্বে আপনি কনকপুরীতে মৃতাবস্থায় পর্য্যঙ্কশায়িনী ছিলেন কি না?

শক্তিদেবের কথা শেষ হইলে, জাতিস্মরা রাজকন্যা কনকরেখার মনে পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—তাত! এই যুবক সত্যসত্যই কনকপুরী সন্দর্শন করিয়াছেন। আমি বাস্তবিকই কনকপুরে মৃতাবস্থায় ছিলাম। ইনি প্রকৃতই তথায় আমাকে দর্শন করিয়াছেন। অতএব এখন আর আমার বিবাহে আপত্তি নাই। ইনিই আমার পাণিগ্রহণ করিবেন। আমার আরও তিনটি

ভগিনী আছে, তাহারাও ইহাকে পতিত্বে বরণ করিবে এবং ইনিই বিদ্যাধররাজ্যের অধীশ্বর হইয়া আমাদিগের সহিত পরমসুখে কালাতিপাত করিবেন।

কনকরেখা এইরূপ বলিয়া কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। সন্তানবৎসল রাজা ইহার কিছুই রহস্যভেদ করিতে পারিলেন না। তিনি বিস্ময়সহকারে কন্যাকে জিজ্ঞাসিলেন,—বৎসে! আমি ইহার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। পিতার কথায় কন্যা উত্তর করিল,—পিতঃ! আমি সামান্য মানবী নহি। আমি পূর্ব্বে এক বিদ্যাধর-কন্যা ছিলাম। কোন একটি ঘটনাবশতঃ মুনির শাপে আমি মানবী হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিয়াছি। অভিশাপ প্রদানকালে আমি মুনির চরণপ্রান্তে পতিত হইয়া অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়াছিলাম। বিনয়বাক্যে মুনিবর আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বলিয়াছিলেন,—বৎসে! তুমি মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও জাতিস্মরত্ব প্রাপ্ত হইবে। শাপাবসানসময় পর্য্যন্ত তোমার মৃতদেহ এইখানে পূর্ব্বাবস্থায় পতিত থাকিবে। পরে তোমার এই মৃতদেহ প্রত্যক্ষ করিয়া যে মানব তোমার নিকট গিয়া এই বৃত্তান্ত প্রকাশ করিবে, সে তোমার পতি হইবে। তখন তুমি পূর্ব্বদেহ প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় কনকপুরীতে আগমন করিতে পারিবে।

কন্যার কথা শেষ হইল। রাজা পরোপকারী এবং তাঁহার পার্শ্বস্থ অন্যান্য সকলেই তৎশ্রবণে বিস্ময়াপন্ন হইয়া রহিলেন। কাহারও কোন বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না। তখন কনকরেখা পুনর্ব্বার পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, পিতঃ! অদ্য আমার শাপান্তদিবস। আজই আমি আমার সেই বিদ্যাধরীদেহ প্রাপ্ত হইব। আমার জন্য আপনি শোক করিবেন না। বিধাতা আমার অদৃষ্টলিপি এইরূপই লিখিয়াছিলেন।

কনকরেখা এই কথা বলিতে বলিতে তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইয়া মনুষ্যদেহ ত্যাগ করিলেন। কন্যার তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া রাজা শোকাবেগ সহ্য করিতে পারিলেন না। সঙ্গে সঙ্গে তিনিও ভূতলে পতিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি হা পুত্রি, হা নন্দিনি! বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। রাজপুরী তখন ক্রন্দনধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইল। অসহ্য শোকে সকলেই মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন।

শক্তিদেব এই সকল দেখিয়া-শুনিয়া কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। তাঁহার চিরদিনের মনোরথ সহসা ব্যর্থ হইল দেখিয়া তি[illegible] সাতিশয় মর্ম্মাহত হইলেন এবং অবিলম্বেই রাজপু[illegible] হইতে বহির্গত হইয়া মনে মনে সেই কনকপু[illegible] বিদ্যাধরকন্যা ও রাজনন্দিনী কনকরেখার বিষয় চি[illegible] করিতে লাগিলেন। তাঁহার চিরাকা[illegible] রাজনন্দিনী বহুকষ্টে হস্তপ্রাপ্য হইয়াও তাঁহা[illegible] ছাড়িয়া গেলেন, সুতরাং দারুণ দুঃখে তাঁহার হৃ[illegible] দগ্ধ হইতে লাগিল; কিন্তু তিনি এই ঘোর দুঃ[illegible] ধৈর্য্যচ্যুত বা উৎসাহহীন হইলেন না। তি[illegible] আবার ধৈর্য্য ধরিয়া আশায় বুক বাঁধিলেন। আ[illegible] অধ্যবসায়ের ঐকান্তিকতায় স্বকার্য্যসাধনে সমু[illegible] হইয়া ভাবিলেন,—আমি বিষণ্ণ হইব কে[illegible] রাজনন্দিনী ত' স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন যে, আমি তাঁহার ভর্ত্তা হইব, সুতরাং বৃথা দুর্ভাবনায় স[illegible] নষ্ট করিয়া ফল কি? কনকপুরীর পথ আমা[illegible] জানা আছে, আমি সেই পথ ধরিয়া যতদিনে হউক, পুনরায় সেই স্থানে গমন করিব।

শক্তিদেব মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া অ[illegible] আর নিজালয়ে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন না। তিনি সে[illegible] মুহূর্ত্তেই কনকপুরী অভিমুখে যাত্রা করিলে[illegible] পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতার ফলে অতি অল্পদিনমধ্যে সে[illegible] বিটঙ্কপুরে পৌঁছিলেন।

পূর্ব্বে এই বিটঙ্কপুরে আসিয়াই সমুদ্রদত্তে[illegible] সহিত শক্তিদেবের প্রথম পরিচয় হয়। পরে উভ[illegible] সৌহার্দ্দ স্থাপন করিয়া সমুদ্রযাত্রা করেন। শে[illegible] উভয়েই জলমগ্ন হন। শক্তিদেবের এই সম[illegible] বৃত্তান্ত সমস্তই স্মরণ ছিল। সমুদ্রদত্ত সমুদ্রসলি[illegible] নিমগ্ন হইয়া পুনরায় রক্ষা পাইয়াছিলেন কি না, তাহার কিছুই তখন তিনি জানিতে পারিয়াছিলে[illegible] না। এক্ষণে আবার বিটঙ্কপুরে আসিয়া তিনি প্রথমে তাঁহার পূর্ব্ববন্ধু সেই সমুদ্রদত্তের সাক্ষাৎ পাইলে[illegible] বন্ধুদর্শনে তাঁহার হৃদয় দ্বিগুণ উৎসাহে উৎ[illegible] হইল। তখন উভয় বন্ধুই পরস্পর পরস্পর[illegible] চিনিতে পারিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলে[illegible] বণিক সমুদ্রদত্ত শক্তিদেবকে সঙ্গে করিয়া নিজাল[illegible] লইয়া গেলেন। শক্তিদেব বন্ধুর পরিচর্য্যায় পরি[illegible] হইয়া বলিলেন,—বন্ধু! আমরা উভয়ে সে[illegible] সমুদ্রজলে নিমগ্ন হইয়াছিলাম। আমি এ[illegible] বৃহদাকার মৎস্যোদরে প্রবিষ্ট হইয়া শেষে র[illegible] জীবন পাইলাম। কিন্তু বন্ধু! তোমার অবস্থা[illegible] কি ঘটিল, তাহা তখন আমি কিছুই জানি[illegible] পারিলাম না। এক্ষণে বল, কিরূপে তো[illegible] সেদিন জীবনরক্ষা হইয়াছিল।

সমুদ্রদত্ত উত্তর করিল,—বন্ধু! আমি সেদিন সমুদ্রগর্ভে নিপতিত হইয়া দৈবানুগ্রহে একখানি বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড প্রাপ্ত হইলাম। সেই কাষ্ঠখণ্ড অবলম্বনে আমি তিনদিন পর্য্যন্ত সমুদ্রসলিলে ভাসিয়া বেড়াইলাম। এই সময় সমুদ্রের মধ্য দিয়া একখানি অর্ণবপোত যাইতেছিল। পোতাধ্যক্ষ দূর হইতে আমাকে বিপন্ন দেখিয়া তাঁহারা পোতোপরি তুলিয়া লইলেন। পরিচয় জানিলাম,—সেই অর্ণবতরীখানি আমার পিতার। আমি যে সময় বাণিজ্যার্থ বহির্গত হই, তাহার বহুদিবস পূর্ব্বে আমার পিতা বাণিজ্য করিবার জন্য সেই পোতে আরোহণপূর্ব্বক বিদেশে গমন করেন। দৈব আমার অনুকূল ছিল, সুতরাং আমার সেই ঘোর বিপৎকালেও পিতৃদর্শন ঘটিল। পিতা ভৃত্যগণমুখে আমার বিপদ্‌বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আমার নিকটে আসিলেন এবং আমাকে দেখিয়া স্নেহভরে বাষ্পগদ্‌গদকণ্ঠে বলিলেন,—বৎস! কেন তুমি এই প্রাণসঙ্কট অর্থোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইয়াছ? আমি ব্যবসাকার্য্যে প্রভূত ধনোপার্জ্জন করিয়াছি। তুমি সেই সকল ধনের অধীশ্বর হইয়া পরমসুখে কালাতিপাত কর। পিতা এইরূপে অনেক সান্ত্বনাবাক্য বলিয়া আমাকে নিজপুরে লইয়া আসিলেন।

শক্তিদেব বণিক সমুদ্রদত্তের আত্মবিবরণ শ্রবণ করিয়া বিস্ময় ও আনন্দে আপ্লুত হইলেন! তাঁহার মনে আশার সঞ্চার হইল। তিনি তিন দিবস বন্ধুগৃহে মহাসুখে অবস্থান করিয়া একদিন সমুদ্রদত্তকে বলিলেন,—বন্ধো! আমি পুনরায় উৎস্থলদ্বীপে গমন করিতে মনস্থ করিয়াছি। অতএব তুমি তাহার উপায় বলিয়া দাও। সমুদ্রদত্ত বলিল,—সে জন্য চিন্তা নাই। অদ্য আমার কতিপয় বন্ধু বাণিজ্যার্থ উৎস্থলদ্বীপে গমন করিতেছে, তুমি তাহাদের সহিত অনায়াসে তথায় গমন কর। শক্তিদেব এই কথা শুনিয়া তাহাদের সহিতই গমনে উদ্যত হইলেন। তাঁহার গমন সময় ধীবরস্বামী সত্যব্রতের পুত্রগণ তথায় উপস্থিত হইল। তাহারা শক্তিদেবকে উদ্দেশ করিয়া বলিল,—মহাশয়! আমাদিগের পিতাকে কোন্ স্থানে রাখিয়া আসিলেন? আপনি আমাদিগের পিতার সহিত একত্রে কনকপুরী অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু অদ্য আপনাকে একাকী দেখিয়া আমরা বড়ই ভীত হইতেছি।

ধীবরতনয়গণের প্রশ্ন শুনিয়া শক্তিদেব তাহাদিগকে বলিলেন,—তোমাদিগের পিতা সত্যব্রত সেদিন সমুদ্রমধ্যস্থ বড়বামুখে পতিত হইয়াছে। সে এক্ষণে জীবিত কি মৃত, তাহার সন্ধান আমি কিছুই জানি না। শক্তিদেবের কথায় ধীবরতনয়গণ বিশ্বাস করিল না। তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের ভৃত্যগণের প্রতি আদেশ করিল,—রে ভৃত্যগণ! তোমরা শীঘ্র আমাদিগের এই পিতৃহন্তা ব্রাহ্মণকুমারকে বন্ধন কর। আমাদিগের পিতা ইহার সহিত সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিলেন, তিনি বড়বামুখে পতিত হইলেন, আর এই দুষ্ট পাপিষ্ঠ যুবক এখনও জীবিত রহিয়াছে! নিশ্চয়ই এই দুরাত্মা আমাদিগের পিতাকে হত্যা করিয়াছে। অতএব তোমরা এই দুরাচার ব্রাহ্মণকুমারকে বন্ধন করিয়া সত্বর চণ্ডিকার মন্দিরে লইয়া যাও। কল্য প্রভাতে দেবীর সম্মুখে ইহাকে বলিদান করিয়া তাঁহার প্রীতিসাধন করিব।

ধীবরতনয়গণের আদেশে তদীয় ভৃত্যগণ তৎক্ষণাৎ শক্তিদেবের হস্তপদাদি বন্ধন করিয়া তত্রত্য চণ্ডিকামন্দিরে লইয়া গেল। তখন শক্তিদেব নিজ জীবনে হতাশ হইয়া ভক্তিগদ্‌গদভাবে চণ্ডিকা দেবীর পদপ্রান্তে পতিত লইলেন। তাঁহার হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হইল। তিনি করুণকণ্ঠে দেবীর প্রতি চাহিয়া বলিলেন,—মা ভগবতী! পৃথিবী পাপিজনে পরিপূর্ণ হইলে, তুমিই তাহাদিগের বধসাধন করিয়া সর্ব্বত্র শান্তিবিধান করিয়া থাক। তুমি দৈত্যকুল নির্ম্মূল করিয়া এই ধরাকে নিরাপদে রক্ষা করিয়াছ বলিয়া জগতে তুমি দৈত্যনিসূদনী নামে অভিহিত হইতেছ। তুমি সর্ব্বান্তর্য্যামিনী, ত্রিজগতে কিছুই তোমার অবিদিত নাই। মা, আমি যদি অপরাধ করিয়া থাকি, তবে আমার প্রাণদণ্ড হউক, তাহাতে আমার খেদ নাই। কিন্তু মা, তুমি আমাকে দস্যুহস্ত হইতে ত্রাণ কর। আমি বিনা অপরাধে যেন অকালে কালগ্রাসে পতিত না হই। শক্তিদেব বন্ধনাবস্থায় এইরূপে দেবী চণ্ডিকার নানাবিধ স্তব করিতে করিতে নিদ্রিত হইলেন। তিনি নিদ্রাবস্থায় দেখিলেন,—তাঁহার সম্মুখে এক অসামান্য রূপলাবণ্যবতী রমণীমূর্ত্তি দণ্ডায়মানা। রমণী স্বপ্নাবস্থায় তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—শক্তিদেব! তুমি নিশ্চিন্ত হও, তোমার ভয় নাই। আমার প্রসাদে কেহই তোমার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। কল্য প্রত্যুষে একটি সুন্দরী কন্যা এই মন্দিরে আগমন করিবে, সেই কন্যাটির নাম বিন্দুমতী। বিন্দুমতী এই ধীবরতনয়

গণের ভগিনী। সে তোমাকে দেখিয়া কামশরে জর্জ্জরিত হইবে এবং তোমাকে পতিত্বে বরণ করিবার জন্য নিজ প্রার্থনা জ্ঞাপন করিবে। তুমি তাহাকে ইঙ্গিত করিবামাত্রই সে তোমার বন্ধন মোচন করিয়া দিবে। ধীবরকন্যা বলিয়া তুমি তাহাকে ঘৃণা করিও না। সেই ধীবরকন্যা অভিশাপবশতঃ নীচকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

স্বপ্নদৃষ্টা রমণী শক্তিদেবকে এইরূপ অভয়বাণী দ্বারা সমাশ্বস্ত করিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে শক্তিদেবেরও নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি স্বপ্নে দেবীর প্রসন্নতা জানিতে পারিয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন।

রাত্রি প্রভাত হইলে শক্তিদেব মন্দিরের অদূরে একটি রমণীর পদধ্বনি শুনিতে পাইলেন। ক্রমে রমণী চণ্ডিকা দেবীর মন্দিরে প্রবেশ করিল। মন্দিরে প্রবেশ করিয়াই সম্মুখে শক্তিদেবকে দেখিবামাত্র তাহার মন চঞ্চল হইল। সে অতি বিনীতভাবে তাঁহার নিকটে গিয়া বলিল,—মহাশয়! আপনার অপরূপ রূপরাশি দেখিয়া আমার মন আপনার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। আপনি আমার পাণিগ্রহণে অঙ্গীকার করুন, আমি অচিরেই আপনার বন্ধন মোচন করিয়া দিতেছি। শক্তিদেব রমণীর প্রার্থনায় দ্বিরুক্তি করিলেন না, তিনি পূর্ব্বরাত্রিদৃষ্টা স্বপ্নবিবরণ স্মরণ করিয়া তাহার কথায় সম্মত হইলেন এবং নিজ বন্ধন মোচন করিবার জন্য তাহার নিকট প্রস্তাব করিলেন। শক্তিদেবের অভিপ্রায় বুঝিয়া সেই ধীবরকন্যা তদ্দণ্ডেই তাঁহার বন্ধন মোচন করিয়া দিল। শক্তিদেবও নিজ প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাহার পাণিগ্রহণ করিলেন। চণ্ডিকার স্বপ্নাদেশে তিনি ধীবরদুহিতা বিন্দুমতীকে বিবাহ করিয়া তথায় পরম-সুখে কতিপয় দিবস অতিবাহিত করিলেন। দৈবযোগে শক্তিদেবের সহিত এক নূতন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইল দেখিয়া, ধীবরতনয়গণ আর তাঁহার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিবার সঙ্কল্প রাখিল না, প্রত্যুত তাহারা তদবধি তাঁহার অনুগত হইয়াই চলিতে লাগিল।

অনন্তর একদিন শক্তিদেব প্রণয়িনী বিন্দুমতীর সহিত একত্র বসিয়া আছেন, এই সময় একজন ব্যাধ কতকগুলি গোমাংস হস্তে লইয়া তাঁহার সম্মুখ দিয়া গমন করিল। শক্তিদেব তদ্দর্শনে বিন্দুমতীকে বলিলেন,—প্রিয়ে! দেখ, যে গাভী ত্রিলোকমান্যা, এই পাপাত্মা নিজের উদর পূরণের জন্য তাহার মাংস লইয়া কিরূপ নিশ্চিন্তমনে গমন করিতেছে। শক্তিদেবের কথা শুনিয়া বিন্দুমতী বলিল,—নাথ! গাভী যে ত্রিজগৎপূজ্যা, সে কথা আমিও বিল… বিদিত আছি। এই গাভীর জন্যই অতি সা… অপরাধে আমি নীচকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া… শক্তিদেব বলিলেন,—প্রিয়ে! গাভীর জন্য তোমা… নীচকুলে জন্ম হইয়াছে, একথা শুনিয়া আমি ব… বিস্মিত হইলাম। অতএব কেমন করিয়া তোমা… এই অবস্থা ঘটিল, তাহা আমাকে বল।

বিন্দুমতী বলিল,—স্বামীন্! এ অতি গোপনী… কথা। আপনি যদি অঙ্গীকার করেন যে, সে ক… কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না এ… তদনুসারেই কার্য্য করিবেন, তাহা হইলে আমি তাহা প্রকাশ করিয়া বলি। শক্তিদেব তথা… বলিয়া বিন্দুমতীর কথায় স্বীকৃত হইলেন, তখ… বিন্দুমতী বলিতে লাগিল,—দেব! আমি পূর্ব্বজ… এক বিদ্যাধরপত্নী ছিলাম। আমার স্বামী একদি… আমাকে একটি বীণার তন্ত্রীযোজনা করি… আদেশ করিলে, আমি দন্ত দ্বারা সেই স্নায়ুনির্ম্মি… তন্ত্রী কাটিয়াছিলাম। আমার স্বামী আমার এ… কুৎসিত কার্য্য দেখিয়া, তৎকালে আমাকে নীচযো… প্রাপ্তির অভিশাপ প্রদান করেন। আমি দন্ত দ্বা… গাভীর শুষ্ক স্নায়ুনির্ম্মিত তন্ত্রী স্পর্শ করিয়াছি… বলিয়া, আমার প্রতি এই কঠোর অভিশাপ… প্রযুক্ত হইয়াছিল। যাহা হউক, এক্ষণে আপনা… আমি আর একটি কথা বলিতেছি, অঙ্গী… অনুসারে এটিও আপনাকে অবশ্যই পালন করি… হইবে।

আপনি এই দ্বীপে আর একটি রমণীর পা… করিবেন। আপনার সংসর্গে অল্পকালের মধ্… তাহার গর্ভসঞ্চার হইবে। কিন্তু সেই গর্ভ… অষ্টম মাসে উপনীত হইবে, তখন অবশ্যই আপনা… তাহা বিদারণ করিতে হইবে। ঐ বীভৎস কা… করিতে তৎকালে আপনার মনে যেন কো… ঘৃণার সঞ্চার হয় না।

শক্তিদেব বিন্দুমতীর নিকট এই অচিন্তি… ভবিষ্যৎঘটনা সম্বন্ধে অঙ্গীকার করিয়া বিস্মি… কালযাপন করিতে লাগিলেন। তখন বি… বলিল,—নাথ! আপনি বিস্মিত হইবেন… ইহার কোন একটি নিগূঢ় কারণ আছে, তাহা… পরে বলিব।

ব্রাহ্মণযুবক শক্তিদেব ধীবরকন্যা বিন্দুমতীর… এইরূপ ও অন্যরূপ নানা কথোপকথনে কালা…

করিতে লাগিলেন। একদিন কতিপয় ধীবরতনয় ত্রস্ত হইয়া শক্তিদেবের নিকট আগমনপূর্ব্বক বলিল,—মহাশয়! হঠাৎ কোথা হইতে এক প্রকাণ্ড বন্য শূকর এই গ্রামমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অনেক গো-মেষ-মহিষাদি নষ্ট করিতেছে। এই দেখুন,—সেই ক্রুদ্ধ শূকর আমাদিগেরই অভিমুখে সবেগে ছুটিয়া আসিতেছে। আপনি শীঘ্র এই দ্রুতগামী অশ্বারোহণ করিয়া ঐ শূকরের বধসাধন করুন। বীর শক্তিদেব তৎক্ষণাৎ বর্শাহস্তে অশ্বারোহণপূর্ব্বক শূকরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। বন্য বরাহ ক্ষণকালমধ্যেই শক্তিদেবের বর্শাঘাতে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া একটি গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করিল। শক্তিদেবও তাহার পথানুসরণে বিরত হইলেন না। তিনিও সেই গর্ত্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। শূকরের অন্বেষণ করিতে করিতে গর্ত্তমধ্য দিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়া শক্তিদেব দেখিলেন,—সম্মুখে একটি মনোরম উদ্যান। তিনি সেই উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন,—উদ্যানবাটীকার মধ্যস্থলে একটি অনিন্দ্যসুন্দরী অলোকসামান্যা কন্যা রহিয়াছে। শক্তিদেব সেই কন্যাটিকে কোন বনদেবতাজ্ঞানে জিজ্ঞাসিলেন,—কল্যাণি! কে তুমি, কি নিমিত্ত একাকিনী এই উদ্যানমধ্যে অবস্থান করিতেছ? যুবকের প্রশ্ন শুনিয়া কন্যা উত্তর করিল,—মহাশয়! এই প্রদেশের দক্ষিণদিকে অপর একটি বিস্তৃত রাজ্য আছে। সেই রাজ্যের যিনি অধিপতি, তাঁহার নাম নরপতি চণ্ডবিক্রম। আমি তাঁহার কন্যা; আমার নাম বিন্দুরেখা, আমি পিতৃগৃহে পরমসুখে পরিবর্দ্ধিত হইতেছিলাম। একদিন সহসা এক দৈত্য আমাকে আসুরী মায়ায় মুগ্ধ করিয়া এখানে আনয়ন করে। অদ্য সেই দৈত্য মাংসার্থী হইয়া বরাহরূপ ধারণপূর্ব্বক বাহির হইয়াছিল, কিন্তু কোন এক বীর কর্ত্তৃক অস্ত্রাহত হওয়ায় সে এক্ষণে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, বিন্দুরেখার কথা শেষ হইতে-না-হইতে শক্তিদেব বলিয়া উঠিলেন, রাজকুমারি! আমিই সেই বরাহকে মারিয়াছি। আমি ব্রাহ্মণসন্তান, আমার নাম শক্তিদেব।

বিন্দুরেখা শক্তিদেবের কথা শুনিয়া, আহ্লাদিত হইলেন এবং বলিলেন,—যুবক! আপনি অনুগ্রহ করিয়া, এই অনাথাকে বিবাহ করুন। রাজকুমারীর প্রস্তাবে শক্তিদেব সম্মত হইলেন এবং তাহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া, গর্ত্ত হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বিন্দুমতীর গৃহে আগমন করিলেন ও বিন্দুমতীর কাছে সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। ধীবরতনয় বিন্দুমতীও উহা শুনিয়া শক্তিদেবকে বিন্দুরেখার পাণিগ্রহণে অনুরোধ করিলেন। শক্তিদেব পূর্ব্বেই সম্মত হইয়াছিলেন, এক্ষণে বিন্দুমতীর অভিপ্রায় পাইয়া সেইদিনই রাজকন্যা বিন্দুরেখাকে বিবাহ করিলেন।

নূতন পত্নীর সহিত নানা বিলাসে শক্তিদেবের দিন কাটিতে লাগিল। রাজকুমারী বিন্দুরেখা গর্ভবতী হইলেন, ক্রমে অষ্টম মাস পূর্ণ হইল, তখন বিন্দুমতী শক্তিদেবকে বলিলেন,—নাথ! আপনি আমার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা এখন রক্ষা করুন। বিন্দুরেখার গর্ভ অষ্টম মাসে পড়িয়াছে, আপনি এক্ষণে তাহার গর্ভ বিদারণ করুন।

শক্তিদেব বিন্দুমতীর বাক্য শুনিয়া নিতান্ত মর্ম্মাহত হইলেন, তাঁহার অন্তর স্নেহাকুল বলিয়াই তিনি এই ভীষণ কার্য্য করিতে হইবে ভাবিয়া ঘোর দুঃখে নিপতিত হইলেন।

স্বামীর মুখ বিষণ্ন দেখিয়া রাজকন্যা বিন্দুরেখা বলিলেন,—নাথ! আপনি দুঃখিত হইবেন না। বিন্দুমতী যেজন্য আপনাকে আমার নিকট পাঠাইয়াছে, তাহা আমি বুঝিয়াছি; এ কার্য্যে কোন নিষ্ঠুরতা নাই, আপনি ঘৃণা করিবেন না। মহাত্মারা অঙ্গীকার-পালনে পরাঙ্মুখ হন না, এ বিষয়ে আমি আপনাকে এক আখ্যায়িকা বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

পূর্ব্বকালে কম্বুক নামে একটি পুরী ছিল, ঐ পুরীতে হরিদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার দেবদত্ত নামে এক পুত্র ছিল। হরিদত্ত ধনশালী ছিলেন, পুত্রকে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বিদ্যাভ্যাস করাইলেন, কিন্তু দেবদত্ত পণ্ডিত হইয়াও কুসঙ্গে মিলিয়া ব্যসনাসক্ত হইয়া পড়িল। যখন জুয়া খেলায় তাহার পরিধেয় বস্ত্র পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া গেল, তখন লজ্জায় আর গৃহে ফিরিল না, নিঃসম্বলে বাহির হইয়া একাই পথ চলিতে থাকিল। ক্রমে রাত্রি হইলে, সম্মুখে এক দেবমন্দির দেখিয়া তাহাতে প্রবেশ করিল, তথায় প্রবিষ্ট হইয়া দেখে, এক জটাবল্কধারী সাধু জপ করিতেছেন। এই সাধুর নাম জালপাদ, ইনি প্রত্যহই এখানে আসিয়া জপ-ধ্যানাদি করিয়া থাকেন। দেবদত্ত ধীরে ধীরে তাঁহার নিকটে গিয়া প্রণামকরতঃ উপবেশন করিল। কিছুক্ষণ পরে সাধুর ধ্যানভঙ্গ হইল, তিনি দৃষ্টিপাত করিয়া দেবদত্তকে দেখিতে পাইলেন।

দেবদত্তকে দেখিয়া আগমন-কারণ জিজ্ঞাসা করিলে দেবদত্ত নিজের ব্যসনজনিত বিপদের কথা জানাইল। দেবদত্তের কাতরতায় জালপাদ সদয় হইয়া বলিলেন,—বৎস! তুমি ব্যসন পরিত্যাগ কর,

ব্যসনী ব্যক্তি কখন দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায় না। তুমি যদি নিজের মঙ্গল চাও, তবে আমার কথামত চল। এই দেখ, আমি বিদ্যাধরদেহ পাইবার জন্য তপস্যা করিতেছি, তুমিও আমার সহিত তপস্যায় মনোনিবেশ কর, ইহাতে শীঘ্রই অভীষ্ট পদ লাভ করিতে পারিবে।

এই কথায় দেবদত্তের মন আকৃষ্ট হইল, সে সবিনয়ে জানাইল,—প্রভো! আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম, অদ্য হইতে যেরূপ আদেশ করিবেন, তাহাই প্রতিপালন করিব। এই কথায় সাধু সন্তুষ্ট হইলেন। দেবদত্ত তাঁহার নিকট ধীরভাবে বসিয়া অতি বিনীতভাবে তাঁহার নিকট নানাপ্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন; তপস্বীও যথাযথভাবে সেই প্রশ্নের উত্তর করিলেন।

ক্রমে দিবা অবসান হইল, রাত্রিসমাগমে চারিদিক্ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল। ক্রমে রাত্রির গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে জগৎ নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল। এই সময় তপস্বী জালপাদ দেবদত্তকে ডাকিয়া বলিলেন, বৎস! এই দেবালয়ের নিকটে ঐ একটি শ্মশান দেখা যাইতেছে, উহার মধ্যে একটি বটবৃক্ষ আছে, আমি প্রতিদিন এই সময় ঐ বৃক্ষের মূলদেশে বসিয়া অভীষ্টদেবতার পূজা করিয়া থাকি, আজি সেই সময় উপস্থিত, আমি এখনই ঐ স্থানে যাইব, তুমিও আমার সহিত আগমন কর।

জালপাদ দেবদত্তকে এই কথা বলিয়াই পূজার উপকরণ সঙ্গে লইয়া বটবৃক্ষাভিমুখে চলিলেন; দেবদত্তও কোন কথা না কহিয়াই জালপাদের অনুসরণ করিল।

তপস্বী শ্মশানে পৌঁছিয়া বটবৃক্ষের মূলে উপবেশনপূর্ব্বক পূজায় মনোনিবেশ করিলেন, দেবদত্তও তপস্বীর কাছে বসিয়া তাঁহার পূজাপ্রণালী নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে তপস্বী পূজা শেষ করিয়া দেবদত্তকে বলিলেন,—বৎস! দেখিলে ত'? এই প্রকারে পূজার অনুষ্ঠান করিতে হয়। তুমিও প্রত্যহ এই সময় এই স্থানে আসিয়া এইরূপে পূজা করিবে এবং পূজান্তে বলিদানপূর্ব্বক নয়ন মুদিত করিয়া প্রার্থনা করিবে, হে বিদ্যুৎপ্রভে! আমার পূজা গ্রহণ কর, এইরূপে প্রত্যহ পূজা করিলে তোমার বিদ্যাধর-পদপ্রাপ্তি অচিরেই সঙ্ঘটিত হইবে।

দেবদত্ত সন্ন্যাসী জালপাদের আদেশানুসারে সে-দিন স্বগৃহে ফিরিয়া আসিল। পরদিন নিশীথসময়ে সেই জাপৃক্ষের মূলে বটবৃ বসিয়া আরম্ভ করিল। পূজার শেষে বলিদানপূর্ব্বক বিদ্যুৎপ্রভার উদ্দেশে চিন্তা করিয়া কিয়ৎকাল পরে পুনরায় গৃহে প্রত্যাগত হইল। এইরূপে দেবদত্ত প্রতি রাত্রিতেই শ্মশানস্থ বটবৃক্ষমূলে অবস্থানপূর্ব্বক পূজা করিয়া পূজা ও ধ্যানান্তে গৃহে আসিয়া একান্তে নির্জ্জনে অবস্থান করিতে লাগিল।

দেবদত্ত এই প্রকারে কিয়দ্দিন যথানিয়মে পূজা ও ধ্যান সমাধা করিতে লাগিল। একদিন হঠাৎ সেই শ্মশানস্থ বটবৃক্ষটি সশব্দে ফাটিয়া গেল। ভীষণ শব্দে দেবদত্তের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। সে সভয়-দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল,—সম্মুখে এক পরমাসুন্দরী রমণীমূর্ত্তি দণ্ডায়মানা। দেবদত্ত সহসা সম্মুখে এক অসামান্য রূপলাবণ্যবতী রমণীমূর্ত্তি দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হওয়ায় কোনরূপ বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। সেই রমণীও তৎকালে দেবদত্তকে কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে তাহার হস্ত দ্বারা দেবদত্তের গাত্র স্পর্শ করিয়া পুনরায় দ্বিধাভূত বটবৃক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

দেবদত্ত এইরূপ ব্যাপারে আরও বিস্মিত হইয়া মনে মনে ভাবিল,—এ কি হইল! এরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা ত' আর কোথাও দেখি নাই। এই রমণী দেবী না মানবী? রমণী আবার এই বটবৃক্ষেই লুক্কায়িত হইল। আচ্ছা দেখি, এই তরুর অভ্যন্তরে পুনরায় সাক্ষাৎ পাওয়া যায় কি না! এইরূপ স্থির করিয়া সে দ্বিধাভূত বটবৃক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিল।

তথায় প্রবিষ্ট হইয়া দেখিল, একটি দিব্য মণিময় গৃহ, তন্মধ্যে একটি রমণীয়াকৃতি রমণী। রমণী নানা আভরণে ভূষিতা হইয়া পর্য্যঙ্কোপরি শয়ানা—তাঁহার রূপের ছটায় যেন মণিময়মন্দির হীনপ্রভ হইয়াছে। দেবদত্ত বিস্ময়ে বিভোর হইয়া মনে মনে নানাপ্রকার আলোচনার পর পর্য্যঙ্কশায়িনী রমণীকেই তথাকার অধিস্বামিনী বলিয়া স্থির করিল এবং নির্নিমেষনয়নে কেবল সেই রমণীর অলৌকিক সৌন্দর্য্যরাশি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই রমণী ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক দেবদত্তকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—মহাশয়! আপনি বোধ হয়, এই সকল দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন। আমাকে হয়ত কোন দেবাঙ্গনা বলিয়া মনে হইয়াছে। যাহা হউক, আপনি এক্ষণে বিস্ময় পরিত্যাগ করুন। আমি দেবী নহি,—আমি যক্ষী, আমার নাম বিদ্যুৎপ্রভা। আমি যক্ষপতি রত্নবর্ষের কন্যা। সন্ন্যাসী জালপাদ আমারই প্রসন্নতার জন্য প্রতিনিয়ত আমাকে স্মরণ করিয়া থাকেন এবং তাঁহার উপদেশে আপনিও এতকাল আমারই আরাধনা করিয়াছেন। এক্ষণে আপনার

আরাধনায় আমি বিশেষরূপ প্রীত হইয়াছি এবং আপনার প্রতি আমার অত্যন্ত অনুরাগ জন্মিয়াছে। আমার একান্ত অভিপ্রায় যে, আপনিই আমার পাণিগ্রহণ করিয়া এই স্থানে অবস্থান করুন।

দেবদত্ত যক্ষকন্যা বিদ্যুৎপ্রভার বাক্যশ্রবণ করিয়া, অমৃতধারায় অভিষিক্ত হইয়া মনে মনে কত সুখের কল্পনা করিতে লাগিল,—অহো, আমার এতদিনে আশালতায় ফল ধরিয়াছে। যে সুখ আমি কখনও কল্পনায় ভাবি নাই, অদ্য আমার তাই উপস্থিত।

দেবদত্ত এইরূপে কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া, অবশেষে যক্ষকন্যার আগ্রহে সেই দিবসেই পাণিগ্রহণ-পূর্ব্বক কিছুকাল মহাসুখে তৎসমভিব্যাহারে তথায় বাস করিতে লাগিল। অনন্তর কিয়দ্দিন পরেই বিদ্যুৎপ্রভা গর্ভবতী হইলেন।

এই সময় সহসা একদিন দেবদত্তের মনে মহাব্রতী জালপাদের কথা উদিত হইল। আর সে স্থির থাকিতে পারিল না। বিদ্যুৎপ্রভা দেবদত্তকে উৎকণ্ঠিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—নাথ! আপনি এরূপ বিচলিত হইতেছেন কেন? দেবদত্ত উত্তর করিল,—প্রিয়ে! আমি তোমার রূপে-গুণে মুগ্ধ হইয়া সমস্তই বিস্মৃত হইয়াছি। সেই মহাব্রতী জালপাদের কথা আমার মনে পড়িয়াছে। তুমি ত' জান, তিনিই আমার সুখসম্ভোগের হেতু। অদ্য আমি তাঁহার চরণ-সন্দর্শনার্থে গমন করিব বলিয়া তুমি দুঃখিত হইও না। আমি সত্বরই তোমার সহিত পুনরায় মিলিত হইব।

দেবদত্ত বিদ্যুৎপ্রভাকে এইরূপ বলিয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণান্তে বহির্গত হইল, পথে তাহার ভাবনা হইল,—আমি অকস্মাৎ সেই রমণীসঙ্গ ত্যাগ করিয়া ভাল করি নাই। বিশেষতঃ, যাঁহার কৃপায় আমি এই দুর্লভ স্বর্গসুখ ভোগের অধিকারী হইয়াছিলাম, সেই উপদেশদাতা সাধু জালপাদের নিকট এ বিষয়ে কোন অনুমতি লওয়া হয় নাই, এক্ষণে তাঁহার নিকট যাইয়া কি বলিব? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সন্ন্যাসী জালপাদের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। ঘটনা শুনিয়া জালপাদ পাছে বিরক্ত হন, এই ভয়ে তাহার মনে কিঞ্চিৎ আশঙ্কা হইল। সে ভয়ে জড়িতস্বরে জালপাদের নিকট আনুপূর্ব্বিক ব্যক্ত করিল।

সাধু জালপাদ দেবদত্তের কথাশ্রবণে বিরক্ত হইলেন না। তাঁহার অভীপ্সিত পথের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে বুঝিয়া তিনি সানন্দে বলিলেন,—বৎস! তুমি উত্তম কাজ করিয়াছ। তোমার এরূপ রমণীলাভে আমি অসন্তুষ্ট হই নাই, আমি আহ্লাদিত হইয়াছি। কিন্তু এইবার আর একটি আদেশ পালন করিতে হইবে। দেবদত্ত আপন কৃতকর্ম্মে গুরুর প্রসন্নতা জানিয়া কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইল এবং ভক্তিসহকারে জালপাদকে বলিল,—গুরুদেব! আপনি আদেশ করুন। আমি অবশ্যই তাহা পালন করিব।

তখন জালপাদ দেবদত্তকে বলিলেন,—বৎস! তুমি আমার আজ্ঞায় শীঘ্র সেই যক্ষতনয়া বিদ্যুৎপ্রভার গৃহে গমনপূর্ব্বক তাহার গর্ভ বিদারণ করিয়া এই স্থানে আনয়ন কর। সেই গর্ভ দ্বারা আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে। দেবদত্ত গুরুর কথা শুনিয়া বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত হওয়ায়, তাহার বাক্য নিঃসরণ হইল না এবং গুরুদেবের কথায় কোন প্রতিবাদ না করিয়া দুঃখিতমনে তথা হইতে বহির্গত হইয়া ক্রমে যক্ষতনয়া বিদ্যুৎপ্রভার আলয়ে আগমনপূর্ব্বক একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগান্তে ভূতলে উপবেশন করিল। যক্ষতনয়া দেবদত্তের বিষাদকারণ পূর্ব্বেই জানিতে পারায়, কোনরূপ চিত্তচাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া ধীরভাবে বলিলেন,—নাথ! আপনি যে জন্য বিষণ্ণ হইয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছি। জালপাদ যে আজ্ঞা পালনার্থে আপনাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা আমার অবিদিত নাই; অতএব এইদণ্ডেই আমার উদর বিদারণ করিয়া আপনার গুরুর আদেশ রক্ষা করুন।

যক্ষতনয়া এ বিষয়ে দেবদত্তকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু দেবদত্ত এই বীভৎস কার্য্য করিতে সম্মত হইল না। তখন বিদ্যুৎপ্রভা স্বয়ংই ছুরিকা দ্বারা স্বীয় উদর বিদারণপূর্ব্বক গর্ভস্থ শিশুকে তাহার সম্মুখে ধরিলেন। দেবদত্ত এই ভীষণ ব্যাপারে চমকিয়া উঠিল। সে আর সেদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিতে পারিল না। তখন যক্ষতনয়া দেবদত্তকে ধীরভাবে বলিলেন,—নাথ! আপনি এ কার্য্যে বিরক্ত হইবেন না। আমি কোন অভিশাপবশতই এইরূপ গুরুতর কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছি। এক্ষণে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিয়া বলি, শ্রবণ করুন।

আমি পূর্ব্বে এক বিদ্যাধরী ছিলাম। কোন মহাপুরুষের অভিশাপে যক্ষীরূপে জন্মিবার পর আমি জাতিস্মরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। অভিশাপদাতা মহাপুরুষ আমায় যেরূপ শাপান্ত নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তদনুসারেই আমার এই গর্ভচ্ছেদনে প্রবৃত্ত হইয়া নিজহস্তে এই নিষ্ঠুর কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছি। সুতরাং এই ব্যাপারে আমার প্রতি রুক্ষ

বা বিরক্ত হইবেন না। সম্প্রতি আমার শাপান্ত হইয়াছে, আমি আবার বিদ্যাধরীত্ব প্রাপ্ত হইয়া যথাস্থানে চলিলাম। আমার বিচ্ছেদে আপনি অধীর হইবেন না। সত্বরই আমাদিগের মিলন হইবে। এই বলিয়া দেবদত্তকে নানারূপ আশ্বস্ত করিয়া বিদ্যুৎপ্রভা বিদ্যুতের ন্যায় হঠাৎ অদৃশ্যা হইলেন।

দেবদত্ত স্বপ্নের ন্যায় সুখ-দুঃখের পরিবর্ত্তন দেখিয়া শোকে জর্জ্জরিত হইল। অতি অল্পদিনের মধ্যেই তাহার সকল ভোগ-সুখের অবসান হইল দেখিয়া নানারূপ ভাবিয়া-চিন্তিয়া অবশেষে বিষণ্ণান্তঃকরণে সেই ছিন্নগর্ভ হস্তে ধারণপূর্ব্বক অগত্যা সন্ন্যাসী জালপাদের নিকট উপস্থিত হইল।

জালপাদ দেবদত্তপ্রদত্ত সেই গর্ভ প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে তাহাকে আদেশ করিলেন,—বৎস! তুমি ভৈরবপূজার জন্য শ্মশানমধ্যে গমন কর। দেবদত্ত তৎক্ষণাৎ জালপাদের সম্মুখে গর্ভস্থ শিশুটিকে রাখিয়া তাঁহার বাক্যানুসারে শ্মশানে গমনপূর্ব্বক একাগ্রমনে ভৈরবপূজায় নিবিষ্ট হইয়া রহিল। ইত্যবসরে সন্ন্যাসী জালপাদ আপন উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সেই শিশুটিকে ভক্ষণ করিলেন।

এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরেই দেবদত্ত ভৈরবপূজা সমাপনপূর্ব্বক তথায় আসিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে শোকে, ক্ষোভে, ক্রোধে তাহার অন্তর জ্বলিয়া উঠিল। জালপাদকে নিজ শিশুতনয়ের প্রাণনাশক বুঝিতে পারিয়া দেবদত্ত ক্রোধভরে তাঁহাকে নানা কটূক্তি প্রয়োগ করিতে লাগিল। একদিকে বিদ্যুৎপ্রভার বিয়োগ, অন্যদিকে প্রাণপ্রতিম সন্তানের বিনাশ, সুতরাং এই দ্বিবিধ শোকের উৎকট তাড়নায় দেবদত্ত আর অধিকক্ষণ ধৈর্য্য ধরিতে অসমর্থবশতঃ জালপাদকে ভণ্ড তপস্বী ও সমস্ত অনর্থের মূল বুঝিয়া অবিলম্বে তাহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য, দেবদত্তের সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল। সে যেমন তপস্বীকে সবলে ধরিতে অগ্রসর হইল, অমনি সেই জালপাদ মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক এক অপূর্ব্ব বিদ্যাধরদেহ ধারণ করিয়া সহসা শূন্যমার্গে গমন করিলেন।

দেবদত্ত এই ব্যাপারে বিস্মিত হইল, কিন্তু তাহার ক্রোধের শান্তি হইল না। সে ইহার প্রতিকারের উপায় ভাবিতে লাগিল। তাহার হৃদয়ে প্রতিহিংসার দাবানল জ্বলিতে লাগিল। বেতাল-সিদ্ধি ব্যতীত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার অন্য কোনরূপ উপায় না পাওয়ায়, অগত্যা তাহাকে সেই বিষয়েই মনোযোগী হইতে হইল। দেবদত্ত আপন উদ্দেশ্যসিদ্ধি জন্য তদ্দণ্ডেই সেই শ্মশানস্থ বটবৃক্ষমূলে উপবেশনপূর্ব্বক একটি শবদেহে বেতালের আহ্বান করিয়া পূজা করিল। পূজান্তে নিজ মাংস ছেদন করিয়া বেতালের উদ্দেশ্যে বলি প্রদান করিতে উদ্যত হওয়ায়, তাহার সমীপস্থ শবদেহ তাহাকে সে কার্য্যে নিষেধ করিয়া বলিল,—মহাশয়! আমারই নাম বেতাল। আপনার সাধনায় আমি তুষ্ট হইয়াছি। আপনি স্বীয় মাংস ছেদন করিবেন না। এক্ষণে বলুন, কোন্ কার্য্যসাধন করিতে হইবে? দেবদত্ত বেতালের প্রতি বলিল,—বেতাল, তুমি যদি আমার বশীভূত হইয়া থাক, তবে জালপাদ নামে যে এক ভণ্ড তপস্বী বাস করিত, সে এক্ষণে যে স্থানে অবস্থান করিতেছে, তুমি তথায় আমাকে লইয়া চল। আমি তাহার কৃতাপরাধের সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিব।

দেবদত্তের আদেশানুসারে তৎক্ষণাৎ বেতাল তাহাকে স্কন্ধে লইয়া আকাশপথে গমন করিল। কিঞ্চিৎ পরেই বিদ্যাধরদিগের বাসস্থান নিকটবর্ত্তী হইল। তখন বেতাল দেবদত্তকে কহিল,—মহাশয়! এই যে সম্মুখে রমণীয় বিদ্যাধরপুরী দেখা যাইতেছে, এই স্থানেই আপনার শত্রু সেই ভণ্ড তপস্বী জালপাদ অবস্থান করিতেছে। আপনি এই পুরীমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তাহার অনুসন্ধান করুন। দেবদত্ত বেতালের পরামর্শে সত্বর তাহার স্কন্ধ হইতে অবতরণ করিয়া সর্ব্বাগ্রে সেই পুরীমধ্যে প্রবেশ করিল। পুরী প্রবেশ করিয়া দেখিল,—তাহার সেই পূর্ব্বপ্রণয়িনী বিদ্যুৎপ্রভা তথায় বিদ্যুতের ন্যায় দশদিক আলো করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার একপার্শ্বে সেই ভণ্ড তপস্বী জালপাদ দণ্ডায়মান রহিয়া তাঁহাকে ভার্য্যারূপে বরণ করিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। বিদ্যুৎপ্রভা তাহাতে সম্মত হইতেছেন না; কিন্তু জালপাদ তাঁহাকে নানা কথায় ভুলাইবার জন্য বহুবিধ চেষ্টা করিতেছেন।

দেবদত্ত পুরপ্রবেশপূর্ব্বক জালপাদকে তদবস্থায় অবস্থান করিতে দেখিয়া সম্মুখে শিকারপ্রাপ্ত শার্দ্দূলের ন্যায় ভীষণ তর্জ্জন-গর্জ্জনসহকারে তদভিমুখে ধাবিত হইল। তখন জালপাদ তদ্দর্শনে ভীত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন, তাঁহার সংজ্ঞা লোপ পাইল; কিন্তু দেবদত্ত তখনও নিরস্ত্র হইল না। এক তীক্ষ্ণধার অসি গ্রহণপূর্ব্বক সে জালপাদের শিরশ্ছেদে উদ্যত হইল। বিদ্যুৎপ্রভা সহসা দেবদত্তকে ক্রোধোন্মত্ত অবস্থায় দেখিয়া অতি

ব্রস্তভাবে তাহার হস্তস্থিত অসি ধারণপূর্ব্বক বলিলেন,—নাথ! ক্ষান্ত হউন। গৃহাগত ভীত ব্যক্তি সকলেরই ক্ষমার পাত্র। আপনি প্রসন্ন হউন, ইহাকে বধ করিয়া আপনার কোনই ফল হইবে না।

বিদ্যুৎপ্রভার কথায় দেবদত্ত কতকটা শান্তভাব ধারণ করিল; এবং বেতালের প্রতি বলিল,—বেতাল! তুমি এই পামণ্ড জালপাদকে লইয়া ইহার নিজ গৃহে রাখিয়া আইস। এই পাপাত্মা যখন আমার প্রতি এতাদৃশ নৃশংস ব্যবহার করিয়াছে, তখন এ ইহার পূর্ব্বস্থানে গিয়া ঘৃণিত কাপালিকবেশে বাস করুক।

দেবদত্তের আদেশ তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে বেতাল জালপাদকে স্কন্ধে লইয়া ভূতলে অবতরণ করিল এবং তাঁহাকে তাঁহার বাসস্থানে রাখিয়া আসিল। দেবদত্তের এইরূপ আচরণে দেবী ভবানী তাহার প্রতি পরম প্রীত হইলেন এবং তিনি আকাশপথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দেবদত্তকে নিজের দিব্য দেহ দর্শন করাইলেন। দেবদত্ত দেবী ভবানীকে প্রত্যক্ষ করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইল। তখন দেবী সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বলিলেন,—পুত্র! আমি তোমার অসীম সাহস ও অধ্যবসায় দর্শনে পরম পরিতোষপ্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব অদ্য হইতে আমি তোমাকে বিদ্যাধররাজ্যের আধিপত্য প্রদান করিলাম। দেবী ভবানী এইরূপে দেবদত্তকে বিদ্যাধরত্ব ও বিদ্যাধররাজ্যের আধিপত্য প্রদান করিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। তখন দেবদত্ত ও তাহার পূর্ব্বপ্রণয়িনী যক্ষতনয়া বিদ্যুৎপ্রভার সহিত পুনরায় মিলিত হইয়া মহাসুখে তথায় বাস করিতে লাগিল।

মৃদুমধুরভাষিণী বিন্দুরেখা এই আখ্যায়িকার উপসংহার করিয়া বলিল,—নাথ! আমার কথিত উপাখ্যানের মধ্যে কি উদ্দেশ্যে কিরূপ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা আপনি এক্ষণে বুঝিতে পারিলেন কি? অতএব আমি বলি,—আপনি এ বিষয়ে কোনরূপ শোক করিবেন না। বিন্দুমতীর কথানুসারে আমার উদর বিদারণ করুন।

বিন্দুরেখার কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সহসা একটি আকাশবাণীও শ্রুত হইল। সেই আকাশবাণীর মর্ম্ম এই যে, শক্তিদেব! তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে বিন্দুমতীর গর্ভ বিদারণপূর্ব্বক তাহা হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিয়া নিজ কণ্ঠে ধারণ কর। এই গর্ভ সামান্য গর্ভ নহে, ইহা দ্বারা একখানি সিদ্ধখড়্গ তোমার হস্তগত হইবে।

আকাশবাণী শ্রবণ করিবামাত্র শক্তিদেব আর শঙ্কিত হইলেন না। তিনি অবিলম্বে বিন্দুরেখার গর্ভ বিদারণপূর্ব্বক তাহা কণ্ঠে ধারণ করিলেন, মুহূর্ত্তমাত্রে সেই গর্ভ একটি সিদ্ধ খড়্গরূপে পরিণত হইল। শক্তিদেব বিদ্যাধরত্ব প্রাপ্ত হইলেন। বিন্দুরেখাও সহসা আকাশপথে অদৃশ্যা হইল।

শক্তিদেব বিদ্যাধরদেহ প্রাপ্ত হইয়া ধীবরতনয়া বিন্দুমতীর সমীপে গমনপূর্ব্বক আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করিলেন।

অনন্তর বিন্দুমতী বলিল,—নাথ! আমরাও সামান্য মানবী নহি। আমরা চারি ভগিনী। আমাদিগের পিতা বিদ্যাধররাজ্যের রাজা। কোন একটি অভিশাপবশতঃ আমরা ভগ্নীত্রয় কনকপুরী হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মর্ত্ত্যধামে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছি। আপনি ইতঃপূর্ব্বে বর্দ্ধমানপুরে যাহার শাপান্ত দর্শন করিয়াছেন, সে আমাদিগের কনিষ্ঠা ভগ্নী। তাহার নাম কনকরেখা। কনকরেখা এখন নিজপুরে অবস্থান করিতেছে। দ্বিতীয়া বিন্দুরেখা। সে সম্প্রতি আপনা কর্ত্তৃক শাপমুক্ত হইয়াছে। আমি তৃতীয়া। আমারও শাপান্তকাল উপস্থিত। অদ্য আমিও কনকপুরে গমন করিব। আমাদের সকলেরই নিজ নিজ বিদ্যাধরীদেহ সেই স্থানে রহিয়াছে। আমরা অচিরেই সেই সেই দেহ প্রাপ্ত হইব। আমাদের যিনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠা, তিনি পূর্ব্ব হইতেই কনকপুরে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার নাম চন্দ্রপ্রভা। আপনি বিন্দুরেখার গর্ভ বিদারণ করিয়া সম্প্রতি যে খড়্গখানি প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহার প্রভাবে অচিরকালমধ্যে আপনিও তথায় গমন করিতে পারিবেন। আমরা ভগিনীচতুষ্টয় আপনারই ভার্য্যা হইব। আমাদিগের অরণ্যবাসী পিতা আপনাকে জামাতা পাইয়া সেই কনকপুরীও আপনাকে প্রদান করিবেন।

ধীবরতনয়া বিন্দুমতী এইরূপে আপনাদিগকে নিজ নিজ গুপ্তকথা ব্যক্ত করিতে করিতে সহসা বিদ্যাধরদেহ প্রাপ্ত হইলেন। বিন্দুমতী বিদ্যাধরী হইয়া যেমন গগনপথে চলিতে লাগিলেন, সিদ্ধ-খড়্গ-প্রভাবে শক্তিদেবও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমনে সমর্থ হইলেন এবং অচিরকালমধ্যে উভয়েই কনকপুরীর সীমায় পদার্পণ করিলেন।

ব্রাহ্মণযুবক শক্তিদেব ক্রমে পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,—পূর্ব্বে যে-সকল মৃতদেহ

পর্য্যঙ্কোপরি শয়ান ছিল, তাহারা এক্ষণে সকলেই সজীব হইয়াছে। সেই সকল উজ্জীবিত বিদ্যাধরীরা তাঁহাকে দেখিবামাত্র বদ্ধাঞ্জলি হইয়া তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইল। তিনি তাহাদিগকে নানাবিধ মিষ্টবাক্যে তুষ্ট করিলেন।

শক্তিদেব বিদ্যাধরীদিগের জ্যেষ্ঠা ভগিনী চন্দ্রপ্রভা ব্যতীত তৎকালে তাহার অন্য ভগ্নীদিগকে ভালরূপ চিনিতে পারিতেছিলেন না। এই নিমিত্ত চন্দ্রপ্রভা অঙ্গুলিসঙ্কেতে তাহার ভগ্নীদিগকে চিনাইয়া দিতে লাগিল। সে বলিল,—মহাশয়! আপনি ভারতবর্ষের বর্দ্ধমানপুরে রাজা পরোপকারীর গৃহে যাহাকে দেখিয়াছিলেন, সেই কনকরেখা এই; ইনি সম্প্রতি বিদ্যাধরীদেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এ স্থানে ইঁহার নাম চন্দ্ররেখা। আর আপনি উৎস্থলদ্বীপে ধীবরগৃহে বিন্দুমতী নাম্নী যে এক ধীবরতনয়ার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার নাম শশিরেখা। এতদ্ভিন্ন দানব কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া শেষে আপনার কৃপায় মুক্তিলাভপূর্ব্বক যে এক রাজকন্যা আপনাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম শশিপ্রভা। এক্ষণে বিধাতার ইচ্ছায় আমার এই ভগ্নীত্রয় শাপমুক্ত হইয়া পুনরায় নিজ নিজ স্থানে আগমন করিয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে আমরা ভগ্নীচতুষ্টয়ই একত্রে মিলিত হইয়াছি। আমাদিগের ভাবী ভর্ত্তা আপনিও এই স্থানে শুভাগমন করিয়াছেন, অতএব আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, আমাদিগের পিতার মতানুসারে অদ্যই আপনি আমাদিগের পাণিগ্রহণ করুন।

চন্দ্রপ্রভার কথায় শক্তিদেব সানন্দে সম্মত হইয়া সেইদিনই বিদ্যাধরীগণের সহিত তাহাদিগের অরণ্যবাসী পিতা বিদ্যাধররাজের নিকট গমন করিলেন। বিদ্যাধররাজ কন্যাগণ সমভিব্যাহারে শক্তিদেবকে সমাগত দেখিয়া যথাবিধি অভ্যর্থনা করিলেন। শক্তিদেবও প্রণামপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া সবিনয়ে একপার্শ্বে দাঁড়াইলেন। তখন কন্যাগণ পিতাকে বলিল,—পিতঃ! ইঁহাকে আমরা পতি পাইবার প্রার্থনায় আপনার সমীপে আগমন করিয়াছি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে ইঁহার করে সম্প্রদান করুন। বিদ্যাধরপতি কন্যাগণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া বিধিপূর্ব্বক তাহাদিগকে শক্তিদেবের করে সমর্পণ করিলেন এবং বিবাহের যৌতুকস্বরূপ কনকপুরী প্রদান করিয়া জামাতাকে বলিলেন,—বৎস! তোমাকে আমার সর্ব্বস্ব দান করিয়াও প্রীতি হইতেছে না, অতএব তোমাকে আমার বিদ্যাধর-বিদ্যাও প্রদান করিলাম। তুমি এই বিদ্যাবলে অসাধারণ শক্তিশালী হইবে। ত্রিজগতে তোমার অগম্য স্থান থাকিবে না। এখন হইতে তোমার আর মনুষ্যোচিত নাম ব্যবহার করিতে হইবে না। তুমি অদ্য হইতে শক্তিবেগ নামে বিদ্যাধরসমাজে পরিচিত হইবে এবং অমিতবলশালী হইয়া দীর্ঘজীবন লাভ করিবে। তোমার বিজেতা বা প্রতিদ্বন্দ্বী জগতে এখন কেহই নাই। কিন্তু অচিরকালমধ্যেই একজন রাজচক্রবর্ত্তীর অভ্যুত্থান হইবে। তুমি একমাত্র তাঁহাকেই সম্মান প্রদর্শন করিও। তিনি ভিন্ন আর তোমার বিজেতা এ ত্রিজগতে কেহই থাকিবে না। তিনি বৎসরাজ উদয়নের পুত্র, তাঁহার নাম নরবাহনদত্ত। বৎস! তুমি সেই রাজচক্রবর্ত্তীর প্রতি উপযুক্ত সম্মান ও সর্ব্বদা তাঁহার সন্তোষবিধান করিতে চেষ্টা করিও।

বিদ্যাধরপতি জামাতাকে এইরূপ উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক কন্যাগণ সমভিব্যাহারে তাঁহাকে কনকপুরে প্রেরণ করিয়া তপস্যার্থ বনান্তর আশ্রয় করিলেন।

অনন্তর শক্তিদেব "শক্তিবেগ" নামে পরিচিত হইয়া বিদ্যাধররাজ্যের অধীশ্বর হইলেন এবং বনিতাগণসহ কনকপুরে অতুল সুখসম্ভোগে কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

কিরীটকুণ্ডলধারী বিদ্যাধর শক্তিবেগ এইরূপে নিজ আখ্যায়িকার উপসংহার করিয়া পরে বৎসরাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন,—মহারাজ! আমিই সেই শক্তিবেগ। আমি আপনার পুত্র ভাবী রাজচক্রবর্ত্তী মহাত্মা নরবাহনদত্তের পাদপদ্ম সন্দর্শনার্থ এই স্থানে আগমন করিয়াছিলাম। আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। ভগবান্ শঙ্করের প্রসাদে আমি উক্ত প্রকারে বিদ্যাধরত্ব লাভ করিয়াছিলাম। এক্ষণে আমি নিজ বাসস্থানে গমন করিলাম, আপনার মঙ্গল হউক।

বিদ্যাধর শক্তিবেগ এই কথা কহিয়া শূন্যমার্গে প্রস্থান করিলেন। বৎসরাজ উদয়ন তৎশ্রবণে দেবী বাসবদত্তা ও যৌগন্ধরায়ণ প্রভৃতি নিজ মন্ত্রিগণসহ যুগপৎ বিস্ময় ও হর্ষে পরিপ্লুত হইলেন।

সপ্তবিংশ তরঙ্গ

কলিঙ্গদত্তের উপাখ্যান

পিতা বৎসরাজের যত্নে লালিত-পালিত হইয়া কুমার নরবাহনদত্ত দিন দিন শশিকলার ন্যায়

পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি নবম বর্ষে উপনীত হইলেন। তখন বৎসরাজপুত্র নরবাহনকে মন্ত্রিতনয়গণের সহিত বিদ্যাশিক্ষার্থ নিয়োগ করিলেন। নৈসর্গিক প্রতিভাবলে রাজকুমার ক্রমে নানাবিধ বিদ্যাভ্যাস করিয়া অবশেষে ধনুর্ব্বিদ্যায় বিলক্ষণ পারদর্শী হইলেন। তাঁহার শৌর্য্য, বীর্য্য, রূপ, দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি রাজোচিত গুণাবলী দর্শনে বৎসরাজ পরম প্রীত হইলেন এবং নরবাহনদত্তের ন্যায় পুত্ররত্ন লাভ করিয়া স্বর্গসুখও তাঁহার নিকট অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জ্ঞান হইতে লাগিল।

এই সময় বিতস্তানদীর তীরবর্ত্তী তক্ষশিলানগরে কলিঙ্গদত্ত নামক এক জৈনধর্ম্মাবলম্বী নরপতি রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজ্যে বহু প্রজা বাস করিত। তিনি নিজ রাজধর্ম্মে মনঃসংযোগ না করিয়া সেই সকল প্রজাদিগকে জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য সর্ব্বদা নানারূপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার রাজধানীতে বিতস্তদত্ত নামক এক বৃদ্ধ বণিক বাস করিতেন। বণিকের ধনসম্পত্তি প্রচুর পরিমাণে ছিল। তিনি নিজে উপার্জ্জন করিয়া বহু লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিয়াছেন, কিন্তু এত সম্পদ থাকিতেও তিনি নিজের জন্য তাহার এক কপর্দ্দকও অপব্যয় করিতেন না। তাঁহার শেষ বয়সে ধনসম্পত্তির অধিকাংশই অতিথিসৎকারে ব্যয়িত হইতে লাগিল।

বৃদ্ধ বণিকের এক পুত্র ছিল। তাহার নাম রত্নদত্ত। পিতার ঐরূপ অর্থব্যয় রত্নদত্তের ভাল লাগিত না। এই জন্য সে সর্ব্বদা তাহার পিতার নিন্দা করিয়া বেড়াইত। একদিন বৃদ্ধ বণিক পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—পুত্র! আমি ধর্ম্মসেবায় নিযুক্ত আছি। তুমি আমার অকারণ নিন্দা করিতেছ কেন? আমি যদি কোন কুৎসিত কার্য্যও করি, তথাপি তোমার আমাকে নিন্দা করা উচিত হয় না। তুমি পুত্র হইয়া পিতার বিরুদ্ধে এরূপ কুৎসা রটনা করিতেছ কেন? রত্নদত্ত উত্তর করিল,—পিতঃ! আপনি পৈতৃক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভিক্ষুকদিগের সেবায় সমস্ত অর্থ ব্যয়িত করিতেছেন, ইহা আমার নিকট নিতান্ত অধর্ম্ম বলিয়া মনে হইতেছে।

রত্নদত্তের কথা শুনিয়া বৃদ্ধ বণিক উত্তর করিলেন,—বৎস! ধর্ম্ম অনেক প্রকার, তন্মধ্যে পণ্ডিতগণ অহিংসাকেই পরমধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমি তদনুসারে অহিংসাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভিক্ষুকদিগের পরিপোষণে নিযুক্ত হইয়াছি। তুমি উত্তমরূপে ভাবিয়া দেখ, এই ধর্ম্মে হিংসা-দ্বেষ প্রভৃতি কোন অধর্ম্মের সংস্রব নাই। সুতরাং আমি কোন মন্দ কর্ম্ম করিতেছি না। আমার প্রভূত ধন আছে, তোমার ইচ্ছা হইলে তুমিও দরিদ্রদিগের উপকারের নিমিত্ত সে সকল ব্যয় করিতে পার।

পিতার কথায় পুত্র তত মনোযোগী হইল না। সে আবার 'পিতা অধার্ম্মিক, পিতা পাপী', ইত্যাদি-রূপে সমাজমধ্যে তাহার পিতার যথেষ্ট নিন্দাবাদ করিতে লাগিল। তখন পুত্রের মতিগতি ফিরাইবার জন্য বৃদ্ধ বণিক অগত্যা রাজদরবারের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

রাজদরবারে উপস্থিত হইয়া বণিক, রাজা কলিঙ্গদত্তের নিকট পুত্রের অবাধ্যতার কথা জানাইলেন। রাজা বণিকপুত্রের তাদৃশ দুর্ব্ব্যবহারের কথা শুনিয়া অন্য কোনরূপ সাক্ষী প্রমাণ না লইয়াই তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলেন। রাজার সেই কঠোরাজ্ঞা শুনিয়া বণিক বিতস্তদত্ত ভাবিলেন,—হায়! আমি কি করিলাম, পুত্রের শাসন করিতে গিয়া অবশেষে তাহাকে জন্মের মত বিদায় দিতে বসিলাম! হায়! এখন কি করি? এই দারুণ রাজাজ্ঞা কেমন করিয়া অন্যথা করি? যাহা হউক, এ বিষয়ে রাজাকেই একবার অনুরোধ করি। বৃদ্ধ বণিক এইরূপ ভাবিয়া-চিন্তিয়া ভীতভাবে পুনরায় রাজাকে নিবেদন করিলেন,—রাজন্! আপনি আমার পুত্রের যেরূপ শাসন করিয়াছেন, তাহা অতি কঠোর হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হয়। অতএব আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক এতদপেক্ষা অন্য কোন লঘুদণ্ডের ব্যবস্থা করুন। রাজা বলিলেন,—মহাশয়! আপনার অনুরোধে ইহাকে আমি দুই মাস সময় দিলাম, যদি এই সময়ের মধ্যে আপনার পুত্র প্রকৃতিস্থ হইয়া ধর্ম্মপথে না চলে, তাহা হইলে পুনর্ব্বার আপনি ইহাকে লইয়া আসিবেন। আমি সেই সময় ইহার যথাযোগ্য দণ্ডবিধান করিব। রাজার কথায় বৃদ্ধ বণিক তুষ্ট হইয়া পুত্রসহ নিজালয়ে ফিরিয়া আসিলেন।

রত্নদত্ত পিতার সহিত রাজধানী হইতে নিজালয়ে ফিরিয়া আসিল। গৃহে আসিয়া তাহার পিতা তাহাকে অনেক প্রকার বুঝাইলেন, রত্নদত্ত পিতার কথায় কোন প্রতিবাদ করিল না, কিন্তু তাহার দেহযষ্টি দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিল। সে যেদিন হইতে নিজের প্রাণদণ্ডরূপ কঠোর রাজাজ্ঞা শুনিয়াছিল, সেইদিন হইতেই তাহার অন্তঃকরণে দারুণ দুশ্চিন্তার উদয় হয়। নিজের মৃত্যু নিকটবর্ত্তী মনে করিয়া সে আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করে এবং

তাহার শরীর অত্যন্ত কৃশ হইতে থাকে। ক্রমে দুই মাস অতীত হইল, নির্দ্দিষ্ট দিনে রাজার আদেশানুসারে বৃদ্ধ বণিক নিজপুত্র রত্নদত্তকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন। নৃপতি বণিক-পুত্রকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—রত্নদত্ত! তুমি এরূপ কৃশ হইয়াছ কেন? তোমাকে উপযুক্তরূপ আহার করিতে ত' আমি নিষেধ করি নাই, তবে তোমার শরীর কৃশ হইল কিরূপে?

রাজার কথা শুনিয়া রত্নদত্ত উত্তর করিল,—রাজন্! আপনি যে সময় আমার প্রতি কঠোর প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিয়াছিলেন, আমি তদবধি মৃত্যুভয়ে ভাবিয়া ভাবিয়া কৃশ হইয়াছি। আহার-নিদ্রায় আমার আদৌ রুচি হয় না। কেবল এক এক করিয়া আপনার নির্দ্ধারিত দিন গণিতে লাগিলাম, আমি বলিব কি, আমার বোধ হইতেছিল—মৃত্যু যেন আমার শিয়রেই অবস্থান করিতেছে।

রাজা কলিঙ্গদত্ত রত্নদত্তের কথার উত্তরে বলিলেন,—রত্নদত্ত! মৃত্যু কিরূপ ভয়াবহ তাহা এখন বুঝিতে পারিলে ত'? তোমার শিক্ষার জন্যই আমি সেইরূপ ভয়ানক প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছিলাম। দেখ, তুমি যেরূপ নিজ জীবনের প্রতি হতাশ হইয়া অত্যল্পদিনের মধ্যে এইরূপ কৃশতা প্রাপ্ত হইয়াছ, এইরূপে যাবতীয় প্রাণিগণকেই মৃত্যুভয়ে ভীত হইতে হয়। আর দেখ, জীবগণ মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়াই মোক্ষধর্ম্ম কামনা করিয়া থাকে, অতএব বৎস! তুমি হিংসা পরিত্যাগ করিয়া এখন হইতে শান্তভাব ধারণ কর। দেখ, পরহিংসা-নিবৃত্তির ন্যায় প্রকৃষ্ট ধর্ম্ম আর নাই। তোমার পিতা পরম সাধু। তাঁহাকে তুমি আর কখন নিন্দা করিও না। পিতার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তবিধান কর। আমি এবার তোমাকে ক্ষমা করিলাম।

রাজার উপদেশবাক্যে রত্নদত্তের মন ধর্ম্মে আকৃষ্ট হইল। সে রাজাকে সবিনয়ে বলিল,—প্রভু! মোক্ষলাভার্থ আমার একান্ত আগ্রহ হইতেছে। অতএব আপনি আমাকে সে বিষয়ে উপদেশ দিউন, যাহাতে আমি পরহিংসা হইতে নিবৃত্ত হইয়া মোক্ষলাভের অধিকারী হইতে পারি। রাজা বণিকপুত্রের কথায় প্রীত হইয়া বলিলেন,—বণিকপুত্র! তুমি উত্তম বুঝিয়াছ। অদ্য এই নগরমধ্যে একটি উৎসবের অনুষ্ঠান হইতেছে, তুমি একটি তৈলপূর্ণ পাত্র হস্তে লইয়া ঐ উৎসব দেখিবার জন্য গমন কর। সাবধানে পথ চলিও। আমার আদেশে শস্ত্রধারী প্রহরিগণ তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিবে। দেখিও, তোমার গমনকালে পাত্রস্থ তৈল একবিন্দুও যেন ভূতলে পতিত না হয়। আমার আদেশ অন্যথা হইলে তোমার পশ্চাদ্‌গামী প্রহরিগণ তোমায় তৎক্ষণাৎ বিনাশ করিয়া ফেলিবে।

রাজাদেশ প্রতিপালিত হইল। রত্নদত্ত একটি তৈলপূর্ণ পাত্র হস্তে লইয়া রাজধানী হইতে বহির্গত হইল। প্রহরিগণও উন্মুক্ত কৃপাণহস্তে তাহার পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। রত্নদত্ত ক্রমে নগরপ্রান্তে উপনীত হইয়া মনে মনে ভাবিল,—আমি যদি রাজদেশ অন্যথা করি, তবে আমার জীবন থাকিবে না, আর উৎসব দেখিতে গেলেও অন্যমনস্ক অবস্থায় তৈল নিশ্চয়ই ভূতলে পতিত হইবে। অতএব আমার উৎসব দেখিবার আবশ্যক নাই। আমি তৈলরক্ষারই চেষ্টা করি। এইরূপ স্থির করিয়া রত্নদত্ত নিরন্তর তৈলপাত্রের দিকেই চাহিয়া রহিল, তাহার আর উৎসব দেখা হইল না। সে বিশেষ সতর্কতার সহিত নগরভ্রমণকার্য্য সমাধা করিয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইল।

রাজা রত্নদত্তকে দেখিবামাত্র জিজ্ঞাসিলেন,—বণিকপুত্র! তুমি কিরূপ উৎসব দেখিলে? রত্নদত্ত উত্তর করিল,—প্রভু! পাছে তৈল পড়িয়া যায়, এই ভয়ে আমি উৎসবব্যাপার কিছুই দেখিতে পারি নাই। কারণ পাত্রস্থ তৈল ঠিক রাখিয়া আপনার নিয়োজিত প্রহরিগণের হস্ত হইতে প্রাণরক্ষা করাই তৎকালে আমার প্রধান চিন্তার বিষয় হইয়াছিল। আমি সর্ব্বক্ষণ তৈলপাত্রে দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক পথ চলিয়াছি। সুতরাং নগরভ্রমণ-কালে উৎসব আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

ভূপতি কলিঙ্গদত্ত বণিকপুত্রের কথা শুনিয়া সন্তুষ্টচিত্তে বলিলেন,—বৎস! তোমার হস্তস্থিত তৈলরক্ষা করিবার জন্য তুমি যেরূপ একাগ্রচিত্ত হইয়াছিলে, এইরূপ একাগ্রতা অবলম্বন করিয়া যদি বাহ্যবস্তু হইতে নিজ অন্তঃকরণের নিরোধ করিতে পার, তাহা হইলে তোমার তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইবে এবং তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলেই তোমাকে আর কর্ম্মজালে জড়িত হইতে হইবে না। তুমি সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্ত হইয়া ক্রমে মোক্ষপথে উপনীত হইতে পারিবে। আমি সংক্ষেপে তোমাকে মোক্ষের উপায় বলিয়া দিলাম; তুমি এখন হইতে এই উপায়ে

মোক্ষলাভের চেষ্টা কর, বিশ্ববিধাতার কৃপায় অবশ্যই তুমি কৃতকার্য্য হইতে পারিবে।

রত্নদত্ত রাজার নিকট এইরূপ উপদেশ পাইয়া সন্তুষ্টমনে নিজালয়ে প্রস্থান করিল। রাজা কলিঙ্গদত্তও নিজ বিশ্রামগৃহে প্রবেশ করিলেন। তথায় প্রবেশ করিবামাত্র তদীয় মহিষী তারাদত্তা তাঁহার সহিত নানারূপ রসালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। সুমধুর আলাপ ও বিবিধ সম্ভোগসুখে রাজদম্পতীর সুখময় সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল।

রাজমহিষী তারাদত্তা অতি রূপগুণবতী রমণী ছিলেন। তাঁহার রূপে-গুণে রাজপুরীস্থ সকলেই বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইয়াছিল। রাজপুরীর পরিজনবর্গ সকলেই তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত। স্বয়ং রাজা কলিঙ্গদত্ত তাঁহার মধুর ব্যবহারে পরম পরিতোষলাভ করিতেন।

এই সময়ে একদিন দেবসভায় কোনও একটি মহোৎসব উপলক্ষে দেবগণ সমাগত হইলেন। দেবরাজের আদেশে স্বর্গীয় অপ্সরাগণ আপন আপন নৃত্যকৌশল প্রদর্শন করিবার জন্য অনেকেই তথায় উপস্থিত হইল। কিন্তু দেবরাজ দেখিলেন,—সুরভিদত্তা নাম্নী এক অপ্সরা তথায় আগমন করে নাই। ইন্দ্র অনুসন্ধানে জানিলেন, অপ্সরা সুরভিদত্তা ঐ দিন এক বিদ্যাধর যুবকের সহিত নানারূপ আমোদ-প্রমোদে মগ্ন হইয়া তাঁহার আদেশ বিস্মৃত হইয়াছে। তখন ইন্দ্র কুপিত হইলেন। সুরভিদত্তার প্রেমমুগ্ধ বিদ্যাধরযুবক তাঁহার নিকট অপরাধী বলিয়া বিবেচিত হইল না। তিনি সুরভিদত্তাকেই অপরাধিনী বলিয়া স্থির করিয়া তাহাকে অভিসম্পাত করিলেন,—পাপীয়সি! তোর অপরাধের জন্য আমি তোকে মানবী হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিতে অভিসম্পাত করিলাম। তুই মর্ত্ত্যধামে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বর্গোচিত কার্য্যকলাপের অনুষ্ঠান করিলেই তোর শাপান্ত হইবে, পুনরায় তুই স্বর্গে আসিবার অধিকারিণী হইতে পারিবি।

ইন্দ্র যৎকালে অপ্সরা সুরভিদত্তাকে অভিসম্পাত করেন, ঐ সময় রাজমহিষী তারাদত্তা ঋতুমতী হইয়াছিলেন। অপ্সরা ইন্দ্রের অমোঘ অভিশাপে স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া তখন তাঁহার উদরে প্রবেশ করিল। এই সময়ে রাজমহিষী স্বপ্নে দেখিলেন,—যেন গগনতল হইতে একটা জ্যোতিষ্ক পদার্থ আসিয়া তাঁহার উদরে প্রবেশ করিতেছে। স্বপ্ন দেখিয়া মহিষী রাজার নিকট সকল ঘটনা ব্যক্ত করিলেন। রাজা স্বপ্নবিবরণ শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে উত্তর করিলেন,—প্রিয়ে! তুমি অতি উত্তম স্বপ্ন দেখিয়াছ, আমার নিশ্চয় ধারণা হইতেছে,—কোনও দেবযোনি শাপভ্রষ্ট হইয়া মর্ত্ত্যধামে জন্ম লইবার জন্য তোমার উদর আশ্রয় করিয়াছেন। রাজ্ঞী বলিলেন,—নাথ! আপনি যাহা অনুমান করিয়াছেন, তাহা আমারও অনেকটা সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে। আমি এ সম্বন্ধে আপনার নিকট একটি উপাখ্যান বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

পূর্ব্বকালে কোশল নামে একটি জনপদ ছিল, তথায় ধর্ম্মদত্ত নামে এক নরপতি রাজত্ব করিতেন। ধর্ম্মদত্তের মহিষীর নাম নাগশ্রী। নাগশ্রী পরম পতিব্রতা রমণী ছিলেন, কালক্রমে আমি তাঁহার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করি। আমার শৈশব অবস্থায় জননী একদিন সহসা নিজ পূর্ব্বজাতি স্মরণ করিয়া আমার পিতাকে বলিলেন,—দেব! অদ্য অকস্মাৎ আমার পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত স্মরণ হইয়াছে। আমি সেই পূর্ব্ববৃত্তান্ত ব্যক্ত করিবামাত্রই আমার মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হইবে; সুতরাং এক্ষণে আমি তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে শঙ্কিত হইতেছি। আমার হৃদয় বিষাদময় হইয়া উঠিতেছে। রাজা বলিলেন,—দেবি! তোমার কথা শ্রবণে আমারও পূর্ব্বজাতি স্মৃতিপটে সমুদিত হইয়াছে; অতএব অগ্রে তুমি তোমার পূর্ব্ববৃত্তান্ত ব্যক্ত কর, পশ্চাতে আমি নিজ পূর্ব্ববৃত্তান্ত প্রকাশ করিব। আমার জননী নাগশ্রী তৎশ্রবণে উত্তর করিলেন,—নাথ! আপনি যখন এ বিষয়ে আমাকে অনুরোধ করিলেন তখন আমি অবশ্যই আপনাকে বলিব। আপনি মনোযোগের সহিত শ্রবণ করুন।

আমার জননী নাগশ্রী, আমার পিতা নরপতি ধর্ম্মদত্তের আদেশে তাঁহাকে বলিলেন,—দেব! অপনার এই বিশাল রাজ্যমধ্যে মাধবদত্ত নামক এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেছেন। আমি পূর্ব্বে তাঁহার গৃহে একজন পরিচারিকা ছিলাম। দেবদাস নামক এক দরিদ্র ব্যক্তি আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। একসময় আমার পতি তথাকার একজন সঙ্গতিপন্ন বণিকের ভৃত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। আমরা পতিপত্নী সেই স্থানের অদূরে একটি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম। সমস্ত দিন আমরা আমাদিগের স্ব স্ব প্রভুর আলয়ে কাজকর্ম্ম করিয়া সন্ধ্যার পর সেই কুটীরে আসিয়া রাত্রিযাপন করিতাম। প্রভুর গৃহ হইতে যাহা কিছু খাদ্যসামগ্রী লইয়া আসিতাম, রাত্রিযোগে তাহাই আমাদিগের আহার হইত।

আমাদিগের গৃহে কেবল একটা ঘটী, একটি কলস, একখানি মঞ্চ, একগাছি সম্মার্জ্জনী এবং আমি ও আমার পতি সর্ব্বসমেত এই ছয়টি ব্যতীত অন্য কিছু ছিল না। যদি কখন কখন এতদ্ভিন্ন কোন অধিক বস্তু আমরা প্রাপ্ত হইতাম, তবে তাহা সেই দণ্ডেই কোন দরিদ্র ব্যক্তিকে দান করিতাম। এই অবস্থায় থাকিয়া তখন আমরা কোনরূপ অভাব বা অশান্তি অনুভব করিতাম না। ফলতঃ আমাদিগের সেই সকল দিবস যেন সুখে-স্বচ্ছন্দেই অতিবাহিত হইতেছে বলিয়া মনে হইত।

একসময় রাজ্যমধ্যে দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। অন্নাভাবে চারিদিকে হাহাকার উঠিল। দরিদ্র ব্যক্তির কথা বলিব কি, কত সঙ্গতিপন্ন ভদ্রলোকও এই দুর্ভিক্ষে বিলক্ষণ বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। আমরা পতিপত্নী যে প্রভুদ্বয়ের কাজ করিয়া প্রত্যহ যৎপরিমাণে খাদ্যবস্তু প্রাপ্ত হইতাম, এই দুর্ভিক্ষের সময় তাঁহারা আমাদিগকে সে পরিমাণে খাদ্যদানে অক্ষম হইলেন। উভয় প্রভুর গৃহেই ক্রমে আমাদিগের খাদ্যবস্তুর মাত্রা কমিতে লাগিল। তখন করি কি, অন্য উপায় ছিল না; সুতরাং দিনান্তে যে কিঞ্চিৎ খাদ্যবস্তু প্রাপ্ত হইতাম, তাহা দ্বারাই অতিকষ্টে আমাদিগের উভয়ের জীবনযাত্রা অতিবাহিত হইত। ক্ষুধার অনুরূপ আহার করিতে না পারিয়া ক্রমে আমরা অত্যন্ত কৃশ হইয়া পড়িলাম।

এই দারুণ সময়ে একদিন একজন ক্ষুধাতুর ব্রাহ্মণ, আমরা আহার করিতে বসিব, এই সময় আমাদিগের কুটীরে আসিয়া অতিথি হইলেন। ক্ষুৎপিপাসাতুর অভুক্ত অতিথি ব্রাহ্মণকে ভোজন না করাইয়া কিরূপে আমরা আহার করি, অথচ ক্ষুধায়ও আমরা অত্যন্ত আকুল হইয়াছি। শেষে নানারূপ বিবেচনা করিয়া আমাদিগের সেই আহার্য্য-সামগ্রী সমস্তই সেই অতিথিকে দান করিলাম। অতিথি সেই সকল খাদ্যসামগ্রী অতি পরিতোষরূপে আহার করিয়া সন্তুষ্টমনে আমাদিগের কুটীর হইতে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু আমার পতি দারুণ ক্ষুধানলে দগ্ধ হইয়া কিঞ্চিৎ পরেই প্রাণত্যাগ করিলেন। পতির মৃত্যু হওয়ায় আমি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। দারুণ ক্ষুৎপিপাসায় আমি পূর্ব্ব হইতেই অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলাম। তাহার উপর এক্ষণে আমার এই নিতান্ত দুঃসহ আকস্মিক পতিবিয়োগ-দুঃখ উপত হওয়ায় আমার হৃদয়ে বিষম অবসাদ আসিয়া উপস্থিত হইল। আমিও শোকে দুঃখে মুমূর্ষুপ্রায় হইলাম। কিন্তু বিধাতার বিধি বিপরীত, তাই আমার তখন মৃত্যু ঘটিল না। আমার দেহে প্রাণ রহিল বটে, কিন্তু আমি আর সে দুঃখশোকময় প্রাণ রাখিতে ইচ্ছা করিলাম না। অতিকষ্টে বহু বিলাপ করিয়া অবশেষে পতির শবদেহ লইয়া শ্মশানে গমন করিলাম। তথায় গিয়া চিতাগ্নি প্রজ্বালিত করিলাম। চিতাগ্নি সতেজে জ্বলিয়া উঠিল। আমি আমার পতিদেহ সেই অনলে স্থাপনপূর্ব্বক স্বয়ংও তাহাতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলাম। অনন্তর বিধির বিধানে রাজবংশে আমার জন্ম হইল। ক্রমে আমি রাজমহিষী হইলাম।

আমার পিতা রাজা ধর্ম্মদত্ত আমার জননীর এই পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন,—দেবি! পূর্ব্বজন্মে আমিই তোমার পতি ছিলাম। তুমি যে তোমার পূর্ব্বপতি দেবদাসের নাম উল্লেখ করিয়াছ, আমিই সেই দেবদাস নামে পরিচিত হইয়া জন্মান্তরে বণিক্‌গৃহে ভৃত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলাম।

রাজা এই কথা বলিবামাত্র তখন রাজদম্পতীর প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। উভয়েই তখন অমরপুরে গমন করিলেন।

রাজমহিষী তারাদত্তা বলিলেন,—নাথ! আমার পিতামাতা এইরূপে স্বর্গগত হইলে আমার এক মাতৃষ্বসা আমাকে লইয়া গেলেন। আমি শৈশব অবস্থায় তাঁহার গৃহেই লালিত-পালিত হইতে লাগিলাম। কিয়ৎকাল পরে একদিন এক অতিথি ব্রাহ্মণ আমার মাতৃষ্বসার গৃহে আগমন করিলেন। আমি সাধ্যানুসারে সেদিন তাঁহার পরিচর্য্যা করিলাম। অতিথি ব্রাহ্মণ আমার শুশ্রূষায় পরম পরিতুষ্ট হইলেন। তিনি যাইবার সময় আমাকে বলিয়া গেলেন,—বৎসে! তোমার কোন দুঃখ থাকিবে না, তুমি রাজরাণী হইবে। আমি সেই অতিথির আশীর্ব্বাদবাক্যে আহ্লাদিত হইলাম এবং তাহার অনতিকাল পরেই সেই আশীর্ব্বাদফলে আপনাকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইলাম। অতএব নাথ! আপনি ভাবিয়া দেখুন, সংসারে একমাত্র ধর্ম্মই পরম সম্বল এবং ধর্ম্মই সকল মঙ্গলের নিদান।

রাজমহিষী তারাদত্তার মুখে এই সকল ধর্ম্মসম্বলিত কথা শুনিয়া রাজা কলিঙ্গদত্ত সসন্তোষে বলিলেন,—দেবি! তোমার কথা সমস্তই সত্য। দেখ, মানবসংসারে থাকিয়া যদি অতি অল্পমাত্র

ধর্ম্মও সুচারুরূপে অনুষ্ঠান করে, তবে তাহা হইতেও মহাফলপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। সত্যপথে থাকিয়া যেরূপ সহজে ধর্ম্মোপার্জ্জন করা যায়, অন্য কোনরূপে সেরূপ হয় না। এ সম্বন্ধে এ বিষয়ে এক বৃত্তান্ত তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে এক ব্রাহ্মণ ও এক চাণ্ডাল উভয়েই গঙ্গাতীরে অনশনে অবস্থান করে, ঐ সময় তাহাদের অদূরে কয়েকজন ধীবর প্রচুর মৎস্য পাক করিয়া খাইতেছিল। ক্ষুধিত ব্রাহ্মণ উহা দেখিয়া ভাবিল, জগতে ইহারাই ভাগ্যবান্, যেহেতু অনায়াসে যথেষ্ট মাছ খাইতেছে।

আর সেই চাণ্ডাল ঐ ধীবরদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ভাবিল, উহাদের ধিক্, অকারণ প্রাণিহিংসা করিয়া তাহাদের মাংস খাইতেছে, উহাদের দর্শন করাও জীবের পাপজনক। এই ভাবিয়া সে চক্ষু মুদ্রিত করিল।

ক্রমে কিছুকাল পরে ঐ অনশনে উভয়ে প্রাণ হারাইল, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের শবদেহ কুকুরে খাইল, আর চাণ্ডালের দেহ গঙ্গাস্রোতে গিয়া পড়িল। অনন্তর ব্রাহ্মণ তীর্থমহিমায় কেবল জাতিস্মর হইয়া কৈবর্ত্তকুলে জন্মগ্রহণ করিল, আর চাণ্ডাল রাজপুত্র হইয়া জন্মিল এবং জাতিস্মরতাও তাহার থাকিল। কৈবর্ত্ত পূর্ব্বজন্ম স্মরণ করিয়া অনুতাপ করিতে থাকিল আর রাজপুত্র পরমানন্দে দিনযাপন করিতে লাগিল, অতএব দেবি, এই মনই জীবের ধর্ম্মবৃক্ষের মূল, এই মনের শুদ্ধি ও অশুদ্ধি লইয়াই জীব সুখ-দুঃখ ভোগ করে।

পূর্ব্বে অবন্তী দেশে উজ্জয়িনীনগরীতে অমরসিংহ নামক জনৈক নরপতি অতুল প্রতাপে রাজত্ব করিতেন। তিনি নানাবিধ যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন; শত্রু-মিত্র সকলেই তাঁহার বলবীর্য্যের প্রশংসা করিত। তিনি একদিন তাঁহার প্রধানমন্ত্রী অমরগুপ্তের নিকট মৃগয়াকার্য্যে রাজাদিগের অত্যধিক উপকারিতার কথা শুনিতে পাইয়া উজ্জয়িনী হইতে নিজ দলবলসহ সুদূর অরণ্য প্রদেশে মৃগয়ার্থ গমন করিতে মনঃস্থ করিলেন। রাজা অমরসিংহের ইঙ্গিতে অবিলম্বে মৃগয়াকার্য্যের উপযোগী অস্ত্রশস্ত্রাদি সমস্ত বস্তুই সংগৃহীত হইল। পরদিন বিপুল উৎসাহে মৃগয়া উদ্দেশে প্রত্যূষে তিনি রাজধানী পরিত্যাগ করিলেন। ক্রমে অরণ্য প্রদেশে অগ্রসর হইয়া অমরসিংহ দেখিলেন,—পথিমধ্যে একস্থানে একটি সুন্দর দেবমন্দির রহিয়াছে। মন্দিরটির মধ্যে থাকিয়া দুই জন পুরুষ কি যেন এক গোপনীয় বিষয় মন্ত্রণা করিতেছে। মৃগয়ার্থী রাজা তাহাদিগের প্রতি একবারমাত্র দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না, আপনমনে অভীষ্টদিকেই প্রস্থান করিলেন।

বহুদিন বনে বনে পরিভ্রমণপূর্ব্বক বহুবিধ হিংস্র জন্তু বিনাশ করিয়া রাজা অমরসিংহ যখন মৃগয়া হইতে বিরত হইয়া নিজ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন, তখন আবার সেই পথিমধ্যে মন্দিরপার্শ্বে উপনীত হইয়া দেখিলেন,—সেই পূর্ব্বদৃষ্ট পুরুষদ্বয় তথায় উপবিষ্ট হইয়া পূর্ব্ববৎ মন্ত্রণাকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। রাজা তদ্দর্শনে সহসা তাহাদিগের মন্ত্রণা-রহস্য কিছুই অবগত হইতে পারিলেন না। কিন্তু তাঁহার মনে সন্দেহ হইল। তিনি ভাবিলেন, —ইহারা কে? কি জন্যই বা এই নির্জ্জন প্রদেশে বহুকাল ধরিয়া এইরূপ গভীর মন্ত্রণায় নিযুক্ত রহিয়াছে? আমার বোধ হয়, ইহারা সামান্য পথিক নহে; নিশ্চয়ই ইহারা কোন ভূপতির গুপ্তচর হইবে। অতএব ইহাদিগের গূঢ় অভিপ্রায় অবগত হওয়া আমার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক।

অমরসিংহ এইরূপ স্থির করিয়া তখন সেই পুরুষদ্বয়কে গম্ভীরস্বরে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—কে তোমরা, এই নির্জ্জন প্রদেশে পরামর্শ করিতেছ? মন্দিরস্থ পুরুষদ্বয় সহসা এই গম্ভীর স্বর শ্রবণে ভীতচকিতভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল,—রাজা অমরসিংহ মৃগয়াবেশে মন্দিরদ্বারে দণ্ডায়মান। রাজদর্শনে তাহারা শঙ্কিত হইল। রাজা তাহাদিগকে ভীত দেখিয়া বলিলেন,—তোমরা ভীত হইও না, আমা দ্বারা তোমাদিগের কোন অনিষ্ট হইবে না। তোমরা নিঃশঙ্কচিত্তে যথার্থ কথা বল।

রাজার অভয়বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া তখন সেই পুরুষদ্বয়ের মধ্যে একজন সবিনয়ে বলিল,—রাজন্! এই নগরে করভক নামক এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি অপুত্রক অবস্থায় বহুদিন অগ্নিদেবের উপাসনা করিয়া আমাকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমিই তাঁহার একমাত্র পুত্র। আমাকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়া আমার জনক-জননী তৎকালে পরম আনন্দিত হইলেন। তাঁহাদের লালন-পালনে আমি বর্দ্ধিত হইতে লাগিলাম। আমার পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রমকালে আমার জনক-জননী কালবশে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। শৈশবে পিতৃমাতৃ-বিয়োগ হওয়ায় আমি নিরাশ্রয় হইলাম। আমার বিদ্যাশিক্ষার কোনরূপ সুযোগ হইল না। আমি কুসঙ্গে পড়িয়া একান্ত

ব্যসনাসক্ত হইয়া পড়িলাম। এই সময় আমার মনে বনে গিয়া তীরনিক্ষেপ অভ্যাস করিবার আশা বলবতী হইল। তদনুসারে আমি নগর পরিত্যাগ করিয়া বনগমনে অগ্রসর হইলাম। এই সময় আমার পশ্চাদ্‌ভাগে কতিপয় সহচরী সমভিব্যাহারে এক পরমরমণীয়াকৃতি রমণী একখানি দিব্য যানারোহণে আগমন করিতেছিল। সেই রমণীর সহিত কতিপয় রক্ষীপুরুষও ছিল। মহারাজ! বলিতে কি, এমন সময়ে এক মত্ত বন্য হস্তী সহসা অরণ্য হইতে বহির্গত হইয়া তাহাদিগের দিকে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। রমণীর সহচরীগণ ও রক্ষিপুরুষেরা তদ্দর্শনে নিজ নিজ প্রাণ লইয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। আমি তখন সেই অনাথিনী রমণীকে বিপন্ন দেখিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইয়া ভাবিলাম—হায়! এই অসহায়া স্ত্রীলোকটিকে ইহার সঙ্গিগণ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। এক্ষণে ইহার রক্ষার উপায় কি? আমি কেমন করিয়া ইহাকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করি? ক্ষণকাল এইরূপ চিন্তার পর সহসা আমার মনে বল হইল। আমি সেই অনাথিনীকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত হুঙ্কারপূর্ব্বক সেই মত্ত হস্তীর দিকে ধাবিত হইতে লাগিলাম। আমাকে সম্মুখে আগত দেখিয়া সেই বন্য হস্তী রমণীর দিকে ধাবিত হইল না। সে আমাকেই আক্রমণ করিল। অসহায়া রমণীর জীবনরক্ষাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, সুতরাং তৎকালে আমার হৃদয়ে কিছুমাত্র ভয়ের সঞ্চার হইল না। আমি প্রাণপণে যমোপম হস্তীর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। বিধাতার আনুকূল্যে তখন আমি সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড শুষ্ক বৃক্ষ দেখিলাম এবং অবিলম্বে তাহার এক সুড়ঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিলাম। ক্রোধোন্মত্ত হস্তী আমাকে বিনাশ করিবার জন্য-দন্ত দ্বারা সেই শুষ্ক বৃক্ষ বিদারণ করিতে লাগিল। আমি তদ্দর্শনে সেই সুড়ঙ্গপথ দিয়া কিয়দ্দূর গমনপূর্ব্বক সে স্থান হইতে বহির্গত হইলাম। হস্তী আমাকে দেখিতে পাইল না। সে দন্ত দ্বারা সেই শুষ্ক বৃক্ষ চুর্ণ-বিচুর্ণ করিয়া ফেলিতে লাগিল।

এই অবসরে সেই অসহায়া রমণীও বহুদূর অতিক্রম করিয়াছে, দেখিয়া আমিও দ্রুতপদক্ষেপে তাহার সম্মুখে গিয়া উপনীত হইলাম। আমাকে দেখিয়া রমণী আশ্বস্তচিত্তে বলিল,—মহাশয়! আপনি এই মত্ত হস্তীর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন দেখিয়া, আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি এবং আপনার সাহায্যে অদ্য আমি জীবন রক্ষা করিতে পারিলাম বলিয়া আপনাকে মনে মনে সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। সেই স্ত্রীলোকটি এইরূপে তখন আমরা বহু প্রশংসা করিয়া শেষে তাহার পাণিগ্রহণার্থ আমাকে অনুরোধ করিল। স্ত্রীলোকটির কথায় আমি তখন সম্মতি বা অসম্মতি কিছুই প্রকাশ করিলাম না। স্ত্রীলোকটি অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিল, আমি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলাম। কিছুদূর গিয়াই দেখিলাম,— একদল লোক আমাদিগের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। আমি দূর হইতে তাহাদিগকে চিনিতে পারিলাম না। কিন্তু রমণী তাহাদিগকে দেখিয়াই আমাকে বলিল,—মহাশয়! আমার সহিত আপনার পরিচয় হইয়াছে, ইহা আপনি কাহাকেও বলিবেন না। ঐ যে একদল লোক দেখিতেছেন, উহারা আমারই অনুসন্ধানার্থ আগমন করিতেছে। আমার স্বামী আমাকে অন্বেষণ করিবার জন্য সদলে বহির্গত হইয়াছেন। অতএব আপনি অলক্ষিতভাবে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করুন এবং আমি আপনাকে কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিতেছি, আপনি ইহা পাথেয়স্বরূপ গ্রহণ করুন। এই বলিয়া সেই রমণী আমাকে কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিল। আমি তাহা লইয়া অন্য পথে গমন করিলাম। ঐ দিকে সেই রমণী তাহার স্বামীর নিকটবর্ত্তিনী হইয়া হস্তীর আক্রমণ-বিবরণ তৎসমীপে ব্যক্ত করিল। তাহার স্বামী তখন তাহাকে কোনরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল না। সে রমণীকে লইয়া স্বীয় ভবনাভিমুখে প্রস্থান করিল। ক্রমে তাহারা নিজ নগরপ্রান্তে উপনীত হইল। তখন আমি আর অগ্রসর হইলাম না। নগরের বহির্ভাগস্থ একটি দেবমন্দিরে প্রবেশ করিয়া বাস করিতে লাগিলাম।

রাজন্! এই যে আমার সঙ্গীটিকে দেখিতেছেন, ইনি একজন ব্রাহ্মণসন্তান এবং আমার পরম মিত্র। আমি যখন একাকী সেই মন্দিরে বাস করিতেছিলাম, ইনি সেই সময় আমার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। একদিন আমি ইহার সহিত একত্র বসিয়া সেই রমণীর বৃত্তান্ত বলিতেছি, এই সময় অন্য একটি স্ত্রীলোক মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিল। আমরা তাহাকে দেখিয়া শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং কিছুক্ষণ পরে তাহার পরিচয়ে জানিলাম,—পূর্ব্বে যে স্ত্রীলোকটাকে আমি হস্তীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছিলাম, ঐ

আগন্তুক রমণী তাহারই একজন আত্মীয়া এবং সে আমাদিগেরই অভীষ্টসিদ্ধির উপায়বিধানের নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু সেই রমণী অধিক কথা বলিল না, দুই-চারিটি মিষ্ট কথায় আমাদিগকে তুষ্ট করিয়া নিজ গৃহে চলিয়া গেল। রমণীর কথা-বার্ত্তায় আমাদিগের বোধ হইল, সে দৌত্যকার্য্যে বিলক্ষণ নিপুণা।

আগন্তুক রমণী চলিয়া গেলে, আমরা আবার সেই মন্দিরমধ্যে উপবেশন করিয়া আমার সেই পূর্ব্বদৃষ্টা রমণীর সঙ্গলাভের জন্য নানারূপ উপায় চিন্তা করিতে লাগিলাম।

আমরা নানারূপ চিন্তার পর কিঞ্চিৎকাল নীরবে বসিয়া আছি, এমন সময় সেই পূর্ব্বাগত রমণী মন্দিরদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। এবার তাহার সঙ্গে আরও একটি লোক আসিল, আমরা তদ্দর্শনে কিঞ্চিৎ শঙ্কিত হইলাম। কিন্তু কিয়ৎকাল পরেই আমাদিগের সকল আশঙ্কা দূর হইল। আমি পূর্ব্বে যাহাকে হস্তীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছিলাম, দেখিলাম,—প্রথমাগতা চতুরা রমণী তাহাকেই পুরুষবেশে সজ্জিত করিয়া আনিয়াছে। আমি তাহাকে একটু বিশেষরূপ লক্ষ্য করিয়াই চিনিতে পারিলাম। সেই রমণীও আমাকে সপ্রণয়ে আলিঙ্গন করিল। তখন আর আমার সুখের সীমা রহিল না। আমি আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িলাম।

এইভাবে কিয়ৎকাল অতীত হইলে, সেই চতুরা স্ত্রীলোকটি আমার এই সমভিব্যাহারী বন্ধুকেও স্ত্রীবেশে সজ্জিত করিয়া সত্বর মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল এবং সে যাইবার সময় আমাদিগকে উজ্জয়িনীনগরে গমন করিতে অনুরোধ করিয়া গেল। আমি সেই স্ত্রীলোকটির অলৌকিক বুদ্ধিশক্তি দেখিয়া অবাক হইলাম এবং কিঞ্চিৎ পরেই আমার প্রণয়িনী সেই পুরুষবেশধারিণী রমণীর সহিত উজ্জয়িনী অভিমুখে প্রস্থান করিলাম। এইরূপে পথিমধ্যে আমাদিগের দুই দিন কাটিয়া গেল। তৃতীয় দিনের দিন উজ্জয়িনীতে আসিয়া আমরা সেইখানে বাস করিতে লাগিলাম। বিধাতার আনুকূল্যে আমার সেই মিত্রও সেই চতুরা স্ত্রীলোকটির সহিত এখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। মহারাজ! এইরূপে আমরা দুই জনে দুই রমণীরত্ন বিবাহ করিয়া পরমসুখে কালাতিপাত করিতেছি। কিন্তু অদ্য আপনাকে দেখিয়া আমাদিগের বড়ই ভয় হইতেছে। আপনি দয়া করিয়া আমাদিগের কোন অপরাধ গ্রহণ করিবেন না।

রাজা অমরসিংহ তাহাদিগের নিকট প্রকৃত কথা শুনিয়া বলিলেন,—তোমাদের কোন ভয় নাই। তোমরা সুখে এই স্থানে বাস কর। তোমাদের এই সত্যবাক্যশ্রবণে সাতিশয় পরিতুষ্ট হইয়াছি, অতএব পুরস্কারস্বরূপ আমি তোমাদিগকে কিছু অর্থদান করিব। অমরসিংহ এই বলিয়া তাহাদিগকে অর্থদানপূর্ব্বক তথা হইতে নিজ পুরে চলিয়া আসিলেন। তখন সেই পুরুষদ্বয় প্রচুর অর্থপ্রাপ্ত হইয়া রাজধানীতে গমনপূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় প্রণয়িনী-সহ পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিল।

রাজা কলিঙ্গদত্ত তাঁহার মহিষীর নিকট এই উপাখ্যান শেষ করিয়া পরে বলিলেন,—দেবি! মানবেরা সত্যপথে থাকিয়া এইরূপেই সুখশান্তি লাভ করিয়া থাকে। সত্যই পরমধর্ম্ম এবং ধর্ম্মবলেই লোক সর্ব্বশুভ লাভ করিতে পারে। অতএব তুমি অদ্য যে স্বপ্ন দেখিয়াছ, ইহাতে আমার ধারণা হয়,—নিশ্চয়ই কোন স্বর্গীয় পুরুষ কর্ম্মবশে মর্ত্ত্য হইয়া তোমার গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। রাজার কথায় রাণী পরম হৃষ্ট হইয়া স্বামীর চরণ স্মরণ করিতে করিতে অবশিষ্ট রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

অষ্টাবিংশ তরঙ্গ

সুলোচনার উপাখ্যান

রাজমহিষী তারাদত্তার গর্ভ দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ক্রমে দশম মাস উপস্থিত হইলে, মহিষী একটি অসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্ন কন্যাসন্তান প্রসব করিলেন। রাজপুরীর সকলেই আনন্দিত হইল, কিন্তু রাজার মনে কিছুমাত্র আনন্দসঞ্চার হইল না। কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে দেখিয়া তাঁহার মনে বড় দৈন্য হইল। তিনি আশা করিয়াছিলেন, রাজমহিষী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিবেন, পুত্রের মুখচন্দ্র দেখিয়া তিনি অন্তরে অপার পরিতোষলাভ করিবেন, কিন্তু তাহার কিছুই হইল না দেখিয়া তিনি চিত্তবিনোদনার্থ সেই-দিনই এক জৈনাশ্রমে গমন করিলেন এবং তথায় এক সাধুপুরুষের নিকট কয়েকটি বিষয়ের সদুপদেশ পাইয়া পুনরায় স্বগৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

একদিন এক সাধুব্রাহ্মণের সহিত রাজার সাক্ষাৎ হইল। রাজা নিজ অপুত্রতানিবন্ধন তাঁহার

নিকট অনেক দুঃখ প্রকাশ করিলেন। রাজাকে দুঃখিত দেখিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন,—দেব! কন্যাসন্তান জন্মিয়াছে বলিয়া আপনি দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন কেন? প্রকৃতপক্ষে ভাবিয়া দেখিলে কন্যাসন্তান সেরূপ বিরক্তিকর নহে। কন্যা দ্বারাও ইহ-পরকালে সুখশান্তি সংঘটিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে কুন্তীভোজ প্রভৃতি নরপতিগণ কন্যাসন্তান দ্বারাই অতি কোপনস্বভাব মহর্ষিগণের কোপদৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে বহু উপাখ্যান আমার বিদিত আছে, তন্মধ্যে এক্ষণে আমার সুলোচনার উপাখ্যান স্মরণ হইয়াছে। আমি আপনাকে সেই উপাখ্যানটি বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

পুরাকালে চিত্রকূট পর্ব্বতে সুষেণ নামক জনৈক নরপতি রাজত্ব করিতেন। নরপতি সুষেণ পরম সুন্দরাকৃতি যুবাপুরুষ ছিলেন। তিনি একসময় তাঁহার রাজধানীর অদূরে একটি সুন্দর উদ্যান প্রস্তুত করাইলেন। রাজার যত্নে অল্পদিনমধ্যেই সেই উদ্যানটি ফলফুলে সুশোভিত হইয়া নন্দনকানন অপেক্ষাও সাতিশয় মনোরম হইয়া উঠিল। উদ্যানের অদূরে একটি স্বচ্ছসলিলা দীর্ঘিকা ছিল। দীর্ঘিকাটি কমল-কহ্লার প্রভৃতি নানাবিধ জলজাত কুসুমসমূহে সর্ব্বদা শোভিতা হইয়া থাকিত। দীর্ঘিকার সোপানসকল রত্ন-নির্ম্মিত ছিল। যুবক রাজা অনুরূপ মহিষীর অভাবে প্রত্যহ সেই দীর্ঘিকার তটে অবস্থান করিতেন। একদিন সুরসুন্দরী রম্ভা শূন্যমার্গে গমন করিতে করিতে সেই দীর্ঘিকায় আসিয়া উপনীত হইল এবং রাজা সুষেণের অপরূপ রূপরাশি দেখিয়া মনে মনে ভাবিল,—আহা! এমন রূপবান যুবক ত' আমি কখন দেখি নাই! ইনি একাকী এই মনোরম উদ্যানে পরিভ্রমণ করিতেছেন কেন? রম্ভা আপনমনে এইরূপ আলোচনা করিয়া কুতূহলবশতঃ একটি মানবীরূপ ধারণপূর্ব্বক ধীরে ধীরে রাজার নিকট গমন করিল। রাজা সহসা সেই অমানুষাকৃতি রমণীরত্নকে সম্মুখে দেখিয়া সবিস্ময়ে ভাবিলেন,—আহা! এই অপূর্ব্বা রমণী কে? ইনি দেবী, না মানবী? আমি সহসা কেমন করিয়াই বা ইঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করি? ইঁহাকে কোনরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, ইনি যদি বিরক্ত হইয়া চলিয়া যান, তখন আমি কি উপায় করিব? অথচ এই দেবপ্রতিম রমণীর পরিচয় না জানিতে পারিলেও আমার মনের শান্তি হইতেছে না। অতএব এখন কি করি? রাজা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, ইতিমধ্যে রম্ভা স্বরূপ... হইয়াই নানাবিধ রসালাপ করিতে লাগিল।

উভয়ের পরস্পর সমালাপে উভয়েরই উভ... প্রতি নিতান্ত অনুরক্তি হইল। তখন তাঁহাদি... অনুরাগ এত প্রগাঢ় হইয়া উঠিল যে, তাঁহা... সেই উদ্যানমধ্যেই পরস্পর বিহারে সন্ত... হইলেন। অপ্সরা রম্ভা সুষেণের সঙ্গলাভ ক... একবারে আত্মহারা হইল। স্বর্গসুখ তাহার ... ক্ষণেকের জন্যও উদয় হইল না। সুষেণের সং... রম্ভা ক্রমে গর্ভবতী হইল এবং যথাসময়ে এ... পরমাসুন্দরী কন্যা প্রসব করিল।

কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র রম্ভা নিজ... ধারণ করিয়া রাজা সুষেণকে বলিল,—না... আমি অপ্সরা, আমার নাম রম্ভা। কোন এ... অভিশাপবশতঃ আমি আপনার সহিত স... করিয়াছি। এক্ষণে আমার শাপ মোচন হইয়া... আমি সুরপুরে গমন করিলাম। আমার গর্ভে এ... যে কন্যারত্নটি জন্মিয়াছে, ইহাকে আপনি য... সহিত পালন করিবেন। রম্ভা এই বলিয়া সহ... অন্তর্দ্ধান করিল।

রম্ভার বিচ্ছেদে রাজা সুষেণ অত্যন্ত কা... হইয়া পড়িলেন। এমন কি, এক একসময় তি... নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হই... তাঁহার মন্ত্রিগণ নানাবিধ আশ্বাসবাক্যে তাঁহা... প্রকৃতিস্থ করিয়া রাখিতেন। রাজা মন্ত্রিগ... প্রবোধবাক্যে রম্ভার সহিত পুনর্মিলনা... ধৈর্য্যধারণ করিয়া সেই কন্যাটিকে প্রতিপা... করিতে লাগিলেন। কন্যাটি দিন দিন পরিবর্দ্ধি... হইতে লাগিল, ক্রমে তাহার যৌবনকাল উপ... হইল, যৌবনাগমে রাজকুমারীর রূপ... উথলিয়া উঠিল। রাজা আহ্লাদের স... কন্যার নাম রাখিলেন সুলোচনা। রাজ... সুলোচনা প্রকৃতই সুলোচনা ছিলেন। তাঁ... লোচন-সৌন্দর্য্যে অনেক জিতেন্দ্রিয় পুরুষে... মনমুগ্ধ হইত। সুলোচনা একদিন ... সহচরীগণসহ উদ্যানমধ্যে পরিভ্রমণ করিতেছে... এই সময় বৎস নামক একজন মুনিকুমার তাঁহা... দেখিয়া অত্যন্ত অনুরক্তচিত্তে ভাবিলেন,—আ... এমন রূপ ত' আমি কখন দেখি নাই। আমি ক... কোনরূপ বিষয়ভাবনা আমার মনে কখনও ... পায় না, কিন্তু হায়! এই রমণীরত্ন দেখিয়া আ... মন এত চঞ্চল হয় কেন? যাহা হউক, এই ... কোন দেবীই হউন, অথবা মানবীই হউন, ...

অবশ্যই ইঁহার পাণিগ্রহণ করিতে হইবে। আর যদি ইহা সংঘটিত না হয়, তবে আমার সমস্ত তপস্যাই বিফল।

মুনিকুমার মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া ধীরে ধীরে সুলোচনার সমীপে গমন করিলেন। সুলোচনা একজন প্রশান্তাকৃতি কমণ্ডলুধারী মুনিকুমারকে সম্মুখাগত দেখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন এবং তাঁহার দেবতুল্য রূপদর্শনে তৎক্ষণাৎ অনুরাগে আকৃষ্ট হইলেন। তখন মুনিবর বৎস সুলোচনাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন,—রাজপুত্রি! অচিরে তোমার অনুরূপ পতিলাভ হউক! সুলোচনা মুনির আশীর্ব্বাদে আশ্বস্ত হইয়া নিজের সলজ্জভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক বলিলেন,—মহর্ষে! আপনার এই আশীর্ব্বাদবাক্য যদি পরিহাসমূলক না হয়, তবে আপনিই আমার পাণিগ্রহণ করিয়া উক্ত আশীর্ব্বাদবাক্য সফল করুন। মুনিকুমার রাজকন্যার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া প্রথমে তাঁহার কুলপরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং পরে রাজা সুষেণের নিকট গমনপূর্ব্বক সুলোচনার পাণিগ্রহণার্থ নিজ অভিপ্রায় জানাইলেন। মুনিকুমারের প্রার্থনায় রাজা উত্তর করিলেন,—প্রভো! আমি সুরসুন্দরী রম্ভার সহিত সংসর্গ করিয়া এই কন্যারত্নটি লাভ করিয়াছি। কন্যাজন্মের পরক্ষণে রম্ভা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। আমি তদবধি তাহার শোকে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া রহিয়াছি। আপনি নিজ তপঃপ্রভাবে যদি পুনরায় আমাকে সেই রম্ভার সহিত মিলাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে আমি আমার কন্যাটিকে আপনার করে সমর্পণ করিতে পারি।

মুনিকুমার রাজার কথায় সম্মত হইলেন। রাজা সুষেণও সত্বর সুলোচনাকে তাঁহার করে সম্প্রদান করিলেন। তপস্বী জামাতার তপঃপ্রভাবে তৎকালে রাজা সুষেণ সশরীরে স্বর্গধামে গমন করিয়া তাঁহার পূর্ব্ব প্রণয়িনী রম্ভার সহিত মিলিত হইলেন। এদিকে মুনিকুমারও সুলোচনার পাণিগ্রহণ করিয়া নানাবিধ সুখসম্ভোগে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রাজা কলিঙ্গদত্তের নিকট এই উপাখ্যানটি বর্ণন করিয়া পুনরায় বলিলেন,—রাজন্! কন্যাসন্তান দ্বারা লোকে যেরূপ মহোপকার লাভ করিতে পারে, তাহা আপনি এক্ষণে বুঝিতে পারিলেন ত'? অতএব অধিক আর কি বলিব, আপনাদিগের গৃহে কখনও অমঙ্গলকারিণী দুর্ভাগা কন্যা জন্মলাভ করে না। আমার নিশ্চয়ই ধারণা হইতেছে,—আপনার এই কন্যাটি কোন শাপভ্রষ্টা দেবী। সুতরাং আপনি আর ইহার জন্য কোনরূপ চিন্তাগ্রস্ত হইবেন না।

রাজা কলিঙ্গদত্ত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের উপদেশে কন্যাজন্মজনিত শোক পরিত্যাগ করিলেন। কন্যার প্রতি ক্রমেই তাঁহার স্নেহদৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। তিনি আহ্লাদ করিয়া কন্যার নাম রাখিলেন কলিঙ্গসেনা। কলিঙ্গসেনা দিন দিন শশিকলার ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সখীগণসহ নানাবিধ ক্রীড়াকৌতুকে, কখন উদ্যানমধ্যে, কখন সুরম্য হর্ম্ম্যপৃষ্ঠে এবং কখন কখন বা নিভৃত বিলাসবাটীকায় কলিঙ্গসেনার সুখময় বাল্যকাল অতীত হইল।

একদিন রাজকন্যা কলিঙ্গসেনা হর্ম্ম্যপৃষ্ঠে থাকিয়া নানারূপ ক্রীড়া করিতেছেন, এই সময় ময়দানবদুহিতা সোমপ্রভা আকাশপথে যাইতে যাইতে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মনে মনে বলিল,—আহা, এমন রূপবতী রমণী ত' আমি কুত্রাপি দেখি নাই। যেন কোন দেবী বলিয়াই আমার মনে হইতেছে। যাহা হউক, ইহাকে দেখিয়া আমার মন যেরূপ অনুরক্ত হইতেছে, তাহাতে বোধ হয়,—এই রমণী পূর্ব্বজন্মে আমার কোন সখী ছিল। অতএব যে প্রকারেই হউক, আমি ইহার সহিত সখ্য স্থাপন করিব।

সোমপ্রভা মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া অলক্ষিতভাবে ভূতলে অবতীর্ণ হইল এবং ধীরে ধীরে কলিঙ্গসেনার সমীপে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কলিঙ্গসেনা সহসা এক অমানুষাকৃতি রমণীকে সম্মুখাগত দেখিয়া অতি সাদরসম্ভাষণে তাহার নাম ও গোত্রাদির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সোমপ্রভা কলিঙ্গসেনার প্রশ্ন শুনিয়া বলিল,—রাজপুত্রি! আপনি কিছুকাল অপেক্ষা করুন। আমি সমস্তই আপনার নিকট ব্যক্ত করিব। সোমপ্রভা এই বলিয়া সাতিশয় স্নেহের সহিত কলিঙ্গসেনার হস্তধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে সখী বলিয়া সম্ভাষণ করিল। তখন রাজকন্যা কলিঙ্গসেনাও সোমপ্রভার সহিত প্রগাঢ় সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ হইলেন।

তখন সোমপ্রভা বলিল,—সখি কলিঙ্গসেনা, তুমি আমাকে সখীসম্ভাষণে পরম আপ্যায়িত করিয়াছ, কিন্তু সখি! তুমি রাজবালা, রাজবালকের সহিতই তোমার সখ্যতা সম্ভব হয়। দেখ, সখ্যতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে বহু ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। কিন্তু সেই রাজবালকদিগের সহিত সখ্যতা করাও

নিতান্ত কঠিন। কারণ, রাজকুমারগণ প্রায়ই অল্পাপরাধে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া থাকে; সুতরাং তাহাদের সহিত সৌহার্দ্দ রাখা একান্তই অসম্ভব। এ সম্বন্ধে আমি তোমার নিকট একটি গল্প বলিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে পুষ্করাবতী নামে একটি নগরী ছিল। তথায় গূঢ়সেন নামক এক রাজা রাজত্ব করিতেন। রাজার একটিমাত্র পুত্র ব্যতীত অন্য কোন সন্তান-সন্ততি ছিল না। সুতরাং তিনি সেই পুত্রকেই প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম জ্ঞান করিতেন। পুত্র কোন অন্যায়াচরণ করিলেও তিনি নীরবে তাহা সহ্য করিতেন। তাহাকে কখনও কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিতেন না। একদিন রাজতনয় উদ্যানমধ্যে পরিভ্রমণ করিতেছেন, এই সময় এক বণিকপুত্র তথায় আসিয়া উপস্থিত হয়। বণিকপুত্রের সুন্দর আকার-প্রকার দেখিয়া রাজপুত্র তাহার সহিত সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। ক্রমে উভয়ের প্রতি উভয়ের অত্যন্ত সৌহার্দ্দ জন্মিল। উভয়েই সর্ব্বদা একসঙ্গে থাকিতেন, একসঙ্গে খেলা করিতেন এবং একসঙ্গে বেড়াইতেন। একের অদর্শনে অন্যজন প্রমাদ গণিতেন। রাজপুত্র-ও বণিকপুত্রের বাল্যজীবন এইরূপে অতিবাহিত হইল।

অনন্তর রাজা গূঢ়সেন পুত্রের বিবাহের জন্য পাত্রীর সন্ধান করিতে লাগিলেন। নানা দেশে লোক পাঠাইলেন। অনেক দেখিয়া-শুনিয়া শেষে অহিচ্ছত্র নগরে রাজপুত্রের বিবাহসম্বন্ধ স্থির করিলেন। বিবাহের দিন ধার্য্য হইল। যথাকালে পিতার আদেশে রাজপুত্র, সৈন্যসামন্তসহ নানা সাজে সজ্জিত হইয়া মিত্র বণিকপুত্রের সমভিব্যাহারে বিবাহার্থ যাত্রা করিলেন। মিত্রসহ রাজপুত্র এক প্রকাণ্ড হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া চলিলেন। সৈন্য-সামন্তগণ যথানিয়মে তাঁহার অগ্রপশ্চাতে চলিতে লাগিল। তাঁহারা অনেক পথ পার হইয়া যখন ইক্ষুমতীর তীরে উপস্থিত হইলেন, তখন সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল। রাত্রিকালে অধিক দূর অগ্রসর হওয়া অনুচিত মনে করিয়া, তখন রাজপুত্র মিত্রসহ বিশ্রামার্থ হস্তী হইতে অবতরণ করিলেন। সৈন্যগণ রাজপুত্রের রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হইল। রাত্রিকালে উভয় বন্ধুই এক উত্তমস্থানে উপবেশন-পূর্ব্বক ক্রমে সুরাপানে প্রবৃত্ত হইলেন। সুরাপানে বিভোর হইয়া রাজপুত্র তৎকালে মিত্র বণিকপুত্রের নিকট গল্প বলিতে লাগিলেন। গল্প বলিতে বলিতে তাঁহার নিদ্রা আসিল, তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। রাত্রি গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকজন সকলেই একে একে নিদ্রাভিভূত হইল। কিন্তু একমাত্র বণিকপুত্র জাগিয়া রহিলেন, তাঁহার নিদ্রা হইল না।

এই সময় খেচরীগণ আকাশে থাকিয়া একজন অপরকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিল,—এই রাজপুত্র যে গল্প আরম্ভ করিয়াছিল, আমরা তাহা একাগ্রমনে শুনিতেছিলাম; কিন্তু গল্প শেষ না করিয়া যখন রাজতনয় নিদ্রিত হইয়াছে, তখন ইহাকে আমরা অভিসম্পাত করিলাম,—কল্য এই রাজপুত্র শয্যা হইতে গাত্রোত্থানের পর যে একগাছি স্বর্ণহার দেখিতে পাইবে, তাহা হস্তে তুলিয়া গলদেশে ধারণ করিলেই ইহার মৃত্যু হইবে। অন্য এক খেচরী বলিল,—যদি রাজপুত্র তোমার শাপ হইতেও অব্যাহতি পায়, তবে কল্য পথ চলিতে চলিতে সম্মুখে যে ফলপূর্ণ আম্রবৃক্ষ দেখিতে পাইবে, তাহার ফল খাইবামাত্র তৎক্ষণাৎ ইহার মৃত্যু ঘটিবে। আর এক খেচরী বলিল,—যদি ইহাতেও রাজপুত্রের মৃত্যু না হয়, তবে বিবাহ করিয়া যেমন গৃহপ্রবেশ করিবে, অমনি সেই গৃহের ছাদ উহার মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়িবে, ইহাতেও রাজপুত্রের মৃত্যু নিশ্চয়। আর একজন বলিল,—রাজপুত্র এই সকল বিপদ হইতে কোনক্রমে উত্তীর্ণ হইতে পারিলেও বিবাহের পর স্ত্রীসহ গৃহে প্রবেশ করিয়া যখন একশতবার হাঁচি দিবে, তখন তাহাতে কেহ শতবার জীব জীব শব্দ না বলিলে ইহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সর্ব্বশেষে একজন বলিল,—যদি আমাদের এই সকল অভিশাপবৃত্তান্ত অবগত হইয়া কোন লোক রাজপুত্রের নিকট বলে, তবে তাহারও মৃত্যু অবশ্যই হইবে।

খেচরীগণ এইরূপে রাজপুত্রের উদ্দেশে অজস্র অভিসম্পাত প্রদানপূর্ব্বক তথা হইতে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। এদিকে বণিকপুত্র জাগিয়া ছিলেন, তিনি খেচরীগণের সেই সকল অভিশাপবাক্য শুনিয়া ভাবিলেন,—হায়! এ কি হইল, এখন রাজপুত্রের উদ্ধার করিবার উপায় কি? খেচরীগণ যেরূপ অভিসম্পাত করিয়া গেল, তাহাতে রাজপুত্রের প্রাণ কেমন করিয়া রক্ষা হইবে? বিশেষতঃ এই বৃত্তান্ত যে প্রকাশ করিবে, তাহারও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। অতএব এখন আমার কি করা উচিত? এই সকল ভাবিয়া-চিন্তিয়া বণিকপুত্র অতিকষ্টে সে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইল। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজপুত্রের সমভিব্যাহারী লোকজন সকলেই উৎফুল্লমনে নিজ নিজ পোষাক-পরিচ্ছদ ধারণপূর্ব্বক যথানিয়মে পথ অতিক্রম করিতে লাগিল। এদিকে রাজপুত্রও বন্ধুর সহিত পূর্ব্ববৎ গমন করিতে লাগিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই তিনি দেখিলেন,—পথিমধ্যে একগাছি মনোহর স্বর্ণহার পড়িয়া রহিয়াছে। হার দেখিয়া রাজপুত্র যেমন তাহা তুলিতে যাইবেন, অমনি পশ্চাৎ হইতে বণিকপুত্র তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন,—বন্ধু! ও হার নয়, উহা পিশাচী মায়া; উহা যদি প্রকৃত হারই হইবে, তবে অগ্রে অগ্রে যে-সকল লোক গমন করিয়াছে, তাহারা উহা দেখিয়া গ্রহণ করে নাই কেন? অতএব আপনি ইহা স্পর্শ করিবেন না।

রাজপুত্র বন্ধুর কথায় দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্বর্ণহার পরিত্যাগপূর্ব্বক চলিলেন। অতঃপর কিছুদূর অগ্রসর হইয়া সম্মুখে একটি আম্রবৃক্ষ দেখিতে পাইলেন, আম্রবৃক্ষ দেখিয়া রাজপুত্র যেমন ফলাহরণ করিতে যাইবেন, অমনি পশ্চাৎ হইতে বণিকপুত্র তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন,—বন্ধু! এই সকল ফল কখনও হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিও না, এই অকালোৎপন্ন ফলসকল কদাচ মঙ্গলাবহ বলিয়া আমার মনে হয় না। রাজপুত্র বন্ধুবাক্যে এবারও বিপদে পতিত হইলেন না। তিনি ফল পরিত্যাগ করিয়া আবার পথ চলিতে লাগিলেন।

অনন্তর অহিচ্ছত্রপুর নিকটবর্ত্তী হইল। রাজপুত্র যথাকালে তথায় প্রবেশ করিয়া মহাসমারোহে বিবাহব্যাপার সম্পন্ন করিলেন। বিবাহান্তে যেমন তিনি গৃহান্তরে প্রবেশ করিবেন, অমনি বণিকপুত্র পশ্চাৎ হইতে তাঁহাকে তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলেন। রাজপুত্র এবারও বন্ধুবাক্যে অন্যথা করিলেন না। তিনি অন্য গৃহে গিয়া বিশ্রাম করিলেন। অতঃপর যথাকালে নবপরিণীতা বধূকে লইয়া রাজতনয় স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। বণিকপুত্রও রাজপুত্রকে ক্রমান্বয়ে তিনটি বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন। ক্রমে রাজকুমার নববধূসহ নিজ ভবনে প্রবেশ করিলেন। রাজা রাণী উভয়েই পুত্র ও পুত্রবধূকে দেখিয়া সন্তুষ্টমনে তাঁহাদিগকে গৃহে লইয়া গেলেন। তখন রাজপুরীর সকলেই আনন্দিত হইল; কিন্তু একমাত্র বণিকপুত্র রাজপুত্রের ভাবী বিপদ-সম্ভাবনায় চিন্তিত হইয়া রহিলেন।

দিন গেল, রাত্রি আসিল। বরবধূর শুভ-সম্মিলনের সময় উপস্থিত হইল। যথাসময়ে বরবধূ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। তখন বণিকপুত্রও অলক্ষিতভাবে রাজপুত্রের শয্যার একপার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিলেন। অনন্তর রাজপুত্র শয্যাসমীপে উপনীত হইয়াই হাঁচিতে লাগিলেন। তখন বণিকপুত্রও পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণপূর্ব্বক শতবার জীব জীব শব্দ বলিয়া তথা হইতে বহির্গত হইল। বণিকপুত্র যে-সময় রাজদম্পতীর শয্যাপার্শ্ব হইতে চলিয়া আইসেন, তখন রাজপুত্র তাঁহাকে অন্তঃপুর-মধ্যে দেখিয়া সাতিশয় ক্রোধান্বিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ কতিপয় অন্তঃপুররক্ষীকে ডাকিয়া তাহাদিগকে বলিলেন,—হে রক্ষিগণ! তোমরা এই কপটাচারী বণিকপুত্রকে এক্ষণে বন্ধন করিয়া কারাগারে রক্ষা কর। পরে রাত্রি যখন প্রভাত হইবে, তখন ইহাকে বধ্যভূমিতে লইয়া গিয়া ইহার প্রাণসংহার করিবে।

রাজাদেশ প্রতিপালিত হইল, বণিকতনয় বন্ধনাবস্থায় কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। পরদিন প্রভাতে রক্ষিগণ তাঁহাকে বধ্যভূমিতে লইয়া গেল। বণিকপুত্র কিছুতেই ভীত হইলেন না, তিনি কহিলেন,—তোমরা একটিবার আমাকে রাজপুত্রের সমীপে লইয়া চল, তাঁহার নিকট আমার কিছু বক্তব্য আছে। রাজপুত্রের সহিত আমার কথা শেষ হইলে তখন আমাকে বধ করিও।

বণিকপুত্রের প্রার্থনায় রক্ষিগণের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল। তাহারা তৎক্ষণাৎ বণিকপুত্রের আবেদন রাজসমীপে জানাইল। রাজপুত্র প্রথমে বণিকপুত্রের সেই আবেদন অগ্রাহ্য করিলেন; কিন্তু মন্ত্রিগণের অনুরোধে শেষে সে বিষয়ে অমত করিতে পারিলেন না। তিনি বণিকতনয়কে তাঁহার সম্মুখে আনিতে আদেশ করিলেন। রাজাদেশে বণিকপুত্র রাজসমীপে আনীত হইয়া খেচরীগণের সেই সকল অভিশাপবৃত্তান্ত সমস্তই আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলেন। তখন রাজপুত্রের মনে বণিকপুত্র-কথিত একে একে সকল কথাই সত্য বলিয়া ধারণা হইতে লাগিল। তিনি ক্রমে লজ্জায়, ঘৃণায়, দুঃখে অধোবদন হইলেন। ঘটনা শুনিয়া রাজপুরীস্থ সকলেই বণিকপুত্রের প্রশংসা করিতে লাগিল। রাজপুত্র নিজ নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য অনুতাপ করিয়া মিত্র বণিকপুত্রকে মুক্ত করিলেন।

সোমপ্রভা উক্ত গল্পটি শেষ করিয়া পুনরায় কলিঙ্গসেনাকে বলিল,—সখি! রাজপুত্রেরা প্রায়ই

উচ্ছৃঙ্খলাবস্থায় থাকিয়া মত্তহস্তীর ন্যায় ঐরূপ হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে এবং অত্যল্প অপরাধেও তাহারা বন্ধুসহ বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। অতএব তাহাদের সহিত উক্তপ্রকার সৌহার্দ্দ করা কোনক্রমেই তোমার উচিত হয় না।

সোমপ্রভার কথা শুনিয়া কলিঙ্গসেনা বলিল,—সখি! তুমি যাহাদিগকে রাজপুত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছ, আমার বিবেচনায় এইরূপ দুশ্চরিত্র পুরুষেরা কখন রাজপুত্র নহে, ইহারা পিশাচ। কিন্তু রাজকন্যারা কখন এরূপ হয় না। তাহাদিগের চরিত্র ইহা অপেক্ষা উচ্চ। আমি কোন রাজপুত্রের সহিত মিলিত হই নাই, সুতরাং আমি জানি না, তাহাদের চরিত্র এইরূপ কি না। যাহা হউক সখি! তুমি মনে কোন অন্যভাব ভাবিও না। আমি প্রকৃতই তোমার সখী। কলিঙ্গসেনার কথায় সোমপ্রভা স্নেহরসে আপ্লুত হইল এবং তৎকালে তাহার নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক পুনরায় আকাশ-পথে গমন করিল।

কলিঙ্গসেনা সোমপ্রভাকে আকাশপথে গমন করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইল এবং মনে মনে নানাবিষয় ভাবিতে লাগিল। সে একবার ভাবিল,—আমার সখী নিশ্চয়ই কোন দেবী। আবার ভাবিল,—যদি দেবীই হইবে, তবে মানবীর সহিত সখ্যতা করিবেন কেন? আমার ধারণা হয়, সখী আমার কোন বিদ্যাধরী। স্বর্গবাসিনী বিদ্যাধরীরা মর্ত্ত্যধামে আসিয়া বিচরণ করিয়া থাকেন এবং ইচ্ছানুসারে মানবীর সহিত সখ্যতা স্থাপন করেন। শুনিয়াছি,—অরুন্ধতী সুরলোক হইতে অবতরণ করিয়া পৃথুরাজকন্যার সহিত সখ্যতা করিয়াছিলেন। এই প্রণয়ের ফলে রাজা পৃথু স্বর্গ হইতে সুরভিকে আনয়নপূর্ব্বক তাহার দুগ্ধপানে পুনরায় স্বর্গগমনে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতএব আমার সখী নিশ্চয়ই কোন সিদ্ধাঙ্গনা বা দেববালা হইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

কলিঙ্গসেনা এইরূপ স্থির করিয়া শেষে তাহার এই অপূর্ব্ব সখ্যতার জন্য নিজেকে কৃতার্থ বোধ করিতে লাগিল। এদিকে সোমপ্রভাও স্বর্গে গিয়া সখী কলিঙ্গসেনার স্নেহময় মধুর বাক্য স্মরণ করিয়া তাহার বিরহে সে রাত্রি অতিকষ্টে অতিবাহিত করিল।

উনত্রিংশ তরঙ্গ

কলিঙ্গসেনার উপাখ্যান

পরদিন সোমপ্রভা একটি ফুলের সাজি হাতে লইয়া আকাশপথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক কলিঙ্গসেনার সম্মুখে উপনীত হইল। তখন কলিঙ্গসেনা তাহার প্রিয়সখী সোমপ্রভাকে দেখিয়া নিরতিশয় আনন্দসহকারে তাহার মুখকমলে হস্ত প্রদান-পূর্ব্বক বলিল,—সখি! তোমার বদন-শশাঙ্ক সন্দর্শন করিয়া আমার নিশ্চয়ই ধারণা হইতেছে,—তুমি জন্মান্তরে আমার সখী ছিলে। যাহা হউক সখি, এ সম্বন্ধে তোমার যদি কিছু জানা থাকে, তবে আমার নিকট তাহা কীর্ত্তন কর। সোমপ্রভা বলিল,—সখি! তুমি যাহা বলিলে, আমারও মনে এইরূপই ধারণা হইতেছে, তাহা যদি নাই হইবে, তবে আমাদিগের মধ্যে এতাদৃশ সখ্যতা হইবে কেন? সখি! আমি জাতিস্মর নহি; সুতরাং এ সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া আমি কিছুই বলিতে পারিতেছি না।

কলিঙ্গসেনা জিজ্ঞাসিল,—সখি! তোমার পিতার নাম কি, তুমি কোন্ পুণ্যবান মহাবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ? তোমার নাম কি এবং তোমার হাতে একখানি ফুলের সাজিই বা দেখিতেছি কেন? এই সকল জানিতে আমার বড়ই কৌতূহল জন্মিয়াছে, তুমি আমাকে খুলিয়া বল। সোমপ্রভা উত্তর করিল,—সখি! ত্রিভুবনবিদিত দানবেন্দ্র ময় যখন আসুরিকভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক-ভাবে বিশ্বেশ্বর বিষ্ণুর তপস্যা করেন, তখন তিনি অসুরদিগের ভয়ে ভীত হইয়া বিন্ধ্য পর্ব্বতের অভ্যন্তরে একখানি সুদৃঢ় মায়াগৃহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক তথায় বাস করিতে থাকেন। সেই মায়াগৃহের নির্ম্মাণনিপুণতায় কোন বিপক্ষপক্ষ সে গৃহে প্রবেশলাভ করিতে পারিত না। দানবেন্দ্র ময় অদ্যাপি সেইখানে বাস করিতেছেন। তিনিই আমার পিতা। আমার আর একটি ভগিনী আছেন, তিনি আমার জ্যেষ্ঠা। তাঁহার নাম স্বয়ংপ্রভা। তিনি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া পিতৃগৃহেই বাস করিতেছেন। আমি কনিষ্ঠা, আমার নাম সোমপ্রভা। আমার পিতা আমাকে কুবেরকুমার নলকুবরের করে সমর্পণ করিয়াছেন! সখি! এই যে ফুলের সাজি দেখিতেছ, ইহাতে আমার পিতার মায়াযন্ত্রসকল রক্ষিত আছে। এই ঐন্দ্রজালিক যন্ত্রগুলি তোমাকে দেখাইবার জন্য আনয়ন করিয়াছি। এই বলিয়া

সোমপ্রভা শেষে সাজিখানির মধ্য হইতে কলিঙ্গসেনাকে নানাবিধ কৌতুকজনক ক্রীড়াসকল প্রদর্শন করাইতে লাগিল। কলিঙ্গসেনা তদ্দর্শনে একবারে বিস্ময়াপন্ন হইল।

অনন্তর সোমপ্রভা সেই সাজিখানি কলিঙ্গসেনার নিকট রক্ষা করিয়া পুনরায় বিমানপথে স্বস্থানে প্রস্থান করিল। কলিঙ্গসেনা এই নয়নানন্দকর ক্রীড়া-কৌতুক দর্শন করিয়া নির্নিমেষলোচনে তাহাই দেখিতে লাগিল। তাহার আহার-নিদ্রা বা ভোগ-বিলাস কিছুতেই মন আকৃষ্ট হইল না। জননী তারাদত্তা হঠাৎ কন্যার এইরূপ অবস্থাপরিবর্ত্তন দেখিয়া কোন ব্যাধি হইয়াছে, এই আশঙ্কার আনন্দ নামক জনৈক চিকিৎসককে তাহার চিকিৎসাকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। চিকিৎসক কলিঙ্গসেনার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া তারাদত্তাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন,—দেবি! আমি ইঁহার কোনই রোগ দেখিতেছি না। আমার অনুমান হইতেছে, রাজনন্দিনী অত্যধিক আনন্দে নিমগ্ন হইয়া আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছেন। আপনি ইঁহার উপযুক্ত স্নান-আহারের বন্দোবস্ত করুন, তাহা হইলে ইঁহার শরীর পূর্ব্ববৎ সুস্থ হইবে।

পরদিবস সোমপ্রভা আবার কলিঙ্গসেনার সমীপে আগমনপূর্ব্বক বলিলেন,—সখি! আমার পতি আমাদিগের সখ্যতার কথা শুনিয়া নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তোমাকে দেখিবার জন্য তাঁহার মন অত্যন্ত উৎসুক। অতএব তুমি তোমার পিতার আদেশ লইয়া আমার সমভিব্যাহারে আমাদিগের আলয়ে আগমন কর। কলিঙ্গসেনা এই কথা শুনিয়া সানন্দমনে তখন সোমপ্রভার হস্তধারণপূর্ব্বক তাঁহার পিতার নিকট উপস্থিত হইল এবং সখী সোমপ্রভার যথাযথ পরিচয় তাঁহাকে জানাইল। রাজা এবং রাণী উভয়েই সোমপ্রভার অলৌকিক রূপরাশি সন্দর্শন করিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন,—বৎসে! তোমার আকৃতি-প্রকৃতি দেখিয়া আমার মন বড়ই আনন্দ হইয়াছে। অতএব কলিঙ্গসেনাকে তোমার হস্তে অর্পণ করিতে আমাদিগের কোনই আপত্তি নাই। তোমরা উভয়ে স্বচ্ছন্দভাবে বিচরণ কর।

কলিঙ্গসেনা পিতৃআজ্ঞায় সোমপ্রভার সহিত উদ্যানভ্রমণে বহির্গত হইলেন। সোমপ্রভা তাঁহার সেই ফুলের সাজির মধ্য হইতে এক যক্ষকে বাহির করিয়া কয়েকটি স্বর্ণকমল আনিবার জন্য তাহাকে আদেশ করিলেন। যক্ষ সোমপ্রভার আদেশে আকাশপথে চলিয়া গেল এবং ক্ষণকালের মধ্যে কতকগুলি স্বর্ণকমল আনিয়া সোমপ্রভাকে সমর্পণ করিল। সোমপ্রভা সেই সকল স্বর্ণকমল দ্বারা উদ্যানমধ্যস্থ দেবমূর্ত্তির পূজা করিতে লাগিল।

রাজদম্পতী এই বৃত্তান্ত শ্রবণে বিস্মিত হইয়া সেই উদ্যানমধ্যে উপস্থিত হইলেন এবং সোমপ্রভাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—বৎসে! তোমার হস্তস্থিত মায়াযন্ত্রের অলৌকিক ক্ষমতার কথা শুনিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। অতএব এই যন্ত্রসম্বন্ধীয় সমস্ত বৃত্তান্ত আমাদিগের নিকট বল। সোমপ্রভা বলিল,—আমার পিতা মায়াবলে যে-সকল যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে পৃথিবীপ্রদানযন্ত্র, জলযন্ত্র, তেজোযন্ত্র, বায়ুযন্ত্র, আকাশযন্ত্র ও অন্যান্য কতিপয় প্রধান প্রধান যন্ত্র আমাকে শিখাইয়াছিলেন। এই মায়াযন্ত্রসকলের বিচিত্রতা অধিক কি বলিব, প্রথমোক্ত যন্ত্রটির প্রভাবে গৃহদ্বারসকল এইরূপে নিরুদ্ধ করা যায় যে, সেই রুদ্ধদ্বার অন্য কেহ খুলিতে সমর্থ হয় না। দ্বিতীয়টির প্রভাবে মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়। তৃতীয় যন্ত্র হইতে অনর্গল অগ্নি নির্গত হইয়া উত্তাপ প্রদান করে। চতুর্থটির প্রভাবে যথেচ্ছ বিচরণ করা যায়। পঞ্চমটি শব্দবাহী, ইহার সাহায্যে বহুদূরস্থিত লোকের সহিত কথা কহিতে পারা যায়।

রাজদম্পতী সোমপ্রভার মুখে সেই যন্ত্রগুলির অলৌকিক ক্ষমতার কথা শুনিয়া হর্ষ ও বিস্ময়ের সহিত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। এদিকে সোমপ্রভা নিজ যন্ত্রপ্রভাবে কলিঙ্গসেনাকে সঙ্গে লইয়া আকাশপথে গমন করিতে করিতে ক্ষণকাল-মধ্যেই বিন্ধ্যাচলস্থ পিতা ময়দানবের ভবনে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় গিয়া জ্যেষ্ঠা ভগিনী স্বয়ংপ্রভাকে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার সখী কলিঙ্গসেনার কথা তাঁহাকে জানাইলেন। স্বয়ংপ্রভা কলিঙ্গসেনার পরিচয় জানিয়া আশীর্ব্বাদবাক্যে সম্বর্দ্ধনা ও ফল-ফুল দ্বারা তাহাদিগের যথাযোগ্য আতিথ্য করিলেন। অনন্তর সোমপ্রভা ও কলিঙ্গসেনা উভয়েই বিশ্রামান্তে পুনরায় স্বয়ংপ্রভাকে প্রণামপূর্ব্বক তথা হইতে বহির্গত হইলেন।

একদিন উভয় সখীই উদ্যানমধ্যে বিচরণ করিতেছেন, নানা স্নেহময় মধুর আলাপে উভয়েরই মন মগ্ন রহিয়াছে। এই সময় সোমপ্রভা কলিঙ্গ-সেনাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিল,—সখি! আমি দেখিতেছি, এই সখ্যতা আর অধিক দিন স্থায়ী হইবে না। যে পর্য্যন্ত তোমার বিবাহ না হয় ততদিনই

আমাদের এই সৌহার্দ্দ স্থির থাকিবে। ইহার পর তোমার যখন বিবাহ হইবে, যখন তুমি তোমার স্বামিগৃহে চলিয়া যাইবে, তোমার সহিত তখন আর আমার সাক্ষাৎ করাও ঘটিবে কি না সন্দেহ। যাহা হউক, সখি! তুমি ভালরূপ বিবেচনা না করিয়া যে-কোন ব্যক্তিকে পতিত্বে বরণ করিও না। আমি এ সম্বন্ধে কীর্ত্তিসেনা নাম্নী একটি কন্যার উপাখ্যান বলি, তুমি শ্রবণ কর।

পাটালপুত্রনগরে ধনপালিত নামক এক বণিক বাস করিতেন। বণিক প্রভূত ধনশালী ছিলেন। তাঁহার একটিমাত্র কন্যা, কন্যাটির নাম কীর্ত্তিসেনা, কীর্ত্তিসেনা পরম সুন্দরী কন্যা। বণিক ধনপালিত অনেক দেখিয়া-শুনিয়া মগধবাসী দেবসেন নামক এক বণিকপুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিলেন। জামাতা দেবসেন ধনে-মানে, কুলে-শীলে, শ্বশুর অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন ছিলেন না। তাঁহার বাল্যবয়সে পিতার মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার মাতা অতি দুশ্চরিত্রা হইয়া পড়েন। কিন্তু দেবসেন নিজে একজন চরিত্রবান পুরুষ। সুতরাং তাঁহার সংসর্গে তদীয় ভার্য্যা কীর্ত্তিসেনাও সাতিশয় সচ্চরিত্রা হইয়া উঠিলেন। দুঃখের বিষয়, দেবসেনের জননী এইরূপ দেবীতুল্যা পুত্রবধূ পাইয়াও সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তিনি পরোক্ষে পুত্রবধূর নানারূপ নিন্দাবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু শাশুড়ীর নিন্দাবাদ সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হয়, এই ভয়ে সুশীলা কীর্ত্তিসেনা তৎশ্রবণে স্বামীর নিকটেও তাহার কোন কথা প্রকাশ করিতেন না। শাশুড়ীপ্রদত্ত সমস্ত জালা-যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করিতেন।

একসময় দেবসেন বাণিজ্যার্থ বল্লভীনগরে যাইতে মনস্থ করিয়া পত্নী কীর্ত্তিসেনার নিকট নিজ অভিপ্রায় জানাইলেন। স্বামীর অভিপ্রায় জানিয়া তাঁহার নিকট কীর্ত্তিসেনা নিবেদন করিলেন,—নাথ! বহুদিন ধরিয়া আপনার নিকট একটি বিষয় নিবেদন করিব মনে হইতেছে, কিন্তু লজ্জায় আমি এতদিন বলিতে পারি নাই। আজ আপনাকে বিদেশগমনে উদ্যত দেখিয়া তাহা আমি বলিতে ইচ্ছা করিতেছি। আপনি আমার কথা শুনিয়া যেরূপ হয় করুন। বলিব কি, আপনি গৃহে থাকিলেও আপনার জননী আমাকে সতত তিরস্কার করিয়া থাকেন। কিন্তু আমি সে-সকলই আপনাকে দেখিয়া উপেক্ষা করি। কিন্তু এক্ষণে আপনি বিদেশগামী হইলে আমার অবস্থা যে কি হইবে, তাহা আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন!

দেবসেন পত্নীর কথা শুনিয়া মনে মনে দুঃখিত হইলেন। কিন্তু তিনি জননীকে কিছু বলিলেন না। ধীরে ধীরে জননীর নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণতিপূর্ব্বক বলিলেন,—মাতঃ! আমি বল্লভীনগরে গমন করিব। আপনি কীর্ত্তিসেনাকে সতত সস্নেহনয়নে দেখিবেন। তখন দেবসেনের মাতা তৎশ্রবণে পুত্র ও পুত্রবধূ উভয়কেই একস্থানে ডাকিয়া পুত্রের প্রতি বলিলেন,—বাপ! আমার নিকট তোমরা উভয়েই তুল্য, আমি তোমা হইতেও বধূকে অধিক যত্ন করিয়া থাকি।

শাশুড়ীর কথা শুনিয়া কীর্ত্তিসেনা তখন তাঁহার কথার কোনরূপ প্রতিবাদ করিতে সমর্থ হইল না, সে নীরব রহিল। তখন দেবসেন জননীর কথায় কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন এবং জননীর আজ্ঞা লইয়া বল্লভীনগরে গমন করিলেন। সুশীলা কীর্ত্তিসেনা গৃহে থাকিয়া উৎকণ্ঠিতমনে নিরন্তর স্বামীর পথ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

পুত্র বিদেশ গেলেন, শাশুড়ী নিজমূর্ত্তি ধারণ করিলেন, বাঘিনী নিরাপদে নিজ শীকার প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে একটা-না-একটা ছল ধরিয়া শাশুড়ী পুত্রবধূকে অকথ্যভাষায় গালিবর্ষণ এবং শেষে হস্ত দ্বারা এক সময় প্রহারও করিতে লাগিল। সুশীলা পুত্রবধূর মুখে কথা নাই। সে এত যন্ত্রণায়ও আপন কর্ম্ম নীরবে পালন করিতে লাগিল এবং যখন সময় মিলিত, তখন একমনে বসিয়া স্বামীর চিন্তায় নিমগ্ন হইত। কিন্তু শাশুড়ীর গায়ের জ্বালা তাহাতেও মিটিল না। সে ক্রোধে একদিন একজন পরিচারিকা দ্বারা পুত্রবধূকে বিলক্ষণ প্রহার করাইল। কিন্তু ধৈর্য্যশালিনী বধূ কীর্ত্তিসেনা প্রহারেও বিচলিত হইল না। তখনও তাহার মুখমণ্ডল অম্লান ও অবিষণ্ণ রহিল। দুষ্টা শাশুড়ীর চক্ষে সে দৃশ্যও সহ্য হইল না। সে নিজেই একদিন পুত্রবধূকে দারুণ প্রহারে অচৈতন্য করিয়া অন্ধকারময় গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিল।

পুত্রবধূকে এইরূপ অবস্থায় আবদ্ধ রাখিয়া শাশুড়ী ঠাকুরাণীর মনে অনেকটা শান্তি হইল। এবং তাহার গায়ের জ্বালা কমিল, শরীর সুস্থ হইল এবং দেহে দ্বিগুণ বল আসিয়া দেখা দিল। কিন্তু বধূ কীর্ত্তিসেনা এইবার অত্যন্ত কাতর হইলেন। তাঁহার দেহ অবসন্ন হইল। দারুণ যাতনায় তাঁহার চক্ষু দিয়া অজস্র জল পড়িয়া ভূতল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে ভীষণ চীৎকারে সেই অন্ধকারময় কারাগার মুখরিত হইয়া উঠিল। শাশুড়ী সে চীৎকারে কর্ণপাত

না। সে ভাবিল, পুত্রবধূকে এই অবস্থায় কিছুদিন অনাহারে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেই উহার প্রাণ বিনষ্ট হইবে। পরে পুত্র যখন বিদেশ হইতে গৃহে আসিবে, তখন বলিব—রোগ হইয়া বৌমার মৃত্যু হইয়াছে।

দুর্বৃত্তা শাশুড়ী মনে মনে এইরূপ স্থির করিল। কিন্তু আবার কি যেন ভাবিয়া বধূকে একবারে অনাহারে রাখা উচিত মনে করিল না। সমস্ত দিবারাত্রির মধ্যে একবারমাত্র অতি যৎসামান্য খাদ্যবস্তু তাহাকে প্রদান করিতে লাগিল।

কীর্ত্তিসেনা আজন্ম সুখে লালিত হইয়াছেন, এত কষ্ট তাঁহার জীবনে কখন ঘটে নাই। কিন্তু উপায় কি, বহুকষ্টে বহু যাতনায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহার দিন কাটিতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন, হায়! আমার কি দুরদৃষ্ট, আমি কোন্ পাপের ফলে এরূপ যন্ত্রণায় পতিত হইয়াছি। আমার পতি ধনবান, চরিত্রবান এবং প্রজ্ঞাবান। তাঁহার সুনাম দেশে-বিদেশে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। কিন্তু আমার কি দুর্ভাগ্য, আমি এ হেন পতির করে পতিত হইয়াও এরূপ দুরবস্থায় পতিত হইলাম। হায়, এইজন্যই বুঝি লোকে কন্যাসন্তানের আদর করে না। কন্যাগণ পরাধীনী, সুখের সামগ্রী থাকিলেও তাহারা দুঃখিনী। সংসারের অন্যান্য বিষয় সুখজনক হইলেও শাশুড়ী-ননদীর নিকট তাহাদিগের অসুখ অবশ্যম্ভাবী। হায়, এখন আমি কি করি? এ দুরন্ত যন্ত্রণা ত' আর সহ্য হয় না। ইহার অপেক্ষা ত' আমার মরণই মঙ্গল। কিন্তু আমার হৃদয়ের আরাধ্য পতি এখন বিদেশে, আমি মরিবার পূর্ব্বে একবার তাঁহার পাদপদ্ম দর্শন করিয়া আমার এ যাতনাময় জীবন বিসর্জ্জন করিব। যেমন করিয়াই হউক, এ দুর্বিষহ কারাগার হইতে অদ্য আমি বহির্গত হইব। অন্য সাহায্যসম্মতির আবশ্যক নাই। অদ্য রাত্রিতে আমি একাকী এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব। এ শোচনীয় বেশে পিতৃগৃহে যাইব না। আমার পতি বল্লভীপুরে গিয়াছেন, আমি তাঁহারই নিকট গমন করিব।

কীর্ত্তিসেনা মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া সেই অন্ধকারপূর্ণ গৃহের চারিদিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ তাঁহার পায়ে মৃত্তিকা-খননোপযোগী একখানি লৌহযন্ত্র ঠেকিল। তিনি হৃষ্টচিত্তে তাহা তুলিয়া লইলেন এবং তাহারই সাহায্যে সেই গৃহে এক সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করিয়া ধীরে ধীরে তন্মধ্য দিয়া বহির্গত হইলেন। কীর্ত্তিসেনার গাত্রে যে কয়েকখানি সুবর্ণালঙ্কার ছিল, তাহা তিনি গাত্র হইতে খুলিয়া নিজ বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধিয়া লইলেন। শেষে রমণীবেশ ছাড়িয়া এক রাজপুত্রের বেশ ধারণ করিলেন। এই অসহায় একাকী সমস্ত রাত্রি চলিলেন। রাত্রিপ্রভাত হইবামাত্র সম্মুখে একখানি দোকান দেখিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং তথাকার দোকানদারের নিকট নিজের একখানি অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া তাহার মূল্য হইতে দোকানদারকে কিঞ্চিৎ প্রদান করিলেন এবং অবশিষ্ট নিজের কাছে রাখিয়া দিলেন। দোকানদার যত্নের সহিত অতি শিষ্টাচারে তাঁহাকে আপন গৃহে রক্ষা করিল। ক্রমে সে দিন অতীত হইল। পরদিন কীর্ত্তিসেনা সংবাদ পাইলেন, সমুদ্রসেন নামক তথাকার একজন বণিক বাণিজ্যার্থ বল্লভীপুরে গমন করিবেন। এই সংবাদ শুনিয়া তিনি তাঁহার সহিত পরিচয় করিয়া সেইদিনই বল্লভীনগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। সমুদ্রসেন কীর্ত্তিসেনার কথাবার্ত্তা, আকার-প্রকার ও চালচলনাদি দেখিয়া তাঁহাকে একজন সম্ভ্রান্তবংশীয় রাজতনয় বলিয়া স্থির করিলেন এবং অতি যত্নের সহিত তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া পথ চলিতে লাগিলেন।

বণিক সমুদ্রসেনের সঙ্গে অনেক বহুমূল্য দ্রব্য-সামগ্রী ছিল। প্রকাশ্য পথে যাইতে হইলে অনেক পথ অতিক্রম করিতে হইবে ভাবিয়া তিনি শীঘ্র শীঘ্র বাণিজ্যস্থানে যাইবার জন্য এক অরণ্যপথ আশ্রয় করিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দিনের মধ্যে সেই ভীষণ অরণ্য পার হইয়া লোকালয়ে উপস্থিত হইতে পারিলেন না।

ক্রমে দিবা অবসান হইল, সরোজবন্ধু সবিতা অস্তাচলে গমন করিলেন। রাত্রি সমাগত হইল। নৈশ অন্ধকারপুঞ্জে ধরণীতল সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। ঘোর অরণ্যানী এখন ঘোরতর হইয়া উঠিল; তাহার স্থানে স্থানে নানাবিধ ভয়াবহ শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। পেচকাদি নানাবিধ রাত্রিচর পক্ষিসকল বিকট শব্দ করিতে লাগিল। ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুসকল চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে প্রবৃত্ত হইল।

সমুদ্রসেন রাত্রিসমাগমে শঙ্কিত হইলেন। ব্যাঘ্র-ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তু ব্যতীত দস্যু-তস্করাদির আক্রমণ হইতেও তাঁহার মনে তখন ভয়ের উদয় হইতে লাগিল। রাত্রিতে অধিক দূরপথ চলা উচিত নয় মনে করিয়া, তিনি সেই অরণ্যানীর এক-প্রান্তে আশ্রয় লইলেন। এইদিন আরও কতিপয় বণিক পণ্যদ্রব্যাদি লইয়া স্ব স্ব বাণিজ্যস্থানে যাইতে-

ছিল। সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া তাহারাও আপন আপন বাণিজ্যদ্রব্যাদিসহ সেই অরণ্যানীর প্রান্তবর্ত্তী এক এক নিভৃত স্থান আশ্রয় করিল। পাছে তস্করাদি বা অন্য কোন হিংস্র জন্তু আসিয়া সহসা তাহাদিগকে আক্রমণ করে, এই ভয়ে তাহারা সকলেই সঙ্গে করিয়া অস্ত্রশস্ত্র আনিয়াছিল। এক্ষণে আত্মরক্ষা ও আপন দ্রব্যসামগ্রী নিরাপদে রক্ষা করিবার জন্য তাহারা সেই সকল অস্ত্রশস্ত্র হস্তে লইয়া জাগিয়া রহিল।

এদিকে পুরুষবেশধারিণী কীর্ত্তিসেনা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—হায়, কি কষ্ট! আমি যে ভয়ে শাশুড়ীর নিকট হইতে পলাইয়া আসিলাম, এখন দেখিতেছি,—এখানেও পুনরায় সেই ভয় উপস্থিত হইল। হায়! এখন যদি আমি অরণ্য-মধ্যে কোন দস্যু-তস্করের হাতে প্রাণ বিসর্জ্জন করি এবং পরে যদি আমার পতি এই ঘটনা শুনিতে পান, তাহা হইলে তিনি মনে করিবেন,—আমি কুলকলঙ্কিনী ছিলাম। আমার দুষ্কার্য্যের ফলে দস্যু-তস্করেরা আমাকে হত্যা করিয়াছে। বিশেষতঃ যদি এখানে কেহ আমাকে স্ত্রীলোক বলিয়া চিনিতে পারে, তবে তাহাতেও আমার চরিত্র অকলঙ্কিত রাখা সম্ভব হইবে কি না সন্দেহ। সুতরাং তখন আমার এ পাপজীবন থাকা-না-থাকা সমান হইবে। অতএব সম্প্রতি এই বণিকসঙ্গ ত্যাগ করিয়া নিরাপদে আত্মরক্ষা করাই আমার পক্ষে সঙ্গত। যে কোন প্রকারেই হউক, আপন সতীত্ব অক্ষুণ্ণ রাখাই স্ত্রীজাতির একান্ত কর্ত্তব্য।

কীর্ত্তিসেনা মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া গোপনে সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই সম্মুখে একটি প্রশস্ত তরুকোটর দেখিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং কয়েকটি বড় বড় বৃক্ষপত্র দ্বারা কোটরদ্বার ঢাকিয়া রাখিলেন। তিনি উচ্চস্বরে কোন কথা কহিলেন না, তরুকোটরে থাকিয়া নিঃশব্দে মনে মনে কেবল তাঁহার পতি-দেবতাকে ডাকিতে লাগিলেন। ক্রমে রাত্রি গভীর হইল। নৈশ অন্ধকার অতি নিবিড়ভাব ধারণ করিল। অরণ্যস্থ পশু-পক্ষী নিঃশব্দ হইল। প্রকৃতি দেবী নিস্তব্ধতা আশ্রয় করিলেন।

সহসা সেই অরণ্যানীর গভীর নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া গেল। বহুসংখ্যক দস্যুসেনা অরণ্য-প্রান্তস্থ সমস্ত বণিকশিবির আক্রমণ করিল। দস্যুদলের অস্ত্রের ঝঞ্ঝনানী ও ঘোর হুহুঙ্কারে মহারণ্য কাঁপিয়া উঠিল। বণিকগণ পূর্ব্ব হইতেই অস্ত্রশস্ত্রাদি হস্তে লইয়া জাগিয়াছিল। সহসা দস্যুদলের আক্রমণে তাঁহ[illegible] ভীত না হইয়া প্রাণপণে তাহাদিগের গতি[illegible] করিতে লাগিল। উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম বা[illegible] দারুণ কোলাহলে অরণ্যভূমি পরিব্যাপ্ত হইল। [illegible] পক্ষেই বহুসংখ্যক লোক হতাহত হইল। রুধিরস্রো[illegible] যুদ্ধস্থল প্লাবিত হইয়া গেল। বহুক্ষণ যুদ্ধের [illegible] বণিকদল পরাজিত ও দস্যুদল বিজয়ী হইল। [illegible] দস্যুসেনা কর্ত্তৃক বণিকদিগের ধন-প্রাণ স[illegible] অপহৃত হইল। এই যুদ্ধে বণিকশিবির হই[illegible] পলাইয়া মাত্র দুই-একজন আত্মপ্রাণ র[illegible] করিয়াছিল। তদ্ব্যতীত সেদিন দস্যুহস্তে সকলে[illegible] জীবন নষ্ট হয়। বণিক সমুদ্রসেন এইদিন সপরি[illegible] নিহত হন। তাঁহার আত্মজন কেহই জীবিত র[illegible] না। এইরূপে দস্যুদল বণিকদিগের শিবির[illegible] লুণ্ঠন এবং তাহাদিগকে নিহত করিয়া সর্ব্বস্ব অপহ[illegible] পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

রাত্রি প্রভাত হইল। সৌরকরে চারি[illegible] আলোকিত হইয়া উঠিল। কীর্ত্তিসেনা ধীরে ধী[illegible] তরুকোটর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। পূর্ব্বরা[illegible] বণিকদিগের শিবির আক্রমণকালে দস্যুসেনা [illegible] ভীষণ হুহুঙ্কার করিয়াছিল, কীর্ত্তিসেনা তাহা শুনি[illegible] পাইয়াছিলেন। সুতরাং তখন তাঁহার মনে যে [illegible] হইয়াছিল, সে ভয় দিবাভাগেও তাঁহার অন্তর হই[illegible] অপনীত হইল না। তিনি সভয়ে হতাশমনে ব[illegible] অন্তরাল দিয়া দুই-এক পদ অগ্রসর হইতে লাগি[illegible] আর বারম্বার একাগ্রমনে সেই অনাথনাথ ভূতনা[illegible] ডাকিতে লাগিলেন। এই সময় হঠাৎ [illegible] দণ্ডকমণ্ডলুধারী প্রশান্ত মুনিমূর্ত্তি কীর্ত্তিসেনার স[illegible] আবির্ভূত হইলেন। তিনি কীর্ত্তিসেনাকে এই বি[illegible] অরণ্যে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে[illegible] কীর্ত্তিসেনা সবিনয়ে মুনিবরকে নিজের সকল [illegible] জানাইলেন। মুনিবর তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া তাঁ[illegible] কমণ্ডলু হইতে কিঞ্চিৎ জলপানার্থ কীর্ত্তিসেনার হ[illegible] অর্পণ করিলেন এবং তাঁহাকে বল্লভীনগরে [illegible] করিবার নিরাপদ পথ দেখাইয়া দিয়া তৎ[illegible] অন্তর্দ্ধান করিলেন।

মুনিবর অন্তর্দ্ধান করিলে কীর্ত্তিসেনা ভক্তি[illegible] সেই মুনিপ্রদত্ত কমণ্ডলুজল পান করিলেন। [illegible] জলপানে তাঁহার ক্ষুৎপিপাসা দূর হইল। [illegible] পতির উদ্দেশে মুনিপ্রদর্শিত পথে স্বচ্ছন্দে [illegible] করিতে লাগিলেন। ক্রমে সমস্ত দিন অতি[illegible] হইল। আবার রাত্রি আসিল। সম্মুখে এক[illegible] অরণ্য দৃষ্ট হইল! কীর্ত্তিসেনা উপায়ান্তর না [illegible]

পূর্ব্বের ন্যায় আবার এক তরুকোটরে গিয়া আশ্রয় লইলেন। এবারও পূর্ব্বের ন্যায় কয়েকখণ্ড কাষ্ঠ দ্বারা কোটরদ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। কিন্তু কিঞ্চিৎ পরেই দেখা গেল,—একটা ভীষণাকৃতি রাক্ষসী তাহার কয়েকটা শিশুসন্তান লইয়া সেই তরুকোটরের সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং তাহার ছিদ্র দিয়া তন্মধ্যস্থ কীর্ত্তিসেনার দিকে তাকাইতে লাগিল। রাক্ষসী দেখিয়া কীর্ত্তিসেনার প্রাণ উড়িয়া গেল। তিনি মনে মনে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু রাক্ষসী কীর্ত্তিসেনাকে কিছুই বলিল না। সে তাহার শিশুসন্তান কয়েকটি লইয়া ক্রমে সেই বৃক্ষোপরি আরোহণ করিল। রাক্ষসীর সন্তানগুলি বৃক্ষে উঠিয়া বলিল—মা, আমরা কি খাইব, আমাদিগের বড় ক্ষুধা হইয়াছে। আমাদিগকে কিছু খাইতে দাও। রাক্ষসী উত্তর করিল,—বৎসগণ! অদ্য আমি মহাশ্মশানে গিয়াছিলাম। সেখানে খাদ্য কিছুই পাইলাম না। তৎপরে শ্মশানস্থ ডাকিনীগণের নিকট কিঞ্চিৎ খাদ্য চাহিলাম। তাহারাও দিতে পারিল না। শেষে ভগবান ভৈরবের নিকট কিঞ্চিৎ খাদ্যবস্তু প্রার্থনা করিলাম। তিনি সদয় হইয়া আমাকে বলিলেন,—রাক্ষসি! আমি নিশ্চয়ে জানিয়াছি, তুমি রাক্ষস খর-দূষণাদির বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। অতএব আমার আদেশানুসারে তুমি এস্থান হইতে বসুদত্তনগরে গমন কর। তথায় বসুসেন নামে এক রাজা আছেন। তিনি বিলক্ষণ ধার্ম্মিক, পূর্ব্বে তাঁহার দ্বারা অনেক লোকের অনেক উপকার হইত। তিনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিতেন। এই মহারণ্য তাঁহারই দ্বারা রক্ষিত হইত। সেই রাজা একদিন মৃগয়ার্থ ভ্রমণ করিতে করিতে অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া নিদ্রিত হইয়া পড়েন। তিনি গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলে, তাঁহার কর্ণবিবর দিয়া একটি কৃমিকীট প্রবেশ করে। কিয়ৎকাল পরে সেই কীট রাজার মস্তকাভ্যন্তরে অসংখ্যক কৃমি উৎপাদন করে। এই কারণে রাজা এখন কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। অনেক চিকিৎসক দেখান হইয়াছে, কিন্তু কেহই তাঁহার রোগনির্ণয়ে সমর্থ হয় নাই। ভবিষ্যতে কেহ যে সেই রোগনির্ণয় করিতে পারিবে, এরূপ সম্ভাবনাও নাই; সুতরাং সেই রাজা শীঘ্রই কালগ্রাসে পতিত হইবেন। অতএব রাক্ষসি! তুমি কিছুকাল অপেক্ষা কর, সেই রাজার মৃতদেহ ভক্ষণ করিতে পাইলে ছয় মাসের মধ্যেও তোমার ক্ষুধার উদ্রেক হইবে না। তুমি তাহা ভক্ষণ করিয়া পরম পরিতোষপ্রাপ্ত হইতে পারিবে। অতএব বৎসগণ! স্বয়ং ভৈরবদেব যখন আমাকে এইরূপ আহারই নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তখন আর ভক্ষ্যান্তর গ্রহণে আমি বৃথা চেষ্টা করিয়া কি করিব এবং নির্দ্দিষ্ট সময় না হইলে তোমাদিগকে কেমন করিয়া আমি আহার প্রদান করিব?

রাক্ষসীর কথা শুনিয়া তাহার পুত্রগণ বলিল—মা, সেই নরপতির রোগশান্তি হইবার কি কোন উপায় আছে? রাক্ষসী বলিল,—রোগনির্ণয় করিয়া যদি কেহ চিকিৎসা করিতে পারে, তবে রাজা বাঁচিতে পারেন। উক্ত রোগশান্তির একমাত্র উপায় আছে, তাহা আমি জানি। পুত্রগণ কহিল—মা, তবে আমাদিগের নিকট তাহা প্রকাশ করিয়া বল। পুত্রগণের অনুরোধে রাক্ষসী তখন তাহাদিগের নিকট সেই রোগশান্তির উপায় ব্যক্ত করিল।

কীর্ত্তিসেনা বৃক্ষের নিম্নভাগস্থ কোটরে থাকিয়া রাক্ষসীর সকল কথাই শুনিলেন। ভৈরবের আদেশে রাক্ষসী রাজারই মৃতদেহ ভক্ষণ করিবে, উপস্থিত সে অন্য কাহাকেও হিংসা করিবে না; এই কথা শুনিয়া কীর্ত্তিসেনার মনে বল হইল। তাঁহার ভয় ও ভাবনা দূরে গেল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—আমি যদি কোনক্রমে এই উপস্থিত বিপদ হইতে অব্যাহতি পাইতে পারি, তবে নিশ্চয়ই রাজা বসুসেনকে বাঁচাইব। বণিক সমুদ্রসেনের নিকট শুনিয়াছি, রাজা বসুসেন কম শুল্ক লইয়া বণিকদিগকে তাঁহার রাজ্যমধ্যে অবাধ-বাণিজ্যের আদেশ দিয়াছেন। এই কারণে নানাদেশ হইতে বহু বণিক আসিয়া এই দেশে বাণিজ্য করে। বণিকদিগের যাতায়াতের সুবিধার জন্য একটি পথও না কি তিনিই প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। যাহা হউক, আমার স্বামীও সম্ভবতঃ এই পথেই আগমন করিতে পারেন; অতএব, আমি এই মহারণ্যের প্রান্তস্থিত রাজা বসুসেনের রাজধানীতে গিয়া তাঁহাকে আরোগ্য করি এবং সেইস্থানে থাকিয়াই আমার স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করি।

কীর্ত্তিসেনা মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া-চিন্তিয়া অতিকষ্টে সে রাত্রি যাপন করিলেন। যথাকালে রাত্রি অবসান হইল, সূর্য্যোদয়ে চারিদিক আলোকিত হইয়াছে দেখিয়া, তখন তিনি ধীরে ধীরে তরুকোটর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই সম্মুখে দেখিলেন,—একটি শিষ্ট-শান্ত রাখাল কতকগুলি গরু লইয়া অরণ্য হইতে মাঠের দিকে গমন করিতেছে। কীর্ত্তিসেনা তাহার নিকটে সেই

প্রদেশের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। রাখাল কীৰ্ত্তিসেনার আকার-প্রকার দর্শনে তাঁহাকে একজন রাজপুত্র বলিয়া স্থির করিল এবং অতি সম্ভ্রমের সহিত বলিল,—মহাশয়! এই স্থান রাজা বসুসেনের রাজ্যের অন্তর্ভূত। ইহারই অনতিদূরে তাঁহার রাজধানী বিদ্যমান। সম্প্রতি তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া মুমূর্ষু অবস্থায় কালক্ষেপ করিতেছেন।

রাখালের কথা শুনিয়া কীৰ্ত্তিসেনা বলিলেন,—রাখাল! আমাকে যদি কেহ রাজার নিকট লইয়া যাইতে পারে, তবে আমি রাজাকে রোগ হইতে মুক্ত করিতে পারি। রাখাল বলিল,—মহাশয়! আপনি যদি রাজাকে আরোগ্য করিতে সমর্থ হন, তবে আসুন, আমিই আপনাকে তথায় লইয়া যাইতেছি।

কীৰ্ত্তিসেনা রাখালের কথায় সম্মত হইলেন এবং তাহার সহিত রাজা বসুসেনের রাজধানীতে গিয়া উপনীত হইলেন। রাখাল কীৰ্ত্তিসেনাকে সঙ্গে লইয়া রাজভবনের সন্নিকটে গমনপূর্ব্বক প্রতিহারীর নিকট সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিল। প্রতিহারী রাখালের কথাশ্রবণে পুরুষবেশী কীৰ্ত্তিসেনাকে সঙ্গে লইয়া রাজার নিকট উপনীত হইল।

রাজা বসুসেন মুমূর্ষু অবস্থায় শয্যায় শায়িত। রোগযন্ত্রণায় তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদাই অস্থির। রাজার কোনরূপ অশান্তি হয়, এই ভাবিয়া তাঁহার নিকট অধিক লোক যায় না। কেবল কোন চিকিৎসক আসিলেই অবাধে তাঁহার নিকট গমন করিতে পারে।

কীৰ্ত্তিসেনা পুরুষবেশে চিকিৎসক সাজিয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা অপূর্ব্ব চিকিৎসক দেখিয়া কথঞ্চিৎ আশ্বাস পাইলেন এবং তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া ক্ষীণস্বরে বলিলেন,—মহাশয়! আপনি যদি আমাকে এই রোগ হইতে মুক্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে আমার রাজ্যার্দ্ধ আপনাকে প্রদান করিব।

কীৰ্ত্তিসেনা রাজার কথা শুনিয়া তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিলেন এবং অতি অল্পসময়ের মধ্যেই রাক্ষসী-কথিক উপায় দ্বারা তাঁহার রোগ অনেকটা উপশম করিলেন। নবাগত চিকিৎসকের চিকিৎসা-প্রণালী দেখিয়া তত্রত্য রাজপারিষদবর্গ সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। রাজা কীৰ্ত্তিসেনার অভিপ্রায়মত তাঁহার অবস্থানের জন্য একটি সুরম্য নির্জ্জন বাসগৃহ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। কীৰ্ত্তিসেনা সেদিন সেই গৃহে রাত্রিযাপন করিলেন। পরদিন কীৰ্ত্তিসেনা সর্ব্বজনসমক্ষে রাজার কর্ণবিবর হ[ইতে] রাক্ষসী-কথিত উপায়বলে বহুসংখ্যক [কীট] নিষ্কাশিত করিলেন। এইবার রাজা সম্পূর্ণ আরো[গ্য] হইলেন। তাঁহার সমস্ত গ্লানি দূরীভূত হই[ল।] চিকিৎসকের অদ্ভুত ক্ষমতাদর্শনে উত্তম-মধ্যম সক[ল] ব্যক্তিই তাঁহাকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিতে লাগি[ল।] চারিদিকে চিকিৎসকের ধন্য ধন্য রব পড়িয়া গে[ল।] রাজা বসুসেন সেদিন সম্পূর্ণ নীরোগ হইয়া পূর্ব্ব[বৎ] স্নানাহারাদি নির্ব্বাহ করিলেন এবং সন্তোষের স[হিত] চিকিৎসককে বহুলক্ষ টাকার বস্ত্রালঙ্কারাদি পুর[স্কার] প্রদান করিলেন, এতদ্ভিন্ন রাজপুরীস্থ সমস্ত প্র[ধান] ব্যক্তিই চিকিৎসককে প্রচুর পরিমাণে অর্থ[দান] করিলেন।

কীৰ্ত্তিসেনা সেদিন আপনার অপূর্ব্ব ক্ষ[মতা] দেখাইয়া রাজান্তঃপুর ও অন্যান্য স্থান হইতে যে[…] ধনরত্ন প্রাপ্ত হইলেন, তাহা লইয়া তিনি সেইস্থা[নে] বাস করিতে লাগিলেন। এইভাবে কিছুদিন অ[…] অবস্থানের পর তাঁহার ভাগ্য প্রসন্ন হইল। [তি]নি বহুদিন ধরিয়া নিরন্তর যে পতিপাদপদ্ম চিন্তা করি[তে]ছিলেন, এইবার তাহা দৃষ্টিগোচর হইল। এ[ক]দিন একদল বণিক বসুসেন রাজার রাজধানীতে বাণি[জ্যার্থ] আগমন করিল, কীৰ্ত্তিসেনা দূর হইতে তন্মধ্যে তাঁ[হার] পতিদেবতাকে দেখিতে পাইয়া মেঘদর্শনে ময়ূরীর [ন্যায়] উল্লসিতা হইয়া সবেগে দৌড়িয়া গিয়া তাঁহার চ[রণে] নিপতিত হইলেন।

কীৰ্ত্তিসেনার পতি দেবসেন সহসা এ[…] স্ত্রীলোককে চরণে পতিত দেখিয়া ক্ষণকাল কি[…] চিন্তা করিলেন, কিন্তু যেই তাঁহাকে নিজের [প্রাণ]প্রিয়তমা কীৰ্ত্তিসেনা বলিয়া চিনিতে পারিলেন, [অমনি] তিনি একেবারে বিস্ময়াপন্ন হইয়া পড়িলেন। [তাঁহার] সমভিব্যাহারী বণিকগণও এই ব্যাপারে আশ্চর্য্যা[ন্বিত] হইল। তখন তাহাদিগের প্রশ্নানুসারে কীর্ত্তি[সেনা] আদ্যোপান্ত সকল ঘটনা ব্যক্ত করিলেন।

ক্রমে কীৰ্ত্তিসেনার আদ্যন্ত সকল ঘটনা [রাজা] বসুসেনের কর্ণগোচর হইল। তিনি [তখন] কীৰ্ত্তিসেনার কীৰ্ত্তিকথার বহু প্রশংসা করি[লেন।] দেবসেন পত্নীর মুখে আনুপূর্ব্বিক সকল [বৃত্তান্ত] অবগত হইয়া ক্রোধে তদবধি জননীর প্রতি বি[…] বিদ্বেষ আচরণ করিতে লাগিলেন। [তখন] জনসাধারণ সকলেই একবাক্যে বলিল,—যাহা[দের] পতিভক্তি রথ, সচ্চরিত্র কবচ, ধর্ম্ম সারথি এ[বং …] অস্ত্র, সেই সকল সাধ্বী স্ত্রীলোকেরা কখন [বিপদে] অভিভূত হয় না। বরং তাহারা সর্ব্বত্র [বি…]

যশ-প্রতিপত্তিই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এইরূপে নানাস্থানে কীর্ত্তিসেনার কীর্ত্তিগাথা গীত হইতে লাগিল। নরপতি বসুসেন বলিলেন,—সাধ্বী কীর্ত্তিসেনা এই প্রগাঢ় পতিভক্তি দ্বারা সম্প্রতি সকল সতীরই শিরোমণি হইয়াছেন, অতএব অদ্য হইতে ইনি আমার ধর্ম্মতঃ ভগিনী হইলেন।

রাজার মুখে ভগ্নী-সম্বোধন শুনিয়া কীর্ত্তিসেনা তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—দেব! আপনি পূর্ব্বে যে-সকল ধনরত্ন আমাকে পুরস্কারস্বরূপ অর্পণ করিয়াছেন, তৎসমস্ত আনয়নপূর্ব্বক আমার পতিকে প্রদান করুন। তাহাতেই আমার পরম প্রীতি হইবে। রাজা বসুসেন তৎশ্রবণে সেই সকল ধনরত্ন আনাইয়া কীর্ত্তিসেনার পতি দেবসেনকে দান করিলেন এবং তাহার মস্তকে এক বিশিষ্ট সম্মানসূচক উষ্ণীষ বন্ধন করিয়া দিলেন।

অনন্তর দেবসেন নিজের উপার্জ্জিত এবং রাজদত্ত প্রভূত ধনরত্ন লইয়া কীর্ত্তিসেনার সহিত পরমসুখে বসুসেন রাজার রাজধানীতে বাস করিতে লাগিলেন। বসুসেন তাঁহার পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুত রাজ্যার্দ্ধ তাঁহাদিগকে দান করিলেন। দেবসেন তাঁহার জননীর আচরণে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাহার আর কোনরূপ অনুসন্ধানাদি লইলেন না। এইভাবে তাঁহারা পতি-পত্নী তথায় মহাসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। সাধ্বী কীর্ত্তিসেনার পবিত্র পতিভক্তির কথা দেশে দেশে গীত হইতে লাগিল।

ময়দানবনন্দিনী সোমপ্রভা সখী কলিঙ্গসেনার নিকট এই আখ্যায়িকার উপসংহার করিয়া বলিলেন,—রাজপুত্রি! কুলের বধূগণ এইরূপে শ্বশ্রূ, ননদী প্রভৃতির দোষে বহুক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। অতএব সখি! আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তুমি স্বামিগৃহে সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করিও। তোমার শ্বশ্রূ ননদী প্রভৃতি যেন তোমার প্রতি সদয় হইয়া থাকেন।

কলিঙ্গসেনা সোমপ্রভার মুখে উক্ত আখ্যায়িকা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। সোমপ্রভা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া সত্বর স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

ত্রিংশ তরঙ্গ

তেজস্বতীর উপাখ্যান

পরদিন কলিঙ্গসেনা প্রিয়সখী সোমপ্রভার আগমন-প্রতীক্ষায় উদ্যানমধ্যে পরিভ্রমণ করিতেছেন, এই সময় মদনবেগ নামক এক বিদ্যাধর যুবক তাঁহার রূপলাবণ্যদর্শনে মুগ্ধ হইয়া মনে মনে ভাবিল,—আহা, এমন অপূর্ব্ব রূপ ত' কখন মর্ত্ত্যধামে দেখি নাই। মানবী আবার এরূপ সুন্দরী হইতে পারে, ইহা আমার কস্মিন্‌কালেও ধারণা ছিল না! যাহা হউক, ইহার এই অনুপম রূপ-যৌবন সম্ভোগ না করিতে পারিলে, আমার আর জীবনধারণ বৃথা। অতএব যে উপায়েই হউক; আমাকে ইহার পাণিগ্রহণ করিতেই হইবে। কিন্তু আমি বিদ্যাধর; আমি প্রলোভনে পড়িয়া যদি এই মানবীর সংসর্গে দূষিত হইয়া পড়ি, তখন উপায় কি হইবে? বিদ্যাধর এই ভাবিয়া নিজ প্রজ্ঞপ্তিবিদ্যা স্মরণ করিল।

বিদ্যা স্মরণ করিবামাত্র সে তৎক্ষণাৎ দেহধারিণী হইয়া বিদ্যাধরযুবকের নিকট আসিয়া বলিল,—মহাশয়! আপনি যে জন্য আমাকে স্মরণ করিয়াছেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি, সম্প্রতি যাহাকে দেখিয়া আপনার মন চঞ্চল হইয়াছে, আপনি তাহাকে মানুষী বলিয়া ধারণা করিবেন না। ঐ রাজনন্দিনী পূর্ব্বে এক দেবাঙ্গনা ছিলেন। শেষে শাপভ্রষ্ট হইয়া মহারাজ কলিঙ্গদত্তের কন্যা হইয়া জন্ম লইয়াছেন।

বিদ্যা এই কথা কহিয়া অন্তর্দ্ধান করিল। বিদ্যাধরযুবক তখন গৃহে আসিয়া কি উপায়ে কলিঙ্গসেনাকে হস্তগত করা যায়, তৎসম্বন্ধে নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিল। যুবক প্রথমে ভাবিল,—কলিঙ্গসেনাকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া ভোগ করিবে। কিন্তু সেরূপ অন্যায় আচরণে পাছে কোন মহাপুরুষ অভিসম্পাত করেন, এই ভয়ে ভগবান্ চন্দ্রশেখরের আরাধনা করিয়া তাঁহার প্রসাদে কলিঙ্গসেনাকে লাভ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

বিদ্যাধর ঋষভ পর্ব্বতে থাকিয়া অনেকদিন পর্য্যন্ত কঠোর তপস্যা করিল। তাহার তপস্যায় দেবাদিদেব প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, বৎস! তুমি যে কলিঙ্গসেনার রূপে মুগ্ধ হইয়াছ, একমাত্র বৎসরাজ উদয়ন ব্যতীত তাহার অনুরূপ ভর্ত্তা পৃথিবীতে আর নাই। বৎসরাজ মনে মনে কলিঙ্গসেনার পাণিগ্রহণে অভিলাষ করিয়াও তাঁহার প্রধানা মহিষী বাসবদত্তার ভয়ে তিনি তাহা স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করিতে পারিবেন না। কলিঙ্গসেনা সোমপ্রভার মুখে বৎসরাজের গুণানুবাদ শুনিয়া স্বয়ম্বরাভিলাষে তাঁহার রাজধানীতে গমন করিবে। সুতরাং তখন যদি বৎসরাজের বেশ ধরিয়া তুমি তথায় উপস্থিত থাকিতে পার, তাহা হইলে

তোমার মনোরথ পূর্ণ হইতে পারে ; নতুবা কলিঙ্গসেনাকে লাভ করিবার আর উপায় নাই।

এদিকে কলিঙ্গসেনার রূপ-যৌবন ষোলকলায় পূর্ণ হইল। নানাদেশীয় রাজন্যগণ তাঁহার অলৌকিক রূপগুণের প্রশংসা শুনিয়া রাজা কলিঙ্গদত্তের নিকট স্ব স্ব দূত প্রেরণ করিলেন। দূতগণ আসিয়া প্রথমতঃ এক এক রাজার রূপ-গুণ, কুল-শীল ও বিষয়-বৈভবের কথা জানাইল এবং অবশেষে তাঁহার কন্যা কলিঙ্গসেনার পাণিগ্রহণার্থ রাজাদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল।

কলিঙ্গদত্ত দূতগণের মুখে যত রাজার নাম শুনিলেন, তন্মধ্যে শ্রাবস্তীর অধিপতি বৃদ্ধ রাজা প্রসেনকেই তিনি কন্যা কলিঙ্গসেনার উপযুক্ত বর বলিয়া মনোনীত করিলেন। কলিঙ্গসেনা পিতার অভিপ্রায় জানিয়া প্রিয়সখী সোমপ্রভার নিকট তাহা ব্যক্ত করিলেন। তৎশ্রবণে সোমপ্রভা দুঃখিত হইয়া সজলনয়নে বলিলেন, সখি! রাজা প্রসেনকে আমি বিশেষরূপে জানি। তিনি সর্ব্বাংশেই তোমার যোগ্য। কিন্তু সখি, দুঃখের বিষয়, তাঁহার যৌবন নাই, তিনি এখন বৃদ্ধ। একজন বৃদ্ধের সহিত তোমার পরিণয় হইবে, ইহা আমার মত নহে। সখি! তোমার বিবাহের কথা শুনিয়া আমার হর্ষ দূরে থাকুক, বাস্তবিক আমার অত্যন্ত বিষাদ উপস্থিত হইয়াছে। আমি অধিক আর কি বলিব, যদি বৎসরাজ উদয়ন তোমার পতি হন, তাহা হইলেই আমার বাসনা পূর্ণ হয়। রূপে, গুণে, কুলে, শীলে, ঐশ্বর্য্যে শৌর্য্যে, বিদ্যায় কিংবা গৌরবে বৎসরাজের ন্যায় সুপুরুষ ভূতলে কেহই নাই। আমি তাঁহাকে বিশেষরূপে বিদিত আছি।

কলিঙ্গসেনা প্রিয়সখী সোমপ্রভার মুখে বৎসরাজের এইরূপ গুণগরিমার কথাশ্রবণে তৎপ্রতি অনুরক্তা হইয়া বলিলেন,—সখি! বৎসরাজ কোন্ কুলে জন্মিয়াছেন এবং তাঁহার নাম উদয়ন হইল কেন, এই সকল আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল।

সোমপ্রভা কহিল,—সখি! বৎসরাজ সুপ্রসিদ্ধ পাণ্ডববংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহার জন্মের পর এক দৈববাণী উত্থিত হইয়া তাঁহাকে উদয়ন আখ্যা প্রদান করিয়াছে।

সোমপ্রভা এই বলিয়া তখন কলিঙ্গসেনার নিকট পূর্ব্বোক্ত মৃগাবতীর উপাখ্যান ব্যক্ত করিল।

কলিঙ্গসেনা তৎশ্রবণে কহিলেন,—সখি! তোমার মুখে বৎসরাজ সম্বন্ধে যেরূপ অপূর্ব্ব কথা শুনিলাম, ইহাতে মনে মনে তাঁহাকেই অনুরূপ পতি বলিয়া স্থিরনিশ্চয় করিলাম। কিন্তু সখি, পিতার যেরূপ মত, তাহাতে আমার এই সঙ্কল্প সুসিদ্ধ হইবে কি না সন্দেহ।

সোমপ্রভা বলিলেন,—সখি! বিবাহের বিষয় কিছুই স্থির করিয়া বলা যায় না। এ সকল ব্যাপার দৈবায়ত্ত। বিধাতার মনে যাহা আছে, তাহাই ঘটিবে। কেহই তাহার অন্যথা করিতে পারিবে না, এ সম্বন্ধে আমি একটি গল্প বলিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে উজ্জয়িনীতে বিক্রমসেন নামে এক রাজা ছিলেন। তেজস্বতী নামে তাঁহার একটি পরম-সুন্দরী কন্যা ছিল। কন্যাটি বিবাহযোগ্যা হইলে, রাজা তাহার বিবাহ দিবার জন্য একটি উপযুক্ত পাত্রের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু অনেক স্থান অন্বেষণ করিয়াও তিনি মনোমত পাত্র প্রাপ্ত হইলেন না।

একদিন তেজস্বতী সখীসহ প্রাসাদের উপরিভাগে বিচরণ করিতেছেন, এই সময় হঠাৎ একজন পথিক দেখিয়া তিনি তৎপ্রতি অনুরক্তা হইলেন এবং একজন বিশ্বস্ত পরিচারিকাকে পথিকের নিকট প্রেরণ করিয়া নিজ অভিপ্রায় বিজ্ঞাপন করিলেন। পথিক পরিচারিকার মুখে রাজকন্যার অনুরাগ ও তাহার পাণিগ্রহণ-প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া শঙ্কাকুলমনে তাহা প্রত্যাখ্যান করিল। তখন সেই পরিচারিকা সাতিশয় আগ্রহের সহিত বলিল,—মহাশয়, আপনার কোন ভয় নাই। সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে আপনি রাজকন্যার জন্য এই সম্মুখস্থ দেবালয়ে অপেক্ষা করিবেন। তিনি এইখানে আসিয়া আপনার সহিত মিলিত হইবেন।

পরিচারিকার কথায় পথিক তখন একরূপ সম্মত হইল, কিন্তু যেমন সে রাজকন্যার নিকট চলিয়া গেল, পথিকও ভয়ে সে স্থান হইতে পলায়ন করিল, সে আর সে স্থানে প্রত্যাগমন করিল না।

এই সময় সোমদত্ত নামক উজ্জয়িনীরাজের একজন সামন্ত রাজা শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া উজ্জয়িনীপতির সাহায্যগ্রহণার্থ তথায় আগমন করিতেছিলেন। সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া তিনি সে দিন পথিপার্শ্বস্থ দেবালয়ে আশ্রয় লইলেন। রাজকন্যা তেজস্বতী পূর্ব্বসঙ্কেত অনুসারে যথাকালে দেবালয়ে উপস্থিত হইয়া পথিক বিবেচনায় অবিলম্বে রাজা সোমদত্তকেই পতিত্বে বরণ করিলেন। সোমদত্ত অন্য কোন উত্তর করিলেন না। তিনি সাদরে রাজকন্যাকে গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর রাজতনয়া সোমদত্তকে সত্যাগারে

আবদ্ধ করিয়া কৃতার্থমনে নিজাবাসে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। সোমদত্ত একাকী সেই দেবালয়ে রাত্রিযাপন করিয়া পরদিন প্রভাতে উজ্জয়িনীপতির নিকট আগমনপূর্ব্বক নিজ পরিচয় জানাইলেন এবং তাঁহার নিকট যুদ্ধার্থ সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। উজ্জয়িনীপতি সোমদত্তের সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া শেষে নিজ কন্যার পাণিগ্রহণার্থ তাঁহার নিকট প্রস্তাব করিলেন। রাজার এই প্রস্তাব শুনিয়া সোমদত্ত পূর্ব্বরাত্রির সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে জানাইলেন। শেষে পরস্পর প্রকাশ পাইল যে, রাজকন্যা তেজস্বতীই পূর্ব্বরাত্রে দেবালয়ে গিয়া সোমদত্তকে পতিত্বে বরণ করিয়া আসিয়াছেন। তখন সকলেই বিধিনিয়মের বিচিত্র দৃষ্টান্তদর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

এই সময় উজ্জয়িনীরাজের মন্ত্রী রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—দেব! ভবিতব্যতার অন্যথা কখনও হয় না। সৎলোকের প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য বিধাতাই সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে আমার একটি বৃত্তান্ত জানা আছে, শ্রবণ করুন।

পূর্ব্বে কোন একটি জনপদে হরিশর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিত। হরিশর্ম্মা নিতান্ত দরিদ্র ও মূর্খ ছিল। কালক্রমে তাহার কতকগুলি পুত্রসন্তান উৎপন্ন হয়। নিজের অর্থোপায়ের অন্য কোন ক্ষমতা ছিল না, সুতরাং ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা তাহাকে পরিবারবর্গ প্রতিপালন করিতে হইত। একদিন নানাস্থানে ভিক্ষান্বেষণ করিয়া কোথাও বিশেষ কিছু সুবিধা করিতে পারিল না। শেষে একটি নগরে প্রবেশপূর্ব্বক নিজ স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া তথাকার শীলদত্ত নামক জনৈক সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থের শরণাপন্ন হয়। শীলদত্ত হরিশর্ম্মাকে সপরিবারে ভৃত্যকার্য্যে নিযুক্ত করেন।

একদিন গৃহস্বামী শীলদত্তের কন্যা-বিবাহোপলক্ষে বহুলোক নিমন্ত্রিত হইয়াছে। নিমন্ত্রিতগণের ভোজনের জন্য প্রচুর খাদ্যবস্তুর আয়োজন হইয়াছে। ব্রাহ্মণ হরিশর্ম্মা তদ্দর্শনে আহ্লাদিত হইল এবং প্রভুগৃহে যথেষ্ট পানভোজন করিবে ভাবিয়া সপরিবারে সমস্ত দিন অনাহারে রহিল।

ক্রমে এক একজন করিয়া সমস্ত নিমন্ত্রিত লোকদিগের আহারাদি নির্ব্বাহ হইল। গৃহস্বামী সকলকেই যত্নের সহিত আহার করাইলেন। কিন্তু ভাগ্যদোষে উপবাসী হরিশর্ম্মা বা তাহার পরিবারদিগকে কেহই ভোজনার্থ ডাকিল না। হরিশর্ম্মা অনাহারে অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়া রাত্রিযোগে তাহার স্ত্রীকে বলিল,—দেখ, আমাকে দরিদ্র ও মূর্খ মনে করিয়া কেহই গৌরব করে না, আজ সমস্ত দিন অনাহারে রহিলাম, তথাপি কেহ আমাদিগকে একবারও জিজ্ঞাসা করিল না। অতএব আমি আজ বুদ্ধিপূর্ব্বক এমন কোন কাজ করিব, যাহাতে শীলদত্ত আমাকে বিশেষ আদর-অভ্যর্থনা করে। আমি সকলের অসাক্ষাতে শীলদত্তের জামাতার অশ্বটি স্থানান্তরে লইয়া গিয়া লুকাইয়া রাখিব। পরে অশ্বের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া যখন কেহই তাহার সন্ধান করিতে পারিবে না, তখন আমি গণনা করিয়া তাহার সন্ধান বলিয়া দিব।

হরিশর্ম্মা মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া শীলদত্তের বাটীর লোকজন সকল নিদ্রিত হইলে গোপনে সেই অশ্বটিকে স্থানান্তরে রাখিয়া আসিল। পরদিন অশ্ব না দেখিয়া শীলদত্তের পরিজনবর্গ সকলেই অমঙ্গল আশঙ্কায় অশ্বের অনুসন্ধানে ব্যগ্র হইল। কিন্তু অশ্বের অনুসন্ধান কেহই করিতে পারিল না। তখন হরিশর্ম্মার স্ত্রী পূর্ব্বরাত্রির ঘটনা স্মরণ করিয়া শীলদত্তের নিকট বলিল,—মহাশয়! আমার স্বামী, গণনায় বিশেষ নিপুণ। আপনি তাঁহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করুন, তিনি গণনাবলে আপনার জামাতার অশ্বের অনুসন্ধান করিয়া দিবেন।

শীলদত্ত এই কথা শুনিয়া হরিশর্ম্মাকে ডাকিয়া যত্নের সহিত বলিলেন,—ঠাকুর! গত দিবস আমার স্মরণ ছিল না, তাই আপনাকে ডাকিয়া বিশেষরূপে ভোজন করাইতে পারি নাই। আপনি সেজন্য দুঃখিত হইবেন না। অদ্য আমার জামাতার অশ্বটি চুরি গিয়াছে, তাই আপনাকে আমার মনে পড়িয়াছে। এক্ষণে গণনা করিয়া বলুন, কে আমার জামাতার অশ্বটিকে অপহরণ করিয়াছে।

হরিশর্ম্মা শীলদত্তের অনুরোধে মৃত্তিকার উপর কতকগুলি মিথ্যা রেখা অঙ্কিত করিল এবং বলিল,—মহাশয়! তস্করগণ অশ্বটিকে লইয়া গিয়া দক্ষিণদিকে লুকাইয়া রাখিয়াছে। অদ্য রাত্রিযোগেই পুনরায় তাহারা সে স্থান হইতে অন্যত্র লইয়া যাইবে। অতএব আপনি সত্বর সে স্থান হইতে অশ্ব আনয়ন করুন।

শীলদত্ত হরিশর্ম্মার গণনানুসারে কয়েকজন লোক দক্ষিণদিকে প্রেরণ করিলেন। প্রেরিত লোকেরা সত্বরই তথা হইতে অশ্ব লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। এই ব্যাপারে হরিশর্ম্মার সুনাম চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। শীলদত্ত এখন হইতে তাহাকে বিশেষে যত্নের সহিত নিজালয়ে রাখিলেন।

উক্ত ঘটনার কিয়দ্দিন পরেই তথাকার রাজার গৃহে এক চুরি হইল। রাজা তাঁহার রাজ্যের নানা স্থানে বহু অনুসন্ধান করিয়াও চোরের কোন সন্ধান করিতে পারিলেন না। তখন গণনার দ্বারা চোরের নামধামাদি জানিবার জন্য তিনি হরিশর্ম্মাকে আনাইলেন।

এবার হরিশর্ম্মা বড়ই বিপদে পড়িলেন। তিনি যে গণনা করিতে একেবারেই জানেন না, তাহা ভাবিয়া তাঁহার মন শঙ্কাকুল হইল। রাজা কিন্তু গণনা দ্বারা চোরের সন্ধানার্থ তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। তখন উপায় কি, হরিশর্ম্মা গত্যন্তর না দেখিয়া মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে বলিলেন,—তা মহারাজ! আপনার গৃহে চুরি হইয়াছে, এ অতি ভীষণ কথা, আমি গণনা করিয়া অবশ্যই চোর বাহির করিব। তবে অদ্য ভাল দিন নহে, আগামী দিবস আমি আপনার নিকট আসিয়া গণনা করিব। এক্ষণে আমাকে গৃহগমনে অনুমতি করুন।

হরিশর্ম্মা গৃহে আসিয়া রাত্রিযোগে পলায়ন করিবার অভিপ্রায়ে তখন গণনা করিতে রাজী হইলেন না। কিন্তু চতুর রাজা সন্দেহবশতঃ হরিশর্ম্মাকে গৃহগমনে অনুমতি না দিয়া তিনি সে-দিন তাহাকে একটি স্বতন্ত্র গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য কয়েকজন রক্ষীর প্রতি আদেশ করিলেন। অবিলম্বে রাজাদেশ প্রতিপালিত হইল, রক্ষিগণ হরিশর্ম্মাকে এক গুপ্তগৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। এই ব্যাপারে হরিশর্ম্মা আরও ভীত হইলেন, ভয়ে তাঁহার প্রাণ কাঁপিতে লাগিল। তিনি নিজ অদৃষ্টের নিন্দা করিয়া তখন বহু বিলাপ করিতে লাগিলেন।

রাজার অন্তঃপুরে এক পরিচারিকা ছিল। পরিচারিকার নাম জিহ্বা। জিহ্বা তাহার ভ্রাতার সহিত একযোগে নানা চক্রান্ত করিয়া অনেক সময় রাজগৃহ হইতে কিছু কিছু চুরি করিত। উপস্থিত রাজভবনে যে ভীষণ চুরি হইয়াছে, ইহারও মূল সেই জিহ্বা। জিহ্বারই সাহায্যে তাহার ভ্রাতা রাজপুরী হইতে প্রচুর ধনরত্ন চুরি করিয়াছে। কিন্তু রাজা চোরের সন্ধান করিবার জন্য গণক আনাইয়াছেন, এই কথা শুনিয়া জিহ্বার মনে ভয় হইল। জিহ্বা ভাবিল,—এবার আমার রক্ষা নাই। গণক যদি গণনা করিয়া আমার নাম প্রকাশ করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই রাজা আমার প্রাণদণ্ড করিবেন। যাহা হউক, আমি একবার গণকের গৃহের নিকট যাই এবং গণক গৃহে থাকিয়া একাকী কি বলিতেছেন, তাহা কান পাতিয়া শুনি।

পরিচারিকা জিহ্বা মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া, গণক হরিশর্ম্মা যে গৃহে আবদ্ধ ছিলেন, তাহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। রাত্রি অধিক হওয়ায় রাজপুরাস্থ সকলেই নিদ্রিত ছিল। সুতরাং তৎকালে তাহাকে কেহই দেখিতে পাইল না।

এদিকে হরিশর্ম্মা একাকী গৃহে থাকিয়া নানা দুর্ভাবনায় রাত্রিযাপন করিতেছেন। তিনি কখন কাঁদিতেছেন এবং কখন বা নিজ অদৃষ্টের নিন্দা করিতেছেন। রাত্রিপ্রভাত হইলে তিনি যদি গণনা করিয়া চোরের নামধামাদি প্রকাশ করিতে না পারেন, তাহা হইলে রাজা তাঁহাকে কপটাচারী মনে করিয়া তখন যে কি দণ্ড করিবেন, এই ভাবিয়া তাঁহার মন আরও উদ্বিগ্ন হইতেছে। তিনি এক-সময় আপন জিহ্বাকে নিন্দা করিয়া বলিলেন, জিহ্বে! তুমি পূর্ব্বে কেন এরূপ কুকর্ম্ম করিয়াছিলে? তুমি যেমন কর্ম্ম করিয়াছ, এক্ষণে তোমাকে তাহারই ফলভোগ করিতে হইবে।

হরিশর্ম্মা নিজ জিহ্বাকে সম্বোধনপূর্ব্বক যে কথা বলিলেন, তাহার অর্থ এই যে, জিহ্বা, তুমি পূর্ব্বে উত্তম আহারের জন্য আমার যে গণক নাম প্রচার করিয়াছ, এক্ষণে তোমাকে তাহারই বিষময় ফল ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু পরিচারিকা জিহ্বা গৃহের বাহিরে থাকিয়া তখন সে কথার প্রকৃতভাব বুঝিতে পারিল না, সে হরিশর্ম্মার ঐ কথা শুনিয়া স্থির করিল,—এই গণক ব্রাহ্মণ জিহ্বা নামে আমাকেই সম্বোধন করিয়াছেন এবং আমাকে লক্ষ্য করিয়াই ঐ সব কথা বলিয়াছেন। অতএব আমিই যে চুরি করিয়াছি, ইনি তাহা বিশেষরূপেই বুঝিতে পারিয়াছেন। কিন্তু এখন করি কি, কি উপায়ে এই গণককে প্রসন্ন করিয়া আত্মপ্রাণ রক্ষা করি?

জিহ্বা এইরূপ ভাবিয়া-চিন্তিয়া কি এক কৌশলে হঠাৎ সেই গৃহদ্বার খুলিল এবং অতি ত্রস্তভাবে গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক গণক হরিশর্ম্মার পদতলে পতিত হইয়া বলিল,—মহাশয়! আপনি বাস্তবিকই সর্ব্বজ্ঞ। আপনার গণনায় যে ব্যক্তি চোর বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, আমিই সেই চোর। আমিই রাজগৃহে চুরি করিয়াছি, আমারই নাম জিহ্বা। গত পূর্ব্বরাত্রে আমি রাজভবন হইতে বহু ধনরত্ন চুরি করিয়া পশ্চিমদিগ্‌বর্ত্তী উদ্যানমধ্যস্থ এক দাড়িম্ব-বৃক্ষমূলে রক্ষা করিয়াছি। অতএব ব্রহ্মন্!

আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার এই বহুমূল্য হস্তাভরণ গ্রহণ করিয়া এক্ষণে আমাকে রক্ষা করুন।

হরিশর্ম্মা এই ব্যাপারে বিস্ময়াপন্ন হইলেন। কিন্তু নিজের মনোভাব পরিচারিকাকে কিছুই বুঝিতে দিলেন না। তিনি চতুরতার সহিত আত্মগোপন করিয়া সগর্ব্বে বলিলেন,—পাপীয়সি! আমি ত্রিকালদর্শী ব্রাহ্মণ, আমি সমস্তই জানিতে পারিয়াছি। তুই যে কুকার্য্য করিয়াছিস্, তাহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আমাকে তোর সমস্ত আভরণ দান কর, নচেৎ তোর রক্ষা নাই, আমি রাজার নিকট সকল কথাই বলিয়া দিব।

পরিচারিকা জিহ্বা হরিশর্ম্মার কথায় ভীত হইয়া তাহার সমস্ত গাত্রাভরণ দান করিল এবং নিজের নাম প্রকাশ না পায়, তজ্জন্য যাইবার সময় হরিশর্ম্মাকে অনেক বিনয় করিয়া গেল। পরিচারিকা চলিয়া গেলে হরিশর্ম্মা সহর্ষে ভাবিতে লাগিলেন, আহা, বিধাতার কি লীলা! আমি নিজের জিহ্বাকে নিন্দা করিতেছিলাম, কত দুর্ভাবনায় আমার দেহমন অবসন্ন হইতেছিল, কিন্তু অদৃষ্টফলে সমস্তই আমার মঙ্গলজনক হইল। রাজা আমার সুখ্যাতি শুনিয়া গণনার্থ আমাকে আনাইয়াছেন, অথচ আমি গণনার কিছুই জানি না। রাত্রিপ্রভাতে যদি আমি গণনা করিয়া প্রকৃত কথা না বলিতে পারিতাম, তাহা হইলে রাজা হয়ত বিরক্ত হইয়া আমাকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিতেন। যাহা হউক, এখন বিধাতার ইচ্ছায় আমি নিশ্চিন্ত হইয়াছি। চোর স্বয়ং আসিয়া আমার নিকট আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছে, আমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইয়াছে। চোরের কথানুসারে কল্য আমি যথাস্থান হইতে ধনরত্নাদি বাহির করিয়া দিব। কিন্তু চোরের নামধাম বলিব না। কারণ, তাহার নিকট হইতে আমি অনেক অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।

হরিশর্ম্মা মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে অবশিষ্ট রাত্রি যাপন করিলেন। পরদিন রাজা, হরিশর্ম্মাকে রাজসভায় আনয়ন-পূর্ব্বক তাঁহার নিকট চোরের বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজাদেশে হরিশর্ম্মা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গণনা করিতে লাগিলেন। নানারূপ গণনার ভাণ দেখাইয়া শেষে রাজাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—মহারাজ! চোরেরা আপনার ধনরত্ন লইয়া অধিকদূর যাইতে পারে নাই। তাহারা আপনার উদ্যানের মধ্যেই সেই সকল দ্রব্য রাখিয়া গিয়াছে। চোরগণ আপনার রাজ্যমধ্যে কোথাও নাই, তাহারা এখন দেশান্তরে পলাইয়া রহিয়াছে। অতএব তাহাদিগের অনুসন্ধানে ফল নাই। আপনি আপনার অপহৃত দ্রব্যাদি উদ্যান হইতে আনয়ন করুন।

হরিশর্ম্মার গণনানৈপুণ্যে রাজা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং তদ্দণ্ডেই সেই উদ্যানমধ্যস্থ দাড়িম্ব-বৃক্ষের নিম্নতল হইতে অপহৃত ধনরত্নাদি আনয়ন করিলেন। তখন হরিশর্ম্মার সুনাম-সুখ্যাতি আরও রাষ্ট্র হইল। রাজা তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কতিপয় গ্রাম এবং বাহন, ভূষণ ও বসন প্রভৃতি বহুমূল্য দ্রব্যসামগ্রী পুরস্কারস্বরূপ দান করিলেন। হরিশর্ম্মা নিজ চাতুর্য্যবলে এইরূপে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিলেন।

মন্ত্রী কহিলেন,—মহারাজ! উক্ত উপাখ্যান দ্বারা বুঝিয়া দেখুন, একমাত্র দৈবই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান। দৈবের আনুকূল্যেই সকলের সকল কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। আপনার কন্যার সহিত রাজা সোমদত্তের যে শুভসম্মিলন ঘটিয়াছে, ইহারও মূল সেই দৈবানুকূল্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। অতএব আপনি শুভ সময় দেখিয়া রাজা সোমদত্তের করে কন্যাদান করুন।

মন্ত্রীর কথা শেষ হইলে উজ্জয়িনীপতি তচ্ছ্রবণে হৃষ্টচিত্তে কন্যা তেজস্বতীকে সোমদত্তের করে সম্প্রদান করিলেন। অতঃপর সোমদত্ত শ্বশুর উজ্জয়িনীপতির সৈন্যসাহায্যে শত্রুপক্ষ পরাস্ত করিয়া তেজস্বতীসহ সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

সোমপ্রভা কলিঙ্গসেনার নিকট উক্ত গল্পের উপসংহার করিয়া পুনরায় বলিল,—সখি! এখন তুমি বুঝিয়া দেখ, দৈবানুগ্রহ ভিন্ন কোন কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। আমি যে বৎসরাজের কথা কহিলাম, দেবতা প্রসন্ন হইলে তাঁহার সহিত তোমার সম্মিলন অবশ্যই হইবে, শত চেষ্টা করিয়াও কেহ তাহা অন্যথা করিতে পারিবে না।

সোমপ্রভা এই বলিয়া বিরত হইলেন। কলিঙ্গসেনা সখী সোমপ্রভার মুখে ঐ সকল কথাশ্রবণে বৎসরাজের প্রতি আরও অনুরাগিণী হইয়া পড়িলেন। তাঁহার লজ্জাভয় সমস্তই তিরোহিত হইল। তিনি বৎসরাজকে লাভ করিবার জন্য সর্ব্বপ্রাণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে সায়ংকাল উপস্থিত হইল। কমলিনীপতি আপন করনিকর সঙ্কুচিত করিয়া অস্তাচলগমনে

উদ্যত হইলেন। সোমপ্রভা দিবাবসান দেখিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

একত্রিংশ তরঙ্গ

কলিঙ্গসেনার উপাখ্যান

পরদিন প্রভাত হইবামাত্র সোমপ্রভা কলিঙ্গসেনার নিকট উপস্থিত হইলেন। কলিঙ্গসেনা তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন,—সখি! শুনিতে পাইলাম, আমার পিতা রাজা প্রসেনের সহিত আমার বিবাহ দিবার জন্য সাতিশয় যত্ন করিতেছেন। কিন্তু আমি তাহাতে সম্মত হইতেছি না। তোমার মুখে বৎসরাজের গুণানুবাদ শুনিয়া অবধি আমার মন নিয়ত তাঁহাকেই চিন্তা করিতেছে। সখি! তুমি আমাকে লইয়া চল, আমি তোমার সাহায্যে রাজা প্রসেনকে দেখিয়া তৎপরে বৎসরাজসমীপে গমন করিব।

কলিঙ্গসেনার কথা শুনিয়া সোমপ্রভা কহিল,—সখি! তোমার যদি এইরূপ অভিপ্রায় হইয়া থাকে, তবে আমার সহিত আকাশপথে আগমন কর। এখানে তোমার যে-কিছু প্রিয়তম দ্রব্যসামগ্রী আছে, তৎসমস্তও সঙ্গে করিয়া লও। কারণ, আমার বিশ্বাস,—বৎসরাজকে একবার দেখিলেই তুমি মুগ্ধ হইয়া পড়িবে, তখন আর তোমার প্রত্যাবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। পিতা, মাতা এবং আমি আমাদিগের সকলকেই তুমি বিস্মৃত হইবে।

কলিঙ্গসেনা তচ্ছ্রবণে উত্তর করিলেন,—সখি! যদি এইরূপই হয়, তবে তুমি গিয়া বৎসেশ্বরকে এই স্থানেই আনয়ন কর। আমি তোমা ব্যতীত কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিব না। আমার শুনা আছে, দানবনন্দিনী উষার জন্য তাহার সখী চিত্রলেখা অনিরুদ্ধকে আনয়ন করিয়াছিলেন। তুমিও বোধ হয় এ সংবাদ অবগত আছ। যাহা হউক, সখি! সখীস্নেহে আকৃষ্ট হইয়া তুমি ব্যতীত বৎসরাজকে আনিয়া আর কেহই আমাকে দেখাইতে সমর্থ হইবে না। অতএব তুমি সত্বর তাঁহাকে এইখানে লইয়া আইস।

সোমপ্রভা বলিলেন,—সখি! চিত্রলেখা এবং আমি, আমাদিগের এই উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। তাঁহার যেরূপ ক্ষমতা ছিল, আমার সেরূপ নাই। অতএব তুমি নিজেই গিয়া বৎসরাজকে লইয়া আইস। আমি তোমাকে তাঁহার রাজধানীতে লইয়া যাইতেছি।

কলিঙ্গসেনা সখীর কথায় আর প্রতিবাদ করিলেন না। তিনি তাহাতে সম্মত হইয়া পিতামাতাকে না বলিয়াই সখী সোমপ্রভার সহিত আকাশপথে প্রস্থান করিলেন।

সোমপ্রভা মায়াযন্ত্রের সাহায্যে কলিঙ্গসেনাকে লইয়া শূন্যপথে বহুস্থান অতিক্রম করিলেন। ক্রমে শ্রাবস্তী নগর নিকটবর্ত্তী হইল। সোমপ্রভা দেখিলেন,—শ্রাবস্তীপতি প্রসেন মৃগয়ার্থ বহির্গত হইয়াছেন। তখন তদ্দর্শনে তিনি কলিঙ্গসেনাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন,—সখি! তোমার পিতা তোমাকে ইঁহারই হস্তে সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। কলিঙ্গসেনা সোমপ্রভার কথা শুনিয়া বৃদ্ধ রাজা প্রসেনের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলেন এবং অবিলম্বে নিজ মুখ অন্যদিকে ফিরাইয়া সকোপে সোমপ্রভাকে বলিলেন,—সখি! আমার দেখা হইয়াছে, আর দেখিবার সাধ নাই। তুমি এখন আমাকে বৎসরাজের নিকট লইয়া চল।

সোমপ্রভা সখীর কথানুসারে তদ্দণ্ডেই তাঁহাকে লইয়া কৌশাম্বীনগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা যখন কৌশাম্বীর রাজধানীতে উপস্থিত হন, বৎসরাজ তখন উদ্যানভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। সোমপ্রভা দূর হইতেই বৎসরাজকে দেখিয়া বলিলেন,—সখি! ঐ দেখ, বৎসরাজ উদ্যানমধ্যে বিচরণ করিতেছেন। কলিঙ্গসেনা সোমপ্রভার কথায় সসম্ভ্রমে বৎসরাজের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং তাঁহাকে দেখিবামাত্রই তাঁহার মন মুগ্ধ হইয়া পড়িল, তিনি আর ক্ষণকাল স্থির থাকিতে না পারিয়া বলিলেন,—সখি! এতদিন যাঁহাকে দেখিব বলিয়া সাধ হইয়াছিল, তোমার সাহায্যে তাহা আমার দেখা হইয়াছে। এখন আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই, তুমি সত্বর ঐ মহাপুরুষের সহিত আমাকে মিলাইয়া দাও।

সোমপ্রভা কলিঙ্গসেনার অত্যধিক আগ্রহ দেখিয়া বলিলেন,—সখি! তুমি ব্যস্ত হইও না। অদ্য এই কার্য্য-নির্ব্বাহ করিতে আমি বড়ই অসুবিধা মনে করিতেছি। অতএব আজ তুমি অলক্ষিতভাবে এই উদ্যানমধ্যে অবস্থান কর। ব্যস্ত হইয়া রাজার নিকট কোন দূতাদি প্রেরণ করিবার আবশ্যকতা নাই। আমি কল্য প্রভাতে আসিয়া তোমাদিগের উভয়ের যাহাতে মিলন হয়, সে বিষয়ে চেষ্টা করিব। সোমপ্রভা এই কথা কহিয়া পতির চিত্তবিনোদনার্থ

সত্বর তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। এদিকে বৎসরাজও সেই উদ্যান হইতে বহির্গত হইয়া নিজ ভবনে প্রবেশ করিলেন।

সোমপ্রভা চলিয়া গেলে কলিঙ্গসেনা একাকী সেই উদ্যানমধ্যে কিঞ্চিৎকাল অবস্থান করিলেন। কিন্তু কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়াই তাঁহার মন অস্থির হইল। তিনি সেই উদ্যানস্থ মহত্তর নামক এক ব্যক্তিকে তখন বৎসরাজের নিকট দূতস্বরূপ প্রেরণ করিলেন। দূত কলিঙ্গসেনার মুখে তাঁহার পরিচয়াদি শ্রবণ করিয়া বৎসেশ্বরের সভায় গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণামান্তে বলিল,—মহারাজ! তক্ষশিলানিবাসী নরপতি কলিঙ্গদত্তের কলিঙ্গসেনা নাম্নী এক ভুবন-মোহিনী পরমরূপবতী কন্যা আছেন, তিনি ময়দানব-নন্দিনী সোমপ্রভার সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপন করিয়াছেন। সখীমুখে মহারাজের অলৌকিক গুণগরিমার কথা-শ্রবণে তাঁহার মন মুগ্ধ হইয়াছে, তাই তিনি এক্ষণে আপনাকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছেন। সেই রাজতনয়া সম্প্রতি তাঁহার সখীর সাহায্যে আপনার উদ্দেশে এইস্থানে আসিয়াছেন। তাঁহার মন আপনার প্রতি এতদূর অনুরক্ত হইয়াছে যে, তিনি আপনাকে ভিন্ন সংসারে তিলার্দ্ধকাল জীবনধারণে সমর্থ হইতেছেন না। তিনি আপনার গলেই বরমাল্য সমর্পণার্থ সাতিশয় উৎকণ্ঠিতা হইয়াছেন। তাঁহার সখী সোমপ্রভা তাঁহাকে আকাশপথে তক্ষশিলা হইতে এইস্থানে আনয়ন করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি আপনার উদ্যানমধ্যে অবস্থান করিতেছেন। আমি তাঁহার প্রেরিত হইয়া আপনার সমীপে তদীয় মনোভিপ্রায় প্রকাশ করিলাম। এক্ষণে আপনার যেরূপ অভিরুচি হয় করুন।

বৎসরাজ দূতমুখে উক্ত সংবাদ শ্রবণ করিয়া পরম প্রীত হইলেন এবং যথাযোগ্য পুরস্কারদানে তাহাকে বিদায় করিলেন। বৎসরাজ তাঁহার প্রধান মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণকে ডাকিয়া বলিলেন,—মন্ত্রিবর! নরপতি কলিঙ্গদত্তের কন্যা সেই জগন্মোহিনী কলিঙ্গসেনা আমাকে পতিত্বে বরণ করিবার জন্য দূত পাঠাইয়াছেন! তিনি এক্ষণে আমার উদ্যানেই রহিয়াছেন, অতএব তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করা হইবে না, আমি শীঘ্রই তাঁহার পাণিগ্রহণ করিব। আপনারা যাহাতে এ কার্য্য সুসম্পন্ন হয়, সে বিষয়ে যত্নবান হউন।

বৎসরাজের কথা শুনিয়া যৌগন্ধরায়ণ মনে মনে ভাবিলেন, আমি শুনিয়াছি, কলিঙ্গসেনা অসাধারণ রূপবতী, তাহার ন্যায় সুন্দরী কোথাও দেখা যায় না। বৎসরাজ যদি তাহার পাণিগ্রহণ করেন, তবে নিশ্চয়ই রাজকার্য্যে তাঁহার মনোনিবেশ থাকিবে না। এবং দেবী বাসবদত্তা অপমানবোধে প্রাণত্যাগ করিবেন। মাতৃবিয়োগে রাজপুত্র নরবাহনদত্তেরও জীবন-সংশয় হইবে, অন্য রাজমহিষীও বিপন্না হইবেন। এইরূপে এক এক করিয়া সমূহ অমঙ্গলের সম্ভাবনা। আবার অন্যদিকে দেখিতে গেলে বৎসরাজ যদি এই প্রবল আগ্রহ থেকে সহসা নিবৃত্ত হন, তবে বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা। অতএব এ বিষয় বিশেষ বিবেচনা করিবার জন্য কালক্ষেপ কর্ত্তব্য, নতুবা হঠাৎ এই বিবাহব্যাপারে মত বা অমত প্রকাশ করিলে উক্ত দোষসকল অবশ্য ঘটিবে।

মন্ত্রী মনে মনে এই প্রকার চিন্তা করিয়া বৎসরাজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, দেব! যাহাকে প্রার্থনা করিয়া দেবতারাও অকৃতকার্য্য হন, আজ তিনি স্বয়ং আসিয়া আপনার গলে মাল্য দিতে উদ্যত হইয়াছেন, সুতরাং মহারাজ! আপনার ন্যায় সৌভাগ্যবান পুরুষ জগতে আর কে আছেন? যাহা হউক, এক্ষণে গণক ডাকিয়া এই বিবাহের শুভলগ্ন স্থির করা হউক, পরে সময় দেখিয়া কলিঙ্গ-সেনার পাণিগ্রহণ করিবেন! সম্প্রতি উদ্যানাগতা রাজপুত্রীর উপযুক্ত পান-ভোজন, শয়ন ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিউন।

রাজা মন্ত্রীর কথায় প্রীত হইলেন ও কলিঙ্গসেনার যথাযোগ্য বাসস্থানাদি নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। কলিঙ্গসেনা তাঁহার প্রতি রাজার যত্নাতিশয় দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিতা হইলেন এবং রাজনির্দ্দিষ্ট বাসভবনে সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

চতুর মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া ভাবিলেন যে, কোনপ্রকারে কালহরণ করাই এ বিষয়ের প্রতিক্রিয়া, যেমন রাজা নহুষ স্বর্গসিংহাসনে বসিয়াই ইন্দ্রপত্নী শচীকে লইয়া আসিতে যাইলে, বৃহস্পতির পরামর্শে শচী সময়ক্ষেপ করাইবার উদ্দেশে জানাইলেন, কল্য আপনি ঋষিজন-বাহ্য যানে আসিয়া আমাকে লইয়া যাইবেন। এই কথামত নহুষ ঋষি-বাহ্য যানে তথায় যাইবার কালে ঋষিদেহে পদাঘাত করায় ঋষিশাপে নহুষের পতন হয় ও শচীরও কালক্ষেপে কার্য্যোদ্ধার হইয়া গেল, সুতরাং আমিও যাহাতে এ বিষয়ে কালক্ষয় করাইতে পারি, তাহাতেই মঙ্গল হইবে। মন্ত্রী এই স্থির করিয়া গণক-সন্নিধানে গিয়া গোপনে তাহাদের বলিয়া দিলেন, যাহাতে বিলম্বে বিবাহলগ্ন স্থির হয়, তাহাই অবশ্য করিবে।

এই সময়ের কিছুকাল পরেই দেবী বাসবদত্তা এই সকল বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন এবং অবিলম্বে মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণকে ডাকিয়া আনিয়া সাশ্রুকণ্ঠে বলিলেন,—মন্ত্রিবর! আপনি পূর্ব্বে অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, পদ্মাবতী ব্যতীত আমাকে আর অন্য সপত্নীর সহিত বাস করিতে হইবে না, কিন্তু এখন শুনিতে পাইলাম, আমাদিগের মহারাজ কলিঙ্গসেনা নাম্নী এক রাজবালার পাণিগ্রহণার্থ ব্যগ্র হইয়াছেন। যাহা হউক, এই বিবাহব্যাপার সম্পন্ন হইলে আপনিও মিথ্যাবাদী হইবেন এবং আমারও মৃত্যু ঘটিতে বিলম্ব হইবে না।

বাসবদত্তার কথা শুনিয়া যৌগন্ধরায়ণ উত্তর করিলেন,—দেবি! আপনি চিন্তিত হইবেন না। আমি জীবিত থাকিতে মহারাজ কখন দারান্তর-পরিগ্রহে সমর্থ হইবেন না। আমার অনুরোধে আপনারা মহারাজের কোনরূপ অপ্রীতিকর কার্য্যে লিপ্ত থাকিবেন না, তাঁহার সহিত যেরূপ সদ্ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, এখনও তাহার কোন ব্যতিক্রম করিবেন না। রাজা আপনাদিগের নিকট যখন যখন থাকিবেন, আপনারা তখন অবিকৃতমনে তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিবেন, যেন কোনরূপ তাহার ত্রুটি না হয়। কলিঙ্গসেনার পাণিগ্রহণ-কথার উত্থাপন হইলে আপনারা তাহাতে আনন্দ প্রকাশ করিবেন এবং রাজাকে উৎসাহ প্রদান করিবেন এবং এই বিবাহে ভবিষ্যতে তাঁহার আরও রাজ্যবিস্তারের সম্ভাবনা আছে, এই বলিয়া রাজার মনস্তুষ্টির জন্য যত্নবান হইবেন। এইরূপ আচরণ করিলে রাজা কখন আপনাদিগের উপর বিরক্ত হইবেন না, অপনাদিগের উদারতা দর্শনে তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা প্রীতিযুক্ত হইয়া থাকিবেন। আপনারা এইরূপ করিতে থাকুন, ইতিমধ্যে আমি কিরূপ যুক্তিবলে এবং কৌশলে আপনাদিগের দুশ্চিন্তা দূর করিতে পারি, দেখিতে পাইবেন। এক্ষণে এ বিষয় লইয়া আর বৃথা চিন্তা করিবেন না, দেবী পদ্মাবতীকেও এইরূপ শিক্ষা দিবেন। আমি আপনাদের হিতাচরণেরই চেষ্টা করিতেছি।

যৌগন্ধরায়ণ দেবী বাসবদত্তাকে এইরূপ আশ্বস্ত করিয়া সত্বর স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। বাসবদত্তা মন্ত্রিবাক্যে বিশ্বাসস্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার উপদেশানুরূপ কার্য্য করিতে লাগিলেন। বৎসেশ্বর সেদিন অন্তঃপুরে যাইলেন না, ব্যাকুলচিত্ত হইয়া রহিলেন।

দ্বাত্রিংশ তরঙ্গ

ব্রহ্মরাক্ষসের কথা

পরদিন প্রভাত হইবামাত্র সুচতুর মং যৌগন্ধরায়ণ বৎসেশ্বরের নিকট আসিয়া বলিলেন, দেব! আপনি শীঘ্র শীঘ্রই রাজনন্দিনী কলিঙ্গসেনার পাণিগ্রহণব্যাপার সুসম্পন্ন করুন। আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। শাস্ত্রে আছে, শুভকার্য্য যত শীঘ্র হয়, ততই উত্তম। আমার মতে যদি শুভলগ্ন থাকে, তবে অদ্যই এ কার্য্য নির্ব্বাহ করুন।

বৎসরাজ বলিলেন,—মন্ত্রিবর! আপনি যেরূপ মত করিয়াছেন, আমারও মত সেইরূপ। বিশেষতঃ কলিঙ্গসেনা ব্যতীত আমার চিত্ত অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। আমি আর ধৈর্য্য-ধারণে সমর্থ হইতেছি না। অতএব শুভলগ্ন সংঘটন হইলে অদ্যই সে মাঙ্গলিক কার্য্যের আয়োজন করা কর্ত্তব্য। বৎসরাজ এই বলিয়া গণক ডাকাইবার জন্য সম্মুখস্থ প্রতিহারীকে আদেশ করিলেন।

প্রতিহারী রাজাজ্ঞা-পালনে তৎক্ষণাৎ কয়েকজন গণক ডাকিয়া আনিল। রাজা তাহাদিগকে বিবাহের শুভলগ্ন স্থির করিতে অনুমতি জ্ঞাপন করিলেন। যৌগন্ধরায়ণ পূর্ব্ব হইতেই গণকদিগকে বহু বিলম্বে শুভলগ্ন নির্ণয় করিতে বলিয়াছিলেন, সুতরাং তদনুসারে তাহারা রাজার নিকট আসিয়া কপট গণনাপূর্ব্বক বলিল, মহারাজ! আমরা গণনা করিয়া দেখিলাম, বর্ত্তমান ষণ্মাসের মধ্যে উত্তম লগ্ন নাই। তখন চতুর চূড়ামণি যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন, এই সকল গণকেরা গণনাকার্য্যে ততদূর নিপুণ বলিয়া আমার বিবেচনা হইতেছে না। অতএব অপর যে-সকল সুদক্ষ গণক আছে, তাহাদিগের দ্বারা গণনা করিয়া শীঘ্রই একটি বিবাহদিন ধার্য্য করিয়া লওয়া হউক।

মন্ত্রীর কথায় বৎসরাজ সম্মত হইয়া তৎক্ষণাৎ আরও কতিপয় গণক আনাইলেন। রাজার আদেশানুসারে গণিয়া-গাথিয়া তাহারাও বর্ত্তমান ষণ্মাসের মধ্যে শুভলগ্ন প্রাপ্ত হইল না। বৎসরাজ উদ্বিগ্ন হইলেন এবং যৌগন্ধরায়ণ সাতিশয় কৃত্রিম উদ্বেগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রাজা কিছুকাল উৎকণ্ঠিতচিত্তে থাকিয়া পরে এ সম্বন্ধে কলিঙ্গসেনার অভিপ্রায় জানিবার জন্য গণকগণসহ মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণকে তৎসমীপে প্রেরণ করিলেন।

চতুর মন্ত্রী তখন কলিঙ্গসেনার নিকট গিয়া বলিলেন, রাজপুত্রি, আমি আপনার বিবাহের শুভলগ্ন স্থির করিবার জন্য গণকসহ এইস্থানে

উপস্থিত হইয়াছি। আপনি নিজ জন্ম-নক্ষত্রাদি প্রকাশ করিয়া বলুন।

যৌগন্ধরায়ণের কথা শুনিয়া রাজকুমারী কলিঙ্গসেনা হৃষ্টচিত্তে আপন জন্ম-নক্ষত্রাদি বলিলেন; কিন্তু তাঁহার মনের আশা পূর্ণ হইল না। শিক্ষিত গণকেরা ক্রমে ক্রমে গণনা করিয়া সকলেই ষষ্ঠ মাসের মধ্যে শুভলগ্ন নাই বলিয়া মতপ্রকাশ করিল। তখন রাজনন্দিনীর উৎকণ্ঠার সীমা রহিল না, তিনি ক্ষুন্নমনে বার বার দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজ দুর্ভাগ্যের চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন যৌগন্ধরায়ণ প্রভৃতি সকলেই বলিলেন, রাজপুত্রি, অশুভলগ্নে বিবাহ হইলে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরেই অমঙ্গল হয়, সুতরাং যতদিন না শুভসময় ঘটে, ততদিন এই বিবাহ স্থগিত থাকাই শ্রেয়ঃ। কলিঙ্গসেনা তৎশ্রবণে অধিক কিছুই বলিলেন না, তাঁহাদিগের উপরই সে বিষয়ের ভালমন্দের ভারার্পণ করিলেন।

অনন্তর যৌগন্ধরায়ণ রাজনন্দিনী কলিঙ্গসেনার মনোভিপ্রায় জানিয়া আসিয়া বৎসরাজের নিকট ব্যক্ত করিলেন, মন্ত্রিবাক্যে রাজনন্দিনীর মনোভাব জানিতে পারিয়া রাজা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা স্থিরচিত্ত হইলেন, বৎসরাজকে সুস্থ দেখিয়া মন্ত্রী বিশ্রামার্থ নিজগৃহে গমন করিলেন।

উজ্জয়িনীর শ্মশানে মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের এক মিত্র ব্রহ্মরাক্ষস বাস করিত। যৌগন্ধরায়ণ গৃহে আসিয়া ক্ষণকাল বিশ্রামান্তে সেই রাক্ষসকে স্মরণ করিলেন। স্মরণমাত্র কিয়ৎকালমধ্যেই ব্রহ্মরাক্ষস আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং বলিল, মিত্র! কি জন্য আমাকে স্মরণ করিয়াছ? যৌগন্ধরায়ণ তৎশ্রবণে ব্রহ্মরাক্ষসের নিকট বৎসরাজ ও কলিঙ্গসেনার বিবাহ-বিষয়ক আমূল সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিলেন এবং শেষে বলিলেন, বন্ধু! উপস্থিত ছয় মাসের মধ্যে এ বিবাহ সম্পন্ন হইবে না। অতএব এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সেই যুবতী রাজতনয়ার স্বভাবচরিত্র শুদ্ধ থাকে কি না, তুমি আমার অনুরোধে গোপনে এ সম্বন্ধে একটু অনুসন্ধান রাখিবে। কারণ, আমার বিশ্বাস, বিদ্যাধরগণ যদি এরূপ রূপলাবণ্যবতী রমণীরত্নের সন্ধান পায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রচ্ছন্নভাবে তাহারা ইহাকে সম্ভোগ করিবে, কিন্তু যদি তাহা না ঘটে, তাহা হইলে তুমি একটু চেষ্টা করিয়া সেইরূপ গুপ্ত উপভোগ ঘটাইয়া দিবে। এইরূপ করিলেই আমার কার্য্যসিদ্ধি হইবে, রাজা রমণীকে অন্যাসক্ত জানিতে পারিলে কিছুতেই উহার পাণিগ্রহণ করিবেন না।

ব্রহ্মরাক্ষস তৎশ্রবণে উত্তর করিল,—মিত্র! এ বিষয়ে এত গোলমালের আবশ্যক কি? তুমি বলিয়া দাও, আমি সেই রাজবালাকে একবারেই ভক্ষণ করিয়া ফেলি। যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন, বন্ধু! সামান্য কারণে একজনকে বধ করা উচিত হয় না। তাহাতে অধর্ম্ম ঘটিবে। অধর্ম্ম করিয়া স্বার্থসাধন করিলে কখনই তাহা মঙ্গলজনক হয় না। অতএব তুমি কলিঙ্গসেনার কোন দোষোদ্ঘাটনে চেষ্টা কর, তাহাতেই আমাদিগের কার্য্যসিদ্ধি হইবে।

যৌগন্ধরায়ণ ব্রহ্মরাক্ষসকে এইরূপ উপদেশ দিলেন। রাক্ষস তৎশ্রবণে যৌগন্ধরায়ণকে আশ্বাস দিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

রাক্ষস যৌগন্ধরায়ণের কথায় অঙ্গীকার করিয়া যখন প্রচ্ছন্নভাবে কলিঙ্গসেনার গৃহে প্রবেশ করে, ময়দানবনন্দিনী সোমপ্রভাও ঐ সময় সখী কলিঙ্গসেনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তথায় আগমন করেন। তিনি কলিঙ্গসেনার নিকট উপস্থিত হইয়াই বলিলেন,—সখি! আমি বহুক্ষণ হইল আসিয়াছি। যৌগন্ধরায়ণের সহিত তোমার যে কথাবার্ত্তা হইয়াছে, আমি গোপনে থাকিয়া সমুদয়ই শ্রবণ করিয়াছি। তুমি আমার নিষেধ না শুনিয়া, সহসা রাজার নিকট দূত পাঠাইয়া ভাল কাজ কর নাই। ইহাতে তোমার অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্টলাভের সম্ভাবনা দেখিতেছি না। দেখ, কোন কর্ম্মের প্রারম্ভে বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম না করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে নাই। এরূপ কর্ম্মে প্রায়ই অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে আমি একটি উপাখ্যান বলিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে অন্তর্ব্বেদী নগরে বসুদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার বিষ্ণুদত্ত নামে একটি পুত্র ছিল। বিষ্ণুদত্তের বয়স যখন ষোড়শ বর্ষ, তখন তিনি বিদ্যাভ্যাসার্থ বল্লভীনগরে গমন করেন। যাইবার সময় পথে আরও সাতটি ব্রাহ্মণতনয় তাঁহার সঙ্গী হইলেন। সঙ্গী ব্রাহ্মণকুমারগণ সকলেই মূর্খ, তাহাদিগের হিতাহিতজ্ঞান একেবারেই নাই। বিষ্ণুদত্ত বুদ্ধিমান এবং সদ্বংশজাত। তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া গমনকালে পরস্পর পরামর্শ করিলেন যে, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই কাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন না। বিপদে-সম্পদে সকলেই প্রত্যেকের সহায়তা করিবেন।

পরস্পর এইরূপ নিয়ম করিয়া সঙ্গিগণসহ বিষ্ণুদত্ত পথ চলিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই তিনি সম্মুখে একটি দুর্নিমিত্ত দর্শনে শঙ্কিত হইলেন। তাঁহার মন খারাপ হইল। তিনি যাত্রা পরিবর্ত্তন

করা উচিত মনে করিয়া তদনুসারে তাঁহার সঙ্গীদিগকেও গৃহপ্রত্যাগমনে পরামর্শ দিলেন। বিষ্ণুদত্তের পরামর্শে তাঁহার মূর্খ সঙ্গিগণ কেহই সম্মত হইল না। তাহারা সকলেই সে কথা অগ্রাহ্য করিয়া পথ চলিতে লাগিল। বিষ্ণুদত্ত কি করেন, বাধ্য হইয়া অগত্যা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাদিগের সহিত গমন করিতে লাগিলেন।

আবার কিছুদূর অগ্রসর হইয়া সম্মুখে এক দুর্নিমিত্ত দৃষ্ট হইল। বিষ্ণুদত্ত এবারও সঙ্গীদের যাইতে নিষেধ করিলেন, সঙ্গীরা ফিরিল না, প্রত্যুত বিষ্ণুদত্তকে তিরস্কার করিল, ইহাতে বিষ্ণুদত্ত ক্ষুব্ধ হইলেন এবং ভাবিলেন যে, প্রাণান্তিক বিপদ আসিলেও সঙ্গীদের আর বারণ করিবেন না। এই স্থির করিয়া তাহাদের সহিতই পথ চলিতে থাকিলেন। সমস্ত দিন কাটিয়া গেল, সন্ধ্যার সময় এক ব্যাধপল্লীতে উপস্থিত হইলেন। তথায় যে বাড়ীতে তাঁহারা আশ্রয় লইলেন, তথায় এক ব্যাধের সুন্দরী যুবতী পত্নীমাত্র ছিল। ক্রমে সকলেই পথশ্রমে কাতর থাকায় নিদ্রিত হইল, কিন্তু বিষ্ণুদত্ত ঘুমাইলেন না, জাগিয়াই থাকিলেন। অধিক রাত্রিতে বিষ্ণুদত্ত দেখিলেন, এক যুবাপুরুষ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই ব্যাধযুবতীর সহিত সম্ভোগে নিমগ্ন হইল, ক্রমে সম্ভোগান্তে যুবক-যুবতী ঘুমাইয়া পড়িল।

যুবতীর স্বামী গ্রামান্তরে গিয়াছিল, অধিক রাত্রিতে স্বামী আসিবে না ভাবিয়াই যুবতী নিশ্চিন্ত-মনে উপপতিসহ ঘুমাইতেছিল, কিন্তু ঘটনাক্রমে সেই রাত্রিতেই গৃহস্বামী গৃহে আসিয়া দেখিল, পত্নী উপপতির সহিত একশয্যায় শয়ন করিয়া আছে। ইহাতে ক্রোধে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল, ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া তীক্ষ্ণধার অস্ত্রদ্বারা সেই উপপতির শিরশ্ছেদ করিল, কিন্তু তাহার পত্নী নিদ্রিতই রহিল, তাহাকে কোন কথাই বলিল না, অস্ত্রখানি ফেলিয়া অপর এক শয্যায় শয়ন করিল।

ইহার কিছু পরেই যুবতী জাগিয়া উঠিল, দেখে, উপপতি নিহত এবং পতি শয্যান্তরে নিদ্রিত। ইহা দেখিয়া তাহার মন বড় ব্যাকুল হইল। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া উপপতির মস্তক ও দেহ লইয়া গৃহ হইতে বাহির হইল এবং গৃহের পার্শ্বেই একস্থানে রাশীকৃত ভস্ম ছিল, যুবতী অতি গোপনে সেই ছাই-গাদার ভিতর উপপতির দেহ লুকাইয়া রাখিল এবং শীঘ্র গৃহে ফিরিয়া আসিল।

বিষ্ণুদত্ত জাগিয়া থাকিয়া সকল ঘটনা দেখিলেন এবং ছাইগাদায় শবদেহ রাখিবার সময়ও পাঁ[illegible] গিয়াছিলেন এবং যুবতীর আসিবার আগেই যথাস্থানে আসিয়া রহিলেন।

যুবতী ঘরে আসিয়াই ক্রোধে অধীরা হই[illegible] অস্ত্রদ্বারা স্বামীর শিরশ্চেদ করিল এবং বাহিরে আসি[illegible] উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল, তাহা[illegible] চীৎকারে প্রতিবাসীরা জাগরিত হইল এ[illegible] ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া যুবতীর নিকট স্বামী[illegible] হত্যাসংবাদ শুনিল এবং ঐ নিদ্রিত পথিকদিগকে[illegible] হত্যাকারী স্থির করিয়া তাহাদিগকে বধ করি[illegible] অভিপ্রায়ে তাড়না করিতে লাগিল।

তখন বিষ্ণুদত্ত নির্ভয়ে উচ্চরবে তাহাদিগকে বলিলেন, মহাশয়গণ! এই ব্যাপারে আম[illegible] নির্দ্দোষ। এই দুষ্টা যুবতীই সমস্ত অনর্থের মূ[illegible] আমাদিগের মধ্যে আমিই কেবল জাগিয়া থাকি[illegible] গৃহের ভিতরকার ও বাহিরের সকল ঘটনা প্রত্য[illegible] করিয়াছি, আপনারা যদি অনুমতি করেন, ত[illegible] আমি সমুদয় ঘটনা বলিতে পারি।

এই কথা শুনিয়া প্রতিবেশীরা ঘটনা প্রক[illegible] করিতে বলিলেন, বিষ্ণুদত্ত তাঁহাদের কথায় ব্যা[illegible] যুবতীকৃত সকল ঘটনাই বিবৃত করিলেন এবং ছাই-গাদায় গোপনে রক্ষিত উপপতির শবদেহ দেখাই[illegible] দিলেন।

প্রতিবেশীরা সকল ব্যাপার শুনিয়া ও দেখি[illegible] পথিকদিগকে নির্দ্দোষ মনে করিয়া ছাড়িয়া দিল।

বিষ্ণুদত্তের সঙ্গীরা এই ব্যাপারে বিস্ময়াপন্ন হই[illegible] এবং দুর্নিমিত্ত দর্শনে বিষ্ণুদত্ত যে তাহাদিগকে যাই[illegible] বারংবার নিষেধ করিয়াছিলেন, এ জন্য তাঁহা[illegible] বহুবার প্রশংসা করিতে থাকিল এবং তাঁহার অনুগ্রহে আজি আমরা মৃত্যুমুখ থেকে নি[illegible] পাইলাম বলিয়া বিষ্ণুদত্তের নিকট বহু কৃতজ্ঞ[illegible] কাশ করিল এবং প্রভাতে তাহারা প্রস্থান করি[illegible]

সোমপ্রভা কলিঙ্গসেনার নিকট এই আখ্যায়ি[illegible] উপসংহার করিয়া বলিলেন, সখি! কোন কার্য্যে[illegible] প্রারম্ভে যদি কোন দুর্নিমিত্ত লক্ষিত হয়, ত[illegible] তাহাতে অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্টলাভ হয় না।

এই দেখ, তুমি ব্যস্ত হইয়া বৎসরাজের নি[illegible] দূত পাঠাইয়া নীতিবিরুদ্ধ কার্য্যই করিয়াছ, অ[illegible] তোমার ইষ্টলাভের সম্ভাবনা বড়ই সংশয়িত হই[illegible] তবে ঈশ্বর চরণে প্রার্থনা করি, তোমার বিবাহ [illegible] সম্পাদিত হউক। কিন্তু সখি! কুলয়ে [illegible] ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছ বলিয়া শীঘ্র যে অভীষ্ট[illegible] হইবে, এরূপ আশা করি না। মন্ত্রী যৌগন্ধ[illegible]

তোমার যে অনুকূল, তাহা বোধ হয় না, তোমার সহিত বৎসরাজের বিবাহ হয়, ইহা তাঁহার অনভিমত। তিনি অতি সুচতুর ব্যক্তি, যাহাতে এই বিবাহ-সংঘটনা না হয়, তিনি গোপনে তাহারই চেষ্টা করিতেছেন। তিনি খুব ধর্ম্মভীরু বলিয়াই এতদিন তোমার প্রাণনাশ করেন নাই। কোন দোষানুসন্ধান করিয়া এই বিবাহে বিঘ্ন উৎপাদন করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য এবং বৎসরাজের অন্য পত্নীরাও এই বিবাহে নানারূপ দোষদর্শনে ব্যগ্র। সপত্নীগণের এরূপ আচরণ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। যাহা হউক, তোমাকে অধিক আর কি বলিব, তুমি খুব সাবধানে থাকিবে, কেহ যেন তোমাকে প্রতারণা করিতে পারে না। তুমি সর্ব্বক্ষণই বৎসরাজের প্রতি অনুরক্ত থাকিবে। আমি অন্য বহুচেষ্টায় স্বামীর আদেশ লইয়া তোমার কাছে আসিয়াছি, ইহার পর আর আমার এখানে আগমন সম্ভব হইবে না। স্বামিগৃহে আমার অনেক কাজকর্ম্ম বাকি আছে, সেজন্য এক্ষণে গৃহে চলিলাম। যদি আমার স্বামীর পুনরায় অনুমতিপ্রাপ্ত হই, তবে আবার আসিব।

সোমপ্রভা সখী কলিঙ্গসেনার নিকট এই কথা কহিয়া অশ্রুপূর্ণমুখে সেদিন তথা হইতে স্বভবনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

কৃষকের ধর্ম্মকথা

সোমপ্রভা চলিয়া গেলে কলিঙ্গসেনা একাকিনী সেই বৎসরাজের উদ্যানে তাঁহারই নির্দিষ্ট বাসভবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মাতাপিতা, বন্ধু-বান্ধব, কাহারও সহিত তাঁহার দেখাসাক্ষাৎ নাই, তিনি নিরন্তর বৎসরাজের ধ্যানেই নিমগ্না রহিলেন।

এদিকে বৎসরাজ কলিঙ্গসেনার পাণিগ্রহণে বহু বিলম্ব আছে দেখিয়া সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিত, কিছুতেই তাঁহার মনে শান্তি নাই, তিনি চিত্তবিনোদনের জন্য তখন তাঁহার প্রধানা মহিষী বাসবদত্তার গৃহে প্রবেশ করিলেন। দেবী বাসবদত্তা রাজাকে পাইয়া যৌগন্ধরায়ণের পরামর্শে রাজার যথাযোগ্য আদর-অভ্যর্থনা কোন অংশেই ত্রুটি করিলেন না। স্বামীর প্রতি পূর্ব্বে যেরূপ ভালবাসা, ভক্তি ও সম্মান দেখাইয়াছেন, এখনও তাহার কোন ত্রুটি করিলেন না। বৎসরাজ বাসবদত্তার আচরণ দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন। তিনি ভাবিয়াছেন, —কলিঙ্গসেনা-ঘটিত বৃত্তান্ত শুনিয়া বাসবদত্তা তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়াছেন। কিন্তু ব্যবহারে তাহার বিপরীত দেখিয়া তাঁহার সে ধারণা অনেকটা কমিয়া গেল। তিনি বাসবদত্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, —প্রিয়ে! আমি জানিতে পারিলাম, কলিঙ্গসেনা নাম্নী এক রাজতনয়া আমার গলে বরমাল্য প্রদান করিবার জন্য এইখানে আগমন করিয়াছেন। তুমি তাহার কিছু শুনিয়াছ কি? বাসবদত্তা তৎশ্রবণে একটুও চঞ্চল হইলেন না, তিনি অবিকৃতমনে উত্তর করিলেন, নাথ! এ অতি সুখের সংবাদ! এ সংবাদ আমি পূর্ব্বেই শুনিতে পাইয়াছি, আপনি কলিঙ্গসেনার পাণিগ্রহণ করিবেন, ইহাতে বাস্তবিকই আমি আহ্লাদিত। এই ব্যাপারে কেবল যে একটি রমণীরত্নই লাভ হইবে, সেরূপ আমায় মনে হয় না। ইহাতে নরপতি কলিঙ্গদত্ত আপনার বাধ্য হইবেন এবং ক্রমে তাঁহার রাজ্য পর্য্যন্তও আপনার হস্তগত হইতে পারিবে। বৎসরাজ মহিষীর মুখে ঐরূপ মনস্তুষ্টিকর কথা শুনিয়া তৎকালে পরম আপ্যায়িত হইলেন। ক্রমে রাত্রি উপস্থিত হইল। রাজা ও রাণী উভয়েই তখন পান-ভোজনাদি নির্ব্বাহ করিয়া যথাকালে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ পরেই রাজার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি জাগরিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—আচ্ছা, মহিষী বাসবদত্তা কি প্রকৃতই উদারচেতা, না শুদ্ধ আমারই মনস্তুষ্টির জন্য এক্ষণে এইরূপ ঈর্ষাদ্বেষশূন্য কথা কহিলেন? আমার ধারণা, কলিঙ্গসেনা সপত্নী হইলে বাসবদত্তার মন কখনই প্রসন্ন থাকিবে না। আর আমার দ্বিতীয়া মহিষী পদ্মাবতী, তিনিও যে এই ব্যাপারে সন্তুষ্টা থাকিবেন, ইহাও আমার মনে হয় না। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস, কলিঙ্গসেনার পাণিগ্রহণ করিলে আমার এই মহিষীদ্বয় নিশ্চয়ই মনের ক্ষোভে প্রাণত্যাগ করিবেন। ইঁহারা প্রাণত্যাগ করিলে আমার সর্ব্বনাশ হইবে। আমার জীবনের সকল শান্তিই তিরোহিত হইবে; অতএব এখন দেখিতেছি, কলিঙ্গসেনার পাণিগ্রহণ করা আমার পক্ষে কোনক্রমেই মঙ্গলজনক নহে। এ বিবাহ না করাই সর্ব্বথা মঙ্গলাবহ।

বৎসরাজ এইরূপ চিন্তা করিয়া সে রাত্রি বাসবদত্তার গৃহে যাপনপূর্ব্বক পরদিন অপরাহ্নসময়ে পদ্মাবতীর গৃহে প্রবেশ করিলেন। পদ্মাবতীও তাঁহার সেবাশুশ্রূষার কোনরূপ ত্রুটি করিলেন না বা রাজা কলিঙ্গসেনার পাণিগ্রহণ করিবেন বলিয়া তাঁহার মন কিছুমাত্র বিচলিত হইল না।

রাজা মহিষীদ্বয়ের ব্যবহার দেখিয়া তাঁহাদের মনোভাব কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি পরদিন মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের নিকট সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। মন্ত্রী রাজার কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ বিবেচনাপূর্ব্বক উত্তর করিলেন,—মহারাজ! স্ত্রীলোকের মনোভাব বুঝা সহজ নহে। আপনি আপনার মহিষীদ্বয়ের যেরূপ সরল স্বভাব লক্ষ্য করিয়াছেন, বাস্তবিকপক্ষে তাঁহাদের প্রকৃতি সেরূপ সরল নহে। স্ত্রীলোকের স্বভাব বড়ই দুর্জ্ঞেয়। সহজে কেহই তাহাদিগের অভিপ্রায় বুঝিয়া উঠিতে পারে না। আপনি জানিয়া রাখিবেন, সাধ্বী স্ত্রীলোকেরা প্রাণান্তেও নিজের সপত্নী হওয়া প্রার্থনা করেন না। তাঁহারা বাহ্যিক সকল বিষয়েই নিজেই উদারতা দেখাইয়া থাকেন বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদিগের মনের গতি অন্যরূপ। আমার বিশ্বাস, এই বিবাহ হইয়া গেলে নিশ্চয়ই আপনার মহিষীদ্বয় আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন। এ সম্বন্ধে আমি একটি গল্প বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

ভারতবর্ষের দক্ষিণে গোকর্ণ নামক নগরে শ্রুতসেন নামে এক কৃতবিদ্য নরপতি ছিলেন। তাঁহার বিদ্যাবৈভব যথেষ্ট ছিল, কিন্তু একটি অনুরূপ পত্নীর অভাবে তাঁহার মন সর্ব্বদাই বিষণ্ণ থাকিত।

একদিন হরিশর্ম্মা নামক জনৈক ব্রাহ্মণ রাজা শ্রুতসেনের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, দেব! আমি দুইটি অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়াছি, আপনি তাহা শ্রবণ করুন।

আমি তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়া ক্রমে একসময় পঞ্চতীর্থীতে উপস্থিত হই, ঐ স্থানে পাঁচ অপ্সরা ঋষিশাপে কুম্ভীর হইয়াছিল, অর্জ্জুন তীর্থযাত্রাগত হইয়া উহাদের শাপমোচন করেন বলিয়া উহার নাম পঞ্চতীর্থী হয়। তথায় পাঁচদিন উপবাসী থাকিয়া স্নান করিলে বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি হয়, আমি তথায় দেখি যে, এক কৃষক ভূমি কর্ষণ করিতেছে ও গান করিতেছে।

আমি একাগ্রমনে কৃষকের সেই গান শুনিতেছি, ইতিমধ্যে তথায় একজন পরিব্রাজক আসিয়া সেই কৃষকের নিকট পথ জিজ্ঞাসা করিলেন। কৃষক একাগ্রমনে গান করিতেছিল, সুতরাং পরিব্রাজকের সেই প্রশ্ন সে শুনিতে পাইল না। পরিব্রাজক দুই-তিনবার পথের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াও তাহার উত্তর পাইলেন না, তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া কৃষককে যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন। কৃষক তৎশ্রবণে সঙ্গীতালাপ ত্যাগ করিয়া বলিল,—আহা ইনি পরিব্রাজকবেশ ধারণ করিয়াছেন, কিন্তু ধর্ম্মবিষয়ে ইঁহার আদৌ জ্ঞান হয় নাই। বলিতে লজ্জা হয়, আমি মূর্খ কৃষক, আমি যে ধর্ম্মতত্ত্ব জানি, তাহাও ইনি জানেন না।

পরিব্রাজক কৃষকের কথায় লজ্জিত হইয়া বলিলেন,—কৃষক, তোমার কথায় আমার বড়ই কৌতুক জন্মিয়াছে। তুমি যদি ধর্ম্মতত্ত্ববিষয় অবগত থাক, তবে আমার নিকট বল। কৃষক বলিল,—মহাশয়, আপনার যদি ধর্ম্মতত্ত্ব শ্রবণে প্রকৃতই কৌতূহল হইয়া থাকে, তবে এই সম্মুখস্থ বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবেশন করুন, আমি যাহা জানি, আপনার নিকট প্রকাশ করিয়া বলিতেছি।

কৃষকের কথায় পরিব্রাজক বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবেশন করিলেন। তখন কৃষক বলিতে লাগিল,—মহাশয়! এই গ্রামে যজ্ঞদত্ত, সোমদত্ত এবং বিশ্বদত্ত নামে তিন জন ব্রাহ্মণ আছেন। তাঁহারা পরস্পর সহোদর। তাঁহাদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ এবং মধ্যম ভ্রাতা দারপরিগ্রহ করিয়াছেন। কনিষ্ঠ বিশ্বদত্তের এখনও বিবাহ হয় নাই। তাঁহারা তিন ভ্রাতা একত্র বাস করিতেছেন। আমি তাঁহাদিগের কৃষক। তাঁহাদিগের গৃহেই আমার বাস। কনিষ্ঠ বিশ্বদত্ত ভৃত্যের ন্যায় আমারই সঙ্গে বাস করেন। বিশ্বদত্তের চরিত্র অতি উন্নত, কিন্তু তিনি নির্ব্বোধ, বুদ্ধিশুদ্ধি তাঁহার বড় একটা নাই। একসময় তাঁহার ভ্রাতৃপত্নীদ্বয় কামাতুরা হইয়া তাঁহার নিকট আগমন করেন, কিন্তু বিশ্বদত্ত তাঁহাদিগের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে কিছুতেই সম্মত হন না। বিশ্বদত্তের ভ্রাতৃপত্নীদ্বয় স্বীয় মনস্কামনা পূর্ণ করিতে না পারিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। বিশ্বদত্তকে নির্য্যাতন করিবার জন্য একদিন নিজ নিজ স্বামীর নিকট বলিলেন,—আমাদিগের সতীত্ব রক্ষা করা দায় হইয়া উঠিয়াছে। দেবর বিশ্বদত্ত প্রত্যহই আমাদিগের সহিত রমণ করিতে চাহিতেছেন।

জ্যেষ্ঠ এবং মধ্যম ভ্রাতা স্ব স্ব পত্নীর নিকট এই সংবাদ শুনিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাহাকে স্থানান্তরে রাখিতে মনস্থ করিয়া বলিলেন,—বিশ্বদত্ত, তুমি এখন হইতে গৃহে থাকিতে পারিবে না, যাও, ক্ষেত্রে গিয়া তথাকার মৃত্তিকাস্তূপ কাটিয়া সমান কর। বিশ্বদত্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের সেই কথায় আর প্রতিবাদ করিলেন না, তিনি অম্লানবদনে কুদ্দাল হস্তে লইয়া সেই দণ্ডেই ক্ষেত্রে আগমন পূর্ব্বক এই স্থানের মৃত্তিকাস্তূপ কাটিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে মাটি কাটিতে নিষেধ করিয়া বলিলাম,

—মহাশয়, এই মৃত্তিকাস্তূপ আপনি কাটিবেন না। ইহার মধ্যে যে গর্ত্ত দেখিতেছেন, উহার মধ্যে এক সর্প বাস করে।

বিশ্বদত্ত আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া সেই মৃত্তিকাস্তূপ কাটিয়া ফেলিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, সর্পের পরিবর্ত্তে সেই গর্ত্ত হইতে তখন সহসা দুইটি সুবর্ণমুদ্রাপূর্ণ কলস বাহির হইয়া পড়িল। আমি সেই কলস দুইটিকে হস্তান্তরিত করিতে নিষেধ করিলাম, কিন্তু বিশ্বদত্ত আমার সে কথাও শুনিলেন না, তিনি সেই সুবর্ণমুদ্রাপূর্ণ কলস দুইটি গৃহে লইয়া গিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়কে অর্পণ করিলেন। ক্রূরমতি ভ্রাতৃদ্বয় তাহাতেও বিশ্বদত্তের প্রতি সদয় হইলেন না। তাঁহারা সেই প্রাপ্ত ধনের অংশ ভবিষ্যতে বিশ্বদত্তকে না দিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার হস্তপদ বন্ধনপূর্ব্বক তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা তদীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিলেন। কনিষ্ঠ বিশ্বদত্ত এইরূপ নানা যাতনা পাইয়াও ভ্রাতৃদ্বয়কে কিছু বলিলেন না বা ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতি কোনরূপ বিদ্বেষ আচরণ করিলেন না।

ধর্ম্মের গতিরহস্য বিচিত্র! মানববুদ্ধি সহজে সে রহস্য ভেদ করিতে পারে না। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় কনিষ্ঠকে মৃতকল্প করিলেন, কিন্তু ভ্রাতৃভক্তিবলে অল্পক্ষণ পরেই আবার তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিরাময় হইল। বিশ্বদত্ত বন্ধনমুক্ত হইয়া পূর্ব্ববৎ সুস্থদেহে বিচরণ করিতে লাগিলেন। আমি এই ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়াছি এবং ইহার পর হইতেই আমি আমার সমুদয় ক্রোধমল পরিহার করিয়াছি। ক্রোধ, হিংসা আমার দেহে এখন নাই। আমি বেশ আছি। ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মপথে থাকিলে চিরদিনই আমার এইরূপে কাটিবে। তাই বলিতেছিলাম, আপনি এক্ষণে পরিব্রাজক হইয়াও ক্রোধ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। সুতরাং আপনার ধর্ম্মতত্ত্বে অভিজ্ঞতা আছে বলিয়া স্বীকার করিব কিরূপে? আপনি জানিয়া রাখুন, অক্রোধই সর্ব্বধর্ম্মের মূল।

কৃষক এই কথা কহিয়া সদ্যই নিজদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গধামে গমন করিল। হরিশর্ম্মা রাজা শ্রুতসেনকে এই বলিয়া শেষে বলিলেন,—মহারাজ! আমি এই ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অপর বিদ্যুদ্দ্যোতার এক উপাখ্যান বলিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি একসময়ে পর্য্যটন করিতে করিতে রাজা বসন্তসেনের রাজ্যে উপস্থিত হইলাম, তথায় রাজার অন্নসত্রে ভোজন করিতে যাইতেছি, তথায় কয়েকজন ব্রাহ্মণ আমাকে বলিল, মহাশয়! ঐ পথে যাবেন না। ঐ পথে রাজকুমারী বিদ্যুদ্দ্যোতা রহিয়াছেন, তাঁহাকে দেখিলে মুনিও কামার্ত্ত হইয়া পড়েন ও ক্রমে উন্মাদদশা পাইয়া আর বাঁচেন না। এই কথা শুনিয়া আমি তাহাদের বলিলাম, আমি সাক্ষাৎ কন্দর্পদেব রাজা শ্রুতসেনকে দেখিয়া আসিতেছি, তিনি বাহির হইলে পাছে তাঁহাকে দেখিয়া কুলনারীদের মানসিক ব্যভিচারে সতীধর্ম্ম ভঙ্গ হয়, এই ভাবিয়া রক্ষকেরা কুলকামিনীদের সরাইয়া দিয়া থাকে। এই কথা শুনিয়া ও আমি ভোজনার্থী জানিয়া অন্নসত্রের অধ্যক্ষ আমাকে রাজার কাছে লইয়া গেল, তথায় সেই বিদ্যুদ্দোত্যাকে দেখিলাম, যেন কামদেবের জগৎ-মোহকরী বিদ্যা শরীরিণী হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাকে দেখিয়া আমি ভাবিলাম, এই নারী আমাদের প্রভুর যোগ্যা বটে, কিন্তু ইহাকে পাইলে তো রাজা রাজ্য ভুলিয়া যাবেন, যাহা হউক, এটি তাঁহাকে বলিতে হইবে। আমি যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, মহারাজ তাহা আপনাকে বলিলাম।

যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন,—রাজা শ্রুতসেন ক্রমে সেই ব্রাহ্মণের নিকট দুইটি প্রত্যক্ষ ঘটনাই শুনিলেন এবং অবশেষে ব্রাহ্মণবর্ণিত বিদ্যুদ্দ্যোতা নাম্নী একটি রূপগুণবতী রাজতনয়ার বৃত্তান্ত শ্রবণে সত্বর তাহারই পাণিগ্রহণ করিলেন। রাজা বিদ্যুদ্দ্যোতাকে লইয়া মহাসুখে কাল কাটাইতে লাগিলেন। কিন্তু কিয়দ্দিন পরেই তাঁহার বুদ্ধি-বিভ্রম ঘটিল, তিনি মাতৃদত্তা নাম্নী আর একটি রাজকন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহার পাণিগ্রহণ করিলেন। রাজতনয়া বিদ্যুদ্দ্যোতা এই ব্যাপারে ক্ষুব্ধ হইয়া দুঃখে প্রাণত্যাগ করিলেন। বিদ্যুদ্দ্যোতার শোকে রাজা জীবন হারাইলেন। রাজার অভাবে তাঁহার শেষ পত্নী মাতৃদত্তাও দেহত্যাগ করিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে রাজা শ্রুতসেনের রাজ্যৈশ্বর্য্য সমস্তই বিনষ্ট হইল।

অতএব মহারাজ, আপনি নিশ্চয়ই জানিবেন, অবলাগণের প্রকৃত প্রেমভঙ্গ অত্যন্ত দুঃসহ। যদি আপনি কলিঙ্গসেনার পাণিগ্রহণ করেন, তাহা হইলে বাসবদত্তা ও পদ্মাবতী উভয়েই যে প্রাণত্যাগ করিবেন, এ বিষয় নিঃসন্দেহ। এইরূপ ঘটনা হইলে রাজকুমার নরবাহনদত্তও মাতৃশোকে নিতান্ত দুরবস্থাপন্ন হইয়া পড়িবেন। আর আপনিও যে তৎকালে সুস্থ দেহে থাকিবেন, ইহাও আমার মনে হইতেছে না। এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন, এই এক বিবাহব্যাপারে বহু অনিষ্টেরই সম্ভাবনা, অতএব

মহারাজ! যাহাতে সকল দিক রক্ষা হয়, এইরূপ ভাবিয়া কাজ করুন। দেখুন, তির্য্যগ্‌ জাতিরাও আপন স্বার্থরক্ষা করিয়া কর্ম্ম করিয়া থাকে। আমি আর অধিক কি বলিব, মহারাজ সকল বিষয়ই বিদিত আছেন। আপনার অজ্ঞাত কিছুই নাই। যৌগন্ধরায়ণ এই বলিয়া বিরত হইলেন।

মন্ত্রীর কথা শুনিয়া বৎসরাজের বিবেকবুদ্ধি আসিল, তিনি বলিলেন, মন্ত্রিবর! আপনি যাহা বলিলেন, তৎসমস্তই সত্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতএব কলিঙ্গসেনার পাণিগ্রহণ করিবার প্রয়োজন নাই। আমি এখন সে চেষ্টা হইতে বিরত হইলাম। গণক দ্বারা অধিকদিন পরে লগ্ন স্থির করা উত্তমই হইয়াছে। কারণ, রাজদুহিতাগণ স্বয়ম্বরার্থে উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগের প্রত্যাখ্যানে মহান্‌ অধর্ম্ম হইয়া থাকে।

যৌগন্ধরায়ণ বৎসরাজের কথায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। বৎসরাজও তৎপরে বাসবদত্তার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক বলিলেন, দেবি! তুমি আমার জীবনসর্ব্বস্ব, তোমার মনে কষ্ট দিয়া আমি দারান্তর পরিগ্রহ করিব না। এমন কি, কলিঙ্গসেনার নামমাত্র আমি মুখে আনিব না।

বৎসরাজ এই কথা কহিয়া বাসবদত্তার সহিত পরমানন্দে সে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

এদিকে কলিঙ্গসেনার স্বভাবচরিত্র জানিবার জন্য যৌগন্ধরায়ণ যে ব্রহ্মরাক্ষসকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সে যৌগন্ধরায়ণের নিকট আসিয়া বলিল, মিত্র! আমি বহু অনুসন্ধান করিয়াও কলিঙ্গসেনার চরিত্রে কোন দোষ দেখিতে পাইলাম না। তাঁহার বাসভবনের বাহিরে ও অভ্যন্তরে দুই স্থানেই আমি গতিবিধি করিয়াছি; কিন্তু তথায় কোন দেব বা মানবের সমাগম আছে বলিয়া আমার মনে হয় নাই। তবে একটি কাণ্ড আমার আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হইয়াছে; সেটি কি, তাহা আমি স্থির করিতে পারি নাই। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় কলিঙ্গসেনার গৃহের ছাদের উপর ভীষণ শব্দ শুনা যায়। সেই শব্দটি কি নিমিত্ত এবং কিরূপে উৎপন্ন হয়, তাহা জানিবার জন্য আমি আমার জ্ঞাপনীবিদ্যা প্রয়োগ করিয়াছিলাম; কিন্তু সে বিদ্যা দ্বারা আমি ইহার মর্ম্ম কিছুই জানিতে পারিলাম না। অবশেষে বহু চিন্তা করিয়া স্থির করিলাম, নিশ্চয়ই কোন বিদ্যাধরযুবক কলিঙ্গসেনার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট যাতায়াত করিবার চেষ্টা করেন। যাহা হউক, মিত্র! কলিঙ্গসেনার সম্বন্ধে ইহা ব্যতীত আর কিছু আমি জানিতে পারি নাই, এক্ষণে এই কথা তোমাকে বলিবার জন্যই আমি শীঘ্র শীঘ্র এইস্থানে আগমন করিয়াছি।

যৌগন্ধরায়ণ ব্রহ্মরাক্ষসের কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন, মিত্র! মানবের বুদ্ধিবলই প্রধান বল। বুদ্ধি দ্বারা মানুষ অতি দুঃসাধ্য কার্য্যও অনায়াসে সুসম্পন্ন করিতে পারে। অতএব তুমি বুদ্ধি দ্বারা যাহাতে কলিঙ্গসেনার কোন প্রকৃত দোষ উদ্ঘাটন করিতে পার, তাহারই চেষ্টা করিতে থাক। তবে এ বিষয়ে আমারও দৃঢ় বিশ্বাস যে, কলিঙ্গসেনাকে দেখিয়া দেবগণেরও মন চঞ্চল হওয়া বিচিত্র নহে। তুমি কলিঙ্গসেনা সম্বন্ধে যেরূপ অনুমান করিয়াছ, তাহা অসম্ভব বলিয়া আমার মনে হয় না। তুমি পুনরায় যাইয়া সন্ধান লও, সেই শব্দ ভিন্ন কলিঙ্গসেনার গৃহে কোন পুরুষের আলাপ শুনিতে পাও কি না? যদি এরূপ কোন কুঘটনা তথায় তোমার প্রত্যক্ষ হয়, তাহা হইলে জানিবে নিশ্চয়ই কলিঙ্গসেনার কপাল ভাঙ্গিয়াছে। তিনি যাঁহাকে কামনা করিয়াছেন, সেই বৎসরাজ আর তাঁহার প্রণয়প্রার্থী হইবেন না এবং এ অবস্থায় তিনি যদি কলিঙ্গসেনাকে ত্যাগ করেন, তবে তাহাতে তাঁহার অধর্ম্মও হইবে না।

যৌগন্ধরায়ণ এই কথা কহিয়া পুনর্ব্বার ব্রহ্মরাক্ষসকে কার্য্যোদ্ধারার্থ যাইতে অনুরোধ করিলেন। ব্রহ্মরাক্ষস যৌগন্ধরায়ণের বুদ্ধিবলের বহু প্রশংসা করিয়া বলিল, মিত্র! আমি কর্ত্তব্য পালন করিতে চলিলাম, কিন্তু যেরূপ গতিক দেখিয়াছি, তাহাতে কলিঙ্গসেনা বৎসরাজ ব্যতীত আর কাহারও প্রতি ভ্রমেও আত্মসমর্পণ করেন বলিয়া আমার ধারণা হয় না। আমি অনেকদিন দেখিয়াছি, কলিঙ্গসেনা সমস্ত দিন উৎকণ্ঠিতমনে থাকেন। শেষে অপরাহ্ণে বৎসরাজ যখন হর্ম্ম্যোপরি উঠিয়া পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁহার পাদপদ্ম দর্শনে তাঁহার মনে শান্তি হয়। যাহা হউক, আমি তোমার কার্য্যসাধনে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

ব্রহ্মরাক্ষস এই বলিয়া প্রস্থান করিলে, যৌগন্ধরায়ণ তখন কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত হইলেন।

রাক্ষস সায়ংকালে কলিঙ্গসেনার গৃহের নিকট গিয়া অদৃশ্যভাবে অবস্থান করিল। ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল। কলিঙ্গসেনা একাগ্রমনে বৎসরাজের চিন্তা করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বে মদনবেগ নামক যে এক বিদ্যাধরযুবক কলিঙ্গসেনাকে দেখিয়া কামাতুর হইয়াছিলেন, তিনি

কলিঙ্গসেনাকে লাভ করিবার নিমিত্ত প্রত্যহই তাঁহার গৃহসন্নিধানে যাতায়াত করিতেন, কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যহই তাঁহাকে ক্ষুণ্নমনে ফিরিয়া যাইতে হইত। অদ্য শঙ্করের আদেশ তাঁহার স্মরণ হইয়াছে। তিনি সেই আদেশ স্মরণ করিয়া নিজ বিদ্যাপ্রভাবে বৎসরাজের বেশ ধারণপূর্ব্বক কলিঙ্গসেনার গৃহে প্রবেশ করিলেন। কলিঙ্গসেনা হঠাৎ বৎসরাজকে তাঁহার সম্মুখে দেখিয়া সসম্ভ্রমে উত্থিত হইলেন। অবিলম্বে তাঁহাদিগের উভয়ের পরিণয়কার্য্য সমাধা হইল। যৌগন্ধরায়ণ-প্রেরিত ব্রহ্মরাক্ষস গোপনে এই সকল ব্যাপার দেখিল। বৎসরাজ কলিঙ্গসেনার পাণিগ্রহণ করিলেন দেখিয়া, তাহার মনে বিস্ময় ও বিষাদ আসিয়া উপস্থিত হইল। রাক্ষস ভাবিল, যাহা দেখিবার দেখা হইয়াছে, এখন আর এখানে থাকিয়া ফল কি? স্বয়ং বৎসরাজই যখন গোপনে আসিয়া বিবাহব্যাপার সমাধা করিলেন, তখন আর কলিঙ্গসেনার দোষানুসন্ধানে প্রয়োজন নাই। ভালই হইয়াছে, কলিঙ্গসেনা প্রতিনিয়ত যাহা চাহিতেছে, বিধাতা তাহাই ঘটাইয়া দিয়াছেন। এখন আর আমার এখানে থাকা উচিত হয় না। আমি আবার উজ্জয়িনীর শ্মশানক্ষেত্রে যাই। কিন্তু যাইবার সময় এই সংবাদটা মিত্র যৌগন্ধরায়ণের নিকট আমার বলিয়া যাওয়াই সঙ্গত। অতএব আমি অগ্রে তাঁহারই সহিত সাক্ষাৎ করি, পরে আমার বাসস্থানে গমন করিব।

ব্রহ্মরাক্ষস এই ভাবিয়া সেই দণ্ডেই মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং বৎসরাজ স্বয়ংই গিয়া কলিঙ্গসেনাসহ বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হইয়াছেন, এই কথা বলিল। কিন্তু যৌগন্ধরায়ণ সে কথা বিশ্বাস করিলেন না। তিনি বলিলেন,—এরূপ হওয়া অসম্ভব। নিশ্চয়ই কোন দেব বা বিদ্যাধর বৎসরাজের বেশ ধারণ করিয়া কুমারী কলিঙ্গসেনার মন ভুলাইয়াছেন। বৎসরাজ অন্তঃপুরেই আছেন, তিনি কখনও কলিঙ্গসেনার সঙ্গলাভে উদ্যত হন নাই।

যৌগন্ধরায়ণ এই বলিয়া গোপনে রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তথায় বাসবদত্তার বাসগৃহে বৎসরাজ শয়ন করিয়া আছেন, ব্রহ্মরাক্ষসকে তাহা দেখাইয়া পরক্ষণেই, কলিঙ্গসেনার বাসগৃহের নিকট আগমন করিলেন। সেইস্থানে আসিয়া তিনি স্বচক্ষে সকল ঘটনা দেখিলেন।

ব্রহ্মরাক্ষস যৌগন্ধরায়ণের অনুমান সত্য হইয়াছে দেখিয়া তখন তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তির বহু প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,—মিত্র! আমরা ক্ষুদ্রমতি, সুতরাং অন্ধ। তুমি মতিমান্, সুতরাং চক্ষুষ্মান্। প্রজ্ঞাচক্ষু দ্বারা তুমি সমস্তই জানিতে পার। তোমার মন্ত্রণাবলে অসাধ্যও সাধিত হইতে পারে। যেমন সূর্য্যহীন দিন, চন্দ্রহীন নিশা, সত্যহীন বাক্য ও ধর্ম্মহীন ক্রিয়া, সেইরূপ মন্ত্রিহীন রাজ্য। যে রাজ্যে উত্তম মন্ত্রী নাই, সে রাজ্য বৃথা, কস্মিন্‌কালেও তাহার উন্নতির আশা নাই। ব্রহ্মরাক্ষস এই বলিয়া অদৃশ্য হইলে যৌগন্ধরায়ণও স্বগৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

রাত্রি প্রভাত হইল। যৌগন্ধরায়ণ ব্রহ্মরাক্ষসকে স্মরণ করিলেন; ব্রহ্মরাক্ষস স্মরণমাত্রেই যৌগন্ধরায়ণের নিকটে উপস্থিত হইল। মন্ত্রিবর তাহার সঙ্গে যুক্তি করিলেন এবং সঙ্গে লইয়া বৎসরাজের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। রাজা অসময়ে তাঁহাদিগকে দেখিয়া আগমনকারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

যৌগন্ধরায়ণ উত্তর করিলেন, দেব! আপনার নিকট একটি সম্বাদ বলিবার জন্য অসময়ে আসিতে হইল। কলিঙ্গসেনা আপনার কণ্ঠে মালা দিবার অভিপ্রায়ে এখানে অবস্থান করিতেছেন; এই শুভপরিণয় আমাদের অতিশয় আনন্দকর। কিন্তু পরম্পর জানিলাম, কলিঙ্গসেনা ব্যভিচারিণী, এরূপ রমণী আপনার মহিষী হন, ইহা আমাদের অনভিপ্রেত। কলিঙ্গসেনা পূর্ব্বে শ্রাবস্তীপতি প্রসেনের প্রণয়ে আসক্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু কিছু-দিন পরেই তাঁহাকে বৃদ্ধ মনে করিয়া আপনার উদ্দেশে এখানে আসিয়াছেন। এক্ষণে এ স্থানেও যে তিনি সচ্চরিত্রা আছেন, এরূপ মনে হইতেছে না; সুতরাং কুলটা কামিনীর পাণিগ্রহণ করিলে মহারাজের নিষ্কলঙ্ক কুলে কলঙ্ক ব্যতীত অন্য কোন লাভই দেখি না; সুতরাং মহারাজ! এই বিবাহ হইতে আপনি বিরত হউন, ইহাই প্রার্থনা।

মন্ত্রীর কথা শুনিয়া বৎসরাজ বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিলেন, মন্ত্রিবর! কলিঙ্গসেনা কুলের কামিনী, তিনি সদ্বংশজাতা রাজকন্যা, তাঁহার ন্যায় রমণী যে এরূপ গর্হিতকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন, ইহা আমার কখন বিশ্বাস হয় না। বিশেষতঃ তিনি এক্ষণে আমার অন্তঃপুরস্থ সুরক্ষিত প্রাসাদমধ্যে বাস করিতেছেন। এমন ব্যক্তি কে আছে যে, সে তথায় গিয়া তাঁহার সহিত ব্যভিচার ঘটাইতে পারে?

যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন, মহারাজ! যদি আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, তবে অদ্যই আমি আপনাকে

এ সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ ঘটনা দেখাইব। আপনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলেই নিঃসন্দেহে জানিতে পারিবেন। বলিব কি, শত শত দিব্য পুরুষ প্রত্যহ কলিঙ্গসেনার সঙ্গলাভ কামনা করিয়া থাকেন। সেই সকল দিব্য পুরুষের সর্ব্বত্রই অবাধ-গতি; কেহই তাঁহাদিগের গমনাগমনে বাধা দিতে সমর্থ হয় না। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে অতি দুর্গম প্রদেশেও স্বচ্ছন্দে গতিবিধি করিতে পারেন। অতএব মহারাজ! ভাবিয়া দেখুন, শত সুরক্ষিত হইলেও কলিঙ্গসেনার গৃহে তাঁহাদিগের গমনে কোন বাধা ঘটিতে পারে না।

মন্ত্রীর কথা শুনিয়া রাজার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। রাজাকে নিরুত্তর দেখিয়া যৌগন্ধরায়ণ বাসবদত্তার গৃহে গমন করিলেন, তথায় বাসবদত্তার কাছে সমুদয় ঘটনা বিবৃত করিলেন। বাসবদত্তা বিবরণ শুনিয়া সন্তোষলাভ করিলেন এবং মন্ত্রীকে বারংবার প্রণাম করিতে লাগিলেন।

যৌগন্ধরায়ণের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল, তিনি বাসবদত্তাকে আশ্বস্তা করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন।

এদিকে বৎসরাজ মন্ত্রীর প্রমুখাৎ কলিঙ্গসেনার দুর্নাম শুনিয়া সেদিন নানা ভাবনায় কাটাইলেন; বড়ই চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। দিবা অবসানে তাঁহার চিত্ত আরও ব্যাকুল হইল। তিনি স্বয়ং কলিঙ্গসেনার গৃহে গিয়া সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য উৎসুক হইলেন। তাঁহার আদেশে যৌগন্ধরায়ণ তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। অধিক রাত্রিতে কলিঙ্গসেনার ভবনাভিমুখে যাইতেছেন, রাজপুরীর সকলেই নিদ্রিত; সুতরাং কেহই তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইল না।

উভয়ে ক্রমে কলিঙ্গসেনার ভবনে গিয়া তাঁহার শয়নগৃহের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন। বিদ্যাধর-যুবক মদনবেগ তাঁহাদের আগমনের পূর্ব্বেই বৎসরাজের বেশ ধরিয়া কলিঙ্গসেনার সহিত একত্রে শয়ন করিয়াছিলেন, তিনি সহসা মানুষের পদশব্দ শুনিয়া দ্রুতপদে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। রাজা স্বচক্ষে এই ঘটনা দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি কোষ হইতে অসি নিষ্কাশিত করিয়া সেই কপটবেশী বিদ্যাধরযুবকের শিরশ্ছেদনার্থ ধাবিত হইলেন, কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল, বিদ্যাধরযুবক বৎসরাজকে স্বাভিমুখে ধাবিত হইয়া আসিতে দেখিয়া অন্যের অলক্ষ্যে শূন্যমার্গে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে কলিঙ্গসেনা জাগরিত হইয়া প্রণয়ীকে দেখিতে না পাইয়া অধীরা হইয়া পড়িলেন এবং দুঃখে অশ্রুমোচন করিতে করিতে উৎকণ্ঠার সহিত বলিলেন, হায়, কি হইল! বৎসরাজ এইমাত্র যে আমার কাছে ছিলেন; কিন্তু আমাকে না বলিয়া কোথায় গেলেন? হায়, আমি তাঁহাকে না পাইয়া কেমনে রাত্রিযাপন করিব?

ইহা শুনিয়া মন্ত্রী বৎসরাজকে বলিলেন, দেব! সরলা রাজকন্যা কিছুই জানিতেছেন না; আপনার প্রতিই অনুরাগিণী ছিলেন; কিন্তু ধূর্ত্ত বিদ্যাধর-যুবক ইহাকে আপনার প্রতি একান্ত অনুরক্তা জানিয়া মহারাজেরই বেশ ধারণপূর্ব্বক ইঁহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। এই ঘটনা আমি পূর্ব্বেই জানিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি আমার কথায় তাদৃশ বিশ্বাস করেন কি না, এই ভাবিয়া অদ্য আপনাকে তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইলাম। প্রতারক বিদ্যাধর-যুবকের উপযুক্ত দণ্ড হয় নাই বলিয়া, আপনি অপ্রতিভ হইবেন না; কারণ, বিদ্যাধরেরা মায়াবী, নানা মায়া ধরিয়া পৃথিবীতে তাহারা পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। মানববল সহজে তাহাদিগকে অভিভূত করিতে পারে না।

যৌগন্ধরায়ণের কথা শেষ হইলে, বৎসরাজ কলিঙ্গসেনার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। যৌগন্ধরায়ণও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। বৎসরাজ শয্যাপার্শ্বে উপনীত হইবামাত্র কলিঙ্গসেনা সসম্ভ্রমে তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন,—দেব! আপনি আমাকে ফেলিয়া সহসা কোথায় চলিয়া গিয়াছিলেন? আমি এতকাল যে কিরূপ উৎকণ্ঠায় জীবনধারণ করিয়া রহিয়াছি, তাহা বুঝাইবার আমার শক্তি নাই।

কলিঙ্গসেনার কথা শুনিয়া বৎসরাজ কোনই উত্তর করিলেন না। রাজাকে নীরব দেখিয়া তখন মন্ত্রী বলিলেন, —রাজপুত্রি! আমাদিগের মহারাজ এখানে আর কখন আসেন নাই বা আপনার পাণিগ্রহণ করেন নাই। মহারাজের বেশ ধরিয়া অন্য ব্যক্তি আপনাকে প্রতারণা করিয়াছে। মহারাজ মাত্র এখনই আপনার গৃহে আসিয়াছেন, ইহার পূর্ব্বে ইনি কখনও এ স্থানে আগমন করেন নাই।

মন্ত্রীর কথা শুনিয়া কলিঙ্গসেনার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। তিনি চতুর্দ্দিক্ শূন্য দেখিলেন! প্রবল চক্ষুজলে তাঁহার বক্ষ ভাসিতে লাগিল। তিনি করুণ রবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিলেন,—নরপতি মহারাজ! শুনিয়াছি, পূর্ব্বে দুষ্মন্ত

কণ্বদুহিতা শকুন্তলার পাণিগ্রহণ করিয়া শেষে তাহাকে বিস্মৃত হইয়াছিলেন, মহারাজ! আমার ভাগ্যেও কি তাহাই ঘটিল? আপনি কি আমাকে সেইরূপ ভুলিয়া গেলেন?

বৎসরাজ কলিঙ্গসেনার কাতরকণ্ঠের কথা শুনিয়া অবনতবদনে উত্তর করিলেন,—রাজপুত্রি! প্রকৃতই আমি আপনার পাণিগ্রহণ করি নাই। মাত্র অদ্যই আপনার গৃহে আগমন করিয়াছি। মন্ত্রী যাহা বলিলেন, আপনার সম্বন্ধে তাহাই ঘটিয়াছে। আমার বেশ ধরিয়া কোন বিদ্যাধর আপনার সংসর্গ করিয়াছে। যখন আমরা আপনার গৃহদ্বারে উপস্থিত হই, ধূর্ত্ত বিদ্যাধর তখনই এ স্থান পরিত্যাগ করিয়াছে। ইহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

রাজার কথায় রাজপুত্রী একেবারে হতাশ্বাস হইলেন। তাঁহার মুখ দিয়া আর বাক্যনিঃসরণ হইল না। তিনি বারংবার দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে নীরবে বসিয়া রহিলেন।

রাজপুত্রী নীরব, রাজাও নীরব। রাজার আর বলিবার কিছুই নাই। তখন মন্ত্রী তাঁহাদিগের উভয়কেই নীরব দেখিয়া বৎসরাজকে বলিলেন,—মহারাজ! রাত্রি অধিক হইয়াছে, এখানে থাকিয়া ফল কি? চলুন, এখন আমরা আপন আপন বাসস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করি!

রাজা মন্ত্রীর কথায় আর কোন উত্তর দিলেন না। মন্ত্রীর কথানুসারে তৎসমভিব্যাহারে কলিঙ্গসেনার গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

রাজা চলিয়া গেলেন। বিদেশিনী কলিঙ্গসেনা যূথভ্রষ্টা মৃগীর ন্যায় নিতান্ত শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইলেন। তাঁহার দেহমন অবসন্ন হইল। তিনি নিরাশার অতল জলে নিমগ্ন হইলেন। যে বৎসরাজের প্রণয়প্রার্থিনী হইয়া এতদিন তিনি উৎকণ্ঠিত মনে কালাতিপাত করিয়াছেন, সেই বৎসরাজ আজ তাঁহাকে একবারে প্রত্যাখ্যান করিলেন। জীবনে আর তাঁহার সাক্ষাৎলাভের সম্ভাবনা রহিল না। তিনি দুঃখিত-মনে বহুবার নিজ অদৃষ্টের নিন্দা করিতে লাগিলেন, নিজ দুর্ব্বুদ্ধিতায় দোষারোপ করিতে লাগিলেন এবং সখী সোমপ্রভার কথা মনে করিয়া বার বার ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

কলিঙ্গসেনা ভাবিতে লাগিলেন,—আমি অবলা, অসহায়া, আমার এখন উপায় কি হইবে? আমি নিজ দুর্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ যে কার্য্য করিয়াছি, তাহার ফল এখন হাতে হাতে পাইলাম। মাতাপিতা বন্ধু-বান্ধব সকল ত্যাগ করিয়াছি, দেশ ছাড়িয়া সুদূর কৌশাম্বী নগরে আসিয়াছি, সখীর কথা অবহেলা করিয়াছি, একাকিনী এইখানে কাল কাটাইতেছি, এ সকল কিসের জন্য?—বৎসরাজকে পাইব, বৎসরাজের প্রণয়সম্ভাষণে আপ্যায়িত হইব, তাঁহার বরবধূর সঙ্গলাভে অঙ্গনা-জন্ম সফল করিব,—শুধু তাহারই জন্য। আমি সখীমুখে বৎসরাজের নাম শুনিয়াছি, গুণ শুনিয়াছি, শেষে তাঁহার মধুর মোহন রূপ দেখিয়াছি,—দেখিয়া তাঁহাতেই মজিয়াছি। তাঁহারই ধ্যানে একমনে কাল কাটাইয়াছি এবং অভ্রান্তমনে তাঁহারই অঙ্গে অঙ্গ দিয়া রতিরঙ্গে মগ্ন হইয়াছি; কিন্তু বিধি আমার প্রতি বাম হইলেন। একে অন্য হইল! আশা পূর্ণ হইয়াও হইল না। বৎসরাজ অসতীবোধে আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। হায়! বৎসরাজের দোষ কি? প্রকারান্তরে আমি অন্য সঙ্গ করিয়া কুলটা হইয়াছি। কুলটা কামিনীর তিনি আশ্রয়দাতা হইবেন কেন? কুলটা কখন রাজমহিষী হইতে পারে না। হায়! এখন আমি কি করি? আমার গতি কি, এখানে আমি অসহায় অবস্থায় কেমনে থাকি?

কলিঙ্গসেনা এইরূপ ভাবিতেছেন, ইতিমধ্যে তাঁহার মনে হইল,—দূর হউক, আর ভাবিয়া কি করিব? কপালে যাহা ছিল, তাহাই ঘটিয়াছে। এখন আর কি করি, যে মহাপুরুষ বৎসরাজের বেশ ধরিয়া আমাকে মুগ্ধ করিয়াছেন, তাঁহারই চরণে শরণাপন্ন হই। তিনিই আমার পতি, তিনিই আমার গতি। আমি তাঁহাকেই ডাকি। কলিঙ্গসেনা এইরূপ মনে মনে স্থির করিয়া ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বলিলেন,—হে বিধাতঃ! যে পুরুষ মায়া করিয়া আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, এক্ষণে তিনিই আমার আশ্রয়দাতা হউন। আমি তাঁহাতেই আত্মসমর্পণ করিলাম। তিনি নিজ বেশে পুনরায় আসিয়া আমার সহিত মিলিত হউন। ইহাই আমার প্রার্থনা।

কলিঙ্গসেনা এই কথা বলিতেছেন, ইতিমধ্যে বিদ্যাধরযুবক মদনবেগ নিজ রূপ ধারণপূর্ব্বক সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কলিঙ্গসেনা তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহাশয়! আপনি কে? বিদ্যাধর উত্তর করিলেন,—রাজপুত্রি! আমার নাম মদনবেগ, আমি বিদ্যাধররাজ্যের রাজা। অনেকদিন হইল, তোমার পিত্রালয়ের উপবনে

তোমাকে একদিন সখীর সহিত ভ্রমণ করিতে দেখিয়া আমার মন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইল। তাহার পর আমি তোমাকে লাভ করিবার জন্য বহুদিন ধরিয়া ভগবান্ শঙ্করের আরাধনা করি। মহাদেব প্রীত হইয়া আমাকে বৎসরাজের বেশে তোমার পাণিগ্রহণে আদেশ করেন। আমি তদনুসারে বৎসরাজের রূপ ধরিয়া সেদিন তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছি।

বিদ্যাধরযুবক এই বলিয়া নিরস্ত হইলেন। কলিঙ্গসেনাও আশ্বস্ত হইয়া পতিজ্ঞানে বিদ্যাধর-যুবকের অভ্যর্থনা করিলেন। বিদ্যাধর বহুমূল্য অলঙ্কারাদি দ্বারা কলিঙ্গসেনার বরাঙ্গ সজ্জিত করিয়া নানা মিষ্টালাপে তাহাকে তুষ্ট করিলেন। ক্রমে নবদম্পতীর সপ্রণয়বিলাসে রাত্রিপ্রভাত হইল, তখন বিদ্যাধরযুবকও পুনরায় আসিবার অঙ্গীকারে সে স্থান হইতে অন্তর্দ্ধান করিলেন।

চতুস্ত্রিংশ তরঙ্গ

মদনমঞ্চুকার উপাখ্যান

বৎসরাজ আজ কলিঙ্গসেনাকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। সেজন্য তিনি সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক রহিয়াছেন। কিন্তু যখনই কলিঙ্গসেনার অঙ্গসৌন্দর্য্য তাঁহার মনে পড়ে, তখন আর তিনি স্থির থাকিতে পারেন না। অবসর বুঝিয়া কামদেব তাঁহাকে ফুলশরে জর্জ্জরিত করিতে লাগিলেন।

বৎসরাজ কামের মোহন বাণে বিবশ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। কলিঙ্গসেনার অঙ্গসঙ্গম ব্যতীত আর কোনই উপায় দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু কেমন করিয়া সেই পরিত্যক্ত কামিনীর কমনীয় অঙ্গ আলিঙ্গনে আপন অঙ্গ শীতল করিবেন, কেমন করিয়াই বা তাহার কাছে নিজাভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন, কিরূপে স্বাভিলাষ পূর্ণ করিবেন, এই সকল ভাবনাতেই বৎসরাজ আকুল হইয়া পড়িলেন।

ভাবিতে ভাবিতে দিন অবসান হইল, বৎসরাজের মন ক্রমেই কলিঙ্গসেনাকে স্মরণ করিয়া অত্যধিক উৎকণ্ঠায় আকুল হইয়া পড়িল। তিনি এই মানসী উৎকণ্ঠার কথা কাহারও নিকট ব্যক্ত করিলেন না। রাত্রিসমাগম দেখিয়া একাকী এক অসি গ্রহণপূর্ব্বক কলিঙ্গসেনার গৃহে প্রবেশ করিলেন। কলিঙ্গসেনা বৎসেশ্বরকে সমাগত দেখিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন।

তখন বৎসরাজ প্রীত হইয়া তাঁহার নিকট নিজাভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। কলিঙ্গসেনা বৎসরাজের অভিপ্রেত বিষয়ে অসম্মত হইয়া বলিলেন,—মহারাজ! আমি এখন পরস্ত্রী, আপনার অভিলাষ পূরণ করিবার আমার ক্ষমতা নাই। রাজা বলিলেন,—সুন্দরি! তুমি পুরুষান্তরে অনুরক্তা হইয়া নিজ সতীত্ব নষ্ট করিয়াছ, সুতরাং তোমার সহিত সংসর্গে আমার বেশ্যাসক্তার্থ দোষ হইবে কিরূপে?

বৎসরাজের কথা শুনিয়া ভীত হইয়া কলিঙ্গসেনার অঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু তিনি বিচলিত হইলেন না। তিনি ধীরভাবে উত্তর করিলেন, মহারাজ! ক্ষমা করুন, আমি আপনার কথা রক্ষা বা তাহার প্রতিবাদ করিতে অক্ষম। আপনাকে পতিত্বে বরণ করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ করিবার জন্যই আমি এখানে আসিয়াছিলাম, কিন্তু বিদ্যাধররাজ মদনবেগ তাহাতে বিঘ্ন ঘটাইয়া তিনিই মহারাজরূপে আমাকে প্রলোভিত করিয়া আমার পাণিপীড়ন করিয়াছেন। এখন তিনিই আমার পতি, তিনিই আমার গতি। আমি তাঁহাকে ভিন্ন অন্য জানি না, বা অন্যকে চিন্তা করি না; সুতরাং আপনি আমাকে অসতী বলিয়া স্থির করিলেন কিরূপে? আমার অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছে, ইহা আমারই স্বেচ্ছাচারের ফল। যে-সকল কুমারী নিজের বন্ধু-বান্ধবদিগকে না জানাইয়া আপন মনোনীত পথে চলে, তাহারা এইরূপেই বিপন্ন হইয়া থাকে। সখী সোমপ্রভা দুর্নিমিত্ত দেখিয়া অনেক আপনার নিকট দূত পাঠাইতে আমাকে নিষেধ করিয়াছিল, কিন্তু আমি অধৈর্য্যবশতঃ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া আপনার নিকট দূত পাঠাই, শেষে আমার ফল এই হইল!

কলিঙ্গসেনা এই বলিয়া পুনরায় বলিলেন, মহারাজ! যাহা ঘটিবার ঘটিয়াছে, আমার অদৃষ্টে ফল যাহা ছিল, তাহা আমি ভোগ করিয়াছি, সুতরাং এখন আর আমার মতবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া আমাকে কষ্ট দিলে আপনার কি ফল হইবে? আপনি প্রবল-পরাক্রান্ত রাজা, আমি অসহায় অবলা; সুতরাং আমার প্রতি বলপ্রয়োগে আপনি এখন অনায়াসেই কাম চরিতার্থ করিতে পারেন, এ বিষয়ে আপনাকে কেহই বাধা দিতে সমর্থ হইবে না ঃমুএবং খের কথা ব্যতীত আমারও আপত্তি

নিরস্ত করিবার অন্য কোন ক্ষমতা নাই। কিন্তু মহারাজ! আপনি আমার প্রতি এরূপ অন্যায়াচরণ করিলে আমি আর এ জীবন রাখিব না, ইহা তৎক্ষণাৎ বিসর্জ্জন করিব। আমি কুলবধূ হইয়া কখনই স্বামীর অমঙ্গল করিব না। মহারাজ! পূর্ব্বে চেদিবংশীয় রাজা ইন্দ্রদত্ত আপনার কীর্ত্তি অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য একটি দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেন। দেবালয়ের সম্মুখে একটি সুন্দর সরোবর ছিল, তথায় নানাস্থান হইতে অনেক নরনারী আসিয়া প্রত্যহ স্নান করিত। রাজা ইন্দ্রদত্ত প্রত্যহই একবার করিয়া দেবালয় দর্শনে গমন করিতেন। একদিন একটি পরমাসুন্দরী বণিকযুবতী আসিয়া স্নানার্থ সরোবরে অবতীর্ণ হয়। ইন্দ্রদত্ত বণিকবনিতার অনুপম রূপলাবণ্য দর্শনে মোহিত হইয়া তাহার নিকট নিজ অসদভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তখন সেই বিদেশিনী কুলনারী তৎশ্রবণে উত্তর করিল, রাজন্! আপনি স্বয়ং রক্ষক হইয়া ভক্ষকের ন্যায় আচরণ করিবেন না। আমি পতিপরায়ণা সতী, সতীর অঙ্গস্পর্শে অভিলাষ করিবেন না। আপনি যদি সত্য সত্যই হতবুদ্ধি হইয়া এরূপ ব্যবহার করেন, তবে তাহাতে আপনার ঘোর অধর্ম্ম হইবে এবং আমিও প্রাণত্যাগ করিয়া সত্বই এই কলঙ্ক হইতে মুক্ত হইব। কামিনীর কথায় কর্ণপাত না করিয়া ইন্দ্রদত্ত কামান্ধ হইয়া বলপূর্ব্বক তাহাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন। অমনি বণিক-বনিতা ভয়ে বিহ্বল হইয়া ভূপতিতা হইল এবং তদ্দণ্ডেই তাহার প্রাণ বাহির হইয়া গেল।

রাজা ইন্দ্রদত্ত সেই পাপে দগ্ধ হইয়া অল্পদিন-মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। কলিঙ্গসেনা উক্ত ঘটনা ব্যক্ত করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন—মহারাজ! এই কার্য্য হইতে ক্ষান্ত হউন, আমার জীবননাশ করিয়া আপনি অধর্ম্ম সঞ্চয় করিবেন না। আমি আপনার প্রদত্ত রাজভবনে বাস করিতেছি, আপনি অনুমতি করুন, আমি স্থানান্তরে গমন করি।

বৎসরাজ কলিঙ্গসেনার মুখে এই সকল কথা শুনিয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন। তিনি আর কলিঙ্গসেনার সঙ্গলাভের ইচ্ছা করিলেন না বা তাঁহাকে সে সম্বন্ধে কিছুই বলিলেন না। তিনি সেস্থান হইতে উঠিয়া সবিনয়ে বলিলেন, রাজনন্দিনি! তুমি চিন্তা করিও না, আমি তোমার মনে আর ব্যথা দিব না। তুমি তোমার পতিসহ নির্ভয়ে বাস কর; আমি আর তোমাকে কিছু বলিব না।

বৎসরাজ এই বলিয়া তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

বৎসরাজ চলিয়া গেলে বিদ্যাধরযুবক মদনবেগ কলিঙ্গসেনার গৃহে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রিয়ে! আমি অলক্ষিতভাবে সমস্ত ঘটনাই প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তুমি বৎসরাজের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছ, তাহা উত্তম হইয়াছে; তুমি যদি এরূপ না করিতে, তাহা হইলে কখনই তোমার মঙ্গল হইত না। আমি বৎসরাজের সহিত তোমার দুর্ব্যবহার কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতাম না। এখন জানিলাম, তুমি প্রকৃতই সাধ্বী এবং আমার প্রতি একান্ত অনুরক্তা।

বিদ্যাধররাজ এই বলিয়া সাদরে কলিঙ্গসেনাকে আলিঙ্গন করিলেন, তখন কলিঙ্গসেনাও প্রীতিপূর্ণ-মনে বিদ্যাধরকে প্রত্যালিঙ্গন প্রদানে পরিতৃপ্ত করিলেন। এইভাবে নানা সম্ভোগে ঐ দম্পতীর সেই রাত্রি সুখে অতিবাহিত হইল।

এইরূপে বিদ্যাধররাজ প্রত্যহই যথাসময়ে কলিঙ্গসেনার গৃহে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। বিবিধ সম্ভোগসুখে তাঁহাদের অনেকদিন কাটিয়া গেল। ক্রমে কলিঙ্গসেনা গর্ভবতী হইলেন। দিন দিন তাঁহার গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। বিদ্যাধর কলিঙ্গসেনার গর্ভলক্ষণ দেখিয়া বলিলেন, প্রেয়সি! আমরা স্বর্গে বাস করি, আমাদিগের নিয়ম এই যে, আমরা মানবীর সংসর্গ করিয়া গর্ভ হইলেই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বস্থানে গমন করি, পূর্ব্বাপর এইরূপ নিয়মই চলিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে তুমি অপ্সরা ছিলে, এখন দেবরাজের অভিশাপে মানুষী যোনিপ্রাপ্ত হইয়াছ। তুমি সতী হইয়াও কর্ম্মফলে অসতী আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছিলে। যাহা হউক, অন্যান্য কথা পরে বলিব, এখন তুমি তোমার গর্ভরক্ষা কর, আমি সস্থানে প্রস্থান করি। তবে তুমি যে যে সময় আমায় স্মরণ করিবে, আমি সেই সেই সময় আসিয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব।

বিদ্যাধরের কথায় কলিঙ্গসেনার চক্ষে জল আসিল। তিনি তখন ভদ্রাভদ্র কিছুই বলিতে পারিলেন না। বিদ্যাধর তদ্দর্শনে কলিঙ্গসেনাকে বহু রত্নালঙ্কার ও নানা মিষ্ট কথায় সন্তুষ্ট করিয়া পুনরায় আসিবার অঙ্গীকারে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। তখন কলিঙ্গসেনা আর কি করিবেন, তিনি বিদ্যাধরের কথাতেই সমাশ্বস্ত হইয়া নিজ অপত্যদর্শনলালসায় বৎসরাজপ্রদত্ত বাসভবনেই একাকিনী অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে ভগবান্ শঙ্কর এই ঘটনা জানিয়া কামপত্নী রতীকে বলিলেন, রতি! তোমার পতি আমার নেত্রানলে দগ্ধ হইয়া সম্প্রতি মৎপ্রসাদে নরবাহনদত্ত নামে বৎসরাজের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তুমি যদি নিজ পতিসহ পুনরায় মিলিত হইতে চাও, তবে এই দিব্য দেহ ত্যাগ করিয়া ভূতলে মানুষী হইয়া জন্মগ্রহণ কর।

উমাপতির কথায় রতি অমনি সম্মত হইয়া নিজ দেহ ত্যাগ করিলেন এবং ভূতলে আসিয়া মায়াবলে কলিঙ্গসেনার পুত্রটিকে অপহরণপূর্ব্বক স্বয়ং কন্যারূপে অবস্থান করিলেন। যথাকালে কলিঙ্গসেনা প্রসবান্তে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন যে, একটি অপূর্ব্ব কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। কন্যাসন্তান দেখিয়া কলিঙ্গসেনা আহ্লাদিত হইলেন। কন্যার আকৃতি দর্শনে পুত্র হয় নাই বলিয়া তাহার কোন ক্ষোভ হইল না। তিনি পুত্রাপেক্ষা অধিক যত্নে কন্যার লালন-পালন করিতে লাগিলেন। কলিঙ্গসেনার একটি অপূর্ব্ব কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, ক্রমে এই সংবাদ বৎসরাজের কর্ণে প্রবেশ করিল। বৎসরাজ কলিঙ্গসেনার কন্যাজন্মবৃত্তান্ত শুনিয়া একদিন মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ ও মহিষী বাসবদত্তার সমক্ষে বলিলেন, আমি এখন জানিতে পারিলাম, কলিঙ্গসেনা নিশ্চয়ই কোন দেবাঙ্গনা, তিনি যে কন্যাসন্তান প্রসব করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে দেবাঙ্গনা ভিন্ন মানুষী বলিতে প্রবৃত্তি হয় না। আমার পুত্র নরবাহনদত্ত ভবিষ্যতে সেই কন্যারত্নের পাণিগ্রহণ করিয়া তাহাকেই মহিষীপদে বরণ করেন, ইহাই আমার ইচ্ছা।

মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ রাজার কথায় আপত্তি করিয়া বলিলেন,—মহারাজ! আপনার এ অভিলাষ সঙ্গত হইতেছে না। কুমার নরবাহনদত্ত সদ্বংশজাত রাজার তনয়, অসতী কলিঙ্গসেনার সহিত তাঁহার মিলন হইবে কিরূপে? আমার মতে মহারাজার পক্ষে এরূপ সম্বন্ধ নিতান্ত নিন্দার্হ। মন্ত্রীর কথায় রাজা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন,—মন্ত্রিবর! আমি ইহা স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া বলি নাই। কোন মহাপুরুষের আদেশে আমি এ কথা বলিতেছি এবং তাঁহারই আদেশে জানিতে পারিয়াছি যে, কর্ম্মদোষেই কলিঙ্গসেনার অসতীত্ব-প্রকাশ পাইয়াছে। বাস্তবিক তিনি সতী ও সদ্বংশজাতা।

রাজার কথায় মন্ত্রীর বিশ্বাস হইল। তিনি বলিলেন,—মহারাজ! এখন আমার সন্দেহ দূর হইয়াছে। কলিঙ্গসেনার প্রসবকালে যে ধাত্রী নিযুক্ত ছিল, তাহার মুখে শুনিয়াছি, কলিঙ্গসেনা প্রথমে পুত্রসন্তান প্রসব করেন, কিন্তু শেষে সেই পুত্রটি কন্যারূপে পরিণত হয়। ধাত্রীর মুখে এই আশ্চর্য্য সংবাদ শুনিয়া তখন আমি তাহা বিশ্বাস করি নাই, কিন্তু এক্ষণে মহারাজের কথায় তাহা সত্য বলিয়া আমার মনে হইয়াছে। আমি বিবেচনা করি, স্বয়ং রতি আসিয়া কলিঙ্গসেনার কন্যারূপে জন্ম লইয়াছেন। পূর্ব্বে রাজকুমারের জন্মকালে যে দৈববাণী হইয়াছিল, তাহাতেও জানিয়াছিলাম, আমাদিগের রাজকুমার কামদেবের অবতার। কামপত্নী রতি ইঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য পরে মানুষলোকে জন্মগ্রহণ করিবেন। আমি এই সকল কারণে অধুনা স্থির করিলাম, কলিঙ্গসেনার কন্যাই রতি, তিনি আমাদিগের রাজকুমারের মহিষী হইবেন।

মন্ত্রিবাক্যে রাজদম্পতীর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আরও বর্দ্ধিত হইল। তাঁহারা কলিঙ্গসেনার কন্যার সহিত ভবিষ্যতে পুত্র নরবাহনদত্তের বিবাহব্যাপার সম্পন্ন হইবে ভাবিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন। এদিকে কলিঙ্গসেনার কন্যা দিন দিন রূপলাবণ্যে সকলেরই নয়নানন্দকর হইয়া উঠিতে লাগিল। বিদ্যাধর মদনবেগের ঔরসে জন্ম হইয়াছে বলিয়া কলিঙ্গসেনার কন্যাকে সকলেই মদনমঞ্চুকা নামে অভিহিত করিতে লাগিল।

বাসবদত্তা মদনমঞ্চুকার অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যের কথা শুনিয়া একদিন তাহাকে নিজ গৃহে আনাইলেন। অন্তঃপুরস্থ সকলেই মদনমঞ্চুকার অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তাঁহারা একবাক্যে সকলেই তাঁহাকে রতি বলিয়া স্থির করিলেন। সেই বাসবদত্তা তৎকালে নিজ পুত্র নরবাহনদত্তকেও সেই স্থানে আনাইলেন। তখন বাস্তবিকই রতিকামের সম্মিলন হইল। সকলেই সে দৃশ্য দর্শনে পরিতৃপ্ত হইলেন। রাজকুমার ও মদনমঞ্চুকার বয়স অল্প হইলেও দৃষ্টিমাত্রই পরস্পরের প্রতি পরস্পরের এক অপূর্ব্ব স্নেহমমতার সঞ্চার হইল। উভয়েই একসঙ্গে ক্রীড়াকৌতুকে আসক্ত হইলেন। ক্রমে পরস্পরের এরূপ ভালবাসা জন্মিল যে, একের অদর্শন অন্যের নিকট অসহ্য হইয়া উঠিল। বৎসরাজ রাজকুমার ও মদনমঞ্চুকার এইরূপ প্রণয়াতিশয্য দেখিয়া সত্বর তাঁহাদিগের পরিণয়কার্য্য সমাধা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

কলিঙ্গসেনা রাজপুত্রের সহিত কন্যা মদনমঞ্চুকার

বিবাহবিষয়ে বৎসেশ্বরের আগ্রহ জানিতে পারিয়া মনে মনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং তদবধি নরবাহনদত্তকে তিনি জামাতৃরূপে স্নেহ করিতে লাগিলেন।

কিয়দ্দিন পরেই বৎসেশ্বরের রাজধানী বিবিধ আমোদোৎসবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বৎসরাজ পুত্র নরবাহনদত্তকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। পবিত্র অভিষেকজলে যুবরাজের মুখকমল বিধৌত হইলে দিঙ্‌মণ্ডল প্রসন্ন হইয়া উঠিল। মহিষীগণ মাঙ্গল্য-মাল্যবর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। আকাশ হইতে অবিরল পুষ্পবর্ষণ হইতে লাগিল। দেবতুন্দুভি-সকল আনন্দে তূর্য্যারবসহ বাজিয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে আনন্দোৎসবে রাজ্যের আবালবৃদ্ধবনিতা, এমন কি, পশু-পক্ষীরাও মাতিয়া উঠিল। এই অভিষেক উপলক্ষে রাজপুত্রের সুহৃৎ-সম্প্রদায় সকলেই নিমন্ত্রিত হইলেন। বৎসরাজ তাঁহাদিগের যোগ্যতানুসারে সকলকেই রাজকীয় প্রধান প্রধান পদে নিযুক্ত করিলেন। যৌগন্ধরায়ণের পুত্র মরুভূতি মন্ত্রিপদে, রুমণ্বানের পুত্র হরিশিখ সেনাপতিপদে এবং বৈশ্বানর ও শান্তিসোম পৌরোহিত্যপদে নিযুক্ত হইলেন। এইরূপে তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইলে শূন্যদেশ হইতে অজস্র পুষ্পবৃষ্টি নিপাতিত হইল এবং পুষ্পবৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে দৈববাণী উত্থিত হইয়া বৎসরাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিল,—মহারাজ! আপনি রাজ্যের হিতাকাঙ্ক্ষায় যে-সকল ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ পদে নিযুক্ত করিলেন, ইঁহারা সকলেই কার্য্যদক্ষ। ইঁহাদিগের দ্বারা ভবিষ্যতে রাজ্যের অনেক উন্নতি হইবে এবং যুবরাজ নরবাহনদত্তও ইঁহাদিগের সাহায্যে সর্ব্ববিষয়ে কৃতকার্য্য হইবেন। প্রতিহারী গোমুখ যুবরাজের সহিত চিরদিন অভিন্ন-হৃদয়ে অবস্থান করিবেন।

এই দৈববাণী শুনিয়া বৎসরাজ হৃষ্টান্তঃকরণে রাজকোষ হইতে অমাত্য, ভৃত্য প্রভৃতিকে প্রচুর পরিমাণে পারিতোষিক দিলেন। কয়েকদিন পর্য্যন্ত তাঁহার অক্ষয় ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত রহিল। সমস্ত রাজধানী পতাকা দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া যেন নৃত্য করিতে লাগিল। নর্ত্তকীগণ নৃত্যোৎসবে দর্শক-সম্প্রদায়ের মন পরিতৃপ্ত করিল। বিবিধ আনন্দোৎসবে সকলেরই মন পুলকে পূর্ণ হইয়া উঠিল। বাসবদত্তা ও পদ্মাবতী প্রভৃতি রাজান্তঃপুরিকাগণ পরম প্রফুল্লমনে দিনযাপন করিতে লাগিলেন। যুবরাজের অভিষেকব্যাপার সমাহিত হইলে তিনি জয়-কুঞ্জরে আরোহণপূর্ব্বক সমগ্র নগরী প্রদক্ষিণ করিয়া স্বভবনে প্রবেশ করিলেন। এই অভিষেকের সময় কলিঙ্গসেনা ভাবী জামাতা রাজপুত্র নরবাহনদত্তকে বহুমূল্য প্রচুর রত্নাভরণ উপহার পাঠাইয়া দিলেন। এইরূপে ক্রমে রাজতনয়ের অভিষেকক্রিয়া নির্ব্বাহ হইল।

একদিন কলিঙ্গসেনা রাত্রিযোগে শয়ন করিয়া তাঁহার প্রিয়সখী সোমপ্রভাকে স্মরণ করিলেন। সোমপ্রভা তাহা জানিতে পারিয়া কলিঙ্গসেনার নিকট আসিবার জন্য তাঁহার স্বামী নলকূবরকে তাহা জানাইলেন। নলকূবর তৎশ্রবণে সোমপ্রভাকে বলিলেন, প্রিয়ে! কলিঙ্গসেনা আজ নিতান্ত উৎকণ্ঠার সহিত তোমাকে স্মরণ করিতেছে। তুমি অনেকদিন কলিঙ্গসেনার সহিত দেখাসাক্ষাৎ কর নাই, এক্ষণে তথায় গিয়া তাহার কন্যার জন্য একটি মনোহর উদ্যান নির্ম্মাণ করিয়া দাও।

সোমপ্রভা স্বামীর আদেশ পাইয়া তখনই কলিঙ্গসেনার নিকট আসিলেন এবং অনেকদিন সম্বাদ নাই, সে জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে সখীর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—সখি! আমি এতদিন তোমার সংবাদাদি লইতে পারি নাই বলিয়া তুমি ক্ষোভ করিও না। আমি স্বামীর মুখে শুনিলাম,—ভগবান্ চন্দ্রশেখরের অনুগ্রহে একজন বিদ্যাধর তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, রতিদেবী তোমার কন্যারূপে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন! রাজাধিরাজ বৎসরাজের তনয় নরবাহনদত্ত সাক্ষাৎ কন্দর্পের অবতার, তিনিই তোমার কন্যার পাণিপীড়ন করিবেন। তোমার জামাতা সময়ে সমগ্র বিদ্যাধররাজ্যের অধিপতি হইবেন। তুমি নিজে পূর্ব্বে অপ্সরা ছিলে। কোন কারণে দেবরাজ তোমাকে অভিশাপগ্রস্ত করায়, তুমি মানবী হইয়া মর্ত্ত্যে বাস করিতেছ। এখানকার কার্য্য শেষ হইলে পাপমুক্ত হইয়া আবার তোমার পূর্ব্বদেহ প্রাপ্ত হইবে। অধুনা তুমি কোন উদ্বেগ বা চিন্তা করিও না। স্বল্পকালের মধ্যেই তোমার শুভসময় উপস্থিত হইবে। আমি সম্প্রতি স্বামীর আদেশে তোমার কন্যাকে একটি অপূর্ব্ব উদ্যান প্রস্তুত করিয়া দিবার জন্য এ স্থানে আগমন করিয়াছি। অদ্য সেই উদ্যানটি এমনই ভাবে প্রস্তুত করিব যে, পৃথিবীর মধ্যে কুত্রাপি তাহার তুল্যরূপ বা তদপেক্ষা সুন্দর উদ্যান কাহারও নয়নগোচর হইবে না।

সোমপ্রভা কলিঙ্গসেনাকে এই কথা কহিয়া

আপন অলৌকিক প্রভাবে তৎক্ষণাৎ একটি অপূর্ব্ব উদ্যান নির্ম্মাণপূর্ব্বক পুনরায় স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

চমৎকার দৃশ্য! চমৎকার উদ্যান! যেন ইন্দ্রের নন্দনবন ভূতলে অবতীর্ণ; কোথাও কিছুই নাই, অকস্মাৎ এ উদ্যান কোথা হইতে আসিল? কে ইহা প্রস্তুত করিল? কাহার জন্য ইহা হইল? প্রভাতে উদ্যানদর্শনে দর্শকশ্রেণী বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে সকলেই এই প্রশ্ন-মীমাংসায় আকুল। উদ্যানপাদপে সকল ঋতুর সর্ব্বজাতীয় ফল ফলিয়াছে, নানাপ্রকার ফুল ফুটিয়াছে, কুসুম-গুচ্ছভরে এক একটি কুসুমলতা নত হইয়াছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দীর্ঘ দীর্ঘ তরুদল নানা বর্ণের লতায়-পাতায় রঞ্জিত রহিয়া উদ্যানের উদ্যামশোভা উদ্দীপিত করিতেছে। প্রস্ফুটিত প্রসূনপুঞ্জের মঞ্জুগন্ধে অন্ধ হইয়া ভৃঙ্গদল মধুর ঝঙ্কারে বনভূমি ঝঙ্কৃত করিতেছে। মন্দ মন্দ সুগন্ধ গন্ধবহ ঈষদীষৎ আন্দোলিত হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছে। সুবর্ণ-বর্ণ বিহঙ্গমেরা ঝাঁকে ঝাঁকে শাখা হইতে শাখান্তরে উড়িয়া পড়িতেছে। কোথাও কোকিলকুল পঞ্চমে তান ধরিয়াছে, কোথাও মঞ্জু মণিকুঞ্জপুঞ্জ শোভা পাইতেছে। উদ্যানমধ্যে কোথাও সুরম্য বিহারবাটীকা, মনোমদ প্রমোদপ্রদেশ, সুপরিষ্কৃত সুন্দর পথশ্রেণী, মণিময় স্তম্ভরাজি, মরকতনির্ম্মিত বিশ্রাম স্থান এবং বহুবিধ বিলাসোপকরণ সুসজ্জিত রহিয়াছে। স্থানে স্থানে জলকেলি নিমিত্ত কৃত্রিম জলাশয় আছে। মরালকুল স্বচ্ছন্দে তাহাতে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। প্রত্যেক জলাশয়ের সোপানপথ মহার্ঘ মণিরাজি দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া অসীম শোভায় সুশোভিত হইয়াছে।

এই আশ্চর্য্য উদ্যান দর্শনে দর্শকদল বিস্ময়ে বিমুগ্ধ। কাহারও মুখে কথা নাই, সকলে একমনে একধ্যানে উদ্যান শোভা দর্শনে ব্যগ্র। ক্রমে এই অতর্কিত উদ্যানসৃষ্টির কথা রাজার কর্ণে পৌঁছিল। উদ্যান দর্শনার্থ স্বয়ং রাজা আসিলেন। অমাত্যবর্গ আসিলেন, রাজকুমার আসিলেন এবং একে একে রাজপুরীস্থ সকলেই তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই সেস্থান লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। কে উদ্যান প্রস্তুত করিল, উদ্যান-নির্ম্মাতা দেব কি মানব এবং কাহার ভোগের জন্য ইহা প্রস্তুত হইল, দেখিয়া-শুনিয়া কেহই কিছু স্থির করিতে সমর্থ হইল না। বৎসরাজ এই অদ্ভুত উদ্যান নির্ম্মাণরহস্য জানিবার জন্য অতীব ব্যস্ত হইলেন। তিনি উদ্যানটি কলিঙ্গসেনার বাসভবনের সহিত সংলগ্ন দেখিয়া তাঁহার গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহাকেই উদ্যানোৎপাত্তবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। কলিঙ্গসেনা বৎসরাজকে গৃহাগত দেখিয়া তাঁহার যথাযোগ্য আদর-অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন,—মহারাজ! দানবরাজ ময়—যিনি রাজা যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞসভা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাঁহার কন্যা সোমপ্রভা আমার সখী। তিনি গতরাত্রে আমার কন্যার জন্য এই উদ্যানটি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার অসীম ক্ষমতা; মায়াবলে ক্ষণকালমধ্যে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে।

কলিঙ্গসেনার কথা শুনিয়া বৎসরাজ ভৃত্যামাত্যসহ হর্ষে ও বিস্ময়ে আপ্লুত হইলেন। তিনি পুত্র নরবাহনদত্ত ও অন্যান্য পারিষদবর্গের সহিত সেই উদ্যানে সেই দিবস অতিবাহিত করিলেন।

পরদিন বৎসরাজ দেবদর্শনার্থে এক দেবালয়ে প্রবেশ করেন। তথায় কয়েকটি বসন-ভূষণে ভূষিতা অপরিচিতা কামিনী দেখিয়া তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা উত্তর করিল, মহারাজ! আমরা বিদ্যা ও কলা। আপনার পুত্রের নিমিত্ত আমরা এখানে আসিয়াছি। এক্ষণে তাহার শরীরে আমরা প্রবেশ করিব। এই বলিয়া কামিনীরা অন্তর্দ্ধান করিল।

বৎসরাজ দেখিয়া-শুনিয়া বিস্মিতমনে স্বভবনে প্রত্যাবর্ত্তনকরতঃ মন্ত্রী ও সুহৃদজনের নিকট ঐ সংবাদ ব্যক্ত করিলেন। তাঁহারা সকলে বলিয়া উঠিলেন, মহারাজ! এ সকলই শুভচিহ্ন, দৈবানুগ্রহ ব্যতীত এরূপ কখন ঘটে না।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে বৎসরাজ পুত্রকে বীণাবাদনে নিযুক্ত করিলেন। পুত্র নরবাহনদত্ত বীণাঝঙ্কারে সকলকেই মুগ্ধ করিলেন। তাঁহার বীণা শ্রবণে প্রসিদ্ধ গন্ধর্ব্বেরাও তখন বিস্ময়ে বিমোহিত হইল।

এইরূপে রাজপুত্র দৈবানুগ্রহে অল্পদিনমধ্যে বহুবিধ কলা ও সর্ব্বপ্রকার বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। বৎসরাজ পুত্রকে সর্ব্ববিষয়ে শিক্ষিত জানিয়া কলিঙ্গসেনার কন্যা মদনমঞ্চুকারও যথাযোগ্য শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

সুকৃতিবলে মদনমঞ্চুকাও অল্পদিনে সর্ব্ববিষয়ে পারদর্শিনী হইলেন; নৃত্য, গীত, বাদ্য, অঙ্কন প্রভৃতি বিদ্যা কোন বিষয়ই তাহার অনভ্যস্ত রহিল না। এই সকল কারণে যুবরাজেরও অনুরাগ তৎপ্রতি সর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ক্রমে যুবরাজ

মদনমঞ্চুকার সহিত নানা ক্রীড়াকৌতুক করিতে করিতে যৌবন-সীমায় পদার্পণ করিলেন।

গোমুখ তাঁহার নিত্যসহচর হইলেন, কথাবার্ত্তায়, আমোদে-প্রমোদে প্রতিনিয়তই তিনি যুবরাজের মনস্তুষ্টি করিতে লাগিলেন।

একদিন যুবরাজ প্রিয়সহচর গোমুখসহ নাগবন পরিভ্রমণে গমন করিলেন। এই স্থানে কয়েকদিন অবস্থানের পর কোন এক বণিকবধূ বিনা দোষে বিষপ্রয়োগে গোমুখকে হত্যা করিতে উদ্যত হয়। গোমুখ সে সংবাদ জানিতে পারিয়া আত্মরক্ষা করিলেন এবং স্ত্রীজাতিকে অতিশয় নিন্দা করিতে লাগিলেন। তিনি যুবরাজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, রাজনন্দন! সংসারে স্ত্রীজাতিকে বিশ্বাস করিতে নাই। স্ত্রীজাতি অবলা হইলেও উহাদের সাহস অসীম। আমার মনে হয়, বিধাতা স্ত্রীজাতিকে সৃষ্টি করিবার পূর্ব্বে তাহাদিগের সাহস সৃজন করিয়াছিলেন। নতুবা স্ত্রীজাতির এরূপ দুর্জ্জয় সাহস হইল কিরূপে? সংসারে স্ত্রীলোকমাত্রই অমৃত ও বিষ এই উভয় উপাদানে সৃষ্ট। তাহারা অনুরক্ত হইলে অমৃত এবং বিরক্ত হইলে বিষের আকর হইয়া উঠে; আমি যতদূর বুঝি, তাহাতে স্ত্রীলোকের পক্ষে অকার্য্য-কুকার্য্য কিছুই আছে বলিয়া আমার ধারণা হয় না। ভাগ্য আমার সুপ্রসন্ন, তাই অদ্য এই দারুণ বিষপ্রকোপ হইতে রক্ষা পাইলাম। নতুবা স্ত্রীলোকের হাতেই আমার জীবন বিনষ্ট হইত।

যুবরাজ বয়স্য গোমুখের মুখে এই কথা শুনিয়া স্ত্রীচরিত্র সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন। তিনি আর সে স্থানে অপেক্ষা করিলেন না। তিনি গোমুখের সহিত তথা হইতে নিজাবাসে চলিয়া আসিলেন।

একদিন যুবরাজ স্বয়ং নীতিবিদ্ হইয়াও নির্জ্জনে বসিয়া গোমুখের নিকট রাজনীতিবিষয়ক অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। গোমুখ তাঁহার প্রশ্নের যথাযথ উত্তরদানে উদ্যত হইয়া বলিলেন, রাজনন্দন! আপনি এ বিষয়ে সম্যক অভিজ্ঞ, তথাপি উত্তর দিতেছি। রাজনীতি বড়ই জটিল। তাহাতে অভিজ্ঞতা না হইলে রাজ্যের শাসন-পালন, পরিবর্দ্ধন বা পরিপোষণ এ সমুদয়ের কিছুই করা যায় না। ফলে, নানাবিধ অশান্তি, উপদ্রব উপস্থিত হইয়া অচিরেই রাজ্যৈশ্বর্য্য ধ্বংসমুখে নিপতিত হয়। রাজা সিংহাসনারোহণের সঙ্গে সঙ্গে বাহ্য ইন্দ্রিয়দিগকে বশীভূত করিয়া পরে কামাদি অন্তঃশত্রুসকলের জয় করিবেন। জিতেন্দ্রিয়তা ব্যতীত বাহ্-শত্রুজয়ে রাজার অধিকার থাকে না। এজন্য প্রথমেই প্রধান ইন্দ্রিয় মনকে জয় করিতে হয়। নিজের মন্ত্রিবর্গ যাহাতে জিতেন্দ্রিয় হয়, সে পক্ষে যত্ন করিতে হয়। অর্থনীতি ও ধর্ম্মকর্ম্মে যাঁহার দক্ষতা আছে, এরূপ ব্যক্তিকে রাজা পুরোহিত নির্ব্বাচন করিবেন এবং নানা ছল-কৌশল অবলম্বনে মন্ত্রিবর্গের কাজকর্ম্ম ও স্বভাব-চরিত্রের বিষয় জানিবেন। অন্যান্য রাজকর্ম্মচারিগণ কিরূপভাবে রাজ্যের রাজকর্ম্ম পরিচালনা করিতেছেন, সর্ব্বদা তাহারও অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। রাজা সত্যে সন্তুষ্ট ও কাপট্যে দণ্ড ব্যবস্থা করিবেন। গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়া রাজপুরুষদিগের গতিবিধি জানিবেন। এইরূপে সর্ব্বতোমুখী দৃষ্টি দ্বারা শত্রুর উচ্ছেদসাধনান্তে রাজা অর্থচিন্তা করিবেন, ক্রমে তাঁহার রাজ্যের মূল ভিত্তি যখন সুদৃঢ় হইবে, তখন তিনি স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া বিজয়ার্থ উদ্যত হইবেন। বিচক্ষণ বিজ্ঞ মন্ত্রিবর্গসহ রাজা নির্জ্জনে প্রয়োজনীয় বিষয়ের মন্ত্রণা করিবেন এবং মন্ত্রীও নিজ বুদ্ধিবলে তাহা সুমার্জ্জিত করিয়া লইবেন। এতদ্ভিন্ন সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই চতুর্বিধ উপায়ের প্রকৃত রহস্য বিবেচনা করিয়া রাজা আপন যোগক্ষেমবিধানে যত্ন করিবেন এবং সন্ধি, বিগ্রহ প্রভৃতি যথাযথ স্থানে প্রয়োগ করিবেন।

নরপতি এইরূপে সতত সতর্কতার সহিত স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র চিন্তা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে অবশ্যই উহাতে বিজয়লক্ষ্মী অঙ্কগত করিতে পারেন। রাজা যদি অজ্ঞ, কামান্ধ বা যথেচ্ছাচারী হন, তবে অধীনস্থ ব্যক্তিরাই তাঁহাকে প্রতারিত করিয়া বিপদে পাতিত করে এবং ক্রমে সর্ব্বস্ব অপহরণপূর্ব্বক নিজ নিজ স্বার্থসাধন করিয়া শেষে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। সুতরাং নরপতি সর্ব্বদাই জিতেন্দ্রিয়, যুক্তদণ্ড ও বিশেষজ্ঞ হইয়া থাকিবেন। প্রজাবর্গের মনোরঞ্জন করাই রাজার প্রধান কর্ত্তব্য, সুতরাং সর্ব্বপ্রযত্নে সে বিষয়ে তাঁহাকে যত্নপরায়ণ থাকিতে হয়। প্রজাবর্গ তুষ্ট থাকিলেই রাজার রাজ্যশ্রী দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

যুবরাজ নরবাহনদত্ত গোমুখের নিকট এইরূপ রাজনীতি-রহস্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত গোমুখসহ তদ্বিষয়েরই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরেই মদনমঞ্চুকার অদর্শনে যুবরাজের চিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। তিনি আর অন্য কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে পারিলেন না। গোমুখকে

সঙ্গে করিয়া তদ্দণ্ডেই কলিঙ্গসেনার গৃহে গমন করিলেন।

তথায় গিয়া যুবরাজ মদনমঞ্চুকার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, তাঁহাকে নানারূপ মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিলেন এবং পুনরায় যথাকালে সঙ্গীসহ স্বগৃহে আগমনপূর্ব্বক পানভোজনাদি নির্ব্বাহ করিলেন।

ক্রমে উভয়ের অনুরাগ অত্যন্ত ঘনীভূত হইয়া উঠিল। যুবরাজ ও মদনমঞ্চুকা উভয়ে পরস্পরকে না দেখিয়া তিলার্দ্ধকাল থাকিতে পারিতেন না। তখন উভয়েই শৈশব-যৌবনের সন্ধিস্থলে সমারূঢ়। উভয়েরই চিত্ত নবানুরাগের প্রবল প্রবাহে উদ্বেলিত।

মদনমঞ্চুকা ও যুবরাজের এইরূপ প্রগাঢ় প্রণয়-লক্ষণ দেখিয়া সপত্নীক বৎসরাজ তাঁহাদিগের বিবাহ-ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য ব্যগ্র হইলেন। এদিকে কলিঙ্গসেনাও সত্বর কন্যার বিবাহার্থ বৎসরাজের নিকট অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই সময় বিদ্যাধররাজ মদনবেগ নিজ কন্যা মদন-মঞ্চুকার সহিত রাজপুত্রের বিবাহ হইবে শুনিয়া তাহাতে বিঘ্ন ঘটাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু ভগবান্ শঙ্কর তাহা জানিতে পারিয়া রাজপুত্র ও মদনমঞ্চুকার রক্ষার্থ কয়েকটি অনুচর পূর্ব্বেই নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সেই সকল শিবানুচরেরা অদৃশ্য হইয়া সর্ব্বদাই তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে লাগিল। সুতরাং আর বিদ্যাধরেরা তাঁহাদিগের কোনই অনিষ্ট করিতে সমর্থ হইল না। তাহারা তদবধি রাজপুত্র নরবাহনের ঘোর বিদ্বেষী হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল।

অনন্তর শুভদিনে শুভক্ষণে বৎসরাজ মদনমঞ্চুকার সহিত পুত্র নরবাহনদত্তের যথাবিধানুসারে বিবাহ দিলেন। বিবাহে আমোদ-উৎসবের আর সীমা রহিল না। দুঃখী, ধনী, মানী, সকলেই আহ্লাদিত হইয়া রাজদম্পতীর কল্যাণ কামনা করিতে লাগিল। বৎসরাজের রাজধানী অপার উৎসবে নিমগ্ন হইল। বিবাহপ্রাঙ্গণে রাজদম্পতী অপূর্ব্ব শোভায় সুশোভিত হইলেন। তাঁহাদিগের অপরূপ রূপের ছটায় সকলেরই মন বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইল। রাজপুত্র ও মদনমঞ্চুকা পরস্পরের রূপে যেন পরস্পরের রূপ প্রতিহত করিতে লাগিলেন। দর্শকশ্রেণী ভূতলে রতি-মদনের অপ্রতিম মূর্ত্তি দর্শন করিয়া স্ব স্ব নয়ন সফল করিল।

যথাকালে বিবাহ নির্ব্বাহ হইয়া গেল। নবপ্রণয়ী রাজদম্পতী স্বচ্ছন্দে মনের হর্ষে অসীম সুখ-সম্ভোগে কালযাপন করিতে লাগিলেন। পরস্পরের প্রীতি-প্রবাহ দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

পঞ্চত্রিংশ তরঙ্গ

হেমপ্রভার উপাখ্যান

যুবরাজ নরবাহনদত্ত মদনমঞ্চুকার পাণিগ্রহণ করিয়া বয়স্যবর্গসহ মহাসুখে কৌশাম্বীর রাজপ্রাসাদে দিনযাপন করিতে লাগিলেন। সুখ-সম্ভোগের কোন সামগ্রীই তাঁহার অপ্রাপ্য বা দুর্লভ রহিল না। তাঁহার মনে যখন যে বিষয়ের অভিলাষ হইতে লাগিল, তিনি তখনই তাহা উপভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে লাগিলেন।

একদা বসন্তসমাগমে তরুরাজি নূতন নূতন কুসুম ও কিশলয়দল প্রসারিত করিয়া দিঙ্মণ্ডল সুশোভিত করিয়া তুলিল এবং মন্দ মন্দ মলয়বায়ু দ্বারা কুসুমসমূহের সৌরভে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত হইয়া উঠিল। পুষ্পপরাগে সমাচ্ছন্ন হইয়া মধুকর সানন্দে মধুর গুঞ্জন করিতে লাগিল। পুংস্কোকিলগণ কলকূজনে কাননভূমি মাতাইয়া তুলিল। সকল প্রাণীই প্রফুল্ল হইল। বিরহিগণ ক্লিষ্ট হইল। সংযোগিগণ সুখের সাগরে ভাসিল।

এই সময় যুবরাজ বয়স্যবর্গে পরিবৃত হইয়া উদ্যান-ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারী ভৃত্যামাত্যগণ সকলেই সুখে-স্বচ্ছন্দে উদ্যান-ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত রাজতনয় উদ্যান-বিহার করিলেন। কিঞ্চিৎ পরেই তাঁহার কর্ণে কৌতুকাবহ সংবাদ আসিয়া পৌঁছিল। রাজপুত্রের জনৈক বয়স্য দ্রুতপদবিক্ষেপে তাঁহার নিকট আগমনপূর্ব্বক বলিলেন,—সখে! এই স্থানের অনতিদূরে আমি বিচরণ করিতেছিলাম, এমন সময় দেখিলাম, একটি পরমা সুন্দরী মূর্ত্তি সখীগণসহ নভোমণ্ডল হইতে অবতীর্ণ হইয়া উদ্যানস্থ এক অশোকতরুমূলে অবস্থান করিলেন। আমি তাঁহার নিকটেই ভ্রমণ করিতেছিলাম, তিনি আমাকে ডাকিয়া তাঁহার আগমনসংবাদ আপনার নিকট জানাইবার জন্য বিশেষ করিয়া বলিয়া দিবেন। আমি সেই অদৃষ্টপূর্ব্বা রমণীর আদেশমাত্র আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। যুবরাজ, আপনাকে অধিক আর কি বলিব? আপনি এক্ষণে সত্বর সেই

রমণীরত্নের সাক্ষাৎলাভে নিজ নয়ন-সাফল্য সম্পাদন করুন।

রাজপুত্র নরবাহন বয়স্যমুখে এই সংবাদ শুনিয়া শীঘ্র সেই দিকে ধাবিত হইলেন। ভৃত্যামাত্য প্রভৃতি সঙ্গিগণও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। রাজতনয় দূর হইতে অশোকতরুতলস্থ রমণীর অদ্ভুত রূপরাশি অবলোকন করিয়া সবিস্ময়ে তাঁহার নিকট গমন করিলেন। রমণী তাঁহাকে দেখিয়া সবিনয়ে প্রণাম করিলেন। রাজপুত্রের সমভিব্যাহারিগণ সকলেই তাঁহার নিকট গিয়া উপবিষ্ট হইলেন। তখন যুবরাজের প্রধান সচিব গোমুখ সেই রমণীর আত্মপরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। রমণী তৎশ্রবণে যুবরাজের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া আত্মবৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন।

রমণী আপন লজ্জাভয় পরিহারপূর্ব্বক যুবরাজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মহাশয়! তুষারমণ্ডিত কৈলাসগিরির সুরম্য শিখরে কাঞ্চনশৃঙ্গ নামক সুরম্য নগরে হেমপ্রভ নামক এক বিদ্যাধর বাস করেন। বিদ্যাধর হেমপ্রভের অনেকগুলি পত্নী। তন্মধ্যে অলঙ্কারবতী নাম্নী এক বিদ্যাধরীই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তমা! হেমপ্রভ বিলক্ষণ ধার্ম্মিক ব্যক্তি। পার্ব্বতী ও পরমেশ্বরে তাঁহার অচলা ভক্তি। তিনি প্রতিদিন প্রাতঃস্নান করিয়া তাঁহার প্রিয়পত্নীসহ কৈলাসপতি শঙ্কর ও শঙ্করীর আরাধনা করিতেন এবং তথা হইতে প্রত্যহ ভূতলে আসিয়া দীন, দুঃখী ও বিশিষ্ট ব্রাহ্মণদিগকে লক্ষাধিক সুবর্ণমুদ্রা বিতরণপূর্ব্বক স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। তাঁহার সন্তানসন্ততি কিছুই ছিল না। তিনি প্রতিনিয়ত ব্রতনিষ্ঠ হইয়া মুনিজনবৎ নিজ পান-ভোজনাদি সমাধা করিতেন।

কিয়ৎকাল অতীত হইলে হেমপ্রভ একদিন নিজ নিজ অপুত্রতানিবন্ধন দুঃখিতমনে বসিয়া আছেন এবং এক একবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন; স্বামীর এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহার পত্নী অলঙ্কারবতী দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন হেমপ্রভ আর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বলিলেন, প্রিয়ে! আমার সকল সম্পত্তিই আছে, কিছুরই অভাব নাই। কিন্তু একটি পুত্র না থাকায় আমার সকল বিষয়েরই অভাব বলিয়া বোধ হইতেছে। আমার সকল সম্পদ থাকিলেও কেবল এই কারণেই অতি দুঃখে কাল অতিবাহিত করিতেছি। পুত্রহীন ব্যক্তির কি দশা ঘটিয়া থাকে, আজ তাহা আমার স্মৃতিপথে জাগরিত হইয়াছে, তাই আমার মন নিতান্তই দুঃখিত।

স্বামীর দুঃখের হেতু শুনিয়া অলঙ্কারবতী বলিলেন, নাথ! বিধাতা সাধুজনের প্রতি সর্ব্বদাই সদয় হইয়া থাকেন। আপনি ধীরপ্রকৃতি দানশীল, সাধুপুরুষ। ভগবান্ হর আপনার ভক্তিপূর্ণ আরাধনায় পরিতুষ্ট হইয়া অবশ্যই আপনাকে পুত্রধন প্রদান করিবেন, আপনি এ জন্য আর মনস্তাপ করিবেন না।

হেমপ্রভ প্রেয়সীর কথায় প্রোৎসাহিত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক ভক্তিসহকারে প্রতিনিয়ত শিবারাধনা করিতে লাগিলেন। তিনি কৈলাসপতির প্রীতির জন্য তিনদিন তিনরাত্রি নিরাহার থাকিয়া ভগবানের স্তবপাঠ করেন এবং এককোটি সুবর্ণ-মুদ্রা সৎপাত্রে বিতরণ করিলেন। এইরূপ কঠোর আরাধনায় কৈলাসনাথ সন্তুষ্ট হইয়া একদিন রাত্রিযোগে হেমপ্রভকে বলিলেন, বৎস, আমার প্রসাদে অচিরে তোমার একটি পুত্রসন্তান লাভ হইবে। আর ভগবতী গৌরীর কৃপায় একটি কন্যাসন্তান পাইবে। কন্যাটি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বৎসরাজের পুত্র নরবাহনদত্ত তাহার পাণিগ্রহণ করিবেন।

শঙ্কর এই বলিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। তখন রাত্রিও প্রভাত হইল। হেমপ্রভ হৃষ্টমনে স্বপ্নবৃত্তান্ত প্রিয়ার নিকট প্রকাশ করিলেন। স্বপ্নবিবরণ শুনিয়া অলঙ্কারবতী অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন।

কিয়ৎকাল পরেই অলঙ্কারবতী গর্ভবতী হইলেন। যথাকালে তাঁহার একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। পিতা হেমপ্রভ সানন্দে পুত্রের রত্নবৎ প্রভাদর্শনে তাহাকে রত্নপ্রভ নামে অভিহিত করিলেন। পুত্র জন্মিবার কিয়ৎকাল পরে অলঙ্কারবতীর পুনরায় গর্ভসঞ্চার হইল। এইবার যথাসময়ে তিনি একটি কন্যা প্রসব করিলেন। কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবার পরেই একটি দৈববাণী হইল যে, এই নবজাতা কন্যা কালে নরপতি নরবাহনদত্তের মহিষী হইবে। বিদ্যাধর হেমপ্রভ উক্ত দৈববাণী শুনিয়া অবধি কন্যার জন্য পাত্রান্তরের সন্ধান করিলেন না। তিনি সেই দৈববাক্যেই বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক নিশ্চিন্ত রহিলেন। ক্রমে কন্যাটি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বিদ্যাধর কন্যার কমনীয় কান্তি দর্শনে তাহার নাম রাখিলেন হেমপ্রভা।

কন্যা হেমপ্রভা একদিন পিতার মুখে নিজের

ভাবী ভর্ত্তার নামধামাদি শুনিতে পাইয়া তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে রাত্রিযোগে নিদ্রিতা হইলেন। তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, যুবরাজ নরবাহনদত্ত তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। স্বপ্ন দেখিয়া প্রভাতে মাতার নিকট সে কথা ব্যক্ত করিলেন। মাতা অলঙ্কারবতী তৎশ্রবণে তাঁহাকে সেইদিনই সখীসহ কৌশাম্বী নগরে যাইতে আদেশ দিলেন। মাতার আজ্ঞা পাইয়া হেমপ্রভা সখীসহ কৌশাম্বী নগরের উদ্যানে যুবরাজের নিকট উপস্থিত হইলেন! যুবরাজ, আমি অধিক বলিব কি? আমি সেই হেমপ্রভা, এক্ষণে যুবরাজের প্রণয়াভিলাষে দণ্ডায়মানা।

যুবরাজ নরবাহনদত্ত হেমপ্রভার সৌন্দর্য্য ও বাক্যে এবং চাতুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, সুন্দরি, তোমার ন্যায় ললনা আমাকে পতিত্বে বরণ করিবে, এ সংবাদে আমিও অদ্য ধন্য হইলাম। আমি অবশ্যই তোমার অভীষ্ট পূর্ণ করিব। যুবরাজ এই বলিয়া যেমন তাঁহাকে সপ্রণয়-দৃষ্টিপাতে আপ্যায়িত করিলেন, অমনি বিদ্যাধর হেমপ্রভ পরিজনবর্গসহ সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যুবরাজ নরবাহনদত্ত তখন সেই সকল অভ্যাগত বিদ্যাধরগণের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিলেন। এদিকে বৎসরাজ উদয়ন এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া মন্ত্রিবর্গসহ সত্বর সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন বিদ্যাধর হেমপ্রভ নরবাহনদত্তসহ নিজ কন্যার পরিণয়-সম্বন্ধে বৎসরাজের নিকট প্রস্তাব করিলেন। বৎসরাজ উদয়ন আহ্লাদের সহিত ঐ প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। অতঃপর হেমপ্রভ মায়াবলে একটি সুন্দর বিমান প্রস্তুত করিয়া তাহাতে নরবাহনদত্ত ও নিজ পরিবারসহ আরোহণকরতঃ সত্বর কাঞ্চনপুর নগরে পৌঁছিলেন। তথায় নিজ গৃহে প্রত্যাগত হইয়া কন্যা হেমপ্রভাকে যুবরাজের করে সম্প্রদান করিলেন।

যুবরাজ এই বিবাহে শ্বশুরের নিকট প্রচুর ধনরত্ন যৌতুক পাইলেন এবং বিবাহের পর শ্বশুরের গৃহে কিছুদিন অবস্থানপূর্ব্বক পত্নীর সহিত পুনরায় স্বভবনে আসিয়া পিতামাতার আনন্দবর্দ্ধন করিলেন।

ষট্‌ত্রিংশ তরঙ্গ

রাজদত্তার উপাখ্যান

একদিন গোমুখ প্রভৃতি অমাত্যগণ যুবরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অন্তঃপুরাভিমুখে গমন করিলেন। কিন্তু দ্বাররক্ষিণী তাঁহাদিগকে তথায় প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল এবং বহিঃ হেমপ্রভার নিকট এই সংবাদ জানাইল। হেমপ্রভা তৎশ্রবণে তাঁহাদিগকে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিলেন। হেমপ্রভার আদেশে দ্বাররক্ষিণী রমণী কোন প্রতিবাদ করিল না, সে সত্বরই অমাত্য প্রভৃতিকে যুবরাজের শয়নকক্ষে লইয়া গেল। রাজ্ঞী হেমপ্রভা যুবরাজের অমাত্য ও বয়স্য প্রভৃতিকে দেখিয়া যথাযোগ্য আদর-অভ্যর্থনা করিলেন। দ্বাররক্ষিণী রমণী হেমপ্রভার আচরণ দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিতা হইল। তখন রাজ্ঞী দ্বাররাক্ষিণীর মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন,—দ্বারপালিকে! তুমি বোধ হয় আমার এইরূপ ব্যবহারে আশ্চর্য্য হইয়াছ। যাহা হউক, আমার আদেশে এখন হইতে আর ইহাদিগকে অন্তঃপুর প্রবেশে বাধা দিও না, ইঁহারা আমার স্বামীর বয়স্য। তাঁহার সহিত ইঁহাদের মনের ভাব অভিন্ন। সুতরাং এ স্থানে ইঁহাদিগের আগমনে বাধা হইতে পারে না।

রাজ্ঞী হেমপ্রভা দ্বারপালিকাকে এই কথা বলিয়া যুবরাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন,—দেব! স্ত্রীলোকদিগকে অন্তঃপুরে আবদ্ধ করিয়া রাখা আমার পক্ষে কুনীতি বলিয়া মনে হয়। আপনি ভাবিয়া দেখুন, স্ত্রীলোকদিগের চরিত্রবলই রক্ষক, নতুবা তাহারা যদি প্রকৃতই চপলস্বভাব হয়, তাহা হইলে দেবতারাও সে চপলতা নিবারণ করিতে অক্ষম। উদ্ধতস্বভাবা রমণী, আর বেগবতী তটিনী, আমি এই উভয়কেই সমান মনে করি। কারণ, তটিনীর স্রোতাবেগ যেমন নিবারণ করা যায় না, সেইরূপ চপলা রমণীর মনের গতি ফিরাইবার কাহারও শক্তি নাই। আমি এ সম্বন্ধে একটি উপাখ্যান বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

সমুদ্রের মধ্যস্থলে রত্নকূট নামক দ্বীপে এক পরম বৈষ্ণব রাজা ছিলেন। বিষ্ণুর প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি। তিনি একদিন মনে মনে স্থির করিলেন, এই রাজ্যের রাজা হইয়া দুই-একটি পত্নী সম্ভোগ করিয়া আমার তত সুখ হইতেছে না।

যদি এই পৃথিবীর সমগ্র স্থানটা আমার রাজত্ব হয়, আর পৃথিবীস্থ যাবতীয় নরপতির কন্যাগণ আমার পত্নী হয়, তাহা হইলে আমার প্রকৃত সুখশান্তি সংঘটিত হইতে পারে। যাহা হউক, যে প্রকারে আমি এই দুইটি কার্য্যসাধন করিতে পারি, তজ্জন্য এক্ষণে বিষ্ণুর আরাধনায় প্রবৃত্ত হই।

রাজা এইরূপ স্থির করিয়া অনেকদিন পর্য্যন্ত বিষ্ণুর উপাসনা করিলেন, বিষ্ণু তাঁহার উপাসনায় প্রসন্ন হইয়া তৎসম্মুখে আগমনপূর্ব্বক বলিলেন, বৎস! এক গন্ধর্ব্ব মুনি কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া একটি শ্বেতহস্তিরূপে কলিঙ্গদেশে অবস্থিতি করিতেছে। সেই হস্তী সম্প্রতি শ্বেতরশ্মি নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। আমার প্রসাদে তাহার শূন্যমার্গে ভ্রমণ ও পূর্ব্বজাতি স্মরণ করিবার ক্ষমতা আছে। আমি তাহাকে স্বপ্নে এইরূপ আদেশ করিব যে, সে তোমার বাহন হইয়া তোমাকে গ্রহণপূর্ব্বক আকাশপথে পরিভ্রমণ করিবে। তুমি তাহার পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করিয়া যখন যে রাজাকে আক্রমণ করিবে, সেই রাজাই তোমার তখন বশীভূত হইবে এবং তোমার মনস্তুষ্টির জন্য সেই সকল রাজারা স্ব স্ব কন্যা তোমাকে উপহার প্রদান করিবে। এইরূপে তুমি সমস্ত পৃথিবীর আধিপত্য এবং সহস্র সহস্র রাজবালার বরমাল্য প্রাপ্ত হইতে পারিবে।

বিষ্ণু এইরূপ বরপ্রদানান্তে অন্তর্দ্ধান করিলেন। রাজা হৃষ্টচিত্তে হস্তী শ্বেতরশ্মির আগমন-প্রতীক্ষায় রহিলেন। রাত্রিপ্রভাতেই সেই গগনচারী হস্তী আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজা তাহার পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক ক্রমে সমস্ত পৃথিবী করায়ত্ত এবং পৃথিবীর সকল রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। পাণিগ্রহণান্তে সেই সকল রাজবালাকে নিজ রত্নদ্বীপ রাজ্যে আনয়ন করিয়া মহাসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন এবং শ্বেতরশ্মির পরিতোষের জন্য প্রত্যহ পঞ্চশত ব্রাহ্মণকে অন্নদান করিতে লাগিলেন।

এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পর রাজা একদিন কোন প্রয়োজনবশতঃ হস্তী শ্বেতরশ্মির পৃষ্ঠদেশে আরোহণপূর্ব্বক নিজ রাজ্যের উপর দিয়া শূন্যপথে গমন করিতে লাগিলেন, অকস্মাৎ কোথা হইতে পক্ষীর শ্রেষ্ঠ গরুড় আসিয়া তাঁহার চঞ্চুপুট দ্বারা হস্তীর পৃষ্ঠে সবেগে দুই-তিনটি আঘাত করায় শূন্য হইতে হস্তী সশব্দে ভূতলে পড়িয়া গেল এবং তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। রাজা কোন আঘাত পাইলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার অন্তর অত্যন্ত ব্যথাপ্রাপ্ত হইল। তিনি সেই হস্তীর মৃত্যুতে বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। হস্তীর বিয়োগে তাঁহার সকল বল-ভরসা ফুরাইল দেখিয়া, তিনি তথায় তিনদিন নিরাহারে রহিলেন এবং স্থির করিলেন, আমার মস্তক উপহার দিয়া লোকপালগণের প্রীতিবিধান করিব ও তাঁহাদিগের নিকট বর লইয়া আমার হস্তীকে জীবিত করিব। রাজা এইরূপ মনে মনে স্থির করিয়া যেমন নিজ মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হইলেন, অমনি একটি দৈববাণী তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিল, রাজন্! আপনি এ দুঃসাহসিক কার্য্য করিবেন না। এক সাধ্বী স্ত্রীলোক আনাইয়া তাহার হস্ত হস্তীর অঙ্গে স্পর্শ করাইয়া দিন, তাহা হইলে আপনার হস্তী জীবিত হইবে।

রাজা এই দৈববাণী শুনিয়া তাঁহার প্রধানা মহিষীকে সেই স্থানে আনাইলেন। মহিষী রাজাদেশে হস্তী স্পর্শ করিলেন, কিন্তু হস্তী জীবিত হইল না। রাজা তদ্দর্শনে বিরক্ত হইয়া তাঁহার অন্যান্য সমস্ত মহিষীকে তথায় আনাইয়া হস্তীর অঙ্গস্পর্শ করাইলেন। কিন্তু কাহারও হস্তস্পর্শে হস্তী জীবনলাভ করিল না। তখন রাজা তাঁহার সমগ্র পত্নীর প্রতিই অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং অসতীবোধে সকলকেই সেস্থান হইতে স্থানান্তরিত করিলেন। এমন সময় তাম্রলিপ্ত-নগরবাসী হর্ষগুপ্ত নামক একজন বণিক সস্ত্রীক রত্নদ্বীপ রাজ্যে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। তিনি এই ঘটনা শুনিয়া কৌতুহলবশতঃ তথায় রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রাজা সেই বণিকের পত্নীকে হস্ত দ্বারা তাঁহার মৃতহস্তীর অঙ্গস্পর্শ করিতে অনুরোধ করেন। রাজার অনুরোধে বণিকপত্নী স্বামীর আজ্ঞা লইয়া হস্তীর অঙ্গস্পর্শ করিলেন। বণিক-বনিতার হস্তস্পর্শে হস্তী তৎক্ষণাৎ জীবিত হইল; এবং সত্বর ভূমিতল হইতে উত্থিত হইয়া সম্মুখস্থ খাদ্যবস্তু ভক্ষণ করিতে লাগিল। রাজা এই ব্যাপারে বণিক ও তাহার বনিতার প্রতি অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইলেন। তিনি তাঁহাদিগের পতি-পত্নীকে বহুতর অর্থদানে আপ্যায়িত করিয়া নিজ রাজধানীতেই বাস করাইলেন। তাঁহার পত্নীগণ সকলেই ব্যভিচারিণী-জ্ঞানে রাজা তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া পৃথক্ একটি বাড়ীতে রাখিয়া যথাযোগ্য গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

বণিক ও বণিক-বনিতার প্রতি রাজার ভক্তি-বিশ্বাস দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। রাজা তাঁহাদিগের পতি-পত্নীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। বণিক প্রত্যহই রাজসভায় বসিতেন। রাজাও সময়ে সময়ে বণিকগৃহে বেড়াইতে যাইতেন। একদিন রাজা বণিকপত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—সাধ্বি! আপনার ন্যায় পতিপরায়ণা রমণী জগতে অতি দুর্লভ। আমি বহু পত্নীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম, কিন্তু ভাগ্যদোষে তাহার একটিও প্রীতিকর হইল না। সে জন্য তাহাদিগের সংসর্গ আমি একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছি। আমার বোধ হয়, আপনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে বংশের সকল কন্যাই সচ্চরিত্রা এবং পতিপরায়ণা। আমার ইচ্ছা হয়, আপনার পিতৃবংশীয় কোন কন্যার পাণিগ্রহণ করি।

রাজার অভিপ্রায় জানিয়া বণিকপত্নী বলিলেন,—মহারাজ! আমারই একটি ভগ্নী আছে, সেই ভগ্নীটি রূপে-গুণে সকল বিষয়েই অদ্বিতীয়া। যদি আপনার অভিরুচি হয়, তবে তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে পারেন।

বণিকপত্নীর কথায় রাজা সম্মত হইলেন এবং সেই দিনেই তিনি হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক বণিকপত্নীসহ তাহাদিগের জন্মভূমি তাম্রলিপ্ত নগরে যাইলেন এবং বণিকপত্নী যাইয়া তাঁহার পিতার নিকট রাজার সহিত ভগ্নীর বিবাহের কথা প্রস্তাব করিলেন। তাঁহার পিতা সে জন্য কয়েকজন গণক আনাইলেন। গণকেরা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গণনা করিয়া বলিলেন, মহাশয়! বর্ত্তমান ছয় মাসের মধ্যে বিবাহের উত্তম দিন নাই, তবে অন্য এক রূপ বিবাহের দিন আছে বটে, কিন্তু এ দিন সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ নহে। কারণ, অন্ধকার লগ্নে বিবাহ হইলে স্ত্রী পতিপরায়ণা হয় না। যাহা হউক, এ বিষয়ে আপনাদিগের যাহা অভিপ্রায় হয়, তাহাই করিবেন। গণকগণ এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

রাজা যে কন্যার পাণিগ্রহণার্থ আসিয়াছেন, তাহার নাম রাজদত্তা। রাজদত্তার রূপে রাজার মন একেবারে মুগ্ধ হইয়াছে। তিনি এত অধৈর্য্য হইয়া উঠিয়াছেন যে, রাজদত্তার পাণিগ্রহণ না করিয়া আর একদিনও অপেক্ষা করিতে পারিতেছেন না। তিনি ভাবিলেন, শাস্ত্রানুসারে বিবাহদিন স্থির করিতে গেলে আমার প্রাণ বাঁচিবে না, সুতরাং অদ্যই রাজদত্তাকে বিবাহ করিব। অন্ধকার দিন সম্বন্ধে গণকেরা যে-দোষের কথা বলিলেন, এ ক্ষেত্রে সেরূপ দোষ ঘটিবার কোনই সম্ভাবনা দেখিতেছি না। বণিক হর্ষগুপ্তের পত্নী যেরূপ পতিপরায়ণা দেখিতেছি, তাহাতে তাঁহার ভগ্নী যে কোনরূপ দুশ্চরিত্রা হইবেন, ইহা আমার কিছুতেই বিশ্বাস হইতেছে না। রাজদত্তাকে বিবাহ করিয়া আমার রত্নদ্বীপ রাজ্যে লইয়া যাইব এবং তথায় যাইয়া একটি প্রদেশে সুদৃঢ় প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে তাহাকে রাখিব। প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে স্ত্রীলোকেরা প্রহরী থাকিবে এবং আমিও সর্ব্বদাই তথায় অবস্থান করিব। এইরূপ করিলে রাজদত্তার স্বভাব কখনই দোষাবহ হইতে পারিবে না।

রাজা এইরূপ স্থির করিয়া সেই দিনই রাজদত্তার পাণিগ্রহণ করিলেন। পাণিগ্রহণ করিয়া তিনি তথায় আর অপেক্ষা না করিয়া তৎপরদিবসেই নিজ রাজ্যে নববধূকে লইয়া আগমন করিলেন। এখানে আসিয়া সমুদ্রের মধ্যে একটি নির্জ্জন দ্বীপে সুন্দর একটি প্রাসাদ নির্ম্মাণপূর্ব্বক পত্নী রাজদত্তাকে তথায় রাখিলেন। কয়েকজন স্ত্রীলোক রাজদত্তার রক্ষিকা ও পরিচারিকারূপে নিযুক্ত হইল। রাজা তাঁহার হস্তীর সাহায্যে প্রত্যহ শূন্যের উপর দিয়া রাজদত্তার গৃহে যাইতে লাগিলেন এবং রাত্রিপ্রভাতেই তথা হইতে রাজপ্রাসাদে আসিয়া নিজ রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতেন।

এইরূপ সুখ-সম্ভোগে রাজদম্পতীর কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইল। রাজদত্তা একদিন একটি কুস্বপ্ন দেখিলেন। কুস্বপ্ন দেখিয়া তাঁহার মন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইল।

তিনি মনস্থির করিবার জন্য সেদিন অপর্য্যাপ্ত সুরাপান করিলেন। রাজা যথানিয়মে সন্ধ্যার পরেই রাজদত্তার নিকট আসিলেন। রাজদত্তা সুরাপান করিয়া এতদূর মত্ত হইয়াছিলেন যে, রাত্রি প্রভাতেও তিনি রাজাকে ছাড়িতে চাহেন না। রাজদত্তা কামোন্মত্ত হইয়া রাজার গমনে বারংবার বাধা দিতে লাগিলেন, কিন্তু রাজা দিবাভাগে অধিকক্ষণ সে স্থানে অবস্থান করিলে পাছে রাজকার্য্যের ক্ষতি হয় ভাবিয়া, অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। রাজা চলিয়া গেলে সুরার উত্তেজনায় একেবারে অধীরা হইয়া রাজদত্তার অত্যন্ত কামবেগ প্রবল হইয়া উঠিল। এদিকে রাজাও তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া আসিয়া মনে মনে অনুতাপ ভোগ করিতে লাগিলেন।

রাজদত্তা মদ্যপানে উন্মত্তাবস্থায় আছেন বলিয়া তাঁহার পরিচারিকাগণ দিবাভাগে তাঁহার নিকট

থাকিয়া নিশ্চিন্তমনে স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃতা হইল। রাজদত্তাও সে জন্য কিছুই বলিলেন না। এমন সময় হঠাৎ এক অপরিচিত সুন্দর যুবাপুরুষ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। যদিও রাজদত্তা উন্মত্তাবস্থায় ছিলেন, তথাপি সহসা এক অপরিচিত পুরুষকে দেখিয়া তাঁহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল; তিনি যুবককে জিজ্ঞাসা করিলেন,— মহাশয়! আপনি কে? কি জন্য কিরূপে এই দুর্গম প্রদেশে আগমন করিলেন? যুবক তৎশ্রবণে কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া বলিল, সুন্দরি! আমি বড়ই হতভাগ্য। শৈশব অবস্থায় আমার পিতামাতার স্বর্গপ্রাপ্তি হওয়ায় জ্ঞাতিগণ আমাকে নিরুপায় দেখিয়া পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিল, অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া একটি ধনী লোকের ভৃত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইলাম। এই কার্য্য করিতে করিতে যখন কয়েকটি টাকা হাতে জমিল, তখন আমি বাণিজ্যার্থ যাত্রা করিলাম। দুঃখের কথা বলিব কি, একদল দস্যু পথে আমাকে একাকী পাইয়া টাকা কয়টি কাড়িয়া লইল। তখন আর কি করি, একবারেই নিঃসম্বল হইয়া হীনাবস্থায় দুঃখিতমনে পথে যাইতে যাইতে আমার ন্যায় দুরবস্থাপন্ন আরও কয়েকটি লোক আমার সঙ্গী হইল। তখন অগত্যা সেই সঙ্গিগণের সহিত গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করিতে করিতে পথ অতিক্রম করিতে লাগিলাম। কয়েকদিন পথ চলিয়াই সুবর্ণক্ষেত্র নামক একটি নগরে যাইয়া উপনীত হইলাম। সুবর্ণক্ষেত্র নগরের সন্নিকটে একটি স্বর্ণের খনি ছিল। আমরা তথাকার রাজাকে উপযুক্ত করদানে অঙ্গীকার করিয়া সেই খনি হইতে রত্নোত্তোলন করিতে আরম্ভ করিলাম। সংবৎসর পরিশ্রম করিয়া আমার সঙ্গিগণ সকলেই কিছু কিছু রত্ন সংগ্রহ করিল। একমাত্র আমিই অকৃতকার্য্য হইলাম। বহু চেষ্টা ও পরিশ্রম সত্ত্বেও স্বর্ণে আমার লাভ হইল না। আমার মনে বড়ই দুঃখ হওয়ায় আমি সঙ্গিগণকে ছাড়িয়া একাকী সাগরতীরে আসিলাম, তথায় কতকগুলি শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহপূর্ব্বক তদ্দারা অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তন্মধ্যে যন্ত্রণাময় জীবন বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইলাম। ভাগ্যগুণে তাহাও সমাধা হইল না। আমি অগ্নিপ্রবেশে উদ্যত হইলে একজন সমুদ্রযাত্রী বণিক তাহার বাণিজ্যপোত হইতে উচ্চৈঃস্বরে আমাকে নিষেধ করিতে লাগিলেন এবং সত্বর বাণিজ্যতরী তীরে লাগাইয়া দ্রুতপদে আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। আমি তাঁহাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনাই বলায়, তাঁহার মনে কষ্ট হইল এবং তিনি দয়া করিয়া আমাকে মাসিক বেতন নির্দ্দিষ্টপূর্ব্বক কর্ম্মচারীরূপে সঙ্গে লইলেন। বেতনের কথা শুনিয়া আমার মনে আহ্লাদ হইল। আমি হৃষ্টচিত্তে বাণিজ্যতরী আরোহণপূর্ব্বক বণিকসহ সমুদ্রপথে সুবর্ণদ্বীপাভিমুখে প্রস্থান করিলাম। আমাদিগের বাণিজ্যপোত পাঁচ দিন পর্য্যন্ত নিরাপদে সমুদ্রসলিল বাহিয়া চলিল। কিন্তু ষষ্ঠদিনে সহসা আকাশে একখণ্ড কৃষ্ণবর্ণ মেঘ মুহূর্ত্তমধ্যে চারিদিক্ অন্ধকার করিয়া ঘোর বিপদে পতিত করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রবলবেগে ঝড় বহিতে লাগিল, উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালায় বারিধিবক্ষ বিক্ষোভিত হইয়া উঠিল। আকাশ হইতে সহস্র মুষলধারে বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল। আমাদিগের ভয়ে প্রাণ উড়িয়া গেল। আমাদিগের বাণিজ্যপোত প্রাণপণে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু বিধাতা বাম হইয়া আমাদিগের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিলেন। কিঞ্চিৎ পরেই বাণিজ্যপোত জলমগ্ন হওয়ায় আমার সঙ্গিগণ দৈব-দুর্ব্বিপাকে বিনষ্ট হইলেন। আমি বিধাতার ইচ্ছায় এক ভাসমান বৃক্ষের সাহায্যে ক্রমে তীরদেশে উপনীত হইলাম। তীরে উঠিয়া বনজঙ্গলের মধ্য দিয়াই কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া সম্মুখে আপনার এই হর্ম্ম্যটি দৃষ্টিগোচর হইল। দূর হইতে ইহা দেখিতে পাইয়া আশ্রয়লাভের প্রত্যাশায় বরাবর আপনার এই গৃহমধ্যে আসিয়া উপনীত হইয়াছি। সম্প্রতি আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে আশ্রয়দানে বাধিত করুন।

আগন্তুক যুবক রাজদত্তার নিকট আত্মপরিচয় ব্যক্ত করিয়া অনুগ্রহলাভার্থ করযোড়ে দাঁড়াইয়া রহিল। রাজবধূ যুবকের বাক্যে প্রথমতঃ কোন উত্তর না দিয়া, তিনি আপনার সুবিশাল নয়ন দুইটি বিস্তার করিয়া একদৃষ্টে তাহার সুভঙ্গিম অঙ্গপানে তাকাইয়া রহিলেন।

প্রজ্বলিত অগ্নির পার্শ্বে একটি তৃণ কখন অদগ্ধাবস্থায় অধিককাল থাকিতে পারে না। যেখানে স্ত্রী, পুরুষ, মত্ততা, নির্জ্জনতা, অবরুদ্ধাবস্থা, এই পাঁচটি অগ্নি প্রজ্বলিত, সেখানে একটি সচ্চরিত্ররূপ তৃণ আর কতকাল অদগ্ধাবস্থায় থাকিবে? রাজদত্তা যুবতী, অবরুদ্ধ অবস্থায় স্থিতা, মদ্যপানে উন্মত্তা, কামশরে জর্জ্জরিতা, গৃহ নির্জ্জন এবং আগন্তুক যুবাপুরুষ প্রিয়দর্শন; সুতরাং সচ্চরিত্র সুরক্ষিত হওয়া একেবারেই অসম্ভব।

এই অসম্ভবতার জন্যই রাজদত্তা নিজ চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখিতে অক্ষম হইয়া, অবিলম্বেই কোমল বাহুদ্বয়ে যুবকের স্কন্ধ বেষ্টিত করিয়া তৎসঙ্গে রতিরঙ্গে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার প্রবল কামপিপাসা নিবৃত্ত হইলে সুরাপানজনিত মত্ততাও কমিয়া আসিল। তিনি তখন যুবককে বাহুবেষ্টন করিয়া সুখে শয্যাতলে শয়ন করিয়া রহিলেন।

এই সময়ের কিঞ্চিৎ পরেই রাজা আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়াই পত্নীকে তদবস্থায় দেখিয়া ক্রোধভরে অসি উত্তোলনপূর্ব্বক যুবকের শিরশ্ছেদ করিতে উদ্যত হইলেন। অমনি যুবক অনন্যোপায় হইয়া ভীতি-বিকম্পিত স্বরে রাজার নিকট প্রাণভিক্ষা চাহিলেন। শরণাগতের কাতর প্রার্থনায় রাজার দয়া উপস্থিত হওয়ায়, বধকার্য্য হইতে বিরত হইলেন, এবং মনে মনে ভাবিলেন,—আমি পাগল! তাই পত্নীর চরিত্র-রক্ষার্থ সতত সতর্ক রহিয়াছি। আমারই ভ্রম হইয়াছে, মদ্যপায়িনী রমণীদিগের সতীত্ব রক্ষা করা কখনই সম্ভব হয় না, এ কথা পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই। এখন বুঝিলাম,—চপলা স্ত্রীজাতির চরিত্র শত সাবধানতায়ও সুরক্ষিত হয় না। পূর্ব্বে গণকগণ বিবাহলগ্নে যে দোষের কথা বলিয়াছিল, এতদিনে তাহা সপ্রমাণ হইল। গুরুজন ও হিতৈষী ব্যক্তির কথায় অবহেলা করিলে পরিণামে যে ক্লেশভোগ করিতে হয়, তাহাও ঘটিল। এখন আর আগন্তুক ব্যক্তির প্রাণনাশে ফল কি? ইহাকে ছাড়িয়া দি।

রাজা এইরূপ মনে মনে আলোচনা করিয়া ক্রোধবেগ প্রশমিত করিয়া, আগন্তুক যুবকের আত্মবিবরণ শ্রবণ করিয়া, তাহাকে সেস্থান হইতে তাড়াইয়া দিলেন।

রাজা কর্ত্তৃক তাড়িত যুবক মনের দুঃখে আবার সমুদ্রজলে ঝাঁপ দিল এবং উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। এই সময় ক্রোধবর্ম্মা নামক এক সমুদ্র-বণিক সপরিবারে সেইস্থান দিয়া যাইতেছিলেন। যুবক বণিকের আশ্রয় পাইয়া তাঁহার সঙ্গে নানা দেশ ভ্রমণ করিতে লাগিল। কয়েকদিন পরে ক্রোধবর্ম্মার স্ত্রীর সহিত যুবকের অবৈধ প্রণয়-সঞ্চার হইল। বণিক তাহা জানিতে পারিয়া ক্রোধের সহিত তৎক্ষণাৎ তাহাকে বাণিজ্যপোত হইতে সমুদ্রজলে ফেলিয়া দিলেন। বিশ্বাসঘাতকের উপযুক্ত দণ্ড হইল। কিঞ্চিৎ পরেই যুবকের মৃতদেহ সমুদ্রজলে ভাসিয়া উঠিল।

এদিকে রাজা পত্নী রাজদত্তার চরিত্রে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাহাকে সেস্থান পরিত্যাগ করাইয়া রাজধানীতে লইয়া গেলেন। রাজধানীতে রাজদত্তার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী সেই সাধুশীলা বণিক-বণিতার নিকট বলিলেন,—সাধ্বি! আমি যে আশায় আপনার ভগ্নীকে প্রণয়িনীপদে বরণ করিয়াছিলাম, সে আশা আমার বিফল হইয়াছে। আমার আর অসার সুখভোগে প্রয়োজন নাই। সংসারের সকল সুখই যে দুঃখময়, তাহা আমার এখন ধারণা হইয়াছে। সুতরাং যাহাতে পুনরায় যন্ত্রণাবহুল পাপ-সংসারে না আসিতে হয়, তজ্জন্য বনে যাইয়া ভগবৎপদে শরণ লইবার বাসনা করিয়াছি।

বণিক-বনিতা আকস্মিক রাজার এইরূপ বৈরাগ্য শুনিয়া, সংসারে থাকিবার জন্য অনেক প্রবোধ দিলেন বটে, কিন্তু রাজা সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া, তদ্দণ্ডেই তাঁহার অর্দ্ধ সম্পত্তি বণিক-বনিতাকে ও অবশিষ্ট সম্পত্তি ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া স্বয়ং বনগমনার্থ সেই গগনচর হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে হস্তীটি তৎক্ষণাৎ এক দিব্য মানব হইয়া দাঁড়াইল। রাজা সেই ব্যাপারে বিস্ময়াপন্ন হইলেন। রাজার বিস্ময় দর্শনে সেই দিব্য পুরুষ তাঁহাকে বলিল,—মহারাজ! আমার দেহ-পরিবর্ত্তনে বিস্মিত হইবেন না; কারণ, পূর্ব্বজন্মে আমি ও আপনি উভয়ে পরস্পর দুই সহোদর গন্ধর্ব্ব ছিলাম। মলয়গিরির কোন একটি প্রদেশে আমাদিগের বাস ছিল। রাজবতী নাম্নী এক রমণী আপনার সহধর্ম্মিণী ছিলেন। একদিন আপনি নিজ পত্নীকে ক্রোড়ে করিয়া দেবদর্শনার্থ সিদ্ধাবাস নামক স্থানে গমন করেন। তথায় একজন সিদ্ধপুরুষ বিস্ময়ের সহিত আপনার পত্নীর সৌন্দর্য্যরাশি দর্শন করিতে থাকায় আপনি কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া সেই সিদ্ধপুরুষের প্রতি কয়েকটি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। সিদ্ধ পুরুষ তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া আপনাকে অভিসম্পাত করায় তাহারই ফলে আপনি মনুষ্যলোকে জন্ম লইয়াছেন এবং আপনার পত্নীগণ দুশ্চরিত্রা হইয়া আপনার মনে দুঃখ উৎপাদন করিয়াছেন।

সিদ্ধপুরুষ আপনাকে অভিসম্পাত করিলে আমি তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিয়াছিলাম বলিয়া, সেইজন্য আমাকে তিনি শ্বেতহস্তিরূপে জন্মিবার অভিশাপ দিলেন। তাঁহার অভিশাপবাক্য শ্রবণে উভয়েই তৎকালে তাঁহাকে অনেক অনুনয়-বিনয় করায়, শেষে প্রসন্ন হইলেন। তাঁহার প্রসন্নতার গুণে আপনি রত্নদ্বীপে রাজা

গাইলেন, অশীতি সহস্র রমণী আপনার ভার্য্যা হইলেন এবং তাহারা অসতী হওয়ায় আপনার বৈরাগ্যোদয় হইল; আর আমি সেই শ্বেতহস্তী হইয়াই আপনার বাহনরূপে রহিলাম। এক্ষণে আমাদিগের উভয়েরই শাপাবসান হওয়ায় পূর্ব্বদেহ প্রাপ্ত হইব।

রাজা এই কথা শুনিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাঁহার পূর্ব্বজাতিবৃত্তান্ত স্মরণ হইল। তখন উভয় ভ্রাতাই অবিলম্বে দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্ব স্ব অপূর্ব্ব গন্ধর্ব্ববপু প্রাপ্ত হইলেন।

হেমপ্রভা এই উপাখ্যানের উপসংহার করিয়া পুনরায় যুবরাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন,—নাথ! ত্রিভুবনের মধ্যে কোন ব্যক্তিই বলপূর্ব্বক স্ত্রীলোকদিগকে রক্ষা করিতে পারে না, একমাত্র বিশুদ্ধ স্বভাবই তাহাদিগের রক্ষক। স্ব স্ব সাধু স্বভাববলেই তাহারা অসতী অপবাদ হইতে রক্ষা পাইয়া থাকে, নচেৎ শত চেষ্টায়ও তাহাদিগের ঘৃণিত মতিগতির পরিবর্ত্তন ঘটান যায় না।

হেমপ্রভা এই বলিয়া বিরত হইলেন। যুবরাজও হেমপ্রভার মুখে এই সকল কথা শুনিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন।

সপ্তত্রিংশ তরঙ্গ

মর্কটের উপাখ্যান

হেমপ্রভার কথা শেষ হইলে, অমাত্যপ্রধান গোমুখ বলিলেন,—যুবরাজ! বাস্তবিকই সচ্চরিত্রা রমণী জগতে অতি বিরল। রমণীগণের মধ্যে অধিকাংশ রমণীই চঞ্চলস্বভাবা ও অবিশ্বাসিনী। এ সম্বন্ধে আমি একটি গল্প বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

পূর্ব্বে উজ্জয়িনী নগরে এক ধনাঢ্য বণিকের নিশ্চয়দত্ত নামে একটি পুত্র ছিল। পিতার যথেষ্ট বিষয়-সম্পত্তি থাকিলেও নিশ্চয়দত্ত সে-সমস্ত উপেক্ষা করিয়া প্রত্যহ দ্যূতক্রীড়া দ্বারা স্বয়ং প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া শিপ্রা নদীর তীরে মহাধুমধামের সহিত ভগবান্ মহাকালেশ্বরের পূজা করিতেন; পরে অবশিষ্ট ধন তথাকার ব্রাহ্মণ, অনাথ, দরিদ্র, অন্ধ ও বধিরদিগকে দান করিতেন।

মহাকালমন্দিরের অদূরে উজ্জয়িনীর প্রসিদ্ধ মহাশ্মশানে একটি প্রস্তরময় প্রকাণ্ড স্তম্ভ ছিল। নিশ্চয়দত্ত দৈনিক দানধ্যানাদি-নির্ব্বাহান্তে নিজের অঙ্গরাগ করিবার জন্য প্রত্যহ সেই প্রস্তরস্তম্ভের এক-পৃষ্ঠে চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য ঘর্ষণ করিতেন। তিনি বহুদিন এইরূপ ঘর্ষণ করায় সেই স্তম্ভের পৃষ্ঠদেশ অত্যন্ত মসৃণ হইয়া উঠে। একদিন চিত্রকর সেই স্তম্ভগাত্র মসৃণ দেখিয়া কৌতূহলবশতঃ তথায় একটি গৌরীমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া যায়।

একদিন এক বিদ্যাধরকন্যা ভগবান্ মহাকালের আরাধনার্থ সেই স্থানে আগমন করেন। মহাকালের আরাধনান্তে যাইবার সময় স্তম্ভপাত্রে একটি অপূর্ব্ব গৌরীমূর্ত্তি দেখিয়া ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার পূজা ও পূজান্তে বিশ্রামার্থ ঐ স্তম্ভের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। এই ঘটনার কিঞ্চিৎ পরেই নিশ্চয়দত্ত ঐ স্তম্ভের নিকট আসিয়া, স্তম্ভগাত্রে গৌরীমূর্ত্তি দর্শনে বিস্মিত হইয়া তথায় গন্ধদ্রব্য ঘর্ষণ করিলেন না, তাহার অপর পার্শ্বে ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। বিদ্যাধরকন্যা স্তম্ভের মধ্য হইতে নিশ্চয়দত্তের রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হওয়ায় তাঁহার হৃদয় প্রেমরসে আর্দ্র হইল। তিনি স্তম্ভের অভ্যন্তর হইতে বাহুযুগল প্রসারিত করিয়া নিশ্চয়দত্তের পৃষ্ঠে চন্দন লেপন করিতে লাগিলেন। তৎকালে বিদ্যাধরকন্যার করস্থিত কনক-কঙ্কণের একটি মধুর ধ্বনি উত্থিত হইলে, তৎশ্রবণে নিশ্চয়দত্তের আনন্দে মন মুগ্ধ হইল এবং রমণীর করকমল-স্পর্শে তাঁহার অপূর্ব্ব সুখানুভব হইতে লাগিল। তিনি স্তম্ভগাত্র হইতে নিঃসারিত দুইটি কোমল বাহুযুগল দেখিয়া বিস্ময় ও কৌতুকের সহিত তাহা নিজ হস্তে ধরিয়া ফেলিলেন। নিশ্চয়দত্ত হস্ত ধরিবামাত্র বিদ্যাধরী বলিলেন,—মহাশয়, আপনি আমার হস্ত ধরিলেন কেন? আমি যখন আপনার কোন অপরাধ করি নাই, তখন দয়া করিয়া শীঘ্র হাত ছাড়িয়া দিন। নিশ্চয়দত্ত বলিলেন,—তুমি কে? অগ্রে পরিচয় প্রদান কর, তবে তোমার হাত ছাড়িব। বিদ্যাধরী বলিলেন,—আপনি অগ্রে হস্ত পরিত্যাগ করুন, শেষে আপনার সম্মুখে যাইয়া পরিচয় প্রদান করিতেছি।

বিদ্যাধরকন্যার কথায় নিশ্চয়দত্ত হস্ত ছাড়িয়া দিবামাত্র বিদ্যাধরী স্তম্ভ হইতে বহির্গত হইয়া নিশ্চয়দত্তের সম্মুখে উপবেশন করিলেন। বিদ্যাধরীর আকৃতি দর্শনে বণিকতনয় মনে মনে বিস্ময় মানিলেন! তখন বিদ্যাধরী তাঁহাকে বলিলেন,—মহাশয়! হিমালয়ের অন্তঃপাতী পুষ্করাবতী নগরে বিন্ধ্যসর নামে এক বিদ্যাধর বাস করেন। আমি তাঁহার কন্যা। আমার নাম অনুরাগপরা। আমি অদ্য মহাকালের আরাধনার্থ এই স্থানে আসিয়া বিশ্রামার্থ এই স্তম্ভের মধ্যে প্রবেশ করিলে, কিয়ৎক্ষণ

পরেই আপনি এই স্থানে আসিলেন। আপনার রূপ দেখিয়া আমার মন মুগ্ধ হওয়ায়, আমি আপনার পৃষ্ঠে চন্দন লেপন করিতে লাগিলাম; কিন্তু মন্মথের ফুলশরের কি অপূর্ব্ব মহিমা! আমি আপনার অঙ্গস্পর্শ করিবামাত্রই সেই শরে জর্জ্জরিত হইয়াছি। আমার অঙ্গ অবশ হইয়াছে। আপনি আপনার রূপ-যৌবন দেখাইয়া আমার মন হরণ করায় আমি আর স্থির থাকিতে পারিতেছি না। কিন্তু উপায় কি? ভাবিয়া-চিন্তিয়া কোনই ফল দেখিতেছি না। অতএব এক্ষণে আপনি অনুমতি করুন, আমি এ স্থান হইতে চলিয়া যাইতেছি।

বণিকতনয় নিশ্চয়দত্ত তৎশ্রবণে বলিলেন,—সুন্দরি! তোমার রূপ দেখিয়া আমিও আত্মহারাপ্রায়, অতএব তোমাকে ছাড়িয়া এক তিলার্দ্ধকাল স্থির থাকিতে পারিব না। এ অবস্থায় আমাকে কেমন করিয়া ফেলিয়া যাইবে? তুমি আমাতে অনুরক্তা হইয়াছ, আমিও তোমাতে অনুরক্ত হইয়াছি। এখন বল দেখি, কাহারও কি কাহাকে পরিত্যাগ করা উচিত? বিদ্যাধরকন্যা বলিলেন,—যুবক, আমি আপনাতে প্রকৃতই অনুরক্তা হইয়াছি বটে, কিন্তু এখানে আমি অধিককাল অপেক্ষা করিতে পারিতেছি না। আপনি হিমগিরির অন্তঃপাতী পুষ্করাবতী নগরে যদি গমন করিতে পারেন, তবে সেইখানে আপনার সহিত মিলিত হইতে পারি। অধিক কি বলিব, যে প্রকারেই হউক, অন্ততঃ আমার অনুরোধে আপনি একবার সেইস্থানে যাইবেন। বিদ্যাধরী এইকথা কহিয়া তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে অন্তর্দ্ধান করিলেন।

বিদ্যাধরকন্যা অদৃশ্যা হইলে, বণিকতনয়ের মন বিষাদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি সেই দিবসাবধি নিয়মিত আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, কিরূপে পুষ্করাবতী নগরে যাইবেন, কেমন করিয়া বিদ্যাধর-কন্যার সঙ্গলাভ করিবেন, এই চিন্তাই তাঁহার তখন প্রবল হইয়া উঠিল। ভাবিতে ভাবিতে অতি কষ্টে তিনি সেদিন রাত্রিযাপন করিয়া, পরদিন প্রভাতে, সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে হিমালয়াভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি ক্রমাগত উত্তরদিকে বহু নদ, নদী, জনপদ পার হইয়া লোকালয় পরিত্যাগপূর্ব্বক অতি দুর্গম অরণ্যপথে গিয়া উপনীত হইলেন। তথায় চতুর্দ্দিকেই দুর্দ্দান্ত ম্লেচ্ছজাতির বাস। ম্লেচ্ছগণ দস্যুবৃত্তি করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে।

ক্রমে সন্ধ্যা হওয়ায় একাকী বণিকতনয় অত্যন্ত ভীত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, অদ্য দস্যুহস্ত হইতে আমার কিছুতেই নিস্তার নাই!

বণিকতনয় এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে পথে চলিতেছেন, এমন সময় ঈশ্বর-ইচ্ছায় আর কয়েক-জন স্বজাতি আসিয়া তাঁহার সঙ্গী হইল। তখন বণিকতনয়ের মনে বল হইল। তিনি আগন্তুক বণিকদের সহিত আলাপ-পরিচয় করিয়া অনেকটা নির্ভাবনায় পথ অতিক্রম করিতে করিতে রাত্রি উপস্থিত হইল। নৈশ অন্ধকারে পথ-ঘাট প্রভৃতি ঢাকিয়া যাওয়ায়, বণিকদল অন্ধকার থাকিতে থাকিতেই দস্যুপল্লী অতিক্রম করিবার অভিপ্রায়ে অতি সন্তর্পণে পদবিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যেই তাঁহারা পল্লীপ্রান্তে উপনীত হইলেন, অমনি একদল দস্যু তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। দস্যু-দলের আক্রমণে ভীত হইয়া বণিকদল তাঁহাদিগের বাণিজ্যদ্রব্য পরিত্যাগপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিলেন। বণিকগণের মধ্যে অধিকাংশ পশ্চাদ্দিকে পলাইয়া গেলেন, একমাত্র নিশ্চয়দত্ত উত্তরদিকে দৌড়িতে দৌড়িতে দস্যুপল্লী পার হইয়া পড়িলেন। এই সময় রাত্রিও শেষ হইল। রাত্রিপ্রভাতে চারিজন সন্ন্যাসীর সহিত নিশ্চয়দত্তের সাক্ষাৎ হওয়ায় তাঁহার মনে সাহস হইল এবং তিনি নিশ্চিন্তমনে তাঁহাদিগের সহিত পথে চলিতে লাগিলেন।

এইরূপে উত্তরদিকে বহু পথ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা বিতস্তা নদী পার হইয়া একটি দোকানে আশ্রয় লইলেন। দোকানের নিকট দিয়া কয়েকজন কাষ্ঠজীবী লোক যাইতেছিল, তাঁহারা আরও উত্তরদিকে অগ্রসর হইবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের নিকটে পথের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কাষ্ঠজীবিগণ তাহাতে উত্তর করিল, মহাশয়গণ! আপনারা আর অগ্রসর হইবেন না, কারণ, ইহার পর আর কোন গ্রাম বা লোকালয় নাই। সম্মুখে ঘোর অরণ্য, তন্মধ্যে নানাপ্রকার হিংস্র জন্তুর বাস। ভয়ে সে স্থানে কেহই যাতায়াত করে না। অরণ্যের মধ্যস্থলে একটি শিবমন্দির আছে বটে, কিন্তু সে স্থানটি আরও ভীষণ। সেখানে যাইলে জীবনের আশা থাকে না। তথায় শৃঙ্গোৎপাদিনী নামে এক ভয়ঙ্করী যক্ষিণী বাস করিতেছে। সেই যক্ষিণী মন্ত্রবলে মনুষ্যদিগকে মুগ্ধ করিয়া পশুর ন্যায় ভক্ষণ করে। অতএব আপনারা সে স্থানে যাইবেন না, গেলেই বিপদ হইবে।

কাষ্ঠজীবিগণ এই কথা বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। কিন্তু সন্ন্যাসিগণ তাহাদিগের কথা গ্রাহ্য না করিয়া নিশ্চয়দত্তকে বলিলেন,—বণিকতনয়! এ বিষয়ে কি বিবেচনা কর, তোমার মত হইলে আমাদিগের তথায় গমনে কোন আপত্তি নাই; আমরা পাঁচজন আছি, আর সেই যক্ষিণী একাকিনী। সুতরাং এ অবস্থায় তথায় গমন করিলে সে যে আমাদিগের কিছু করিতে পারিবে, এরূপ মনে হয় না। বিশেষ, আমরা সন্ন্যাসী মানুষ; কত ভীষণ ভীষণ শ্মশানে বাস করিয়া থাকি। আমাদিগের কোন ভয়ের কারণ নাই। তবে তুমি নূতন মানুষ, তোমার মনে যদি ভয় হয়, তাহা হইলে তুমি এই স্থানে থাক।

এই বলিয়া সন্ন্যাসিগণ তদ্দণ্ডেই সেই অরণ্যস্থ শিবমন্দিরাভিমুখে যাত্রা করিলে, নিশ্চয়দত্তও স্থির থাকিতে না পারায়, তিনিও সন্ন্যাসিগণের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিলেন। পথে যাইতে যাইতে তাঁহারা সকলেই গাত্রে ভস্ম মাখিয়া বহ্নিপ্রজ্বালনপূর্ব্বক আত্মরক্ষার্থ অনেক তন্ত্রমন্ত্র পাঠ করিলেন। ক্রমে নিশ্চয়দত্তসহ সন্ন্যাসিগণ শিবমন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা উপস্থিত হইবামাত্র যক্ষিণী শৃঙ্গোৎপাদিনী একটা নরকঙ্কালময় বেণু ঘোর-রবে বাজাইয়া বিকট নৃত্য করিতে করিতে তাঁহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইল। যক্ষিণীর ভয়ঙ্কর আকার দেখিয়া ভয়ে তাঁহাদিগের প্রাণ উড়িয়া গেল। যক্ষিণী নৃত্য ছাড়িয়া তাহার সেই মন্ত্র পাঠ করায়, তৎপ্রভাবে একজন সন্ন্যাসীর মস্তকে একটি শৃঙ্গ উৎপন্ন হইল। মস্তকে শৃঙ্গ উঠিবামাত্র সেই সন্ন্যাসীও নৃত্য করিতে করিতে সম্মুখস্থ প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে পড়িয়া গেলেন। অগ্নি-সংযোগে সন্ন্যাসীর অঙ্গ দগ্ধ হইতে লাগিল, তখন যক্ষিণী হৃষ্টচিত্তে অর্দ্ধদগ্ধ সন্ন্যাসীকে অগ্নিকুণ্ড হইতে উত্তোলিত করিয়া সশব্দে ভক্ষণ করিতে লাগিল। পরে যখন চতুর্থ সন্ন্যাসীকেও ভক্ষণার্থ ধাবিত হয়, তখন তাহার সেই কঙ্কালময় বেণুটি হস্ত হইতে ভূতলে পড়িয়া গেল। বণিকতনয় নিশ্চয়দত্ত এই অবসরে সত্বর সেই বেণুটিকে হস্তে তুলিয়া নিজেই বাজাইতে লাগিলেন। তখন যক্ষিণী বড়ই বিপদে পড়িল, বেণুর অভাবে তাহার প্রভাব-প্রতিপত্তি সমস্তই নষ্ট হইয়া গেল। সে মৃতপ্রায় হইয়া অতি বিনয়ের সহিত নিশ্চয়দত্তকে বলিল,—মহাশয়! আপনি বীরপুরুষ, আমি স্ত্রীজাতি, স্বভাবতই ভীরু। আপনি বীর হইয়া আমার প্রাণ নষ্ট করিবেন না। আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম, আমাকে রক্ষা করুণ। আমার বেণুটি ফিরাইয়া দিন, আজ হইতে আমি আপনার বশীভূত হইলাম। আপনি আমাকে আদেশ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাহা পালন করিব। আমার দ্বারা আপনার সকল অভীষ্টই সিদ্ধ হইবে।

যক্ষিণী এইরূপ অনুনয়-বিনয় করিলে নিশ্চয়দত্তের প্রাণে দয়া উপস্থিত হইল। তিনি বিশ্বাস করিয়া যক্ষিণীকে তাহার বেণুটি দান করিলেন। যক্ষিণী বেণু পাইয়া অত্যন্ত আনন্দের সহিত নিশ্চয়দত্তকে বলিল,—মহাশয়! আপনি সাধু। তখন নিশ্চয়দত্ত বলিলেন,—যক্ষিণি! তুমি আমাকে এক্ষণে হিমালয়ের অন্তঃপাতী—পুষ্করাবতী নগরে লইয়া চল। তথায় অনুরাগপরা নাম্নী এক বিদ্যাধরকন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিব। যক্ষিণী নিশ্চয়দত্তের কথায় কোন আপত্তি না করিয়া তদ্দণ্ডেই তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া হিমালয়াভিমুখে প্রস্থান করিল। যক্ষিণী শূন্যপথ দিয়া একরাত্রির মধ্যে বহু পথ অতিক্রমপূর্ব্বক সম্মুখে একটি পর্ব্বত দেখিতে পাইল। ক্রমে নিশাবসান হওয়ায় যক্ষিণী নিশ্চয়দত্তকে কহিল,—মহাশয়! সূর্য্যোদয় হইলে আমাদের ক্ষমতা হ্রাস হয় বলিয়া ইচ্ছামত গমনাগমন করিতে পারি না। অতএব আপনাকে এই সম্মুখস্থ পর্ব্বতোপরি রাখিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করি। পরে আপনি স্মরণ করিবামাত্র সন্ধ্যার সময় আবার আসিব। এক্ষণে আপনি আমায় সন্তোষের সহিত অনুমোদন করুন।

যক্ষিণী এই কথা কহিলে, নিশ্চয়দত্ত তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া তাহাকে যাইতে অনুমতি করিলেন। যক্ষিণী অনুমতি পাইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে পুনরায় স্বস্থানে ফিরিয়া আসিল। অনন্তর রাত্রি সম্পূর্ণরূপে অবসান হইল। নিশ্চয়দত্ত ধীরে ধীরে সেই পর্ব্বতের চারিদিকে বিচরণ করিতে করিতে পর্ব্বতের মধ্যস্থানে একটি সুন্দর সরোবর দেখিতে পাইলেন। সরোবর দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে জলপান করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু নিকটে যাইয়া সমস্ত জলই বিষপূর্ণ বলিয়া মনে হইল, তিনি আর জলপান না করিয়া সে স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক পর্ব্বতের অধিত্যকায় আরোহণ করিলেন। অধিত্যকায় আরোহণ করিয়া দেখিলেন, একটা ভয়ঙ্কর মর্কটদেহের অর্দ্ধাংশ এক গর্ত্তমধ্যে নিখাত, চক্ষু দুইটি অগ্নিশিখাবৎ জাজ্জ্বল্যমান। মর্কটের আকৃতি দেখিয়া নিশ্চয়দত্ত বিস্মিত হইলেন। তিনি আর অন্যদিকে দৃষ্টি না করিয়া সেই দিকেই দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

তখন মর্কট সুস্পষ্ট মনুষ্যবাক্য উচ্চারণ করিয়া নিশ্চয়দত্তকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিল,—মহাশয়! আমার আকৃতি দর্শনে আপনি বিস্মিত হইবেন না। আমি প্রকৃত মর্কট নহি, আমিও একজন মানুষ। চিরপবিত্র ব্রাহ্মণবংশে আমার জন্ম হইয়াছিল, কিন্তু বিধাতার কোপে এক্ষণে আমায় এই দশা ভোগ করিতে হইতেছে। আপনি কৃপা করিয়া যদি এ বিপদ হইতে উদ্ধার করেন, তাহা হইলে আমি আপনার নিকট আমার আত্মকাহিনী ব্যক্ত করিতে পারি।

মর্কট মনুষ্যবাক্য বলায় নিশ্চয়দত্তের মনে আরও বিস্ময় উৎপন্ন হইল। তিনি সত্বরই তাহাকে গর্ত্ত হইতে উদ্ধার করিলেন। মর্কট গর্ত্ত হইতে উত্থিত হইয়াই নিশ্চয়দত্তের পদতলে নিপতিত হইল এবং অতি কৃতজ্ঞতার সহিত বলিল,—মহাশয়! আপনার কৃপায় আমি ঘোর বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছি। সম্প্রতি আপনি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত বলিয়া বোধ হইতেছে, আপনি আমার সহিত আগমন করিয়া কিঞ্চিৎকাল বিশ্রামলাভ করুন।

মর্কট এই বলিয়া নিশ্চয়দত্তকে সঙ্গে লইয়া একটি নদীর তটে গমন করিল। সে স্থানে গিয়া বৃক্ষ হইতে নানাবিধ সুস্বাদু ফল পাড়িল। উভয়েই নির্ম্মল নদীজলে স্নান করিয়া সেই সুমিষ্ট ফলসকল ভক্ষণ ও সুপেয় নদীজল পান করিলেন। পরে উভয়েই একটি দিব্য শিলাতলে উপবেশন করিলেন। তখন মর্কট বলিতে লাগিল,—মহাশয়! আমি একজন বারাণসীবাসী সোমস্বামী নামক ব্রাহ্মণ। আমার পিতার নাম চন্দ্রস্বামী, মাতার নাম সুবৃত্তা।

আমি বাল্য অতিক্রম করিয়া যখন দুর্দ্দান্ত যৌবনে পদার্পণ করিলাম, তখন আমার মতিগতি অন্যরূপ হইয়া গেল। মথুরাবাসী একজন বণিক কাশীস্থ এক বাণিজ্যব্যবসায়ীর কন্যা বিবাহ করেন। সেই কন্যার নাম বন্ধুদত্তা। বন্ধুদত্তা বাল্য পার হইয়া যৌবনে আক্রান্ত হইল। তথাপি তাহার স্বামী পিতৃভবন হইতে নিজালয়ে তাহাকে লইয়া গেলেন না। সেইজন্য বন্ধুদত্তা যৌবন-তাড়নায় নিতান্ত অস্থির হইলেন এবং কামশরে তাহার অঙ্গ সর্ব্বদা নিপীড়িত হইতে লাগিল।

এই সময় ঘটনাক্রমে বন্ধুদত্তার সহিত একদিন আমার সাক্ষাৎ হইল। তখন উভয়েই উভয়ের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হইয়া পড়িলাম। আমি সেইদিন হইতে প্রত্যহই রাত্রিযোগে বন্ধুদত্তার গৃহে যাতায়াত করায়, হঠাৎ একদিন বন্ধুদত্তার স্বামী তাহাকে নিজ গৃহে লইয়া যাইবার জন্য শ্বশুরগৃহে আগমন করিলেন। অনেকদিন পরে জামাতা কন্যাকে লইতে আসিয়াছে দেখিয়া বন্ধুদত্তার মাতাপিতা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল। এদিকে বন্ধুদত্তা এ সংবাদে বড়ই বিমর্ষ হইল। তাহার মন বিষাদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে নির্জ্জনে তাহার সখীকে ডাকিয়া বলিল,—সখি! আমার স্বামী লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছে। কিন্তু সখি! আমি এই ব্রাহ্মণযুবক সোমস্বামী ব্যতীত কিছুতেই জীবনধারণ করিতে পারিব না। এক্ষণে আমার উপায় কি হবে বল।

সুযশা নাম্নী বন্ধুদত্তার সখী তাহাকে বিষণ্ণ দেখিয়া কহিল,—সখি! তুমি মনে দুঃখ করিও না। তোমার কোন চিন্তা নাই। আমি দুইটি মন্ত্র শিখাইয়া দিব, এক মন্ত্র পড়িয়া একগাছি সূতা গলায় বাঁধিলে মানুষ মর্কট হয়; আর অপর মন্ত্রটি পড়িয়া সেই সূতাটি খুলিলেই মনুষ্য হইবে। মন্ত্রপূত সূত্রগাছটি ধারণে মর্কট হয় বটে, কিন্তু বুদ্ধি ও বাক্যে মানুষের মতই থাকিবে। যদি তোমার মত হয়, তাহা হইলে শিখাইয়া দিব, মন্ত্রের গুণে তুমি তোমার প্রিয়তমকে মর্কট করিয়া লইয়া যাইবে এবং স্বামি-গৃহে সময়মত মানুষ করিয়া লইবে। কেমন? যদি এ পরামর্শ তোমার ভাল বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে বল, এক্ষণেই শিখাইয়া দিব।

সখীর পরামর্শে বন্ধুদত্তা সম্মত হইলে সখী সুযশা তাহাকে মন্ত্র দুইটি শিখাইয়া দিল। মন্ত্র শিখিয়া বন্ধুদত্তা হৃষ্টচিত্তে আমাকে গোপনে ডাকাইল এবং আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করায় আমাকে সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া বলিল, আমিও তাহার কথায় সম্মত হইলাম। তখন বন্ধুদত্তা মন্ত্রপূত সূতাগাছটি আমার গলায় পরাইয়া দিবামাত্র আমি একটি মার্কটশিশু হইয়া তাহার পার্শ্বে বসিয়া রহিলাম। আমার জ্ঞান বা বাক্য কিছুরই ব্যতিক্রম হইল না।

বন্ধুদত্তার স্বামী বন্ধুদত্তাকে লইয়া যাইবার জন্য উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন, তখন বন্ধুদত্তা স্বামি-পার্শ্বে যাইয়া বলিল, নাথ! আমার একটি পালিত বানরশিশু আছে, তাহাকে লইয়া যাইতে হইবে।

বন্ধুদত্তার কথায় তাহার স্বামী সরলমনে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। আমি বানরশিশু হইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে লাগিলাম, আর স্ত্রীলোকের চরিত্রের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম।

অনন্তর নির্দ্দিষ্ট দিনে বন্ধুদত্তা পতিসহ শ্বশুরালয়ে গমন করিলে, আমিও বানররূপে এক ভৃত্যের স্কন্ধে উঠিয়া আনন্দের সহিত যাইতে লাগিলাম।

এইরূপে তিনদিন অতিবাহিত হইলে, চতুর্থ দিনে আমরা একটি বানরপূর্ণ কাননে গিয়া উপস্থিত হইলাম। আমরা কাননে প্রবেশ করিবামাত্র তথাকার বানরগণ দলবদ্ধ হইয়া আমার দিকে ধাবিত হইল। ভৃত্য বানরগণকে তাড়াইয়া দিবার জন্য অনেক চেষ্টা করায় কিছুতেই বানরেরা পশ্চাৎপদ হইল না, তাহারা সুতীক্ষ্ণ নখ দ্বারা ভৃত্যের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিল। ভৃত্য যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া আমাকে ভূতলে নিক্ষেপপূর্ব্বক সেস্থান হইতে পলায়ন করিল। বানরগণ একত্র হইয়া আমাকে আক্রমণ করিল। আমি ভয়ে ভীত হইয়া মৃতপ্রায় হইয়া রহিলাম। তখন বন্ধুদত্তা আমার উদ্ধারের জন্য তাহার স্বামীকে বার বার অনুরোধ করায় তাহার স্বামীও আমার উদ্ধারের যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। দুর্দ্দান্ত বানরেরা আমাকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিল না। তখন অগত্যা বন্ধুদত্তার স্বামী আমাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ভার্য্যাসহ ভীত হইয়া সেস্থান হইতে পলায়ন করিলেন।

উদ্ধত বানরেরা আমাকে একাকী এবং অপরিচিত বানর দেখিয়া আমায় নানারূপ লাঞ্ছনা করিতে লাগিল। আমার গাত্রের লোমগুলি টানিয়া টানিয়া সমস্ত উৎপাটন করিয়া ফেলিল। আমি যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া চীৎকার করিতে লাগিলাম। এইরূপ যখন আমার গাত্র দিয়া অজস্র রক্ত পড়িতে লাগিল, তখন বানরেরা আমাকে সেই বন হইতে তাড়াইয়া দিল। তখন আমি মনের দুঃখে আর বন্ধুর দিকে না যাইয়া সেই স্থান হইতে বাহির হইয়া, ক্রমে বহু নদ-নদী বন-জঙ্গল পাহাড়-পর্ব্বত পার হইয়া, শেষে নির্জ্জন পর্ব্বতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমি যে দিবস এ স্থানে আসিলাম, তাহার পরদিনই কোথা হইতে একটা প্রকাণ্ড হস্তিনী আসিয়া তাহার শুণ্ড দিয়া আমাকে গর্ত্তমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া গেল। আমি গর্ত্ত হইতে উঠিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও উঠিতে না পারায় তখন নিরুপায় হইয়া কেবল মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিলাম। ঈশ্বরের কৃপায় এ পর্য্যন্ত ক্ষুধা-তৃষ্ণা আমাকে কোন কষ্ট দিতে পারে নাই। যাহা হউক, আপনি আজ আমাকে গর্ত্ত হইতে উদ্ধার করায় আমি আপনার নিকট চিরদিন কৃতজ্ঞ রহিলাম। কিন্তু মহাশয়! আপনাকে দুঃখের কথা বলিল কি, আমি এখনও সম্পূর্ণ উদ্ধার হইতে পারি নাই। এখনও আমি মর্কট হইয়াই রহিয়াছি। যাহা হউক, আপনাকে বলিয়া রাখি, যদি কোন যোগিনী বন্ধুদত্তার সখী-কথিত সেই মন্ত্রটি পড়িয়া আমার গলার এই সূতাগাছটি উন্মোচন করে, তাহা হইলেই আমি আবার মানুষ হইতে পারি।

নিশ্চয়দত্ত মর্কটের অদ্ভুত জীবনচরিত শুনিয়া নিজেরও আত্মবিবরণ সমস্তই তাহার নিকট বলায়, তখন মর্কট বলিল,—মহাশয়! আপনি আর আমি উভয়েরই একই অবস্থা। এক রমণীর জন্যই আমাদিগের এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। এক্ষণে আপনার সহিত আমি মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইলাম। আমি আপনার মিত্র, আমার নিকট হিতজনক কথা শ্রবণ করুন।

মিত্র! আপনি জানিয়া রাখুন,—সংসারে স্ত্রী ও শ্রী এই দুইটি জিনিষ বড়ই চঞ্চল। ইহারা কোথাও স্থির থাকিতে পারে না। একটিকে ছাড়িয়া অন্যটিকে ধরাই ইহাদিগের ধর্ম্ম। ইহারা সন্ধ্যার ন্যায় ক্ষণানুরাগিণী নদীর ন্যায় কুলটা, ভুজঙ্গিনীর ন্যায় অবিশ্বাসিনী এবং সৌদামিনীর ন্যায় চঞ্চলা। সুতরাং এরূপ অবস্থায় স্ত্রীলোকের জন্য উতলা হওয়া উচিত নহে। আপনি যে বিদ্যাধরদুহিতার অনুরাগ দেখিয়া তাহার অনুসন্ধানে দেশে দেশে ঘুরিতেছেন, হয়ত সে এতদিনে স্বজাতীয় অন্য কোন পুরুষের অনুরাগে আকৃষ্ট হইয়াছে, আর যদি আপনার উপরই অনুরাগ থাকে, তবে সে অনুরাগ ক্ষণিকমাত্র বলিয়া জানিবেন। তাই বলি মিত্র! আপনি পরিণাম-বিরস ব্যাপার হইতে বিরত হইয়া যক্ষিণীর স্কন্ধে উঠিয়া উজ্জয়িনীতেই ফিরিয়া জান। আমার কথা অবহেলা করিয়া স্ত্রীলোকের কুহকে মজিবেন না। সুহৃদ্বাক্যে অশ্রদ্ধা করিয়াই আমার এই দুর্দ্দশা হইয়াছে। হরিশর্ম্মা নামে আমার বন্ধু, তিনি বন্ধুদত্তার সহিত প্রণয়-প্রসঙ্গে, নিষেধার্থক অনেক যুক্তিপূর্ণ কথা বলায় আমি তাহাতে কর্ণপাত করি নাই। সেই জন্যই আমার এই দুর্দ্দশা, তাহা আপনি স্বচক্ষেই দেখিতেছেন।

মর্কট এইরূপে নিশ্চয়দত্তকে অনেক বুঝাইল। কিন্তু নিশ্চয়দত্তের মনে সে সকল উপদেশ স্থান পাইল না। তিনি বলিলেন,—মিত্র! সেই বিদ্যাধরদুহিতা যেরূপ বিশুদ্ধবংশে জন্মিয়াছেন, তাহাতে তিনি যে আমার অনুরাগ ভুলিয়া যাইবেন, তাহা কিছুতেই আমার প্রত্যয় হইতেছে না।

মর্কট ও নিশ্চয়দত্তের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইত্যবসরে সূর্য্য অস্ত গেলেন। সন্ধ্যা-সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে যক্ষিণীও সেইস্থানে উপস্থিত হইল। তখন নিশ্চয়দত্ত মর্কটের নিকট বিদায় লইয়া

সত্বর যক্ষিণীর স্কন্ধে আরোহণপূর্ব্বক অল্পক্ষণমধ্যেই হিমালয়স্থ পুষ্করাবতী নগরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

বিদ্যাধরদুহিতা অনুরাগপরা এই সময় নগরের বহির্ভাগেই পরিভ্রমণ করিতেছিল। সে দূর হইতে নিশ্চয়দত্তকে দেখিয়া অতি আহ্লাদের সহিত তাঁহার নিকট আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সাদর-সম্ভাষণে অপ্যায়িত করিল। তখন যক্ষিণী তদ্দর্শনে নিশ্চয়দত্তকে বলিল, মহাশয়! আপনি যে জন্য এ স্থানে আসিয়াছেন, আপনার তাহা সিদ্ধ হইয়াছে, এক্ষণে অনুমতি করুন, আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি।

নিশ্চয়দত্ত যক্ষিণীকে স্বস্থানে গমনে অনুমতি করিলেন। যক্ষিণী তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক তদ্দণ্ডেই সে স্থান হইতে চলিয়া আসিল। তখন বিদ্যাধর-কন্যা প্রিয়তমকে প্রগাঢ় আলিঙ্গনে আপ্যায়িত করিয়া তাঁহাকে একটি নিভৃত উদ্যানমধ্যে লইয়া গেল এবং একটি গুপ্ত বিহারবাটীকা নির্ম্মাণ করিয়া সকলের অজ্ঞাতভাবে নিশ্চয়দত্তসহ সেই স্থানে ভোগসম্ভোগে কালযাপন করিতে লাগিল। বিদ্যাধরী দিনমানে অনেক সময়ে পিতৃভবনে বাস করিত, কিন্তু সন্ধ্যা হইলেই সেই গুপ্ত বিহারবাটীকায় আসিয়া নিজ প্রিয়তমসহ মিলিত হইত।

এইরূপে নিশ্চয়দত্ত নানাপ্রকার সেবাশুশ্রূষা পাইয়া বিদ্যাধরীর প্রতি একান্ত আসক্ত হইয়া পড়িলেন। একদিন কথাপ্রসঙ্গে তিনি বিদ্যাধরীর নিকট তাঁহার পূর্ব্বদৃষ্ট মর্কটের আদ্যোপান্ত সকল ঘটনা ব্যক্ত করিলেন। বিদ্যাধরী তৎশ্রবণে বলিল,—নাথ! ঘটনাটি আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু মর্কটের উদ্ধার সম্বন্ধে যে উপায়ের কথা শুনিলাম, তাহা আমা-দিগের দ্বারা সম্ভব হইবে না। যোগিনীরাই মন্ত্রবলে সেরূপ বিধান করিতে পারে। এই স্থানেরই অনতিদূরে ভদ্ররূপা নামে এক সিদ্ধ যোগিনী বাস করে, তাহার সহিত আমার সৌহার্দ্দ্য আছে, তাহার দ্বারাই আপনার মিত্রের বানরত্ব বিমোচন করিয়া দিতে সমর্থ হইব। নিশ্চয়দত্ত বিদ্যাধরীর এই বাক্যে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে সোমস্বামীর নিকট যাইবার জন্য অনুরোধ করাতে সে তৎক্ষণাৎ সম্মতি-প্রকাশ করিল এবং তৎপরদিবসেই প্রিয়তমকে ক্রোড়ে লইয়া নিজ বিদ্যাপ্রভাবে সোমস্বামীর নিকট গমন করিল।

সোমস্বামী নিশ্চয়দত্তকে অনুরাগপরার সহিত উপস্থিত দেখিয়া অতিশয় আনন্দ প্রকাশপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া আসন পরিগ্রহ করিতে অনুরোধ করিলেন। অনন্তর নিশ্চয়দত্ত ও অনুরাগপরা উভয়েই সোমস্বামীকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া শিলাতলে উপবেশন করিলেন। সোমস্বামী তাঁহাদিগের কুশল-বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিয়া নিশ্চয়দত্তের মিত্রের কপিত্ব-বিমোচন-বিষয়ে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। তৎপরে আর একদিন নিশ্চয়দত্ত সোমস্বামীর নিকট লইয়া যাইবার জন্য প্রিয়তমাকে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু সে আর সম্মত না হইয়া নিশ্চয়দত্তকে আকাশ-সঞ্চরণ-বিদ্যা প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে স্বয়ংই যাইতে উপদেশ দিল। নিশ্চয়দত্ত আকাশ-সঞ্চরণ-বিদ্যা লাভ করিলেন এবং তাহার প্রভাবে আকাশ-সঞ্চরণক্ষম হইয়া সত্বর কপি-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া নানা কথাপ্রসঙ্গে তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে অনুরাগপরা নগরের বহিঃস্থ একটি উৎকৃষ্ট উদ্যানমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলে, কোন বিদ্যাধরযুবক শূন্যমার্গে সঞ্চরণ করিতে করিতে উদ্যানমধ্যস্থা অনুরাগপরাকে দেখিয়া সেই স্থলে উপস্থিত হইল এবং বিদ্যাপ্রভাবে দেখিবামাত্র তাহাকে মনুষ্যাসক্তা বলিয়া বুঝিতে পারিল। অনন্তর অনুরাগপরা আগত যুবককে দেখিয়া কন্দর্পবাণে জর্জ্জরিত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া অবনতমুখে মৃদুমধুরবচনে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—তুমি কে? বিদ্যাধরযুবক অনুরাগপরার কথা শুনিয়া বলিল,—ভদ্রে! আমি রাগরঞ্জন নামক বিদ্যাধর, তোমাকে দেখিবামাত্র মদনশরে বিকলাঙ্গ হইয়া তোমার সকাশে আগমন এবং অনন্যোপায় হইয়া তোমাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছি। এক্ষণে তুমিও যদি আত্ম-সমর্পণ কর, তবেই আমার জীবনরক্ষা হয়। যদি তোমার অভিলাষ হয়, তাহা হইলে তুমি মাতা-পিতার অজ্ঞাতসারে যে মানবকে পতিত্বে বরণ করিয়াছ, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া আমাকে পতিত্বে বরণ কর। বিদ্যাধরযুবক এই কথা বলিয়া বিরত হইলে, অনুরাগপরা তাহাকেই যোগ্যপতি বিবেচনা করিয়া তাহার প্রতি পুনঃ পুনঃ সাভিলাষ-দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিল। বিদ্যাধরযুবক অনুরাগ-পরার তদ্রূপ দৃষ্টিপাতকেই বিশেষ অনুরাগের চিহ্ন মনে করিয়া তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গনকরতঃ প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর নিশ্চয়দত্ত সোমস্বামীর নিকট হইতে প্রত্যাগত হইলে অনুরাগপরা শিরোবেদনার ছল করিয়া তাঁহাকে পূর্ব্বের ন্যায় আলিঙ্গনপূর্ব্বক আপ্যায়িত করিল না। অতি সরলমতি নিশ্চয়দত্ত তাহার সেই কপট ব্যবহারকে সত্য জ্ঞান করিয়া

রজনী অতিকষ্টে অতিবাহিত করিলেন এবং পরদিবস সোমস্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়া অতি বিষণ্ণভাবে চিন্তায় উপবিষ্ট হইলে, সোমস্বামী তাঁহার বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নিজ প্রিয়তমা অনুরাগপরার উৎকট শিরোরোগই তাঁহার বিষাদের কারণ, এই কথা বলিলে অতিজ্ঞানী মর্কট ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, মিত্র! আমি সকলই বুঝিতে পারিয়াছি, যদি তুমি এক্ষণেই সত্বর অনুরাগপরার নিকট গমনপূর্ব্বক সে যে অবস্থায় থাকুক, তাহাকে আমার নিকট আনয়ন করিতে সমর্থ হও, তাহা হইলে তোমাকে একটি অদ্ভুত ব্যাপার দেখাইতে পারি।

নিশ্চয়দত্ত মর্কটের কথায় সম্মতি প্রকাশ করিলেন। ইহার মধ্যে সেই বিদ্যাধর যুবা অনুরাগপরার সন্নিধানে আসিয়া তাহার সহিত বিশেষ সম্ভোগসুখ অনুভবকরতঃ সুখে নিদ্রাগত হইল, অনুরাগপরাও তিরস্করণী বিদ্যাপ্রভাবে সেই বিদ্যাধরযুবাকে নিজ ক্রোড়ে লুক্কায়িত রাখিয়া আপনিও নিদ্রাগতা হইল।

তৎপরে নিশ্চয়দত্ত আকাশপথে গমনপূর্ব্বক সত্বর তথায় উপস্থিত হইয়া অনুরাগপরার গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তাহাকে নিদ্রাগতা দেখিয়া, ক্রোড়ে করিয়া শূন্যমার্গে সোমস্বামী-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। নিশ্চয়দত্ত তথায় উপস্থিত হইলে, দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন সোমস্বামী যোগবলে তাঁহাকে দিব্যচক্ষু প্রদান করিলেন। নিশ্চয়দত্ত সোমস্বামীদত্ত দিব্যচক্ষুপ্রভাবে অনুরাগপরার উৎসঙ্গে শায়িত বিদ্যাধরযুবাকে দেখিয়া একবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং "আমাকে ধিক্ থাক" এই কথা পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া কপিরূপী এই জ্ঞানী তাঁহাকে প্রবোধবাক্যে ইহার প্রকৃত বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিয়া দিলেন।

অনন্তর নিশ্চয়দত্ত এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া অত্যন্ত কুপিত হইলে, বিদ্যাধরযুবা যোগবলে আকাশপথে অন্তর্হিত হইল। পরে নিশ্চয়দত্ত গর্ব্বিতা লজ্জাবনতমুখী অনুরাগপরাকে ভৎর্সনা করিয়া বলিতে লাগিলেন, পাপীয়সি! তুই বিশ্বস্ত পতিকে বঞ্চনা করিতেছিস্? আমি অদ্য জানিতে পারিলাম, স্ত্রীলোকের হৃদয় অতিশয় চঞ্চল, স্ত্রীলোকের মায়া মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য। অনুরাগপরা নিশ্চয়দত্ত কর্ত্তৃক এই প্রকারে ভৎর্সিত হইয়া রোদন করিতে করিতে অন্তর্দ্ধান করিল।

তৎপরে মর্কট বলিল, বয়স্য! আমার বাক্যে অনাদর প্রকাশকরতঃ যে অনুরাগপরার অনুগমন করিয়াছিলে, তাহাতে এই ফললাভ হইল, এক্ষণে এইরূপ অনুতাপ সহ্য কর। সম্পদ ও স্ত্রীলোক অতিশয় চঞ্চল, ইহাদিগকে ক্ষণমাত্রও বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। আর বৃথানুতাপের প্রয়োজন নাই, এক্ষণে মনের শান্তি অবলম্বন কর। দৈবকে কে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়? নিশ্চয়দত্ত মর্কটের এইরূপ প্রবোধবাক্য শ্রবণে শোক ও মোহ পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক দেবদেবের শরণ গ্রহণ করিলেন। সেই মর্কটও নিশ্চয়দত্তের সহিত সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিয়ৎকাল গত হইলে কোন তাপসী যদৃচ্ছাক্রমে সেই বনে প্রবেশ করিল, নিশ্চয়দত্তও তাঁহার নিকটে আসিয়া প্রণতিপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন। তাপসী তাঁহাকে দণ্ডায়মান দেখিয়া বলিলেন,—ভদ্র! এই ভীষণ বনে মর্কটের সহিত কিরূপে বন্ধুতা সংঘটিত হইল? নিশ্চয়দত্ত প্রথমে আপনার, পশ্চাৎ মিত্রের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া মিত্রকে বানরযোনি হইতে মুক্ত করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সর্ব্বজ্ঞা তপস্বী "আচ্ছা, তাহাই করিতেছি" এই বলিয়া যেমন মর্কটের গলা হইতে মন্ত্রপূত একগাছি সূত্র মোচন করিয়া দিলেন, তৎক্ষণাৎ সেই সোমস্বামী বানররূপ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় রূপ ধারণ করিলেন। যোগিনীও তখনই বিদ্যুল্লেখার ন্যায় অন্তর্হিতা হইলেন।

অনন্তর নিশ্চয়দত্ত ও সোমস্বামী সেই বনে কঠোর তপস্যা দ্বারা অভীষ্ট দেবের আরাধনা করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। নরবাহনও স্ত্রীলোকের চাপল্য-বিষয়িণী এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তোষলাভ করিলেন।

অষ্টাত্রিংশ তরঙ্গ

বিক্রমাদিত্যের উপাখ্যান

অনন্তর মরুভূতি বলিলেন, দেব! সকল স্ত্রীলোকই যে চপলা, এ কথাতে আমি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে পারি না। দুরারোহ পর্ব্বতকন্দরেও ধূলি-পুঞ্জমধ্যে অমূল্য রত্নের আবিষ্কার হয়, সাগরগর্ভে দুর্গন্ধপূর্ণ ক্ষুদ্র কীটশুক্তির গর্ভেও কণ্ঠভূষণ মুক্তার উৎপত্তি হইয়া থাকে। আমি একটি বেশ্যাকেও অত্যন্ত সত্ত্বগুণাবলম্বিনী দেখিয়াছি, এই প্রসঙ্গে যে

সেই আখ্যানটি আমার স্মৃতিপথারূঢ় হইয়াছে, যুবরাজ, তাহা শ্রবণ করুন।

পুরাকালে পাটলিপুত্র নগরে বিক্রমাদিত্য নামে এক প্রবলপ্রতাপ নরপতি ছিলেন। দুই জন রাজার সহিত তাঁহার পরম বন্ধুত্ব ছিল। সেই দুই রাজার মধ্যে একজনের নাম হয়পতি, অপর জনের নাম গজপতি। বহুসংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্যের অধিপতি বলিয়াই হয়পতি এবং অমিতপরিমেয় গজারোহী সৈন্যের অধীশ্বর বলিয়াই গজপতি নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। এই দুই রাজা যেমন বিক্রমাদিত্যের বন্ধু ছিলেন, সুবিখ্যাত প্রতিষ্ঠানাখ্যনগরাধিপতি রাজা নরসিংহও তেমনি তাঁহার পরমশত্রু ছিলেন। রাজা নরসিংহের অপর্য্যাপ্ত সৈন্যবল থাকিলেও রাজা বিক্রমাদিত্য সুহৃদদ্বয়ের গজাশ্ববলে দর্পিত হইয়া সসৈন্যে প্রতিষ্ঠানাভিমুখে যাত্রা করেন এবং প্রতিষ্ঠাননগরের বাহিরে সৈন্যনিবেশ স্থাপনকরতঃ নগরাবরোধ করিয়া থাকেন। রাজা নরসিংহও শত্রুর আগমন ও নগরাবরোধের কথা শুনিয়া ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া সসৈন্যে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। চতুরঙ্গ বল পদভরে মেদিনী বিকম্পিত করিয়া গমন করিতে লাগিল। অশ্বখুরক্ষুণ্ণ ধূলিরাশি সমুড্ডীন হইয়া গগনতল আচ্ছাদিত করিল; বোধ হইল যেন আকাশমার্গ ধরণীতলে পরিণত হইয়াছে। সৈন্যগণের কোলাহলে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। তূরী, ভেরী, আনক, পণক, দুন্দুভি, পটহ প্রভৃতি রণবাদ্যের কোলাহলে দশদিক্ মুখরিত হইল। পশুপক্ষিগণ ভয়বিত্রস্ত হইয়া স্ব স্ব আবাস ও কুলায় পরিত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল; শিশুগণ মাতৃক্রোড়ে স্তন্যপান পরিত্যাগ করিয়া উচ্চরবে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল; জলনিধি পর্য্যন্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। অধিক কি, তৎকালে যেন সকলেরই বোধ হইতে লাগিল, কালচক্রে—কালগতিতে—অসময়ে মহাপ্রলয় উপস্থিত হইয়াছে। ক্রমে উভয়পক্ষের সৈন্য একত্র সমবেত হওয়াতে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পদাতির সহিত পদাতির, অশ্বারোহীর সহিত অশ্বারোহীর এবং হস্তিপকের সহিত হস্তিপকের মহাসংগ্রাম বাধিয়া উঠিল। উভয়পক্ষের অস্ত্রশস্ত্রের সংঘর্ষে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিক সমুদ্ভাসিত করিয়া তুলিল; উভয়পক্ষেরই শত শত যোদ্ধৃবর্গ হতাহত হইয়া রণভূশায়ী হইল; মধ্যে মধ্যে কবন্ধ উঠিয়া রণক্ষেত্রে উদ্দাম তাণ্ডবনৃত্য করিতে লাগিল; আবার মধ্যে মধ্যে কর্ত্তিত মুণ্ড শূন্যমার্গে সমুত্থিত হইয়া বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল; রণভূমি শোণিতনদে পঙ্কিল হইয়া পড়িল। এই প্রকারে বহুতর যুদ্ধের পর বিক্রমাদিত্যের সৈন্যগণ যুদ্ধে পরাজিত হইলে, রাজা নরসিংহ জয়শ্রী লাভ করিয়া বন্দিগণের সহিত স্বপুরে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর রাজা বিক্রমাদিত্য রাজা নরসিংহকে বলে পরাজয় করিতে অশক্ত হইয়া লোকাপবাদের গণনা না করিয়া কৌশল প্রকাশপূর্ব্বক পরাজয় করিতে যত্নবান্ হইলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য অতি সুযোগ্য নিজ মন্ত্রীর প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া বুদ্ধিবর নামক প্রধান মন্ত্রী, শত রাজপুত্র ও পাঁচ শত বীরপুরুষের সহিত উমেদারের বেশে সুরক্ষিত প্রতিষ্ঠাননগরীতে প্রবেশ করিলেন। এই নগরমধ্যে মদনমালা নামে অতি সমৃদ্ধিশালিনী এক বেশ্যা বাস করিত। রাজা বিক্রমাদিত্য সপরিজনে সেই বেশ্যার গৃহে অতিথি হইলেন। তাহার বাড়ী বেশ্যার বাটীর ন্যায় লক্ষিত হইত না। তাহার বাটী সর্ব্বদাই দাসদাসী ও গজাশ্বে পরিপূর্ণ থাকিত। রাজা পূর্ব্বেই দূর হইতে অপূর্ব্ব ভবনশোভা দর্শন করিয়া দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া মদনমালার নিকটে সংবাদ পাঠাইয়া দেন। মদনমালা সংবাদ শ্রবণমাত্র স্বয়ং দ্বারদেশে আসিয়া অতি সমাদরে রাজাকে অন্তঃপুরমধ্যে লইয়া গিয়া আসন প্রদান করিয়া বসিতে অনুরোধ করিল। রাজা আসনে উপবিষ্ট হইয়া মদনমালার অলৌকিক রূপলাবণ্য এবং সৌজন্য দর্শনে চমৎকৃত ও মোহিত হইলেন এবং পুনঃ পুনঃ সাধুবাদ প্রদানকরতঃ তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রাজা কিয়ৎকাল বিশ্রামলাভ করিলে মদনমালা স্নানানুলেপন ও মহার্ঘ বসনাদি দ্বারা রাজার প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিল। তৎপরে রাজা, মন্ত্রী ও প্রধান অনুচরদিগকে বিবিধ উৎকৃষ্ট ভোজ্যদ্রব্য ভোজন করাইয়া অপর পরিজনদিগকেও পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইল। এই প্রকারে বিবিধ উৎসবে দিবাভাগ অতিবাহিত হইলে রজনীযোগে আপনাকে রাজার হস্তে সমর্পণ করিল। রাজাও তাহাকে সমস্ত রাত্রি সম্ভোগ করিয়া অতিশয় তৃপ্ত হইয়া নিজে ছদ্মবেশে থাকিয়াও যথোচিত দানাদিকরতঃ পরমসুখে কালাতিবাহন করিতে লাগিলেন। রাজা এইরূপে মদনমালার ধন ও যৌবন সম্ভোগ করিতে লাগিলেন, মদনমালা আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতে লাগিল এবং পুরুষান্তরপরাঙ্মুখী হইয়া, এমন কি

রাজা নরসিংহের আগমন পর্য্যন্তও কৌশলে নিবারণ করিল।

একদিন রাজা বিক্রমাদিত্য মন্ত্রিবর বুদ্ধিবরকে নির্জ্জনে আহ্বান করিয়া বলিলেন, মদনমালার মহানুভাবকতা দেখ, আমি ইহার সকল সম্পত্তি ভোগ করিতেছি, তথাপি এই রমণী আমার প্রতি ক্ষণকালের জন্য বিরক্ত না হইয়া বরং সন্তোষভাবই প্রকাশ করিতেছে। এক্ষণে বল দেখি, আমি কিরূপে ইহার প্রত্যুপকার করিতে পারি? এ বিষয়ে তুমি আমাকে সদুপদেশ প্রদান কর। রাজার এই কথা শুনিয়া বুদ্ধিবর বলিলেন, দেব! আপনি যদি ইহার প্রত্যুপকার করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে প্রপঞ্চবুদ্ধি নামক ভিক্ষুক আপনাকে যে অমূল্য রত্নসমূহ দিয়াছিল, তাহার কিয়দংশ দ্বারা ইহাকে পরিতুষ্ট করিতে পারেন।

মন্ত্রীর এই কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন, মন্ত্রিন্! তুমি ভিক্ষুকদত্ত রত্নের কিয়দংশ দিয়া ইহাকে সন্তুষ্ট করিতে বলিতেছ কি, যদ্যপি তৎসমুদায় রত্নও ইহাকে দান করা যায়, আমার বোধ হয়, তাহাতেও ইহার ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইব না।"

রাজার এই কথা শুনিয়া মন্ত্রী প্রত্যুত্তর করিলেন, "দেব! ভিক্ষুক কি নিমিত্ত এই সমুদায় মহারত্ন মহারাজকে দান করিয়াছিল? ইহা শুনিবার জন্য আমার অতিশয় কৌতূহল জন্মিতেছে?"

রাজা বুদ্ধিবরের নির্ব্বন্ধদৃষ্টে বলিতে লাগিলেন,—পুরাকালে সেই ভিক্ষুক প্রতিদিন আমার নিকটে আসিয়া এক একটি কাষ্ঠময় পাত্র উপহার দান করিয়া চলিয়া যাইত। আমিও সেই পাত্রের মুখ উদ্ঘাটন না করিয়া কোষাধ্যক্ষের হস্তে প্রদান করিতাম। কোষাধ্যক্ষও সেই অবস্থায় সেই পাত্র কোষাগারমধ্যে রাখিয়া দিত। এই প্রকারে এক-বৎসর অতীত হইলে কোন সময়ে ভিক্ষুকদত্ত একটি দারুভাজন আমার হাত হইতে সহসা মাটিতে পড়িয়াই ভগ্ন হইল, তাহা হইতে একটি মহামূল্য রত্ন বাহির হইয়া পড়ে। তাহা দেখিয়া আমি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া পূর্ব্বপ্রাপ্ত সমস্ত কাষ্ঠভাজন আমার সমীপে আনিবার জন্য কোষাধ্যক্ষকে অনুমতি প্রদান করি। কোষাধ্যক্ষ মদাদেশে সমুদায় কাষ্ঠভাজন আনিয়া মুখোদ্ঘাটন করাতে তৎসমুদায় হইতেই মহামূল্য বহু রত্ন নির্গত হয়।

তৎপরদিনে প্রপঞ্চবুদ্ধি সমাগত হইলে প্রতিদিন আমাকে এরূপ বহুল্য রত্নদানের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, দেব! আগামী কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী তিথিতে আমি শ্মশানে গমন করিয়া কোন একটি বিদ্যাসাধন করিব, সে বিষয়ে কোন বীরপুরুষের সাহায্য বিশেষ আবশ্যক, সেই সময়ে আপনার কিঞ্চিৎ সহায়তালাভ ইচ্ছা করি, এই হেতু আপনাকে রত্ন দ্বারা সন্তুষ্ট করিতেছি। সে ব্যক্তি এই কথা বলিয়া বিরত হইলে, আমি অকপটহৃদয়ে তাহার প্রার্থনাতে সম্মত হই, সে ব্যক্তিও আমার সম্মতি দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করে।

অনন্তর চতুর্দ্দশীর রাত্রি আগত হইলে ভিক্ষুকের প্রার্থনা আমার স্মৃতিপথারূঢ় হয়। আমি তদনুসারে সন্ধ্যাসময়ে সায়ংসন্ধ্যা সমাপন ও ভোজন করিয়া নিশীথসময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম, কিন্তু দৈববশাৎ ঘোর নিদ্রায় আক্রান্ত হইয়া শয়ন করিলাম। নিদ্রাবস্থায় ভগবান্ নারায়ণ সদয় হইয়া স্বপ্নচ্ছলে আমাকে আদেশ করিলেন, বৎস! প্রপঞ্চবুদ্ধি নিজের মণ্ডলেশ্বরত্ব কামনায় তোমাকে শ্মশানে লইয়া গিয়া তোমার মস্তকচ্ছেদনকরতঃ সেই ছিন্ন মস্তক দ্বারা আপনার অভীষ্ট দেবতার অর্চ্চনা করিবে, সেই হেতু আমি তোমাকে অগ্রেই সাবধান করিয়া দিতেছি, যখন সে তোমাকে কোন কর্ম্ম করিতে আদেশ করিবে, তখন তুমি তাহাকে বলিবে, আমি এ কর্ম্ম কখন করি নাই, সুতরাং ইহা জানি না; তুমি অগ্রে আমাকে শিখাইয়া দাও, পশ্চাৎ আমি তদনুযায়ী কর্ম্ম করিতে সমর্থ হইব। তোমা কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া সে তোমাকে যখন সেই কার্য্য দেখাইয়া দিতে প্রবৃত্ত হইবে, সেই সময়েই তুমি নিজ খড়্গ দ্বারা তাহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিবে। সেইরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করিলে তাহার অভিপ্রায়সিদ্ধি তোমারই হইবে।

ভক্তবৎসল ভগবান নারায়ণ আমাকে স্বপ্নে এইরূপ আদেশ করিয়া অন্তর্হিত হইলে আমি জাগরিত হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলাম, অহো! অদ্য আমি একমাত্র দৈবানুগ্রহেই পুনর্জীবন লাভ করিলাম, অতএব অবশ্যই আমি অদ্য সেই মায়াবীর জীবননাশ করিব, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মনে মনে এই প্রকার আলোচনা করিয়া রাত্রির প্রথম প্রহর অতীত হইলে আমি শাণিত-তীক্ষ্ণধার একমাত্র খড়্গ-সহায়ে একাকী সেই ভিক্ষুক-কথিত শ্মশানোদ্দেশে গমন করিলাম। কপটাচারী সেই ভিক্ষুক আমাকে সমাগত দেখিয়া অত্যন্ত সমাদরের সহিত বলিল, রাজন্! আপনি দুইটি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া হাত-পা

ছড়াইয়া ভূতলে শয়ন করুন, তাহা হইলে আমাদিগের উভয়ের মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। আমি তাহার এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলাম, কিরূপে চক্ষু মুদিত ও অঙ্গ প্রসারিত করিয়া ভূতলে শয়ন করিতে হয়, তাহা আমি জানি না, তবে তুমি যদি অগ্রে আমাকে দেখাইয়া দিতে পার, তাহা হইলে আমি তদনুষ্ঠানে যত্নবান হইব। ভিক্ষুক আমার বাক্যে সম্মত হইয়া যেমন চক্ষু মুদিত করিয়া অধোমুখে ভূমিতে শয়ন করিল, আমি তৎক্ষণাৎ অসির আঘাতে তাহার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল'ম। সেই দুরাত্মার মস্তক ছিন্ন হইবামাত্র সহসা এইরূপ দৈববাণী হইতে লাগিল; রাজন্! এই পাপাত্মা ভিক্ষুক তোমাকে রত্ন উপহার দিয়া যে অভীষ্টসিদ্ধির আশা করিয়াছিল, তুমি ইহাকে উপহার দিয়া সেই অভীষ্টসিদ্ধির অধিকারী হও। আমি ধনপতি কুবের, তোমার এতাদৃশ সাহস দর্শনে তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, এক্ষণে অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। ধনপতি কুবের এই কথা বলিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইলে আমি তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিলাম, ভগবন্! যখন আমার বরগ্রহণে ইচ্ছা হইবে, তখনই আপনাকে স্মরণ করিব, সেই সময়েই আপনি আমাকে অভিলষিত বরদানে সুখী করিবেন, এক্ষণে কোনরূপ বরলাভ করিতে ইচ্ছা করি না। আমি এই কথা বলিয়া বিরত হইলে কুবের 'তাহাই হইবে' এই কথা বলিয়া তিরোহিত হইলেন। আমিও এইরূপে সিদ্ধিলাভে আকাশ-সঞ্চরণ-শক্তি লাভ করাতে আকাশপথে তৎক্ষণাৎ স্বগৃহে প্রত্যাগত হইলাম। এই সেই দুরাত্মার বৃত্তান্ত। আমি এক্ষণে কুবেরদত্ত বর দ্বারা মদনমালার প্রত্যুপকার করিতে ইচ্ছা করি। রাজা এই কথা বলিয়া মহামাত্যদিগকে বিদায় দিয়া মদনমালার সহিত সুখে নিশাযাপন করিলেন।

পরদিবস রাজা প্রাতঃকৃত্য সমাধানান্তে জপের ছল করিয়া একাকী দেবমন্দিরে প্রবেশ করিলেন; দেবমন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া কুবেরদেবকে স্মরণ করিলেন, স্মরণমাত্রই তাঁহাকে উপস্থিত দেখিয়া এইরূপ বর প্রার্থনা করিলেন, দেব! আমাকে এমন পাঁচটি অক্ষয় স্বর্ণময় পুরুষ দান করুন, যাহাদের শরীর হইতে আমার ইচ্ছামত স্বর্ণপ্রাপ্তি হইতে পারি। আমি ইচ্ছামত স্বর্ণগ্রহণ করিলেও তাহারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে না। ধনপতি রাজার বাক্যে 'তথাস্তু' বলিয়া তিরোহিত হইলেন। তৎক্ষণাৎ রাজার সমক্ষে তাঁহার প্রার্থিত স্বর্ণময় পঞ্চ পুরুষ প্রাদুর্ভূত লইল। তাহার পর রাজা নিজ প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া আকাশপথে পাটলিপুত্র নগরে আগমনকরতঃ পূর্ব্বের ন্যায় রাজকার্য্য সমুদায় পর্য্যবেক্ষণে মনোযোগী হইলেন, কিন্তু প্রতিষ্ঠান-নগরের ব্যাপার বিস্মৃত হইলেন না।

ইহার মধ্যে মদনমালা রাজাকে অনেকক্ষণ না দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া তাঁহার অন্বেষণার্থ দেবমন্দিরে গমন করিল, কিন্তু দেবমন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিল, রাজা সেখানে নাই, তৎপরিবর্ত্তে কেবল পাঁচটি স্বর্ণময় মহাকায় পুরুষ রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া সে বিষণ্নমনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল যে, বোধ হয়, আমার প্রিয়তম সামান্য মানব নহেন, কোন বিদ্যাধর বা গন্ধর্ব্ব হইবেন। যাহাই হউক, সেই মহাপুরুষই যে আমার নিমিত্ত এই পাঁচটি কাঞ্চনময় পুরুষ রাখিয়া অবশ্যই কোথায় গমন করিয়াছেন, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যখন তাঁহাকেই হারাইলাম, তখন আর আমার এই সকল স্বর্ণময় পুরুষে প্রয়োজন কি? মদনমালা এই প্রকার চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া ইতস্ততঃ পরিজনবর্গকে রাজার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে করিতে দেবগৃহের বাহিরে আসিয়া তাঁহার অন্বেষণার্থ চতুর্দ্দিকে পরিজনবর্গকে পাঠাইল। যখন নানাস্থান অন্বেষণ করিয়াও রাজার কোন সন্ধান পাইল না তখন সে প্রাণ-পরিত্যাগে উদ্যত হইল। মদনমালাকে প্রাণত্যাগে কৃতনিশ্চয়া জানিতে পারিয়া পরিজনবর্গ অশেষপ্রকারে প্রবোধ প্রদান করিতে লাগিল। মদনমালা পরিজনগণের অনুরোধে তখনই প্রাণত্যাগ না করিয়া এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিল, যদি ছয় মাসের মধ্যে প্রাণাধিক প্রিয়তমকে না পাই, তাহা হইলে আমার যাবতীয় ঐশ্বর্য্যাদি অগ্নিসাৎ করিয়া আপনিও অগ্নিপ্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিব। মদনমালা এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া একমাত্র রাজাকে নিরন্তর ধ্যানকরতঃ মুক্তহস্তে সর্ব্বদা দানব্রতপরায়ণা হইল। একদিন একটি কাঞ্চনময় পুরুষের একটি হস্তচ্ছেদনকরতঃ বিপ্রসাৎ করিয়া পরদিন আর একটি দান করিবার অভিপ্রায়ে তথায় গিয়া দেখিল, পূর্ব্বদিবসে যে হস্তটি ছেদন করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিল, সেই হস্ত পূর্ব্ববৎ অবিকৃতভাবে সেই পুরুষে যোজিত রহিয়াছে। মদনমালা এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইল এবং সেইদিন পাঁচটি পুরুষেরই হস্তচ্ছেদন করতঃ ব্রাহ্মণগণকে সমুদায় দান করিল। পরদিন দেখিল, সকল পুরুষই হস্তযুক্ত রহিয়াছে। সে

তদনন্তর অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্টা হইয়া সেই সকল সুবর্ণ-পুরুষকে অক্ষয় মনে করিয়া প্রতিদিনই তাহাদিগের হস্তচ্ছেদনকরতঃ অর্থীদিগকে অকাতরে দান করিতে লাগিল।

মদনমালার এইরূপ দানশীলতার বৃত্তান্ত সর্ব্বত্র প্রচার হইলে, পাটলিপুত্র-নগর-নিবাসী সংগ্রামদত্ত নামক কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণ ধন-প্রার্থনায় মদনমালার নিকট আগমন করিলেন। দানশীলা মদনমালা চারিটি সুবর্ণ-পুরুষের চারিটি হস্ত কাটিয়া সেই চতুর্ব্বেদবিৎ ব্রাহ্মণকে দান করিল। সংগ্রামদত্ত তাহার বদান্যতাতিশয্যে পরিতুষ্ট হইয়া এবং মদনমালা ছয় মাসের পর প্রাণত্যাগ করিবে বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তাহার পরিজনগণের মুখে এই কথা শুনিয়া অতিশয় বিষাদিত হইলেন। তদনন্তর সেই ব্রাহ্মণ সেই চারিটি সুবর্ণহস্ত হস্তিপৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া স্বগৃহে আগমনপূর্ব্বক রাজা বিক্রমাদিত্যের নিকট গিয়া বলিলেন,—মহারাজ! আমি অতি সুদরিদ্র ব্রাহ্মণ, এই পাটলিপুত্র নগরে বাস করি, আমার নাম সংগ্রামদত্ত, আমি ভিক্ষার্থ দক্ষিণাপথে প্রতিষ্ঠাননগরীতে গমন করি, সেখানে গিয়া শুনিলাম, তথায় মদনমালা নামে একটি বারবিলাসিনী অতিশয় দানশীলা আছে। আরও শুনিলাম, কোন দিব্য পুরুষ কিছুকাল তাহার নিকট বাস করিয়া তাহাকে পাঁচটি অক্ষয় সুবর্ণ-পুরুষ দিয়া অনাথা করিয়া পলায়ন করিয়াছে, কিন্তু বারাঙ্গনা সেই পুরুষের বিরহে অত্যন্ত কাতর হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হয়, পরে তাহার পরিজনবর্গ তাহাকে অশেষ প্রকার সান্ত্বনাবাক্যে সম্প্রতি মরণসঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত করিয়াছে বটে, কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, যদি ছয় মাসের মধ্যে প্রিয়তমকে লাভ করিতে না পারি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অগ্নিপ্রবেশ করিব। এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া সে মুক্তহস্ত হইয়া আহারনিদ্রাদি পরিত্যাগকরতঃ দিন দিন অতিশয় কৃশ হইয়া যাইতেছে। আমাকে বেদচতুষ্টয়সংখ্যক সুবর্ণহস্ত দান করিয়াছে। মহারাজ! আমার বিবেচনায় মদনমালা যাহার জন্য প্রাণত্যাগে উদ্যতা, তাহার কিন্তু তাহাকে পরিত্যাগ করা যুক্তিসঙ্গত হয় নাই, পরন্তু আমি এক্ষণে তদ্দত্ত স্বর্ণহস্তচতুষ্টয় দ্বারা একটি যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, কিন্তু এই যজ্ঞে মহারাজকেও কিঞ্চিৎ সহায়তা করিতে হইবে।

রাজা বিক্রমাদিত্য সংগ্রামদত্তের মুখে মদনমালার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত হইলেন এবং ব্রাহ্মণের সাহায্যার্থ প্রতিহারীকে আদেশ করিলেন। তাহার পরে মন্ত্রীর প্রতি রাজ্যভার সমর্পণকরতঃ ব্যোমযানারোহণে পুনর্ব্বার প্রতিষ্ঠান-নগরে গমন করিয়া মদনমালার জীবনরক্ষা করিলেন। অনন্তর রাজা মদনমালাকে প্রণয়ালাপে পরিতুষ্ট করিয়া নির্জ্জনে লইয়া গিয়া আপনার পরিচয় প্রদান করিলেন। অনন্তর যে নিমিত্ত গুপ্তবেশে প্রতিষ্ঠানে অবস্থিতি, যেরূপে প্রপঞ্চসার ভিক্ষুককে বিনাশ করিয়া খেচরত্বপ্রাপ্তি, কুবেরের নিকট হইতে প্রাপ্ত বরপ্রভাবে সুবর্ণময় পুরুষলাভ ও যে প্রকারে ব্রাহ্মণের মুখে মদনমালার বৃত্তান্ত শ্রবণে পুনরায় প্রতিষ্ঠাননগরে আগমন, সেই সকল বিষয় বর্ণন করিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন,—প্রিয়ে! রাজা নরসিংহকে বলপ্রকাশপূর্ব্বক জয় করা অসাধ্য, যদিও আমি শূন্যমার্গে থাকিয়া যুদ্ধকরতঃ নরসিংহকে অনায়াসে বিনাশ করিতে পারি, কিন্তু খেচর হইয়া ভূচরকে বিনাশ করিয়া অধর্ম্মযুদ্ধে জয়লাভ করা অতীব গর্হিত, ইহা বিবেচনাকরতঃ কৌশলে তাহাকে জয় করিবার নিমিত্ত আমি এই সকল কাণ্ড করিয়াছি। সম্প্রতি তোমার কৃত সাহায্যই আমার অভীষ্টসিদ্ধির হেতু, এই কথা বলিয়া 'এক্ষণে এই এই করা কর্ত্তব্য, ইহা তাহার কানে কানে বলিলেন। সেই বারবনিতা, 'আচ্ছা তাহাই হইবে' এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধা হইয়া দ্বারপাল, বন্দিগণ এবং প্রতিহারীদিগকে আহ্বানকরতঃ রাজাজ্ঞানুযায়ী কার্য্য করিতে উপদেশ দিয়া সকলকে বিদায় করিল।

ইহার মধ্যে রাজা নরসিংহও মদনমালার দিগন্তব্যাপিনী বদান্যতা-কীর্ত্তি শুনিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিলেন। প্রতিহারী নিজ স্বামিনীর আদেশানুসারে তাঁহাকে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল এবং দ্বারস্থ বন্দিগণ রাজাকে অন্তঃপুরপ্রবেশোদ্যত দেখিয়া অতি তারস্বরে বলিতে লাগিল, দেব! রাজা নরসিংহ আপনার প্রতি অতিশয় অনুরক্ত হইয়া প্রণাম করিতেছেন। বন্দিগণের এইরূপ কথা শুনিয়া নরসিংহ কুপিত অথচ শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সংপ্রতি মদনমালার গৃহে কেহ আছে না কি? তাহারা বলিল, রাজা বিক্রমাদিত্য আছেন। রাজা নরসিংহ এই কথা শুনিয়া ক্ষণকাল চকিতভাবে চিন্তা করিলেন এবং মনে মনে বলিতে লাগিলেন, আমার ইহা নিশ্চয় বোধ হইতেছে, বিক্রমাদিত্য বলপ্রকাশপূর্ব্বক আমাকে জয় করিতে অশক্ত হইয়া কৌশলে জয় করিতে চেষ্টা করিতেছে। ইহা ভাবিয়া প্রকাশ্যে

বলিলেন, অহে বিক্রমাদিত্য! তোমার তেজস্বিতাতে ধিক্, কারণ, সম্প্রতি গৃহাগত আমাকে বলপূর্ব্বক বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছ, কিন্তু তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে। এই কথা বলিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু বিক্রমাদিত্যের সম্মুখীন হইলেন না। বিক্রমাদিত্য তাঁহাকে গৃহাগত দেখিয়া সহাস্যবদনে আসন হইতে উত্থিত হইয়া দুই হস্তে তাঁহার কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া অত্যন্ত আদর প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর উভয়ে উভয়ের কুশল-সম্ভাষণ-করতঃ পরম প্রীতিলাভ করিলেন।

কুশলপ্রশ্নের পর প্রসঙ্গক্রমে রাজা নরসিংহ সুবর্ণ-পুরুষ-বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে রাজা বিক্রমাদিত্য আমূল সকল বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। নরসিংহ তৎসমুদয় শ্রবণ করিয়া বিক্রমাদিত্যকে বিমানচারী ও মহাবলশালী মনে করিয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বিক্রমাদিত্যও তাঁহার সেই প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন। পরে নরসিংহ রাজা বিক্রমাদিত্যকে নিজবাটীতে লইয়া যথোচিত সমাদর করিয়া বিদায় দিলেন।

রাজা বিক্রমাদিত্য এই প্রকারে দুস্তর প্রতিজ্ঞা-সাগর উত্তীর্ণ হইয়া মদনমালার গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া স্বীয় রাজধানীতে গমন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। মদনমালা রাজার কথা শুনিয়া তাঁহার বিরহ সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া আপনার বাটী পর্য্যন্ত বিপ্রসাৎ করিয়া রাজার সহিত গমন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। রাজাও সেই প্রস্তাবে সম্মত হইলে সে সর্ব্বস্ব অর্থীদিগকে দান করিতে লাগিল। পরে রাজা মদনমালার সহিত হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি প্রভৃতি স্বসৈন্যে পরিবৃত হইয়া স্বীয় রাজধানীতে প্রস্থান করিলেন। নরসিংহের সহিত মিত্রতা সংস্থাপিত করিয়া তিনি পরমসুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

মরুভূতি এই কথা সমাপন করিয়া বলিল, যুবরাজ! বেশ্যাকেও যখন রাজমহিষীর ন্যায় সুশীলা ও দৃঢ়ানুরাগিণী দেখিতে পাওয়া যায়, তখন কুলকামিনীগণও যে তদ্রূপ হইবে, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। রাজকুমার নরবাহনদত্ত মরুভূতির কথাবৈচিত্র্য শুনিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তোষলাভ করিলেন।

উনচত্বারিংশ তরঙ্গ

বীরবাহু উপাখ্যান

অনন্তর রবিশিখ বলিলেন, প্রভো! শ্রবণ করুন। পুরাকালে বর্দ্ধমান নগরে বীরবাহু নামে অতিধার্ম্মিক এক নরপতি ছিলেন। তাঁহার একশত স্ত্রী ছিল। সেই সকল মহিলার মধ্যে গুণবরা নাম্নী মহিষীই রাজার অধিক প্রিয়তমা ছিলেন। রাজা সেই শত মহিষীকেই অপুত্রা দেখিয়া পুত্রোৎপাদনের ঔষধ লাভের জন্য শ্রুতবর্দ্ধন নামক ভিষগ্বরকে আহ্বান করিয়া আপনার অভিপ্রায় বিজ্ঞাপন করিলেন। বৈদ্যরাজ তাহাতে সম্মত হইয়া একটি বন্য ছাগ প্রার্থনা করিলেন।

কিছুদিন পরে রাজা একটি বন্য ছাগ আনাইয়া দিলে, বৈদ্যরাজ তাহাকে ছেদন করিয়া পাচক দ্বারা উত্তমরূপে রন্ধন করাইয়া সকল মহিষীকে একত্র সমবেত করিলেন; কেবল একমাত্র গুণবরা তথায় আসিলেন না। তিনি তৎকালে দেবার্চ্চনায় ব্যগ্র থাকাতে রাজার সমীপে উপস্থিত ছিলেন। বৈদ্যরাজ গুণবরার অপেক্ষা না করিয়া সেই মাংসক্বাথে একরূপ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া উপস্থিত মহষীদিগকে তাহা বিভাগ করিয়া দিলেন। গুণবরার নিমিত্ত কিছুমাত্র রাখিলেন না।

অনন্তর দেবর্চ্চনা সমাপ্ত হইলে রাজা গুণবরার সহিত সেই স্থানে আসিয়া দেখিলেন, গুণবরার জন্য কিছুমাত্র মাংসক্বাথ নাই; তাহাতে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। কবিরাজ রাজার বিরক্তির ভাব দর্শনে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া তখনই সেই ছাগলের শৃঙ্গ ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, দেব! এই শৃঙ্গের ক্বাথেই আপনার অভীষ্টসিদ্ধি হইবে। এই কথা বলিয়া কবিরাজ সেই ক্বাথে পূর্ব্বোক্ত চূর্ণ প্রক্ষেপকরতঃ গুণবরাকে পান করিতে দিয়া রাজাকে সন্তুষ্ট করিলেন।

অনন্তর কিছুকাল গত হইলে রাজার উনশত মহিষীই যথাসময়ে এক এক একটি পুত্র প্রসব করিলেন। গুণবরাও সকলের শেষে সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত একটি পুত্ররত্ন লাভ করিলেন।

রাজা একশত পুত্রলাভে অত্যন্ত হৃষ্টান্তঃকরণে মহোৎসব-বিধান করিয়া উনশত পুত্রের যথাযথ নামকরণ করিলেন, শৃঙ্গক্বাথে জন্ম হইয়াছে বলিয়া কনিষ্ঠপুত্রের নাম রাখিলেন শৃঙ্গভুজ। সকল পুত্রই পিতার প্রযত্নে দিন দিন শশিকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া, ক্রমে ক্রমে শৈশবকাল অতিক্রম ক

সর্ব্বপ্রকার বিদ্যায় পারদর্শী হইলেন। কুমার শৃঙ্গভুজ রূপে কন্দর্পের, পরাক্রমে ভীমের ও ধনুর্ব্বেদে অর্জ্জুনের সমান হইয়া উঠিলেন। রাজার অপর মহিষীগণ সর্ব্বকনিষ্ঠ শৃঙ্গভুজকে সর্ব্বগুণালঙ্কৃত এবং আপনাদিগের পুত্রগণ অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ দেখিয়া ঈর্ষাকলুষিতান্তঃকরণে ঐক্যমত অবলম্বনপূর্ব্বক গুণবরার দোষ-প্রদর্শনার্থ চক্রান্ত করিতে লাগিলেন।

একসময়ে যশোলেখা নাম্নী রাজমহিষী অপর সপত্নীগণের সহিত মিলিত হইয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং অত্যন্ত বিষাদ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, নাথ! আমাদিগকে সংসারে হৃদয়-বিদারিণী একটি মহাঘটনা উপস্থিত হইয়াছে, সেই ঘটনা মহারাজের নিকট অবাচ্য হইলেও নিতান্ত অসহ্য হওয়াতেই বলিতে বাধ্য হইলাম। আপনি রাজা, যখন অপরের দোষ নিবারণ করাই আপনার কর্ত্তব্যকর্ম্মের মধ্যে প্রধান কার্য্য, তখন আপনি নিজের গৃহে তাদৃশ গুরুতর দোষ কিরূপে সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন? মহারাজের অন্তঃপুররক্ষক সুরক্ষিতের সহিত ভগিনী গুণবরার আসক্তি জন্মিয়াছে, ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছে।

রাজা যশোলেখার এইরূপ নির্ঘাতবাক্য শুনিয়া অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হইয়া ক্ষণকাল তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। পরে যশোলেখার কথা প্রকৃত কি না, ইহা জানিবার জন্য অপরাপর মহিষীদিগকে সাক্ষী-মান্য করিলেন। তাঁহারা অম্লানবদনে বলিলেন, যশোলেখার কথা সম্পূর্ণ সত্য, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সুচতুর জিতেন্দ্রিয় রাজা সে প্রকার অপবাদ অসম্ভব মনে করিয়া পরিণাম-দর্শনাভিলাষী হইয়া কৌশল প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সকলকেই পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলেন।

পরদিবস রাজা সভাসীন হইয়া সর্ব্বজনসমক্ষে সুরক্ষিতকে আহ্বান করিয়া কপট কোপ প্রকাশপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, রে পাপিষ্ঠ! আমি শুনিলাম, তুই ব্রহ্মহত্যা করিয়াছিস্, যে পর্য্যন্ত তীর্থ-পর্য্যটন করিয়া নিষ্পাপ না হস্, তাবৎকাল তোর মুখ দেখিব না। নিরপরাধ সুরক্ষিত সহসা রাজার মুখে এই প্রকার অপবাদের কথা শুনিয়া সভয়ান্তঃকরণে বলিল, মহারাজ! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, কখনই এরূপ পাপাচরণ করি নাই। সুরক্ষিত এ কথা বলিলেও রাজা ক্রোধভরে বলিতে লাগিলেন, দুরাত্মন্! এ বিষয়ে তোর কোন কথা বলিবার নাই; এইক্ষণেই কাশ্মীর দেশে গমন করিয়া সেখানকার বিজয়ক্ষেত্র, নন্দিক্ষেত্র, বরাহক্ষেত্র এবং অপরাপর পুণ্যক্ষেত্রসকল ভ্রমণকরতঃ নিষ্পাপ হইয়া আয়। রাজা এই কথা বলিয়া সুরক্ষিতকে তীর্থযাত্রায় প্রেরণ করিলেন। সুরক্ষিত নির্দ্দোষ হইয়াও রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য, এই জ্ঞানে স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক তীর্থ-ভ্রমণার্থ প্রস্থান করিল।

অনন্তর রাজা গুণবরার নিকট গমনকরতঃ কোপ প্রকাশপূর্ব্বক অতি দুঃখিতভাবে তথায় উপবেশন করিলেন। পতিব্রতা গুণবরা পতির সে প্রকার ভাবদর্শনে অতি ব্যাকুলা হইয়া, তাঁহার সেরূপ ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা কপটতা প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন, প্রিয়ে! অদ্য কোন একজন মহাপুরুষ আমার নিকটে আসিয়া বলিলেন, রাজন্! তুমি গুণবরাকে কিছুকালের জন্য কোন একটি ভূমধ্য-বর্ত্তী গৃহে গোপনভাবে রাখিয়া নিজে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কর, যদি আমার বাক্যে অবহেলা কর, তাহা হইলে তোমার রাজ্যনাশ হইবে।

পতি-হিতৈষিণী গুণবরা রাজ্যনাশবার্ত্তা শ্রবণমাত্র অতি ভীতা হইয়া বলিলেন, নাথ! যদি এ প্রকার হয়, তাহা হইলে সত্বর আমাকে ভূমধ্যগৃহে নির্ব্বাসিত করুন, আপনি ভূমধ্যগৃহনির্ব্বাসনের কথা কি বলিতে-ছেন, যদি আমার জীবন-বিনিময়েও আপনার মঙ্গল হয়, তাহাতেও আমি সম্মত আছি, যেহেতু, একমাত্র পতিই স্ত্রীলোকদিগের ইহ-পরকালের গতি। রাজা তাঁহার এই প্রকার উদারবাক্য শুনিয়া অশ্রু পরিত্যাগপূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন, গুণবরার কথার ভাবে আমার বোধ হইতেছে, গুণবরা ও সুরক্ষিত ইহারা উভয়েই নিরপরাধ, কারণ, আমি যখন সুরক্ষিতকে ডাকিয়া ব্রহ্মহত্যাপবাদ দিয়া দেশত্যাগের আদেশ করি, তখন তাহার দেহে কোনরূপ বিকারই লক্ষিত হয় নাই, সুতরাং এই অপরাধ সত্য কি মিথ্যা, ইহা সবিশেষরূপে পরীক্ষা না করিয়া এ প্রকার কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মান অত্যন্ত গর্হিত ও ক্লেশপ্রদ। মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া অতি দুঃখিতান্তঃকরণে গুণবরাকে অন্তঃপুর-মধ্যবর্ত্তী কোন একটি ভূগৃহে নির্ব্বাসিত করিলেন। পতিপরায়ণা গুণবরা সেই ভূমধ্যবর্ত্তী গৃহকে স্বর্গ মনে করিয়া সেইখানে পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজপুত্র শৃঙ্গভুজ বিষাদ প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহার মাতার প্রতি এ প্রকার গর্হিতাচরণের কথা জিজ্ঞাসা করাতে রাজা রাজমহিষী গুণবরাকে যে কথা বলিয়া প্রবোধ দিয়াছিলেন, শৃঙ্গভুজকেও সেইরূপ প্রবোধবাক্যে সমাশ্বাসিত করিলেন।

যশোলেখা এইরূপে সপত্নীকে নির্ব্বাসিত করিয়া

সন্তুষ্ট না হইয়া তাহার পুত্র শৃঙ্গভুজকেও নির্ব্বাসিত করিবার অভিপ্রায়ে আপনার পুত্র নির্ব্বাসিতভুজকে অনুরোধ করিলেন। নির্ব্বাসিতভূজ মাতৃআজ্ঞা অনুসারে অপরাপর ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া শৃঙ্গভুজকে নির্ব্বাসিত করিবার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করিল।

তৎকালে অগ্নিশিখ নামে কোন নিশাচর বকের রূপধারণ করিয়া সর্ব্বদা মনুষ্য বিনাশ করিত। একদিন তাহাকে বকরূপে রাজভবনোপরি উপবিষ্ট দেখিয়া হঠাৎ আগত কোন বৌদ্ধসন্ন্যাসী রাজকুমারদিগকে দেখাইয়া দিলেন। রাজপুত্রেরা দেখিবামাত্র তাহার প্রতি বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর বৌদ্ধসন্ন্যাসী রাজপুত্রদিগকে বকরূপী সেই নিশাচরকে বিনাশ করিতে অসমর্থ দেখিয়া বলিলেন, তোমরা ইহাকে বিনাশ করিতে পারিলে না, কিন্তু আমার বোধ হইতেছে, শৃঙ্গভুজ ইহাকে অনায়াসেই বিনষ্ট করিতে পারেন। রাজপুত্রেরা ক্ষপণকের কথা শুনিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, এই সুযোগেই শৃঙ্গভুজকে নির্ব্বাসিত করিতে পারা যাইবে। ইহা স্থির করিয়া শৃঙ্গভুজকে ডাকিয়া তাহার হস্তে পিতার ধনুর্ব্বাণ প্রদানপূর্ব্বক সেই মায়াবী রাক্ষসকে বিনাশ করিতে অনুরোধ করিলেন। শৃঙ্গভুজ ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া শরাসনে শরসন্ধানকরতঃ একবাণে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। বকরূপী নিশাচর বাণবিদ্ধ হইয়া বনে পলাইয়া গেল। ধূর্ত্ত নির্ব্বাসিতভুজ রাক্ষসকে পলাইতে দেখিয়া অপর ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া শৃঙ্গভুজকে পিতার স্বর্ণময় শর আনিবার জন্য অত্যন্ত নির্ব্বন্ধপ্রকাশকরতঃ বলিলেন, যদি তুমি পিতার শর অর্থাৎ যাহাতে বককে বিদ্ধ করিয়াছ, তাহা আনয়ন না কর, তাহা হইলে আমরা সকলেই তোমার সম্মুখে আত্মঘাতী হইয়া প্রাণত্যাগ করিব। শৃঙ্গভুজ ভ্রাতৃবর্গের তাদৃশ প্রতিজ্ঞা শুনিয়া পিতার বাণ আনিবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া নিজের ধনুর্ব্বাণ গ্রহণকরতঃ বকরূপী রাক্ষসের অনুসরণ করিলেন। শৃঙ্গভুজের ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে বকের অনুসরণ করিতে দেখিয়া অত্যন্ত হৃষ্টান্তঃকরণে আপন আপন জননীর নিকট যাইয়া সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিল, তাহারাও সেই কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল।

শৃঙ্গভুজ সেই বকের শরীর-নিস্থত রুধির-ধারা লক্ষ্য করিয়া বকের মনুসরণক্রমে কোন একটি মহারণ্যে প্রবেশ করাতে তন্মধ্যে এক নগর দেখিতে পাইলেন এবং শ্রমাপনোদনের নিমিত্ত নগরোপকণ্ঠে একটি উদ্যান-তরুতলে উপবিষ্ট হইলেন। তিনি তরুতলে উপবিষ্ট হইলে ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে একটি অদ্ভুতরূপা লাবণ্যবতী কন্যা তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইল; তখন রাজপুত্র তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

সেই কন্যা রাজপুত্রের প্রতি সকটাক্ষ দৃষ্টিপাত করিয়া অশ্রুমোচন করিতে করিতে বলিল, ভদ্র! এই নগরের নাম ধূমপুর, অগ্নিশিখ নামে এক রাক্ষস ইহার অধীশ্বর, আমি তাঁহারই কন্যা, আমার নাম রূপশিখা; আমি উদ্যান-পর্য্যটনার্থ আসিয়া আপনার রূপলাবণ্য দর্শনে অতিশয় মোহিত হইয়াছি, এক্ষণে নিজ বৃত্তান্ত ও এই স্থানে আগমন-কারণ বর্ণন করিয়া আমার কৌতূহল চরিতার্থ করুন। কন্যা কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া শৃঙ্গভুজ নিজ পরিচয় দিয়া বলিলেন, আমি ইতিপূর্ব্বে একটি বককে বাণবিদ্ধ করি, সেই বক বাণবিদ্ধ হইয়া সেই বাণ শুদ্ধ এই দিকে পলাইয়া আসিয়াছে, আমি তাহার অনুসরণক্রমেই এ স্থানে আসিয়াছি।

রূপশিখা রাজপুত্রের পরিচয়াদি শুনিয়া বলিল, মহাত্মন্! আমারই পিতা বকরূপে পৃথিবী-পর্য্যটন করিয়া থাকেন, কিন্তু ত্রিভুবনমধ্যে এমন বীর কেহই নাই, যে ব্যক্তি তাঁহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয়! যদি আপনি বকরূপী আমার পিতাকে বাণবিদ্ধ করিতে পারগ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনার সমান বীর এই ত্রিলোকমধ্যে আর দ্বিতীয় নাই। যখন আমার পিতা আপনার সেই সুবর্ণময় শরাঘাত অক্লেশে সহ্য করিয়াছেন, তখন তাঁহাকেও সামান্য জ্ঞান করিবেন না। তিনি এখানে আসিয়া শর উৎপাটিত করিয়া বিশল্য-করণী মহৌষধি দ্বারা সম্প্রতি স্বাস্থ্যলাভ করিয়াছেন। আমি আজি হইতে আপনাকে আর্য্যপুত্র সম্বোধন করিয়া আপনাতে আত্মসমর্পণ করিলাম, এক্ষণে আপনি আমাকে বিবাহ করিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন। আপনি ক্ষণকাল এই স্থানে অপেক্ষা করুন, আমি পিতার অনুমতি গ্রহণকরতঃ আপনাকে শীঘ্রই অন্তঃপুরে লইয়া যাইব।

রূপশিখা রাজপুত্রকে এই কথা বলিয়া সত্বর তাহার পিতার নিকট আসিয়া রাজপুত্র শৃঙ্গভুজের আগমন ও গুণগ্রাম বর্ণন করিয়া বলিল, পিতঃ! আপনি যদি তাঁহার সহিত আমার বিবাহ না দেন, তবে আমি আত্মঘাতিনী হইয়া প্রাণত্যাগ করিব। অগ্নিশিখ কন্যার সেই আগ্রহাতিশয্য দর্শনে

শৃঙ্গভুজকে অন্তঃপুরমধ্যে আনিবার জন্য অনুমতি প্রদান করিল।

রূপশিখা পিতার আদেশে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া, রাজপুত্রের নিকট আগমনকরতঃ সকল বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া তাঁহাকে পিতার নিকট লইয়া গেল। শৃঙ্গভুজ রূপশিখার অনুরোধে অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক রাক্ষসকে প্রণাম করিয়া তাহার নিকট দণ্ডায়মান হইলে রাক্ষসরাজ অতিশয় আদর প্রকাশ করিয়া বলিল, রাজপুত্র! যদি কোন সময়ে তুমি আমার কোন বাক্যে অবহেলা না কর, তাহা হইলে তোমাকে আমার এই কন্যা সম্প্রদান করিতে পারি। শৃঙ্গভুজকে তাহার বাক্যপালনে সম্মত হইতে দেখিয়া, স্নানার্থ অনুমতি প্রদান করিয়া রাক্ষসরাজ রূপশিখাকে তাহার ভগিনীদিগকে আনয়ন করিবার জন্য আদেশ করিল।

রূপশিখা পিতার আদেশানুসারে ভগ্নীদিগকে আনিবার জন্য শৃঙ্গভুজের সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিল এবং পথিমধ্যে শৃঙ্গভুজকে বলিল, নাথ! আমরা একশত ভগিনী, সকলেই অবিবাহিতা, আমাদের সকলেরই বসন, ভূষণ ও রূপ সমান, সকলেরই গলায় একই আকারের হার শোভা পাইতেছে; আমার ভগিনীগণ এখানে আসিলে পিতা আমাদিগের সকলের মধ্য হইতে আমাকে বাছিয়া লইতে আপনাকে আদেশ করিবেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, রূপ ও বসন-ভূষণে আমরা সকলেই একরূপ, সুতরাং তন্মধ্য হইতে ব্যক্তিবিশেষকে চিনিয়া লওয়া অতি শক্ত, অতএব আমি আমার এই কণ্ঠভূষণ হার মস্তকে ধারণ করিব, আপনি সেই সঙ্কেতানুসারে আমাকে চিনিয়া লইয়া আমার কণ্ঠে বনফুলের মালা প্রদান করিবেন। আমাদিগের পিতা অতি জড়বুদ্ধি, তাঁহার কিছুমাত্র হিতাহিতবিবেচনা নাই, সেই হেতু তিনি যখন আপনাকে বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে যে যে বিষয় সম্পন্ন করিতে আদেশ করিবেন, আপনি তৎসমুদায়ে স্বীকৃত হইয়া আমার নিকট আগমন করিলে, আমি সেই সকল বিষয়ের প্রতিবিধান করিয়া দিব। রাজপুত্রকে এইরূপ উপদেশ দিয়া ভগিনীগণের নিকট গমনপূর্ব্বক রূপশিখা তাহাদিগকে পিতার নিকট লইয়া গেল।

ইহার মধ্যে শৃঙ্গভুজ স্নানাদি সমাপন করিয়া অগ্নিশিখের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, সে তাঁহার হস্তে একছড়া বনকুসুমমালা দিয়া বলিল, এই মালাছড়াটি তোমার প্রিয়তমার কণ্ঠে প্রদান কর। শৃঙ্গভুজ সেই মালাছড়াটি হস্তে করিয়া কন্যাদিগের নিকটস্থ হইয়া পূর্ব্বসঙ্কেতানুসারে মস্তকধৃত হারচিহ্নিতা রূপশিখার নিকটে গমনপূর্ব্বক তাহার কণ্ঠে সেই মালা প্রদান করিলেন। তৎপরদিবস প্রাতঃকালে অগ্নিশিখ কন্যা-সম্প্রদানে সম্মত হইয়া কন্যাগণের সহিত শৃঙ্গভুজকে অন্তঃপুরমধ্যে লইয়া গেল।

শৃঙ্গভুজ অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলে রাক্ষস তাঁহাকে নিকটে ডাকিয়া দুইটি বৃষ দিয়া পুরীর বহিঃস্থ একটি ক্ষেত্র দেখাইয়া দিয়া তাহা কর্ষণকরতঃ সাত খারী-পরিমিত তিল বপন করিতে আদেশ করিল। শৃঙ্গভুজ তাহাতে স্বীকৃত হইয়া রূপশিখার নিকট উপস্থিত হইয়া সমুদায় কথা তাহার গোচর করিলে সে তাঁহাকে সাহস প্রদান করিয়া ক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিল। শৃঙ্গভুজ ক্ষেত্রে গমনকরতঃ রাশীকৃত তিল দেখিয়া অত্যন্ত ভীত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। রূপশিখা পতিকে ভীত দেখিয়া মায়াবলে ক্ষণকালমধ্যে ভূমিকর্ষণ ও তিলবপনকরতঃ স্বামীকে নিরুদ্বেগ করিল।

শৃঙ্গভুজ রূপশিখার মায়াবল- সাধিত কার্য্যসকল দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। তৎপরে অগ্নিশিখের নিকট আসিয়া বলিলেন, আর্য্য! আপনার আদেশ সম্পন্ন হইয়াছে। শৃঙ্গভুজের কথাবসানে রাক্ষস বলিল, আজই যে-সকল তিল বপন করিয়াছ, তৎসমুদায় পুনরায় একস্থানে রাশিকৃত কর। শৃঙ্গভুজ তাহাতে রাজী হইয়া রূপশিখার নিকট আসিয়া তাহার পিতার আদেশ জানাইলেন। রূপশিখাও মায়াবলে তৎক্ষণাৎ সে কার্য্যও সম্পাদন করিয়া দিল। শৃঙ্গভুজ শ্বশুরের নিকট উপস্থিত হইয়া তৎকার্য্য-সম্পাদন-বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন।

অতি মূর্খ, ধূর্ত্তশিরোমণি অগ্নিশিখ তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া পুনরায় শৃঙ্গভুজকে বলিল, বৎস! এই স্থান হইতে দক্ষিণে দুই যোজন অন্তরবর্ত্তী অরণ্যে একটি শিবমন্দির আছে। সেই স্থানে ধূমশিখ নামে আমার কনিষ্ঠ সহোদর বাস করে। তুমি যদি এক-দণ্ডের মধ্যে সেখানে গিয়া তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিতে পার, তাহা হইলে কল্য প্রাতঃকালেই তোমাকে কন্যা সম্প্রদান করিব। রাজপুত্র তাহার বাক্যে স্বীকৃত হইয়া পুনর্ব্বার নিজ প্রেয়সী রূপশিখার সমীপে আসিয়া তদ্বৃত্তান্ত বর্ণন করাতে পতিব্রতা রূপশিখা রাজকুমারকে কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা, জল, কণ্টক, অগ্নি ও একটি উৎকৃষ্ট অশ্ব দিয়া বলিল, আর্য্যপুত্র! এই অশ্বে আরোহণ করিয়া শীঘ্র সেই বনে গিয়া পিতৃব্যকে নিমন্ত্রণ করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাত করিবামাত্র অশ্ব নক্ষত্রবেগে ধাবমান হইলে, আপনি

আগমন করিতে করিতে মুখ ফিরাইয়া পুনঃ পুনঃ পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে থাকিবেন। যদি ধূমশিখকে পশ্চাতে আসিতে দেখেন, তাহা হইলে এই মৃত্তিকাখণ্ড পিছন দিকে নিক্ষেপ করিবেন, তাহাতেও যদি সে আপনার পশ্চাৎ আগমন করে, এই জল পশ্চাতে নিক্ষেপ করিবেন, তাহাতেও যদি প্রতিনিবৃত্ত না হয়, তবে এই সকল কণ্টক নিক্ষেপ করিবেন, তথাপি যদি সে আপনার পশ্চাদাগমনে ক্ষান্ত না হয়, তবে অগ্নি প্রক্ষেপ করিবেন ; সত্বর দৌড়িতে দৌড়িতে এই সকল কার্য্য করিতে থাকিবেন, ক্ষণকালও কোথাও বিশ্রাম করিবেন না, এই প্রকার কার্য্য করিতে পারিলে আপনি নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাগমন করিতে পারিবেন, আপনি বিশ্বস্তমনে গমন করুন।

রাজকুমার রূপশিখার উপদেশানুসারে তৎক্ষণাৎ মৃত্তিকাদি গ্রহণ করিয়া অশ্বারূঢ় হইয়া সেই দেবালয়ের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। অশ্ববেগবশতঃ ক্ষণকাল-মধ্যে সেই দেবালয়ে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বামাংশে গৌরী, দক্ষিণে গণপতি এবং মধ্যে স্বয়ং বিশ্বেশ্বর বিরাজ করিতেছেন। শৃঙ্গভুজ সেই সকল দেবমূর্ত্তি দর্শনে ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রণাম ও ধূমশিখকে নিমন্ত্রণকরতঃ তখনই অশ্বে আরোহণ করিয়া বায়ুবেগে অশ্ব ধাবিত করিলেন ; এবং ধাবিত হইয়া পশ্চাদ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন, ধূমশিখ তাঁহার পশ্চাতে আসিতেছে। রাজপুত্র তাহাকে পশ্চাদাগত দেখিয়া মৃত্তিকাখণ্ড নিক্ষেপ করিলেন, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই নিক্ষিপ্ত মৃত্তিকাখণ্ড দেখিতে দেখিতে পর্ব্বতাকারে পরিণত হইল। ধূমশিখ অতি কষ্টে সেই পর্ব্বত উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক শৃঙ্গভুজের অনুসরণ করিল। শৃঙ্গভুজ পুনরায় যেমন দৃষ্টিপাত করিলেন, ধূমশিখকে তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী দেখিতে পাইয়া তাহার পশ্চাদাগমন নিবারণের জন্য রূপশিখাদত্ত জল নিক্ষেপ করিবামাত্র সেই অতি অল্পমাত্র জল অতি-ভীষণ তরঙ্গসঙ্কুল মহানদীরূপে পরিণত হইল। ধূমশিখও অতিকষ্টে সেই নদী পার হইয়া শৃঙ্গভুজের অনুসরণ করিতে লাগিল। শৃঙ্গভুজ তাহা দেখিয়া যেমন সেই কণ্টকগুলি নিক্ষেপ করিলেন, তখনই সেই কণ্টকগুলি কণ্টকাকীর্ণ মহারণ্যের আকার ধারণ করিল। পাপিষ্ঠ ধূমশিখ সেই কণ্টকবন উত্তীর্ণ হইলে, শৃঙ্গভুজ শেষে অগ্নি নিক্ষেপ করিলেন, সেই সামান্য অগ্নি দেখিতে দেখিতে খাণ্ডবদাহন দহনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ধূমশিখ সেই অগ্নিরাশি উল্লঙ্ঘনে অশক্ত হইয়া রূপশিখার মায়াপ্রভাবে আকাশগতিও বিস্মৃত হইয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

শৃঙ্গভুজ নিজ প্রেয়সী রূপশিখার সেই অদ্ভুত মায়াপ্রপঞ্চ দর্শনে তাহাকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতে করিতে সম্প্রীতান্তঃকরণে পুনরায় ধূমনগরে আগমন করিলেন। ধূমনগরে আসিয়া প্রথমেই রূপশিখার নিকট যাইয়া তাহার আশ্চর্য্যশক্তির প্রশংসাকরতঃ অগ্নিশিখের নিকটে যাইয়া বলিলেন, আর্য্য! আপনার ভ্রাতাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলাম। অগ্নিশিখ তাহা শুনিয়া বলিল, বৎস! তুমি যে আমার ভ্রাতাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছ, তাহার প্রমাণ কি? শৃঙ্গভুজ কহিলেন, আর্য্য! সেই দেবমন্দিরে বিশ্বেশ্বরের বামে ভগবতী পার্ব্বতী ও দক্ষিণে বিঘ্ননাশন গণপতি বিরাজ করিতেছেন, ইহাই যথেষ্ট প্রমাণ। অগ্নিশিখ রাজপুত্রের সেই বাক্যশ্রবণে ক্ষণকাল সবিস্ময়চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিল—কি প্রকারে এ ব্যক্তি সেখানে যাইয়া প্রাণ বাঁচাইয়া প্রত্যাগমন করিল? আমি বেশ জানি, ধূমশিখের দৃষ্টিপথে পতিত কোন ব্যক্তিই জীবনরক্ষা করিতে সমর্থ হয় না, ইহাতে নিশ্চয় বোধ হইতেছে, এ ব্যক্তি কখনও সামান্য মনুষ্য নহে, কোন দেবতা মানবরূপ ধারণ করিয়া এখানে আসিয়াছে, সুতরাং এই ব্যক্তিই আমার কন্যা রূপশিখার সদৃশ বর। এইরূপ অবধারণ করিয়া শৃঙ্গভুজকে রূপশিখার নিকট প্রেরণ করিল। শৃঙ্গভুজ পরিণয়োৎসুক হইয়াও রূপশিখার নিকট আসিয়া পানভোজনাদি নিত্যকর্ম্ম সম্পাদনকরতঃ কোনরূপে রাত্রিযাপন করিলেন।

পরদিন অগ্নিশিখ অগ্নিসাক্ষী করিয়া যথাবিধি শৃঙ্গভুজহস্তে রূপশিখাকে সম্প্রদান করিল। কি আশ্চর্য্য! সামান্য মানব রাজপুত্রই বা কোথায়, আর রাক্ষসনন্দিনীই বা কোথায়? ইহাতে বোধ হইতেছে, একমাত্র অদৃষ্টই জীবগণের পরস্পর যোজনায় সর্ব্বপ্রকারেই পটু। তাহার পরে শৃঙ্গভুজ রূপশিখার সহিত শ্বশুরগৃহে অবস্থানকরতঃ বিবিধ অলৌকিক ভোগসুখ অনুভব করিয়া কিছুকাল কাটাইলেন।

অনন্তর শৃঙ্গভুজ কোন সময়ে গৃহ-গমনোৎসুক হইয়া রূপশিখাকে নির্জ্জনে আহ্বানকরতঃ নিজ অভিপ্রায় প্রকাশপূর্ব্বক তাহাকে গৃহে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহপ্রকাশ করিলেন। রূপশিখা তাঁহার কথায় সম্মত হইয়া বলিল, নাথ! যদিও জন্মভূমি ও স্বজনবর্গ প্রাণিমাত্রেরই অতি প্রিয়বস্তু, তথাপি স্ত্রীলোকদিগের স্বামীই সর্ব্বস্বধন, পূর্ব্ব

যেখানে যাইবেন, তাঁহার অনুগমন করাই রমণীগণের একমাত্র ও অবশ্য কর্ত্তব্যকর্ম্মমধ্যে পরিগণিত। আপনি আমাকে যেখানে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিবেন, আমি সেখানে যাইতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আমার পিতাকে এ কথা বলিলে তিনি কখনই তাহাতে অনুমোদন করিবেন না; অতএব আমার ইচ্ছা, তাঁহাকে এ কথা না বলিয়া আমরা গোপনে প্রস্থান করি। যখন তিনি আমাদিগের পলায়ন-বৃত্তান্ত শুনিয়া অনুসরণ করিবেন, তখন আমি নিজ বিদ্যাবলে তাঁহাকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইব।

শৃঙ্গভুজ রূপশিখার কথা শ্রবণে অতিশয় প্রীত হইয়া তাহাকে রাজ্যার্দ্ধ দানে প্রতিশ্রুত হইলেন। রূপশিখা প্রস্থানোদ্যতা হইয়া সেই সুবর্ণ-শর আনিয়া স্বামীকে দিল। পরদিন প্রাতঃকালে উদ্যান-বিহারচ্ছলে শরবেগ নামক ঘোটকে আরোহণ করিয়া উভয়ে বর্দ্ধমান নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা বহুপথ অতিক্রম করিলে অগ্নিশিখ তাঁহাদের পলায়ন-সংবাদ শ্রবণে অত্যন্ত কুপিত হইয়া আকাশপথে বায়ুবেগে তাঁহাদিগের অনুসরণ করিল। রূপশিখা তাহার আগমনশব্দ শুনিয়া শৃঙ্গভুজকে বলিল, নাথ! আমার পিতা আমাদিগকে ফিরাইয়া লইবার জন্য আসিতেছেন, আপনি অশ্বোপরি নির্ভয়চিত্তে থাকিয়া দেখুন, আমি কিরূপে ইহাকে বঞ্চনা করি। আমি তিরস্করিণী-বিদ্যাপ্রভাবে আপনাকে আচ্ছাদন করিয়া এরূপভাবে রাখিব, যাহাতে পিতা কখন আপনাকে দেখিতে পাইবেন না। এই প্রকার বলিয়া রূপশিখা অশ্ব হইতে অবতরণ ও পুরুষবেশ ধারণ করিয়া কাষ্ঠাহরণার্থ আগত কোন কাঠুরিয়াকে রাক্ষসের ভয় দেখাইয়া চুপ করিয়া থাকিতে উপদেশ দিয়া তাহার কুঠার লইয়া কাষ্ঠ কাটিতে প্রবৃত্ত হইল। শৃঙ্গভুজ নিশ্চলভাবে রূপশিখার এই সকল কৌশল দেখিতে লাগিলেন।

পরে অগ্নিশিখ তথায় আসিয়া সেই কাঠুরিয়ার বেশধারিণী রূপশিখাকে সম্মুখে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভদ্র! এই পথে কোন স্ত্রীলোক বা কোন পুরুষকে যাইতে দেখিয়াছ? অগ্নিশিখের এই কথা শুনিয়া পুরুষবেশা রূপশিখা বলিল, মান্যবর! আমি কাহাকেও এ পথে যাইতে দেখি নাই, রাক্ষসপতি অগ্নিশিখ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার দাহের জন্য কাষ্ঠ কাটিতেছি। রূপশিখার এই কথা শ্রবণে নির্বোধ অগ্নিশিখ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, কি, আমি মরিয়াছি? যদি আমি মরিয়াই থাকি, তবে আর কন্যাতে প্রয়োজন কি? এক্ষণে গৃহে গমন করিয়া পরিজনদিগকে জিজ্ঞাসা করি। নিশাচর এই চিন্তা করিয়া সত্বর গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। রূপশিখাও হাসিতে হাসিতে স্বামীর সহিত বর্দ্ধমানাভিমুখে প্রস্থান করিল।

রাক্ষস গৃহে আসিয়া পরিজনবর্গকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, হাঁ গো, লোকে বলিতেছে, আমি মরিয়াছি, ইহা কি সত্য? যদি সত্যই আমি মরিয়া থাকি, তবে আমার আর কন্যাতে প্রয়োজন কি? পরিজনেরা তাহার এইরূপ হাস্যজনক কথা শুনিয়া মনে মনে হাস্য করিয়া তাহার সংশয় দূর করিয়া দিল। পরিজনবর্গের কথায় তাহার সংশয় দূর হইলে সে সন্তুষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার কন্যাকে প্রত্যানয়ন করিবার নিমিত্ত উদ্‌যোগী হইল। রূপশিখা পিতাকে পুনরাগত জানিতে পারিয়া পতিকে সেই প্রকারে আচ্ছাদনকরতঃ অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া নিজের রূপ পরিবর্ত্তন করিল এবং কোন পত্রবাহকের হস্ত হইতে একখানি পত্র লইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রাক্ষসসমীপে আগমনপূর্ব্বক পূর্ব্বে কাঠুরিয়াকে যেরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, পত্রহস্ত ব্যক্তিকেও ঠিক সেই প্রকার জিজ্ঞাসা করাতে ছদ্মরূপিণী রূপশিখা বলিল, মহাশয়! আমি এ পথে কাহাকেও আসিতে দেখি নাই, রাক্ষসপতি অগ্নিশিখ শত্রুহস্তে আহত এবং মুমূর্ষুদশায় পতিত হইয়া তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা ধূমশিখকে রাজ্য দিবার নিমিত্ত এই পত্রখানি আমার হস্তে দিয়া তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, আমি ধূমশিখের নিকট যাইতেছি। হায়! ভগবানের কি অদ্ভুত মায়া। মূর্খ অগ্নিশিখ রূপশিখার তাদৃশ বাক্য শ্রবণে সন্দিগ্ধমনে রূপশিখার অনুগমনে ক্ষান্ত হইয়া তখনই পুনরায় গৃহে প্রত্যাগমন করিল। বাটীতে আসিয়া পরিবারদিগকে একত্রকরতঃ সন্দেহভঞ্জনার্থ রূপশিখার কথাসকল প্রকাশ করিল। পরিজনগণ যখন তাহার কথায় হাস্যকরতঃ সকলই মিথ্যা বলিল, তখন রাক্ষসরাজ রূপশিখাকে বিস্মৃত হইল। রূপশিখা এইরূপে মূর্খ পিতাকে বঞ্চিত করিয়া অশ্বে আরোহণকরতঃ পতির সহিত নিরুদ্বেগচিত্তে বর্দ্ধমানাভিমুখে গমন করিল। তাঁহারা বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইলে রাজা বীরবাহু বহুকালের পর প্রিয়পুত্র শৃঙ্গভুজ সস্ত্রীক আসিয়াছেন, এই কথা লোকমুখে শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে নগরের বাহিরে আসিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে প্রণত পুত্রকে গাঢ়ালিঙ্গনপূর্ব্বক রাজধানীতে লইয়া আসিলেন।

পরে শৃঙ্গভুজ ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া সমুদায় বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত পিতার নিকট নিবেদন করিয়া

ভ্রাতৃগণকে ডাকিয়া পিতার সেই সৌবর্ণ-শর প্রদান করিলেন। এই সকল ঘটনা-দৃষ্টে সুবিজ্ঞ নরপতি পুত্রদিগের চাতুরী বুঝিতে পারিয়া তাহাদিগের প্রতি যৎপরোনাস্তি বিরক্ত ও শৃঙ্গভুজের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া পূর্ব্বোক্ত সমুদয় বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া নিরপরাধা গুণবরাকে যে অকারণ পরিত্যাগ করিয়া মহাপাপ-পঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছেন, ইহা ভাবিয়া অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা সমস্ত দিবস নানা বিষয়চিন্তায় অতিবাহিত করিয়া রজনীতে যশোলেখার গৃহে গমন করিলেন। যশোলেখা স্বগৃহে পতিকে আসিতে দেখিয়া আহ্লাদিতমনে স্বামীর সহিত অতিরিক্ত সুরাপান করিয়া সম্ভোগজনিত সুখে সন্তুষ্ট হইয়া নিদ্রাগত হইল, কিন্তু সুরোন্মত্ততা হেতু প্রকৃত সুষুপ্তি না হওয়াতে স্বপ্নাবস্থায় বলিতে লাগিল, যদি গুণবরার প্রতি মিথ্যাদোষারোপ করিয়া তাহাকে নির্ব্বাসিত করিতে না পারিতাম, তাহা হইলে কি প্রাণপতি আমার গৃহে আসিতেন, না এইরূপ সুখ-সম্ভোগের অধিকারিণী হইতাম!

রাজা বীরবাহু পাপীয়সী যশোলেখার এইরূপ উক্তি শ্রবণে গুণবরার প্রতি নিঃসংশয় ও যশোলেখার প্রতি ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া তৎক্ষণাৎ শয্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক সে গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন। পরে আপনার গৃহে আসিয়া প্রধান অন্তঃপুর-রক্ষিকাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাহারা রাজসমীপে উপস্থিত হইলে রাজা বলিতে লাগিলেন,—দেখ, সিদ্ধপুরুষাদেশে যে অনিষ্টশান্তির জন্য গুণবরাকে ভূতলগৃহমধ্যে রাখিয়াছিলাম, সে অনিষ্টপাতের সময় অতীত হইয়াছে, এক্ষণে তোমরা সেই স্থান হইতে গুণবরাকে আনিয়া স্নান করাইয়া আমার নিকটে লইয়া আইস।

পরিজনেরা প্রভুর আদেশে গুণবরাকে ভূগৃহ হইতে আনিয়া স্নান করাইয়া বহুমূল্য বসন-ভূষণে ভূষিতকরতঃ রাজার নিকট আনয়ন করিল। রাজা বহুদিনের পর গুণবরাকে প্রাপ্ত হইয়া গাঢ়ালিঙ্গন-করতঃ সানন্দচিত্তে তাঁহার পুত্র শৃঙ্গভুজের সমুদায় বৃত্তান্ত কহিয়া সন্তুষ্ট করিলেন। ইতিমধ্যে যশোলেখা জাগরিত হইয়া নিজপার্শ্বে পতিকে দেখিতে না পাওয়াতে বিষাদসাগরে মগ্ন হইল। পরদিবস প্রাতঃকালেই শৃঙ্গভুজকে পুত্রবধূ সহিত আনাইলেন। শৃঙ্গভুজ বহুদিনের পর মাতাকে দেখিয়া সানন্দচিত্তে তাঁহার চরণে নিপতিত হইলেন। গুণবরা পুত্র ও পুত্রবধূকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। অনন্তর শৃঙ্গভুজ পিতার আদেশে মাতার নিকট রূপশিখার সমুদায় আচরণ বর্ণন করিলে গুণবরা অতিশয় প্রীত হইয়া বলিলেন, বৎস! আমার এই পুত্রবধূ বাছা রূপশিখা তোমার নিমিত্ত সমুদায় পরিত্যাগকরতঃ তোমাতেই জীবন সমর্পণ করিয়া যাবতীয় সতী স্ত্রীলোকের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছেন। ইহার ব্যবহার-দৃষ্টে আমার মনে হইতেছে, ইনি কখনই রাক্ষসকন্যা নহেন, বিধাতা তোমার নিমিত্ত নিশ্চয়ই কোন দেবীকে ভূতলে প্রেরণ করিয়াছেন। রাজা ও রাণী উভয়েই এইরূপে পুত্রবধূ রূপশিখাকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন। তাহার পরে তীর্থ হইতে প্রত্যাগত সুরক্ষিতকে নিকটে ডাকিয়া আদর প্রকাশ ও যশোলেখা প্রভৃতি দুশ্চারিণী অপর স্ত্রীদিগকে ভূগৃহে নির্ব্বাসিত করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। সুরক্ষিত রাজাকে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইল।

রাজার এই বিষম আজ্ঞা শ্রবণমাত্র সেই সকল মহিষীই অত্যন্ত ভীত হইল। দয়াবতী গুণবরা সপত্নীগণকে ভয়কাতর দেখিয়া তাহাদিগকে সেই গুরুদণ্ড হইতে অব্যাহতি দিবার জন্য স্বামীকে অতি কাতরভাবে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করাতে রাজা তাহাদিগকে সেরূপ দণ্ডদানে বিরত হইলেন। সপত্নীগণ দণ্ড হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া গুণবরার অলৌকিক ঔদার্য্য দেখিয়া লজ্জায় অধোমুখী হইয়া স্ব স্ব ভবনে গমন করিল। রাজা গুণবরাকে পরম শত্রুর প্রতি এইরূপ দয়াপ্রকাশ করিতে দেখিয়া কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট হওয়াতে গুণবরা বলিলেন, দেব! মহৎ ব্যক্তিদিগের অনুগ্রহ প্রকাশই শত্রুতা-নিবারণের যেমন সদুপায়, এমন আর দ্বিতীয় নাই।

অনন্তর নরপতি নির্ব্বাসিতভুজাদি একোনশত পুত্রের প্রতি নরহত্যাপরাধ আরোপ করিয়া তীর্থ-পর্য্যটন দ্বারা সেই পাপ-হইতে মুক্ত হইবার জন্য আদেশ করিলেন। পুত্রগণ পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘনে অসমর্থ হইয়া নগর হইতে বহির্গত হইলে দয়ার্দ্রচিত্ত শৃঙ্গভুজ ভ্রাতৃগণকে অতি কাতর দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পিতার চরণোপরি পতিত হইয়া চক্ষুর জলে তাঁহার চরণ ধৌতকরতঃ ভ্রাতৃগণের অপরাধ ক্ষমা করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। রাজা শৃঙ্গভুজের কাতরতা দর্শনে অনিচ্ছায় সেই দুশ্চরিত্র পুত্রদিগের অপরাধ ক্ষমা করিলেন। ভ্রাতৃগণ সর্ব্বকনিষ্ঠ শৃঙ্গভুজকে আপনাদের প্রাণদাতা মনে করিয়া পুনঃ পুনঃ সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল। প্রকৃতিবর্গ শৃঙ্গভুজের গুণাতিশয্য দর্শনে প্রথম হইতেই

তাঁহার প্রতি প্রীত ছিল, অধুনা প্রাণের শত্রু ভ্রাতৃগণের প্রতি এরূপ মহত্ত্ব প্রকাশ করিতে দেখিয়া অধিকতর অনুরক্ত হইয়া উঠিল।

এই সকল ঘটনার পরে রাজা বীরবাহু বয়োজ্যেষ্ঠ পুত্র সত্ত্বেও গুণজ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠপুত্র শৃঙ্গভুজকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। শৃঙ্গভুজ যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া পিতার আদেশে সৈন্যসামন্তে পরিবৃত হইয়া দিগ্বিজয়ে গমন করিলেন এবং অসাধারণ বাহুবলে পৃথিবীস্থ যাবতীয় নৃপতিকে পরাজয় ও তাঁহাদিগের নিকট হইতে বহুতর অর্থ সংগ্রহকরতঃ জয়শ্রীভূষিত হইয়া স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলেন। রাজার অপর পুত্রগণ শৃঙ্গভুজের এতাদৃশ বীরত্ব ও ঔদার্য্য দর্শনে নিতান্ত বিনীতভাব অবলম্বন করিলে, শৃঙ্গভুজ তাহাদিগের সহিত রাজ্যভার বহনকরতঃ পিতা ও মাতৃবর্গকে সন্তুষ্ট করিলেন এবং রূপশিখার সহবাসে সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

হরিশিখ এই উপাখ্যান বর্ণন করিয়া বলিল, দেব! সতী স্ত্রীলোকেরা যে একমাত্র পতিসেবাকেই পরম ধর্ম্ম বলিয়া জানেন, গুণবরা ও রূপশিখা ইহার যথেষ্ট নিদর্শন। এই কথা বলিয়া সে বিরত হইলে যুবরাজ নরবাহনদত্ত আপনার প্রিয়তমার সহিত তাহাকে সাধুবাদ প্রদানে সন্তুষ্ট করিলেন। অনন্তর যুবরাজ নিজ প্রেয়সীর সহিত পিতার নিকট আগমন করিলেন; সেখানে সমস্ত দিন থাকিয়া পিতার অনুমতি লইয়া পুনরায় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

চত্বারিংশ তরঙ্গ

তপোদত্তের উপাখ্যান

পর দিবস প্রাতঃকালে যুবরাজ রত্নপ্রভার সহিত উপবিষ্ট হইলে গোমুখাদি মন্ত্রিবর্গ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। তাহার পরে মরুভূতিকে অনেকক্ষণ পরে মালা-চন্দন হাতে করিয়া স্খলিতপদে হাসিতে হাসিতে আসিতে দেখিয়া গোমুখ হাসিতে হাসিতে বলিল, মরুভূতে! তুমি যৌগন্ধরায়ণের পুত্র হইয়াও এতদিন পর্য্যন্ত যে নীতি শিক্ষা করিতে পার নাই, ইহা অত্যন্ত কষ্টের কারণ। প্রাতঃকালে সুরাপানে মত্ত হইয়া প্রভুর নিকট আগমন করা কি নীতিসঙ্গত? মরুভূতি গোমুখের এই কথা শুনিয়া ক্রোধে কম্পমান হইয়া বলিল, গোমুখ! রাজা আমাদিগের গুরু, একমাত্র তিনিই আমাদিগের শিক্ষাদানের অধিকারী, অন্য কোন পাপিষ্ঠ নহে।

গোমুখ মরুভূতির এই কথা শুনিয়া সহাস্যবদনে বলিল, মরুভূতে! দুষ্কর্ম্মকারীদিগকে প্রভু কি স্বয়ং তিরস্কার করিয়া থাকেন? যাহার প্রতি যাহা বক্তব্য, অধিকারীরাই তাহা বলিয়া থাকেন। আমি যে পাপাত্মা, ইহা সত্য বটে, কিন্তু তুমি মন্ত্রিবৃষভ হইয়াও কেবল শৃঙ্গরহিত, এ কথাও মিথ্যা নহে। মরুভূতি বলিল, গোমুখ! সেই বৃষভত্ব তোমারই উপযুক্ত, তথাপি অবশ্য তা তোমার জাতীয় ধর্ম্ম।

তাহাদিগের এইরূপ পরিহাসবচন শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিলে গোমুখ বলিল, মরুভূতি একটি অবেধ্য রত্ন, জগতে এমন কোন ব্যক্তিই নাই যে, ইহাতে সূত্র চালাইতে শক্ত হয়, কিন্তু এই পুরুষরত্ন একটি অসামান্য বস্তু, তন্নিমিত্ত অক্লেশে ইহাতে ছিদ্র করিতে পারা যায়, ইহার উদাহরণের জন্য বালুকাসেতুর উপাখ্যান বর্ণন করিতেছি, তোমরা সকলে শুন।

প্রতিষ্ঠাননগরীতে তপোদত্ত নামে কোন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তিনি বাল্যকালে লেখাপড়ায় অতিশয় অনাবিষ্ট থাকাতে সকলেই তাঁহাকে সর্ব্বদা ভৎর্সনা করিত। একসময়ে তিনি অত্যন্ত নির্ভৎর্সিত হওয়াতে বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক তপস্যাচরণ করিবার মানসে গঙ্গাতীরে গমন করিলেন। পরে কিছুকাল গত হইলে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে কঠোর ব্রতে রত দেখিয়া সেরূপ কঠিন তপস্যা নিবারণার্থ ব্রাহ্মণবেশে সেখানে আসিয়া তট হইতে বালুকা লইয়া তরঙ্গের উপর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। তপোদত্ত তাহা দেখিয়া কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া মৌনভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক অতিনির্ব্বন্ধের সহিত সেরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, ব্রাহ্মণরূপী ইন্দ্র বলিলেন, ব্রহ্মন! আমি সকল লোকের পরপারে যাইবার জন্য একটি সেতু নির্ম্মাণ করিতেছি। তপোদত্ত এই কথা শুনিয়া বলিলেন, ব্রহ্মন! গঙ্গার এই প্রবল স্রোতের উপর বালুকা দ্বারা সেতুনির্ম্মাণপ্রয়াস কেবল আপনার মূর্খতাই প্রকাশ করিতেছে, অতএব নিবৃত্ত হও। ইন্দ্র তপোদত্তের এই কথা শ্রবণে বলিলেন, যদি তোমার এ প্রকার জ্ঞান থাকে, তবে অধ্যয়ন ও উপদেশ ব্যতিরেকে কেবল ব্রতোপবাস দ্বারা বিদ্যালাভার্থ কেন উদ্যত হইয়াছ? যদি লোকে অধ্যয়নাদি না করিয়া কেবল তোমার মত ব্রতোপবাসে বিদ্যালাভ করিতে সমর্থ হইত, তাহা হইলে পৃথিবীতে কেহই আর অধ্যয়নার্থ যত্নবান

হইত না। তপোদত্ত দেবরাজের এই উপদেশ যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া তপস্যায় বিরত হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। সেই হেতু বলিতেছি, সুবোধ ব্যক্তিকে অনায়াসে বুঝান যায়, কিন্তু দুর্বোধকে শত উপদেশ দিলেও কিছুমাত্র ফল দর্শে না, সে ব্যক্তিকে যত উপদেশ দেওয়া যাইবে, সে ততই কোপ প্রকাশ করিতে থাকিবে, মরুভূমিই ইহার দৃষ্টান্তস্থল।

অনন্তর হরিশিখ বলিল, দেব! সুবুদ্ধি ব্যক্তিকে অনায়াসে বুঝাইতে পারা যায়, এ বিষয়ের একটি কথা আমার স্মৃতিপথারূঢ় হইতেছে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

পুরাকালে বারাণসী নগরে বিরূপ শর্ম্মা নামে অতি কুরূপ, নির্ধন একজন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন; সেই ব্রাহ্মণ আপনার কুরূপতা ও নির্ধনতাতে অতিশয় দুঃখিত হইয়া তপোবনে গমনকরতঃ রূপসম্পত্তি লাভের জন্য তপস্যা করিতে লাগিলেন। কোন সময়ে দেবরাজ অতি কুৎসিত ও ব্যাধিগ্রস্ত শৃগালবেশে সেই ব্রাহ্মণের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, ব্রাহ্মণ তাহাকে দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি দেখিতেছি, যাবতীয় সুকৃতি-দুষ্কৃতি ঈশ্বরাধীন, সুতরাং সুকৃতিতে আহ্লাদিত ও দুষ্কৃতিতে বিষাদিত হওয়া মূর্খতা-প্রকাশ-মাত্র, এই অবধারণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

গোমুখ হরিশিখের এইরূপ দৃষ্টান্তগর্ভ কথা শুনিয়া তাহাতে অনুমোদন করিল, কিন্তু মরুভূতি অতিশয় কোপ প্রকাশপূর্ব্বক বলিতে লাগিল, গোমুখের মুখই সর্ব্বস্ব; কিন্তু হাতে কোন কাজ করিতে পারগ নহে; বীরপুরুষেরা বাক্‌কলহকে অতি লজ্জাকর বিবেচনায় কখনই তাহাতে প্রবৃত্ত হন না, এই কথা বলিয়া যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলে যুবরাজ সহাস্যবদনে তাহাকে নিবৃত্ত করিয়া গৃহে পাঠাইয়া দিলেন এবং আপনিও সমুদায় দৈনিক কার্য্যে দিনযাপন করিলেন।

পরদিবস সকলে সমাগত হইলে মরুভূতি পূর্ব্বদিনের ব্যাপার স্মরণ হওয়াতে লজ্জায় অধোমুখ হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। তাহার পর রত্নপ্রভা বলিলেন, নাথ! আপনি প্রভু-পরায়ণ বিশুদ্ধ-চরিত্র এই সকল মন্ত্রী লাভ করিয়া যেরূপ সৌভাগ্যশালী হইয়াছেন, ইহারাও আপনার ন্যায় প্রভুকে পাইয়া সেইরূপ ধন্য হইয়াছেন, ইহাতে আমার মনে হইতেছে যে, আপনার পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিই এ প্রকার সংযোগের কারণ। রত্নপ্রভা এই কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইলে বসন্তকের পুত্র তপন্তক বলিল, দেবি! আমরা যথার্থই প্রাক্তন সুকৃতিপ্রভাবেই এ প্রকার প্রভু লাভ করিয়াছি, পূর্ব্বজন্মকৃত সুকৃতি ব্যতিরেকে কখনই এতাদৃশ ঘটনা হইতে পারে না, এ বিষয়ে একটি উপাখ্যান বর্ণন করিতেছি, আপনারা মন দিয়া শুনুন।

শ্রীকণ্ঠাখ্য জনপদে বিলাসপুর নামে একটি নগর আছে, সেই নগরে বিলাসশীল নামে এক নরপতি বাস করিতেন। তিনি প্রাণসমা মহিষী কমলপ্রভার সহিত ভোগসুখে কালযাপন করিতেন। ক্রমে সৌন্দর্য্যহারিণী জরা তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিলে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া জরাপ্রভাবে বিকৃত মুখ স্ত্রীর নিকট দেখাইতে অনিচ্ছুক হওয়ায় বহু চিন্তার পর মৃত্যুই শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিলেন, কিন্তু হঠাৎ প্রাণত্যাগ না করিয়া তরুণচন্দ্র নামক বৈদ্যকে সভামধ্যে আনাইয়া জরা-নিবারণের কোন উপায় আছে কি না, ইহা জিজ্ঞাসা করাতে ধূর্ত্তচূড়ামণি বৈদ্য রাজার সেই কথা শুনিয়া অত্যন্ত অর্থলোভের বশীভূত হইয়া পরিণামদৃষ্টি না করিয়া বলিল, মহারাজ! জরা-নিবারণের উত্তম ঔষধ আছে, আপনি যদি নিয়মিতরূপে ছয় মাস কাল ভূমধ্যস্থ গৃহে অবস্থান করিয়া সেই ঔষধ সেবন করিতে পারেন, তাহা হইলে যে পুনর্যৌবন প্রাপ্ত হইবেন, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মূঢ়মতি নৃপতি সেই ধূর্ত্তের কথায় বিশ্বাসস্থাপন করিয়া ভূগর্ভে একটি বাসোপযোগী গৃহ নির্ম্মাণ করাইলেন। মূর্খ বিষয়ী লোকেরা প্রায়ই সদসদ্ বিবেচনারহিত হইয়া থাকে, সুতরাং রাজা বৈদ্যবাক্যে বিশ্বস্ত হইয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেও মন্ত্রিগণ নানাযুক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক নিবারণ করিল, কিন্তু রাজা তাহাদিগের বাক্যে অনাদর প্রকাশ করিয়া ধূর্ত্ত কবিরাজের বাক্যের অনুসরণ করিলেন। পরে রাজপরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া ভূমধ্যস্থ গৃহে প্রবেশ করিলেন। একমাত্র সেই বৈদ্যের অনুগত লোক রাজার পরিচারক নিযুক্ত হইল। বৈদ্য ছয়মাসের পর একদিন রাজাকে দেখিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিল, ক্রমেই জরার প্রাদুর্ভাব হইতেছে। অনন্তর বৈদ্য বাহিরে আসিয়া নানা স্থানে অনুসন্ধানের পর রাজার সদৃশাকার একজন যুবা পুরুষকে দেখিতে পাইয়া তাহার নিকট পূর্ব্বোক্ত বৃত্তান্ত আমূল বর্ণন করিয়া রাজ্যলোভ দেখাইয়া তাহাকে বশীভূত করিল। অনন্তর সেই ভূমধ্যস্থ গৃহের একপ্রান্তে একটি অতি গোপনীয় সুড়ঙ্গ

প্রস্তুতকরতঃ সেই পথে রাত্রিকালে তথায় প্রবিষ্ট হইয়া রাজাকে নিদ্রিত দেখিয়া তাঁহার দেহ একটা কূপমধ্যে নিক্ষেপ করিল এবং সেই পুরুষকে রাজশয্যায় রাখিয়া সুড়ঙ্গপথ আবদ্ধকরতঃ তথা হইতে বহির্গত হইল।

ধূর্ত্ত রাজবৈদ্য তৎপরদিবস প্রাতঃকালে রাজসভায় উপস্থিত হইয়া মন্ত্রীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল, আমি পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম, ছয় মাসের মধ্যেই জরানাশ করিয়া রাজাকে পুনর্যৌবন দান করিব; কিন্তু এক্ষণে দেখিতে পাইতেছি, দুই মাস গত হইতে-না-হইতেই তিনি নূতন কলেবর প্রাপ্ত হইয়াছেন, যদি আমার কথায় বিশ্বাস না করেন, তাহা হইলে আপনারা সুড়ঙ্গদ্বারে অবস্থিত হইয়া রাজাকে স্বচক্ষে দেখিয়া আসুন। বৈদ্যরাজ মন্ত্রীদিগকে এই কথা বলিয়া ভূগৃহে লইয়া গিয়া দূর হইতে কৃত্রিম রাজশরীর দেখাইয়া দিল। এই সময়ে ভিষগ্বর মন্ত্রীদিগের প্রত্যেকের নাম ও যাহার যে কার্য্য, সেই কৃত্রিম রাজার নিকট বর্ণন করিল। তৎপরে তিন মাসের মধ্যে ক্রমে ক্রমে কৌশলে অন্তঃপুরবাসীদিগের নাম ও যাহার যে কাজ, তাহা জ্ঞাত হইয়া নূতন রাজার নিকট বর্ণনকরতঃ তাহাকে বিশেষ অভিজ্ঞ করিয়া রাখিল।

পরে নবম মাসে বৈদ্য সেই ভোগপুষ্টশরীর নূতন রাজাকে ভূগৃহ হইতে রাজসভায় আনয়ন করিলে, মন্ত্রিগণ ও পরিজনবর্গ তাহাকে যুবাপুরুষ দেখিয়া সন্তুষ্টচিত্তে বৈদ্যকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল। তৎপরে সেই যুবা নরপতি স্নানাদি সমাপন করিয়া অজর এই নূতন নাম ধারণকরতঃ সিংহাসনাসীন হইয়া প্রজাপালনকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রজাগণ রাজাকে বৈদ্যের ঔষধগুণে পুনর্যৌবনপ্রাপ্ত বিবেচনা করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল। অজর নৃপতি প্রজাবর্গ ও প্রধানা মহিষীকে বশীভূত করিয়া মিত্রগণের সহিত সুখে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন এবং পরমমিত্র তরুণচন্দ্র ও পদ্মদর্শনকে হস্তী, অশ্ব ও গ্রামসমূহ পুরস্কার প্রদানপূর্ব্বক বিশেষ সম্মানিত করিলেন, কিন্তু সেই বৈদ্যকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া কিছুমাত্র সন্দেহ করিলেন না। কোন সময়ে সেই বৈদ্য অজরকে স্বেচ্ছাচারী দেখিয়া বলিল, কি আশ্চর্য্য! তুমি স্বেচ্ছাচারী হইয়া আধিপত্য বিস্তারপূর্ব্বক আমার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেছ? অকৃতজ্ঞ! তুমি কাহার অনুগ্রহে এই বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছ, তাহা জান না? অজর নৃপতি বৈদ্যের সেই কথা শুনিয়া বলিলেন, বৈদ্য! তুমি অতি মূর্খ, তুমি কি ইহা জান না যে, কেহই কাহার কর্ত্তা বা দাতা নয়, জীবগণের প্রাক্তন কর্ম্মই মঙ্গলামঙ্গল-বিধান করে, অতএব তুমি আমার নিকটে আর বৃথা গর্ব্ব প্রকাশ করিও না, আমি যে নিজ জন্মান্তরীণ তপস্যাবলেই এই সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছি, অতি শীঘ্রই তাহা তোমার প্রত্যক্ষীভূত করিয়া দিব। এইরূপ বলিয়া অজর বিরত হইলে, বৈদ্যরাজ অতি ভীত হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল, হায় কি কষ্ট! অদ্য অজর অতি প্রাজ্ঞের ন্যায় গম্ভীরভাবে কথা কহিতেছে বটে, কিন্তু যদি ইহার পর বিরক্ত হইয়া সমুদায় রহস্য প্রকাশ করিয়া ফেলে, তাহা হইলেই ত' সর্ব্বনাশ হইবে, এই ভয়ে আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে, যাহা হউক, এক্ষণে ইহাকে আর অধিক বিরক্ত না করিয়া বরং বিশেষ আনুগত্য করিতে থাকি, তাহাতেই বা এ ব্যক্তি আমার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করে, তাহা দেখা কর্ত্তব্য, ইহা মনে করিয়া বৈদ্য অজরের আনুগত্য করিতে লাগিল।

রাজা অজর একদিন তরুণচন্দ্র প্রভৃতির সহিত নগরভ্রমণার্থ নির্গত হইয়া কোন একটা নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সেই নদীর স্রোতে পাঁচটি সোনার পদ্ম ভাসিয়া যাইতেছে। ইহা দেখিয়া রাজা সেই পদ্ম ধরিয়া আনিবার জন্য ভৃত্যদিগকে অনুমতি করিলেন; ভৃত্যগণ রাজাদেশে পদ্ম ধরিয়া আনিলে উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তিনি সন্নিহিত তরুণচন্দ্র বৈদ্যকে সেই পদ্মের আকর অন্বেষণার্থ আদেশ করিলেন। বৈদ্যরাজ রাজাদেশে অগত্যা সম্মত হইয়া নদীর ধারে ধারে পদ্মাকর অন্বেষণার্থ গমন করিল। অজর কিয়ৎকাল নদীতীরে পর্য্যটন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

বৈদ্য বহুদূর গমন করিয়া নদীতীরে একটি শিবমন্দির দেখিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিল এবং প্রবিষ্ট হইয়া তাহার সম্মুখে একটি অপূর্ব্ব সরোবর ও সেই সরোবর ও সেই সরোবরতীরস্থ এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের শাখায় লম্বিত একটি নরকঙ্কাল দেখিতে পাইল। বৈদ্য সেই বৃক্ষমূলে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া সরোবরে স্নানানন্তর দেবদেব মহাদেবের পূজা সমাপনান্তে উপবিষ্ট হইয়া আপনার কর্ত্তব্য বিষয় চিন্তা করিতেছে, এমন সময়ে সহসা মেঘোদয় ও মুষলধারে বৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল। বৃষ্টিজলে বৃক্ষে লম্বমান নরকঙ্কাল অভিষিক্ত হওয়াতে তাহা হইতে যত বারিবিন্দু সরোবরে পতিত হইল, তৎসমুদায়ই সৌবর্ণ কমলাকারে পরিণত হইল। বৈদ্যরাজ ইহা দেখিয়া

অতিশয় বিস্মিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, কি আশ্চর্য্য! এই নির্জ্জন স্থানে কাহাকেই বা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করি? অথবা বিধাতার বিচিত্র লীলা কেই বা বুঝিতে পারে? যাহা হউক, পদ্মাকর ত' দেখা হইল, এক্ষণে লম্বমান নরকঙ্কালটি সরোবরে ফেলিয়া দিই, যদি এতৎসংযোগে জলবিন্দু হইতে সুবর্ণ-কমল উৎপন্ন হয়, তবে ইহা জলে ফেলিয়া দিলে অবশ্যই বহুসংখ্যক তাদৃশ পদ্ম উৎপন্ন হইবে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহা আলোচনা করিয়া বৃক্ষশাখা হইতে সেই নরকঙ্কাল পাতিত করিয়া সরোবরজলে ফেলিয়া দিয়া সে দিবস সেই দেবমন্দিরে থাকিয়া পরদিন স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করিল। কিছুদিন পরে বিলাসপুরে আসিয়া অজর নৃপতিকে অভিবাদন করিল।

অজর নরপতি বৈদ্যকে পুনরাগত দেখিয়া কুশল-প্রশ্নানন্তর পদ্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে বৈদ্যরাজ সমুদায় আনুপূর্ব্ব বর্ণন করিল। তৎপরে নরপতি বৈদ্যকে নির্জ্জনে আনিয়া বলিলেন, তুমি যে সৌবর্ণ পদ্মের উৎপত্তিস্থান দেখিয়া আসিয়াছ, আমার বোধ হইতেছে, সে স্থান অতি মনোহর হইবে। তুমি সেখানে বটশাখালম্বিত যে নরকঙ্কাল দেখিয়া আসিয়াছ, সেটি আমারই পূর্ব্বকলেবর। আমি পূর্ব্বজন্মে ঊর্দ্ধপদে থাকিয়া যে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলাম, সেই তপস্যা সিদ্ধ হইলে দেহ পরিত্যাগ করি, মদীয় তপঃপ্রভাবে কলেবরসংযোগে সোনার পদ্ম উৎপন্ন হইয়া থাকে। তুমি আমার সেই কলেবর জলে ফেলিয়া দিয়া পরম বন্ধুর কার্য্য করিয়াছ, আমার সে জন্মেও তুমি একজন প্রধান বন্ধু ছিলে, এ জন্মেও সেই বন্ধুতার বলেই আমার সহিত মিলিত হইয়াছ। আমি যে পূর্ব্বজন্মকৃত তপস্যাবলে জাতিস্মরত্ব ও এই বিশাল সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা তুমি প্রত্যক্ষ করিলে, সেইজন্য বলিতেছি, অহঙ্কার পরিত্যাগ কর, দুঃখ প্রকাশ করিও না; পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি না থাকিলে কোন ব্যক্তিই কিছুমাত্র দিতে পারে না। প্রাণিমাত্রেই ভূমিষ্ঠ হইয়াই প্রাক্তন কর্ম্মতরুর ফল-ভোগ করিয়া থাকে। বৈদ্যরাজ অজর-নরপতির সেই কথা শুনিয়া তাহাতে বিশ্বাসস্থাপনকরতঃ সন্তুষ্ট হইল। তাহার পরে রাজা বৈদ্যকে প্রচুর অর্থদান করিয়া, বন্ধুবর্গে পরিবৃত হইয়া, পূর্ব্বসুকৃতিলব্ধ রাজ্য নিষ্কণ্টকে ভোগ করিতে লাগিলেন। মহারাজ! আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, আপনিও আমাদিগের পূর্ব্বসুকৃতিফললব্ধ প্রভু, তাহা না হইলে আমাদিগের প্রতি মহারাজের এত অনুগ্রহ হইবে কেন? রাজা নরবাহনদত্ত তপন্তকের মুখে ঐ অপূর্ব্ব আখ্যান শ্রবণ করিয়া স্নানার্থ গমন করিলেন এবং স্নানাদি নিত্যকর্ম্ম সমাপন করিয়া সেই সেই মন্ত্রিগণের সহিত পিতার নিকট আহারাদি করিলেন। তৎপরে অপরাহ্নে সুরাদি ভোগ্যদ্রব্য সেবন করিয়া সানন্দচিত্তে সে দিবস অতিবাহিত করিলেন।

—

একচত্বারিংশ তরঙ্গ

চিরায়ু উপাখ্যান

যুবরাজ পরদিন রত্নপ্রভা ও মন্ত্রিগণের সহিত আপনার গৃহে উপবিষ্ট হইয়া নানারকম কথাবার্ত্তা করিতেছেন, এমন সময়ে গৃহের বাহিরে কোন পুরুষের রোদনধ্বনি শ্রুতিগোচর হওয়াতে, যুবরাজ "কি কি?" বলিয়া জিজ্ঞাসা করায় একজন কিঙ্কর আসিয়া বলিল, দেব! ধর্ম্মগিরি নামক কঞ্চুকী তীর্থ-পর্য্যটনে গিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে, এই সংবাদ একজন মূর্খ বন্ধুর মুখে শুনিয়া তাহার ভাই ধর্ম্মগিরি ভ্রাতৃশোকে কাতর হইয়া রোদন করিতেছে, সম্প্রতি তাহার স্বজনগণ সান্ত্বনা করিয়া তাহাকে বাটী নিয়া গেল।

এই কথা শুনিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত যুবরাজকে অত্যন্ত কাতর হইতে দেখিয়া রত্নপ্রভা বলিলেন, নাথ! বন্ধুবিয়োগ মনুষ্যগণের যেমন ক্লেশদায়ক, এমন আর কিছুই নাই। যদি বিধাতা মনুষ্যগণকে অজর অমর করিতেন, তাহা হইলে তাহারা কখনই এ প্রকার দুঃখভাগী হইত না।

রত্নপ্রভার এই কথা শুনিয়া মরুভূতি বলিল, দেবি! আপনি যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, তাহা সত্য বটে, কিন্তু মনুষ্যের পক্ষে তাহা অসম্ভব, ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি উপাখ্যান বর্ণন করিতেছি, শুনুন।

চিরায়ু নামে একটি নগর আছে, চিরায়ু নামক নরপতি তথায় বাস করিতেন, প্রসিদ্ধ দয়াবীর নাগার্জ্জুন নামে তাঁহার একজন মন্ত্রী ছিলেন। সেই মন্ত্রী রসায়নবলে রাজা ও আপনাকে দীর্ঘজীবী করিয়াছিলেন। মন্ত্রী কোন সময়ে আপনার প্রাণাধিক পুত্রকে সহসা কালকবলে নিপতিত দেখিয়া অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া মর্ত্ত্যলোক হইতে মৃত্যুভয় নিবারণ করিবার মানসে রসায়নবিদ্যাপ্রভাবে অমৃত প্রস্তুত করিতে উদ্যোগী হন। ক্রমে অমৃত প্রায় প্রস্তুত হইয়া উঠিল, কেবল একটিমাত্র জ্যোতিলতা দিতে

বাকী থাকিল। দেবরাজ ইন্দ্র নাগার্জ্জুনকে সেই জ্যোতিলতার যোগ প্রতীক্ষা করিতে দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া তখনই স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমার দুইজনকে আহ্বান করিয়া নানাস্থানের কার্য্য উদ্দেশকরতঃ মর্ত্ত্যলোকে পাঠাইয়া দিলেন।

অশ্বিনীকুমারেরা মর্ত্ত্যভূমিতে অবতরণকরতঃ নাগার্জ্জুনের গৃহে আসিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া দেবরাজের আদেশ জানাইয়া বলিলেন, মহাত্মন! আপনি বিধাতার নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া মরণ-ধর্ম্মশীল মানবগণকে অমর করিতে উদ্যত হইয়া অতি অনুচিত আচরণ করিতেছেন। আপনি যদি মনুষ্যগণকেও অমর করেন, তাহা হইলে দেবতা ও মানুষে কি প্রভেদ থাকিল? যদি মনুষ্যগণ অমর হয়, তাহা হইলে কেহই আর যাগানুষ্ঠান করিবে না। সুতরাং যাজ্য-যাজকের অসদ্ভাবে অচিরকালমধ্যেই জগৎ বিনষ্ট হইয়া যাইবে। তন্নিমিত্তই বলিতেছি, আপনি অমৃত প্রস্তুতের অধ্যবসায় হইতে ক্ষান্ত হউন, নতুবা দেবগণ আপনার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ প্রদান করিবেন। আপনি যাহার শোকে অভিভূত হইয়া এতাদৃশ দুরূহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আপনার সেই পুত্র স্বর্গে গমন করিয়াছে।

অশ্বিনীকুমারদ্বয় এই কথা বলিয়া বিরত হইলে নাগার্জ্জুন সবিষাদে চিন্তা করিতে লাগিলেন, যদি আমি দেববাক্যে অবজ্ঞা প্রদর্শন করি, তাহা হইলে দেবগণের শাপের অপেক্ষা থাকিবে না, এই অশ্বিনীকুমারেরাই এখনই অভিশাপ প্রদান করিবেন, কিন্তু এতটা উদ্যোগ করিয়া তাহা হইতে বিরত হওয়াতে আমার মনোরথ সিদ্ধি হইল না। নাই হউক, যে পুত্রের শোকে কাতর হইয়া আমি এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সে যখন স্বীয় সুকৃতিবলে স্বর্গে গমন করিয়াছে, তখন তাহার নিমিত্ত শোকাকুল হওয়া বৃথা, এইরূপ চিন্তার পর অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আপনাদিগের অনুমতিকেই আমি দেববাক্য বিবেচনা করিয়া এই অধ্যবসায় হইতে ক্ষান্ত হইলাম, যদি আপনারা অন্য প্রভৃতি পাঁচ দিনের মধ্যে এখানে না আসিতেন, তাহা হইলে আমার এই সমুদ্যোগ সফল হইত এবং মনুষ্যেরাও অমর হইতে পারিত। এই কথা বলিয়া তাঁহাদিগের সমক্ষেই অমৃত প্রস্তুতকরণোপযোগী যাবতীয় দ্রব্য ভূমির মধ্যে পুঁতিয়া ফেলিয়া তাঁহাদিগকে যথাবিধি সৎকারকরতঃ বিদায় দিলেন; তাঁহারাও স্বর্গে গমন করিয়া এই সংবাদ ইন্দ্রকে প্রদানপূর্ব্বক নিরুদ্বেগচিত্ত হইলেন।

অনন্তর রাজা চিরায়ু নিজপুত্র জীবহরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। জীবহর যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া আপনার জননী ধনপরাকে অভিবাদন করিতে তাঁহার নিকটে গমন করিলেন। ধনপরা পুত্রকে যৌবরাজ্যাভিষিক্ত দেখিয়া অতিশয় সন্তোষ প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন, বৎস! এই যৌবরাজ্যলাভে তুমি বিশেষ আহ্লাদিত হইও না, যেহেতু যৌবরাজ্যপ্রাপ্তি তোমার কুলক্রমাগত তপস্যালব্ধ নহে, তোমার অনেক সহোদর অনেকদিন পর্য্যন্ত যৌবরাজ্য ভোগ করিয়া কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে কেহই রাজা হইতে পারে নাই, সুতরাং তোমাদিগের যৌবরাজ্যলাভ বিড়ম্বনামাত্র, তোমার পিতা আটশত বৎসর অতিক্রম করিয়াছেন, এখনও যে কতকাল জীবিত থাকিবেন, কে বলিতে পারে?

মাতার এই কথা শ্রবণে জীবহর বিষণ্ণ হইলে, ধনপরা পুনরায় বলিতে লাগিলেন, বৎস! তুমি যদি রাজা হইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে এইরূপ উপায় অবলম্বন কর। তোমাদের প্রধান অমাত্য নাগার্জ্জুন প্রতিদিন আহ্নিকক্রিয়াসমাপনান্তে যখন ভোজন করিতে গমন করে, তখন তাহার নিকট যে ব্যক্তি যাহা প্রার্থনা করে, সে তাহাকে তাহাই দান করিয়া আহারে উপবেশন করে। তুমি যদি সেই সময়ে সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহার নিকট তাহার মস্তক প্রার্থনা করিতে পার, তাহা হইলে সে সত্যপাশে বদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ তোমাকে নিজমস্তক দান করিয়া প্রাণত্যাগ করিবে। সেই মন্ত্রী প্রাণত্যাগ করিলে রাজাও সে প্রকার মন্ত্রিশোকে নিশ্চয় হয় দেহত্যাগ করিবেন, না হয় বনবাসী হইবেন। তাহা হইলেই তুমি রাজা হইতে পারিবে।

জীবহর রাজ্যলোভে মুগ্ধ হইয়া মাতার বাক্যে বহু সমাদর প্রকাশপূর্ব্বক সেই অতিভয়াবহ গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন, এমন কি, পিতৃস্নেহ পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইলেন। তৎপরদিবসে নাগার্জ্জুনের গৃহে গমন করিয়া তাহার আহারসময়ের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিলেন। অনন্তর আহারসময় উপস্থিত হইল। বদান্যবর নাগার্জ্জুন বলিতে লাগিলেন, যদি কেহ অর্থী উপস্থিত থাক, আমার নিকটে আসিয়া অভিলষিত বস্তু প্রার্থনা কর, যিনি যাহা প্রার্থনা করিবেন, তাঁহাকে তাহাই দিব। জীবহর নাগার্জ্জুনের এইকথা শ্রবণমাত্র তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার মস্তক প্রার্থনা করিলেন। নাগার্জ্জুন রাজপুত্রের তাদৃশ গর্হিত প্রার্থনাবাক্য

শ্রবণ করিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, বৎস! তুমি মাংসাস্থিকেশরক্তময় আমার মস্তক লইয়া কি করিবে? অথবা সে কথা শুনিয়া কি করিব, যদি তোমার তাহাতে বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, তবে আমার মস্তক ছেদন করিয়া গ্রহণ কর। নাগার্জ্জুন এই কথা বলিয়া শির বাড়াইয়া দিলে, রাজপুত্র রসায়নপ্রভাবে অতিদৃঢ় তাঁহার গ্রীবাদেশে খড়্গাঘাত করিলেন, কিন্তু তাহাতে নাগার্জ্জুনের মস্তক ছিন্ন না হইয়া রাজপুত্রের খড়্গ চূর্ণ হইয়া গেল। রাজপুত্র এইরূপ পুনঃ পুনঃ নূতন নূতন খড়্গ চূর্ণিত হইতে দেখিয়া তাঁহার মস্তক-গ্রহণ নিতান্ত অসাধ্য বিবেচনা করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

এই কথা ক্রমে ক্রমে রাজার কর্ণগোচর হওয়াতে রাজা তৎক্ষণাৎ মন্ত্রিভবনে উপস্থিত হইয়া সেই ব্যাপার হইতে পুত্রকে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন। নাগার্জ্জুন রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, দেব! আমি জাতিস্মর, প্রথম জন্ম হইতে অর্থীদিগকে আপনার মস্তক দান করিয়া নবনবতিতম জন্ম অতিক্রম করিয়াছি, এই জন্মে আমার শিরঃপ্রদান-ব্রতের প্রতিষ্ঠা হইবে, কিন্তু অর্থী পরাঙ্মুখ হইলে আমি শতজন্মার্জিত পুণ্যফলে বঞ্চিত হইব। এতক্ষণ যাচককে মস্তক দান করিয়া চরিতার্থ হইতাম, কেবল একবার মহারাজের সাক্ষাৎকার প্রতীক্ষা করিয়া সময় অতিবাহিত করিতেছিলাম। এক্ষণে যখন মহারাজের দর্শনলাভে কৃতার্থ হইলাম, তখন আর বিলম্ব করিব না; রাজকুমার এক্ষণে অক্লেশে আমার শিরশ্ছেদ করিতে সমর্থ হইবেন। মহারাজ! আমাকে শিরোদানে নিবারণ করিবেন না। মন্ত্রী এই কথা বলিয়া রাজাকে গাঢ়লিঙ্গন-করতঃ একপ্রকার চূর্ণদ্রব্য আনিয়া রাজপুত্রের খড়্গে লেপন করিয়া দিলেন এবং রাজকুমারকে বলিলেন, কুমার! এইবার আমাকে প্রহার করুন।

রাজকুমার নাগার্জ্জুনের কথানুসারে খড়্গাঘাত করিবামাত্র তাঁহার মস্তক ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইলে, অন্তঃপুরমধ্যে রোদনধ্বনি উত্থিত হইল। রাজা সেই রোদনধ্বনি শ্রবণে অতি কাতর হইয়া, হা মন্ত্রিন্! এইমাত্র বলিয়া প্রাণত্যাগে উদ্যত হইলে আকাশে দৈববাণী হইল, মহারাজ! এই নাগার্জ্জুন জন্মান্তরে বোধিত সত্ত্বের দ্বারা উপযুক্ত সদ্গতি প্রাপ্ত হইবেন, আপনি আত্মহত্যা-ব্যবসায় হইতে বিরত হইয়া বন্ধুবর্গের নিকট প্রশংসা লাভ করুন।

এই কথা বলিয়া দৈববাণী নিবৃত্ত হইলে রাজা সেই মরণ-ব্যবসায় হইতে ক্ষান্ত হইয়া অল্পসময়ে[...] গৃহে প্রত্যাগত হইয়া জীবহরকে রাজ্য সমর্পণ[...] তপোবনে গমন করিলেন এবং কিছুকাল তপস্[...] করিয়া শুভগতি লাভ করিলেন।

কিছুকাল গত হইলে নাগার্জ্জুনের পুত্রে[...] সিংহাসনস্থ পিতৃঘাতী জীবহরকে যমের বা[...] পাঠাইয়া দিল; জীবহরের মাতা পুত্রে[...] মৃত্যুসংবাদে মানবলীলা সংবরণ করিলেন। সেই[...] জন্য বলিতেছি; মহারাজ, দেখুন, যে ব্যক্তি[...] অনার্য্যচরিত্রপথে বিচরণ করে, কখনই তাহার[...] মঙ্গল হয় না। যিনি মানবগণের মৃত্যু-নিবারণ[...] অমৃত সৃষ্টি করিয়া জগতে অলৌকিক রসায়নবি[...] নিপুণতা দেখাইয়াছিলেন, সেই নাগার্জ্জুনও য[...] মৃত্যুর বশ্য হইয়াছিলেন, তখন অন্যের কথা অ[...] কি বলিব?

দ্বিচত্বারিংশ তরঙ্গ

পরিত্যাগসেনের উপাখ্যান

অনন্তর একদিন যুবরাজ, রত্নপ্রভাকে সা[...] প্রদান করিয়া পিতার সহিত মন্ত্রিগণে পরিবৃত হই[...] সসৈন্যে মৃগয়ার্থ গমন করিলেন। অনবরত নানাবি[...] বন্যজন্তুর অনুসরণ করাতে পরিশ্রান্ত হই[...] শ্রমাপনোদনার্থ কিছুকাল বিশ্রামসুখ অনু[...] করিলেন, বিশ্রামানন্তর পুনরায় অশ্বারূঢ় হই[...] গোমুখের সহিত অন্য বনে প্রবিষ্ট হইয়া গুটিকাক্রী[...] করিতে আরম্ভ করিলেন। যুবরাজ ক্রী[...] করিতেছেন, এমন সময়ে কোন সিদ্ধতাপসী সে[...] পথে যাইতেছিলেন। সহসা যুবরাজ-প্রক্ষি[...] গুটিকা তাঁহার গাত্রে পতিত হইলে তিনি সস্মিতবদ[...] যুবরাজকে বলিলেন, রাজকুমার! তোমার [...] গর্ব্বিত ব্যক্তির সহিত কর্পূরিকার পরিণয় হও[...] উচিত। যুবরাজ নরবাহনদত্ত তাপসীর সেই ক[...] শুনিয়া অশ্ব হইতে নামিয়া তাপসীর নিকট [...] ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, তাপসী তাঁহা[...] বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া আশীর্ব্বাদ প্রদান করিলেন।

যুবরাজ তাপসীকে অতি সাধুশীলা ও সত্যবাদি[...] দেখিয়া বিনয়প্রকাশপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলে[...] ভগবতি! আপনি যে কর্পূরিকার কথা বলি[...] সে কে? তাহার পরিচয় দানে আমার কৌতূহ[...] নিবারণ করুন। তাপসী যুবরাজকে কর্পূরিকা[...] পরিচয় জানিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক দে[...]

বলিলেন, বৎস! সমুদ্রপারে কর্পূরসম্ভব নামে একটি নগর আছে, কর্পূরক নামক রাজা তথায় রাজত্ব করিতেছেন। কর্পূরিকা তাঁহারই কন্যা। ত্রিলোক-মধ্যে তাহার ন্যায় রূপবতী রমণী আর দ্বিতীয় নাই, কিন্তু তাহার সে অসামান্য সৌন্দর্য্য বৃথা হইয়াছে। সে এমনি পুরুষদ্বেষিণী যে, বিবাহের কথা শুনিবামাত্র একেবারে অগ্নির ন্যায় জলিয়া উঠে! আমি বিবেচনা করি, তুমি যদি সেখানে যাইয়া তাহার পাণিগ্রহণ-প্রার্থনা করিতে পার, তাহা হইলে সে তোমাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইতে পারে, অতএব তুমি আর বিলম্ব না করিয়া সত্বর সেখানে গমন কর। যদিচ সেখানে যাইতে পথিমধ্যে অনেক দুর্গম বনপথ অতিক্রম করিতে হইবে, তাহাতে অবশ্যই তোমার অতিশয় ক্লেশ হইবে বটে, তথাপি তাহাকে লাভ করিতে পারিলে পরম মঙ্গল হইবে।

তাপসী এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলে নরবাহনদত্ত কর্পূরিকা-লাভার্থ অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলেন। যুবরাজকে কর্পূরিকা-লাভার্থ ত্বরান্বিত দেখিয়া সহচর গোমুখ বলিল, দেব! একটা সামান্য স্ত্রীলোকের নাম শ্রবণমাত্র গৃহস্থিত পরিণীত অমন দিব্যাঙ্গনাকে পরিত্যাগ করিয়া সেই সামান্য স্ত্রীলোকের জন্য একাকী সংশয়-দোলায় আরোহণ করিয়া সমুদ্রপারে গমন করা কি আপনার উচিত হয়? আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন, এই কার্য্য কতদূর অসঙ্গত। এই জন্য বলিতেছি যে, আপনি অতি বিজ্ঞ, আপনার ন্যায় লোকের ঈদৃশ কার্য্যে হঠাৎ প্রবৃত্ত হওয়া যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না।

গোমুখ কর্তৃক যুবরাজ এইপ্রকারে প্রবোধিত হইয়া সিদ্ধতাপসীর বাক্য অনুসরণকরতঃ মন্ত্রিবাক্য অগ্রাহ্য করিয়া অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক কর্পূরনগরাভি-মুখে প্রস্থান করিলেন। প্রভু ভৃত্যের বাক্য অগ্রাহ্য করিলেও অবিচারিতভাবে প্রভুর অনুসরণ করা যে তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহা স্থির করিয়া গোমুখ অশ্বারোহণে যুবরাজের অনুসরণ করিল।

এদিকে রাজা নরবাহনদত্তকে দেখিতে না পাইয়া, বোধ হয়, সে অগ্রে চলিয়া গিয়াছে, ইহা মনে করিয়া পরিজনে রাজধানী কৌশাম্বীনগরাভিমুখে গমন করিলেন। যুবরাজের সহচরেরাও তাহাই মনে করিয়া রাজার অনুগমন করিল, কিন্তু রাজা নগরে আসিয়া যখন শুনিলেন যে, যুববাজ এখন পর্য্যন্ত প্রত্যাগত হন নাই, তখন অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া পরিজনের সহিত রত্নপ্রভার নিকট গমন করিলেন। রত্নপ্রভা যুবরাজের অনাগমনে শ্বশুরকে নিতান্ত উৎকণ্ঠিত দেখিয়া প্রণিধানবলে যুবরাজ-সম্বন্ধীয় সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া শ্বশুরকে বলিলেন, দেব! আপনি আর্য্যপুত্রের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইবেন না, কারণ, তিনি কোন সিদ্ধ তাপসীর মুখে কর্পূরিকার বৃত্তান্ত শুনিয়া তাহাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত গোমুখের সহিত সমুদ্রপারস্থ কর্পূরসম্ভব নগরে গমন করিয়াছেন, শীঘ্রই কৃতকার্য্য হইয়া এখানে প্রত্যাগমন করিবেন।

পুত্রবধূর মুখে এই কথা শুনিয়া বৎসরাজ সমাশ্বস্ত হইয়া আপনার ভবনে গমন করিলেন।

সপত্নী-সঙ্ঘটনে স্ত্রীলোকমাত্রকে প্রায় ঈর্ষাপরায়ণা হইতে দেখা যায়, কিন্তু রত্নপ্রভা তাহাতে ঈর্ষাপ্রকাশ না করিয়া প্রত্যুত সন্তুষ্ট হইয়া পথিমধ্যে স্বামীর ক্লেশনিবারণার্থ মায়ামতী নাম্নী বিদ্যাকে প্রেরণ করিলেন। মায়াবতী পথিমধ্যে যুবরাজকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার রক্ষার্থ অনুসরণ করিল। কি আশ্চর্য্য! পতিব্রতা স্ত্রীলোকেরা পতিহিতৈষিণী হইয়া সর্ব্বদা পতির হিতকামনা করিয়া থাকে। নরবাহনদত্ত গোমুখের সহিত বহুদূর গমনকরতঃ যখন এক ভীষণ অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন, সেই সময় মায়াবতী একটি কুমারীবেশে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ভদ্র! রত্নপ্রভা আপনার নিকট আমাকে পাঠাইয়াছেন, আমি মায়াবতী নাম্নী বিদ্যা, আমি অলক্ষ্যভাবে সর্ব্বদা আপনার সন্নিধানে থাকিয়া পথিমধ্যে আপনাকে রক্ষা করিব, আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে গমন করুন। মায়াবতী রাজপুত্রকে এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলে তাহার প্রভাবে যুবরাজের ক্ষুধাতৃষ্ণা ও পথশ্রম দূর হইল। যুবরাজ রত্নপ্রভার এইরূপ সৌজন্য দর্শনে তাহাকে বহু প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

ক্রমে পদ্মিনীনায়ক অস্তাচলচূড়াবলম্বন করিলে নরবাহনদত্ত একটি সরোবর দেখিয়া গোমুখের সহিত তাহাতে স্নানাদি নিত্যকর্ম্ম সমাধান করিয়া নানাবিধ অতি সুস্বাদু ফলমূল ভক্ষণ করিয়া তরুতলে অশ্ববন্ধনকরতঃ বৃক্ষে আরোহণপূর্ব্বক নিদ্রাদেবীর সেবা করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে অতি ভীত তুরঙ্গমের চীৎকারধ্বনিতে রাজপুত্র ও গোমুখ উভয়েই জাগরিত হইয়া বৃক্ষমূলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, একটা সিংহ আসিয়া একটা অশ্বকে নষ্ট করিতেছে। এই ব্যাপার দর্শনে নরবাহনদত্তকে অশ্বরক্ষার্থ বৃক্ষ হইতে নামিতে দেখিয়া গোমুখ নিষেধ করিয়া বলিল, দেব! শরীর, সম্পত্তি ও মন্ত্রণা এই তিনটি রাজাদিগের রাজ্যরক্ষার

মূল, অতএব সর্ব্বপ্রকারে শরীর রক্ষণীয়, আপনি কি নিমিত্ত শরীরের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া বিনাস্ত্রে কোন্ সাহসে সিংহের প্রতি ধাবিত হইতেছেন? আপন দেহরক্ষার নিমিত্তই আমরা বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছি, অতএব আপনি এই জীবনসংশয়িত ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হউন।

গোমুখ এই কথা বলিয়া নিবৃত্ত হইলে নরবাহনদত্ত বৃক্ষের স্কন্ধদেশ হইতে সকোপে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া একটি অতি তীক্ষ্ণধার ছুরিকার আঘাতে অশ্বহন্তা সিংহকে বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন্! পশুরাজ যুবরাজ কর্ত্তৃক বিদ্ধ হইয়াও যখন দ্বিতীয় অশ্বকে বিনাশ করিল, তখন নরবাহদত্ত গোমুখের নিকট হইতে খড়্গগ্রহণকরতঃ সেই মৃগরাজকে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তাহার পর পুনরায় বৃক্ষে আরোহণ করিয়া নিদ্রিত হইলেন।

পরদিন প্রভাতে নিদ্রোত্থিত হইয়া পদব্রজে কর্পূরিকার উদ্দেশে গমন করিতে করিতে গোমুখ রাজপুত্রের চিত্তবিনোদনার্থ একটি উপাখ্যান বলিতে আরম্ভ করিলেন।

ইরাবতী নামে একটি নগর আছে, সেই নগরে পরিত্যাগসেন নামক এক রাজা ছিলেন। তাঁহার দুইটি স্ত্রী ছিল, তন্মধ্যে একটি মন্ত্রিকন্যা, তাহার নাম অধিকসঙ্গমা, দ্বিতীয়া রাজবংশোদ্ভবা, তাঁহার নাম কাব্যালঙ্কারা। এই দুই স্ত্রীর মধ্যে কাহারও গর্ভে সন্তানোৎপত্তি না হওয়াতে রাজা অতিশয় মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া পুত্রকামনায় যথাবিধি অম্বিকাদেবীর আরাধনা করিতে লাগিলেন। কিছুদিন গত হইলে ভগবতী অম্বিকাদেবী রাজার আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রত্যক্ষগোচর হইলেন এবং তাঁহাকে দুইটি দিব্য ফল দিয়া বলিলেন, বৎস! গাত্রোত্থান কর, এই দুইটি ফল লইয়া দুই পত্নীকে দেও, এই ফলদ্বয় ভক্ষণে তাঁহারা দুইজনেই দুইটি বীরপুত্র প্রসব করিবেন। দেবী রাজাকে এইরূপ আদেশ করিয়া অন্তর্হিত হইলে রাজা প্রাতঃকালে উঠিয়া দুই হস্তে দুইটি ফল দেখিয়া যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলেন। পরদিবস রাত্রিকালে পত্নীদ্বয়ের নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া মন্ত্রীর সম্মানরক্ষার্থ তাঁহার কন্যা অধিকসঙ্গমাকে অগ্রে একটি ফল ভক্ষনার্থ প্রদান করিলেন। অধিকসঙ্গমা ফলটি প্রাপ্তিমাত্রই ভক্ষণ করিলেন। তাহার পরে রাজা দ্বিতীয়া পত্নীর জন্য দ্বিতীয় ফলটি মাথার শিয়রে রাখিয়া সে রাত্রি তাঁহার গৃহেই নিদ্রিত হইলেন। রাজা নিদ্রিত হইলে অধিকসঙ্গমা মনে করিলেন, আমি যদি দুইটি ফলই ভক্ষণ করি, তাহা হইলে ত' আমার দুইটি পুত্র হইতে পারে, ইহা বিবেচনা করিয়া তিনি রাজাকেও কিছু না বলিয়া সে ফলটিও ভক্ষণ করিলেন। পরদিবস রাজা যখন ফলান্বেষণে ব্যস্ত হইলেন, তখন অধিকসঙ্গমা রাজাকে বলিলেন, দেব! আপনি ফল অন্বেষণ করিতেছেন কি, আমি সে ফলটিও ভক্ষণ করিয়াছি। রাজা অধিকসঙ্গমার বাক্যশ্রবণে সমস্ত দিবস অতি বিষণ্ণহৃদয়ে অতিবাহিত করিয়া রাত্রিকালে কাব্যালঙ্কারার গৃহে শয়ন করিতে গেলেন। কাব্যালঙ্কারা পতিকে স্বভবনে আসিতে দেখিয়া তাঁহার নিকট আপনার ফল প্রার্থনা করিলে, রাজা সমুদায় সত্যবৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন; রাজার কথা শুনিয়া রাণী অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন।

অনন্তর অধিকসঙ্গমা যথাকালে একবারে পুত্রদ্বয় প্রসব করিলেন। রাজা পুত্রজন্মে অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া মহোৎসব করিয়া জ্যেষ্ঠের নাম ইন্দীবরসেন, আর অধিকসঙ্গমা রাজার অনিচ্ছায় ফল ভক্ষণ করাতে কনিষ্ঠের নাম অনিচ্ছাসেন রাখিলেন। কিন্তু কাব্যালঙ্কারা সপত্নীর পুত্রদ্বয়ের দিন দিন বৃদ্ধির কথা শুনিয়া ঈর্ষ্যাপ্রযুক্ত অধিকতর দুঃখিতা হইলেন এবং সেই দুই পুত্রকে কৌশলে বিনাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। বালকদ্বয়ের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কাব্যালঙ্কারার বৈরতরুও বাড়িতে লাগিল। ক্রমে পুত্রদ্বয় শৈশবকাল অতিক্রমকরতঃ যৌবনে পদার্পণ করিয়া বাহুবলে অতি দর্পিত হইয়া পিতার নিকট দিগ্বিজয়ের প্রার্থনা জানাইল।

রাজা পুত্রদ্বয়ের প্রার্থনায় অতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহাদিগকে অনুমতি দিয়া দিগ্বিজয়ের আয়োজন করিতে আদেশ করিলেন। সমুদয় আয়োজন সম্পন্ন হইলে, রাজা পুত্রদ্বয়কে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিলেন, বৎসদ্বয়! তোমরা আমার দেবীদত্ত সন্তান, যখন তোমাদের কোন সঙ্কট উপস্থিত হইবে, তখনই দুর্গতিহরা ভগবতী অম্বিকাদেবীকে স্মরণ করিবে, এই কথা বলিয়া পুত্রদ্বয়কে দিগ্বিজয়ার্থ গমনে অনুমতি প্রদান করিলেন।

তাঁহাদিগের প্রয়াণসময়ে জননী অধিকসঙ্গমা অনেক মঙ্গলকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন। রাজা পুত্রদ্বয়ের মাতামহ প্রাজ্ঞতম সঙ্গমক নামক প্রধান মন্ত্রীকে পুত্রদ্বয়ের অনুগমনে অনুমতি প্রদান করিলেন। ভ্রাতৃদ্বয় প্রথমে পূর্ব্বদিক জয় করিয়া বহু সামন্তরাজার সহিত দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ক্রমে পুত্রদ্বয়ের জয়বার্তা শ্রবণে রাজদম্পতি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, কিন্তু বিমাতা কাব্যালঙ্কারা দুঃখিতা হইয়া প্রতিদিন বিদ্বেষানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। পরে তাহাদিগের বিনাশকামনায় রাজনামাঙ্কিত একখানি পত্র লিখিয়া কোন বিশ্বস্ত অনুচর দ্বারা স্কন্ধাবারে পাঠাইয়া দিলেন। কাব্যালঙ্কারা যে পত্র প্রেরণ করেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, সামন্তগণ! আমার পুত্রদ্বয় ভুজবলে অতি দর্পিত হইয়া সমুদায় পৃথিবী জয় করিয়া শেষে আমাকেও বিনাশকরতঃ আপনারাই রাজ্যগ্রহণাভিলাষী হইয়াছে, আমি কোন বিশ্বস্তসূত্রে জানিয়া তোমাদিগকে লিখিতেছি, যদি আমার প্রতি তোমাদিগের কিছুমাত্র অনুরাগ থাকে, তাহা হইলে পত্রপাঠমাত্র তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া আমাকে সুখী করিবে।

পত্রবাহক সেই পত্র লইয়া ক্রমে স্কন্ধাবারে প্রবিষ্ট হইয়া রাজপুত্রদ্বয়ের অসমক্ষে সামন্তগণকে প্রদান করিল। সামন্তগণ পত্রার্থ অবগত হইয়া প্রভুর আদেশে রাজপুত্রদ্বয়কে বিনাশ করিতে উদ্যত হইল; কিন্তু সেই সময়ে সেইখানে রাজপুত্রদ্বয়ের পরম সুহৃৎ একজন সৈনিকপুরুষ উপস্থিত ছিল, সে ব্যক্তি সামন্তগণের চক্রান্ত জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ কুমারদ্বয়ের নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিল। রাজপুত্রদ্বয়ও তখনি এই ব্যাপার মাতামহের নিকট নিবেদন করিয়া, তাঁহার পরামর্শে শিবির হইতে পলায়ন করিয়া তাঁহার সহিত রজনীযোগে অশ্বারোহণে বিন্ধ্যারণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেই অটবীমধ্যেই রাত্রি প্রভাত হইলে তাঁহারা ক্রমাগত এইরূপে গমন করিতে লাগিলেন।

রাজপুত্রদ্বয় ও মন্ত্রী এইরূপে গমন করিতে থাকিলে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইল। অশ্বগণ তৃষ্ণায় অতি কাতর হইয়া প্রাণত্যাগ করিল, বৃদ্ধ মাতামহও ক্ষুধাতৃষ্ণাতে তাঁহাদের সম্মুখেই কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। তাহার পরে কুমারদ্বয়ও ক্ষুৎপিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়া এই বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য উপায়-চিন্তায় অতি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং বিমাতাকে এই অনর্থের মূল নিশ্চয় করিয়া একেবারে বিপৎসাগরে মগ্ন হইলেন। অনন্তর পিতার উপদেশ স্মরণ করিয়া কেবল বিন্ধ্যবাসিনীকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। বিন্ধ্যবাসিনীকে স্মরণ করিবামাত্র তাঁহাদের ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর হইল। ক্ষুধাতৃষ্ণা-নিবারণে শরীরে কিঞ্চিৎ বল পাইলেন, বিন্ধ্যবাসিনীকে দেখিবার জন্য সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন এবং সেখানে গিয়া অনাহারে দেবী বিন্ধ্যবাসিনীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

এ দিকে শিবিরস্থ সামন্তগণ রাজপুত্রদ্বয়কে শিবিরমধ্যে দেখিতে না পাওয়াতে তাঁহাদিগের মন্ত্রণাভেদ আশঙ্কায় ভীত হইয়া রাজার নিকট আগমনপূর্ব্বক তাঁহার প্রদত্ত পত্র দেখাইয়া সমুদয় বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলেন। রাজা সামন্তগণের কথায় উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত ও অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, এ পত্র কখনই আমার নহে, ইহা কোন দুরাত্মার চক্রান্ত; মূর্খেরা! তোমরা কি জান না, আমি কত কষ্টে বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর আরাধনা করিয়া পুত্রদ্বয় প্রাপ্ত হইয়াছি? কেবল আমার জন্মান্তরীণ সুকৃতিফলে মন্ত্রীর সুমন্ত্রণাবলেই তাহারা আপন আপন জীবনরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা না হইলে তোমরা নিশ্চয়ই যে আমার পুত্রদ্বয়কে বিনাশ করিতে, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সামন্তদিগকে এই কথা বলিয়া বহু অনুসন্ধানের পর কূট-পত্রবাহক কায়স্থকে আনাইয়া যথার্থ কথা বাহির করিবার জন্য তাহাকে অতি কঠোর উৎপীড়নকরতঃ অতি জেদের সহিত প্রকৃত ঘটনাপ্রকাশের আদেশ প্রদান করিলেন। পত্রবাহক কোনরূপেই রহস্য গোপন করিতে না পারিয়া সকল কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিল।

রাজা সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পত্রবাহককে কারারুদ্ধ করিয়া সেই পুত্রঘাতিনী পত্নীকে ভূমধ্যবর্ত্তী গৃহমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। তাহার পর সমাগত সামন্তগণ ব্যতিরেকে সমুদায় পুত্র-বৈরীদিগের প্রাণদণ্ড করিয়া ভগবতী অম্বিকা দেবীকে ধ্যানকরতঃ পত্নীর সহিত পুত্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে বিন্ধ্যবাসিনী দেবী রাজপুত্র ইন্দীবরসেনের তপস্যায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া স্বপ্নাবস্থায় একখানি তীক্ষ্ণধার খড়্গ তাঁহার হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন, বৎস! এই খড়্গের প্রভাবে তোমরা দুই ভাই সর্ব্ববিজয়ী হইবে এবং যাহা মনে করিবে, তৎসমুদয়ই সিদ্ধ হইবে, এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

এই স্বপ্ন দর্শনের পর রাজকুমার ইন্দীবরসেন জাগরিত হইয়া হস্তে খড়্গ দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং কনিষ্ঠকে জাগরিত করিয়া সমুদায় স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন, পরে সমাশ্বস্তচিত্ত হইয়া ফলমূল-ভোজনে তপস্যার পারণা করিলেন। বহুদূর গমনের পর তাঁহারা সম্মুখে একটি সুবর্ণময় নগর এবং সেই নগরদ্বারে এক অতি ভীষণাকার রাক্ষসকে প্রহরিরূপে দণ্ডায়মান দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা

করিলেন, ভদ্র! এই নগরের নাম কি এবং ইহার প্রবেশদ্বারই বা কোথায়? রাজপুত্র এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে সেই রাক্ষস বলিল, এই নগরের নাম শৈলপুর এবং যমদংষ্ট্র নামক রাক্ষস ইহার অধিপতি।

ইন্দীবরসেন রাক্ষসের মুখে এই কথা শুনিয়া যমদংষ্ট্রকে বিনাশ করিবার অভিপ্রায়ে পুরপ্রবেশদ্বারে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু দ্বাররক্ষক নিশাচর পুরপ্রবেশে বাধা দেওয়াতে প্রথমেই তাহাকে খড়্গাঘাতে ধরাশায়ী করিয়া বেগে রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। রাজভবন-প্রবিষ্ট ইন্দীবরসেন দেখিলেন, অতি ভীষণাকার ঘোরদংষ্ট্রবদন যমদংষ্ট্র রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছে, তাহার বামদিকে একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী স্ত্রীলোক এবং দক্ষিণ ভাগে একটি দিব্যরূপিণী কন্যা শোভা পাইতেছে। রাজপুত্র ক্রমে যমদংষ্ট্রের নিকটবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলে, সেই দুরাত্মা রাক্ষস সিংহাসন হইতে উঠিয়া অসিগ্রহণকরতঃ সংগ্রাম করিতে উদ্যত হইল। ইন্দীবরসেন রাক্ষসকে যুদ্ধার্থ নিকটস্থ হইতে দেখিয়া দেবী বিন্ধ্যবাসিনীদত্ত সেই তীক্ষ্ণ খড়্গাঘাতে তৎক্ষণাৎ তাহার শিরশ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন বটে, কিন্তু সেই মস্তক পুনরায় তাহার কলেবরে যোজিত হইল, পুনর্ব্বার ছেদন করিলে, পুনর্ব্বার যথাস্থানে যোজিত হইল। রাজপুত্র যতবার তাহার মস্তক ছেদন করিলেন, ততবারই সেই মস্তক তাহার দেহে যোজিত হইতে লাগিল।

রাজপুত্র এই ব্যাপার দর্শনে বিস্ময়াকুলিতচিত্ত হইলে রাক্ষসের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ কুমারী রাজকুমারের অদ্ভুত বীর্য্য ও অসামান্য রূপ-লাবণ্য-দর্শনে তাঁহার প্রতি আসক্ত হইয়া রাক্ষসের ছিন্নমস্তককে তৎক্ষণাৎ দ্বিখণ্ড করিতে ইঙ্গিত করিল। ইতিতত্ত্ব রাজপুত্র পুনরায় রাক্ষসের মস্তক ছিন্ন করিয়াই তৎক্ষণাৎ সেই ছিন্নমস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। এইরূপ করাতে সেই রাক্ষসীমায়া তিরোহিত হইল, ছিন্নমস্তক আর কলেবরে সংলগ্ন হইল না।

সানুজ ইন্দীবরসেন রাক্ষসকে বিনাশ করিয়া সানন্দচিত্তে রাক্ষসের পার্শ্বস্থ কুমারী ও সেই মহিলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা দুইজন কে? কেনই বা একমাত্র দ্বারপালরক্ষিত এই নগরে অবস্থিতি করিতেছ এবং এই রাক্ষসকে বিনষ্ট দেখিয়াই বা কেন আনন্দিত হইলে? রাজপুত্রের এতাদৃশ প্রশ্ন শুনিয়া কুমারী বলিল, মহানুভব! এই নগরে বীরভুজ নামে এক রাজা ছিলেন; মহিলাকে দেখাইয়া কহিল, ইনি তাঁহার মহিষী, ইঁহার নাম মদনদংষ্ট্রা। কোন সময়ে এই দুরাত্মা যমদংষ্ট্র রাক্ষস সহসা উপস্থিত হইয়া রাজাকে ভক্ষণ করিয়া ইঁহাকে অতি সুরূপা দেখিয়া ভার্য্যাভাবে গ্রহণ করিল। তৎপরে এই স্বর্ণময়ী পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিল। আমি এই রাক্ষসের কনিষ্ঠ ভগিনী। আমার নাম খড়্গদংষ্ট্রা। আমি আপনাকে দেখিবামাত্র আপনার প্রতি অনুরাগিণী হওয়াতে আমার ভ্রাতা জীবিত থাকিলে অভিলাষ কখনই পূর্ণ হইবে না আশঙ্কায় তাহার বিনাশার্থ সঙ্কেত করি, আপনিও আমার সেই সঙ্কেতানুসারে অনায়াসে ইহাকে বিনাশ করিলে আমি অতি হৃষ্ট হইয়াছি। আমি এক্ষণে আপনাতে আত্মসমর্পণ করিলাম, আপনি আমাকে বিবাহ করিয়া আমার ও আপনার মনোরথ পূর্ণ করুন।

সেই কুমারীর কথা শুনিয়া ইন্দীবরসেন গান্ধর্ব্ব-বিধানে তাহাকে বিবাহ করিয়া একমাত্র দেবীদত্ত খড়্গসহায়ে সেই নগরে বাস করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে ইন্দীবরসেন খড়্গপ্রভাবে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আকাশপথে পিতার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। অনিচ্ছাসেন সেই বিমানপথেই ইরাবতী নগরীতে আসিয়া মাতাপিতার চরণবন্দনা করিলেন। অনন্তর মাতাপিতা পুত্র অনিচ্ছাসেনকে আলিঙ্গন করতঃ জ্যেষ্ঠপুত্র ইন্দীবরসেনের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি আগাগোড়া সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া তাঁহাদিগকে আহ্লাদিত করিলেন। অনিচ্ছাসেন বিমাতার দুশ্চেষ্টা এবং তন্নিমিত্ত তাঁহার দুরবস্থার কথা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন।

কিছুদিন গত হইলে অনিচ্ছাসেন একদিন নিশাযোগে একটি দুঃস্বপ্ন দর্শনে অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া পিতার নিকট গমনকরতঃ জ্যেষ্ঠভ্রাতা ইন্দীবরসেনকে গৃহে আনাইবার প্রস্তাব করিলেন। পিতামাতাও দুঃস্বপ্নের কথা শুনিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়া তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া ইন্দীবরসেনকে গৃহে আনিবার জন্য অনিচ্ছাসেনকে অনুমতি করিলে অনিচ্ছাসেন ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে দিব্য যানারোহণ পূর্ব্বক শৈলপুরে গমন করিলেন এবং ভ্রাতার গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, ইন্দীবরসেন বিচেতন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন আর খড়্গদংষ্ট্রা ও মদনদংষ্ট্রা তাঁহার পার্শ্বদেশে বসিয়া অশ্রুবিমোচন করিতেছেন। অনিচ্ছাসেন তাঁহাদিগকে কাঁদিতে দেখিয়া অতি কাতরভাবে এইরূপ হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে খড়্গদংষ্ট্রা অধোবদনে বলিতে লাগিলেন, কুমার! তুমি এ স্থান হইতে প্রস্থান করিলে আমি একদিন স্নান করিতে যাইলে মদনদংষ্ট্রা ইহার সহিত

সুরতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হন, ইঁহারা যখন সুরতব্যাপারে রত হইয়াছেন, আমি সেই সময়ে স্নান করিয়া প্রত্যাগত হইয়া উভয়ের সেই ব্যাপার দেখিয়া ঈর্ষ্যা-রাক্ষসীর উপদেশে মোহিত হইয়া ইঁহাকে শাসন করিবার অভিপ্রায়ে ইঁহার দর্পমূল অসি হরণ করিয়া রাত্রিকালে অগ্নিতে নিক্ষেপ করি। সেই খড়্গ যখন হইতে অগ্নিতাপে কলঙ্কিত দশাপ্রাপ্ত হয়, তদবধি তোমার এই ভ্রাতা বিচেতনা প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিছুতেই চৈতন্যলাভ হইতেছে না, আমি নিজেই এই অনর্থপাতের মূল, ইহা ভাবিয়া অনুতাপানলে দগ্ধ ও মদনদংষ্ট্রা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া দারুণ শোকানল সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইয়াছি; এ সময়ে তুমি আসিয়া ভালই করিয়াছ, আত্মঘাতিনী হইয়া নরকগামিনী হওয়া অপেক্ষায় তোমার খড়্গাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করা সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর, অতএব হস্তস্থিত খড়্গপ্রহারে আমার শিরশ্ছেদন করিয়া আমাকে নরকযন্ত্রণা হইতে উদ্ধার কর।

অনিচ্ছাসেন ভ্রাতৃজায়ার মুখে সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিয়া অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। এই সময়ে সহসা দৈববাণী উত্থিত হইল, রাজকুমার! তোমার ভ্রাতা মরেন নাই, খড়্গের প্রতি অনাস্থাদর্শনে ভগবতী কুপিত হইয়া মূর্চ্ছিত করিয়া রাখিয়াছেন, এ বিষয়ে খড়্গদংষ্ট্রারও বিশেষ দোষ নাই, তাঁহারা দুইজনই তোমার ভ্রাতার পূর্ব্বজন্মের পত্নী; এক্ষণে দেবী প্রসন্ন হইলেই সকল আপদ দূর হইবে, এই কথা বলিয়া দৈববাণী বিরত হইলে অনিচ্ছাসেন অগ্নিরক্ষিত সেই খড়্গ গ্রহণ করিয়া প্রবল ভক্তি প্রকাশপূর্ব্বক দেবীকে প্রসন্ন করিবার অভিপ্রায়ে আপনার মস্তকচ্ছেদনে উদ্যত হইলে পুনরায় দৈববাণী হইল, বৎস! নিজ শিরচ্ছেদনে ক্ষান্ত হও, আমি তোমার ভক্তি-দৃষ্টে অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি, তোমার জ্যেষ্ঠের জীবন ও এই খড়্গ পুনরায় নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হইয়া তোমাদিগের উভয়ের জয়বিধান করিবে।

অনন্তর অনিচ্ছাসেন দৈববাণী শ্রবণে আশ্বস্ত হইয়া খড়্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করাতে দেখিলেন, খড়্গ পূর্ব্ববৎ নির্ম্মল হইয়াছে, ইহাতে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া ভগবতী দেবী বিন্ধ্যবাসিনীকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া সমুৎসুকচিত্তে খড়্গ গ্রহণকরতঃ বিমানারোহণে শৈলপুরে উপস্থিত হইলেন। অনিচ্ছাসেন শৈলপুরে উপস্থিত হইয়া জ্যেষ্ঠ সহোদরের চরণে প্রণত হইলে ইন্দীবরসেন নিদ্রিতের ন্যায় সহসা গাত্রোত্থানকরতঃ সেখানে উপস্থিত প্রণত ভ্রাতাকে গাঢ়ালিঙ্গন করিলেন। সেই দুই ভ্রাতৃভার্য্যা পদতলে পতিত দেবরকে অনেক প্রশংসাসূচক বাক্যে অভিনন্দিত করিতে লাগিলেন। ইন্দীবরসেন ভ্রাতার মুখে ভগবতীর প্রসাদবার্ত্তা শুনিয়া অনুজের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং খড়্গদংষ্ট্রার প্রতি যে ক্রোধোদয় হইয়াছিল, তাহাও পরিত্যাগ করিলেন, তাহার পরে ইন্দীবরসেন কনিষ্ঠের মুখে মাতাপিতার দর্শনৌৎসুক্য এবং বিমাতার দুঃশীলতার কথা শ্রবণে দুঃখিত হইয়া আপনার খড়্গ গ্রহণ করিলেন এবং স্মরণমাত্র উপস্থিত বিমানে ভ্রাতা ও স্ত্রীদ্বয়ের সহিত আরোহণপূর্ব্বক গগনপথে ক্ষণকাল-মধ্যে ইরাবতী নগরীতে উপস্থিত হইলেন। বিমান নগরে উপস্থিত হইবামাত্র ইন্দীবরসেন তাহা হইতে অবতীর্ণ হইয়া পিতামাতার নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের চরণে প্রণাম করিলেন। রাজদম্পতি চিরাগত পুত্রকে দেখিয়া আনন্দাশ্রু পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং অনন্তর পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া যেন অমৃতহ্রদে অবগাহনপূর্ব্বক চিরসন্তাপানল নির্ব্বাপিত করিলেন। পরে কথাপ্রসঙ্গে সেই দুইটি পুত্রবধূ যে ইন্দীবরসেনের পূর্ব্বজন্মের পত্নী, ইহা শুনিয়া ও পুত্রের বিমানগতি প্রভৃতি অশেষবিধ অলৌকিক প্রভাব দেখিয়া যৎপরোনাস্তি প্রীতিলাভ করিলেন। রাজতনয় ইন্দীবর এইরূপে মাতাপিতার আনন্দবর্দ্ধন-করতঃ সানুজ সস্ত্রীক পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছুকাল গত হইলে ইন্দীবরসেন মাতাপিতার অনুমতি লইয়া পুনর্ব্বার দিগ্বিজয়ার্থ যাত্রা করিলেন এবং দেবীদত্ত সেই খড়্গে সমুদয় পৃথিবী জয় করিয়া জয়লব্ধ অপরিমিত হস্তী, অশ্ব ও রত্নাদি সংগ্রহ করিয়া মহোৎসাহে গৃহে পুনরাগমন-পূর্ব্বক মাতাপিতার আনন্দবর্দ্ধন করিলেন। ইন্দীবরসেন গৃহাগত হইয়া পরদিবস সমাগত রাজা-দিগকে সম্মানিত করিয়া স্বভুজবলার্জ্জিত মেদিনী পিতাকে প্রদান করার পর তাঁহার নিজের জাতিস্মরত্ব স্মরণ হওয়াতে পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, পিতঃ! আজ আমার পূর্ব্বজাতি স্মৃতিপথারূঢ় হইতেছে। হিমালয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী মুক্তাপুর নামক নগরে মুক্তাসেন নামে এক বিদ্যাধরপতি বাস করিয়া থাকেন। কম্বুপতী নাম্নী বিদ্যাধরী তাঁহার প্রধানা মহিষী; তাঁহার গর্ভে মুক্তাসেনের ঔরসে পদ্মসেন ও রূপসেনাখ্য রূপে-গুণে অসামান্য দুইটি পুত্র জন্মে। সূর্য্যপ্রভা নাম্নী কোন বিদ্যাধরকন্যা পদ্মসেনের প্রতি

অনুরক্তা হইয়া তাঁহার সহচরী চন্দ্রাবতীর সহিত তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করেন।

কিছুকাল পরে পদ্মসেন পত্নীদ্বয়ের পরস্পর ঈর্ষাজনিত কলহে নিতান্ত উত্যক্ত হইয়া সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক তপোবন আশ্রয় করিবার চেষ্টায় পিতা মুক্তাসেনের নিকট পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করাতে তিনি কুপিত হইয়া পদ্মসেনকে অভিসম্পাত করিয়া বলিলেন, দুরাত্মন্! তপোবনে গমন না করিয়া সপরিবারে মর্ত্যলোকে গমন কর; এই নিরন্তর কলহকারিণী সূর্য্যপ্রভা ও চন্দ্রাবতী রাক্ষসকুলে জন্মগ্রহণকরতঃ তোর ভার্য্যা হইবে এবং এই তোর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রূপসেনও তোর কনিষ্ঠ সহোদর হইবে, তথাপি তুই দুই ভার্য্যা লইয়া কিছুদিন দুঃখভোগ করিবি, পরে যখন সমুদয় পৃথিবী জয় করিয়া তোর পিতাকে দান করিবি, তখন সপরিবারে জাতিস্মর হইয়া দিব্য কলেবর প্রাপ্ত হইবি।

পিতা, আমি সেই পদ্মসেন, আপনার জ্যেষ্ঠপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ইন্দীবরসেন নামে বিখ্যাত হইয়াছি, সমুদয় পৃথিবী জয় করিয়া আপনার পাদপদ্মে প্রদান করাতে আমার কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে এবং সেই রূপসেন আপনার দ্বিতীয় পুত্র হইয়া অনিচ্ছাসেন নাম গ্রহণ করিয়াছে এবং সূর্য্যপ্রভা ও চন্দ্রাবতী নাম্নী আমার সেই পূর্ব্ব ভার্য্যাদ্বয় রাক্ষসকুলে জন্মগ্রহণকরতঃ খড়্গদংষ্ট্রা ও মদনদংষ্ট্রা নামে বিখ্যাত হইয়া আমার ভার্য্যা হইয়াছে। এক্ষণে আমাদের পিতৃদত্ত শাপ অপসৃত হইয়াছে, অতএব আমরা সম্প্রতি বিদ্যাধরপুরে গমন করিব। ইন্দীবরসেন পিতাকে এই কথা বলিয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া ভ্রাতা ও পত্নীদ্বয়ের সহিত মানবদেহ পরিত্যাগ ও বিদ্যাধরদেহ ধারণকরতঃ ভার্য্যা ও সোদরের সহিত মুক্তাপুরে গমন করিলেন। সেখানে যাইয়া মাতাপিতার আনন্দবর্দ্ধনকরতঃ পূর্ব্ববৎ ভোগসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

গোমুখ পথে যাইতে যাইতে এই রমণীয় আখ্যান বর্ণন করিয়া বলিলেন, "যুবরাজ! অতি মহৎ লোকেও দুই ভার্য্যা গ্রহণে যখন এত ক্লেশভোগের পর মহোন্নতি লাভ করেন, তখন অপর সামান্য লোকের কথা কি বলিব? আপনি বিদ্যার প্রভাবে যখন রত্নপ্রভাকে লাভ করিয়াছেন, তখন কর্পূরিকাকেও যে অনায়াসে লাভ করিতে সমর্থ হইবেন, তদ্বিষয়ে কিছুকাল সন্দেহ নাই। যুবরাজ নরবাহনদত্ত গোমুখের মুখে এতাদৃশ মনোহর উপাখ্যান শুনিতে শুনিতে এক রমণীর সরোবরতীরে উপস্থিত হইয়া তাহাতে স্নানাহ্নিক শিবপূজাদি নিত্যকর্ম্ম সমাপন করিয়া নানাবিধ ফলমূল ভোজন করিলেন। তৎপর সেই সহচর গোমুখের সাহায্যে পর্ণশয্যা রচনা করিয়া তদুপরি আসীন হইয়া নিশাযাপন করিলেন।

ত্রিচত্বারিংশ তরঙ্গ

কর্পূরিকার উপন্যাস

যুবরাজ প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া গোমুখকে পুনরায় বলিতে লাগিলেন, মিত্র! গত রজনীতে স্বপ্নযোগে দেখিলাম, কোন শ্বেতবসনা দিব্যাঙ্গনা আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, বৎস! উদ্বিগ্ন হইও না, অতি শীঘ্রই কর্পূরসম্ভব নগরে যাইয়া তথাকার রাজকন্যা কর্পূরিকাকে লাভ করিবে। এই কথা বলিয়া তিনি তিরোহিত হইলে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। গোমুখ রাজপুত্রের এই কথা শুনিয়া প্রত্যুত্তরে বলিলেন, দেব! দেবতারাও যখন আপনার প্রতি অনুকূল, তখন কোন বিষয়ই শ্রীমানের দুষ্কর দুষ্প্রাপ্য হইবে না, অচিরকালমধ্যেই আপনার মনোরথ সিদ্ধ হইবে। গোমুখ এইরূপ বলিলে, নরবাহনদত্ত অতি শীঘ্রই সমুদ্রতীরস্থ হইয়া একটি নগর প্রাপ্ত হইয়া সবিস্ময়ে তাহার অপূর্ব্ব শোভা দেখিতে লাগিলেন।

অনন্তর যুবরাজ ক্রমে সপ্তকোষ্ঠ সুবর্ণময় রাজভবন দেখিতে দেখিতে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রত্নসিংহাসনাসীন একটি পুরুষকে দেখিতে পাইলেন। সেই পুরুষ রাজপুত্রকে দেখিবামাত্র অতিশয় আদর করিয়া অপর একখানি রত্নসিংহাসনে বসিতে দিলেন। রাজপুত্র সেই সিংহাসনে উপবেশন করিলে, সেই পুরুষ তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মহানুভব! আপনি কি প্রকারে এই মনুষ্যের অগম্য স্থানে আগমন করিলেন? নরবাহনদত্ত আপনার পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমুদায় বর্ণন করিয়া সেই পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে? এবং কিরূপেই বা আপনার এই নগর নির্ম্মিত হয়? যুবরাজের কথাবসানে সেই পুরুষ বলিতে লাগিলেন,—স্বপ্রসিদ্ধ কাঞ্চীপুর নগরে বাহুবল নামে এক রাজা আছেন। সেই নগরে আমরা দুই সহোদর বাস করিতাম। আমরা জাতিতে সূত্রধর, কারুকার্য্যে আমাদের ময়দানবের ন্যায় বিচক্ষণতা আছে। আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রাণধর অত্যন্ত বেশ্যাসক্ত হইয়া উঠেন। আমি তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা, আমার নাম

রাজ্যবর। তিনি বেশ্যাসক্তিপ্রযুক্ত পৈতৃক সমুদায় বিষয়-বিভব হারাইয়া যখন আমার নিজের উপার্জ্জিত সম্পত্তি সকলই নষ্ট করিয়া, একেবারেই নিতান্ত নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন, তখন ধনোপার্জ্জনের নিমিত্ত রজ্জুযন্ত্র-চালিত দুইটি কাষ্ঠের হংস নির্ম্মাণ করিলেন। সেই হংসযুগল রাত্রিকালে যন্ত্রবলে চালিত হইয়া রাহবল রাজার অন্তঃপুরে গবাক্ষপথে প্রবেশ করিয়া চঞ্চুপুটদ্বারা অন্তঃপুরস্থ বহুমূল্য আভরণসকল আনিয়া আমার ভাইকে দিতে লাগিল, তিনি সেই সকল আভরণ বিক্রয় করিয়া তল্লব্ধ ধনে বেশ্যাকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে এ অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য বারংবার নিষেধ করিলেও তিনি কোনক্রমেই সেই দুর্ব্যবসায় পরিত্যাগ করিলেন না।

অনন্তর ক্রমে রাজকোষ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে দেখিয়া কোষাধ্যক্ষ নির্জ্জনে ইহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল এবং কি প্রকারে রুদ্ধ ধনাগার হইতে ধন অপহৃত হইতেছে, ইহা নির্ণয় করিতে অশক্ত হইয়া এই কাণ্ড রাজার কর্ণগোচর করিল। রাজা কোষাধ্যক্ষের মুখে সমুদায় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কতিপয় রক্ষীপুরুষকে কোষাধ্যক্ষের সহিত কোষাগারে রক্ষা করিলেন। তাহারা অতি সাবধানে জাগরিত থাকিয়া দেখিল, নিশীথসময়ে রজ্জু-চালিত কাষ্ঠময় দুইটি হংস গবাক্ষপথে কোষাগারে প্রবেশপূর্ব্বক চঞ্চুপুটে আভরণ গ্রহণ করিয়া বহির্গত হইতে উদ্যত হইয়াছে। রক্ষকগণ ইহা দেখিবামাত্র সেই রজ্জু ছেদন করিয়া হাঁস দুটাকে ধরিয়া ফেলিল এবং প্রাতঃকালে রাজার নিকট লইয়া গেল।

আমার ভ্রাতা ছিন্ন রজ্জু শিথিল হইয়া পড়িতে দেখিয়া শশব্যস্তে আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, ভ্রাতঃ! তোমার কথাই সত্য হইল, এতদিনের পর কোষাগার-রক্ষকগণ যন্ত্র-হংসযুগলকে রজ্জুচ্ছেদন করিয়া ধরিয়া ফেলিয়াছে। এক্ষণে আমার এই আশঙ্কা হইতেছে, রাজপুরুষগণ প্রাতঃকালেই এখানে আসিয়া আমাদিগকে বাঁধিয়া লইয়া যাইবে, এস, আমরা এখনই এ-স্থান হইতে পলায়ন করি। আমার যে বাতযন্ত্র আছে, তাহা প্রতিদিন একশত আট যোজন গমন করিতে পারে, আমরা তাহাতে আরোহণ করিয়া অতি শীঘ্রই অতি দূরদেশে প্রস্থান করিতে সমর্থ হইব। ভ্রাতা আমাকে এইকথা বলিয়া আমার অপেক্ষা না করিয়া নিজে বাতযন্ত্রে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। আমিও রাজভয়ে স্বহস্ত-নির্মিত বাতযন্ত্রারোহণে তথা হইতে পলায়ন করিলাম। দুইশত যোজন পথ অতিক্রম করিয়া শ্রান্ত হওয়াতে ক্ষণকাল বিশ্রামকরতঃ পুনরায় দুইশত যোজন আসিয়া সম্মুখে সমুদ্র দেখিতে পাইলাম। সেই সমুদ্রতীরে বাতযন্ত্র হইতে অবতীর্ণ হইয়া পদব্রজে কিয়দ্দূর আসিয়া এই জনশূন্য রাজভবন দেখিতে পাওয়ায় ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলাম, এই রাজভবন বসনাভরণ-শয়নাদি রাজভোগ্য দ্রব্য-সমূহে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। ভবনের পার্শ্বদেশে এক মনোহর উদ্যান, তন্মধ্যে অতি স্বচ্ছসলিলা প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা। সন্ধ্যার সময় সেই দীঘির জলে অবগাহন করিয়া উদ্যানমধ্যস্থ বৃক্ষ হইতে নানাবিধ ফল আহরণ-করতঃ ভক্ষণ করিলাম। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে রাজযোগ্য শয্যায় শয়ন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম, এই জনশূন্য নগরে একাকী থাকিয়া কি করিব, প্রাতঃকালেই স্থানান্তরে যাইব, এক্ষণে আমি যেখানে আসিয়াছি, এখানে রাজভয়ের কোন সম্ভাবনা নাই। এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। আমি নিদ্রাবস্থায় আছি, এমন সময় ময়ূরবাহন কোন দিব্য পুরুষ আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, ভদ্র! তুমি এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া আর কোথাও যাইও না, এই স্থানেই নির্ভয়ে বাস কর, আহার সময় উপস্থিত হইলে মাঝের গৃহে অবস্থান করিবে।

এই কথা বলিয়া সেই দেবতা অন্তর্হিত হইলে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল, নিদ্রাভঙ্গের পর আমি মনে করিলাম, এই স্থান যে কার্ত্তিকেয়ের নির্ম্মিত; তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ভগবান কার্ত্তিকেয় স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া আমার প্রতি যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কেবল আমার পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমি এক্ষণে এই স্থানেই বাস করিব, এখানে বাস করিলে অবশ্যই ভবিষ্যতে আমার মঙ্গল হইবে। ইহা নিশ্চয় করিয়া স্নানাদি নিত্যকর্ম্ম সমাপন করিলাম। পরে আহারের সময় উপস্থিত হইলে সেই দিব্য পুরুষের আদেশানুসারে মাঝের ঘরে গিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ক্ষণকাল গত হইলে মনোহর অন্নব্যঞ্জন-পরিপূর্ণ এক সুবর্ণপাত্র আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল! আমি তাহা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া সেই সমুদায় অন্নব্যঞ্জন ভোজন করিয়া যারপরনাই তৃপ্তিলাভ করিলাম। প্রতিদিন এই প্রকার রাজভোগে যাপন করিতে লাগিলাম বটে, কিন্তু এই জনশূন্য স্থানে পরিচারকাভাবে কার্য্য-সৌকর্য্যার্থ যন্ত্রময় এই সকল মনুষ্য নির্ম্মাণ করিয়া পরমসুখে কালযাপন করিতেছি।

মহাভাগ! এই নগরে আমি একাকী থাকিয়াও দৈবানুগ্রহে রাজত্ব-ভোগ-সুখ অনুভব করিতেছি। এক্ষণে আপনার নিকট সবিনয় প্রার্থনা এই যে, যদি আমার ভাগ্যবশে আপনি এখানে পদার্পণ করিয়াছেন, তবে একটি দিনমাত্র এখানে অবস্থিতি করিয়া বিশ্রামসুখ অনুভব করুন, আমি যথাশক্তি আপনার পরিচর্য্যা করিয়া আপন আত্মাকে কৃতার্থ করি।

রাজ্যধর এই কথা বলিয়া রাজপুত্রকে গোমুখের সহিত পার্শ্বস্থ উদ্যানে লইয়া গেল। তাঁহারা তথায় যাইয়া দীর্ঘিকাতে স্নান করিয়া তথা হইতে প্রস্ফুটিত শতদল পদ্ম তুলিয়া ভগবান্ দেবদেবের অর্চ্চনা করিলেন। পরে মধ্যাহ্নকাল সমাগত হইলে রাজ্যধর রাজপুত্র নরবাহনদত্ত ও গোমুখকে সঙ্গে লইয়া মধ্যম ভবনে সমুপস্থিত হইলে যথাসময়ে বিবিধ রাজভোগ্য অন্নব্যঞ্জন সমুপস্থিত হইতে দেখিয়া রাজপুত্র ও গোমুখ পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করিলেন। আহারান্তে তাঁহাদিগকে তাম্বুলাসবাদি দিয়া রাজ্যধর স্বয়ং আহার করিয়া তাঁহাদিগের নিকটে গমন করিল। পরে নানা সদালাপে দিবস অতিবাহিত করিয়া তাঁহারা রাজ্যধর-নির্দ্দিষ্ট শয্যায় শয়ন করিলেন, রাজ্যধরও শয়ন করিল। যুবরাজ শয়ন করিলেন বটে, কিন্তু কর্পূরিকার চিন্তায় নিদ্রা না হওয়াতে রাজ্যধরকে কর্পূরিকার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজ্যধর রাজপুত্রের কথা শুনিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, আপনি চিন্তিত হইবেন না, স্ত্রীলোকে যে মহাসত্ত্ব ব্যক্তিকে আপনারা ইচ্ছাপূর্ব্বক বরণ করিয়া থাকে; তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি উপাখ্যান বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

মহাত্মন্! কাঞ্চীপুরাধিপতি বাহুবলের বৃত্তান্ত পূর্ব্বে যৎকিঞ্চিৎ বলিয়াছি, এক্ষণে আরও কিছু বলিতেছি। তাঁহার অর্থলোভ নামে অতি ধনশালী এক প্রতিহারী ছিল, তাহার পত্নীর নাম মানপরা। অর্থলোভ বাণিজ্য আরম্ভ করিয়া ক্রয়-বিক্রয়ের সমুদায় ভার পত্নীকে সমর্পণ করে। মানপরা তাহাতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও পতির অনুরোধে সম্মত হইয়া অতি মধুরবচনে সকল লোককে সন্তুষ্ট করিয়া ক্রয়-বিক্রয়াদি ব্যাপার নির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করিল। অর্থলোভ তাহাতে ক্রমোন্নতি দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিল।

কোন সময়ে সুখধর নামে কোন বণিক প্রভূত ঘোটকাদি লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। অর্থলোভ তাহা দেখিয়া ভার্য্যার নিকট আসিয়া বলিল, প্রিয়ে! সুখধর নামক একজন বণিক বিংশতি সহস্র উত্তম অশ্ব এবং চীনদেশোৎপন্ন নানাবিধ বস্ত্র লইয়া বাণিজ্যার্থ এই নগরে আসিয়াছে। তুমি তাহার নিকট গিয়া পাঁচ হাজার ঘোড়া ও দশ হাজার বস্ত্রযুগল ক্রয় করিয়া লইয়া আইস; আমি সেই সকল অশ্ব ও বস্ত্রের মধ্যে কতক রাজাকে উপহার দিব এবং কতক বিক্রয় করিব। মানপরা স্বামীর বাক্যে সম্মত হইয়া সুখধরের নিকট আসিয়া প্রয়োজনীয় অশ্ব ও বস্ত্রের দাম জিজ্ঞাসা করিল। বণিক তাহার সুন্দর রূপ ও মধুর বাক্যে বিমোহিত হইয়া তাহাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া, বিনামূল্যে অশ্ব ও বস্ত্র দিব, এই কথা বলিয়া রতিকামনা করিল। নিরঙ্কুশ স্ত্রীলোককে কে না প্রার্থনা করে?

বণিকের এইপ্রকার প্রার্থনাবাক্য শ্রবণে মানপরা বলিল, আমি স্বাধীন নহি, পতির বশীভূতা, সুতরাং এই প্রস্তাব আমার স্বামীর নিকট করা কর্ত্তব্য। আমি নিশ্চয় জানি, আমার স্বামী নিতান্ত অর্থলোভী, তিনি তোমার এই প্রার্থনা অবশ্যই সফল করিতে পারেন। মানপরা বণিককে এই কথা বলিয়া গৃহে আসিয়া বণিকের প্রার্থনা তাহাকে জানাইল। পাপাত্মা স্বামী অর্থলোভ ধনলোভে অন্ধ হইয়া মানপরাকে বণিকসহবাসে অনুমতি দিয়া বলিল, প্রিয়ে! ক্ষতি কি? অদ্য রজনী তাহার সহিত সেখানে অবস্থিতি করিয়া কল্য প্রাতঃকালে অশ্ব ও বসন লইয়া আসিবে। মানপরা কাপুরুষ স্বামীর ঈদৃশ অনুচিত বচন শ্রবণ করিয়া চিন্তা করিতে করিতে বলিতে লাগিল, হায় কি কষ্ট! যে পুরুষ অর্থলোভে আপনার মান ও পৌরুষ বিক্রয় করিতে পারে, তাহার সমান কাপুরুষ ত্রিলোকমধ্যে আর কেহই নাই। এই কাপুরুষ পতিকে ধিক্ থাক! যে ব্যক্তি শত শত উত্তম অশ্ব ও চীনাংশুক দিয়া এক রজনীমাত্র আমার সহিত সহবাস করিতে অভিলাষ করে, সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ ও প্রশংসনীয়; তাহাকে আশ্রয় করা কর্ত্তব্য।

মানপরা মনে মনে এইরূপ অবধারণ করিয়া বণিক সুখধরের নিকট যাইয়া তাহার সঙ্গে সহবাস করিতে স্বামীর অনুমতি জানাইল। সুখধর তাহা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া প্রতিশ্রুত অশ্ব ও পট্টবস্ত্র তৎক্ষণাৎ অর্থলোভের নিকট পাঠাইয়া দিল এবং মানপরার সম্ভোগ-সুখে সেই রজনী অতিবাহিত করিল। নির্লজ্জ অর্থলোভ প্রাতঃকালেই মানপরাকে লইয়া যাইবার জন্য সুখধরের নিকট ভৃত্য প্রেরণ করিল। মানপরা সেই ভৃত্যকে বলিল, ভদ্র! তোমার স্বামী

অর্থলোভে আমাকে বিক্রয় করিয়াছে। যখন আমি অন্যসঙ্গতা হইয়াছি, তখন লজ্জার মাথা খাইয়া কেমন করিয়া তাহার নিকট পুনরায় মুখ দেখাইব? সেই হেতু বলিতেছি, যে ব্যক্তি আমাকে ক্রয় করিয়াছে, আজ হইতে তাহারই স্ত্রী হইলাম, তুমি তোমাদিগের প্রভুকে এই কথা বলিও। এই কথা বলিয়া মানপরা ভৃত্যকে বিদায় দিল। ভৃত্য প্রত্যাগত হইয়া অবনতমুখে প্রভু অর্থলোভকে মানপরার সমুদায় কথা নিবেদন করিল। নরাধম অর্থলোভ ভৃত্যের মুখে এই কথা শুনিয়া যখন বলপ্রকাশপূর্ব্বক পত্নীকে আনিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইল, তখন হরবল নামক তাহার কোন বন্ধু বলিল, মিত্র! তুমি কখনই তোমার পত্নীকে আনিতে সমর্থ হইবে না, যেহেতু সুখধর কি বাহুবলে, কি মিত্রবলে, কি অর্থবলে তোমা হইতে সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ, সেই হেতু তাহার নিকট তোমার বীরত্ব প্রকাশ করা কখনই সঙ্গত বোধ হয় না। আরও এক কথা এই যে, সেই সুখধর তোমার পত্নী কর্ত্তৃক বিশেষ প্রেমবদ্ধ, প্রোৎসাহিত ও প্রবল মিত্রগণের সহিত মিলিত হইয়াছে। তুমি অর্থলোভের স্বীয় পত্নীকে বিক্রয় করিয়া লোকসমাজে অতিশয় অপমানিত ও নিন্দিত হইয়াছ। যদি এই কথা রাজার কর্ণগোচর হয়, তাহা হইলে তিনিও তোমার প্রতি অতিশয় কুপিত হইবেন, এই জন্যই তোমার সহিত সৌহৃদ্য থাকা প্রযুক্ত তোমাকে উপদেশ দিতেছি, তুমি কখনই তাহার সহিত বিবাদ আরম্ভ করিয়া আর লোক হাসাইও না, ক্ষান্ত হও।

নির্ব্বোধ অর্থলোভ সুহৃদ্বাক্যে অবহেলা করিয়া সৈন্য-পরিবৃত হইয়া সুখধরের গৃহ অবরোধ করিল; সুখধরের সৈন্যগণ অর্থলোভের সৈন্য কর্ত্তৃক প্রভুর গৃহাবরোধ দেখিয়া তাঁহার আদেশে শত্রুসৈন্যদিগকে তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করিয়া পরাজয় করিল। অর্থলোভ তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া পত্নী আনিবার জন্য রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থিত করিল। রাজা অর্থলোভের অভিযোগ জ্ঞাত হইয়া সুখধরকে অবরুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিলেন, পরে সন্ধান নামক মন্ত্রী সুখধরের বহুতর সৈন্য ও মিত্রের কথা বলিয়া তথ্যানুসন্ধান ব্যতিরেকে তাহাকে অবরুদ্ধ করিতে নিবারণ করিলেন এবং বিশ্বস্ত দূতের দ্বারা প্রকৃত ঘটনা কি, ইহা অনুসন্ধান করিতে উপদেশ দিলেন।

অনন্তর রাজা মন্ত্রীর সেই পরামর্শানুসারে ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক সুখধরের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। সুখধর দূতমুখে রাজাদেশ জ্ঞাত হইয়া মানপরাকে পরিত্যাগ করিল, কিন্তু মানপরা আপনার সমুদায় বৃত্তান্ত দূতের নিকট বিবৃত করিল। দূত সেই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া রাজসমীপে প্রত্যাগমন করিয়া রাজার গোচর করিলে তিনি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া মানপরাকে দেখিবার জন্য অর্থলোভের সহিত সুখধরের ভবনে গমন করিলেন। সুখধর রাজাকে তাহার ভবনে উপস্থিত হইতে দেখিয়া অতি বিনীতভাব প্রকাশ করিলে রাজা মানপরার রূপলাবণ্য নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন। মানপরা রাজাকে প্রণাম করিয়া অর্থলোভের সমক্ষেই সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে অর্থলোভ একেবারে নিরুত্তর হইল। রাজাও মানপরার বাক্যে বিশ্বস্ত হইয়া, সে এক্ষণে কি করিতে ইচ্ছা করে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে, মানপরা বলিল, দেব! যে ব্যক্তি ধনলোভে আমাকে অন্যের নিকট বিক্রয় করিতে পারে, তাহাকে এক্ষণে কিরূপে ভজনা করিব? রাজা মানপরার এই সঙ্গত কথা শুনিয়া তাহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন; অর্থলোভ তদ্দৃষ্টে কামক্রোধলোভে একবারে ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং পুনরায় রাজার নিকট করযোড়ে বলিল, মহারাজ! এক্ষণে আমার এই প্রার্থনা যে, আমরা উভয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হই, সেই যুদ্ধে যে জয়লাভ করিবে, সেই ব্যক্তিই মানপরাকে লাভ করিবে।

রাজা তাহাতে অনুমতি প্রদান করিলে অর্থলোভ ও সুখধর দুই জনই আপন আপন অশ্বে আরোহণ করিয়া রণভূমিতে অবতীর্ণ হইল। রাজা ও মানপরা উভয়ে এই যুদ্ধে মধ্যস্থতা অবলম্বন করিলে. পরস্পরে ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিল; বহুক্ষণ যুদ্ধের পর সুখধর অর্থলোভকে যুদ্ধে পরাজিত করিল। ইহা দেখিয়া তত্রস্থ যাবতীয় ব্যক্তিই সুখধরকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল। রাজা বাহুবলও সুখধরের অনেক প্রশংসা করিয়া মানপরাকে তাহার হস্তে সমর্পণকরতঃ অর্থলোভের অন্যায়োপার্জ্জিত যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া তাহার পদে অন্য একজনকে বহাল করিয়া হৃষ্টচিত্তে স্বভবনে প্রত্যাগমন করিলেন। সুখধর মানপরার সহিত সুখে কালযাপন করিতে লাগিল। যুবরাজ! দেখিলেন ত' কামিনীগণ ও সম্পদ দুর্ব্বলকে পরিত্যাগ করিয়া বলবান্‌কে আশ্রয় করিয়া থাকে। আপনি চিন্তা করিবেন না, সুখে নিদ্রা যান, অতি শীঘ্রই কর্পূরিকাকে লাভ করিবেন। রাজ্যধর এই কথা বলিয়া নিবৃত্ত হইল।

নরবাহনদত্ত রাজ্যধরের মুখে এই কথা শুনিয়া

গোমুখের সহিত সুখে নিদ্রাগত হইলেন। গোমুখ প্রাতঃকালে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যসকল সমাপন করিয়া যুবরাজের বিমান-গমনার্থ রাজ্যধরকে তাহার বায়ুবিমান সজ্জিত করিতে অনুরোধ করিল। রাজ্যধর পূর্ব্বনির্ম্মিত বায়ুবিমান সজ্জিত করিয়া আনিল। যুবরাজ গোমুখের সহিত সেই বিমানে আরোহনপূর্ব্বক দুস্তর সাগর উল্লঙ্ঘন করিয়া ক্ষণকালমধ্যে সমুদ্রের পরতীরবর্ত্তী কর্পূরসম্ভব নগর প্রাপ্ত হইলেন। তারপরে রাজকুমার গোমুখের সহিত বিমান হইতে অবতীর্ণ হইয়া নগরে প্রবিষ্ট হইয়া সকৌতুকে ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে করিতে ক্রমে রাজভবনের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রাজভবনের অনতিদূরস্থ কোন বৃদ্ধার গৃহে প্রবেশ করিলেন। বৃদ্ধা তাঁহাদিগকে গৃহাগত দেখিয়া সম্মানপ্রদর্শনপূর্ব্বক উপবেশনার্থ দুই জনকে দুইখানি আসন প্রদান করিল। যুবরাজ তাহাতে উপবেশন করিয়া ক্ষণকালমধ্যে বিশ্রামলাভ-করতঃ সেই বৃদ্ধাকে তত্রত্য রাজবাটীর বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃদ্ধা নরবাহনদত্তের মনোহর আকৃতি দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, বৎস! এই নগরের অধিপতির নাম কর্পূরসেন, রাজমহিষীর নাম বুদ্ধিকার্য্যা, রাজা অনপত্যতা নিবন্ধন অতি কাতর হইয়া মহিষীর সহিত দেবদেব মহাদেবের উপাসনার্থ ত্রিরাত্রি উপবাস করিয়া রহিলেন, চতুর্থ দিবসে এইপ্রকার বরপ্রাপ্ত হইলেন যে, তোমার পুত্রাপেক্ষা অধিকতর প্রিয়পাত্র একটি কন্যা হইবে এবং বিদ্যাধর রাজেশ্বর তাহার স্বামী হইবে। রাজা অতি প্রত্যূষেই জাগরিত হইয়া রাজমহিষীর নিকট স্বপ্নবৃত্তান্ত কহিয়া তাহার সহিত পারণা করিলেন।

কিছুকাল গত হইলে রাজমহিষী গর্ভবতী হইলেন এবং যথাসময়ে নিরুপমা এক কন্যা প্রসব করিলেন। রাজা নিজ নামানুসারে কন্যার কর্পূরিকা নাম রাখিয়া যথাবিধি মহোৎসবাদি করিলেন। রাজা সেই কন্যাকে চন্দ্রকলার ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমে শৈশবকাল অতিক্রম করিয়া যৌবন-সীমায় পদার্পণ করিতে দেখিয়া তাহার বিবাহার্থ সমুৎসুক হইলেন। অতি মনস্বিনী কন্যা পুরুষের প্রতি দ্বেষপরায়ণা হওয়াতে বিবাহ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল। রাজকন্যাকে এইরূপে বিবাহে বিদ্বেষপরা দেখিয়া আমার একটি কন্যা একদিন জিজ্ঞাসা করিল, রাজকুমারি! আপনি নারিজন্মের সারভূত পতিলাভে এরূপ বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিতেছেন কেন? রাজকুমারী তাহার এই কথার প্রত্যুত্তরে বলিলেন, সখি! আমি জাতিস্মরা, আমার পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত সকল বিলক্ষণ স্মরণ রহিয়াছে, ইহাই আমার বিবাহানিচ্ছার হেতু। যদি আমার পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত শুনিতে অভিলাষ থাকে, তবে শুন, আমি আনুপূর্ব্বিক সমুদায় বলিতেছি।

এই সমুদ্রের তীরে যে একটি অতি বৃহৎ চন্দনবৃক্ষ আছে, তাহার নিকটে একটি পদ্মসরঃ বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমি কর্ম্মদোষে সেই সরোবরে হংসযোনিতে জন্মগ্রহণ করি। কোন সময়ে আমি স্বামীর সহিত সেই চন্দনবৃক্ষে বাসা নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে পতির সহিত বাস করিতে থাকি। কিছুকাল গতে আমাদিগের কতকগুলি শাবক উৎপন্ন হয়। আমি সেই সকল শাবকের সহিত কুলায়মধ্যে আছি, এমন সময়ে সহসা সমুদ্র অত্যন্ত স্ফীত হইয়া মহাতরঙ্গে আমার সেই সকল শিশুশাবকদিগকে ভাসাইয়া লইয়া গেলে আমি পুত্রশোকে অতি কাতর হইয়া অনাহারে তত্রত্য কোন শিবলিঙ্গের সন্নিধানে রোদন করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে আমার স্বামী রাজহংস সেখানে আসিয়া মৃত শাবকের নিমিত্ত শোক প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, প্রিয়ে! বৃথা শোক পরিত্যাগ কর, আমরা দুই জনে জীবিত থাকিলে কত শাবক উৎপন্ন হইবে। আমি স্বামীর সে প্রকার বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম, হায়! পুরুষেরা কি নিষ্ঠুর, তাহারা আপনার ঔরসজাত পুত্র বা ভক্তিমতী স্ত্রীকে স্নেহের চক্ষে দেখে না, আমার এ প্রকার পতি ও শোকসন্তপ্ত দেহে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। মনে মনে এই কথা বলিয়া দেবদেবকে অতি ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া, তাঁহাকেই হৃদয়ে ধ্যান করিতে করিতে পতির সমক্ষেই, জন্মান্তরে যেন জাতিস্মরা রাজকন্যা হই, এই কামনাকরতঃ সমুদ্রজলে ঝাঁপ দিলাম। এক্ষণে পুরুষদ্বেষিণী রাজকন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সেই হেতু আমার বিবাহে রুচি নাই, এক্ষণে ভাগ্যে যাহা আছে, তাহাই ঘটিবে। এই কথা বলিয়া রাজকন্যা মৌনাবলম্বন করিলেন।

আমার কন্যাই এই বৃত্তান্ত আমাকে বলিয়াছে, বৎস! তাহাতেই আমি এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, সেই রাজকন্যা আপনার ভার্য্যা হইবে, যে হেতু বিদ্যাধর-চক্রবর্ত্তী তাহার পতি হইবে, এইরূপ দেবাদেশ আছে। আপনাতে বিদ্যাধর-চক্রবর্ত্তীর সমুদায় লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি, কখনই ইহার অন্যথা

হইবে না, যদি তাহা হইত, তবে এমন সময়ে শ্রীমান্ এ দেশে কদাচ আগমন করিতেন না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে, ইহার সংযোগকর্ত্তা বিধাতাই আপনাকে এখানে আনয়ন করিয়াছেন। সম্প্রতি আপনি আমার গৃহে অবস্থান করিয়া এই সামান্য ব্যক্তিকে কৃতার্থ করুন। বৃদ্ধা এই সকল বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া যথাযোগ্য আহারদ্রব্য আহরণ করিলে, যুবরাজ গোমুখের সহিত সেই দ্রব্যসমুদায় ভোজন করিয়া সেই রাত্রি সেই বৃদ্ধার ভবনেই যাপন করিলেন। পরদিবস প্রাতঃকালে নরবাহনদত্ত সন্ন্যাসিবেশে গোমুখের সহিত রাজদ্বারে আসিয়া 'হা হংসি! হা হংসি!' বলিয়া পুনঃ পুনঃ চীৎকার করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া জনসমূহ বিস্ময়ের সহিত সেখানে উপস্থিত হইলে, কর্পূরিকার সহচরীগণও আসিয়া সেই বিস্ময়কর ব্যাপার দেখিয়া রাজকন্যার নিকট যাইয়া বলিতে লাগিল, ভর্ত্তৃদায়িকে! দ্বারদেশে এক অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী আগমন করিয়াছেন, তিনি অদ্বিতীয় হইলেও রূপে জগতে অদ্বিতীয় এবং 'হা হংসি! হা হংসি!' এইরূপ মন্ত্র সর্ব্বক্ষণই জপ করিতেছেন, সেই মন্ত্র শুনিয়া স্ত্রীলোকদিগের মন অতিশয় মোহিত হইতেছে। পূর্ব্বহংসী রাজকন্যা চেটীগণের মুখে সেই কথা শুনিয়া একজন চেটী দ্বারা সেই সন্ন্যাসীকে আপনার নিকট ডাকিয়া আনিলেন। সন্ন্যাসী তথায় উপস্থিত হইলে রাজকন্যা তাহাকে মহাদেবের আরাধনার্থ ব্রতধারী কন্দর্পতুল্য সুন্দর দেখিয়া একেবারে মোহিত হইয়া পড়িলেন। যুবরাজও কর্পূরিকাকে দেখিয়া সাক্ষাৎ বিগ্রহবতী রতি বলিয়া মনে করিলেন। অনন্তর কর্পূরিকা নরবাহনদত্তকে 'হা হংসি! হা হংসি!' এইরূপ মন্ত্র জপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে যুবরাজ, 'হা হংসি! হা হংসি!' এই কথাই পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন। তাহার পরে সন্ন্যাসী সহচর গোমুখ কর্পূরিকার নিকট হংসমিথুনের বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া পুনরায় বলিল, রাজপুত্রি! ইনিই কৌশাম্বীপতি উদয়নের পুত্র জাতিস্মর নরবাহনদত্ত। ইনি জন্মগ্রহণ করিবামাত্র এইরূপ আকাশসম্ভব দৈববাণী হয় যে, এই মহাপুরুষ বিদ্যাধর-চক্রবর্ত্তী হইবেন। তাহার পর রাজা ইঁহাকে যৌবনে পদার্পণ করিতে দেখিয়া যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া প্রথমে মদনমঞ্চুকা নাম্নী এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করেন। তৎপরে হেমপ্রভ নামক বিদ্যাধরপতির কন্যা রত্নপ্রভা আপনি আসিয়া ইহাকে পতিত্বে বরণ করেন, তাহা হইলেও এই যুবরাজ সেই হংসীর জন্য ক্ষণমাত্রও স্বাস্থ্যলাভ করিতে না পারায় একদিন মৃগয়ার্থ গমন করিয়া সহসা সম্মুখাগত এক সিদ্ধ তাপসীকে দেখিতে পাইলেন। সেই সিদ্ধ তাপসী কথাপ্রসঙ্গে ইহার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, বৎস! তুমি পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে হংসযোনিতে জন্মগ্রহণকরতঃ সমুদ্রতীরবর্ত্তী চন্দনবৃক্ষে বাস করিতে, কোন স্বর্গকামিনী শাপগ্রস্ত হইয়া তোমার ভার্য্যা হয়, সহসা তাহার শাবকসকল সমুদ্রজলে পড়িয়া মরিয়া গেলে সেই হংসী পুত্রশোক সহ্য করিতে না পারিয়া সেই সমুদ্রজলে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিল। তুমিও সেই হংসীর শোকে তৎপদবী অনুসরণ করিয়াছিলে। মহাদেবের বরে তুমি এক্ষণে রাজরাজেশ্বরতনয় ও জাতিস্মর হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ এবং সেই হংসীও সমুদ্রপারবর্ত্তী কর্পূরসম্ভব নগরে' কর্পূরসেন রাজার জাতিস্মরা কন্যারূপে জন্মিয়াছে। বৎস, তুমি সেখানে যাইয়া তোমার সেই পূর্ব্বভার্য্যাকে গ্রহণ কর। এই কথা বলিয়া সেই সিদ্ধ তাপসী অন্তর্হিত হইলে, ইনি তোমার বৃত্তান্ত শুনিয়া অত্যন্ত অধীর হইয়া আমার সহিত এই নগরোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে অনেক দুর্গম স্থান অতিক্রম করিয়া সমুদ্রতীরবর্ত্তী এক নগরে আসিয়া রাজ্যধর নামক এক সূত্রধরের সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন। তদ্দত্ত বায়ুবিমানাশ্রয়ে আমরা সমুদ্রপারে আসিয়া এই নগর প্রাপ্ত হই। এখানে উপস্থিত হইয়া আমাদিগের এই যুবরাজ 'হা হংসি! হা হংসি!' এই কথা জপ করিতে করিতে উন্মত্তের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছেন, এক্ষণে আপনার যাহা অভিরুচি হয়, তাহা করুন।

গোমুখ এই কথা বলিয়া বিরত হইলে কর্পূরিকা তৎসমুদায় কথা সত্য মনে করিয়া তাঁহার প্রতি নরবাহনদত্তের প্রগাঢ় স্নেহ চিন্তা করিয়া প্রেমে আর্দ্র হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, সত্যই আমি সেই হংসী, আর্য্যপুত্র আমার নিমিত্ত দুই জন্মেই মহা ক্লেশ পাইলেন, ইহাতে আমি আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিলাম। আজ হইতে আমি যুবরাজের প্রেমদাসী হইলাম। এই কথা বলিয়া স্নান-ভোজনাদি দ্বারা তাঁহাদিগের বিধিমত পরিচর্য্যা করিলেন। অনন্তর রাজা কর্পূরসেন পরিজনবর্গের মুখে এই বৃত্তান্ত শুনিয়া তৎক্ষণাৎ যুবরাজের সমীপে আসিয়া তাঁহাকে চক্রবর্ত্তিলক্ষণাক্রান্ত এবং নিজ তনয়াকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক দেখিয়া, আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন এবং শুভলগ্নে অগ্নিসাক্ষী করিয়া যথাবিধি

তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদানকরতঃ তিন কোটি স্বর্ণমুদ্রা, সেই পরিমাণে কর্পূর, দশ কোটি বস্ত্র ও একশত দাসী যৌতুক দিলেন।

অনন্তর যুবরাজ প্রিয়ার সহিত কিছুকাল শ্বশুরগৃহে সুখে বাস করিয়া কর্পূরিকার নিকট কৌশাম্বী নগরে প্রতিগমনের প্রস্তাব করিলে, কর্পূরিকা তাহাতে সম্মত হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, নাথ! আপনি যে বিমানে এখানে আগমন করিয়াছেন, সেটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র, আমি ইহাপেক্ষা বৃহত্তর বিমান প্রস্তুত করিয়া আনিতেছি। এই কথা বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং প্রাণধর নামে যে একজন বৈদেশিক সূত্রধর কিছুকাল পূর্ব্বে এখানে আসিয়া অবস্থিতি করিতেছে, তাহাকে ডাকাইয়া অভিমত বিমানযন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করিলেন। সূত্রধর রাজকন্যা কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া তাঁহার উপদেশানুযায়ী বিমান সত্বর প্রস্তুত করিয়া আনিলে, তাহা দেখিয়া নরবাহনদত্ত মনে মনে স্থির করিলেন, এ ব্যক্তি আর কেহই নহে, নিশ্চয়ই রাজ্যধরের ভ্রাতা প্রাণধর; ইহা স্থির করিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, সে অতর্কিতভাবে সমুদায় পরিচয় যুবরাজের নিকট যথাযথ প্রদান করিল। রাজপুত্র যখন দেখিলেন, তাঁহার অনুমান ঠিক হইয়াছে, তখন রাজ্যধরের সমুদায় বৃত্তান্ত তাহার নিকট বর্ণন করিলেন। সূত্রধর প্রাণধর রাজপুত্রের মুখে কনিষ্ঠের সকল বিষয় শ্রবণে পরিতুষ্ট হইয়া আপনার নির্ম্মিত বিমান লইয়া আসিল। তাহার পরে যুবরাজ শ্বশুরের নিকট নিজাভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে কর্পূরসেন নৃপতি যথোচিত সৎকারকরতঃ বিদায় দিলে, যুবরাজ প্রিয়া কর্পূরিকা, গোমুখ ও সেই সূত্রধরের সহিত সেই বিমান আরোহণ করিয়া প্রথমে সমুদ্রের পরপারবর্ত্তী রাজ্যধরের নিকট আসিলেন। রাজ্যধর তাঁহাদিগের সহিত জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে আসিতে দেখিয়া যারপরনাই প্রীতিপ্রাপ্ত হইল এবং তাঁহাদিগকে যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিল। অনন্তর যুবরাজ তাঁহাকেও তাঁহাদিগের সহিত যাইবার জন্য অনুরোধ করিলে, সকলে বিমানারোহণে অতি আনন্দের সহিত কৌশাম্বীতে আগমন করিলেন।

বৎসরাজ পুত্রাগমনবার্ত্তা শুনিয়া উৎসাহানন্দনির্ভর হইয়া দুই পত্নী দুই পুত্রবধূ ও মন্ত্রিগণে পরিবৃত হইয়া যুবরাজের প্রত্যুদ্গমনের নিমিত্ত পুর হইতে বাহিরে আসিলেন। নরবাহনদত্ত মাতাপিতাকে আসিতে দেখিয়া সস্ত্রীক বিমান হইতে অবতীর্ণ হইয়া মাতাপিতার চরণে প্রণাম করিয়া বিনয়নম্রবচনে আশীর্ব্বাদদানে প্রবৃত্ত রাজমন্ত্রী সকলের যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিলেন। তাঁহারা সকলে তাঁহাকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। রত্নপ্রভা ও মদনমঞ্জুকা সপত্নীর সহিত আগত স্বামীকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজপুত্র সর্ব্বসমক্ষে সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে সকলেই তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া যৌগন্ধরায়ণ প্রভৃতি প্রাচীন মন্ত্রিগণের সহিত পুরপ্রবেশ করিলেন। তৎপরে সূত্রধর প্রাণধর রাজপুত্র কর্তৃক অপরিমিত অর্থদানে সৎকৃত হইয়া আপনার বিমানে আরোহণকরতঃ কর্পূরসম্ভব নগরে পুনরাগমন করিয়া রাজা কর্পূরসেনের নিকট তাঁহার দুহিতা-জামাতাদির কুশলবার্ত্তাদানে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া স্বভবনে গমন করিল।

চতুশ্চত্বারিংশ তরঙ্গ

বিদ্যাধর উপাখ্যান

রাজা বৎসরাজ কোন সময়ে নরবাহনদত্তের সহিত রাজসভায় উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে কোন বিদ্যাধর অন্তরীক্ষ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া রাজার নিকট উপস্থিত এবং তৎকর্তৃক সংবর্দ্ধিত ও সৎকৃত হইয়া বলিলেন, রাজন্! হিমালয়ের অন্তর্বর্ত্তী বজ্রকূট নগরে আমার বাস এবং আমার নাম বজ্রপ্রভ। ভগবান্ ভবানীপতি আমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে শত্রুর অজেয় করিয়াছেন্। আজ আমি ভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া আসিতে আসিতে নিজ বিদ্যাপ্রভাবে জানিতে পারিলাম, রাজকুমার নরবাহনদত্ত দেব উমাপতির একজন পরম ভক্ত, এবং কামদেবের অংশসম্ভূত, সেই ভগবানের কৃপায় তিনি স্বর্গ-মর্ত্ত্য উভয় লোকে রাজত্ব করিবেন। পুরাকালে রাজা সূর্য্যপ্রভ মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া বিদ্যাধর-সিংহাসনের দক্ষিণার্দ্ধ আর শ্রুতশর্ম্মা নামক রাজা উত্তরার্দ্ধ প্রাপ্ত হন। এক্ষণে রাজনন্দন স্বীয় পুণ্যবলে চক্রবর্ত্তী হইবেন।

বজ্রপ্রভ এইরূপ বর্ণন করিয়া ক্ষান্ত হইলে নরবাহনদত্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সূর্য্যপ্রভ কি প্রকারে বিদ্যাধরৈশ্বর্য্য লাভ করিলেন, তাহা জানিতে

ইচ্ছুক হইয়া বজ্রপ্রভকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, দেব! পূর্ব্বে মদ্রজনপদের প্রধান নগর শাকলে চন্দ্রপ্রভ নামে এক রাজা বাস করিতেন। তাঁহার প্রধান মহিষীর নাম ছিল কীর্ত্তি। কোন সময়ে গর্ভবতী কীর্ত্তি একটি পুত্র প্রসব করিবামাত্র আকাশে এই দৈববাণী উত্থিত হইল যে, এই শিশুকে দেবদেব মহাদেব স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইনি সূর্য্যপ্রভ নামে বিখ্যাত হইয়া বিদ্যাধর-চক্রবর্ত্তী হইবেন। রাজা চন্দ্রপ্রভ এই দেবাদেশে অতিশয় আনন্দিত হইয়া মহোৎসাহে অতি সমৃদ্ধিতে সেই পুত্রের জাত-কর্ম্মাদি করিলেন। কুমার ক্রমে দিন দিন শশিকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হওত শৈশবকালেই সমুদয় শাস্ত্র ও সমুদয় কলা শিক্ষা করিলেন। রাজা বাল্যকালেই পুত্রকে সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী দেখিয়া অত্যন্ত হৃষ্টান্তঃকরণে শৈশবকাল অতিক্রান্ত হইলেই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। ভাস, প্রভাস, ও সিদ্ধার্থ নামক তিন জন মন্ত্রিপুত্রের সহিত রাজপুত্র একযোগে আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যসমূহ যথোচিত নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

কোন সময়ে এই রাজপুত্র সূর্য্যপ্রভ পিতার সহিত সভায় আসীন আছেন, এমন সময়ে ময়দানব সহসা মাটি ফুঁড়িয়া সভাপ্রবেশপূর্ব্বক রাজাকে প্রণাম করিয়া বলিল, রাজন্! ভগবান্ শূলপাণি যুবরাজকে বিদ্যাধর-চক্রবর্ত্তী করিবার অভিপ্রায়ে স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিয়া মর্ত্ত্যলোকে পাঠাইয়াছেন, এক্ষণে আমাকে ডাকিয়া যুবরাজকে তৎপদপ্রাপ্ত্যনুকূল বিদ্যাসমূহ শিক্ষা দিবার জন্য এখানে পাঠাইয়াছেন; মহারাজের আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলে যুবরাজকে সেই সকল বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য লইয়া যাইতে ইচ্ছা করি। শ্রুতশর্ম্মা নামক রাজা যুবরাজের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী আছে, সেই হেতু বলিতেছি, আমার সাহায্যে রাজকুমার সিদ্ধবিদ্য হইয়া যাহাতে তাহাকে পরাজয় করিয়া নিষ্কণ্টক সিংহাসন প্রাপ্ত হন, তাহা করা কর্ত্তব্য।

ময়দানব এই কথা বলিলে রাজা চন্দ্রপ্রভ তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া পুত্রকে তাহার হস্তে প্রদান করিলেন; দানবেন্দ্র ময় রাজপুত্রকে তাঁহার মন্ত্রিত্রয়ের সহিত পাতালে লইয়া গিয়া যথাপূর্ব্ব সমুদায় বিদ্যা শিক্ষা দিল। রাজপুত্রকে সকল বিদ্যায় পারদর্শী দেখিয়া ভূতাসন নামে এক বিমান প্রস্তুত করিয়া সেই বিমানে রাজপুত্রকে সহচরগণের সহিত তাঁহার পিতার নিকট লইয়া গিয়া ময়দানব বলিল, রাজপুত্র, আমি যে পর্য্যন্ত পুনরাগমন না করি, ততদিন তুমি মদ্দত্ত সিদ্ধবিদ্যা-প্রভাবে অশেষ সুখভোগকরতঃ কালযাপন কর। এই কথা বলিয়া ময়দানব প্রস্থান করিলে রাজা চন্দ্রপ্রভ পুত্রের বিদ্যাসাধন নিমিত্ত যারপরনাই প্রীতি অনুভব করিলেন।

অনন্তর যুবরাজ সূর্য্যপ্রভ মন্ত্রিগণের সহিত সিদ্ধবিদ্যা-প্রভাবে বিমানে আরোহণ করিয়া নানা দেশ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি ক্রমে তাম্রলিপ্তাধিরাজ বীর্য্যভটের কন্যা মদনসেনা, কাশ্মীর রাজা কুম্ভীরকের কন্যা চন্দ্রিকাবতী, লাবণকরাজ পৌরবের কন্যা বরুণসেনা, চীনাধিপতির কন্যা সুলোচনা, শ্রীকণ্ঠরাজ কান্তিসেনের কন্যা বিদ্যুন্মালা, কৌশাম্বীপতি অপরান্তকের কন্যা চন্দ্রাবতী ও জনমেজয় রাজার কন্যা পরপুষ্টাকে অপহরণ করিয়া তাহাদিগের সহিত কখন ব্যোমযানে, কখন বা উদ্যান-বিহারে কালযাপনকরতঃ সুখানুভব করিতে লাগিলেন।

রাজপুত্র সূর্য্যপ্রভ একদিন তাম্রলিপ্তনগরোদ্যানে সেই সকল রাজকন্যাকে রাখিয়া মন্ত্রিগণের সহিত বিমানারোহণে বজ্ররাত্র নগরে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া তারাবলী নাম্নী রাজকন্যাকে তাঁহার পিতা রম্ভকের সমক্ষেই অপহরণ করিয়া ত্বরায় তাম্রলিপ্ত নগরে আসিলেন। তাহার পরে বিলাসিনী নাম্নী রাজকন্যাকে অপহরণ করিয়া মাতাপিতার নিকট উপস্থিত হইতে অভিলাষী হইয়া সেই সমুদায় স্ত্রীর সহিত শাকল নগরে গমন করিলেন।

যুবরাজ মাতাপিতার নিকট আগমন করিলে সেই সকল কন্যার পিতারা সূর্য্যপ্রভকে বিধিবৎ কন্যাদান-প্রস্তাব করিয়া চন্দ্রপ্রভ নরপতির নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। রাজা চন্দ্রপ্রভ তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া সেই সকল রাজ্যে গমনপূর্ব্বক পুত্রোদ্বাহকার্য্য যথাশাস্ত্র নির্ব্বাহ করিলেন। পূর্ব্বোক্ত রাজারা কন্যাগণের সহিত নানাবিধ বহুমূল্য রত্ন যৌতুক দিয়া রাজা চন্দ্রসেনকে নানাপ্রকারে সন্তুষ্টকরতঃ স্বদেশে পাঠাইয়া দিলেন। সেইসকল কন্যা অনুরূপ পতিলাভে প্রীতিপ্রসন্নমনে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চচত্বারিংশ তরঙ্গ

সুনীথ-সুমন্তীক উপাখ্যান

একদিন রাজা চন্দ্রপ্রভ পুত্র ও মন্ত্রিগণে পরিবৃত হইয়া ময়দানবকে স্মরণ করিলেন। ময়দানব

স্মরণমাত্র সভামধ্যভাগ বিদীর্ণ করিয়া অতি সুগন্ধ বায়ুর সহিত সহসা উপস্থিত হইলে রাজা তাহাকে অতি সমাদর করিয়া আপনার সিংহাসনে বসাইলেন। ময় রাজা কর্ত্তৃক এইরূপ সংস্কৃতও রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া বলিল, যুবরাজ! আপনি এক্ষণে যাবতীয় পার্থিব সুখ অনুভব করিয়াছেন, ইহার পর অন্যপ্রকার সুখ অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য। আপনি প্রথমে দূত দ্বারা যে-সকল রাজার সহিত আপনার সম্বন্ধ আছে, তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া তৎপরে বিদ্যাধরপতি সুমেরুর সহিত সখ্যস্থাপনপূর্ব্বক তাহাকে সহায় করিয়া শ্রুতশর্ম্মাকে জয় করিতে পারিলে খেচর-রাজ্যাধীশ্বরত্ব লাভ করিতে পারিবেন। যেহেতু সুমেরু দেব-দেবাদেশে যুবরাজকে আপনার কন্যা দিয়া সাহায্য করিবেন। চন্দ্রপ্রভ ময়দানবের বচনানুসারে সকল নৃপতিকে আহ্বান করিবার নিমিত্ত প্রহস্তাদি খেচরগণকে চতুর্দ্দিকে পাঠাইয়া দিলেন।

অনন্তর একদিন দেবর্ষি নারদ রাজসভায় আগমন ও রাজদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন, রাজন! দেবরাজ ইন্দ্র আপনাকে এই কথা বলিবার নিমিত্ত আপনার নিকট আমাকে পাঠাইয়াছেন। আপনারা যে মহাদেবের আদেশে ময়দানবের সাহায্যে মর্ত্ত্যবাসী সূর্য্যপ্রভকে বিদ্যাধরপদে প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত কৃতসংকল্প হইয়াছেন, তাহা অতিশয় অযোগ্য। যেহেতু আমরা শ্রুতশর্ম্মাকে এই পদ প্রদান করিয়াছি, সেই পদ তাহার কুলক্রমাগত ভোগে থাকিবে, এইরূপ নির্দ্ধারিত আছে। তবে যদি আপনারা আমাদিগের প্রতিকূল কার্য্য করিতে চেষ্টা করেন, তাহা কেবল আপনাদিগের আত্মবিশ্বাস-হেতু জানিবেন। আপনাকে রুদ্রযজ্ঞ করিতে উদ্যত দেখিয়া তাহার পরিবর্ত্তে অশ্বমেধযজ্ঞ করিতে আদেশ করা হয়, আপনি তাহাও করেন নাই। এই প্রকার সকল দেবতাকে পরিত্যাগকরতঃ একমাত্র মহাদেবের আরাধনা করিলে কখনই আপনাদিগের মঙ্গল হইবে না।

ময়দানব দেবর্ষি নারদের এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্যকরতঃ বলিল, দেবর্ষে! মহেন্দ্র আপনা দ্বারা যে কথা বলিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা সর্ব্বপ্রকারেই অযুক্ত। দেবরাজ যে আমাদিগের যুবরাজকে মর্ত্ত্যবাসী বলিয়া গণনার মধ্যেই আনেন না, ইহা তাঁহার অত্যন্ত অনুচিত। এই যুবরাজ যে সর্ব্ব-শক্তিমান, তাহা দেবরাজ কি দামোদর-সংগ্রামে প্রত্যক্ষ করেন নাই? যে মনুষ্য সকল শক্তি প্রাপ্ত হয়, সে কি সর্ব্বসিদ্ধির অধীশ্বর হইতে পারে না? পুরাকালে রাজা নহুষ মর্ত্ত্যবাসী হইয়াও কি দেবলোকে রাজত্ব করেন নাই? তিনি যে বলিয়াছেন, তাঁহারা শ্রুতশর্ম্মাকে যে কুলক্রমাগত বিদ্যাধরপদ প্রদান করিয়াছেন, এ কথা অতি অশ্রদ্ধেয়! যেখানে মহেশ্বর স্বয়ং দাতা, সেখানে অন্যের কি শক্তি আছে? হিরণ্যাক্ষের জ্যেষ্ঠভ্রাতা হিরণ্যকশিপু যে বলে ইন্দ্রত্ব হরণ করিয়াছিল, তাহা কি তাহার কুলক্রমাগত হয় নাই? আমরা যে দেবতাদিগের প্রতিকূলতায় অধর্ম্মাচরণ করিব, এ কথা বলাও তাঁহার উচিত হয় নাই। আমরা মুনিপত্নী হরণও করিতেছি না, ব্রহ্মহত্যাও করিতেছি না। আমরা কেবল শত্রুজয়ে চেষ্টা করিতেছি, ইহাতে কি অধর্ম্ম হইতে পারে? আমরা অশ্বমেধযাগ না করিয়া রুদ্রযাগ করিব, যেহেতু আমরা জানি যে, রুদ্রই সর্ব্বদেবময়, তাঁহার অর্চ্চনাতে সকল দেবতা অর্চ্চিত হইয়া সন্তুষ্ট হন, তবে আমরা কি করিয়া দেবতাদিগের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিলাম? দেবরাজ যে শিবারাধনায় অমঙ্গল-ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহা কি তাঁহার মত বিজ্ঞের উচিত কার্য্য হইয়াছে? দেবরাজের এই কথা শুনিয়া আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম। সূর্য্যোদয় হইলে অপর তেজে প্রয়োজন কি? মহর্ষে! আপনি দেবরাজকে এই কথা বলিবেন যে আমাদিগের সমুদায় কার্য্যের আরম্ভ হইয়াছে, এক্ষণে দেবরাজের যাহা অভিরুচি হয়, তাহা যেন করেন।

ময়দানবের কথা শুনিয়া দেবর্ষি নারদ প্রস্থান করিলে, রাজা চন্দ্রপ্রভ অত্যন্ত ভীত হইলেন। ময়দানব রাজাকে ভীত হইতে দেখিয়া বলিল, মহারাজ! যাবতীয় দানব আপনার সহায়, ভগবান ভবানীপতি আপনার প্রতি অনুকূল আছেন, অতএব কাহাকেও ভয় করিবার প্রয়োজন নাই। আপনারা সকলেই বীর অথচ আমার বাক্যানুসারী, নিঃশঙ্কচিত্তে কার্য্য আরম্ভ করুন। সভাস্থ সকলে ময়ের বাক্যে সমাদর প্রকাশপূর্ব্বক সন্তোষলাভ করিল।

ইতিমধ্যে সকল রাজা দূতমুখে সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সসৈন্যে চন্দ্রপ্রভের সভায় উপস্থিত হইলেন। চন্দ্রপ্রভ সমাগত রাজাদিগকে যথাযোগ্য সমাদরকরতঃ আসন প্রদান করিলে, দানবরাজ ময় সকলের সমক্ষে পুনর্ব্বায় বলিতে লাগিলেন, রাজন! অদ্য রাত্রিকালে রুদ্রের উদ্দেশে মহাবলি দেওয়া উচিত, তাহার পরে আমি যাহা যাহা বলিব, অসঙ্কুচিতচিত্তে তৎসমুদায় কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। তাহার পরে রাজা ময়োপদেশে রুদ্রবলিযোগ্য নানাদ্রব্য আহরণ করিয়া মহারণ্যে গমনকরতঃ রুদ্রের

উদ্দেশে বলিপ্রদান এবং যথাবিধি হোম করিলেন। তখন নন্দী প্রমথগণে পরিবৃত হইয়া সেই স্থানে রাজার নিকট আবির্ভূত হইলেন।

রাজা নন্দীকে সমাগত দেখিয়া বিধিপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিলে, তিনি অতি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, রাজন্! ভগবান্ ভূতপতি আপনাকে এই আদেশ করিয়াছেন, তোমরা আমার প্রসাদে একশত ইন্দ্র হইতেও ভয় পাইও না, যুবরাজ সূর্য্যপ্রভ সত্বর বিদ্যাধর-চক্রবর্ত্তী হইবে। নন্দী এই কথা বলিয়া তিরোহিত হইলে, পুত্রের অত্যুন্নতিবিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হইয়া রাজা সমুদায় কার্য্য সম্পন্নকরতঃ ময়দানবের সহিত স্বীয় রাজধানী প্রত্যাগত হইলেন।

অনন্তর পরদিবস প্রাতঃকালে সকল রাজা রাজসভায় সমাসীন হইলে, দানবপতি ময় বলিলেন, মহারাজ! আপনি একটি রহস্য-কথা শুনুন। আপনি সুনীথ নামক আমার পুত্র ও সুমন্তীক নামে আপনার অনুজ সূর্য্যপ্রভ। ইহারা দুইজনে দেবাসুরসংগ্রামে নিহত হইয়া এখন পিতাপুত্রভাবে সমুৎপন্ন হইয়াছে। আপনার শরীর দিব্যৌষধি ও ঘৃতে অনুলেপন করিয়া আমি পাতালে রাখিয়াছি, আপনি আমার সহিত পাতালে গমন করিয়া আমার উপদিষ্ট উপায়ে সেই শরীরে প্রবেশ করুন, এইরূপ করিলে মহাতেজস্বী ও বলশালী হইয়া দেবগণকে অনায়াসে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন। সুমন্তীকাবতার সূর্য্যপ্রভ এই শরীরেই খেচরেশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইবেন।

দানবরাজ ময়ের এই কথা শুনিয়া সুচতুর মন্ত্রিবর সিদ্ধার্থ বলিলেন, দানবরাজ! আমাদিগের প্রভু অন্য দেহে প্রবেশ করিয়া কি পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইবেন ও অথবা কি আমাদিগকে বিস্মৃত হইবেন? ময় মন্ত্রীর ঐ কথাতে বলিলেন, মন্ত্রিন্! তোমাদিগের এই প্রভু যোগবলে দেহান্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তোমাদিগকে বিস্মৃত হইবেন না ও পঞ্চত্বও পাইবেন না। তাহার কারণ এই যে, যে ব্যক্তি অস্বাধীনতা প্রযুক্ত দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য গর্ভে জন্মগ্রহণ করে, মরণাদি-পর তাহার কিছুমাত্র স্মরণ থাকে না, আর যে ব্যক্তি যোগবলে বিনাক্লেশে দেহান্তরে প্রবেশ করে, সকল পূর্ব্ববৃত্তান্ত সর্ব্বদা তাহার স্মৃতিপথে জাগরূক থাকে। তোমরা উদ্বিগ্ন হইও না, তোমাদিগের প্রভু জরাব্যাধিশূন্য দিব্য শরীর প্রাপ্ত হইবেন। তোমরা সকলেও ইঁহার সহিত রসাতলে যাইয়া সুধাপানে নীরোগ দিব্য দেহ হও।

দানবেন্দ্র ময়ের এই বচন শুনিয়া সকলে নিঃসংশয় হইলেন। পরদিবস রাজা চন্দ্রপ্রভ সপরিবারে বন্ধুবর্গে বেষ্টিত হইয়া নগরের বাহিরে আসিয়া চন্দ্রভাগা ও ইরাবতী এই দুই নদীর সঙ্গমস্থানে উপস্থিত হইয়া রাজন্যবর্গ ও সূর্য্যপ্রভের পরিবারবর্গকে সেই স্থানে রাখিয়া ময়দানবদর্শিত বিবরপথে পাতালে প্রবেশ করিলেন। সূর্য্যপ্রভ, রাজমহিষীগণ ও সিদ্ধার্থাদি মন্ত্রিবর্গ তাঁহার অনুগমন করিলেন।

এই অবকাশে নভোমণ্ডল হইতে বিদ্যাধর-সৈন্যসকল সহসা আভির্ভূত হইয়া মায়াপ্রভাবে সেই নৃপতিদিগকে স্তম্ভিত করিয়া সূর্য্যপ্রভের মহিষীসকলকে অপহরণ করিয়া লইয়া গেল। সূর্য্যপ্রভের স্ত্রীগণ অপহৃত হইবামাত্র দৈববাণী হইল যে, রে পাপিষ্ঠ শ্রুতশর্ম্মন্! যদি তুই সূর্য্যপ্রভের ভার্য্যাগণের অঙ্গস্পর্শ করিস্, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সসৈন্যে নিধনপ্রাপ্ত হইবি, ইহাদিগকে নিজ জননীর মত গৌরবে রাখিবি, আমি যে এখনই তোকে বিনাশ করিয়া ইহাদিগের উদ্ধারসাধন করিলাম না, তাহার কোন বিশেষ কারণ আছে। শ্রুতশর্ম্মাকে এই কথা বলিয়া রাজাদিগের উদ্দেশে বলিতে লাগিল, হে নৃপতিগণ! তোমরা ক্ষান্ত হও, এই সকল স্ত্রীলোকের বিনাশ নাই, তোমরা আপন আপন কন্যাদিগের পুনঃপ্রাপ্ত হইবে, এক্ষণে এই স্থানেই সুস্থির হইয়া থাক। এই কথা বলিয়া দৈববাণী নিবৃত্ত হইলে, সেই সকল খেচর ভয়ে অন্তর্হিত হইল। রাজারাও সেই দৈববাক্যে বিশ্বাসস্থাপনকরতঃ সেইখানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ইহার মধ্যে যোগীশ্বর দানবেন্দ্র ময় পাতালমধ্যবর্ত্তী দেবমন্দিরে অবস্থিত রাজা চন্দ্রপ্রভকে দেহান্তর-প্রবেশের নিমিত্ত যোগোপদেশ দিয়া তথা হইতে দ্বিতীয় রসাতলে লইয়া গেল। রাজা স্ববর্গে সেখানে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তত্রত্য ব্যক্তিমাত্রেই নিদ্রাগত, অপর এক শয্যায় কোন এক বৃহদাকার ভয়ানকমূর্ত্তি পুরুষ শয়ন করিয়া রহিয়াছে, কতিপয় দৈত্যকন্যা তাহাকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিতি করিতেছে।

দৈত্যরাজ ময় অঙ্গুলিসঙ্কেতে বলিল, রাজন্! এই আপনার সেই পূর্ব্বদেহ স্ত্রীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে। আপনি এক্ষণে মদুপদিষ্ট যোগবলে ইহাতে প্রবেশ করুন। রাজাও তৎক্ষণাৎ বর্ত্তমান শরীর পরিত্যাগ করিয়া যোগবলে পূর্ব্বতন দানব-শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া চন্দ্রপ্রভ নামের পরিবর্ত্তে সুনীথ নাম ধারণ করিলেন। রাজা প্রবিষ্ট হইবামাত্র সেই কলেবর জৃম্ভা পরিত্যাগ

করিয়া চক্ষু চাহিয়া উঠিয়া বসিল। তাহা দেখিয়া অদ্য আমাদিগের সুপ্রভাত, যেহেতু দেব সুনীথ পুনর্জীবিত হইলেন, এইপ্রকার আনন্দকোলাহলে অসুরবধূদিগের মুখকমল পরিপূর্ণ হইল, কিন্তু সূর্য্যপ্রভ প্রভৃতি অন্যান্য সকলে রাজার কলেবর জীবনশূন্য দেখিয়া অত্যন্ত বিষাদপ্রাপ্ত হইলেন।

পরে চন্দ্রপ্রভ-সুনীথকে পিতা দানবপতির চরণে নিপতিত দেখিয়া দানবরাজ পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া সকলের সাক্ষাতে বলিতে লাগিলেন, পুত্র! তোমার জন্মদ্বয় স্মৃতিপথে আসিয়াছে? আজ্ঞা হাঁ, এই কথা বলিয়া সুনীথ উভয় জন্মের সমুদায় বৃত্তান্ত পিতার নিকট বর্ণন করিল। তাহার পরে ময়দানব বিবেচনা করিলেন যে, চন্দ্রপ্রভের এই কলেবর অবশ্যই কোন সময়ে কাজে লাগিতে পারে; অতএব সযত্নে রক্ষা করিলেন। অনন্তর সকলকে তৃতীয় রসাতলে লইয়া গিয়া একটি সুরাসলিলপরিপূর্ণ দীর্ঘিকা দেখাইয়া দিলেন। সকলে তাহার তীরভূমিতে উপবিষ্ট হইলে সুনীথের মহিলা পত্রপুটে করিয়া সুরা আনিয়া সেই সকল ব্যক্তিকে পান করিতে দিল। সূর্য্যপ্রভাদি যাবতীয় ব্যক্তি অমৃতরসা সেই সুরা পান করিয়া মত্ত হইয়া সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির ন্যায় দিব্য কলেবর পাইয়া মহাবল-পরাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

তাহার পরে চন্দ্রপ্রভ-সুনীথ চতুর্থ রসাতলে প্রবিষ্ট হইয়া সর্ব্বসম্পত্তিশালী একটি সুশোভিত নিকেতনে উপবিষ্টা জননী লীলাবতীকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার চরণতলে নিপতিত হইলেন। লীলাবতী চিরাগত পুত্রকে আগত দেখিয়া আসন হইতে সসম্ভ্রমে উঠিয়া পুত্রকে আলিঙ্গন ও তাহার শিরশ্চুম্বনাদি করিয়া সানন্দচিত্তে স্বামীর ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। দানবরাজ ময় অঙ্গুলিসঙ্কেতে সূর্য্যপ্রভকে দেখাইয়া বলিলেন, দেবি! এই সেই তোমার দ্বিতীয় পুত্র সুমন্তীক, ইদানীং চন্দ্রপ্রভের পুত্র হইয়া সূর্য্যপ্রভ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। ভগবান্ ভবানীপতি ইঁহাকে স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিয়া বিদ্যাধর-চক্রবর্ত্তী করিবার অভিপ্রায়ে ভূতলে পাঠাইয়াছেন। ইনি মর্ত্ত্য-শরীরেই নিশ্চয় সেই পদপ্রাপ্ত হইবেন।

দানবরাজের এই কথা শ্রবণে লীলাবতী সূর্য্যপ্রভের প্রতি সস্নেহে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, সূর্য্যপ্রভও সচিববৃন্দের সহিত মাতার চরণবন্দনা করিলেন। লীলাবতী প্রণত পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, বৎস! তোমার এই শরীরই অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে, আর পূর্ব্বশরীর ধারণ করিবার প্রয়োজন নাই। তৎপরে ময়দানবকন্যা মন্দোদরী ও বিভীষণকে স্মরণ করিবামাত্র তাঁহারা তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে উপস্থিত ও সমুচিত সৎকার প্রাপ্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, পিতঃ! আমরা কাহারও প্রতি বলপ্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না, তবে যদি দেবরাজ ইন্দ্র আমাদিগের প্রতি বলপ্রকাশ করেন, তাহা আমরা কি প্রকারে সহ্য করিব? যে-সকল অসুর দেবগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, তাহাদিগের অনবধানতাই তাহাদিগের মৃত্যুর কারণ। দেবগণ সতত অবহিতচিত্ত বলি প্রভৃতি অসুরগণকে বিনাশ করিতে সমর্থ হন নাই; অতএব ইহাদিগের সর্ব্বদা অবহিতচিত্ত থাকা কর্ত্তব্য, তবে এক্ষণে আসি, এই কথা বলিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন। তাহার পরে দানবরাজ ময় দানবেন্দ্র বলির সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে সুনীথ ও সূর্য্যপ্রভ প্রভৃতির সহিত তৃতীয় পাতালে প্রবেশ করিয়া সকলে সেই দৈত্যপতি বলিকে প্রণাম করিলেন! সেই সকল আগন্তুক বলি কর্ত্তৃক যথাযথ সৎকৃত হইয়া উপবেশন করিলে বলি ময়ের মুখে সমুদায় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সানন্দে পিতামহ প্রহ্লাদের চরণে পতিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, তাত! এই দেখুন, সুনীথ স্বশরীরে পুনর্জীবিত হইয়াছে আর এই সূর্য্যপ্রভ ময়ের দ্বিতীয় পুত্র সুমন্তীকের অবতার, ভগবান্ ভূপতি ইঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়া ইঁহাকে বিদ্যাধর-সাম্রাজ্য দিতে আদেশ করিয়াছেন। আমিও সেই দেবদেবের যজ্ঞপ্রভাবে সকল কষ্ট হইতে মুক্ত হইয়াছি, যেহেতু সুনীথ ও সুমন্তীকের পুনঃপ্রাপ্তি আমাদিগের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের নিমিত্ত বলিতে হইবে। সেই সময়ে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য বলিলেন যে, যাহারা সর্ব্বদা ধর্ম্মপথে বিচরণ করে, কখনই তাহাদিগের অমঙ্গল হয় না, তন্নিমিত্ত বলিতেছি, আমার বাক্যানুসারে তোমরাও ধর্ম্মাচরণ করিতে থাক। সপ্তপাতালের সকল অসুর তদবধি গুরুবাক্য মানিয়া আসিতেছে। বলিরাজও সুনীথ-প্রাপ্তিতে আহ্লাদিত হইয়া মহোৎসবের বিধান করিলেন।

তৎপরে দেবর্ষি নারদ দেবলোক হইতে বলিরাজার সভায় উপস্থিত হইয়া অর্ঘ্য গ্রহণ ও আসন পরিগ্রহকরতঃ সর্ব্বসমক্ষে বলিতে লাগিলেন, দানবগণ! দেবরাজ পুনরায় আমা [illegible] তোমাদিগকে এই কথা বলিয়া পাঠাইয়াছেন [illegible] তোমাদিগের সুনীথের পুনর্জীবনপ্রাপ্তির কথা শুনি[illegible]

আমি অতিশয় আপ্যায়িত হইয়াছি, এক্ষণে তোমরা আমাদিগের সহিত আর অকারণ শত্রুতাচরণ করিও না এবং আমাদিগের পক্ষাশ্রিত শ্রুতশর্ম্মারও সহিত বিরোধ করিও না।

নারদের এই কথা শুনিয়া প্রহ্লাদ বলিলেন, সুনীথের পুনর্জীবনপ্রাপ্তিতে দেবরাজ পরিতুষ্ট হইয়াছেন, ইহাতে আমরা সুখী হইলাম। আজ আমাদিগের গুরুর সকাশে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, আমরা কখনই অধর্ম্মাচরণ করিব না, ধর্ম্মপথে থাকিয়াই সমুদায় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, ইহাতে যদি দেবরাজ শ্রুতশর্ম্মা সহায় হইয়া আমাদিগের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হন, তবে সেটি অতীব আশ্চর্য্যজনক ও অনুচিত কার্য্য হইবে। ভগবান চন্দ্রমৌলি সূর্য্যপ্রভের সহায় আছেন, তিনি ইহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া ইহাকে বিদ্যাধর-চক্রবর্ত্তিত্ব প্রদান করিয়াছেন, সুতরাং দেবদেবাদিষ্ট কার্য্যে আমাদিগের দোষ কি? তবে কেন যে দেবরাজ আমাদিগকে অকারণ বৈরী বলিতেছেন ইহাই আমাদিগের দুঃখের কারণ হইয়াছে। নারদ দানবেন্দ্রের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া ইন্দ্রকে বিস্তর নিন্দা করিয়া প্রস্থান করিলে শুক্রাচার্য্য বলিলেন, এই কার্য্যে ইন্দ্রেরই বৈরানুবন্ধ দেখা যাইতেছে, যখন দেবাদিদেব মহাদেব আমাদিগের পক্ষে আছেন, তখন দেবেন্দ্রের সাধ্য কি যে আমাদিগের অপকার করেন? যদিও ইন্দ্রের প্রতি উপেন্দ্রের যত্নাতিশয্য আছে বটে, তাহাতেই বা আমাদিগের ভয় কি? তোমরা নির্ভয়ে থাক! শুক্রাচার্য্যের কথা শুনিয়া সকল দৈত্য আপন আপন ভবনে প্রস্থান করিল, বলিও সভাগৃহ হইতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর সুনীথ মাতার নিকট আসিয়া আহারাদিব্যাপার সম্পন্ন করিলে, মাতা তাহার করে কুবেরদুহিতা তেজস্বতী, তুম্বুরকন্যা মঙ্গলাবতী ও প্রভাসের সুতা কীর্ত্তিমতী এই তিনটি প্রধান মহিষীকে সমর্পণ করিলেন। তাহার পরে সুনীথ প্রথমে জ্যেষ্ঠা ভার্য্যাকে লইয়া শয়নগৃহে প্রবিষ্ট হইলে সূর্য্যপ্রভাদি সকলে আপন আপন পরিজনের সহিত অন্য এক গৃহে প্রবেশ করিলেন। পরে সকলে নিদ্রিত হইলে একমাত্র সূর্য্যপ্রভ বিনিদ্র অবস্থায় আছেন, এমন সময়ে কোন একজন মহিলাকে নিজ সখীর সহিত সেখানে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়াই মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আহা, কি অপূর্ব্ব রূপমাধুর্য্য! আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, এই সুন্দরী স্বর্গে থাকিলে অপ্সরাদিগের অপমান হইতে পারে, এই হেতু বিধাতা ইহাকে পাতালে রাখিয়াছেন। সেই রমণীক্রমে সকলকে নিদ্রিত দেখিয়া পরে চক্রবর্ত্তিলক্ষণাক্রান্ত সূর্য্যপ্রভের নিকট আসিয়া বলিল, সখি! তুমি ইহার পাদস্পর্শ করিয়া ইহাকে জাগরিত কর। সখী তাহাই করিল।

কপটনিদ্রিত সূর্য্যপ্রভ ক্রমে চক্ষু উন্মীলিত করিয়া বলিলেন, তোমারা কে? কি নিমিত্তই বা এখানে আসিয়াছ? সখী সূর্য্যপ্রভের কথার প্রত্যুত্তরে বলিল, ভদ্র! ইনি হিরণ্যাক্ষপুত্র অমীলের কন্যা, ইঁহার নাম কলাবতী। অদ্য অমীল বলির নিকট হইতে গৃহে গমন করিয়া প্রথমে সুনীথের পুনর্জীবনপ্রাপ্তি, মহাদেবের প্রসাদে সুমস্তীকাবতার সূর্য্যপ্রভের বিদ্যাধর-চক্রবর্ত্তিত্বপ্রাপ্তির ভবিতব্যতা পরিজনদিগের নিকট বর্ণনা করিয়া আপনার কন্যা কলাবতীকে সূর্য্যপ্রভের হস্তে সমর্পণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, সেই কলাবতী আপনাকে দেখিতে আসিয়াছেন। সূর্য্যপ্রভ সখীর কথা শুনিয়া কলাবতীর অভিপ্রায় জানিবার জন্য পুনরায় কপটনিদ্রার আশ্রয় লইলেন। পরে কলাবতী বিনিদ্র প্রহস্তের নিকট আসিয়া সখী দ্বারা আপনার অভিপ্রায় প্রকটিত করিয়া বাহিরে আসিলেন।

তৎপরে প্রহস্ত সূর্য্যপ্রভের নিকটে আসিয়া বলিল, দেব! আপনি কি জাগিয়া আছেন? সূর্য্যপ্রভ সহসা চক্ষু মেলিয়া বলিলেন, হাঁ, আমি জাগিয়া আছি, আজ অতি অল্পও নিদ্রালাভ করিতে পারি নাই। অপর আর একটি সংবাদ বলিতেছি, শুন। সম্প্রতি কোন এক পরমা সুন্দরী কন্যা সখীসঙ্গে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দর্শন দিয়াই চলিয়া গেল। অনুসন্ধান করিয়া দেখ দেখি, সেই কন্যা কোথায় গেল। প্রহস্ত সূর্য্যপ্রভের কথা শুনিয়াই বাহিরে আসিয়া দেখিল, সেই কন্যা সখীর সহিত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, ইহা দেখিয়া প্রহস্ত নিকটে গিয়া তাহাকে বলিল, দানবকন্যা! আপনার অনুরোধে প্রভুকে জাগরিত করিয়াছি, এক্ষণে আপনি আমার অনুরোধে পুনরায় তাঁহাকে দেখিয়া দর্শনেন্দ্রিয়ের সাফল্যলাভ করুন্। প্রহস্ত এই কথা বলিয়া কলাবতীকে পুনর্ব্বার সূর্য্যপ্রভসন্নিধানে লইয়া গেল। সূর্য্যপ্রভ তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, চণ্ডি! নিদ্রিত ব্যক্তির হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাহা অপহরণ করা কি আপনার যুক্তিসঙ্গত কার্য্য হইয়াছে? এক্ষণে গন্ধর্ব্ববিধি অনুসারে আমাদিগের

মিলন হউক্। এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ গন্ধর্ব্ববিধানে তাহার পাণিগ্রহণ করিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালেই সূর্য্যপ্রভ প্রভৃতি সকলে একত্র হইয়া প্রহ্লাদের নিকট গমন করিলেন। প্রহ্লাদ ময়কে ডাকিয়া বলিলেন, আজ সুনীথের পুনর্জ্জীবনলাভ-মহোৎসবে সকল অসুর একত্র সমবেত হইয়া আনন্দোপভোগ করুক্, এই কথা দূত দ্বারা সকল অসুরকে জানান হউক্। ময়, তাহাই করিতেছি বলিয়া দূত দ্বারা যাবতীয় অসুরকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। অনন্তর নিমন্ত্রিত অসুরগণ আসিয়া ক্ষণকাল বিশ্রামের পর ময়ের সহিত ভোগবতী গঙ্গাতে অবগাহনকরতঃ চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য ও পেয় চতুর্ব্বিধ আহারীয় দ্রব্য সানন্দে আহার করিয়া দানবকন্যাদিগের নৃত্য দর্শনার্থ উপবিষ্ট হইল। সূর্য্যপ্রভ প্রহ্লাদকন্যা মহল্লিকাকে দেখিয়া অনঙ্গ-শরে পীড়িত হইয়া মোহপ্রাপ্ত হইলেন। তদনন্তর অমীল কলাবতীকে ও প্রহ্লাদ মহল্লিকাকে আনন্দ-প্রকাশপূর্ব্বক সূর্য্যপ্রভকে প্রদান করিলেন। তাহার পরে সূর্য্যপ্রভ কুমুদাবতী, মানাবতী, সুভদ্রা, সুন্দরী ও সুমায়া প্রভৃতি অসুরকন্যাদিগকে বিবাহ করিলেন। কোন সময়ে সূর্য্যপ্রভ কথাপ্রসঙ্গে মহল্লিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রিয়ে! সেই রাত্রিতে তোমার সঙ্গে যে দুইজন সখী আসিয়াছিল, তাহারা কোথায় গেল? তাহাদিগকে দেখিতেছি না কেন?

মহল্লিকা বলিল, নাথ! আমার বারো জন সখী আছে, আমার পিতৃব্য তাহাদের সকলকে স্বর্গ হইতে অপহরণ করিয়া আনিয়াছেন। তাহাদিগের মধ্যে অমৃতপ্রভা ও কেশিনী এই দুইজন পর্ব্বতমুনির কন্যা; কালিন্দী, ভদ্রা ও কনকমালা এই তিনজন মহামুনি দেবলের সুতা; সৌদামিনী ও উজ্জ্বলা এই দুইজন হাহাখ্যগন্ধর্ব্বের কুমারী; সীবরা হুহুগন্ধর্ব্বের দুহিতা; খঞ্জনিকা কালের তনয়া; কেশরাবলী পিঙ্গলাখ্য প্রমথের পুত্রী; মালিনী কম্বলের দুহিতা এবং মন্দারমালা বসুর কন্যা। ইহারা সকলেই অপরঃসম্ভূতা দিব্যযোষিৎ। আপনি ইহাদিগেরও পাণিগ্রহণ করুন্। এই কথা বলিয়া সূর্য্যপ্রভকে প্রথম পাতালে লইয়া গেল। মহল্লিকা একে একে সকলগুলির সহিত তাঁহার পরিণয়কার্য্য সম্পাদন করিল। সূর্য্যপ্রভ অমৃতপ্রভাদির সহিত সুখে রাত্রিযাপন করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে প্রহ্লাদের সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

অনন্তর দানবেন্দ্র প্রহ্লাদ ময় ও সুনীথকে বলিলেন, অতঃপর তোমরা দিতি ও দনুর সহিত সাক্ষাৎ কর। দানবেন্দ্রের এই আদেশে ময় ও সুনীথ ভূতাসন নামক বিমানকে স্মরণ করিবামাত্র বিমান সেইখানে উপস্থিত হইলে সপরিবারে তাহাতে আরোহণ করিয়া মলয়াচলের নিকটবর্ত্তী কশ্যপাশ্রমের নিকট উপস্থিত হইল। তদনন্তর মুনিগণ কর্ত্তৃক দর্শিত পথে সেই আশ্রমে যাইয়া দৈত্যদানবজননী দিতি ও দনুকে দেখিয়া তাঁহাদিগের চরণে নিপতিত হইল। সেই দুই অসুরজননী বংশধরদিগকে দেখিয়া আনন্দাশ্রু পরিত্যাগপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে তাঁহারা ময়কে বলিলেন, বৎস! তোমার পুত্র সুনীথকে পুনর্জ্জীবিত দেখিয়া আমরা যে কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইলাম, তাহা মুখে ব্যক্ত করিয়া বলিতে পারি না, তুমি অতিশয় পুণ্যবান্। সুমন্তীকও যে সূর্য্যপ্রভ হইয়া ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ইহাতে অতিশয় আনন্দানুভব করিলাম। বৎস! সত্বর প্রজাপতি কশ্যপকে অভিনন্দিত কর এবং তাঁহার আদেশানুবর্ত্তী হইয়া সমুদায় কার্য্য করিতে থাক, তাহাতে তোমাদিগের মঙ্গল হইবে। তাহারা সকলে মাতৃআজ্ঞানুসারে দিব্যাশ্রমে যাইয়া গুরু কশ্যপের চরণবন্দন করিল।

ভগবান্ কশ্যপ তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া উপবেশন করিতে অনুমতি করিলেন এবং সহর্ষে বলিলেন, আজ সমুদায় পুত্রকে একত্র সমবেত দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলাম। ময়! তুমি সদাচরিত পথে থাকাতে অতি প্রশংসনীয় হইয়াছ, সুনীথ! তুমিও পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হইয়া অতি সৌভাগ্য প্রকাশ করিয়াছ। সূর্য্যপ্রভ! তুমি স্বীয় পুণ্যবলে বিদ্যাধরাধীশ্বর হইবে। এক্ষণে মদাদেশে তোমরা সকলে একমাত্র ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণকরতঃ সুখে কালযাপন কর। এক্ষণে আর তোমাদিগের পূর্ব্ববৎ পরাভব হইবে না। পূর্ব্বে ধর্ম্মপথভ্রষ্ট হওয়াতেই দেবগণ তোমাদিগকে পরাভব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সুনীথ! পূর্ব্বে যে সকল অসুর দেবগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, তাহারা সকলেই মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সুমুণ্ডীক সূর্য্যপ্রভ হইয়াছে, অন্যান্য অনেকেই ইহার বান্ধবরূপে জন্মিয়াছে। সূর্য্যপ্রভের মন্ত্রী প্রহস্ত শম্বরাবতার। ত্রিশিরা সিদ্ধার্থ, বাতাপি প্রজ্ঞাঢ্য নামে উলুক শুভঙ্কর ও বীতভীতি কাণ ইত্যাদি নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে এবং সূর্য্যপ্রভের বয়স্যতা লাভ করিয়াছে। ভাস ও প্রভাস নামক যে দুইজন মন্ত্রী, তাহারা বৃষপর্ব্ব-প্রবল নামক দৈত্যদ্বয়ের অবতার।

প্রবল ও ভয়ঙ্কর ইহারা দুইজন পূর্ব্বে সুন্দোপসুন্দ নামে বিখ্যাত ছিল। স্থিরবুদ্ধি, মহাবুদ্ধি নামক দৈত্যদ্বয়, হয়গ্রীব বিকটাক্ষের অবতার। অপর যে-সকল দৈত্যদানব পূর্ব্বে দেবগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিল, তাহারাও ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া তোমাদিগকেই আশ্রয় করিবে। তোমরা সহিষ্ণু হইয়া থাক, সত্বর বৃদ্ধিলাভ করিবে। কিন্তু কখনই অধর্ম্মাচরণ করিও না।

কশ্যপ অসুরগণকে এইরূপ উপদেশ দিতেছেন, এমন সময়ে অদিতি প্রভৃতি দক্ষকন্যাগণ তথায় উপস্থিত হইলেন। দেবরাজও পিতাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সস্ত্রীক সেখানে আসিলেন। অনন্তর ময় প্রভৃতি অসুরগণ তাঁহাকে প্রণাম করিলে, তিনি সরোষে সূর্য্যপ্রভের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া ময়দানবকে বলিলেন, আমি জানিতে পারিয়াছি, এই বালক বিদ্যাধর-চক্রবর্ত্তী হইতে অভিলাষী হইয়াছে। এই সামান্য অভ্যর্থনায় আর কি হইবে, ইন্দ্রত্ব প্রার্থনা যুক্তিযুক্ত ছিল।

ময় বলিলেন, দেবেন্দ্র! জগদীশ্বর আপনাকে যেমন ইন্দ্রত্ব প্রদান করিয়াছেন, তেমনি প্রসন্ন হইয়া ইঁহাকে খেচরত্ব দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন।

দেবেন্দ্র ময়ের কথা শুনিয়া ক্রোধপ্রকাশপূর্ব্বক উপহাস করিয়া বলিলেন, ময়! এই ব্যক্তি যেরূপ শুভলক্ষণযুক্ত তাহাতে ইহার বিদ্যাধরাধীশ্বরত্ব প্রাপ্তি অতি সামান্য।

ময় বলিলেন, যদি শ্রুতশর্ম্মা বিদ্যাধররাজ্যলাভের যোগ্য হয়, তাহা হইলে, আমাদিগের সূর্য্যপ্রভও ইন্দ্রত্ব প্রাপ্তির যোগ্য। ময়ের এই কথাতে ইন্দ্র ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বজ্রপাণি হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ইহা দেখিয়া ভগবান্ কশ্যপ একটি সরোষ হুঙ্কার করিলেন, দিতি প্রভৃতি কশ্যপপত্নীগণও কুপিত হইয়া দেবরাজকে ধিক্কার প্রদানপূর্ব্বক ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন।

ইন্দ্র তাহাতে সভয়ে বজ্রসংহরণ করিয়া অবনতমুখে উপবেশন করিয়া মাতাপিতার চরণে পতিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, পিতঃ! আমরা শ্রুতশর্ম্মাকে যে বিদ্যাধর-রাজত্ব দান করিয়াছি, ময় সহায় সূর্য্যপ্রভ সেই রাজত্ব অপহরণ করিতে উদ্যত হইয়াছে; ইহা কি যুক্তিসঙ্গত কার্য্য হইয়াছে?

কশ্যপ ইন্দ্রের কথা শুনিয়া বলিলেন, ইন্দ্র! শ্রুতশর্ম্মা যেমন তোমার প্রিয়, সূর্য্যপ্রভও তেমনি মহাদেবের প্রিয়। দেবদেব মহাদেব যখন ময়দানবকে সূর্য্যপ্রভের হিতার্থ নিযুক্ত করিয়াছেন, তখন ইহার দোষ কি? এ ব্যক্তি শিবের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে সমর্থ নহে এবং সেই দেবদেবের ইচ্ছা কখনই ব্যর্থ হইবার নহে। এই ময় অতি ধার্ম্মিক, জ্ঞানবান ও গুরুভক্ত; ইহার পরাক্রম তুমি অনেকবার বিদিত আছ। তুমি যদি ইহাদিগের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ কর, তবে আমি তোমাকে তখনই ভস্ম করিয়া ফেলিব।

ইন্দ্র পিতার কথা শুনিয়া সলজ্জভাবে অধোমুখে অবস্থিত হইলে, অদিতি শ্রুতশর্ম্মাকে আনিবার জন্য অনুমতি প্রদান করিলেন। ইন্দ্র শ্রুতশর্ম্মাকে আনিতে তৎক্ষণাৎ নিজ সারথি মাতলিকে পাঠাইয়া দিলেন। শ্রুতশর্ম্মাও মাতলির সমুদায় বৃত্তান্ত শুনিয়া সত্বর কশ্যপাশ্রমে আসিয়া স্ত্রী-পুরুষ সকলকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিল। কশ্যপের পত্নীগণ সূর্য্যপ্রভ ও শ্রুতশর্ম্মার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কশ্যপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নাথ! সূর্য্যপ্রভ ও শ্রুতশর্ম্মা এই দুইজনের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি রূপে ও শুভলক্ষণে সুশোভিত?

কশ্যপ প্রত্যুত্তর করিলেন, দেবীগণ! সূর্য্যপ্রভটি রূপ ও শুভলক্ষণে শ্রুতশর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহার দেহে যেরূপ শুভলক্ষণ লক্ষিত হইতেছে, তাহাতে বিদ্যাধর-চক্রবর্ত্তী ত' সামান্য কথা, ইন্দ্রত্বলাভও সুলভ বলিয়া বোধ হইতেছে। ইন্দ্র ভিন্ন উপস্থিত সকলেই কশ্যপের কথায় অনুমোদন করিলেন। অনন্তর ভগবান কশ্যপ সকলকে শুনাইয়া বলিতে লাগিলেন, বৎস সূর্য্যপ্রভ! ইন্দ্র বজ্র উত্থিত করিয়া দণ্ডায়মান হইলেও তুমি যে নির্ব্বিকারভাবে ছিলে, তাহাতে আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া এই বর দিতেছি যে, বজ্রময় অস্ত্রেও তোমার শরীরনাশ হইবে না, সুনীথ আর সূর্য্যপ্রভ শত্রুপক্ষের অজেয় হইবে এবং স্মরণমাত্রই আমার পুত্র সুবাসকুমার তোমাদিগের সাহায্য করিবে।

মহামুনি কশ্যপ এই কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইলে তাঁহার পত্নীগণ, অন্যান্য ঋষিগণ ও লোকপালগণ সকলেই ময়াদিকে বরপ্রদানে অভিনন্দিত করিলেন। অনন্তর দেবমাতা অদিতি ইন্দ্রকে বলিলেন, বৎস! তুমি শান্ত হও, এই ময়দানবকে প্রসন্ন কর। আজ তুমি স্বচক্ষে বিনয়ের ফল দেখিলে। ময়দানব কেবল বিনয়বলেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতাসম্পাদক বরপ্রাপ্ত হইল। দেবেন্দ্র মাতার এই প্রকার কথা শুনিয়া হাতে ধরিয়া ময়কে প্রসন্ন করিলেন। শ্রুতশর্ম্মাও

সূর্য্যপ্রভের নিকটে দিবস-চন্দ্রমার ন্যায় হীনকান্তি হইয়া গেল। অনন্তর দেবরাজ মাতাদিকে ও পিতাকে প্রণাম করিয়া লোকপালগণের সহিত স্বধামে প্রস্থান করিলেন এবং ময় প্রভৃতি অসুরগণও সানন্দমনে মুনির অনুজ্ঞা লইয়া নিজ নিজ কার্য্য সাধনার্থ চলিয়া গেল।

অনন্তর সূর্য্যপ্রভ কিছুকাল দানবগণের সহিত পাতালে বাস করিয়া মর্ত্ত্যলোক স্মরণ হওয়াতে পাতাল হইতে সুড়ঙ্গপথে নির্গত হইয়া চন্দ্রভাগা ও ইরাবতী এই নদীদ্বয়ের রক্ষিত স্বীয় পরিজনবর্গ এবং নৃপতিসকলের সহিত মিলিত হইলেন। তাহারা সকলে তাঁহাকে পাইয়া উচ্চকণ্ঠে রোদন করিয়া উঠিল। সূর্য্যপ্রভ তাহাদিগকে চন্দ্রপ্রভের অদর্শনে বিষণ্ণ দেখিয়া আশ্বাস প্রদানকরতঃ সকল বৃত্তান্ত যথাযথ বর্ণন করিলেন।

ষট্‌চত্বারিংশ তরঙ্গ

যুদ্ধায়োজন-বিবরণ

অনন্তর শ্রুতশর্ম্মা কর্ত্তৃক সূর্য্যপ্রভের দারাপহরণ-বৃত্তান্ত, তৎপরে দৈববাণীর কথা রাজগণ কর্ত্তৃক নিবেদিত হইলে সূর্য্যপ্রভ রোষতাম্রাক্ষ হইয়া সেই দারাপহারী এবং রক্ষীদিগকে বিনাশ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া সাতদিন পরে যুদ্ধের দিন নির্দ্ধারিত করিলেন। ইহার মধ্যে ময়দানব আসিয়া বলিলেন, বৎস! দুর্ব্বৃত্ত শ্রুতশর্ম্মা তোমার দারাগণকে অপহরণ করিয়া পাতালে রাখিয়াছে। এই সমাচারদানে সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া ময় সূর্য্যপ্রভের সহিত পুনরায় সেই পথেই পাতালে গমনপূর্ব্বক তাঁহার করে তৎপত্নী সকলকে সমর্পণ করিলেন। অনন্তর সূর্য্যপ্রভ স্বানুচরগণের সহিত দানবেন্দ্র প্রহ্লাদের নিকট গমন করিলেন। প্রহ্লাদ তাঁহাকে দেখিবামাত্র কৃত্রিম কোপ প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন, দুরাচার! তুই আমার সহোদরের আনীত দ্বাদশ সুরকন্যা হরণ করিয়াছিস? আমি এখনই তোকে বিনাশ করিব। সূর্য্যপ্রভ প্রহ্লাদের কথা শুনিয়া ভয় পাইয়াও নির্ব্বিকারচিত্তে বলিলেন, প্রভো! আমার এই শরীর আপনার অধীন, ইহার প্রতি যথেচ্ছাচরণ করিতে পারেন, ইহা বলিয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন। প্রহ্লাদ তাঁহার কথায় সম্প্রীত হইয়া বলিলেন, বৎস! আমি তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য এ প্রকার কথা বলিয়াছি, আমি দেখিলাম, তোমার শরীরে অহঙ্কারের লেশমাত্র নাই, এক্ষণে বর প্রার্থনা কর। সূর্য্যপ্রভ কেবল গুরুজনে ও দেবদেব মহাদেবে অচলা ভক্তি এই বর প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার সেই কথা শুনিয়া সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। প্রহ্লাদ সেইরূপ বর এবং যামিনী নাম্নী দ্বিতীয়া কন্যাকেও তাঁহাকে দান করিয়া পুত্রদ্বয়কে তাঁহার সাহায্যার্থ নিয়োজিত করিয়া দিলেন। তাহার পর সূর্য্যপ্রভ শ্বশুর দানবেন্দ্রকে প্রণাম করিয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া অমীলের নিকট গমন করিলে, তিনিও প্রীত হইয়া তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা সুখাবতীকেও তাঁহাকে সম্প্রদানকরতঃ নিজ পুত্রদ্বয়কেও তাঁহার আনুকূল্যার্থ নিয়োজিত করিলেন। সূর্য্যপ্রভ অনুচরগণের সহিত ছয় দিবস তাঁহার বাটীতে অবস্থিতি করিলেন। সেই সময়েই ময়দানব দিব্য চক্ষুতে দেখিলেন যে সুনীথের গর্ভবতী তিন ভার্য্যার গর্ভে পূর্ব্ববিনষ্ট অসুরেরা জন্মলাভ করিয়াছে। পরে সপ্তম দিবসে সূর্য্যপ্রভ পরিজন ও পত্নীগণের সহিত পাতালপুরী হইতে ভূতলে গমন করিলেন।

ময়দানব তৎপর চন্দ্রপ্রভের শিশুপুত্রকে পৃথ্বীরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া ভূতাসন-বিমানারোহণে বিদ্যাধররাজ সুমেরুর গঙ্গাতীরস্থ তপোবনে গমন করিলেন। সুমেরু আগন্তুক সকলকে যথাযথ সৎকার করিলে ময়দানব তাঁহার নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। অনন্তর সূর্য্যপ্রভ ময়াদিষ্ট বিদ্যাপ্রভাবে সুমেরুসদনে আসিয়া বন্ধুবর্গ স্ব স্ব সৈন্যের সহিত সেখানে আনয়ন করিবার নিমিত্ত দূতগণকে আদেশ করিলেন। দূতগণ আদেশ-প্রাপ্তিমাত্র সর্ব্বত্র সংবাদ প্রদান করিলে, সূর্য্যপ্রভের শ্বশুরবর্গীয় দানবগণ বান্ধবগণে পরিবৃত হইয়া সেখানে আসিলেন। সপ্ত রসাতল হইতে হৃষ্টরোমা, মহামায়, শ্বদংষ্ট্র, প্রকম্পন, তন্তুকচ্ছ, দুরারোহ, সুমায়, বজ্রপঞ্জুর, ধূমকেতু, প্রমথন, বিকটাক্ষ ও অন্যান্য দানবগণ সবর্গে আগমন করিল। তাহাদিগের মধ্যে কেহ অযুত, কেহ সপ্তাযুত, কেহ অষ্টাযুত, কেহ ষড়যুত, কেহ তিন অযুত, যে অতি সামান্য, সে ব্যক্তিও অর্দ্ধাযুত রথে পরিবৃত হইয়া আসিয়াছে। কাহারও সহিত তিন লক্ষ, কাহারও সহিত দ্বিলক্ষ, কাহারও সহিত একলক্ষ এবং অতি অধমেরও সহিত অর্দ্ধলক্ষ সৈন্য আগমন করিয়াছিল। সকল ব্যক্তির সহিতই যথাযোগ্য হস্তী ও অশ্বাদি বল আসিয়াছিল। অনন্তর ময়, সুনীথ ও সূর্য্যপ্রভের অসংখ্য সৈন্য উপস্থিত হইল। তাহার পর

বসুদত্তাদি রাজাদিগের ও সুমেরুর সৈন্যসকলও আসিয়া উপস্থিত হইল।

পাতাল ও ধরাতল হইতে এই প্রকার অগণিত সূর্য্যপ্রভপক্ষীয় সৈন্য সমবেত হইলে, ময়দানব কশ্যপকে স্মরণ করিলেন। স্মরণমাত্রেই কশ্যপ ঋষিকে তথায় উপস্থিত দেখিয়া ময়দানব বলিলেন, ভগবন্! এখানে আমাদিগের অগণিত সৈন্যের সমুচিত স্থানসঙ্কুলান হইতেছে না, এক্ষণে আজ্ঞা করুন, কোন্ সুবিস্তৃত প্রদেশে সৈন্যসমাবেশ করিয়া আপনাকে দেখাই।

কশ্যপ ময়ের কথা শুনিয়া বলিলেন, এই স্থান হইতে এক যোজন ব্যবহিত কলায়ক্ষেত্রভূত সুবিস্তীর্ণ প্রদেশে সৈন্যসকল প্রেরণ কর। কশ্যপের আদেশানুসারে সকলেই স্ব স্ব আয়ুধ গ্রহণকরতঃ সেই প্রদেশে আগমন করিয়া একত্র সমবেত হইল।

রাজা ও অসুরদিগের সমুদায় বাহিনী সজ্জিত হইয়া পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে সন্নিবেশিত হইলে বিদ্যাধররাজ সুমেরু বলিলেন, মহর্ষে! যুবরাজ সূর্য্যপ্রভের পক্ষীয় যেরূপ অপরিমিত সৈন্যসমাবেশ হইয়াছে, এ প্রকার সৈন্যসমাবেশ কখনই দেখা যায় নাই, কিন্তু বিপক্ষ শ্রুতশর্ম্মার সৈন্য ইহা হইতেও সমধিক বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। যাহা হউক, আমি তাহাদিগের অনেককে ভেদ করিয়া আনিতে পারিব, অতএব কল্য প্রাতঃকালেই এই স্থান হইতে বাল্মীকি প্রদেশে আমরা গমন করিব। কাল ফাল্গুন-কৃষ্ণপক্ষীয়-মহাষ্টমী তিথি, এই তিথিতে যে ব্যক্তি গমন করে, সেই ব্যক্তিই চক্রবর্ত্তীলক্ষণ পায়, এই হেতু প্রতি বর্ষে বিদ্যাধরেরা এই তিথিতে সেখানে গিয়া থাকে।

সুমেরুর এই কথা শুনিয়া সকলেই তাহাতে সম্মত হইয়া প্রাতঃকালেই সসৈন্যে গমন করিল। সেখানে গিয়া হিমালয়ের সানুপ্রদেশে সৈন্যসন্নিবেশ করিয়া দূর হইতে বহু বিদ্যাধরের সমাগম দেখিতে পাইল। কোন বিদ্যাধর অগ্নি স্থাপন করিয়া হোম করিতেছে, কেহ জপ করিতেছে, কেহ পূজা করিতেছে, কেহ স্নান করিতেছে, কেহ দান করিতেছে, কেহ কাহাকে পান করাইতেছে, কেহ স্তোত্রপাঠ করিতেছে, কেহ বা গান করিতেছে। সূর্য্যপ্রভ এই সকল ব্যাপার দেখিয়া সেই স্থানে অবরোহণকরতঃ কোন প্রদেশে অগ্নিকুণ্ড সজ্জিত করিলেন। অগ্নিকুণ্ড সজ্জিত হইবামাত্র বিদ্যাপ্রভাবে আপনিই প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া সকলেই অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইল।

অতি বিদ্বেষপর কোন বিদ্যাধর উপস্থিত হইয়া সুমেরুকে মনুষ্যের অনুগত দেখিয়া তিরস্কার করাতে সুমেরুও তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, দেব! ভীম নামে একজন বিদ্যাধর আছে; ব্রহ্মা স্বেচ্ছায় তাহার পত্নীতে উপগত হইয়া এই ব্যক্তিকে উৎপাদন-করতঃ সর্ব্বদা রক্ষা করিয়া থাকেন, তজ্জন্য ইহার নাম ব্রহ্মগুপ্ত হইয়াছে, সুতরাং ইহার যেরূপ জন্ম, বচনও সেইরূপ। এই কথা বলিয়া সুমেরুও এক অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বালিত করিলেন। তাহার পর সূর্য্যপ্রভ ও সুমেরু উভয়েই হোম করিতে আরম্ভ করিলেন। হোমকারী দুইজনের হোমপ্রভাবে অতি ভয়ঙ্করাকৃতি এক অজগর সর্প ক্ষণকালমধ্যে ভূগর্ভ হইতে নির্গত হইয়া ফুৎকারবায়ুতে সুমেরুতিরস্কারী সেই ব্রহ্মগুপ্তকে শতহস্ত দূরে নিক্ষেপ করিল। ইহা দেখিয়া শ্রুতশর্ম্মার অনুচর মহাবীর তেজঃপ্রভ দুষ্টদমন, বিরূপশক্তি, অঙ্গারক ও বিজৃম্ভক প্রভৃতি বিদ্যাধরগণ আততায়ী ভাবিয়া সেই অজগরকে আক্রমণ করিল। অজগর তাহাদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া অবলীলায় সেই সকল ব্যক্তিকেও সেই প্রকার ফুৎকারবায়ুতে বহুদূরে নিক্ষেপ করিল। তাহাদিগের মধ্যে অতি বলীয়ান্ তেজঃপ্রভ অজগরকে বিনষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে তদভিমুখে ধাবিত হইল। অজগর তাহাকে পুনরায় ফুৎকারবায়ুতে সুদূরে নিক্ষেপ করিল। তেজঃপ্রভ সুদূরে নিক্ষিপ্ত হইলে, দুষ্টদমন, বিরূপশক্তি ও অঙ্গারক, বিজৃম্ভক প্রভৃতি অন্যান্য যে-সকল বিদ্যাধর অজগরের বিনাশসাধনার্থ ধাবিত হইল, অজগর তাহাদিগেরও সেই দশা করিল। অজগর কর্ত্তৃক যাবতীয় বিদ্যাধরকে এইপ্রকারে পরাস্ত হইতে দেখিয়া শ্রুতশর্ম্মা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া স্বয়ং সেই ভুজঙ্গকে নাশ করিতে আসিল। অজগর তাহাকেও নিঃশ্বাসবায়ুতে দূরে নিক্ষেপ করিল। শ্রুতশর্ম্মা সহসা উত্থিত হইয়া তাহাকে মারিবার জন্য পুনরুদ্যত হইলে, অজগর তাহাকে এমন দূরে নিক্ষেপ করিল যে, তাহাতে সে চূর্ণিতাঙ্গ হইয়া অতিকষ্টে উঠিয়া লজ্জাবনতবদনে অনুচরগণের সহিত পলায়ন করিল।

অনন্তর সুমেরু সূর্য্যপ্রভকে সেই সর্প ধরিতে আদেশ করিলে সূর্য্যপ্রভ সেই অজগরের নিকট যাইতে লাগিলেন, ইহা দেখিয়া বিদ্যাধরগণ হাস্য করিতে লাগিল। সূর্য্যপ্রভ ক্রমে সর্পের নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহাকে গর্ত্তমধ্য হইতে অবলীলাক্রমে যেমন বাহির করিলেন, অমনি সেই অজগর এক তূণীর হইয়া তাঁহার হাতে শোভা পাইতে লাগিল। পরে

সূর্য্যপ্রভের মস্তকোপরি আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল এবং দৈববাণী হইল, সূর্য্যপ্রভ! তুমি এই অক্ষয় তূণ গ্রহণ কর; ইহা দ্বারা তোমার সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হইবে। তৎপরে সূর্য্যপ্রভ সেই তূণ ধারণ করিলে বিদ্যাধরেরা বিষাদসাগরে মগ্ন হইল; অসুর ও রাজগণ সকলেই অতি প্রীতিলাভ করিলেন।

তৎপরে শ্রুতশর্ম্মার দূত আসিয়া সূর্য্যপ্রভকে বলিল, ভদ্র! আমাদিগের প্রভু শ্রুতশর্ম্মা তোমায় আদেশ করিয়াছেন, যদি তোমার বাঁচিতে সাধ থাকে, তাহা হইলে তোমার তূণীর শীঘ্র আমাকে সমর্পণ কর।

সূর্য্যপ্রভ বলিলেন, দূত! তুমি শীঘ্র তোমার প্রভুর নিকট গিয়া তাঁহাকে বল যে, অন্য তূণীরে প্রয়োজন কি? তোমার শরীরই সত্বর শরপূরিত তূণীরত্ব প্রাপ্ত হইবে। দূত সূর্য্যপ্রভের কথা শুনিয়া অতি শীঘ্র গমনকরতঃ শ্রুতশর্ম্মাকে সূর্য্যপ্রভের প্রগল্‌ভবাক্য নিবেদন করিল।

এই প্রকার দৈবানুগ্রহে সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়ী অক্ষয় তূণ লব্ধ হইলে সুমেরু প্রভৃতি সূর্য্যপ্রভের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিগণ অনুচরবর্গের সহিত তূণীরের উপযুক্ত একখানি জয়শীল ধনুর্লাভাশয়ে হেমকূট পর্ব্বতের উত্তরপার্শ্ববর্ত্তী মানসসরোবরে গমন করিয়া তাহার অপূর্ব্ব শোভা, নির্ম্মল জল ও সৌবর্ণ পদ্ম দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন।

এই অবসরে শ্রুতশর্ম্মা অনুচরগণের সহিত সেই স্থানে উপস্থিত হইল। সূর্য্যপ্রভ আত্মীয়জনের সহিত সঘৃত পদ্মে হোম করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার হোমপ্রভাবে সহসা সেই সরোবর হইতে অত্যন্ত ভয়ানক মেঘ উঠিয়া প্রবলবেগে বারিবর্ষণ করিতে লাগিল, বর্ষণকারী মেঘ হইতে সহসা এক প্রকাণ্ড সর্প নিঃসৃত হইয়া সেই সরোবরে পতিত হইল। সরোবরে সর্প পতিত হইবামাত্র সুমেরুর আদেশানুসারে সূর্য্যপ্রভ গাত্রোত্থান করিয়া সেই সর্পকে ধারণ করিলেন। ধৃত হইবামাত্র সেই সর্প এক মনোহর ধনুর আকারে পরিণত হইল। তাহার পরে সেই মেঘ হইতে আর একটি সর্প সরোবরে পতিত হইল এবং সূর্য্যপ্রভ তাহাকেও ধরিলেন, ধরিবামাত্র সেই সর্প পূর্ব্বোক্ত ধনুর মৌর্ব্বীরূপ গ্রহণ করিল, তৎপরেই সেই মেঘবৃন্দ সহসা বিলয়প্রাপ্ত হইলে, অগ্নিবৃষ্টিতে বিপক্ষ খেচরগণ বিনষ্ট হইল। তৎপরে পুষ্পবৃষ্টির সহিত দৈববাণী হইল, বৎস সূর্য্যপ্রভ! তুমি এই অচ্ছেদ্য-গুণযুক্ত অতি বলসহ ধনু গ্রহণ কর, সূর্য্যপ্রভ দৈববাণী শুনিয়া সেই সগুণ ধনু গ্রহণ করাতে সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালী হইলেন। শ্রুতশর্ম্মা এই সকল ব্যাপার দর্শনে অনুচরগণের সহিত নিতান্ত নিষ্প্রভ হইলে ময়দানবাদি সকলে সানন্দে মহোৎসব আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর তাহারা সকলে তদ্রূপ ধনুর উৎপত্তি-কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সর্ব্বজ্ঞ সুমেরু বলিতে লাগিল,—এই প্রদেশে কীচক-পরিপূর্ণ একটি দিব্য নগর আছে। সেই কীচকবন হইতে বংশ ছেদন করিয়া এই সরোবরে নিক্ষেপ করিলে নানাপ্রকার দিব্য ধনু উৎপন্ন হয়। দেবগণ, অসুরগণ, গন্ধর্ব্বগণ, বিদ্যাধরগণ ও কিন্নরগণ এই উপায়ে ধনুর্লাভ করিয়া থাকেন। সেই সকল ধনু ভিন্ন ভিন্ন নামে কথিত হয়। তাহার মধ্যে চক্রবর্ত্তী ধনু অসিতবল নামে বিখ্যাত। পুরাকালে দেবগণ তাদৃশ ধনুসকল এই সরোবরে নিক্ষেপ করেন। যে-সকল পুণ্যবান্ ব্যক্তি ভাবী চক্রবর্ত্তিত্বের অভিলাষ করেন, তাঁহারাই অনেক কষ্টে ঈশ্বরানুগ্রহে এই কার্য্যসাধন করিয়া থাকেন। এই সূর্য্যপ্রভ ঈশ্বরের কৃপায় ভাবী চক্রবর্ত্তিলক্ষণ এই ধনু পাইয়াছেন, ইহার বয়স্যগণও স্ব স্ব অনুরূপ ধনু লাভ করিতে সমর্থ হইবে। অতএব তোমরা সকলে স্ব স্ব অনুরূপ ধনুর্লাভার্থ যত্নবান্ হও।

সূর্য্যপ্রভের অনুচরেরা সুমেরুর বাক্যানুসারে কীচকনগরে গিয়া, তত্রত্য রাজাকে পরাজয় করিয়া বংশচ্ছেদনকরতঃ সেই সরোবরে নিক্ষেপ করিল। তৎপরে জপহোমাদি কার্য্য সম্পন্ন করিলে সাত দিনের মধ্যেই আপনার অনুরূপ ধনুর্লাভ করিয়া কৃতার্থ হইল। তৎপরে সূর্য্যপ্রভ অনুচরগণের সহিত ধনুর্লাভে কৃতার্থমন্য হইয়া সুমেরুর তপোবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা সকলে তপোবনে আগমন করিলে, সুমেরু সূর্য্যপ্রভের অনুচরদিগের হস্তে দুর্জ্জয় বেণুনগরাধিপতি চন্দ্রদত্তের পরাজয়ের নিমিত্ত তাহাদিগকে অনেক প্রশংসা করিলেন।

অনন্তর দানবেন্দ্র ময় সূর্য্যপ্রভকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বৎস! তুমি একপ্রকার সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ হইয়াছ, এক্ষণে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট হইতে মোহিনী ও পরিবর্ত্তিনী বিদ্যা লাভ কর। সূর্য্যপ্রভ তাহাতে সম্মত হইয়া মহর্ষির নিকট গমনকরতঃ সেই দুইটি বিদ্যা প্রার্থনা করিলেন। মহর্ষি তাঁহার মনোরথ পূরণ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে সপ্তাহ ভুজগ হ্রদে ও দিনত্রয়

অগ্নিমধ্যে তপশ্চরণ করিতে আদেশ করিলেন। অনন্তর মহর্ষি তাঁহাকে সপ্তাহ ভুজগ-দংশন ও তিনদিন অসহ্য অগ্নিসন্তাপ সহ্য করিতে দেখিয়া অত্যন্ত তুষ্ট হইলেন এবং প্রার্থিত বিদ্যাদ্বয় দান করিয়া পুনরায় বহ্নিপ্রবেশ করিতে অনুমতি করিলেন, তিনিও মহর্ষির আদেশ প্রতিপালন করিলেন।

এই সময়ে নানারত্ন-মণ্ডিত মহাপথ নামক ব্যোমযান সূর্য্যপ্রভের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, দৈববাণী হইল, বৎস! এই চক্রচর্ত্তীবিমান গ্রহণ কর, এই সিদ্ধবিমানাভ্যন্তরে রক্ষিত তোমার অন্তঃপুরিকাগণ কখনই শত্রুগণ কর্ত্তৃক ধর্ষিত হইবে না।

সূর্য্যপ্রভ সেই দৈববাণী শুনিয়া মহর্ষির নিকট গিয়া বলিলেন, ভগবন্! আপনাকে আমি এক্ষণে কি দক্ষিণা দিয়া সন্তুষ্ট করি?

মহর্ষি বলিলেন, বৎস! তুমি অভিষেকসময়ে আমাকে স্মরণ করিও, তাহাই আমার প্রচুর দক্ষিণা হইবে, সম্প্রতি স্বগণের সহিত মিলিত হও। এই কথা বলিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

সূর্য্যপ্রভ ভক্তিপূর্ব্বক মুনিকে প্রণাম করিয়া সেই বিমানের সাহায্যে সুমেরুর ভবনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন; ক্ষণকালমধ্যে আশ্রমে অবরোহণ করিয়া স্বীয় অনুচরগণের সহিত মিলিত হইলেন। ময়াদি সকলে তাঁহার মুখে বিমানসিদ্ধি পর্য্যন্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল। অনন্তর সুনীথ সুবাসকুমারকে স্মরণ করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত হইয়া ময়াদি সকলকে শত্রুজয়ের কারণ আদেশ করিলেন।

ময়দানব বলিলেন, যাত্রার পূর্ব্বে শত্রুর নিকট একজন দূত পাঠান কর্ত্তব্য, নীতিশাস্ত্রবিদেরা এ কথা বলিয়া থাকেন। ময়ের এই কথা শুনিয়া মুনিপুত্র বলিলেন, ক্ষতি কি? প্রহস্তকেই দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করা হইল, যেহেতু সে বচনরচনা-চতুর দূতকর্ম্মাভিজ্ঞ। সকলেই তাহাতে অনুমোদনপূর্ব্বক তাহাকে যথাসাধ্য উপদেশ দিয়া শ্রুতশর্ম্মার নিকট প্রেরণ করিল।

অনন্তর সূর্য্যপ্রভ একত্র সমবেত অনুগামীদিগকে কহিলেন, বয়স্যগণ! আমি গত নিশীথসময়ে স্বপ্নে দেখিয়াছি, আমরা যেন নৃত্য করিতে করিতে নদীমধ্যে নিপতিত হইয়াও তাহাতে নিমগ্ন না হইয়া নদীবেগে ভাসিয়া যাইতেছি, এমন সময়ে অত্যন্ত প্রতিকূল বায়ু বহিতে লাগিলে, অগ্নির ন্যায় তেজস্বী একজন মহাপুরুষ আমাদিগকে ধরিয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু আমরা কেহই তাহাতে দগ্ধ হইলাম না। অনন্তর সহসা উদিত মেঘ হইতে শোণিতবৃষ্টি হওয়াতে চতুর্দ্দিক্ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। এই পর্য্যন্ত দেখিয়াছি, এমন সময় নিদ্রাদেবী আমাকে পরিত্যাগ করিলেন; অবশিষ্ট সমস্ত রাত্রিমধ্যে আর পুনরায় আগমন করিলেন না।

সূর্য্যপ্রভ এইরূপে স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া বিরত হইলে সুবাসকুমার বলিলেন, এই স্বপ্ন দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, অত্যুন্নতি সম্যগায়াসসাধ্য। জলের স্রোতে নিমগ্ন না হইয়া নৃত্য করিতে করিতে গমন করা, পরাজিত না হইয়া রণাঙ্গনে বিচরণ করাই প্রতিপাদন করিতেছে। বহুক্ষণ জল-নিমগ্ন শীতার্ত্ত ব্যক্তিদিগের অগ্নিসেবাই বিধেয়; এই হেতু আমাদিগের আরাধ্য শম্ভুই মহাপুরুষরূপে আমাদিগকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, দাহ করিবার জন্য নহে। তারপর মেঘ হইতে রক্তবর্ষণ দ্বারা চতুর্দ্দিক রক্তবর্ণ করাতে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, শত্রুদিগের রুধিরপাতে সেই প্রকারই হইবে; সেই মেঘ আর কিছু নহে, আমাদিগের মধ্যে কোন বীরপুরুষ হইবে। স্বপ্নও সত্য ও মিথ্যা এই দুই প্রকার হইয়া থাকে। নিদ্রাবস্থায় দেবতাদিগের আদেশ প্রথম, আর অনবরত চিন্তায় স্বল্পনিদ্রাজনিত দ্বিতীয়। সত্যস্বপ্ন কালবশে সত্বর বা বিলম্বে ফলোৎপাদন করে, রাত্রিশেষে যে স্বপ্ন দেখা যায়, তাহার ফল অতি শীঘ্রই ফলে। মুনিসুত এইরূপ স্বপ্নের ফলাফল বর্ণন করিলে সকলে নিরুদ্বেগচিত্তে গাত্রোত্থান করিয়া দিবসকৃত্য সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

অনন্তর প্রহস্ত শ্রুতশর্ম্মার নিকট প্রত্যাগত হইয়া সর্ব্বসমক্ষে বলিতে লাগিল,—আমি এখান হইতে ত্রিকূট পর্ব্বতোপরিস্থিত ত্রিকূট পতাকাখ্য সৌবর্ণনগরে গিয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া রাজার নিকট সংবাদ পাঠাইয়া দিলাম। পরে রাজাজ্ঞায় অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলাম, রাজচক্রবর্ত্তী শ্রুতশর্ম্মা পিতার সহিত বিদ্যাধরগণে পরিবৃত হইয়া রাজসভামধ্যে বসিয়া আছেন। দামোদরাদি প্রধান অমাত্যগণ আপন আপন কার্য্যানুষ্ঠানে রত রহিয়াছে। আমি সভামধ্যে উপবিষ্ট হইয়া বলিলাম, শ্রুতশর্ম্মন্! আমি রাজচক্রবর্ত্তী সূর্য্যপ্রভের দূত, ভগবান্ ধূর্জ্জটির প্রসাদে তিনি অলৌকিক বিদ্যা, বহু সহায় ও সম্পত্তি লাভ করিয়াছেন। তুমি আমাদিগের প্রভুর আদেশে সানুচর তাঁহার শরণ লও। নতুবা তোমার মহা

অমঙ্গল হইবে। তিনি বিপক্ষ পক্ষের অগ্নি ও প্রণতগণের বান্ধব। আর এক কথা, তুমি সুনীথের তনয়াকে অপহরণ করিয়া অত্যন্ত গর্হিতাচরণ করিয়াছ, তাহাকে অবিলম্বে পরিত্যাগ কর, তাহা না করিলে মহা অমঙ্গল ঘটিবে। এইকথা বলিয়া আমি বিরত হইলে, যাবতীয় বিদ্যাধরযুবরাজকে সামান্য মানুষ বোধে অনেক ভৎর্সনা করিতে থাকিলে, আমি বলিলাম, যখন দেবাদিদেব তাঁহাকে চক্রবর্ত্তী করিয়াছেন, তখন তাঁহার মনুষ্যত্বেই দেবতাত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। তোমরাও তাঁহার পরাক্রম দেখিয়াছ, অথবা এখানে আগমন করিলে তাঁহার বল ও পরাক্রম দেখিতে পাইবে। আমার এইপ্রকার উক্তি শুনিয়া সকলে ক্রোধসংক্ষুভিত হইলে, শ্রুতশর্ম্মা ও ধুরন্ধর আমাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইল। আমিও তাহাদিগকে এই কথা বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। দূত অবধ্য, এই কথা বলিয়া দামোদর তাহাদিগকে নিবারণ করিল। তাহার পর বিক্রমশক্তি বলিল, দূত! তুমি পলায়ন কর, তোমার প্রভুর ন্যায় আমরাও দেবনির্ম্মিত, তুমি গিয়া তোমার প্রভুকে বলিও, আমরাও তাঁহাকে দেখিব। আমি সেই কথা শুনিয়া স্মিতমুখে বলিলাম, যে পর্য্যন্ত গগন মেঘে আচ্ছাদিত না হয়, রাজহংস সেই পর্য্যন্ত পদ্মবনে ক্রীড়া করিয়া থাকে। আমি এই কথা বলিয়া তাহাদিগের প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শনপূর্ব্বক চলিয়া আসিয়াছি। প্রহস্তের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া সকলে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া সংগ্রাম করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। রাজা প্রভাসহস্তে সৈনাপত্যভার প্রদান করিলেন। ক্রমে রজনী ঘোর হইয়া আসিল; সকলে সুবাসকুমারের আদেশে শয়ন করিল।

এই সময়ে সুমেরুর ভ্রাতৃকন্যা বিলাসিনী সখী সঙ্গে করিয়া সূর্য্যপ্রভের শয়নমন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহার নিকটে আসিলেন। সূর্য্যপ্রভ তাঁহাকে দেখিয়াই মোহিত ও কৌতুকাবিষ্ট হইয়া কপট নিদ্রাভিভূত হইলে, বিলাসিনী নিঃশব্দপদসঞ্চারে তাঁহার নিকট আসিয়া তদীয় রূপদর্শনে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন। পরে সখীর সকাশে তাঁহার রূপের বহু প্রশংসা করিয়া, তাঁহাকে পতিরূপে লাভ করিতে অভিলাষিণী হইয়া শ্রুতশর্ম্মার সহিত সংগ্রামে তাঁহার জয় আকাঙ্ক্ষা করিতে লাগিলেন।

তাহার পরে তদীয় সখী সূর্য্যপ্রভের সর্ব্ববিদ্যাতে পারদর্শিতা ও জয়লাভের অবশ্যম্ভাবিতা বর্ণন করিয়া বলিল, সখি! তুমি ও সুপ্রভা একবংশীয়া, তোমরা দুইজনেই যুবরাজের ভার্য্যা হইবে, এইরূপ সিদ্ধাদেশ আছে। তোমার বন্ধুগণের অপেক্ষা করা বৃথা।

বিলাসিনী বলিলেন, সখি! সত্য বলিতেছ ত'? তাহা হইলে আমি আর বন্ধুগণের অপেক্ষা করিব না। ইনি সর্ব্ববিদ্যাসিদ্ধ হইলেও ওষধিসিদ্ধ হইতে পারেন নাই, এই হেতু আমি অতিশয় দুঃখিত হইতেছি। চন্দ্রপাদ পর্ব্বতের গুহাতে যে সকল ওষধি আছে, পুণ্যশীল চক্রবর্ত্তীরাই সেই সকল ওষধি অধিকার করিয়া থাকেন, তবে যদি ইনি সেখানে গিয়া সেই সকল ওষধির আরাধনা করিতে পারেন, তাহা হইলে ইঁহার পরম মঙ্গল হইতে পারে।

কপটনিদ্র সূর্য্যপ্রভ সেই সকল কথা শুনিয়া উঠিয়া বসিয়া সপ্রণয়ে বলিলেন, সুন্দরি! তুমি আমার প্রতি অতিশয় স্নেহ প্রদর্শন করিলে। এস, আমরা এখনই চন্দ্রপাদ-গিরিগুহাতে গমন করি। এই কথা বলিয়া সেই কন্যার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি লজ্জাবনতমুখী হইয়া রহিলেন।

তাঁহার সখী বলিতে লাগিল, যুবরাজ! ইনি বিদ্যাধররাজ সুমেরুর কনিষ্ঠ সহোদরের কন্যা, ইঁহার নাম বিলাসিনী, আপনাকে দেখিবার জন্য এখানে আসিয়াছেন। এই কথা বলিয়া সখী ক্ষান্ত হইলেই বিলাসিনী "সখি! এস, এক্ষণে 'আমরা যাই" এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

তৎপরে সূর্য্যপ্রভ সেনাপতি প্রভাসকে জাগাইয়া তাহার নিকট সকল কথা বলিয়া তাহারই মুখেময়দানবাদির নিকট ওষধিসাধন বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন। তাঁহারাও সেই রাত্রিতেই অনুচরগণ-সমভিব্যাহারে চন্দ্রপাদগিরিতে প্রস্থান করিলেন। সূর্য্যপ্রভ মান, রোধি, যক্ষ ও গন্ধর্ব্বদিগকে সিদ্ধবিদ্যাপ্রভাবে জয় করিয়া মন্ত্রিগণের সহিত সেই গিরিগুহা-দ্বার-সমীপে আগমন করিলেন। সুবাসকুমার সেখানে অনেক প্রকার বিকৃতানন শিবানুচরগণকে গুহামধ্যে প্রবেশ নিষেধ করিতে দেখিয়া তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়া ভগবান্ দেবদেবের স্তব করিতে অনুমতি করিলেন। সকলে তদ্বাক্যানুসারে ভগবান্ শিবের স্তব করিতে লাগিল। প্রমথগণ ভগবানের সেই স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া কেবল প্রভাসকে তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে অনুমতি করিলেন। প্রবেশমাত্র গুহামধ্যস্থ তমোরাশি বিলীন হইলে, প্রভাস সাত প্রকার দিব্যৌষধি সংগ্রহ করিয়া বাহিরে আসিয়া

সূর্য্যপ্রভকে সমর্পণ করিল। তদনন্তর সূর্য্যপ্রভ অনুচরগণের সহিত সুমেরুর আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া সকলের নিকট ওষধিপ্রাপ্তিবৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন।

অনন্তর সুনীথ সুবাসকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! গুহাভ্যন্তরে সূর্য্যপ্রভের প্রবেশ নিষেধ এবং প্রভাসের সমাদরের কারণ শুনিতে ইচ্ছা করি।

সুবাসকুমার বলিলেন, প্রভাস একে ত' সূর্য্যপ্রভের পরম মিত্র, দ্বিতীয়তঃ অদ্বিতীয় বীরপুরুষ পূর্ব্বজন্মে এই গুহা প্রভাসেরই অধিকৃত ছিল, তন্নিমিত্তই প্রভাসের সেইপ্রকার সমাদর, ইহার পুরাবৃত্ত শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে নমুচি নামে এক অতি বিখ্যাত দানব ছিল। সে যেমন বীর, সেইরূপ দাতা। যে ব্যক্তি তাহার নিকট যাহা প্রার্থনা করিত, সে তাহাকে তাহাই দিয়া সন্তুষ্ট করিত। পূর্ব্বে সে দশ হাজার বৎসর কেবল ধূমপান করিয়া বিষ্ণুর আরাধনা করে। বিষ্ণু তাহার আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া বরদানে উদ্যত হইলে, সে এই বর প্রার্থনা করে যে, আমি যেন লৌহ, প্রস্তর বা কাষ্ঠের আঘাতে না মরি। ইন্দ্রও ইহার ভয়ে পলায়ন করিতেন। পরে কশ্যপ নমুচিকে অনুনয় করিয়া ইন্দ্রের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া দেন।

কিছুকাল গত হইলে দেবাসুরে মন্ত্রণা করিয়া ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করিলে যে-সকল রত্ন উত্থিত হয়, তাহার মধ্যে ভগবান্ নারায়ণ লক্ষ্মীকে লইলেন ও নমুচি উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব লইল, অপর দেবাসুরেরা বিধাতার আদেশে অন্যান্য রত্ন সমুদায় বিভাগ করিয়া লইল। পরে মন্থনদণ্ড মন্দর পর্ব্বতের শিখরদেশ হইতে যে অমৃত উত্থিত হয়, তাহা দেবগণ কর্ত্তৃক অপহৃত হইলে পুনর্ব্বার দেবাসুরে সংগ্রাম আরম্ভ হয়। সেই যুদ্ধে যে-সকল অসুর নিহত হইল, তাহারা উচ্চৈঃশ্রবা কর্ত্তৃক পুনর্জ্জীবিত হইতে লাগিল, সেই হেতু অসুরগণ দেবতাদিগের অজেয় হইয়া উঠিল। দেবগুরু বৃহস্পতি এই কাণ্ড দেখিয়া ইন্দ্রকে বলিলেন, দেবরাজ! তুমি নমুচির সকাশে যাইয়া উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব প্রার্থনা কর। নমুচি তোমার শত্রু হইলেও তোমাকে সেই অশ্ব নিশ্চয়ই দান করিবে, সে কখনই আপনার বদান্যতাকীর্ত্তি লোপ করিতে পারিবে না। দেবরাজ গুরুর উপদেশানুসারে দেবগণের সহিত নমুচির নিকটে গিয়া সেই অশ্বরত্ন যাচ্ঞা করিলে অতি দানশীল নমুচি চিন্তা করিতে লাগিল, আমি কখনই কোন সামান্য অর্থীকেও বিমুখ করি নাই, আজ স্বয়ং ইন্দ্র যাচক, কেমন করিয়া ইহাকে পরাঙ্মুখ করি? ইঁহাকে উচ্চৈঃশ্রবা দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি যদি এই অর্থীকে আজ নিরাকৃত করি, তাহা হইলে আমার ভুবনবিখ্যাত যশ কলুষিত হইবে, তাহা হইলে আমার জীবনধারণের প্রয়োজন কি? এইপ্রকার চিন্তা করিয়া গুরু শুক্রাচার্য্য বারংবার নিষেধ করিলেও নমুচি সেই অশ্বরত্ন ইন্দ্রকে দান করিল।

অনন্তর বৃত্রহা অন্যায়ে অবধ্য নমুচিকে বজ্রবিন্যস্ত গোশৃঙ্গ দ্বারা বিনাশ করিলেন। হায়! বিষয়লালসার সীমা নাই, যেহেতু দেবতারাও ইহার অধীন হইয়া এতবড় একটা দুষ্কৃতি উপার্জ্জন করিলেন। দানবমাতা দনু তপস্যাপ্রভাবে নমুচির বিনাশ জানিতে পারিয়া অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া পুনরায় স্বীয় গর্ভে নমুচির জন্ম আকাঙ্ক্ষা করিলেন। তদনুসারে নমুচি তাঁহার গর্ভে পুনরায় জন্মগ্রহণকরতঃ প্রবল নামে বিখ্যাত হইল। সেই দুর্জ্জয় দানব শত শতবার দেবরাজকে যুদ্ধে পরাজয় করিল। কোন সময়ে দেবগণ নরমেধ যজ্ঞস্থলে তাহার শরীর যাচ্ঞা করিলে সেই দানবীর প্রবল অতি বড় শত্রু দেবগণকে নিজ শরীর দান করিল। দেবতারা তাহার শরীর শতখণ্ডে বিভক্ত করিলেন। তাহার পরে সেই প্রবল মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণকরতঃ প্রভাস নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এই ওষধিগুহা সে সময়ে প্রবলেরই অধিকৃত ছিল, তাহার অনুচর ও কিঙ্করগণ আজ পর্য্যন্ত সেই গুহা রক্ষা করিতেছে। গুহার নিম্নে পাতালে আজ পর্য্যন্ত প্রবলের রাজভবন বিদ্যমান আছে, সেখানে ইহার দ্বাদশ পত্নী, বিবিধ রত্ন ও বহুতর অস্ত্রশস্ত্র বর্ত্তমান আছে। প্রবল নিজ ভুজবলে সেই সকল বস্তুজাত উপার্জ্জন করিয়াছিল। নমুচির অবতার প্রভাসের কিছুই অসাধ্য নাই, তন্নিমিত্ত তত্রস্থ কিঙ্করগণ ইহাকে সমাদর করিয়া সেই গুহামধ্যে প্রবেশ করিতে দিয়াছিল।

অনন্তর সূর্য্যপ্রভ মুনিকুমারের মুখে এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পাতালতল হইতে প্রবলের গৃহান্তর্বর্ত্তী রত্নাদি সংগ্রহ নিমিত্ত উদ্যোগ করিলে, প্রভাস একাকীই সুড়ঙ্গপথে পাতালে প্রবেশ করিয়া আপনার পূর্ব্বপত্নী চিন্তামণি, অশ্বারোহী অসুরসৈন্য সকল ও যাবতীয় রত্ন সংগ্রহ করিয়া পাতালতল হইতে আগমন করিল এবং প্রভু সূর্য্যপ্রভকে সমুদায় সমর্পণ করিয়া সম্মানিত করিলে সূর্য্যপ্রভ

অনুচরগণের সহিত আপনার শিবিরে গমন করিলেন।

সপ্তচত্বারিংশ তরঙ্গ

সংগ্রাম বিবরণ

অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে সূর্য্যপ্রভ শ্রুতশর্ম্মাকে জয় করিবার অভিলাষে সুমেরুর তপোবন হইতে সসৈন্যে ত্রিকূটাভিমুখে গমন করিলেন। ত্রিকূটাধিপতি শ্রুতশর্ম্মা এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার নিকট দূত পাঠাইয়া দিল। দূত তথায় আসিয়া খেচরেশ্বর সুমেরুকে সম্বোধন করিয়া বলিল, খেচররাজ! শ্রুতশর্ম্মার পিতা ত্রিকূটাধিপতির এই আদেশ, আপনি দূরবর্ত্তী থাকাতে আমরা আপনাকে যথোপযুক্ত সমাদর করিতে সমর্থ হইতে পারিতেছি না, অতএব আপনি স্বগণে পরিবৃত হইয়া আমার সৌভাগ্যবশতঃ যখন এই দেশকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, তখন আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে, আজ আপনার সমুচিত সৎকার করিয়া কৃতার্থ হই। সুমেরু দূতমুখে শত্রুর এই প্রকার সন্দেশ শ্রবণ করিয়া সেই দূতের সহিত ত্রিকূটাধিপতির সকাশে গমন করিলেন।

এই অবসরে সূর্য্যপ্রভাদি জিগীষুগণ সেনানিবেশ দেখিবার জন্য উচ্চতর প্রদেশে অধিরোহণ করিলেন। সুনীথ পিতা ময়কে সৈন্যগণের রথাদি পৃথক্ পৃথক্ বর্ণন করিতে অনুরোধ করিলেন।

ময় পুত্র কর্ত্তৃক এইরূপ অনুরুদ্ধ হইয়া বলিলেন, বৎস! এই সকল সৈন্যমধ্যে সুবাহু, বিঘাত, মুষ্টিক, মোহন, প্রলম্ব, প্রমাথ, কেকট, পিপ্পল ও বসুদত্ত প্রভৃতি যে-সকল রাজা আছেন, তাঁহাদিগের প্রত্যেকের অর্দ্ধলক্ষ করিয়া; বিশাল, উন্মত্তক, দেবশর্ম্মা, পিতৃশর্ম্মা, কুমার ও হরিদত্তাদি রাজাদিগের প্রত্যেকের লক্ষ করিয়া; প্রকম্পক, কুম্ভীর, মহাভট, বীরস্বামী, ধুরাধর, ভাণ্ডীলক, সিংহদত্ত, গুণশর্ম্মা, কীকট ও ভদ্রঙ্করাদি রাজাদিগের প্রত্যেকের দুই লক্ষ করিয়া; বিরেচন, যজ্ঞসেন ও বীরসেনাদি রাজপুত্রগণের প্রত্যেকের তিন লক্ষ করিয়া; সুশর্ম্মা, বিশাখ, শল ও প্রচণ্ডাদি রাজপুত্রদিগের প্রত্যেকের চারি লক্ষ করিয়া; জঞ্জুরী, বীরশর্ম্মা, প্রবীর ও সুপ্রতিজ্ঞাদি রাজা ও রাজপুত্রগণের প্রত্যেকের পাঁচ লক্ষ করিয়া; একা উগ্রকর্ম্মার ছয় লক্ষ; বিশোক, সুতন্ত, সুগম ও নরেন্দ্রশর্ম্মাদির প্রত্যেকের সাত লক্ষ করিয়া রথ আছে। সহস্রায়ু নামক রাজকুমার মহারথ; শতানীক মহারথদিগের দলপতি; সূর্য্যপ্রভের বয়স্য শুভ, বিমল, সুহর্ষ, ভয়ঙ্কর ও শুভঙ্কর প্রভৃতি সকলেই মহারথ; ইঁহারা মন্ত্রী বিশ্বরুচি, ভাস ও সিদ্ধার্থ মহারথীদিগের যূথপতি; মহামাত্য ও প্রহস্ত রথযূথপতি; প্রজ্ঞাঢ্য ও স্থিরবুদ্ধি ইঁহারা দুইজনও রথযূথপতি; সর্ব্বদমনদাশ্ব ও প্রমথন, ধূমকেতু, প্রবহণ, বজ্রপঞ্জর ও কালচক্রাদি অসুরগণ রথ ও অতিরথদিগের অধিপতি; প্রকম্পন ও সিংহনাদ রথযূথপতিদিগের অধিপতি; মহামায়, কম্বলিক, কালযাপন ও প্রহৃষ্ট এই চারিজন অসুরেন্দ্র রথাধিপতিদিগের অধিপতি; প্রভাস সেনাপতি; সুমেরুতনয় শ্রীকুঞ্জর ও কুমার মহাহরি, ইঁহারা যূথাধিপতি। এই সৈন্যসাগরমধ্যে আরও অন্যান্য অনেক বীর আছে। পুত্র! যেখানে দেবদেব সহায়, সেখানে এতৎসংখ্যক সৈন্যে কি জয়সাধন করিতে সমর্থ হইবে না?

এই প্রকার সৈন্যবিভাগ বর্ণিত হইতেছে, এমন সময়ে ত্রিকূটাধিপতির নিকট হইতে দ্বিতীয় দূত আসিয়া বলিল, আমাদিগের মহারাজ বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, সংগ্রাম বীরগণের উৎসবক্ষেত্র; এই স্থান অতি অপ্রশস্ত, এখানে সমুদায় সেনার স্থান হইবে না; অতএব এই স্থান হইতে কলায়গ্রামাখ্য সুবিস্তৃত প্রদেশে আপনার সৈন্য প্রেরণ করুন। সুনীথাদি সূর্য্যপ্রভের বয়স্যগণ দূতের বাক্যে সেই শত্রুপ্রস্তাবে সম্মত হইয়া কলায়গ্রামাভিমুখে সৈন্য প্রেরণ করিল। শ্রুতশর্ম্মা ও বিদ্যাধর সৈন্যে পরিবৃত হইয়া কলায়গ্রামে গিয়া স্কন্ধাবার স্থাপন করিল। সূর্য্যপ্রভ শ্রুতশর্ম্মার সৈন্যমধ্যে অসংখ্য গজসৈন্য দেখিয়া সত্বর গজসৈন্য সংগ্রহ করিতে যত্নবান্ হইলেন।

শ্রুতশর্ম্মা মহাবীর দামোদরকে সৈন্যাপত্যে অভিষিক্ত করিল। আপনি মন্ত্রিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ব্যূহপার্শ্বে অবস্থিতি করিতে লাগিল। সেনাপতি দামোদর রণাগ্রবর্ত্তী হইলে মহারথগণ চতুর্দ্দিকে সৈন্যস্থাপনকরতঃ অবস্থিতি করিতে লাগিল। সূর্য্যপ্রভের সেনাপতি প্রভাস অর্দ্ধচন্দ্রব্যূহ রচনা করিয়া আপনি মধ্যভাগে অবস্থিত হইল। প্রহস্ত ও শ্রীকুঞ্জর ব্যূহের পার্শ্বদ্বয় রক্ষা করিতে লাগিল। সানুচর সূর্য্যপ্রভ ও সুনীথ ব্যূহের পৃষ্ঠদেশ রক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। তাহার পরে সুমেরু, সুবাসকুমার দুইজনে যথাযোগ্য স্থানে

অবস্থিত হইলে উভয়পক্ষের সৈন্যদিগের রণভেরী বাজিয়া উঠিল।

এইপ্রকারে উভয়পক্ষের সেনাব্যূহ সম্পাদিত হইলে, যুদ্ধদর্শনার্থ ইন্দ্রাদি দেবগণ ও দিক্‌পালগণ অপ্সরাদিগের সহিত, ভগবান্ বিশ্বেশ্বর ও পার্ব্বতী মাতৃকাগণ ও প্রমথগণের সহিত, ভগবান্ পদ্মযোনি সাবিত্রী ও মহর্ষিগণের সহিত, ভগবান্ বিষ্ণু গরুড়ারোহণে কমলার সহিত আকাশমণ্ডলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। মহামুনি কশ্যপ ভার্য্যাগণের সহিত তথায় আগমন করিলেন। ক্রমে একাদশ রুদ্র, অষ্টবসু, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও প্রহ্লাদাদি দানবেন্দ্রগণ আকাশপথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

অনন্তর রণবাদ্যের ধ্বনি শ্রবণে বীরগণ সমুত্তেজিত ও মত্ত হইয়া উঠিল। পরে উভয়পক্ষের সৈন্যের শস্ত্রপাতের ভীষণ ধ্বনিতে অনেকে কম্পিতকলেবর হইতে লাগিল। দশদিক্ শরনিকরে সমাচ্ছাদিত হওয়াতে মেঘাচ্ছন্নবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। রণভূমি শস্ত্রক্ষত হস্তী, অশ্ব ও বীরগণের শোণিতে প্লাবিত হইয়া রক্তবর্ণ ধারণ করিল। সেই রণভূমি ক্রমে বীরগণ, শৃগালসমূহ ও ভূতবর্গের মহোৎসব-ক্ষেত্র হইয়া পড়িল। কেহ নৃত্য, কেহ হাস্য, কেহ বা গান করিতে লাগিল। এইরূপে অসংখ্য সৈন্য নিহত হইলে সুবাহু সহাস্যবদনে অট্টহাসের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। অট্টহাস ক্ষণকালমধ্যে সুবাহুর শিরশ্ছেদন করিয়া ফেলিল। মুষ্টিক সুবাহুকে নিহত দেখিয়া ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া অট্টহাসকে আক্রমণ করিল; অট্টহাস চকিতমধ্যে তাহারও নিধনসাধন করিল। মুষ্টিককে গতাসু দেখিয়া প্রলম্ব নরপতি ক্রোধকম্পিত হইয়া অট্টহাসের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিল। অট্টহাস অগ্রে তদীয় সৈন্যগণকে, পরে তাহাকে যমালয়ে প্রেরণ করিল। প্রলম্ব গতাসু হইয়া রণভূমিতে পতিত হইলে, মোহন অট্টহাসকে আক্রমণ করিলে সে ব্যক্তি অট্টহাসের হস্তে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল।

অট্টহাস এইপ্রকারে চারি বীরপুরুষকে নিহত করিলে, শ্রুতশর্ম্মার সৈন্যগণ সিংহনাদকরতঃ জয়-ঘোষণা করিতে থাকিলে সূর্য্যপ্রভের মিত্র হর্ষ সসৈন্যে অট্টহাসের নিকটস্থ হইয়া শরাঘাতে তদীয় সৈন্যগণকে জয় করিয়া তাহার সারথির মস্তক ও ধনুশ্বর ছেদন করিয়া তাহাকে ভূপাতিত করিল। সেই মহাবীর অট্টহাস নিপাতিত হইলে মহা কোলাহল উত্থিত হইল। যুদ্ধে উভয়পক্ষের অর্দ্ধসৈন্য ক্ষয় হইল, ইতস্ততঃ কবন্ধ বিচরণ করিতে লাগিল, তৎপরে সায়ংকাল উপস্থিত দেখিয়া সকলে আপন আপন ব্যূহভঙ্গ করিয়া শিবিরমধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

অষ্টচত্বারিংশ তরঙ্গ

সংগ্রাম সমাপন

অনন্তর প্রভাত হইবামাত্র বিজয়েপ্সু উভয়পক্ষ পুনরায় স্ব স্ব সৈন্য সজ্জিত করিয়া যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইল। পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রাদি সকলেই যুদ্ধদর্শনাভিলাষে নভোমণ্ডলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বিদ্যাধর-সেনাপতি দামোদর চক্রব্যূহ এবং সূর্য্যপ্রভসেনানী প্রহস্ত বজ্রব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। তৎপরে সংগ্রাম আরম্ভ হইলে রণতূর্য্য-ধ্বনিতে ও সৈন্যঘোষে নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সেনানীপ্রবর প্রভাসকে দামোদরের ব্যূহ ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া দামোদর স্বয়ং ব্যূহচ্ছিদ্র আবরণ করিয়া যুদ্ধাভিমুখ হইল। সূর্য্যপ্রভ তাহা দেখিয়া প্রভাসের সকাশে প্রকম্পন, ধূমকেতু ও সিংহনাদ প্রভৃতি ষষ্টিসংখ্যক মহারথকে প্রেরণ করিলেন। দামোদর সেই মহারথদিগকে বেগে আসিতে দেখিয়া অপূর্ব্ব রণকৌশল প্রদর্শন-করতঃ একাকীই পঞ্চদশ বীরের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল।

দেবরাজ ইন্দ্র এই ব্যাপার দেখিয়া পার্শ্ববর্ত্তী নারদকে বলিলেন, দেবর্ষে! সূর্য্যপ্রভাদি সকলে দাসবংশসম্ভূত, আর এই সকল বিদ্যাধর দেবাংশপ্রভব, এই হেতু বলিতেছি যে, এই সংগ্রামকে একপ্রকার দেবাসুরযুদ্ধ বলিতে পারা যায়। ভগবান্ নারায়ণ শ্রুতশর্ম্মারই সাহায্য করিবেন। যেহেতু শ্রুতশর্ম্মার সেনাপতি দামোদর বিষ্ণুর অংশে প্রাদুর্ভূত। দেবরাজ নারদকে এইসকল কথা বলিতেছেন, এমন সময়ে ব্রহ্মগুপ্ত, সুষেণ ও যমদংষ্ট্র প্রভৃতি চতুর্দ্দশ মহারথ যুদ্ধার্থ উত্থিত হইল। দামোদর তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিল। দামোদর প্রকম্পনের, ধূমকেতু ব্রহ্মগুপ্তের, মহামায় অতিবলের, কালকম্পন তেজঃপ্রভের, মরুদ্বেগ স্নায়ুবলের, বজ্রপঞ্জর যমদংষ্ট্রের ও কালচক্র সুরোষের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ করিল।

বিকৃতদংষ্ট্র বিনিহত হইলে চক্রবল নামক বিদ্যাধর সক্রোধে হর্ষের প্রতি ধাবমান হইয়া তাহাকে ধনুর সহিত দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিল; হর্ষ রণভূমে

নিপতিত দেখিয়া তদভিমুখে ধাবিত দৈত্যনরপতিকেও সংহার করিয়া অপর চারিজন দৈত্যবীরকে যমসদনে প্রেরণ করিল। তৎপরে নির্ঘাত নামক দৈত্য ও বিদ্যাধর চক্রবাল উভয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরের রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিল। অনন্তর উভয়ে বহুক্ষণ অসিযুদ্ধ ও চক্রযুদ্ধ করিয়া উভয়কেই রণভূমিতে শয়ান দেখিয়া উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইল। তৎপরে রাজপুত্র প্রকম্পন বিদ্যাধর কালকম্পনের সহিত ক্ষণকাল যুদ্ধ করিয়া রণশয্যায় শায়িত হইলে তদনুযায়ী কালিক ও চণ্ডদত্ত প্রভৃতি বীরগণ রথারোহণে কালকম্পনের অভিমুখে ধাবিত হইলে, মহাবীর কালকম্পন ক্রমে ক্রমে সকলকে রথ হইতে নিপতিত ও নারাচাস্ত্রে বিনাশ করিল। তাহা দেখিয়া খেচরগণ অতি ভয়ানক সিংহনাদ করিতে লাগিল। মনুজসৈন্যগণ অতিশয় বিষণ্ণ হইয়া পড়িল।

অনন্তর কালকম্পন উন্মত্তক, প্রশস্ত, বিলম্বিক ও ধুরন্ধর এই চারিজন বীরকে সম্মুখে আগত দেখিয়া একাকীই অবলীলাক্রমে সকলকে নিপাতিত করিয়া অন্য বহুসংখ্যক মহারথকে যমালয়ে প্রেরণ করিল। ইহা দেখিয়া সুগণ নামক রাজপুত্র ক্রোধকম্পিত-কলেবরে তাহার প্রতি ধাবিত হইয়া তুমুল সংগ্রাম করিল, কিন্তু রণপণ্ডিত কালকম্পন তাহাকেও যমভবনাতিথি করিল। এইপ্রকার যুদ্ধ চলিতেছে, এমন সময় সহস্ররশ্মি অস্তগমন করিলেন। শোণিত-পরিপূর্ণ রণাঙ্গনে কবন্ধসকল নৃত্য করিতে লাগিল। এইরূপে দ্বিতীয় দিবসের সংগ্রাম নিবৃত্ত হইলে উভয়-পক্ষের সৈন্যগণ রণভূমি ত্যাগ করিয়া স্ব স্ব শিবিরে গমন করিল। পরদিন সংগ্রামে শ্রুতশর্ম্মাপক্ষীয় তিনজন ও সূর্য্যপ্রভপক্ষীয় তেত্রিশজন মহারথ নিধন-প্রাপ্ত হইল।

সূর্য্যপ্রভ বহুসংখ্যক স্বজনবিনাশে অতিশয় দুঃখিত হইয়া শয়নমন্দিরে গিয়া মন্ত্রিগণের সহিত সংগ্রামবিষয়িণী কথা কহিতে কহিতে রাত্রির প্রথম যাম অতিবাহিত করিলেন। তাঁহার মহিষীগণ একত্র সমবেত হইয়া, বন্ধুবিনাশে অতিশয় দুঃখিত হইয়া, ক্ষণকাল রোদন করিয়া, পরস্পর সান্ত্বনাবাক্যে প্রবোধিত হইয়া শোকাপনোদন করিলেন। পরে তাঁহাদের নানা কথা আরম্ভ হইল। স্ত্রীলোকদিগের স্বভাবই এই যে, সুখে বা দুঃখে তত্তৎসম্বন্ধীয় কথালাপে কাল কাটাইতে পারে। তাহাদিগের মধ্যে কোন রাজকন্যা, বলিলেন, আর্য্যগণ! আর্য্যপুত্র আজ একাকী কি প্রকারে শয্যায় শয়ন করিবেন?

দ্বিতীয়া পত্নী বলিলেন, আর্য্যপুত্র আজ বন্ধুবিয়োগ শোকে ব্যাকুলভাবে একাকী শয়ন করিবেন?

তৃতীয়া বলিলেন, তোমরা যাহা বলিলে, তাহা সত্য বটে, কিন্তু এই সময়ে আর্য্যপুত্র যদি কোন নবীনা কামিনীকে পান তাহা হইলে সকল দুঃখ বিস্মৃত হইয়া তাহার সহিত আমোদ-প্রমোদে রাত্রিযাপন করিতে পারেন।

চতুর্থ পত্নী বলিলেন, যদিও আর্য্যপুত্র অত্যন্ত কামাতুর বটে, তথাপি আজ কখনই সে প্রকার ব্যাপারে সুখী হইতে পারিবেন না।

পঞ্চম পত্নী বলিলেন, আর্য্যপুত্র কেন স্ত্রীলোকের প্রতি এ প্রকার লোলুপ, তোমরা বলিতে পার? এবং রাজারাই নবীনা নবীনা রাজকন্যা প্রাপ্ত হইয়াও তৃপ্ত হন না কেন?

এই কথা শুনিয়া কোন বুদ্ধিমতী বলিলেন, রাজারা অবস্থাভেদে বহুবল্লভ হইয়া থাকেন। স্ত্রীলোকেরা এইপ্রকার আলাপে নিশাযাপন করিলেন।

পরদিবস যুদ্ধ আরম্ভ হইলে সুনীথ ময়কে বলিল, হায়, কি কষ্ট! আমাদের শত্রুসৈন্যগণ আমাদিগের পক্ষীয় বিবিধ শস্ত্রাস্ত্রপারগ মহারথদিগকে অবরুদ্ধ করিলে সেনাপতি প্রভাস একাকী স্বচ্ছন্দে ব্যূহভেদ করিয়া শত্রুসৈন্যসাগরে প্রবেশ করিয়াছেন, না জানি, তাঁহার কি দশা হইবে!

সুবাসকুমার সুনীথের কথা শুনিয়া বলিলেন, বৎস! ত্রিলোক একত্র সমবেত হইলেও প্রভাসের কিছুমাত্র করিতে সমর্থ হইবে না, কেবল খেচরগণ কি করিতে পারিবে? তোমরা প্রভাসের পরাক্রম বিশেষরূপে অবগত হইয়াও এত শঙ্কিত হইতেছ কেন? এখানে ইঁহারা এইপ্রকার আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন, ওদিকে কালকম্পন প্রভাসের নিকটস্থ হইয়া তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিল। প্রভাস অবলীলাক্রমে তাহাকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া বিনাশ করিল। ইহা দেখিয়া মানবসৈন্যগণ সিংহনাদে গগনমণ্ডল পরিপূর্ণ করিল, খেচরগণ বিষম বিষাদসাগরে মগ্ন হইল। অনন্তর বিদ্যুৎপ্রভ নামক খেচর প্রভাসকে বিনাশ করিতে আগমন করিল। প্রভাস তাহাকেও বিচিত্র কৌশলে নিপাতিত করিল।

এই সমাচার প্রাপ্তে শ্রুতশর্ম্মা স্বপক্ষীয়দিগকে বলিল, বীরগণ! প্রভাস আমাদিগের দুইজন মহারথকে নিহত করিল, অতএব এ ব্যক্তি কখনই ক্ষমার পাত্র নহে, তোমরা সকলে একত্র সমবেত হইয়া ইহাকে বিনাশ কর। শ্রুতশর্ম্মার আদেশে

অনুসারে উদ্ধরোম, বিক্রোশন, ইন্দ্রমালী, কালান্তক, বরাহস্বামী, দুন্দুভি, গর্দ্দভরথ ও কুমুদ পর্ব্বত এই আটজন মহারথ সমবেত হইয়া প্রভাসের প্রতি ধাবমান হইল। মহাবীর প্রভাস অনবরত শরনিকর বর্ষণ করিয়া ক্রমে তাহাদিগের অশ্ব, সারথি, ধ্বজ ও ধনুচ্ছেদন করিয়া সকলকে শমনসদনে প্রেরণ করিল। প্রভাস এইপ্রকার জয়লাভ করিলে তাহার মস্তকোপরি আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল, তাহাতে অসুরসৈন্যগণ মানবসৈন্যগণের সহিত যারপরনাই হর্ষলাভ করিল, বিদ্যাধরেরা নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল।

অনন্তর শ্রুতশর্ম্মা কর্তৃক প্রেরিত কাচকর, গিণ্ডিমালী, বিভাবসু ও ধবল এই চারিজন বীরপুরুষ সহসা আসিয়া প্রভাসকে অবরোধ করিল। প্রভাস এক এক বাণে তাহাদিগের ধ্বজ, ধনু ও সারথিদিগকে নিপাতিত করিয়া আট বাণে মস্তকচ্ছেদন করিল, তৎপরে সম্মুখীন অন্য পাঁচজন যোদ্ধাকে নারায়ণাস্ত্রে নিপাতিত করিল। তদনন্তর শ্রুতশর্ম্মা-প্রেরিত দশাখ্যাদি অপর দশজন যোদ্ধা প্রভাসকে অবরুদ্ধ করিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। পরে সূর্য্যপ্রভ-প্রেরিত সকুঞ্জর কুমার ও প্রহস্ত ব্যূহাগ্রভাগ পরিত্যাগ করিয়া সশস্ত্র হইয়া আকাশমার্গে প্রভাসের নিকট আসিয়া পাদচারে যুদ্ধ করিতে করিতে রথস্থ প্রমদ ও নিয়ম নামে বিখ্যাত দুই বীরকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের ধনু ও সারথিকে বিনষ্টকরতঃ তাহাদিগকে ধনু দ্বারা আকর্ষণ করিতে লাগিল। ভয়াকুল সেই দুই ব্যক্তি আকাশে উঠিলেও সকুঞ্জর কুমার ও প্রহস্ত আকাশপথে উঠিয়া তাহাদিগের পশ্চাতে ধাবিত হইল। সূর্য্যপ্রভ এই ব্যাপার দেখিয়া মহাবুদ্ধি ও অচলবুদ্ধিকে তাহাদিগের দুই জনের সারথ্যে নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করিলেন। অনন্তর সকুঞ্জর কুমার ও প্রহস্ত মায়াবলে অদৃশ্য প্রমদ ও নিয়মকে সিদ্ধাঞ্জনপ্রভাবে লক্ষ্য করিয়া বাণে বাণে এমন আচ্ছন্ন করিল যে, তাহারা ক্ষণকালও রণস্থলে থাকিতে সমর্থ না হইয়া ভয়ে পলায়ন করিল। তৎপরে প্রভাস অপর দ্বাদশ বীরের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে তাহাদের চাপচ্ছেদন করিল, প্রহস্ত তাহাদিগের সারথিসকলকে হত করিল। সকুঞ্জর কুমার তাহাদিকে অশ্বসৈন্যসমূহ বিনাশ করিল। সেই দ্বাদশ বীর এইরূপে হতসারথি, হতচাপ ও বিপক্ষশরে ক্ষতবিক্ষতদেহ হইয়া সংগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

তাহা দেখিয়া ক্রোধান্বিত শ্রুতশর্ম্মা অপর দুই বীরকে প্রেরণ করিলে, তাহারাও শত্রুহস্তে নিধনপ্রাপ্ত হইল, তাহাতে সূর্য্যপ্রভের সৈন্যগণ অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। অনন্তর শ্রুতশর্ম্মা স্বয়ং চারিজন মহারথে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধ করিতে আসিল। প্রভাসাদি তিন বীর শ্রুতশর্ম্মাকে যুদ্ধে আগত দেখিয়া তাহার প্রতি ধাবিত হইল। সেই তিন বীরের শরবৃষ্টিতে সমাচ্ছন্ন হইয়া নভোমণ্ডল চক্ষুর অদৃশ্য হইল। এই সময়ে পূর্ব্ব-পলায়িত বীরগণও শ্রুতশর্ম্মার সাহায্যার্থ ধাবমান হইল। সূর্য্যপ্রভও প্রভাসাদির সাহায্যের নিমিত্ত প্রজ্ঞাঢ্য প্রভৃতি বন্ধুবর্গকে ভূতাসন-বিমানে প্রেরণ করিলেন। ইহা দেখিয়া অপর যাবতীয় বিদ্যাধর শ্রুতশর্ম্মার অনুসরণ করিল। পরে উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণমধ্যে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ এবং ক্রমে উভয়পক্ষের বহু সৈন্য নিধন প্রাপ্ত হইল। শ্রুতশর্ম্মা বহু সৈন্যক্ষয় দেখিয়া ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া ঘাতানীকের প্রতি ধাবিত হইল। এইরূপে অসংখ্য সৈন্য রণশয্যায় শায়িত হইলে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল। দেবগন্ধর্ব্বাদি সকলেই তাদৃশ ঘোর সংগ্রাম দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং শত শত কবন্ধ সমুত্থিত হইয়া নৃত্য আরম্ভ করিলে ভূতদিগের মহানন্দ-মহোৎসব সূচিত হইল। বিদ্যাধরসৈন্যগণ সবিষাদে রণ হইতে নিবৃত্ত হইয়া শিবিরে গমন করিল, অসুর সৈন্যেরা জয়লাভে উল্লসিত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে করিতে প্রতিনিবৃত্ত হইল।

এই অবসরে সুমেরু দুইজন বিদ্যাধরকে শ্রুতশর্ম্মাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সূর্য্যপ্রভের পক্ষাবলম্বন করিতে আদেশ করিলে তাহারা বলিল, প্রভো! আমরা বিদ্যাধর, আমাদিগের একজনের নাম মহাযান, অপরের নাম সুমায়। আমরা দুইজন বিদ্যাধরগণের অলক্ষিতভাবে সিংহবলাখ্য বিদ্যাধরের সহিত মহাবেতালসিদ্ধির জন্য শ্মশানে অবস্থিতি করিলে, কোন সময়ে অতি প্রভাবশালিনী শরভাননা নাম্নী কোন যোগিনী আমাদিগের নিকট আগমন করিলে আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কে, কোথায়ই বা থাকেন, যেখানে থাকেন, সেখানে কি আশ্চর্য্য বস্তু আছে?

যোগিনী বলিলেন, আমি যোগিনীগণে পরিবৃত হইয়া প্রভুকে দেখিবার জন্য মহাকালের নিকেতনে গিয়া দেখিলাম, কোন বেতাল প্রভুর নিকট আসিয়া বলিতে লাগিল, প্রভো! আমাদিগের সেনাপতির যে একটি কন্যা আছে, সে বিদ্যাধর-চক্রবর্ত্তীর পত্নী

হইবে, এই প্রকার সিদ্ধাদেশ আছে। কিন্তু দেব! তেজঃপ্রভ নামক বিদ্যাধর বল প্রকাশপূর্ব্বক তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, এক্ষণে ইহাকে তেজঃপ্রভের হস্ত হইতে মোচন করা উচিত। ভগবান্ সেই কথা শুনিয়া সদয় হইয়া তাহার মোচনার্থ আমাদিগকে আদেশ করিলেন। আমরাও ভগবানের আদেশপ্রাপ্তিমাত্র আকাশচারী কন্যাহারী তেজঃপ্রভকে অবরোধ করিলাম। তেজঃপ্রভ আমাদিগের দ্বারা অবরুদ্ধ হইলে, বলিল, এই কন্যা শ্রুতশর্ম্মার নিমিত্ত অপহৃত হইয়াছে, আমরা এই কথা শুনিয়া তাহার হস্ত হইতে সেই কন্যাকে মুক্ত করিয়া প্রভুকে সমর্পণ করিলাম। ভগবান্ও তাহাকে তাহার স্বজনহস্তে সমর্পণ করিলেন। এই এক অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া প্রভুকে প্রণাম করিয়া কিছুকাল তথায় থাকিয়া এখানে আসিতেছি।

আমরা তাপসীর এই কথা শুনিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে বলিলাম, যোগিনি! আপনার কিছুই অবিদিত নাই, আপনি বলুন দেখি, কোন্ ব্যক্তি বিদ্যাধর-চক্রবর্ত্তী হইবে?

আমরা এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, সূর্য্যপ্রভ।

তাপসীর কথা শুনিয়া সিংহবল বলিল, ইন্দ্রাদি দেবগণ যাহার পক্ষ, কখনই তাহার পরাজয় হইতে পারে না।

যোগিনী প্রত্যুত্তর করিলেন, এক্ষণে আমার বাক্যে তোমাদিগের অপ্রত্যয় হইতেছে বটে, কিন্তু অচিরভাবী বিদ্যাধরাসুরসংগ্রামে এই সিংহবল তোমাদিগের সাক্ষাতেই মানব কর্ত্তৃক নিহত হইবে। এই প্রকার ভাবিনী ঘটনা দেখিলেই আমার বাক্যে তোমাদিগের বিশ্বাস হইবে। এই কথা বলিয়া তিনি চলিয়া গেলে, আজ সিংহবলকে নিহত দেখিয়া যোগিনীর বাক্য সত্য বলিয়া মনে উদয় হওয়াতে আমরা আপনার শরণ লইলাম।

সূর্য্যপ্রভ ময়াদির সমক্ষে বিদ্যাধরমুখে এই কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে স্বপক্ষে গ্রহণ করিয়া সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করিলেন দেবরাজ এই বৃত্তান্ত শ্রবণে চিন্তাকুল শ্রুতশর্ম্মাকে বিশ্বাবসু দ্বারা নানাপ্রকার প্রবোধবাক্যে আশ্বাসিত করিলেন। সূর্য্যপ্রভ এই শুভবার্ত্তা শ্রবণ ও নানাপ্রকার শুভলক্ষণ দর্শন করিয়া পরমানন্দিত-চিত্তে সচিববর্গের সহিত শয্যাগৃহে প্রবেশ করিলেন।

ঊনপঞ্চাশ তরঙ্গ

মহাসেন রাজার উপাখ্যান

অনন্তর সূর্য্যপ্রভ শয্যায় শয়ন করিয়া বীতভীতি নামক অমাত্যকে বলিলেন, সখে! নিদ্রা হইতেছে না, অতএব তুমি বীরধর্ম্মাশ্রিত কোন অপূর্ব্ব বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া আমার চিত্তবিনোদন কর। বীতভীতি সূর্য্যপ্রভের আদেশানুসার এক উপাখ্যান বর্ণন করিতে আরম্ভ করিল।

উজ্জয়িনী নগরে মহাসেন নামে এক রাজা ছিলেন। আশোকবতী নাম্নী এক পরমাসুন্দরী তাঁহার মহিষী হইয়াছিলেন। সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী গুণশর্ম্মা নামে কোন এক ব্রাহ্মণযুবা রাজার অনুচর ছিলেন, তিনি সর্ব্বদা রাজাকে নানা কৌশলে সন্তুষ্ট রাখিতেন। একদিন রাজা অন্তঃপুরমধ্যে সর্ব্বপরিজনসমক্ষে গুণশর্ম্মাকে নৃত্য করিতে বলিলেন। গুণশর্ম্মা শিষ্টাচারবিরুদ্ধ কার্য্যে অস্বীকৃত হইলেও, রাজা রাজমহিষীর আগ্রহে পুনরায় তাঁহাকে নাচিতে বলিলেন। গুণশর্ম্মা রাজাদেশলঙ্ঘন ভয়ে অতিকষ্টে সম্মত হইয়া প্রথমে সাঙ্গবিক্ষেপ নৃত্য আরম্ভ করিলেন; তদ্দৃষ্টে রাজা ও রাজমহিষী অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

নৃত্য সমাপ্ত হইলে রাজা তাঁহাকে বাদন করিবার জন্য একটি বীণা দিলে, সে ব্যক্তি বীণাবাদনাদিতেও অতিশয় নিপুণ থাকা প্রযুক্ত সেই বীণা হাতে লইয়াই বলিলেন, এ বীণাটি ভাল নয়, এই কথা বলিয়া অন্য বীণা প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, দেব! এই বীণার তন্ত্রীতে কুকুরের লোম আছে। রাজা তৎক্ষণাৎ বীণা পরীক্ষা করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া অপর একটি বীণা আনাইয়া দিলেন। গুণশর্ম্মা সেই বীণার সহিত মধুরস্বরে সঙ্গীত করিতে থাকিলে রাজদম্পতি আশ্চর্য্য জ্ঞানে অত্যন্ত প্রীত হইলেন। রাজা তাহার যন্ত্রবিদ্যানৈপুণ্য দেখিয়া বহু প্রশংসাকরতঃ তাহাকে মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত করিলেন। রাজ্ঞী অশোকবতী গুণশর্ম্মার তাদৃশ সৌন্দর্য্য ও গান্ধর্ব্ববিদ্যানৈপুণ্য দর্শনে তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন; যদি এই গুণনিধিকে প্রাপ্ত না হই, তাহা হইলে আমার জীবনধারণ বিড়ম্বনামাত্র।

এই প্রকার অবধারণ করিয়া রাজার নিকট আসিয়া গুণশর্ম্মার তাদৃশ যন্ত্রবাদনশক্তির বহু প্রশংসা করিয়া রাজাকে বলিলেন, মহারাজ! আমি

ইহার নিকট বীণা শিক্ষা করিব। রাজা মহিষীর তাদৃশ প্রবৃত্তির কথা শুনিয়া সসন্তোষে গুণশর্ম্মাকে ডাকাইয়া রাজ্ঞীর শিক্ষার্থ আদেশ করিলেন। গুণশর্ম্মা রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া শুভদিনে শিক্ষারম্ভ করা কর্ত্তব্য, এই কথা বলিয়া গৃহে গমন করিলেন।

অনন্তর শুভদিন দেখিয়া গুণশর্ম্মা রাজ্ঞীকে বীণাবাদন শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। কিছুকাল গতে বীণাশিক্ষক গুণশর্ম্মা রাজ্ঞীর চরিত্রে সন্দিহান হইয়া একদিন রাজার ভোজনসময়ে উপস্থিত হইয়া পরিবেশক ব্রাহ্মণের হস্তে ব্যঞ্জন দেখিয়া সেই ব্যঞ্জন রাজাকে দিতে নিষেধ করিলেন। রাজা কেন? কেন? এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে গুণশর্ম্মা বলিলেন, দেখ! এই ব্যঞ্জন বিষাক্ত; আমার কথা যথার্থ কি না, পরীক্ষা করিয়া দেখুন। যদি কোন ব্যক্তি এই ব্যঞ্জন ভোজন করিয়া বিষপ্রভাবে মূর্চ্ছিত হয়, তৎক্ষণাৎ তাহাকে নির্ব্বিষ করিয়া দিব। রাজা এই কথায় সেই ব্যঞ্জন পাচককেই ভোজন করাইলেন। ভোজনমাত্র মূর্চ্ছিত পাচককে গুণশর্ম্মা সত্বর মন্ত্রবলে নির্ব্বিষ করিয়া দিলেন।

অনন্তর রাজা এই সকল বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে পাচক ব্রাহ্মণ বলিল, দেব! গৌড়াধিপতি রাজা বিক্রমশক্তি আপনাকে বিষ খাওয়াইবার জন্য আমাকে নিযুক্ত করেন, এই নিমিত্তই আমি মহারাজের পাকশালাতে পাচকত্ব স্বীকার করিয়া অবসর প্রতীক্ষায় এতদিন আছি। আজ সুযোগ মনে করিয়া বিষমিশ্রিত ব্যঞ্জন মহারাজকে দিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছি, কিন্তু এই মহাত্মা কি প্রকারে তাহা জ্ঞাত হইয়া আপনার জীবনরক্ষা করিলেন? আমি উপস্থিত আছি, আপনার যেরূপ দণ্ডবিধানে অভিরুচি হয়, সেইরূপ দণ্ড দিতে পারেন। এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষান্ত হইলে রাজা তাহাকে অবিলম্বে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া গুণশর্ম্মার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া একশতখানি গ্রাম তাহাকে পুরস্কার দিলেন।

আবার কিছুকাল গত হইলে অশোকবতী গুণশর্ম্মার প্রতি যৎপরোনাস্তি অনুরক্তা হইয়া নানাপ্রকার বিলাসভাব দেখাইয়াও যখন অকৃতার্থা হইলেন, তখন আপনার দুষ্ট-মনোরথ ব্যক্ত করিয়া বলিলেন।

গুণশর্ম্মা তাহা শুনিয়া বলিলেন, রাজমহিষি! আপনি রাজগেহিনী, ভৃত্যের প্রতি এপ্রকার প্রার্থনা করিবেন না, এই অসৎ মনোরথ হইতে বিরত হউন। গুণশর্ম্মা এই কথায় অস্বীকৃত হইলেও সেই দুরাচারিণী তাহাকে অনেকরকম প্রলোভন দেখাইয়া পুনঃ পুনঃ জেদ করিতে লাগিল। গুণশর্ম্মাও হাস্য করিয়া পুনঃ পুনঃ সেইসকল প্রলোভনবস্তু পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর অশোকবতী কুপিতা হইয়া, 'তোমাকে হত্যা করিয়া আমি আপনিও মরিব' এইপ্রকার ভয় প্রদর্শন করিলেও গুণশর্ম্মা অধর্ম্ম হইতে জীবন পরিত্যাগও মঙ্গলজনক, এই মনে করিয়া তাহাকে ভজনা করিলেন না। অসতী স্ত্রীলোকদিগের অন্তঃকরণে সদুপদেশ কখনই স্থান পায় না। গুণশর্ম্মা পুনঃ পুনঃ অস্বীকৃত হইলেও সে তাহার প্রতি নিতান্ত আসক্তা হইয়া পুনঃ পুনঃ আপনার মনোরথসিদ্ধির নিমিত্ত তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিল। অতঃপর সদুপদেশপ্রদান নিরর্থক, এইপ্রকার বিবেচনা করিয়া গুণশর্ম্মা কৌশলে তাহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য বাচনিক আশা দিয়া কিছুকাল অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। নষ্টা রাজ্ঞী সেই সমাশ্বাসেই আপাততঃ শান্তিলাভ করিল।

অনন্তর কিছুকাল গত হইলে রাজা মহাসেন সসৈন্যে আসিয়া সোমেশ্বরের রাজধানী অবরোধ করিলেন। সেই কথা শুনিয়া গৌড়েন্দ্র বিক্রমশক্তি সক্রোধে তথায় আসিয়া সেই সকল সৈন্যকে আক্রমণ করিলেন। তখন রাজা মহাসেন বিষম সঙ্কট উপস্থিত দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। গুণশর্ম্মা রাজার এই ভাবদর্শনে বলিলেন, দেব! উৎকণ্ঠিত হইবেন না, আমি সত্বরই এই বিপদ্ হইতে পরিত্রাণের নিমিত্ত কোন প্রতীকার করিতেছি। এইপ্রকার বলিয়া রাজাকে আশ্বাস প্রদানকরতঃ রাত্রিতে যোগবলে চক্ষে অন্তর্দ্ধানাঞ্জন দিয়া অরক্ষিতভাবে বিক্রমশক্তির স্কন্ধাবারে প্রবেশ করিয়া নিদ্রিত বিক্রমশক্তিকে জাগাইয়া বলিলেন, রাজন্! আমি দেবদূত, আপনিও বিষ্ণুভক্ত, সেই হেতু দেবদেব নারায়ণ আপনার হিতের জন্য আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়া আদেশ করিয়াছেন, আপনি মহাসেনের সহিত সন্ধি স্থাপন করুন, তাহা না হইলে মহা অনিষ্টপাত হইবে, আপনি দূত দ্বারা সন্ধি করিতে প্রার্থিত হইলে রাজা মহাসেন অবশ্যই সে বিষয়ে সম্মত হইবেন।

গুণশর্ম্মা এই কথা বলিয়া বিরত হইলে রাজা বিক্রমশক্তি বিবেচনা করিলেন, এ প্রকার দুষ্প্রবেশ্য স্কন্ধাবারে কখনই মনুষ্য প্রবেশ সম্ভবপর নহে, অতএব তাঁহাকে সত্যসত্যই দেবদূত মনে করিয়া আপনাকে ঈশ্বরানুগৃহীত মনে করতঃ তাঁহার প্রস্তাবে

সম্মত হইলেন। তাহার পরে গুণশর্ম্মা অঞ্জনপ্রভাবে অন্তর্হিত হইলে, রাজা বিক্রমশক্তি তাহাতে দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করিলেন।

গুণশর্ম্মা এইপ্রকার কার্য্যসাধন করিয়া নিকটে উপস্থিত হইলে রাজা মহাসেন সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া যৎপরোনাস্তি আদর প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। প্রাতঃকালেই বিক্রমশক্তির দূত আসিয়া রাজা মহাসেনের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া বিক্রমশক্তির নিকট গমন করিল, তিনিও সেই আক্রমণ হইতে বিরত হইয়া আপনার রাজধানীতে প্রস্থান করিলেন। মহাসেন গুণশর্ম্মার প্রভাবে সোমেশ্বরকে জয় করিয়া উজ্জয়িনীতে প্রত্যাগত হইলেন।

অনন্তর একদিন রাজা গুণশর্ম্মার সহিত নদী-তীরবর্ত্তী উপবনে উপস্থিত হইলে, এক কৃষ্ণসর্প তাঁহাকে দংশন করিল, অশেষগুণাকর গুণশর্ম্মা তৎক্ষণাৎ রাজাকে নির্ব্বিষ করিলেন। কোন সময়ে রাজা মহাসেন সসজ্জ হইয়া বিক্রমশক্তিকে আক্রমণ করিলে, বিক্রমশক্তি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, উভয়পক্ষে ঘোরতর সমর আরম্ভ হইল। তৎপরে দ্বন্দ্বযুদ্ধে বিক্রমশক্তি কর্ত্তৃক পাতিত ও নিরস্ত্র মহাসেনকে গুণশর্ম্মা জীবিত করিলেন ও বিক্রমশক্তিকে বিনাশ করিলেন। মহাসেন গুণশর্ম্মার প্রভাবে বিক্রমশক্তির সমুদায় রাজ্য আত্মসাৎ করিয়া উজ্জয়িনীতে প্রত্যাগমন করিলেন এবং নিষ্কণ্টকে রাজ্যসুখভোগ করিতে লাগিলেন।

এতাবৎকাল অতিক্রান্ত হইলেও গুণশর্ম্মার প্রতি অশোকবতীর সঞ্জাত অনুরাগ শান্তিলাভ করিল না, প্রত্যুত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কি উপায়ে গুণশর্ম্মাকে লাভ করিতে পারিবে, এই চিন্তাতেই সে কালযাপন করিতে লাগিল। যখন দেখিল, গুণশর্ম্মা প্রাণ পরিত্যাগ করিবে, তথাপি তাহাকে ভজনা করিবে না, তখন সে কোপে পরিপূর্ণ হইয়া তাহার বিনাশার্থ অভিমান করিয়া রাজার নিকট আসিয়া মিথ্যা অভিযোগ করিয়া বলিল, নাথ! আমি কোন বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি, গুণশর্ম্মা আপনাকে বিনাশ করিবার অভিলাষে গৌড়পতির নিকট হইতে অর্থলাভাকাঙ্ক্ষায় তাহার নিকট দূত পাঠাইয়াছেন। সেই দূত গৌড়েশ্বরের নিকট গিয়া গুণশর্ম্মার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, সেই রাজার কোন বিশ্বস্ত মন্ত্রী বিনা স্বার্থে আপনার বধসম্পাদনার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। গুণশর্ম্মার নিযুক্ত দূতকে অবরোধ করিয়া বিষপ্রয়োগে আপনাকে বিনাশ করিবার অভিপ্রায়ে সেই পাচককে উপদেশ দিয়া প্রেরণ করিয়াছিল। ইতিমধ্যে গুণশর্ম্মার নিযুক্ত দূত কৌশলক্রমে সেই অবরোধগৃহ হইতে পলায়ন করিয়া গুণশর্ম্মার নিকট আসিয়া সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে, গুণশর্ম্মা কুপিত হইয়া সেই কারারুদ্ধ বিষপ্রযোক্তা পাচককে বিনাশ করিয়াছে। অদ্য সেই পাচকের বৃত্তান্ত জানিবার জন্য তাহার জননী, ভার্য্যা ও কনিষ্ঠ সহোদর উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে কারাগারে অবরুদ্ধ করিয়া তাহার পত্নী ও জননীকে বিনাশ করিয়াছে, তাহার ভ্রাতা প্রাণভয়ে পলাইয়া আমার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে আমি তাহার মুখে এই সকল বৃত্তান্ত শুনিতেছি, এমন সময়ে গুণশর্ম্মাকে অতিবেগে সহসা আমার গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া পাচকের ভ্রাতা যে কোথায় পলাইয়া গিয়াছে, তাহা আমি জানি না। গুণশর্ম্মা হঠাৎ আমার সম্মুখে আসিয়া কর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া কি চিন্তা করিতে লাগিল। তৎপরে আমি তাহার সে অবস্থায় আগমন-কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সেই মূঢ়মতি আমার প্রতি কামুক হইয়া বলিল, যদি তুমি আমার মনোরথ পূর্ণ না কর, তবে আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিব। এই কথা বলিয়া আমার চরণে পতিত হইল। ইহা দেখিয়া আমি ভয়ে পা ছাড়াইয়া পলায়মান হইলে সেই দুরাত্মা দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে বলে আলিঙ্গন করিল সেই সময়ে পল্লবিকা নাম্নী আমার দাসীকে তথায় উপস্থিত হইতে দেখিয়া দুরাচার পলায়ন করিল। যদি সেই সময়ে পল্লবিকা আসিয়া উপস্থিত না হইত, তাহা হইলে সে অবশ্যই আমার সতীত্ব নাশ করিত।

স্ত্রীলোকের প্রতি বিশ্বস্ত মহদ্ব্যক্তিরও বিবেচনা-শক্তি বিলুপ্ত হইয়া থাকে। রাজা মহাসেন অশোকবতীর কথা শুনিয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া বলিলেন, প্রিয়ে! সমাশ্বাসিত হও, সত্বরই সেই দুরাচারকে শমনসদনে প্রেরণ করিব, কিন্তু কৌশলে এ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে, নতুবা লোকসমাজে মহতী অকীর্ত্তি হইবে। সে পাঁচ প্রকারে আমাকে বিপদ্ হইতে রক্ষা করিয়াছে, এ কথা সকলেই জানে, তন্নিমিত্ত ইহার প্রতি ঈদৃশী নৃশংসতা প্রচার করা উচিত নহে। রাজা অশোকবতীকে এই কথা বলিয়া রাজসভায় গমন করিলেন। ক্রমে পারিষদ্ ও সামন্তগণ রাজসভায় আসিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া যথাস্থানে উপবেশন করিলেন। গুণশর্ম্মাও সভাগমনে উদ্যত হইলে, পথিমধ্যে নানাবিধ দুর্নিমিত্ত দেখাতে

প্রাণসংশয়ের সম্ভাবনা জানিতে পারিয়া, রাজার মঙ্গল হউক, মনে মনে এইপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে ক্রমে সভায় আসিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া আপনার আসনে উপবেশন করিলেন। রাজা গুণশর্ম্মার প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় সমাদরপ্রকাশ না করিয়া চক্ষু বক্র করিয়া তাঁহার প্রতি কোপকটাক্ষপাত করিলেন। গুণশর্ম্মা সহসা রাজার এইরূপ ভাবান্তর দেখিয়া অতিশয় ব্যথিত ও শঙ্কিত হইলেন।

অনন্তর গুণশর্ম্মা রাজাকে সহসা সিংহাসন হইতে লাফাইয়া তাঁহার স্কন্ধে আরোহণ করিতে দেখিয়া বলিলেন, প্রভো! আপনি আমাদিগের স্বামী, আমরা আপনার ভৃত্য; ভৃত্যের প্রতি প্রভুর সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা আছে, এক্ষণে আপনি সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়া যথারুচি আজ্ঞা করুন। গুণশর্ম্মা এই কথা বলিয়া বিরত হইলে মন্ত্রিগণের প্রবোধবাক্যে রাজা পুনর্ব্বার সিংহাসনাসীন হইয়া বলিতে লাগিলেন, সকলেই জানে, আমি প্রধান প্রধান মন্ত্রিগণকে গণনামধ্যে গণ্য না করিয়া গুণশর্ম্মাকে মন্ত্রিত্বপদ দিয়াছি এবং ইহাকে আপনার সমান জ্ঞান করিয়া থাকি, কিন্তু এই গুণশর্ম্মা অর্থলোভের বশীভূত হইয়া গৌড়েশ্বরের সন্তোষ-সাধনার্থ আমাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে। এই কথা বলিয়া অশোকবতী-বর্ণিত অলীক ব্যাপার-সকল সর্ব্বজনসন্নিধানে কীর্ত্তন করিলেন।

গুণশর্ম্মা রাজার এই সকল কথা শুনিয়া চমৎকৃত হইয়া বলিলেন, মহারাজ! আপনি কাহার মুখে এ কথা শুনিয়াছেন?

রাজা বলিলেন, যদি এ কথা মিথ্যা হয়, তবে ব্যঞ্জনে যে বিষ ছিল, তুমি তাহা কি প্রকারে জানিতে পারিয়াছিলে? জ্ঞানবলে সকল বিষয় জানিতে পারা যায়, গুণশর্ম্মা এই কথা বলিলে বিপক্ষমন্ত্রিগণ তাহা স্বীকার করিল না। গুণশর্ম্মা পুনরায় বলিলেন, প্রকৃত বিষয়ের অনুসন্ধান না করিয়া সহসা কাহারও প্রতি দোষারোপ করা যুক্তিসঙ্গত নহে, যখন সাধারণ লোকের প্রতি এরূপ ব্যবস্থা আছে, তখন এ বিষয়ে রাজাদিগের বিশেষ সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য। পণ্ডিতেরা অবিমৃষ্যকারী নরপতিকে সর্ব্বদাই বিগর্হিত করিয়া থাকেন।

গুণশর্ম্মার কথা শুনিয়া রাজা অতি ক্রোধভরে দন্তপ্রদানপূর্ব্বক এক তীক্ষ্ণধার ছুরিকা দ্বারা গুণশর্ম্মাকে আঘাত করিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া অপরাপর রাজকিঙ্করেরাও গুণশর্ম্মাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। গুণশর্ম্মা সেই সকল প্রহার সহ্য করিতে না পারিয়া দণ্ডায়মান হইয়া সকলকে নিরস্ত্র করিলেন এবং তাহাদিগের কেশে কেশে বাঁধিয়া সভা হইতে নির্গত হইলেন এবং পশ্চাদ্ধাবিত শত শত আততায়ী ব্যক্তিকে বিনাশ করিয়া বস্ত্রাঞ্চলস্থ অন্তর্দ্ধানাঞ্জনের দ্বারা চক্ষু লেপিতকরতঃ সকলের অদৃশ্য হইলেন। ক্ষণকালমধ্যে দক্ষিণাপথে উপনীত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, দুশ্চারিণী অশোকবতীর পরামর্শেই নির্ব্বোধ রাজা এই অকার্য্য করিয়াছেন; আজ জানিতে পারিলাম, দুশ্চারিণীদিগের কিছুই অসাধ্য নাই এবং সাধুদিগের রাজসেবা করা কখনই কর্ত্তব্য নহে।

গুণশর্ম্মা এইপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে কোন এক গ্রামে আসিয়া দেখিলেন, এক ব্রাহ্মণ বটবৃক্ষ-মূলে আসীন হইয়া, কতকগুলি ছাত্রকে অধ্যয়ন করাইতেছেন। গুণশর্ম্মা ক্রমে সেইখানে আসিয়া ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিলে, অধ্যাপক ব্রাহ্মণ অত্যন্ত আদর প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। গুণশর্ম্মা বলিলেন, ব্রহ্মন! আমি সামবেদের দ্বাদশ শাখা, ঋগ্‌বেদের দুই শাখা, যজুর্ব্বেদের সাত শাখা ও অথর্ব্ববেদের এক শাখা অধ্যয়ন করিয়াছি। গুণশর্ম্মার বিদ্যাপরিচয়ে বিস্মিত হইয়া উপাধ্যায় তাঁহাকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিলেন।

গুণশর্ম্মা অধ্যাপকের সমাদরে সন্তুষ্ট হইয়া নিজ পরিচয় দানে সম্মত হইয়া বলিলেন, ব্রহ্মন্! উজ্জয়িনী নগরে আদিত্যশর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। বাল্যকালেই তাঁহার পিতা স্বর্গে গমন করিলে, মাতাও পতির অনুগামিনী হইলেন। তৎপরে মাতৃপিতৃহীন আদিত্যশর্ম্মা এই নগরেই মাতুলালয়ে বাস করিয়া বেদ ও কলাসমুদায় শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে কৃতবিদ্য হইয়া উঠিলে, জয়ব্রত-সেবী কোন পরিব্রাজকের সহিত তাঁহার বন্ধুতা হইল। সেই পরিব্রাজক মিত্র আদিত্যশর্ম্মার সহিত শ্মশানে গমনকরতঃ যক্ষীসিদ্ধির নিমিত্ত হোম করিতে আরম্ভ করিলেন। কোন সময়ে সর্ব্বাভরণভূষিতা কোন এক দিব্যযোষিৎ সখীগণে পরিবৃত হইয়া স্বর্ণবিমানারোহণে হোমকারী পরিব্রাজকের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া মধুর বাক্যে বলিলেন, আমি বিদ্যুন্মালা নাম্নী যক্ষী এবং ইহারা আমার পরিচারিকা; তুমি ইহাদিগের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা গ্রহণ কর। তুমি যে প্রণালীতে সাধনা করিতেছ, তাহাতে ইহাদিগকেই পাইতে পার,

আমার প্রাপ্তিসাধন ও মন্ত্র অন্য প্রকার, সেইজন্য বলিতেছি, আমার নিমিত্ত বৃথা পরিশ্রম না করিয়া সন্তুষ্ট হও। পরিব্রাজক বিদ্যুন্মালার কথায় প্রবোধিত এবং তাহাতে সম্মত হইয়া সেই পরিচারিণীদের মধ্য হইতে একজনকে গ্রহণ করিলে বিদ্যুন্মালা অন্তর্হিতা হইলেন।

অনন্তর আদিত্যশর্ম্মা একদিন পরিব্রাজকের যক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বল দেখি, বিদ্যুন্মালা অপেক্ষা আর কোন শ্রেষ্ঠ যক্ষী আছে কি না? যক্ষী বলিল, ভদ্র! বিদ্যুন্মালা, চন্দ্রলেখা ও সুলোচনা এই তিনজন যক্ষকন্যা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা, আবার এই তিনজনের মধ্যে সুলোচনাই সর্ব্বপ্রধানা। যক্ষী 'যথাসময়ে আবার আসিব' এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া অন্তর্হিত হইল। পরিব্রাজকও সেই মিত্রের সহিত স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন। সেই যক্ষী প্রতিদিন যথাসময়ে আসিয়া পরিব্রাজককে বিবিধ ভোগ্যবস্তু দিয়া যথাসুখে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। একদিন আদিত্যশর্ম্মা যক্ষকন্যার সমক্ষেই পরিব্রাজককে সুলোচনাসাধনার্থ মন্ত্রবিধি জিজ্ঞাসা করিলেন।

যক্ষী তচ্ছ্রবণে বলিলেন, ব্রহ্মন্! দক্ষিণদিকে সমুদ্রের তীরবর্ত্তী অবিতুম্ব নামক কাননে ভদন্ত নামে কোন এক যক্ষী বাস করেন, তিনিই কেবল এই যক্ষকুমারী সাধনমন্ত্র সম্যক্ অবগত আছেন, তদ্ভিন্ন আর কেহই তাহা জানেন না। আদিত্যশর্ম্মা ইহা শুনিয়া সেই যক্ষীর সহিত ভদন্তাশ্রমাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। সেখানে আসিয়া সেই যক্ষকন্যার সাহায্যে তিন বৎসরকাল ভদন্তের সেবা করিলে, ভদন্ত তাঁহার পরিচর্য্যাতে অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহাকে সুলোচনা-সাধনামন্ত্র দান করিলেন।

আদিত্যশর্ম্মা মন্ত্রবলে বিজন অরণ্যে যথাবিধি হোম আরম্ভ করিলে, সুলোচনা বিমানারোহণে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, ব্রহ্মন্! এস, তুমি মন্ত্রবলে আমাকে বশীভূত করিয়াছ, কিন্তু আজ হইতে ছয়মাসকাল যদি আমার কুমারীব্রত রক্ষা করিতে সক্ষম হও, তাহা হইলে তুমি অতি সমৃদ্ধিশালী, সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত মহাবীর এক পুত্র লাভ করিতে পারিবে। সুলোচনা তাঁহাকে সে বিষয়ে সম্মত জানিয়া আপনার পুরীতে তাঁহাকে লইয়া গেলেন।

আদিত্যশর্ম্মা সুলোচনার সহিত অলকাতে বাস করিয়া ছয়মাসকাল সুলোচনা-কথিত ব্রতের অনুষ্ঠান করিলেন। ধনপতি কুবের তাঁহার ব্রতে সম্প্রীত হইয়া তাঁহাকে সুলোচনা দান করিলেন; আমি সেই সুলোচনার গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। পিতা আমাকে ভাবী গুণবান্ সম্ভাবনা করিয়া আমার নাম গুণশর্ম্মা রাখিলেন। আমি অলকাতেই থাকিয়া তত্রত্য মণিবরাখ্য নামক যক্ষপতির নিকটে সমুদায় বেদ ও কলা শিক্ষা করিলাম। কোন সময়ে দেবেন্দ্র ধনপতিসকাশে আগমন করিলে, সকলেই উঠিয়া তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিলেন, কিন্তু আমার পিতা অনবধানতাবশতঃ সমুত্থানাদি করেন নাই, তাহাতে দেবরাজ মহাকুপিত হইয়া তাঁহাকে এই বলিয়া শাপ দিলেন যে, আদিত্যশর্ম্মন্! তুমি অলকানিবাসের যোগ্য নহে, মর্ত্ত্যলোকে গমন কর। তৎপরে পিতা সুলোচনার সহিত অনেক অনুনয় করিলে তিনি ক্রোধ সম্বরণ করিয়া বলিলেন, আমি কখন মিথ্যা কথা বলি না, তবে তুমি যদি অলকাপরিত্যাগে নিতান্ত কাতর হও, তবে তোমার পুত্রকে মর্ত্ত্যলোকে পাঠাইয়া দাও, যেহেতু আত্মাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে; পিতা ও পুত্রে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই।

দেবরাজ এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলে, পিতা আমাকে উজ্জয়িনী নগরে আনিয়া মাতুলভবনে রাখিয়া পুনরায় অলকায় প্রস্থান করিলেন। কেহই ভাগ্যকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। সেই স্থানে অবস্থিতিকালে সেখানকার রাজার সহিত আমার বন্ধুতা জন্মে। গুণশর্ম্মা এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাজসম্বন্ধীয় সমুদায় বৃত্তান্ত আমূল বর্ণনা করিয়া বলিলেন, আজ আপনার নিকট আসিয়াছি।

গুণশর্ম্মার সমুদয় পরিচয় জ্ঞাত হইয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন, আমার নাম অগ্নিদত্ত, আপনার আগমনে কৃতার্থ হইয়াছি, আমার গৃহে অবস্থিতি করিয়া আমাকে আপ্যায়িত করুন, ইহা বলিয়া গুণশর্ম্মাকে আপনার গৃহে লইয়া গেলেন। গুণশর্ম্মা সেই ব্রাহ্মণের নির্ব্বন্ধে তাঁহার গৃহে আসিয়া স্নান করিয়া আসিলে, ব্রাহ্মণ বসনাভরণাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন এবং নানা স্বাদু দ্রব্য ভোজন করাইলেন। অনন্তর অগ্নিদত্ত লক্ষণপরীক্ষার ছলে সুন্দরী নাম্নী আপনার কন্যাকে তাঁহার নিকট আনয়ন করিলে, গুণশর্ম্মা কন্যার রূপে বিমোহিত হইয়া তাহার সমুদায় লক্ষণ দেখিয়া বলিলেন, ব্রহ্মন্! এই দুহিতা সুলক্ষণা বটে, কিন্তু আমি যোগবলে দেখিতেছি এই কন্যার নাসিকা ও উরুদ্বয়ে কতকগুলি তিল আছে, তাহার ফল এই যে, ইহার তিলসংখ্যক কতকগুলি সপত্নী হইবে। অগ্নিদত্ত গুণশর্ম্মার বিদ্যা-পরীক্ষার্থ কনিষ্ঠপুত্র দ্বারা সুন্দরীর সেই সেই স্থানে

তিল আছে কি না, ইহা পরীক্ষাকরতঃ বিস্ময়াপন্ন হইয়া গুণশর্ম্মাকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া, 'আমার এই কন্যাকে গ্রহণ করিয়া আমার গৃহে বাস করুন' এইরূপ অনুরোধ করিলে, গুণশর্ম্মা বলিলেন, ব্রহ্মন্! আপনার আশ্রয়ে থাকিলে পরমসুখে থাকিতে পারিব, ইহা সত্য বটে, কিন্তু রাজাপমানসন্তপ্ত মদীয় হৃদয়ে শান্তি কোথায়? স্ত্রী প্রভৃতি পরিজনবর্গ সুখী ব্যক্তিকেই সুখদান করিতে সমর্থ হয়, অসুখী ব্যক্তিকে অধিকতর দুঃখ প্রদান করিয়া থাকে। স্বয়ং অনুরক্তা স্ত্রীগণ কখনই ব্যভিচারিণী হয় না, কিন্তু অশোকবতীর ন্যায় পিতৃদত্তা কন্যা প্রায়ই ব্যভিচারিণী হইয়া থাকে। আর এক কথা, উজ্জয়িনী ইহার অতি নিকটবর্ত্তী। আমি এখানে বাস করিতেছি, রাজা মহাসেন যদি এ কথা শুনে, তাহা হইলে দুরাত্মা এখানে আসিয়াও আমাকে পীড়ন করিতে পারে, তন্নিমিত্ত আমি মনে করিয়াছি যে, নানাতীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া ইহজন্মের পাপক্ষালন করিয়া দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্ব্বৃত্তিলাভ করিব।

অগ্নিদত্ত এই কথা শুনিয়া বলিলেন, বৎস! যদি অজ্ঞান কর্ত্তৃক অপমানে ভবাদৃশ ব্যক্তি ব্যাকুল হন, তবে বৃক্ষ ও পর্ব্বতে প্রভেদ কি? যেমন আকাশে কোন লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে, সেই লোষ্ট্র প্রায়ই লোষ্ট্রনিক্ষেপ্তার মস্তকোপরি পতিত হয়, সেইপ্রকার দুর্বৃত্ত রাজা অতি অল্পকালের মধ্যেই এই অজ্ঞতার ফলভোগ করিবে, রাজলক্ষ্মী কখনই তাদৃশ অজ্ঞ ও বিবেচনাশূন্য ব্যক্তির গৃহে চিরকাল বাস করেন না। আর একটি কথা বলি, এক অশোকবতীর দৃষ্টান্তে যাবতীয় স্ত্রীলোকের প্রতি আপনার এরূপ অবিশ্বাস করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। আমার কন্যা সুন্দরী যে, অতি সুলক্ষণা, ইহা আপনি নিজে পরীক্ষা করিয়াছেন, তবে কেন আপনি তাহার অকারণ দোষসম্ভাবনা করিতেছেন? আর যদি উজ্জয়িনী ইহার অতি সন্নিহিত বলিয়া ভীত হইয়া থাকেন, তাহাতেও ভয়ের কোন কারণ নাই, আমিই তাহার প্রতীকার করিব, আমি আপনাকে এমন স্থানে রাখিব যে, কোন ব্যক্তিই আপনার সন্ধান করিতে পারিবে না। আরও বিবেচনা করিয়া দেখুন, গার্হস্থ্য আশ্রম সকল আশ্রমের প্রধান, সেই আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া তীর্থাশ্রয় করা ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া অতি অবৈধ কার্য্যমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। আপনি যে দেহ-পরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তাহাও যুক্তিসঙ্গত নহে, আত্মঘাতীদিগকে যে অনন্তকাল নরকযাতনা ভোগ করিতে হয়, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত, এই নিমিত্তই বলিতেছি যে, এই দুরধ্যবসায় হইতে বিরত হইয়া আমার কথা শুনুন। আমি আপনার নিমিত্ত একটি ভূগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দিব, আপনি তন্মধ্যে থাকিয়া সুখে কালযাপন করুন।

গুণশর্ম্মা তাঁহার তাদৃশ সুপরামর্শ শুনিয়া পূর্ব্বোক্ত অধ্যবসায় হইতে ক্ষান্ত হইয়া বলিলেন, ব্রহ্মন্! আমি আপনার প্রস্তাব অনুমোদন করিলাম, কিন্তু আমি এক্ষণে অতি অকিঞ্চন ও অকৃতী, এক্ষণে কি প্রকারে আপনার কন্যাকে গ্রহণ করিব? সম্প্রতি সেই কৃতঘ্ন রাজার প্রতীকারেচ্ছায় কোন দেবতার আরাধনা করিব। অগ্নিদত্ত তাহাতে অনুমতি প্রদান করিলে গুণশর্ম্মা সে রাত্রি তদীয় ভবনে বাস করিলেন। অনন্তর অগ্নিদত্ত গুণশর্ম্মার নিমিত্ত পাতালগৃহ নামক একটি ভূগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে তাঁহাকে বাস করাইলেন। গুণশর্ম্মা সেই গৃহমধ্যে অবস্থিতি করিয়া অগ্নিদত্তপ্রদত্ত মন্ত্রে দেবকুমারের আরাধনা করিতে আরম্ভ করিলেন। গুণশর্ম্মা কুমারারাধনে প্রবৃত্ত হইলে অগ্নিদত্তকন্যা সুন্দরী পিতার অনুজ্ঞানুসারে তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। কিছুকাল গত হইলে, ভগবান্ কুমার তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হওত তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইয়া এই বর দিলেন, বৎস গুণশর্ম্মন্! তুমি অতুলসম্পত্তিশালী হইয়া, রাজা মহাসেনকে উপযুক্ত দণ্ড দান করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগসুখ লাভ কর। এই কথা বলিয়া কুমার অন্তর্হিত হইলে গুণশর্ম্মা অচিরকালমধ্যে অক্ষয় সম্পদ্ লাভ করিয়া অগ্নিদত্ততনয়া সুন্দরীকে বিবাহ করিলেন; ক্রমে বহুসংখ্যক চতুরঙ্গ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া উজ্জয়িনী অভিমুখে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া প্রথমে অশোকবতীর চরিত্রের কথা সর্ব্বসমক্ষে ব্যক্ত করিয়া পশ্চাৎ যুদ্ধে মহাসেনকে নিপাতকরতঃ তদীয় সিংহাসনে অধ্যাসীন হইয়া পরমসুখে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন।

এইপ্রকারে কোন ব্যক্তি মহাসেনের ন্যায় অজ্ঞতাহেতু বিপদাপন্ন হইতেছে, কেহ বা গুণশর্ম্মার ন্যায় ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক শত্রুজয়করতঃ পরমসুখে কাল কাটাইতেছে।

সূর্য্যপ্রভ মন্ত্রীর মুখে এই প্রকার অদ্ভুত মনোহর উপাখ্যান শুনিয়া নির্ভীকচিত্ত ও প্রোৎসাহিত হইয়া রজনী অতিবাহিত করিলেন।

পঞ্চাশত্তম তরঙ্গ

সন্ধিস্থাপন

প্রাতঃকালেই সূর্য্যপ্রভ দানবসৈন্যে পরিবৃত হইয়া মন্ত্রিগণের সহিত সংগ্রামভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। শ্রুতশর্ম্মা ও বিদ্যাধর রণসংবৃত হইয়া সূর্য্যপ্রভের অভিমুখে গমন করিল। রণদিদৃক্ষু দেবগণ ও অসুরগণ গগনমণ্ডলে অবস্থিত হইলেন। উভয়পক্ষই অর্দ্ধচন্দ্রব্যূহ রচনা করিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। সকল সৈন্যই পরস্পর সিংহনাদ করিতে করিতে প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি ধাবমান হইল। যোদ্ধাদিগের অসি-অস্ত্রপ্রহারে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ বীর, হস্তী ও অশ্বাদিগের অঙ্গ হইতে প্রবাহিত রুধির ধারাতে পরিপ্লুত হওয়াতে রণভূমি কৃতান্তের রসনার ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। বীরগণের ছিন্নমস্তকে পৃথিবী ব্যাপ্ত হইলে প্রেতরাজের পানভূমির ন্যায় আকার ধারণ করিল।

এইরূপে উভয়পক্ষের বহুসৈন্য নিপতিত হইলে সূর্য্যপ্রভ শ্রুতশর্ম্মার, দামোদর প্রভাসের এবং অন্যান্য মহারথগণ সদৃশ মহারথগণের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। মহোৎপাত সিদ্ধার্থের প্রতি ধাবিত হইয়া নিজ বাণে বিপক্ষের বাণসমুদায় নিবারণ করিয়া অপর বাণ দ্বারা তাহার ধনু, অশ্ব ও সারথিকে বিনাশ করিল। হতাশ্ব, হতসারথি ও ছিন্নবর্ম্ম সিদ্ধার্থ ক্রোধে ধাবিত হইয়া লৌহদণ্ড প্রহারে মহোৎপাতের সবাহন রথ চূর্ণ করিয়া বাহুযুদ্ধে তাহাকে ভূতলে পাতিত করিলে, তাহার পিতা ভগ তৎক্ষণাৎ তথায় আসিয়া ভূপাতিত পুত্রকে রক্ষা করিল।

প্রহস্ত ব্রহ্মগুপ্তের সহিত বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া তাহাকে ভূমধ্যে শায়িত করিলে তাহার পিতা পদ্মযোনি আসিয়া তাহাকে রক্ষা করিল। ইহা দেখিয়া দানবেরা হাসিতে লাগল। দেবগণ কেবল যুদ্ধদর্শনার্থী হইয়া আসেন নাই, আপন আপন পুত্রগণকে রক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন। বীতভয় প্রত্যুম্নাস্ত্রে সংক্রমের হৃদয়ে দৃঢ় আঘাত করিল। চন্দ্রগুপ্ত প্রজ্ঞাঢ্যের হস্তে নিহত হইলে তাহার পিতা চন্দ্রদেব পুত্রহন্তার প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। সূর্য্যপ্রভ বিরোচনকে শ্রুতশর্ম্মাকর্ত্তৃক নিহত হইতে দেখিয়া অতি ক্রুদ্ধ হইয়া দমনামক বিদ্যাধরকে যমসদনে প্রেরণ করিলেন। সেই পুত্র নিহত হইলে, অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে পুত্রশোক ও ক্রোধে আকুল হইয়া যুদ্ধ করিতে আসিতে দেখিয়া সুনীথ তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। বসুগণ পরাক্রম নামক পুত্রকে স্থিরবুদ্ধির হাতে নিহত হইতে দেখিয়া অতি কুপিত হইয়া যুদ্ধার্থ পুত্রহন্তার প্রতি ধাবিত হইলেন।

প্রভাস দামোদরের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে একবাণে মর্দ্দনককে সংহার করিল। তেজঃপ্রভ প্রকম্পনের হাতে নিহত হইলে, ভগবান্ অগ্নি পুত্রবধজনিত ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া রণভূমিতে আগমন করিলেন। ধূম্রকেতুর হাতে যমদংষ্ট্র পিতৃভবনে গমন করিলে যম ক্রুদ্ধ হইয়া পুত্রহন্তার প্রতি ধাবিত হইলেন। সুষেণ সিংহদংষ্ট্রের শিলাঘাতে চূর্ণিত হইলে তাহার পিতা নির্ঋতি সম্মুখে পুত্রের বধ সহ্য করিতে না পারিয়া যুদ্ধার্থ গমন করিলেন। বায়ুবল কালচক্রের চক্রে দ্বিধাকৃত হইলে পবনদেব যুদ্ধার্থ পুত্র-বিনাশকের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহামায় মায়াতে নানা রূপ ধারণ করিয়া কুবেরদত্তকে যমসদনে প্রেরণ করিলে তাহার পিতা কুবের কোপপূর্ণ হইয়া যুদ্ধার্থ পুত্রঘাতকের প্রতি ধাবিত হইলেন। সকল দেবতাই আপন আপন অংশাবতার পুত্রদিগকে এই প্রকার বিপন্ন দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। মানব ও দানবের সহিত যুদ্ধ করিয়া বহু বিদ্যাধর হত ও আহত হইল।

অনন্তর প্রভাস ও দামোদর এই দুইজন ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। সেনাপতি মহাবীর দামোদর ছিন্নবর্ম্ম ও হতসারথি হইয়াও আপনিই সারথ্য ও যুদ্ধ করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া ব্রহ্মা তাহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। দেবরাজ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো! আপনি পরাজিত ব্যক্তিকে এত সাধুবাদ প্রদান করিতেছেন কেন? প্রজাপতি প্রত্যুত্তরে বলিলেন, দামোদর বিষ্ণুর অবতার, তাহা না হইলে এতক্ষণ প্রভাসের সহিত যুদ্ধ করিতে কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হয়? এই প্রভাসের সম্মুখে সকল দেবতাগণ তৃণতুল্য। পূর্ব্বে নমুচি নামে যে একজন দুর্জ্জয় দানব ছিল, তাহার পুত্র প্রবল, প্রবলের পুত্র ভাস। ভাস পূর্ব্বে কালনেমি নামে অসুর ছিল, সেই ভাসের পুত্র এই প্রভাস। হিরণ্যকশিপু নামে যে দৈত্যরাজ ছিল, তাহা হইতে কপিঞ্জল, কপিঞ্জল হইতে সুমন্তীক জন্মগ্রহণ করে, সেই সুমন্তীকের পুত্র সূর্য্যপ্রভ। পূর্ব্বে যে হিরণ্যাক্ষ নামক অসুর ছিল, সেই এক্ষণে সুনীথ নামে বিখ্যাত। অপরাপর যে-সকল দানব পূর্ব্বে

সংগ্রামে নিহত হইয়াছিল, তাহারাই ময় প্রভৃতি নামে অসুরকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া সূর্য্যপ্রভের অনুগত আশ্রিত হইয়াছে। দেখ, যিনি নিজ সত্যপালনার্থ অদ্যাপি পাতালতলে বাস করিতেছেন, এবং তোমার অধিকারের পরে ইন্দ্রত্বপদ প্রাপ্ত হইবেন, সেই দৈত্যরাজ বলি সূর্য্যপ্রভের রুদ্রযাগপ্রভাবে বন্ধনমুক্ত হইয়া যুদ্ধদর্শনার্থ এখানে আসিয়াছেন। সম্প্রতি অসুরসকলকে দেবদেব মহাদেব রক্ষা করিতেছেন, অতএব এক্ষণে সংগ্রামের সময় নহে, ইহাদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

পিতামহ এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময়ে মহাবীর প্রভাস পাশুপতাস্ত্র পরিত্যাগ করিল। ভগবান্ নারায়ণ সর্ব্বসংহারক্ষম জাজ্জ্বল্যমান সেই অস্ত্র দেখিয়া পুত্রস্নেহপ্রযুক্ত সুদর্শনাস্ত্র ত্যাগ করিলে উভয় দিব্যাস্ত্রের আবির্ভাবে ত্রিভুবন কম্পিত হইয়া উঠিল। ভগবান্ বিষ্ণু সৃষ্টিসংহারভয়ে কাতর হইয়া প্রভাসকে পাশুপতাস্ত্র সংহরণ করিবার জন্য পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। প্রভাস বলিল, এখন আমি এই অস্ত্র সংহরণ করিতে পারি না, অগ্রে আপনি দামোদরকে পরিত্যাগ করিয়া পরাঙ্মুখ হউন, তাহার পরে আমি অস্ত্র সংহরণ করিব। ভগবান্ বিষ্ণু প্রভাসের কথা শুনিয়া বলিলেন, তবে তুমিও সুদর্শনের সম্মান রক্ষা কর। প্রভাস বলিল, তথাস্তু, আপনার চক্র আমার রথ বিনষ্ট করুক, ইহাতে উভয় অস্ত্রই সাফল্য লাভ করিতে সমর্থ হইবে। এই প্রকার অবধার্য্য হইলে দামোদর নারায়ণাদেশে সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত হইল। পাশুপতাস্ত্রও প্রতিপক্ষদ্বয়ের রথ বিনাশ করিয়া সংহৃত হইল। প্রভাস ও দামোদর উভয়ে অন্য রথে আরোহণ করিয়া স্ব স্ব প্রভুর নিকট চলিয়া গেল।

এদিকে শ্রুতশর্ম্মা ও সূর্য্যপ্রভ এই দুইজনের ঘোর সংগ্রাম হইতে লাগিল; উভয়েই অস্ত্রবৃষ্টি দ্বারা স্ব স্ব রণকৌশল প্রদর্শনকরতঃ বহুকাল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। শ্রুতশর্ম্মা সূর্য্যপ্রভের প্রতি ব্রহ্মাস্ত্র ত্যাগ করিলে সূর্য্যপ্রভ সেই অস্ত্রনিবারণের নিমিত্ত পাশুপতাস্ত্র মোচন করিলেন। যখন সেই পাশুপতাস্ত্র ব্রহ্মাস্ত্রকে নিবারণ করিয়া শ্রুতশর্ম্মাকে নিহত করিতে উদ্যত হইল, তখন ইন্দ্রাদি লোকপাল সকল নিজ নিজ কুলিশাদি অস্ত্র ত্যাগ করিলেন। পরে যখন সেই পাশুপতাস্ত্র দেবতাগণের অস্ত্রসমূহকে অভিভূত করিয়া ক্রোধে শ্রুতশর্ম্মার প্রতি ধাবিত হইল, তখন সূর্য্যপ্রভ কৃতাঞ্জলিপুটে অস্ত্ররাজের স্তব করিতে করিতে এইপ্রকার প্রার্থনা করিলেন; হে মহাস্ত্র! শ্রুতশর্ম্মাকে বিনাশ করিবেন না, কিন্তু বাঁধিয়া আমার নিকট আনয়ন করুন।

যে সময়ে দেবগণ শ্রুতশর্ম্মাকে আশ্রয় করেন, সেই সময়ে অসুরগণও সূর্য্যপ্রভের সহায় ও বদ্ধপরিকর হইয়া সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত প্রবৃত্ত হয়। ইহার মধ্যে বীরভদ্র নামক একজন শিবানুচর তথায় আসিয়া দেবতাগণকে নিবারণ করিয়া বলিলেন, দেবগণ! আপনারা যুদ্ধ দেখিবার জন্য এখানে আসিয়াছেন, যুদ্ধ করিতে আসেন নাই, যদি ইহার অন্যথাচরণ করেন, তাহা হইলে মহানর্থপাত হইবে, ইহা বিবেচনা করিয়া আপনারা ক্ষান্ত হউন, ইহা দেবদেবের আদেশ জানিবেন। বীরভদ্রের কথা শুনিয়া দেবগণ বলিলেন, ভদ্র বীরভদ্র! এই সকল বিদ্যাধর আমাদিগের অংশসম্ভূত, পুত্রস্নেহ কেহ কখন অতিক্রম করিতে পারে না, বল দেখি, ইহাদিগের বিনাশ চক্ষে দেখিয়া কি প্রকারে আমরা স্থির থাকিতে পারি? অবশ্যই ইহাদিগকে রক্ষার্থ যত্ন করা কর্ত্তব্য। এই কথা বলিয়া দেবগণ অসুরদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; বীরভদ্র ইহা দেখিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

দেবগণ অসুরদিগের প্রতি যে যে অস্ত্র মোচন করিতে লাগিলেন, ভগবান্ শম্ভু হুঙ্কারেই সেই সেই অস্ত্র ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিলেন। দেবগণ তাহা দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিলেন। দেবরাজ যুদ্ধ করিতে করিতে সূর্য্যপ্রভের প্রতি যে-সকল মহাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন, সূর্য্যপ্রভ সেই সকল অস্ত্র অবলীলাক্রমে ছিন্ন করিয়া ধনু আকর্ষণকরতঃ নারাচবর্ষণে দেবেন্দ্রকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিলেন। সুরপতি ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া যখন সূর্য্যপ্রভের প্রতি কুলিশাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, ভগবান্ উমাপতির ঘোর হুঙ্কারে সেই বজ্রাস্ত্রও তখনই ভস্মীভূত হইল। নারায়ণও প্রভাসের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে তাহার প্রতি যে অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, রুদ্রদেব তৎসমস্তও খণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। এই ব্যাপার দর্শন করিয়া সেন্দ্রোপেন্দ্র দেবগণ বিস্ময়াপন্ন হইয়া যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইলেন, অসুরগণ জয়লাভে সিংহনাদ করিতে লাগিল, শ্রুতশর্ম্মাও রুদ্ধ হইল।

পরে দেবগণ বৃষধ্বজকে স্তবে সন্তুষ্ট করিলেন। তিনি দেবগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, দেবগণ! সূর্য্যপ্রভের প্রতিজ্ঞা কখনই অন্যথা হইবে না; যেহেতু আমি তাহাকে

বিদ্যাধর-চক্রবর্ত্তিত্ব প্রদানে আশ্বাস দিয়াছি। দেবগণ বলিলেন, ভগবন্! আমারও শ্রুতশর্ম্মাকে ঐ পদ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি, ন্যায়তঃ বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে তাহার অন্যথা করা যুক্তিসঙ্গত হয় না, এক্ষণে আমাদিগের প্রার্থনা এই যে, যাহাতে উভয়পক্ষের সম্ভ্রম বজায় থাকে, তাহাই করা কর্ত্তব্য। মহাদেব তদুত্তরে কহিলেন, উভয়পক্ষে সন্ধি স্থাপিত হইলে দুইদিক্ বজায় থাকে। এক্ষণে শ্রুতশর্ম্মা অনুচরগণের সহিত সূর্য্যপ্রভকে প্রণাম করুক, তাহার পর যাহাতে উভয়পক্ষের কুশল হয়, তাহা করা যাইবে। দেবগণ তাহাতে স্বীকৃত হইয়া শ্রুতশর্ম্মাকে সূর্য্যপ্রভের শরণাগত হইতে আদেশ করিলেন! শ্রুতশর্ম্মা দেবগণের আদেশ প্রতিপালন করিলে সূর্য্যপ্রভ শত্রুতা পরিত্যাগ করিয়া বন্ধুভাবে তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। এইরূপে দেবাসুরের মধ্যে পরস্পর সন্ধি স্থাপিত হইলে দেবাদিদেব মহাদেব সূর্য্যপ্রভকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বৎস সূর্য্যপ্রভ! তুমি সিংহাসনের দক্ষিণার্দ্ধ গ্রহণ করিয়া উত্তরার্দ্ধ শ্রুতশর্ম্মাকে দাও; তুমি অচিরকালমধ্যে ইহার চতুগুর্ণ কিন্নররাজ্য পাইবে। তাহার পর কিন্নরাধিরাজ হইয়া এই দক্ষিণার্দ্ধ সকুঞ্জর কুমারকে দিও, এই কথা বলিয়া সংগ্রামে নিহত বীরদিগকে পুনর্জীবিত করিয়া অনুচরগণের সহিত অন্তর্দ্ধান করিলেন।

অনন্তর সূর্য্যপ্রভ শ্রুতশর্ম্মাকে সিংহাসনের অর্দ্ধেক দান করিয়া অবশিষ্টার্দ্ধ আপনি অধিকার করিলেন। প্রভাসাদি মন্ত্রিগণ সূর্য্যপ্রভের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সভায় প্রবেশ করিল। দামোদরাদি সকলে শ্রুতশর্ম্মার অনুগত হইল। সুনীথাদি অসুরগণ ও বিদ্যাধর সকলে যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করিল। অনন্তর সপ্তপাতালাধিপতি প্রহ্লাদাদি অসুরগণ, ইন্দ্রাদি দেবগণ ও সুমেরু প্রভৃতি বিদ্যাধরগণ সূর্য্যপ্রভকে অভিনন্দিত করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার সভায় উপস্থিত হইলেন। সূর্য্যপ্রভের পত্নীগণও ভূতাসন-বিমানারোহণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এইরূপে সকলে সভায় উপবিষ্ট হইলে সিদ্ধি নাম্নী দনুর সহচরী আসিয়া সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিল, দেবাসুরগণ! দনু তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন যে, তোমরা কি ইহার পূর্ব্বে আর কখনও একাসনে এইভাবে উপবেশন করিয়া এরূপ প্রীতি অনুভব করিয়াছিলে? আজ কি সৌভাগ্যের দিন। যেহেতু চিরবিরোধী দেবাসুরগণ একস্থানে সমাসীন হইয়া সৌভ্রাত্রসুখ অনুভব করিতেছেন। ইহার পর তোমরা আর কখনও পরস্পর বিরোধ করিও না, ইহার বিরুদ্ধাচারী হইয়া আর অকারণ দুঃখভাগী হইও না। হিরণ্যাক্ষাদি অসুরগণ স্বর্গ-রাজ্যলাভের জন্য বিরোধ করিয়া সকলেই নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে; এক্ষণে আর বিবাদে প্রয়োজন নাই, সকলে একচিত্ত হইয়া সুখে কালযাপন কর, এইরূপ আচরণ করিলে জগতের পরম মঙ্গল হইবে।

সিদ্ধির মুখে এইসকল কথা শুনিয়া দেবরাজ সুরগুরুকে সঙ্কেত করিলে, তিনি বলিতে লাগিলেন, দেবগণের সহিত অসুরগণের এমন কোন সংস্রব নাই, যাহার নিমিত্ত বিরোধ সঙ্ঘটিত হয়, অসুরেরা দেবগণের সহিত বৃথা কলহোৎপাদন করে। ইহা শুনিয়া ময়দানব প্রত্যুত্তর করিল, দেবগুরো! যদি অসুরদিগের মনে কোনরূপ কাপট্য থাকিত, তাহা হইলে নমুচি কখনই দেবরাজকে মৃতসঞ্জীবন উচ্চৈঃশ্রবা প্রদান করিতেন না, প্রবলও যাচিত হইয়া দেবতাদিগকে নিজের শরীর দিতেন না, দানবেন্দ্র বলিও বিষ্ণুকে ত্রৈলোক্য দান করিয়া পাতালে বাস করিতেন না। অয়োলাহও বিশ্বকর্ম্মাকে আপনার শরীর প্রদান করিয়া কি নির্ব্বিকার চিত্ততার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন নাই? অসুরগণ স্বভাব-নিষ্কণ্টক হইয়াও কেবল প্রবঞ্চনা-চতুর দেবগণ কর্ত্তৃক পদে পদে প্রবঞ্চিত হইতেছে। ময় এই কথা বলিয়া বিরত হইলে, সিদ্ধি মধুরবচনে দেবতাসকলকে সান্ত্বনা প্রদান করিলে, তাঁহারা সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া পরস্পর আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর গৌরীর সখী জয়া সুমেরুকে অনুরোধ করাতে সুমেরু সূর্য্যপ্রভকে আপনার দুহিতা কামচূড়ামণিকে সম্প্রদান করিয়া মহামূল্য রত্নসমূহ যৌতুক দিলেন। ভবানী কর্ত্তৃক প্রেরিতা জয়া বিবাহসভায় আসিয়া প্রথমলাজমোক্ষণসময়ে তাঁহাকে একছড়া অম্লান ফুলের মালা, দ্বিতীয়লাজমোক্ষণসময়ে ক্ষুৎপিপাসানিবারিণী একছড়া রত্নমালা দান করিলেন। সুমেরুও তৎকালে পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ রত্ন, একটি অশ্ব, স্থিরযৌবনসাধিনী সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা একটি গুলিকা দান করিলেন। এইরূপে উদ্বাহকর্ম্ম নিবৃত্ত হইলে সুমেরু সমুদায় দেবতা, অসুর ও বিদ্যাধরকে বিনীতভাবে নিমন্ত্রণ করিলেন। কিন্তু কেহই তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন না। ইতিমধ্যে শিবানুচর নন্দী আসিয়া সকলকে সুমেরুগৃহে ভোজন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া বলিলেন, আপনারা অনুগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক সুমেরুকে আত্মপরিজনমধ্যে গণ্য

করিয়া তাহার বাটীতে ভোজন করিলে আমাদিগের অতিশয় তৃপ্তি হয়, ইহা প্রভুর আদেশ। নন্দীর কথানুসারে সকলে সুমেরুভবনে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর বিনায়ক, মহাকাল ও বীরভদ্রাদি প্রমথাধিপসকল সভাসীন হইলে অপ্সরাদিগের নৃত্যগীতাদি আরম্ভ হইল। সুমেরু কামধেনুর অনুগ্রহে বিবিধ ভোজনদ্রব্য প্রস্তুত দেখিয়া শিবানুচর, দেবতা, অসুর ও বিদ্যাধরদিগকে অতি সমাদরে ভোজন করাইলেন। আহারব্যাপার সম্পন্ন হইলে প্রমথগণ সকলকে যথাযোগ্য বস্ত্রাভরণাদিদানে সন্তুষ্ট করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। দেবগণ ও মাতৃগণ স্ব স্ব আবাসে প্রতিগমন করিলে, শ্রুতশর্ম্মাও সানুচরে প্রস্থান করিল। পরে সূর্য্যপ্রভ কামচূড়ামণিকে প্রধানা মহিষী করিয়া অন্যান্য মহিষীগণের সহিত আপন ভবনে প্রবেশ এবং নূতন বধূর সহিত পরমসুখে নিশাযাপন করিলেন।

পরদিবস প্রভাতে সূর্য্যপ্রভ অপর মহিলাগণের সহিত মধুরালাপে বিহার করিতেছেন, এমন সময়ে সুষেণ নামক বিদ্যাধর আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, দেব! ত্রিকূটাধিপতি বিদ্যাধরেরা আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়া বলিয়া দিয়াছেন যে, আজ হইতে তৃতীয় দিবসে ঋষভ পর্ব্বতে আপনার রাজ্যাভিষেক হইবে, অতএব সকলকে যেন নিমন্ত্রণ করা হয়। সূর্য্যপ্রভ সেই কথানুসারে প্রভাসাদির প্রতি সকলের নিমন্ত্রণের ভার দিয়া আপনি কৈলাসে গমনকরতঃ প্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া বিবিধ স্তববাক্যে পার্ব্বতী-পরমেশ্বরের স্তব করিয়া তাঁহাদিগের চরণতলে পতিত হইলেন। ভক্তবৎসল উমামহেশ্বর তাঁহার স্তবে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া সূর্য্যপ্রভকে বিদায় দিলেন। সূর্য্যপ্রভ নির্দ্ধারিত দিবসে বিদ্যাধররাজ্যাভিষিক্ত হইয়া পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। এই কথা বলিয়া বজ্রপ্রভ তিরোহিত হইল।

একপঞ্চাশত্তম তরঙ্গ

পৃথ্বীরাজের উপাখ্যান

নরবাহনদত্ত এই অতি আশ্চর্য্য কথা শ্রবণে বিস্ময়াপন্ন হইয়া কোন সময়ে গোমুখের সহিত উপবনকাননে প্রবিষ্ট হইলে দূরে বীণাধ্বনি শুনিতে পাইলেন। যুবরাজ সেই বীণাধ্বনি অনুসারে কিয়দ্দূর গমন করিয়া সম্মুখে এক শিবমন্দির দেখিতে পাইলেন। ক্রমে মন্দিরের সন্নিহিত তরুতলে অশ্ব বন্ধন করিয়া মন্দিরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, কোন দিব্য কুমারী সখীজনে পরিবৃত হইয়া বীণাযন্ত্রের সাহায্যে মধুরস্বরে দেব উমাপতির স্তব করিতেছেন। যুবরাজ তাঁহাকে দেখিয়াই মদন-শরে জর্জ্জরিত-দেহ হইয়া পড়িলেন। সেই কন্যাও যুবরাজের রূপে মুগ্ধ হইয়া তখনই সঙ্গীতাদি ব্যাপারে বিরত হইলেন। পরচিত্তবিৎ গোমুখ সেই কন্যার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে উদ্যত হইলে, সেই সময়ে অপর এক সুরাঙ্গনা গগনতল হইতে কন্যার নিকটে আগমন করিলেন। তাঁহাকে উপস্থিত দেখিয়া কন্যা সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক প্রণাম করিলে, তিনি কন্যার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া 'বিদ্যাধর-চক্রবর্ত্তী তোমার স্বামী হউক' এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

ইতিমধ্যে যুবরাজ নিকটে আসিয়া সেই স্ত্রীলোককে প্রণাম করিয়া কন্যার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, বিদ্যাধরী বলিলেন, ভদ্র! হিমালয়ের অন্তর্বর্ত্তী সুন্দরপুর নামক নগরে অলঙ্কারশীল নামে বিদ্যাধররাজ বাস করেন। তাঁহার মহিষীর নাম কাঞ্চনপ্রভা। তিনি ভগবতী গৌরীর কৃপায় এক পুত্র প্রসব করেন। অলঙ্কারশীল সেই পুত্রের ধর্ম্মশীল নাম রাখিলেন। পিতা সেই পুত্রকে ক্রমে যৌবনসীমায় পদার্পণ করিতে ও নানা গুণে ভূষিত হইতে দেখিয়া যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর কাঞ্চনপ্রভা একটি কন্যা প্রসব করিলেন। সেই কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র দৈববাণী হয় যে, এই কন্যা ভাবী বিদ্যাধর-চক্রবর্ত্তী নরবাহনদত্তের মহিষী হইবে। পিতা কন্যার নাম রাখিলেন অলঙ্কারবতী। সেই কন্যা দিন দিন শশিকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া বাল্যকাল অতিক্রমকরতঃ ক্রমে যৌবন-সীমায় উত্তীর্ণ হইলে পিতার নিকট হইতে নানা বিদ্যা শিক্ষা করিয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে শিবপূজাপরায়ণা হইলেন।

কিছুকাল পরে যুবরাজ ধর্ম্মশীলকে বিষয়ভোগে বিরক্ত হইয়া বনগমনাভিলাষী দেখিয়া আপনিও পুত্রস্নেহে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া তাঁহার সহিত বনগমনেচ্ছা করিয়া পত্নীহস্তে অলঙ্কারবতীকে সমর্পণকরতঃ বলিলেন, সংবৎসরকাল পূর্ণ হইলে আমি এখানে আসিয়া নরবাহনদত্তের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া তাহাকে রাজত্ব প্রদান করিব, জামাতা আমার রাজ্যলাভ করিয়া আধিপত্য করিবে, এই কথা বলিয়া পুত্রের সহিত প্রস্থান করিলেন। কাঞ্চনপ্রভা স্বামীর

আদেশানুসারে সেই নগরে থাকিয়াই কন্যা প্রতিপালন করিতেছে।

অনন্তর অলঙ্কারবতী মাতার সহিত শিবারাধন-তৎপরা হইয়া বহু দেবতায়তনে ভ্রমণ করিলে, প্রজ্ঞপ্তি নাম্নী বিদ্যা এইপ্রকার আদেশ করিলেন যে, কাশ্মীর-দেশান্তর্গত স্বয়ম্ভুক্ষেত্রে যে শিবলিঙ্গ আছেন, তাঁহার আরাধনা করিতে পারিলে, তুমি অতি শীঘ্রই নরবাহনদত্তকে পতিলাভ করিবে। অলঙ্কারবতী সেই কথা শুনিয়া মাতার সহিত কাশ্মীরে গিয়া সেই শিবলিঙ্গের আরাধনা করিয়া আজ বাটী আসিয়াছেন। যিনি সখীগণে পরিবৃতা হইয়া এই মন্দিরে বীণাবাদনপূর্ব্বক দেব উমাপতির স্তব করিতেছেন, তিনিই এই অলঙ্কারবতী, আমি ইঁহারই জননী কাঞ্চনপ্রভা। আজ আমি বিদ্যাবলে আপনাকে অত্রাগত ও নরবাহনদত্ত বলিয়া জানিতে পারিয়া সত্বর এখানে আসিতেছি। আমার স্বামী যে স্বয়ং কন্যা সম্প্রদান করিবেন, এ কথা পূর্ব্বে আয়ুষ্মানকে বলিয়াছি। একদিন মাত্র অপেক্ষা করুন, আগামীকল্য এই কন্যাকে বিবাহ করিয়া আমাদিগের মনোরথ পূর্ণ-করতঃ কৌশাম্বী গমন করিবেন। কাঞ্চনপ্রভার এই কথা শুনিয়া একান্ত অনুরাগবশতঃ কন্যা ও জামাতাকে বিলম্ব সহ্য করিতে অসমর্থ দেখিয়া তিনি পুনরায় বলিলেন, তোমরা একদিনকাল বিরহদুঃখ সহ্য করিতে পারিতেছ না? দেখ দেখি, ত্রেতাযুগে রাজা রামচন্দ্র ও সীতাদেবী কত দীর্ঘকাল বিরহ-যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছিলেন। এই কথা বলিয়া সীতার বনবাসবৃত্তান্ত বর্ণনে তাঁহাদিগকে আশ্বাসিত করিলেন।

'কল্য প্রভাতেই আসিব' এইরূপ প্রতিশ্রুত হইয়া কন্যা লইয়া কাঞ্চনপ্রভা চলিয়া গেলে, নরবাহনদত্তও অত্যন্ত বিমনা হইয়া সেই মিত্রের সহিত কৌশাম্বীতে প্রত্যাগমন করিলেন। রাত্রিতে অলঙ্কারবতীর বিরহে যুবরাজকে বিনিদ্র দেখিয়া গোমুখ তাঁহার চিত্তবিনোদনার্থ একটি মনোহর উপাখ্যান বলিতে আরম্ভ করিলেন।

যুবরাজ! দক্ষিণাপথে প্রতিষ্ঠান নামে একটি নগর আছে। সেখানে পৃথ্বীরাজ নামে এক অতি রূপবান্ রাজা ছিলেন। এক সময়ে পরম জ্ঞানবান দুইজন অতিথি আসিয়া রাজার অসামান্য রূপলাবণ্য দেখিয়া বলিলেন, দেব! আমরা সমুদায় পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াছি, কিন্তু আপনার তুল্য রূপবান পুরুষ কোথায়ও দেখি নাই। মুক্তিপুরদ্বীপাধিপতি রূপধরের রূপলতা নাম্নী এক কন্যা আছে, সেই কন্যাই মহারাজের অনুরূপ হইতে পারে। বিধাতা যদি অনুকূল হইয়া আপনাদের দুই জনের সংযোগবিধান করেন, তাহা হইলে যথার্থ যোগ্যযোজন হয়।

যতিদ্বয় এই কথা বলিয়া বিরত হইলে, রাজা কুমারীদত্ত নামক স্বীয় চিত্রকরকে আহ্বান করিয়া আপনার প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিতে আদেশ দিলেন। প্রতিকৃতি অঙ্কিত হইলে রাজা সেই দুইজন যতির সহিত কুমারীদত্তকে মুক্তিপুরে পাঠাইয়া দিলেন।

চিত্রকর যতিদিগের সহিত অতি সত্বর সমুদ্রতীরবর্ত্তী পোত্রপুরাখ্য নগরে পোতে আরোহণ করিয়া, পাঁচ দিনে মুক্তিপুরে পৌঁছিয়া কৌশলে আপনার চিত্রনৈপুণ্যের কথা ঘোষণা করিল। রাজা তাহা শুনিয়া সেই চিত্রকরকে ডাকাইয়া আনিলেন। চিত্রকর রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণামকরতঃ আপনার চিত্রনৈপুণ্যের কথা প্রকারান্তরে জানাইয়া বলিল, মহারাজ! আমি পৃথ্বীধর নরপতির নিকট হইতে আসিয়াছি। রাজা তাহাকে নিজ কন্যার প্রতিকৃতি চিত্র করিতে আদেশকরতঃ কন্যাকে তাহার সমক্ষে আনয়ন করিলেন। কুমারীদত্ত রাজকন্যা রূপলতার চিত্রপট অঙ্কিত করিয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইলে, রাজা কুমারীদত্তের চিত্রনৈপুণ্যের বারংবার প্রশংসা করিয়া চিত্রকরের সহায় সন্ন্যাসী দুইজনকে সমাদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা ত' সমুদায় পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছেন, বলুন দেখি আমার কন্যার ন্যায় রূপবতী কন্যা আর কোথাও দেখিয়াছেন কি না? সন্ন্যাসীরা বলিলেন, রাজন্! যদিচ আপনার কন্যার সাদৃশী রূপবতী কন্যা কোথাও দেখি নাই বটে, কিন্তু এই কন্যার সদৃশ রূপবান্ পৃথ্বীধর রাজাকে দেখিয়াছি। সেই রাজা যুবা হইয়াও তাঁহার সদৃশী কন্যা না পাওয়াতে আজ পর্য্যন্ত বিবাহ করেন নাই। যদি এই দুই জনের সংযোগ হয়, তবে বিধাতার রূপনির্ম্মাণকৌশলের সফলতা হয়।

এই অবসরে চিত্রকর আপনার নিকট হইতে পৃথ্বীধরের চিত্রপট বাহির করিয়া বলিল, মহারাজ! যদি তাঁহার রূপ দেখিতে অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে এই দেখুন। ইহা বলিয়া পৃথ্বীধরের চিত্রপট রাজার সম্মুখে রাখিয়া দিল। রাজা রূপধর সেই চিত্রপট দেখিয়া পৃথ্বীধরের রূপের অনেক প্রশংসা করিয়া পটখানি কন্যার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। রাজকন্যা পট দেখিবামাত্র বিমোহিতা ও বিস্মিতা হইলেন। রাজা কন্যার তথাবিধ অবস্থা দেখিয়া

চিত্রকরকে বহু পারিতোষিকদানে পরিতুষ্ট করিয়া কন্যার চিত্রপট তাহার হস্তে দিয়া বলিলেন, চিত্রকর! তুমি তোমার প্রভু পৃথ্বীধরের নিকট যাইয়া তাঁহাকে এই চিত্রপটখানি দিও। যদি এই পটদৃষ্টে আমার কন্যার প্রতি তাঁহার গ্রহণাভিলাষ জন্মে, তাহা হইলে তিনি আমার কন্যা রূপলতাকে পরিণয় করিয়া যেন আমাকে কৃতার্থ করেন। চিত্রকর রাজা রূপধরের আদেশানুসারে ভিক্ষুকদিগের সহিত সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া প্রতিষ্ঠানের রাজার সমীপে যাইয়া রূপধরের মনোভিলাষ নিবেদন করিয়া রূপলতার চিত্রপটখানি রাজাকে দেখাইল। পৃথ্বীধর রূপলতার চিত্রপট দেখিয়া একেবারে বিমোহিত ও রূপধরের অভিপ্রায় শ্রবণে সম্প্রীত হইয়া চিত্রকর ও ভিক্ষুক দুই জনকে পুরস্কারদানে সন্তুষ্ট করিয়া সেই চিত্রদর্শনে অতিকষ্টে দিন কাটাইলেন।

পরে রাজা রূপধর শুভদিন ও শুভলগ্ন দেখিয়া শক্রমঙ্গল নামক হস্তীতে আরোহণপূর্ব্বক সৈন্য-সামন্তগণের সহিত মুক্তিপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। দ্বিতীয় দিবসে বিন্ধ্যাটবীমধ্যে শবর-সৈন্যগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেও তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া, সাগর উত্তীর্ণ হইয়া আট দিনে মুক্তিপুরে উপস্থিত হইলেন। পৃথ্বীধর উপস্থিত হইয়াছেন শুনিয়া রাজা রূপধর সসম্ভ্রমে প্রত্যুদ্গমনকরতঃ সসম্মানে তাঁহাকে রাজধানীতে আনয়ন করিলেন। রাজ-পরিজনবর্গ রূপধরকে কন্যার অনুরূপ বর দেখিয়া অতিশয় হর্ষপ্রকাশ করিতে লাগিল। অনন্তর রাজা রূপধর শুভলগ্নে পৃথ্বীধরকে যথোচিত অর্চ্চনা করিয়া কন্যা রূপলতাকে তৎকরে সম্প্রদান করিলেন। বর ও বধূ উভয়ে পরস্পরের রূপ দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইলেন।

বিবাহ-মহোৎসব সম্পন্ন হইলে, রাজা রূপধর সেই চিত্রকর ও ভিক্ষুকদ্বয়কে পুনরায় বিবিধ বস্ত্রালঙ্কারাদি দিয়া সন্তুষ্ট করিলেন। জামাতা পৃথ্বীধর অনুচরগণের সহিত দশদিনকাল শ্বশুরভবনে সুখে কালযাপন করিয়া একাদশ দিবসে প্রিয়তমার সহিত স্বীয় রাজধানীতে প্রস্থান করিলেন। রাজা রূপধর সমুদ্রের তীর পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিলেন। তৎপরে অভিনব কন্যাবিয়োগে কাতর শ্বশুরকে রাজা পৃথ্বীধর সমাশ্বাসিত করিয়া পোতযোগে আট দিনে সমুদ্রোত্তীর্ণ হইয়া তত্রত্য পোত্রপুরাধিপতি রাজা উদারচরিতের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিয়া আপনার নগরে প্রত্যাগত হইলেন। পৌরাঙ্গনাগণ রূপলতার রূপলাবণ্যদর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইল। রাজা রাজভবনে প্রবেশ করিয়া অনুচর-গণকে যথোচিত পুরস্কার দিয়া প্রিয়তমা রূপলতার সহিত সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

মন্ত্রিবর গোমুখ এই উপাখ্যান বর্ণনা করিয়া পুনরায় বলিলেন, দেব! মহানুভব রাজা ও রাজপুত্রগণের মধ্যে অনেকেই এইপ্রকার অল্প বা বহুতর বিরহদুঃখ সহ্য করিয়া থাকেন। আপনি একরাত্রিমাত্র অতিবাহিত করিতে না পারিয়া এত ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছেন কেন? রজনী প্রভাত হইবামাত্রই অলঙ্কারবতীকে প্রাপ্ত হইবেন। এই কথা বলিয়া গোমুখ বিরত হইলে, মরুভূতি উপস্থিত হইয়া বলিল, যে পর্য্যন্ত লোকে কুসুমশরনিকরনি-পাতের লক্ষ্য না হয়, সেই পর্য্যন্ত তাহার ধৈর্য্যশীলতা থাকে। কেবল দেবী সরস্বতী, দেবকুমার ও জিন এই তিনজনমাত্র বসনলগ্ন তৃণের ন্যায় বিশ্ববিজয়ী কন্দর্পকে সুদূরে নিরাকৃত করিয়া জগতে জিতেন্দ্রিয়তার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহা শুনিতে পাওয়া যায়। এই কথা বলিয়া মরুভূতি ক্ষান্ত হইলে গোমুখ কিঞ্চিৎ বিমনা হইলেন। যুবরাজও তাহার পক্ষই সমর্থন করিয়া অন্যান্য নানা প্রকার কথাতে অতিকষ্টে সেই রাত্রি যাপন করিলেন।

প্রভাতে অলঙ্কারশীল পত্নী কাঞ্চনপ্রভা ও কন্যা অলঙ্কারবতীর সহিত আকাশ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া, স্নানাদি নিত্যকর্ম্ম করিয়া উপবিষ্ট যুবরাজের নিকট আসিলেন। যুবরাজ তাঁহাকে সমুচিত সৎকারে সম্মানিত করিলেন। অনন্তর অনেক বিদ্যাধর সুবর্ণ ও রত্নের ভার গ্রহণকরতঃ নভোমণ্ডল হইতে নীচে নামিল। বৎসরাজ এই বৃত্তান্ত শুনিয়া পত্নীর সহিত সেইখানেই উপস্থিত হওত অলঙ্কারশীলকে সম্যক্ অভ্যর্থনা করিলেন। অলঙ্কারশীল অতি বিনয় প্রকাশপূর্ব্বক বৎসরাজকে বলিলেন, রাজন্! আমার এই কন্যা অলঙ্কারবতী আমার এই পত্নীতে প্রসূত হইবামাত্র দৈববাণী হয়, এই কন্যাকে ভাবী চক্রবর্ত্তী নরবাহনদত্তের হস্তে সম্প্রদান করা কর্ত্তব্য। তদনুসারে অদ্য শুভলগ্ন আছে, এই নিমিত্ত আমরা স্বর্গে এই কন্যাকে সঙ্গে লইয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি।

বৎসরাজ রাজা অলঙ্কারশীলের কথা শুনিয়া 'আপনার মহানুগ্রহ' এই কথা বলিয়া তাঁহার কথায় সম্মতি প্রদান করিলেন। অলঙ্কারশীল যুবরাজ নরবাহনদত্তকে বহু ধনরত্নের সহিত কন্যা সম্প্রদান

করিয়া, রাজা বৎসরাজ কর্ত্তৃক বিশিষ্টরূপে সম্পূজিত হইয়া তৎক্ষণাৎ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। বৎসরাজও ক্রমশঃ পুত্রের সমুন্নতি দেখিয়া অত্যন্ত প্রীতি অনুভবকরতঃ সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

—

দ্বিপঞ্চাশত্তম তরঙ্গ

অশোকমালার উপাখ্যান

কিছুকাল গত হইলে কাঞ্চনপ্রভা কৌশাম্বীতে আসিয়া জামাতাকে স্বীয় নগরে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। যুবরাজও পিতার আজ্ঞায় সম্মত হইয়া গোমুখ ও মরুভূতির সহিত কাঞ্চনপ্রভা-দর্শিত আকাশপথে হিমালয় পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া, অপ্সরা ও কিন্নরদিগের মনোহর সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে ও বিবিধ আশ্চর্য্য বস্তু দেখিতে দেখিতে সুবর্ণময় সুন্দর গ্রামে আসিলেন। সেখানে কাঞ্চনপ্রভা কর্ত্তৃক জামাতার সমাগম জন্য কর্ত্তব্য মঙ্গলবিধান দ্বারা নিজভবনে প্রবেশিত নরবাহনদত্ত পরিজনবর্গের সহিত সেই দিবস স্বর্গসুখ অনুভব করিলেন।

পরদিবস প্রাতঃকালে কাঞ্চনপ্রভা জামাতাকে অলঙ্কারবতীর সহিত তত্রত্য ভূতপতি শম্ভুর আরাধনার নিমিত্ত গঙ্গাসর নামক তীর্থে পতিনির্ম্মিত মনোহর উপবনে বাস করাইতে ইচ্ছা করিলেন। কুমারও শ্বশ্রূর সন্তোষসাধনের জন্য সন্তুষ্টচিত্তে শম্ভুর আরাধনা করিতে প্রিয়া অলঙ্কারবতী, মন্ত্রী গোমুখ এবং মরুভূতির সহিত সেইখানে গমন করিয়া গঙ্গাসর তীর্থে স্নানকরতঃ উমাপতির অর্চ্চনায় মনোনিবেশ করিলেন। নরবাহনদত্ত মহাদেবের পূজাদি সমাপন করিয়া সেই মনোহর উদ্যানে বিহারকরতঃ মরুভূতির সকৌতুক হাস্য-পরিহাসাদি-বিনোদনে একমাসকাল স্বর্গসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। অনন্তর সকলে কাঞ্চনপ্রভাদত্ত নানাবিধ দিব্য বসনাভরণাদিতে সৎকৃত হইলে যুবরাজ শ্বশ্রূর আদেশে আনীত সজ্জিত দিব্য বিমানারোহণে পত্নী, পরিজন ও কাঞ্চনপ্রভার সহিত পুনরায় কৌশাম্বীতে আসিয়া বিরহকাতর মাতাপিতার আনন্দবর্দ্ধন করিলেন।

একদিন কাঞ্চনপ্রভা রাজদম্পতির সমক্ষে অলঙ্কারবতীকে উপদেশচ্ছলে বলিলেন, বৎসে! ঈর্ষা-কলুষিত বা ক্রোধান্বিত হইয়া স্বামীকে বিরক্ত করিও না, পতির বিরক্তি মহানিষ্টের হেতু। আমি পূর্ব্বে ঈর্ষাবশে স্বামীর মনে অনেক দুঃখ দিয়াছিলাম, তিনি তন্নিমিত্ত বৈরাগ্যাশ্রম গ্রহণ করিয়া বনগমন করেন। আমি আজ পর্য্যন্ত সেই অনুতাপানলে দগ্ধহৃদয়া হইয়া দিবানিশি অসহ্য যাতনা সহ্য করিতেছি। কন্যাকে এই প্রকার উপদেশ দিয়া আলিঙ্গনকরতঃ কাঁদিতে কাঁদিতে নিজভবনে গমন করিলেন।

পরদিবস যুবরাজ প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া মন্ত্রিগণের সহিত আলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে ভয়বিহ্বলা একটি স্ত্রীলোক অলঙ্কারবতীর শরণাপন্ন হইলে, অলঙ্কারবতী তাহাকে অভয়দানে আশ্বস্ত করিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল, দেবি! আমি এই নগরস্থ বলসেন নামক ক্ষত্রিয়ের কন্যা, আমার নাম অশোকমালা। আমাকে যুবতী ও রূপবতী দেখিয়া আমার সৌন্দর্য্যে সমাকৃষ্টচিত্ত হঠশর্ম্মা নামে অতি সমৃদ্ধিশালী কোন ব্রাহ্মণ আমার পিতার নিকট আমাকে প্রার্থনা করেন; কিন্তু তাঁহার উপর আমার অনুরাগ না থাকিলেও ব্রাহ্মণের ভয়ে পিতা তাঁহার হস্তে আমাকে সমর্পণ করেন। ব্রাহ্মণ আমাকে বিবাহ করিয়া বলপ্রকাশপূর্ব্বক আপন বাটীতে লইয়া গেলেন; আমি কিন্তু তাঁহার সহবাসপরিহারেচ্ছু হইয়া কোন এক ক্ষত্রিয় যুবার আশ্রয় লইলাম। তথাপি সেই দুরাচার পতি উপদ্রব আরম্ভ করিলে সেই ক্ষত্রিয়কুমারকে পরিত্যাগ ও অপর একজনকে আশ্রয় করিলাম, সেখানেও উপদ্রব আরম্ভ করাতে অন্য একজনের শরণ লইলাম। আমার স্বামী তাহাকেও পীড়ন করিতে আরম্ভ করিলে, আমি বীরশর্ম্মা নামক কোন রাজপুত্রের কিঙ্করী হইলাম, ইহা দেখিয়া আমার স্বামী আর কোন প্রতীকার করিতে অশক্ত হইয়া সততোদ্বিগ্নমনা থাকিয়া অস্থিচর্ম্মাবশেষ হইলেন। বহুকালের পর আজ আমাকে পথে বাহির হইতে দেখিয়া অসিহস্তে আমার প্রতি প্রধাবিত হওয়াতে আমি প্রাণভয়ে পলাইয়া প্রতিহারীর কৃপায় আপনার শরণাগত হইয়াছি। আমার বোধ হইতেছে, দুরাত্মা বহির্দ্বারে এখনও দণ্ডায়মান।

অলঙ্কারবতী এই সকল কথা শুনিয়া সঙ্কেত করাতে যুবরাজ হঠশর্ম্মাকে আহ্বান করিয়া সক্রোধে সেই স্ত্রীবিনাশোদ্যত ব্রাহ্মণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। ইহা দেখিয়া সে বলিল, যুবরাজ! এই রমণী আমার বিবাহিতা পত্নী, জগতে এমন কোন

কাপুরুষ আছে যে, স্ত্রীর ব্যভিচার সহ্য করিতে পারে? তাঁহার কথা শুনিয়া যুবরাজ লোকপাল-দিগকে সাক্ষী করিয়া আপনার যথার্থ চরিত্রের বিষয় বলিতে অশোকমালাকে অনুরোধ করিবামাত্র দৈববাণী হইল যে, আপনারা শুনুন, এই অশোকমালা পূর্ব্বজন্মে অশোকবর নামক বিদ্যাধরের কন্যা ছিল। ইহার বিবাহযোগ্য বয়স উপস্থিত হইলে অশোকবর কতকগুলি বরপাত্র আনয়ন করিলে, এ নিজ রূপমদে মত্ত হইয়া কাহাকেও বিবাহ করিতে সম্মত না হওয়াতে তিনি কুপিত হইয়া ইহাকে এইরূপ শাপ দিলেন যে, দুর্বৃত্তে! তুই মানবী হইয়া কোন দুর্জ্জনের হাতে পড়িবি, তাহার পর তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া বহু পুরুষগামিনী হইবি, পরে তোর পতি যখন তোকে পথে দেখিতে পাইয়া প্রহার করিতে উদ্যত হইবে, তখন তুই রাজভবনে গিয়া রাজার নিকটে উপস্থিত হইলে তোর শাপমোচন হইবে। তাহার পর বিদ্যাধরী হইয়া বিদ্যাধরলোকে আসিয়া অভিরুচি নামক বিদ্যাধরের সহধর্ম্মিণী হইবি। এই পর্য্যন্ত বলিয়া দৈববাণী ক্ষান্ত হইলে অশোকমালা তৎক্ষণাৎ মানবদেহ ত্যাগ করিয়া আপনার পূর্ব্বের রূপ ধারণকরতঃ বিদ্যাধরলোকে গিয়া অভীষ্ট পতিলাভ করিল। এই ব্যাপার দর্শনে সপত্নীক নরবাহনদত্ত অতি বিস্মিত হইলে হঠশর্ম্মা বিগতক্রোধ হইয়া সহসা আপনার জাতি স্মরণকরতঃ যুবরাজকে বলিলেন, রাজপুত্র! এক্ষণে আমার স্মরণ হইতেছে, পূর্ব্বে আমি হিমালয় পর্ব্বতান্তবর্ত্তী মদনপুরে প্রলম্বভুজাখ্য বিদ্যাধরের পুত্র ছিলাম, তখন আমার নাম ছিল স্থূলভুজ। আমি পিতার অভিসম্পাতে মর্ত্ত্যভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। কুমার! পিতার শাপ দিবার কারণ শুনুন। আমি শৈশবকাল অতিক্রম করিয়া যখন যৌবন-সীমায় পদার্পণ করি, তখন সুরভিবৎস নামক বিদ্যাধর সুরভিদত্তা নাম্নী নিজ তনয়াকে সঙ্গে করিয়া আমার পিতার নিকট আসিয়া আমাকে সেই কন্যা দান করিবার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। পিতা করণীয় সম্বন্ধ বিবেচনায় আমাকে ডাকিয়া সুরভিদত্তাকে বিবাহ করিতে অনুমতি প্রদান করেন, কিন্তু আমি দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ নিজ সৌন্দর্য্যমদে মত্ত হইয়া পিতৃবাক্য গ্রাহ্য করিলাম না। পিতা যখন পুনঃ পুনঃ নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিলেও আমি পিতৃবাক্য অগ্রাহ্য করিয়া সেই বিবাহে অসম্মত হইলাম, তখন তিনি ক্রোধপরিপূর্ণ হইয়া এইরূপ শাপ দিলেন, দুরাত্মন্! যেহেতু তুই রূপের গর্ব্বে মত্ত হইয়া আমার বিশেষ অনুরোধ উল্লঙ্ঘন করিয়া এই কন্যাকে গ্রহণ করিলি না, তজ্জন্য তুই অতি কুরূপ ও অতি বিকটানন হইয়া মর্ত্ত্যভূমে জন্মগ্রহণ করিবি এবং তোর প্রতি অনিচ্ছুক শাপভ্রষ্টা অশোকমালা নাম্নী কোন কন্যাকে বিবাহ করিবি, তাহারা পর তাহাকে তোকে পরিত্যাগ করিয়া পুনঃ পুনঃ অন্যাসক্ত হইতে দেখিয়া তুই তাহার বিরহে যৎপরোনাস্তি অন্তর্দাহ ও বহু ক্লেশভোগ করিবি। পরে সুরভিদত্তা আমাকে পিতৃশাপে অভিভূত দেখিয়া পিতার নিকট অতিশয় অনুনয় প্রকাশ করাতে তিনি কৃপা করিয়া আমাকে বলিলেন, বৎস স্থূলভুজ! আমি তোমাকে যে অভিসম্পাত প্রদান করিয়াছি, তাহার অন্যথা হইবে না; তবে সেই অশোকমালা শাপনির্ম্মুক্ত হইলে তোমার পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত স্মরণ-পথে উদিত হইবামাত্র তুমিও শাপবিমুক্ত হইবে এবং নিজ বিদ্যাধর-কলেবর প্রাপ্ত হইয়া এই সুরভিদত্তাকে বিবাহকরতঃ পরমসুখে কালযাপন করিবে। পিতার এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই সাধ্বী সুরভিদত্তা ধৈর্য্যাবলম্বন করিল, কিন্তু আমি অহঙ্কারদোষে এতকাল ঈদৃশ অনন্ত দুঃখ অনুভব করিলাম, অহঙ্কারের সমান যে রিপু নাই, এই মহাজনবাক্যের মর্ম্ম তখন আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম। আজ আমার শাপ অন্তগত হইল; এক্ষণে আমি সম্প্রতি প্রাপ্ত হইলাম। এই কথা বলিয়া হঠশর্ম্মা দেখিতে দেখিতে বিকৃত দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজ দেহ ধারণ করিয়া বিদ্যাধরলোকে গমন ও সুরভিদত্তাকে বিবাহ-করতঃ বিবিধ সুখানুভব করিতে লাগিলেন।

এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনে সকলে বিস্মিত হইলে, গোমুখ যুবরাজকে সম্বোধন করিয়া বলিল, দেব! মহাবরাহ নামক কোন নরপতির অনঙ্গরতি নামে এক পরমরূপবতী কন্যা ছিল। সেই কন্যার যখন বিবাহযোগ্য বয়স হইল, তখন সে তাহার পিতাকে বলিল, পিতঃ, রূপবান, জ্ঞানবান ও বীরপুরুষ ভিন্ন অন্য কাহাকেও আমি পতিত্বে বরণ করিব না। কন্যার এই কথা শুনিয়া মহাবরাহ কন্যার অভিপ্রায় ডিণ্ডিম দ্বারা ঘোষণা করিয়া দিলেন। এই ডিণ্ডিম-ঘোষণা শুনিয়া অনেক মহীপাল তাহাকে পাইবার আশায় তথায় আসিলেন, কিন্তু সে তাহাদিগের মধ্যে কাহাকেও মনোনীত করিল না। কোন সময়ে দাক্ষিণাত্য হইতে চারিজন যুবক অনঙ্গরতির প্রার্থনায় রাজার নিকট আসিল। রাজা তাহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, তন্মধ্যে একজন বলিল, রাজন্! আমি জাতিতে শূদ্র; আমার নাম পঞ্চপটিক; আমি প্রতিদিন পাঁচজোড়া

করিয়া কাপড় বুনিতে পারি। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, আমি বৈশ্যজাতি, আমার নাম ভাষাখ্য, আমি পশুপক্ষীদিগের ভাষা বুঝিতে পারি। তৃতীয় ব্যক্তি বলিল, আমি ক্ষত্রিয়, আমার নাম খড়্গধর, এই ত্রিলোকমধ্যে এমন কেহই নাই যিনি অসিযুদ্ধে আমাকে পরাস্ত করিতে পারেন। চতুর্থ ব্যক্তি বলিল, আমি ব্রাহ্মণ, আমার নাম জীবদত্ত, আমি ভগবতীর প্রসাদলব্ধ বিদ্যাপ্রভাবে মৃতব্যক্তিকে পুনর্জীবিত করিতে পারি। তাহারা এইরূপে আপন আপন জাতি, নাম ও বিদ্যার পরিচয় প্রদান করিলে, রাজা তাহাদিগের প্রতিহারভবনে বাসের অনুমতি দিলেন। পরে রাজা অনঙ্গরতিকে ডাকাইয়া ইহাদিগের পরিচয় প্রদান করিলে, অনঙ্গরতি তাহাদিগের সকলকে সুযোগ্য বলিয়া বিবেচনাকরতঃ চারিজনকেই বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলেন।

পরদিন তাহারা চারিজন যুবক নগরের শোভা দেখিবার ইচ্ছায় বহির্গত হইয়া দেখিল, পদ্মকবল নামক রাজহস্তী বন্ধনস্তম্ভ ভগ্ন করিয়া পথিমধ্যে ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়া, লোকসকলকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে, কেহই কোনরূপ প্রতীকার করিতে শক্ত হইতেছে না। ইহা দেখিয়া তাহারা উদ্যতায়ুধ হইয়া সেই হস্তীর অভিমুখে ধাবিত হইল। হস্তী তাহাদিগকে সম্মুখে আসিতে দেখিয়া অপর লোকদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তাহাদিগের দিকে ধাবমান হইল। খড়্গধর ইহা দেখিয়া বন্ধু তিনজনকে নিবারণ করিয়া একাকী হস্তীর সম্মুখে গিয়া খড়্গের দুই আঘাতেই গজরাজের জীবননাশ করিয়া ভূতলে পাতিত করিল।

নগরবাসী সকলে খড়্গধরের তাদৃশ পরাক্রমদৃষ্টে বিস্মিত হইয়া অনেক প্রশংসা করিতে লাগিল, রাজাও এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সবিস্ময়ে তাহাকে অভিনন্দিত করিলেন এবং পরদিবস সেই চারিজন বীরের সহিত মৃগয়ার্থ বনে গমন করিলেন। বনমধ্যে তাহারা রাজার সমক্ষেই বহুতর অতিবলবান্ ভয়ানক সিংহব্যাঘ্রাদি অবলীলাক্রমে বিনাশ করিয়া অলৌকিক বীরত্ব প্রদর্শন করিল। রাজা তাহা দেখিয়া পুনঃ পুনঃ সাধুবাদ প্রদান করিয়া তাহাদিগের মধ্যে খড়্গধরকে শ্রেষ্ঠ বীর নিশ্চয় করিয়া তাহাকেই কন্যাদান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলেন।

অনন্তর রাজা অন্তঃপুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অনঙ্গরতিকে নিকটে ডাকিয়া খড়্গধরকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলেন। অনঙ্গরতি পিতার আজ্ঞায় সম্মত হইলেন। রাজা কন্যাকে সম্মত দেখিয়া একজন গণক আনাইয়া কন্যার বিবাহের একটি ভাল দিন দেখিতে অনুমতি করিলেন। গণক কিয়ৎক্ষণ গণনা করিয়া বলিল, মহারাজ! আমি গণনায় দেখিতেছি, এই কন্যার বিবাহ মর্ত্যলোকে হইবে না, কারণ, কন্যাটি শাপভ্রষ্টা হইয়া ভূলোকে আগমন করিয়াছে। তিন মাস পরে এ শাপবিমুক্ত হইবে। আমার বিবেচনায় তিন মাস অতীত হইলে ইহার বিবাহ দেওয়া উচিত। যুবা চারিজন গণকের কথা শুনিয়া তাহাতেই সম্মত হইল এবং বিশ্বাসী গণকের কথায় এই তিন মাস রাজনির্দ্দিষ্টভবনে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

ক্রমে তিন মাস অতীত হইলে রাজা দৈবজ্ঞদিগকে সকলের সমক্ষে ডাকাইয়া পুনরায় কর্ত্তব্য-বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। এই অবসরে অনঙ্গরতি বস্ত্রাঞ্চলে মুখ আচ্ছাদন করিয়া আপনার জাতি স্মরণ করিতে করিতে মানুষী তনু পরিত্যাগ করিলেন। পরে রাজা কন্যাকে অনেকক্ষণ মুখাবরণ করিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার মুখাচ্ছাদন উদ্ঘাটিত করিতে অনুমতি দিলেন। আচ্ছাদনবস্ত্র উদ্ঘাটিত হইলে দেখিতে পাওয়া গেল, কন্যা জীবন পরিত্যাগ করিয়াছে। ইহা দেখিয়া রাজা ও রাজ্ঞী শোকে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। ক্ষণকাল পরে রাজা চৈতন্যলাভ করিয়া জীবদত্তকে অনঙ্গরতির জীবনদানে অনুরোধ করিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন, যদি জীবদত্ত অনঙ্গরতিকে বাঁচাইতে পারে, তাহা হইলে তাহাকেই কন্যাদান করিবেন।

জীবদত্তও অনঙ্গরতিকে বাঁচাইবার জন্য বিন্ধ্যবাসিনীদত্ত যাবতীয় প্রকরণ প্রয়োগ করিল বটে, কিন্তু কোন প্রকারেই বাঁচাইতে পারিল না, ইহা দেখিয়া নিজ জীবনদান বিদ্যা মিথ্যা মনে করিয়া আপনার মস্তকচ্ছেদন করিতে উদ্যত হইলে সহসা দৈববাণী হইল, বৎস জীবদত্ত! অনঙ্গরতি স্বর্গে গমন করিয়াছে; তুমি এক্ষণে এই অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হইয়া পুনরায় বিন্ধ্যবাসিনীর আরাধনা কর; তিনি প্রসন্ন হইলে অবশ্যই তুমি তাহাকে পাইবে। এই পর্য্যন্ত বলিয়া দৈববাণী বিরত হইলে রাজা শোক পরিত্যাগ করিয়া কন্যার সৎকারাদি ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পাদন করিলেন। সেই ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর তিনজন বীর স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল, জীবদত্ত বিন্ধ্যাচলে যাইয়া বিন্ধ্যবাসিনীর আরাধনায় মনোনিবেশ করিল।

কিছুকাল গতে দেবী বিন্ধ্যবাসিনী জীবদত্তের

আরাধনায় প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, বৎস! হিমাচলের অন্তর্গত বীরপুর নগরে সমর নামে এক বিদ্যাধর বাস করে। তাহার অনঙ্গরতি নাম্নী পত্নীতে অনঙ্গপ্রভা নামে এক কন্যা জন্মে। সেই কন্যা রূপযৌবনমদে মত্ত হইয়া কোন যুবাকে তাহার যোগ্য বলিয়া গণনা না করাতে তাহার মাতাপিতা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে এই বলিয়া শাপ দিলেন যে, তুই মনুষ্যজন্ম লাভ করিবি এবং পতিসুখে বঞ্চিত হইবি, যখন তোর ষোল বৎসর বয়স হইবে, তখন সেই মনুষ্য-কলেবর ত্যাগ করিয়া পুনরায় স্বর্গে আসিবি। এক সময়ে খড়্গসিদ্ধ নামে কোন বীরপুরুষকে কোন মুনিকন্যা অভিলাষ করে, সেই অপরাধে সেই মুনিকন্যাকে এই বলিয়া অভিশাপ দেন যে, তুই যখন মনুষ্যাভিলাষিণী হইয়াছিস্, তখন মনুষ্যই তোর পতি হইবে এবং তোর অনিচ্ছাতেই তোকে মর্ত্ত্যলোকে লইয়া যাইবে, কিন্তু সেখানে গিয়া তোর বিরহে যৎপরোনাস্তি দুঃখভাগী হইবে। যে তোর পতি হইবে, সে ব্যক্তি পূর্ব্বজন্মে আটটি মহিলাকে হরণ করে, সেই পাপে এই একজন্মেই অষ্টজন্মভোগ্য দুঃখপ্রাপ্ত হইবে। মদনপ্রভ নামে যে খেচর তোকে পাইবার অভিলাষ করিয়াছিল, সেই মনুষ্য হইয়া তোর স্বামী হইবে। অনন্তর তুই শাপমুক্ত হইয়া স্বর্গে আসিবি, তোর পতিও পুনর্ব্বার খেচরত্ব প্রাপ্ত হইয়া তোকে লাভ করিবে। অনঙ্গরতি পিতা কর্তৃক এইরূপ অভিশপ্ত হইয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিল। এক্ষণে মনুষ্যদেহ ত্যাগকরতঃ পিতার নিকটে আসিয়া অনঙ্গপ্রভা নামে বিখ্যাত হইয়াছে। তুমি এক্ষণে বীরপুরে গিয়া তাহার পিতাকে সংগ্রামে পরাজয়-করতঃ তাহাকে বিবাহ কর। আমি তোমাকে এই অসিখানি দিতেছি, গ্রহণ কর, ইহার প্রভাবে খেচরেরও অজেয় হইবে। দেবী এই কথা বলিয়া তখনই অন্তর্হিত হইলেন।

জীবদত্ত এইপ্রকার বর ও একখানি অসিলাভ করিয়া উঠিলেন এবং দেবীর অনুগ্রহে বিগতশ্রম হইয়া দেবীদত্ত অসিহস্তে আকাশপথে বীরপুরে গমনপূর্ব্বক শ্বশুরকে পরাজয় করিয়া অনঙ্গপ্রভাকে লাভ করিলেন। পরে শ্বশুরের অনুমত্যানুসারে অনঙ্গপ্রভাকে ভূতলে লইয়া যাইবার জন্য অনেক যত্ন করিলেন, কিন্তু অনঙ্গপ্রভা কিছুতেই মর্ত্ত্যে যাইতে সম্মত না হওয়াতে জীবদত্ত অগত্যা তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া আকাশমার্গে গমন করিলেন। পথে অনঙ্গপ্রভার অনুরোধে শ্রমাপনোদনের জন্য এক পর্ব্বতোপরি পানভোজনাদি ব্যাপার সম্পাদন করিয়া কিছুকাল তথায় সুখে অবস্থিতি করিলেন। সেই সময়ে জীবদত্ত অনঙ্গপ্রভাকে সঙ্গীত করিতে অনুরোধ করিলেন। অনঙ্গপ্রভা স্বামীর নির্ব্বন্ধাতিশয়ে মধুরস্বরে শিবের স্তব আরম্ভ করিলে জীবদত্ত সুখে নিদ্রাগত হইলেন।

এই সময়ে হরিবর নামে এক রাজা মৃগয়া করিতে আসিয়া একটি মৃগের অনুসরণ করাতে পিপাসায় কাতর হইয়া জলান্বেষণার্থ সেই দিকে আসিয়া সেই মধুর সঙ্গীতধ্বনি শ্রবণকরতঃ লুব্ধ মৃগের ন্যায় সমাকৃষ্ট হইয়া একাকী সেখানে গমন করিলেন এবং অনঙ্গপ্রভার আলৌকিক রূপদর্শনে ও গান শ্রবণে অনঙ্গ-শরনিকর-বশতাপন্ন হইয়া পড়িলেন। অনঙ্গপ্রভাও রাজার অপরূপ রূপ দেখিয়া সমান দশাপ্রাপ্ত হইল এবং মনে মনে অনেক প্রশংসা করিয়া রাজার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। রাজা আপনার পরিচয় দিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

অনঙ্গপ্রভা স্মিতবাক্যে বলিল, আমি বিদ্যাধরী, ইনি আমার স্বামী, ইঁহার নাম খড়্গসিদ্ধ। আমি আপনাকে দেখিবামাত্র আপনার প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছি, নিদ্রিত পতিকে পরিত্যাগ করিয়া আপনার বাড়ীতে গিয়া সমুদায় বৃত্তান্ত বলিব। এই কথা বলিতে বলিতে অনঙ্গপ্রভা রাজা হরিবরের নিকট উপস্থিত হইল।

হরিবর তাহাকে পাইয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান-করতঃ ত্রিভুবনের রাজত্বকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে লাগিলেন। অনঙ্গপ্রভা সত্বর রাজাকে ক্রোড়ে করিয়া আকাশে উঠিল, কিন্তু পতিদ্রোহে বিদ্যাভ্রষ্ট হইয়া তখনই পিতৃশাপ স্মরণ হওয়ায় বিষাদসাগরে মগ্ন হইল। তাহা দেখিয়া রাজা বলিলেন, প্রিয়ে! এখন বিষাদের সময় নহে, এই বলিয়া তাহাকে আপনার রথে তুলিয়া স্বীয় নগরে গমন করিলেন এবং সেই দিব্যাঙ্গনার সহিত আমোদ-প্রমোদে সুখে বাস করিতে লাগিলেন। অনঙ্গপ্রভাও শাপপ্রভাবে পতিকে বিস্মৃত হইয়া হরিবরের সহিত সুখে কালক্ষেপ করিতে লাগিল।

এই অবসরে জীবদত্ত নিদ্রোত্থিত হইয়া খড়্গ ও অনঙ্গপ্রভাকে না দেখিয়া অত্যন্ত উদ্ভ্রান্তচিত্ত হইলেন। অনন্তর পর্ব্বত হইতে অবতীর্ণ হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিয়া কোথায়ও অনঙ্গপ্রভার সন্ধান পাইলেন না। হা দুরাত্মা দুর্দ্দৈব! প্রিয়তমাকে আমায় দিয়া আবার অপহরণ করিলি? এইরূপে বিলাপ করিতে করিতে অনশনেই ভ্রমণ করিয়া

কোন এক গ্রামে প্রবেশ করিলেন এবং কোন এক অতি সমৃদ্ধিশালী ব্রাহ্মণের ভবনে উপস্থিত হইলে সৌভাগ্যবতী প্রিয়দত্তা নাম্নী গৃহস্বামিনী তাঁহাকে বসিতে আসন প্রদান করিলেন। ত্রয়োদশ দিবস তিনি অভুক্ত আছেন, এই কথাতে অতি কাতর হইয়া পদপ্রক্ষালন করাইয়া দিবার জন্য একজন সহচরীকে আদেশ করিলেন। জীবদত্ত গৃহস্বামিনীর ব্যবহারে সবিস্ময়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এখানে কি আমার অনঙ্গপ্রভা আছেন? অথবা ইনি কোন অন্তর্য্যামিনী যোগিনী? তাহা না হইলে আমার এই দুঃসময়ে কেন এত অনুকম্পা প্রকাশ করিবেন? জীবদত্ত এইপ্রকার চিন্তা করিয়া পদধৌত করিয়া তাঁহার দত্ত ভোজ্যবস্তু কিঞ্চিৎ আহার করিয়া প্রণতিপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, সুভগে! আমার বিবেচনা হইতেছে, আপনি আমার সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত আছেন, এখন অনুকম্পা প্রকাশপূর্ব্বক বলুন দেখি, আমার প্রিয়তমা পত্নী ও খড়্গ কোথায় আছে?

জীবদত্ত ব্রাহ্মণীকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, পতিব্রতা ব্রাহ্মণী বলিলেন, আমি পতি ভিন্ন অন্য পুরুষকে কখনই মনে স্থান দেই না, অপর যাবতীয় পুরুষকে সহোদর ভাই মনে করিয়া থাকি। আর এক কথা, কখন কোন অতিথি আমার গৃহ হইতে পরাঙ্মুখ হন নাই, এই সকল কারণে আমি ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান জানিতে পারি। তুমি যখন নিদ্রিত ছিলে, সেই সময়ে হরিবর নামে এক রাজা আসিয়া তোমার প্রিয়তমাকে হরণ করিয়া আপনার রাজধানীতে লইয়া গিয়াছে, এই রাজা অতি দুর্দ্ধর্ষ, ইহাতে বোধ হইতেছে, তাহার নিকট হইতে তোমার পত্নীকে উদ্ধার করিতে তুমি সমর্থ হইবে না, যদিও অতিকষ্টে তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনিতে পার, তাহা হইলেও সেই কুলটা তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিবে। যে সময়ে সে হৃত হয়, সেই সময়েই তোমার খড়্গ দেবীর নিকট গিয়াছে এই সকল বিষয় দেবী ত' তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন, তুমি এক্ষণে তাহা বিস্মৃত হইতেছ কেন? অবশ্যম্ভাবী বিষয়ে অনুতাপ করা বৃথা, তুমি সেই পাপীয়সীর প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ কর, তোমার অনিষ্টাচরণ করাতে তাহার বিদ্যা বিফল হইয়া গিয়াছে।

জীবদত্ত সেই ব্রাহ্মণীর নিকট এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কতক সুস্থ ও স্ত্রীর প্রতি নিরাশ হইলেন এবং ব্রাহ্মণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, পতিব্রতে! প্রাক্তন পাপেই এইপ্রকার দুঃখ-দুর্দ্দিনের ঘটনা হয়, যাহাতে পুনরায় পাপপঙ্কে পতিত হইতে না হয়, সেই বিষয়ে যত্নবান্ হইব। এই কথা বলিয়া নির্ম্মৎসর হইয়া তীর্থযাত্রায় কৃতসংকল্প হইলেন।

এই সময়ে গৃহস্বামী ব্রাহ্মণ গৃহে আসিয়া গৃহিণী কর্ত্তৃক কৃতাতিথ্য অতিথীকে নানাপ্রকার প্রবোধ দিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন। জীবদত্ত ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক সম্যক সান্ত্বিত হইয়া ক্রমে ক্রমে বহুতীর্থে পর্য্যটন করিয়া পুনরায় বিন্ধ্যবাসিনী-দর্শনার্থ বিন্ধ্যাচলে গমন করিলেন এবং দেবীমন্ত্র-জপে নিমগ্ন থাকিয়া দুষ্কর তপস্যা করিতে লাগিলেন। দেবী তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া বলিলেন, বৎস! উঠ, পূর্ব্বে পঞ্চচূড়, চতুর্ব্বক্ত্র, সহোদর ও বিকৃতানন এই চারি জন হরানুচর কোন সময়ে গঙ্গাসলিলে বিহার করিতে করিতে কপিলজট মুনির কন্যা শাপলেখাকে গঙ্গায় স্নান করিতে দেখিয়া তাহার প্রতি আসক্ত হয়। শাপলেখা তাহাদিগকে দুষ্টাভিপ্রায় পরিত্যাগ করিতে বলিলে তাহাদিগের মধ্যে তিনজন মুনিভয়ে নিবৃত্ত হইল, কিন্তু একজন বলপ্রকাশপূর্ব্বক তাহার হাত ধরিল। ঋষিকন্যা তাহাতে ভীত হইয়া 'হা তাত! পরিত্রাণ করুন,' এই বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলে মুনি তখনই তথায় আসিয়া কন্যাকে তাদৃশ ব্যাকুল দেখিয়া ক্রোধ-কম্পিত কলেবরে সকলকেই এই বলিয়া শাপ দিলেন, পাপাত্মগণ! এখনই অধোগামী হ। পূর্ব্বোক্ত নিরীহ তিন ব্যক্তি শাপবাক্যশ্রবণে কাতর হইয়া প্রণতিপূর্ব্বক অনুনয় করাতে এই বলিয়া তাহাদিগের শাপান্ত করিয়া দিলেন যে, যখন তোমরা রাজকন্যা অনঙ্গরতিকে কামনা না করিবে, তখন তোমরা শাপমুক্ত হইয়া পুনরায় স্বপদ প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু এই দুরাত্মা অনঙ্গপ্রভা নামান্তরিতা সেই অনঙ্গরতিকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াও হারাইবে এবং এই শাপলেখার করস্পর্শ করাতে পরদারহরণজনিত অতি ভয়ানক মনঃপীড়া পাইবে। অনন্তর তোমরা দাক্ষিণাত্যে জন্মিয়া পঞ্চফুটিক, ভাষাজ্ঞ, খড়্গধর ও জীবদত্ত নামে প্রসিদ্ধ হইবে। প্রথম তিন ব্যক্তি অনঙ্গরতি মরিলে আমার অনুগ্রহে আপন আপন পদ প্রাপ্ত হইবে, কেবল তুমি বহু ক্লেশ অনুভব করিয়া আমার সেবা করাতে সম্প্রতি নিষ্পাপ হইয়াছ, এক্ষণে আমার নিকট হইতে অগ্নিদেবের মন্ত্র গ্রহণ করিয়া দেহ পরিত্যাগ কর, এই কথা বলিয়া মন্ত্র প্রদানপূর্ব্বক দেবী অন্তর্হিত হইলে জীবদত্ত

সেই মন্ত্রে কলেবর ত্যাগকরতঃ স্বপদ প্রাপ্ত হইলেন।

পরদারস্পর্শে দেবতাদিগেরও যখন এরূপ দুর্গতি, তখন মানুষের দুর্গতির কথা কি বলিব? অনন্তর রাজা হরিবর সুমন্ত্র নামক মন্ত্রীর প্রতি রাজ্যভার অর্পণ করিয়া দিবানিশি অনঙ্গপ্রভাসম্ভোগে কালযাপন করিতে লাগিলেন। এক সময়ে লব্ধবর নামে কোন নবীন নাট্যাচার্য্য মধ্যদেশ হইতে হরিবর রাজার নিকট আগমন করে। রাজা তাহার নাট্যনৈপুণ্যদর্শনে অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাহাকে অন্তঃপুরনাট্যাচার্য্যের পদে অভিষিক্ত করিলেন। সমুদায় শিষ্যার মধ্যে অনঙ্গপ্রভাই নৃত্যশিক্ষাতে অধিক নৈপুণ্যলাভ করিল। অপর সকলে তাহার অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কেহই সমর্থ হইল না। পরে নাট্যাচার্য্য সর্ব্বদা একত্র পান, ভোজন ও অবস্থানাদিহেতু অনঙ্গপ্রভার প্রতি অনুরক্ত হইয়া তাহাকে হরণ করিয়া বিয়োগপুর নগরে পলায়ন করিল। সেখানে গিয়া দুইজনে সুখে কালযাপন করিতে লাগিল।

রাজা হরিহর অনঙ্গপ্রভার বিরহে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া প্রাণত্যাগের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মন্ত্রী সুমন্ত্রের প্রবোধে মরণ-ব্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হইয়া শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজমহিষীর সহিত পূর্ব্ববৎ সুখানুভবকরতঃ কোনপ্রকারে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর কিছুকাল গত হইলে বিয়োগপুরে সুদর্শন নামক কোন একজন দ্যূতকারের সহিত লব্ধবরের অত্যন্ত প্রণয় হয়। লব্ধবর সুদর্শনের সহিত দ্যূতক্রীড়াতে সর্ব্বস্ব হারিল। অনঙ্গপ্রভা লব্ধবরকে নিঃস্ব দেখিয়া সুদর্শনকে পতিত্বে বরণ করিল। লব্ধবর স্ত্রী ও ধনে বঞ্চিত হইয়া সংসারে বিয়োগবশতঃ জটাবল্কলধারী তপস্বী হইয়া গঙ্গাতীরে বাস করিল।

পরে চোরে সুদর্শনের সর্ব্বস্বাপহরণ করিলে সে দরিদ্র হইল। অনঙ্গপ্রভাকে আশ্বাস দিয়া সুদর্শন তাহার সহিত হিরণ্যগুপ্তের নিকট গিয়া কিঞ্চিৎ ঋণ প্রার্থনা করিল। হিরণ্যগুপ্ত অনঙ্গপ্রভার রূপে বিমোহিত হইয়া তাহার প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল ও 'আজ এখানে থাকিয়া আহারাদি কর, কাল টাকা দিব,' বলিয়া সুদর্শনকে অনুরোধ করিল। সুদর্শন ভোজনার্থ তথায় থাকিতে অসম্মত হইলে, তদীয় পত্নী অনঙ্গপ্রভাকে নিমন্ত্রণ করিল। অনঙ্গপ্রভা হিরণ্যগুপ্তকে দেখিয়াই তাহার প্রতি আসক্ত হইয়াছিল, সুতরাং তাহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া সে হিরণ্যগুপ্তের বাটীতে রহিল এবং তাহার অন্তঃপুরে গিয়া সেই নবীন নাগরের সহিত যথাভিলষিত বিহার করিতে লাগিল। সুদর্শন অর্থপ্রাপ্তি-লালসায় ও অনঙ্গপ্রভার আগমন-প্রত্যাশায় বহির্ব্বাটীতেই নিস্তব্ধভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল। পরে অনেক সময় গত হইলেও কোন সংবাদ না পাওয়াতে কোন ব্যক্তিকে অনঙ্গপ্রভাকে ডাকিবার জন্য অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দিলে, হিরণ্যগুপ্ত তাহাকে এই বলিয়া বিদায় দিল, তুমি সুদর্শনকে গিয়া বল যে, অনঙ্গপ্রভা অন্তঃপুরে নাই, সে আহার করিয়াই কোথায় চলিয়া গিয়াছে। অন্তঃপুরে প্রেরিত সেই লোক আসিয়া ঐ কথা বলিলে, সুদর্শন মিথ্যা বলিয়া পুনঃ পুনঃ নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিলে, হিরণ্যগুপ্ত তাহাকে বিলক্ষণ প্রহারকরতঃ বাটি হইতে দূর করিয়া দিল।

অনন্তর সুদর্শন সবিষাদে গৃহে আসিয়া, আমি পাপের উপযুক্ত ফল লাভ করিলাম, ইহা নিশ্চয় করিয়া বদরিকাশ্রমে চলিয়া গিয়া ভববন্ধন-মোচনার্থ অতি কঠিন তপশ্চরণে রত হইল। অনঙ্গপ্রভা পুষ্পমধ্যগত ভ্রমরীর ন্যায় সেই নূতন নায়কের সহিত সুখে কাল কাটাইতে লাগিল।

কোন সময়ে হিরণ্যগুপ্ত বহু ধন সংগ্রহ করিয়া অনঙ্গপ্রভার সহিত সুবর্ণভূমিদ্বীপে বাণিজ্যকরণাভিপ্রায়ে সাগরতটে উপস্থিত হইল। সেখানে সাগরবীর নামক ধীবররাজের সহিত তাহার অতিশয় বন্ধুত্ব হইল। পরে তাহারা দুইজনে একখানি অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া যাত্রা করিল। পথিমধ্যে একদিন সহসা অত্যন্ত প্রবল মেঘ দেখা দিল এবং দেখিতে দেখিতে সেই মেঘে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইলে, অতি ভয়ানক প্রবল বাত্যার সহিত মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। তাহাতে উদ্দাম সাগরতরঙ্গে অর্ণবপোত জলে নিমগ্ন হইলে, হিরণ্যগুপ্ত উত্তরীয়বস্ত্রে বিলক্ষণরূপে কটিবন্ধনকরতঃ অনঙ্গপ্রভার মুখকমল নিরীক্ষণ করিয়া 'হা প্রিয়ে!' এই কথাটি মাত্র উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া সমুদ্রজলে নিমগ্ন হইল। পরে সাঁতার দিতে দিতে দৈবাৎ একখানি ক্ষুদ্র পোত প্রাপ্ত হওয়াতে তদাশ্রয়ে পাঁচদিনে তীর প্রাপ্ত হইল; কিন্তু প্রিয়াবিরহে অতি কাতর হইয়া মনের দুঃখে গৃহে প্রত্যাগমন করিল। সাগরবীর অনঙ্গপ্রভার সহিত একখানি কাষ্ঠফলাকাবলম্বনে প্রাণরক্ষা করিল। ক্রমে নভোমণ্ডল মেঘাবরণশূন্য হইলে ও সমুদ্র স্থিরভাব ধারণ করিলে সাগরবীর

এক হাতে ক্ষেপণীর কার্য্য করিয়া সমুদ্রের তীরে উত্তীর্ণ হইয়া অনঙ্গপ্রভার সহিত গৃহে ফিরিয়া আসিল। অনঙ্গপ্রভা দাশপতিকে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি দেখিয়া তাহাকে পতিত্বে বরণ করিয়া সুখে তাহার গৃহে বাস করিল।

কিছুদিন পরে অনঙ্গপ্রভা একদিন ছাদের উপর বেড়াইতে বেড়াইতে বিজয়শর্ম্মা নামক কোন সুরূপ ক্ষত্রিয়যুবাকে পথে যাইতে দেখিয়া ছাদ হইতে নামিয়া তাহার সমীপে আসিয়া উপযাচিকা হইল। সে আকাশের চন্দ্রের ন্যায় তাহাকে হাতে পাইয়া অতি দৃষ্টান্তঃকরণে আপনার বাটিতে লইয়া আসিল। সাগরবীর তাদৃশ প্রিয়তমার বিরহে সংসারকে অসার জ্ঞানকরতঃ তপস্যা করিয়া দেহ বিসর্জ্জন করিবার মানসে গঙ্গাতীরে গমন করিল। কোন সময়ে সেখানকার রাজা সাগরদত্ত করেণুকায় আরোহণ করিয়া নগরভ্রমণ করিবার কালে নূতন পতির গৃহগবাক্ষবর্ত্তিনী অনঙ্গপ্রভাকে দেখিয়া মোহিত হইয়া পড়িলেন। অনঙ্গপ্রভাও রাজাকে তদবস্থ দেখিয়া সকল লোকের সমক্ষেই তাঁহাকে ডাকিয়া তাঁহার সহিত হস্তিনীতে আরোহণপূর্ব্বক ক্রোড়ে বসিয়া তাঁহাকে চরিতার্থ করিল। রাজাও তাহাকে অমূল্যনিধিজ্ঞানে গ্রহণকরতঃ নিতান্ত হৃষ্ট হইয়া রাজভবনে প্রতিগমন করিলেন। বিজয়শর্ম্মা এই সংবাদ শুনিয়া ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া রাজদ্বারে আসিয়া বিবাদ আরম্ভ করিলে, রাজার দ্বারস্থ বীরগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া সে প্রাণত্যাগ করিল। বীরপুরুষেরা নিজ ভার্য্যার ব্যাভিচারদর্শনে জীবনকে তৃণতুল্য জ্ঞান করিয়া অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

এদিকে অনঙ্গপ্রভা সাগরদত্তের প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হইয়া কালযাপন করিতে লাগিল। কিছুকাল গত হইলে অনঙ্গপ্রভা গর্ভবতী হইল এবং যথাসময়ে এক পুত্র প্রসব করিল। সাগরদত্ত পুত্রের সাগরবর্ম্মা নাম রাখিয়া মহোৎসাহে ও মহাসমৃদ্ধিতে পুত্র-জনন-মহোৎসব সম্পন্ন করিলেন। অনন্তর সাগরদত্ত পুত্রকে যৌবনে পদার্পণ করিতে দেখিয়া যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া কমলাবতী নাম্নী কন্যার সহিত বিবাহ দিয়া পুত্রের গুণগ্রামদর্শনে অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। পরে রাজা পুত্রকে রাজ্যভার বহনক্ষম বিবেচনায় সমুদায় রাজ্যভার অর্পণ করিলেন।

সাগরবর্ম্মা রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া, পিতাকে প্রণাম করিয়া দিগ্‌বিজয়ার্থ অনুমতি চাহিলেন। পিতা তাহার বিরহযাতনা সহিতে অক্ষমতা হেতু অসম্মত হইলেও, পুত্র-নির্ব্বন্ধাতিশয়ে অতিকষ্টে অনুমতি প্রদান করিলে সাগরবর্ম্মা দিগ্বিজয়ে প্রয়াণ করিলেন এবং ক্রমে সমুদায় পৃথিবী জয় করিয়া বহুতর হস্ত্যশ্বরত্ন লইয়া প্রত্যাগত হইলেন। সাগরদত্ত দিগ্বিজয়ী প্রত্যাগত পুত্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করতঃ প্রিয়তমা অনঙ্গপ্রভার সহিত প্রয়াগে গমন করিলেন। সাগরবর্ম্মা পিতাকে রাজ্য পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া অতি কাতর হইলে মন্ত্রিগণ কর্ত্তৃক নানাপ্রকারে প্রবোধিত হইয়া যথাশাস্ত্র রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন।

কোন সময়ে ভগবান্ শম্ভু নিশাবসানসময়ে স্বপ্নে সাগরদত্তকে দর্শন দিয়া আদেশ করিলেন, বৎস! আমি তোমার উপর অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমার পত্নী অনঙ্গপ্রভা ও তুমি পূর্ব্বজন্মে বিদ্যাধর ছিলে, শাপভ্রষ্ট হইয়া মর্ত্ত্যলোকে আসিয়াছ, অদ্য তোমাদিগের দুইজনের শাপক্ষয় হইয়াছে, প্রভাতে দুইজনেই আপন পদ প্রাপ্ত হইবে। রাজা সাগরদত্ত প্রাতে শয্যোত্থিত হইয়া অনঙ্গপ্রভার নিকট স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। অনঙ্গপ্রভা স্বপ্নবৃত্তান্ত শ্রবণে আনন্দিত হইয়া বলিল, নাথ! আমি বিদ্যাধররাজ সমরের কন্যা, পিতৃশাপে বিদ্যাধরলোক হইতে ভ্রষ্ট ও বিদ্যাহীন হইয়া মনুষ্যলোকে অবস্থিতি করিতেছি, এমন কি, নিজের বিদ্যাধরীত্ব পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছিলাম, অদ্য কিন্তু সকলই আমার স্মৃতিপথে উদিত হইল। অনঙ্গপ্রভা স্বামীকে এইরূপ বলিতেছে, এমন সময়ে তাহার পিতা সমর গগনতল হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলে, সাগরদত্ত তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। সমর অনঙ্গপ্রভাকে বলিলেন, বৎসে! তোমার শাপ গত হইয়াছে, এস, বিদ্যাগ্রহণ কর। হায়! তুমি এক জন্মেই আট জন্মের ক্লেশ অনুভব করিয়াছ। এই কথা বলিয়া, কন্যাকে ক্রোড়ে করিয়া বিদ্যা দান করিলেন এবং সাগরদত্তকে বলিলেন, আপনি মদনপ্রভ নামক বিদ্যাধররাজ, আমি সমর, এই কন্যা অনঙ্গপ্রভা, পূর্ব্বে ইনি নিজ রূপমদে মত্ত হইয়া আমার আনীত বহু বরপাত্রকে অগ্রাহ্য করেন। আপনি ইঁহার সদৃশ পাত্র হইলেও বুদ্ধিদোষে আপনার প্রতিও অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন, তজ্জন্যই আমি ক্রোধবশতঃ অভিশাপ প্রদান করি। সেই অভিসম্পাতেই ইনি ভূতলে অবতীর্ণ হন। আপনিও গৌরীপতিকে একান্তমনে ধ্যান করিয়া মর্ত্ত্যলোকেও যেন ইনি আমার ভার্য্যা হন, এই কামনা করিয়া

যোগবলে বিদ্যাধরদেহ পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়াছেন, তন্নিমিত্তই ইনি এই মর্ত্যলোকে আপনার ভার্য্যা হইয়াছেন, এক্ষণে আপনারা দুই-জনে স্বধামে গমন করুন।

সাগরদত্ত সমরের মুখে এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থল, অতিপবিত্র ক্ষেত্র প্রয়াগতীর্থে দেহ পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ স্বীয় মদনপ্রভ দেহ পরিগ্রহ করিলেন। অনঙ্গপ্রভাও সমুজ্জ্বল বিদ্যাধরদেহ ধারণ করিলেন। তাঁহারা সকলে হৃষ্টান্তঃকরণে বিদ্যাধরলোকে বীরপুরে প্রস্থান করিলেন। পরে সমর মদনপ্রভকে যথাশাস্ত্র অর্চ্চনা করিয়া অনঙ্গপ্রভাকে দান করিয়া কৃতার্থ হইলেন। মদনপ্রভও প্রিয়তমা অনঙ্গপ্রভার সহিত আপন গৃহে আসিয়া সুখে সংসারধর্ম্ম পালন করিতে লাগিলেন।

গোমুখ উপাখ্যান শেষ করিয়া বলিলেন, যুবরাজ! দেবতারাও এইপ্রকার শাপভ্রষ্ট হইয়া নরলোকে জন্ম পরিগ্রহণ করিয়া থাকেন, আবার শাপমুক্ত হইয়া পূর্ব্বসুকৃতিবলে স্ব স্ব পদ প্রাপ্ত হইয়া সুখী হন। নরবাহনদত্ত প্রেয়সীর সহিত গোমুখের মুখে এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন।

ত্রিপঞ্চাশত্তম তরঙ্গ

বিক্রমতুঙ্গের উপাখ্যান

পরদিবস যুবরাজ অলঙ্কারবতীর সহিত উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় মরুভূতি আসিয়া বলিল, দেব! এই জটিল সন্ন্যাসী একমাত্র চর্ম্মবাস পরিধান করিয়া শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষার ক্লেশ সহ্যকরতঃ আপনার দ্বারদেশে দিবারাত্র নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, ইঁহার প্রতি আপনার দয়া প্রকাশ করা উচিত। সময়ে অল্পদানও যেমন অতি শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হয়, অসময়ে প্রচুর দানও তদ্রূপ হয় না; অতএব এ ব্যক্তি জীবিত থাকিতে থাকিতে অনুকম্পা প্রকাশপূর্ব্বক ইহাকে কিঞ্চিৎ দান করুন। গোমুখও মরুভূতির বাক্যে সায় দিয়া বলিলেন, কিন্তু এ কথাও সত্য যে, মানব যে পর্য্যন্ত নিষ্পাপ না হয়, ততদিন লোকে দাতাকে বহু অনুরোধ করিলেও তাহাকে কেহই কিছু দিতে সম্মত হয় না। নিষ্পাপ অর্থীকে দান করিতে দাতাকে নিবারণ করিলেও তিনি কাহারও কথা গ্রাহ্য না করিয়া স্বয়ং ইচ্ছাপূর্ব্বক দান করেন। সমুদায় ব্যাপারই যে মনুষ্যের স্বীয় কর্ম্মায়ত্ত, তদ্বিষয়ক একটি উপাখ্যান বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

লক্ষপুর নামে এক নগর আছে। সেই নগরে লক্ষদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি কখন কাহাকেও লক্ষমুদ্রার কম দান করিতেন না। এই কারণেই তিনি লক্ষদত্ত নামে খ্যাত হন। লব্ধদত্ত নামে অতি দরিদ্র কোন ভিক্ষুক ভিক্ষাপ্রার্থনায় তাঁহার সিংহদ্বারে অনেকদিন দিবারাত্রি ধন্না দিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু রাজা এতবড় দাতা হইয়াও তাহাকে দয়া করিয়া কখনও কিছুমাত্র দেন নাই।

কোন সময়ে রাজা সশস্ত্র হইয়া মৃগয়ায় গমন করেন। দ্বারস্থ ভিক্ষুক লগুড়হস্তে তাঁহার অনুসরণ-করতঃ কাননে প্রবিষ্ট হইয়া সেই লগুড়াঘাতে সকলের অগ্রেই বহুতর পশু বিনাশ করিল। রাজা তাহার পুরুষকার দর্শনে তাঁহাকে একজন মহাবীর মনে করিয়াও কিছুমাত্র দান করিলেন না। মৃগয়াব্যাপার সমাপ্ত হইলে রাজা গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। সেই ভিক্ষুকও তাঁহার অনুগমন করিয়া পূর্ব্ববৎ রাজদ্বারে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

এই সময়ে দায়াদগণের সহিত মহাবিরোধ উপস্থিত হইলে রাজা সসৈন্যে তাহাদিগের বিরুদ্ধে ধাবমান হইলেন। সেই ভিক্ষুকও যুদ্ধে গমনকরতঃ রাজার সমক্ষেই সেই একমাত্র লগুড়প্রহারে বিরোধী দায়াদদিগের বহু সৈন্য সংহার করিল। রাজা জয়লাভে প্রীত হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, তথাপি সেই ভিক্ষুককে কিছুমাত্র দিলেন না। সে ব্যক্তি এইরূপে পাঁচ বৎসরকাল অতিকষ্টে অতিবাহিত করিলে, একদিন রাজা তাহার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া কিছু দিতে ইচ্ছা করিয়াও, কমলা তাহার প্রতি সদয়া কিনা, কৌশলে ইহা পরীক্ষা করিতে অভিলাষী হইয়া একটি বৃহৎ লেবুর শস্য বাহির করিয়া তন্মধ্যে বহুমূল্য রত্ন পূরিয়া সকলের সাক্ষাতে লব্ধদত্তকে ডাকাইলেন। সে ব্যক্তিও রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে উপস্থিত হইলে, রাজা তাহাকে কোন বিষয় আবৃত্তি করিতে বলিলে, সে একটি আর্য্যা পাঠ করিল। সেই আর্য্যার ভাব এই যে, নদীসমূহ যেমন স্বতঃ পরিপূর্ণ সমুদ্রকে পূর্ণ করিয়া থাকে, মরুভূমির দিকে ভুলিয়াও যায় না, লক্ষ্মীও তেমনি ধনবানের ধনপূর্ণ ধনাগারই পূর্ণ করিয়া থাকেন, নির্ধন ব্যক্তির দিকে কটাক্ষপাতও করেন না।

রাজা আর্য্যাটি শুনিয়া অতি সন্তুষ্ট হইয়াও আর

একবার পাঠ করাইয়া তাহাকে রত্নপূর্ণ সেই লেবুটি দান করিলেন। ভিক্ষুক তাদৃশ পুরস্কারলাভে অতি দুঃখিত হইয়াও তাহাই লইয়া প্রস্থান করিল। সভ্যগণ লেবুটির যথার্থ তত্ত্ব অবগত না থাকাতে দুঃখিত হইয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল যে, আমাদিগের এই রাজা যাহার প্রতি সন্তুষ্ট হন, তাহার দারিদ্র্য-দুঃখ বিনষ্ট হয়, কিন্তু এই হতভাগার অদৃষ্ট দেখ, ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, কল্পবৃক্ষও হতভাগ্যদিগের নিকট পলাশবৃক্ষে পরিণত হয়।

অনন্তর সেই ভিক্ষুক রাজদর্শনার্থ আগত রাজবর্ম্ম নামক অপর একজন ভিক্ষুককে একখানি কাপড়ের বদলে রত্নপূর্ণ সেই লেবুটি দিল। সে ব্যক্তিও রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া সেই লেবুটি তাঁহাকে উপহার দিল। রাজা সেই লেবুর সমুদায় বৃত্তান্ত জ্ঞাত থাকিয়াও তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এ লেবু কোথায় পাইলে? সে পূর্ব্বোক্ত ভিক্ষুকের নাম করিল। রাজা তাহার কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, অদ্যাপি সেই ভিক্ষুকের পাপক্ষয় হয় নাই। ইহা নিশ্চয় করিয়া সেই লেবু লইয়া স্নানাদিব্যাপার সমাধানের জন্য সভামণ্ডপ হইতে উঠিলেন।

রাজা পরদিন পুনরায় ভিক্ষুককে আহ্বানকরতঃ পার্শ্বে বসাইয়া সেই প্রকার আর্য্যাটি পাঠ করাইয়া পূর্ব্বপ্রদত্ত লেবটি তাহাকে পুনর্ব্বার পুরস্কারস্বরূপ দিলেন। ভিক্ষুক তাহাই লইয়া প্রস্থান করিলে পারিষদ্গণ রাজার বৃথা পুরস্কার মনে করিয়া বিষণ্ণ হইল। ভিক্ষুক রাজদর্শনার্থী কোন বিষয়ী লোকের নিকট দুইখানি বস্ত্র লইয়া লেবটি তাহাকে দিল। সে ব্যক্তি অন্যান্য বহুবিধ দ্রব্যের সহিত সেই লেবটিও রাজাকে উপহার প্রদান করিল। রাজা তাহাকেও লেবপ্রাপ্তির কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সে সেই ভিক্ষুককে দেখাইয়া দিল।

রাজা সেই কথা শুনিয়া, আজও লক্ষ্মী তাহাকে অনুকম্পা করেন নাই, এই হেতু দুঃখিতচিত্তে সভাগৃহ হইতে উঠিয়া অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। ভিক্ষুক সেই দুইখানি বস্ত্রের মধ্যে একখানি বিক্রয় করিয়া আহারাদি দ্রব্য সংগ্রহ ও দ্বিতীয়খানি ছিঁড়িয়া পরিধেয় বসন করিল। তৃতীয় দিবসে রাজা ভিক্ষুককে ডাকাইয়া আর্য্যাটি পড়াইয়া সেই লেবুই পুরস্কার দিলেন। পারিষদেরা তাহাতে অত্যন্ত বিস্মিত হইল। ভিক্ষুক সেই লেবু রাজার রক্ষিতা বেশ্যাকে দিল। বারাঙ্গনা তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে কিঞ্চিৎ স্বর্ণ দিয়া বিদায় করিল। ভিক্ষুক সেই স্বর্ণ পাইয়া অতি সন্তুষ্ট হইল।

অনন্তর সেই বারবনিতা রাজার নিকট আসিয়া সেই রমণীয় ফলটি রাজাকে উপহার দিল। রাজা তাহা গ্রহণ করিয়া, এ ফলটি সে কোথায় পাইল, জিজ্ঞাসা করাতে গণিকা সেই ভিক্ষুকের কথা বলিল। রাজা ভিক্ষুকের প্রতি কমলার বিড়ম্বনা দেখিয়া অতি দুঃখিত হইলেন।

চতুর্থ দিবসে রাজা যেমন ভিক্ষুককে সেই ফল দিলেন, অমনি ফলটি তাহার হস্ত হইতে সহসা ভূমিতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। ফলটি ভাঙ্গিবামাত্র তাহার ভিতর হইতে পূর্ব্বরক্ষিত রত্ন সমুদায় চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, ইহা দেখিয়া সভাসদ্বর্গ বিস্ময় প্রকাশপূর্ব্বক বলিল, দেব! আমরা ইহার তত্ত্ব না জানাতে এতদিন মহারাজের বৃথা অনুগ্রহ মনে করিয়া অতিশয় ভ্রমে পতিত হইয়াছিলাম, কিন্তু এখন দেখিতেছি, মহারাজের অনুগ্রহ এইপ্রকারই বটে।

রাজা বলিলেন, লক্ষ্মী কতকালে এই পাপিষ্ঠের প্রতি প্রসন্না হন, ইহা জানিবার জন্যই আমি কৌশল উদ্ভাবন করি। এখন জানিলাম, ইহার পাপক্ষয় হইয়াছে, সুতরাং লক্ষ্মীও ইহার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। পারিষদ্বর্গকে এই কথা বলিয়া রাজা আরও প্রচুর ঐশ্বর্য্য ভিক্ষুককে প্রদান করিলেন। রাজার বাক্যশ্রবণে সকলেই তাঁহাকে সাধুবাদ দিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল। রাজা সভা হইতে চলিয়া গেলে ভিক্ষুকও মনস্কামনা সিদ্ধ হওয়ায় স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

যুবরাজ! মানবগণ নিষ্পাপ না হইলে প্রভুরাও ভৃত্যগণের উপর প্রসন্ন হন না। দুরদৃষ্টবশতঃ লোকে বহু ক্লেশে পতিত হইলে কেহই তাহার প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করে না। আমার বিবেচনা হইতেছে, এখনও সন্ন্যাসীর পাপক্ষয় হয় নাই, যদি তাহাই না হইবে, তবে প্রভু ইহার প্রতি প্রসন্ন হন না কেন? যুবরাজ নরবাহনদত্ত গোমুখের মুখে সন্ন্যাসীর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাহার প্রশংসাকরতঃ সন্ন্যাসীকে কাছে ডাকিয়া প্রচুর ধন দান করিলেন। কৃতজ্ঞ, সুশীল প্রভুর সেবা করিয়া কেহ কখন নিষ্ফল হয় না।

এক সময়ে প্রলম্ববাহু নামে কোন এক দাক্ষিণাত্যবাসী বীর ব্রাহ্মণ যুবরাজের দিগন্তব্যাপিনী কীর্ত্তির কথা শুনিয়া নিকটে আসিয়া প্রাত্যহিক শত-মুদ্রা বেতনে কোন কর্ম্মপ্রার্থী হইলে যুবরাজ অচিরেই

তাহার মনোরথ পূর্ণ করিলেন। ইহা দেখিয়া গোমুখ যুবরাজের বহু প্রশংসা করিয়া এই উপাখ্যানটি বর্ণনা করিলেন।

বিক্রমপুর নামে একটি নগর আছে, বিক্রমতুঙ্গ নামে নরপতি তথায় বাস করিতেন। তাঁহার বীরবর নামে এক ভৃত্য, ধর্ম্মবতী নামে এক স্ত্রী, বীরবতী নামে এক কন্যা ও সত্ত্ববর নামে এক পুত্র ছিল। সেই ভৃত্য রাজার নিকট প্রতিদিন পাঁচশত করিয়া মোহর বেতন প্রার্থনা করে। রাজা নিজের গুণজ্ঞতাপ্রভাবে তাহাকে গুণবন্ত বলিয়া জানিয়া তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। তাহাকে দৈনিক পঞ্চশত সুবর্ণমুদ্রা বেতনে নিযুক্ত করিয়া, সে ব্যক্তি এত অধিক মুদ্রা লইয়া কি করে, ইহা জানিবার জন্য একজন চর নিযুক্ত করিলেন। সেই চর বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়া রাজাকে বলিল, দেব! এ ব্যক্তি মহারাজের নিকট হইতে যে পঞ্চশত দীনার প্রাপ্ত হয়, তাহার মধ্যে একশত আপনার সংসার খরচের নিমিত্ত পত্নীর হস্তে সমর্পণ করে, দুইশত দ্বারা দেবার্চ্চনার বস্ত্রাভরণাদি ক্রয় করে, অবশিষ্ট দুইশত দ্বারা ব্রাহ্মণ, দরিদ্র ও অনাথদিগকে সন্তুষ্ট করে। এই সকল কার্য্য সমাপন করিয়া দিবারাত্রি মহারাজের সিংহদ্বারে বসিয়া থাকে। রাজা চরমুখে এইসকল বৃত্তান্ত শুনিয়া তাহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং এ কথা অন্যের নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন।

কোন সময়ে মহামেঘপটলাচ্ছন্ন গগনমণ্ডল হইতে অনবরত বজ্রপাত ও মুষলধারে বৃষ্টিপাত হওয়াতে ক্ষণকালমধ্যে পৃথিবী জলে আপ্লাবিত হইল। গৃহমধ্যস্থিত ব্যক্তিগণ প্রলয়কাল উপস্থিত মনে করিয়া অত্যন্ত শঙ্কিত হইল, কিন্তু ধীর বীরবর এই অতি ভয়ঙ্করসময়েও একাকী সিংহদ্বারে নিশ্চলভাবে বসিয়া আছে। রাজা বিক্রমতুঙ্গ প্রাসাদ হইতে বীরবরকে একাকী সেইপ্রকারে অবস্থিতি করিতে দেখিয়া অনেক প্রশংসাকরতঃ তাহার মহানুভবতা ও মহাসাহসিকতা দর্শনে তাহাকে সমুন্নত পদের যোগ্য মনে করিলেন।

এই দুর্য্যোগের সময়ে অতি দূর হইতে আগত রামারোদনধ্বনি রাজার কর্ণবিবরে প্রবিষ্ট হইল। রাজা তৎক্ষণাৎ তদনুসন্ধানার্থ বীরবরকে আদেশ করিয়া আপনিও তাহার অনুসরণ করিলেন। বীরবর রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া সেই সূচীভেদ্য তমোরাশির মধ্য দিয়া সেই ভয়ঙ্করসময়ে রোদনধ্বনির অনুসরণক্রমে এক সরোবরের তটে উপস্থিত হইয়া দেখিল, সেইস্থানে কোন স্ত্রীলোক 'হা নাথ! হা দয়ালু বীর! আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি কোথায় যাইবে' এইপ্রকার বিলাপ করিতে করিতে অতি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে। বীরবর আস্তে আস্তে তাহার সমীপে উপস্থিত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে? এবং কি নিমিত্ত রোদন করিতেছ? এইরূপ জিজ্ঞাসা করাতে সেই রমণী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, আমি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালজ্ঞ পৃথিবী। এই অতি ধার্ম্মিক রাজা বিক্রমতুঙ্গ আমার পতি, আজ হইতে তৃতীয় দিবসে আমার পতি ইহলোক পরিত্যাগ করিবেন, তাঁহার তুল্য অসামান্য পতি আর কোথায় পাইব? ইহাই আমার রোদনের হেতু।

পৃথিবী এই কথা বলিয়া বিরত হইলে বীরবর বলিল, দেবি! ইহার কি কোন প্রতীকার নাই? বসুন্ধরা প্রত্যুত্তরে বলিলেন, বৎস! ইহার প্রতীকার থাকিলেও তাহা অতি দুঃসাধ্য, তাহা সম্পন্ন হইবার নহে। বীরবর বলিল, মাতঃ! যতই দুঃসাধ্য হউক না কেন, আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই অধম সন্তানকে বলুন। পৃথিবী বলিলেন, যদি রাজার কোন সেবক নিজ পুত্রকে চণ্ডিকার নিকট স্বহস্তে বলি প্রদান করিতে পারে, তাহা হইলে রাজার জীবনরক্ষা হয়। বীরবর পৃথিবী দেবীর কথা শুনিয়া গৃহে প্রতিগমন করিল এবং ভূতধাত্রী পৃথ্বীও অন্তর্হিত হইলেন।

বীরবর তৎক্ষণাৎ স্বগৃহে আসিয়া পুত্র সত্ত্ববরকে প্রবোধ দিয়া বসুমতীর যাবতীয় কথা কীর্ত্তন করিল। পুত্রও আনন্দ প্রকাশপূর্ব্বক তাহাতে সম্মত হইল। অনন্তর বীরবর পুত্রের বহু প্রশংসা করিয়া তাহাকে স্কন্ধে এবং পত্নী ও কন্যাকে পৃষ্ঠে লইয়া চণ্ডিকার মন্দিরাভিমুখে প্রস্থান করিল। রাজাও, এ ব্যক্তি কি করে, ইহা জানিবার নিমিত্ত কৌতূহলাক্রান্তহৃদয়ে তাঁহার অনুসরণকরতঃ অলক্ষিতভাবে দেবী-মন্দিরে চলিলেন। বীরবর চণ্ডীর মন্দিরে আসিয়া স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাকে পৃষ্ঠ ও স্কন্ধ হইতে নামাইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দেবীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিল, মাতঃ! আপনি আমার এই পুত্রের মস্তক গ্রহণে সন্তুষ্ট হইয়া আমাদিগের প্রভু রাজার জীবনরক্ষা করুন, সেই রাজা দীর্ঘজীবী হইয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্যসুখ অনুভব করুন। দেবীর নিকট সে এইরূপ প্রার্থনা করিয়া পুত্রকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান-

পূর্ব্বক স্বহস্তে তাহার শিরশ্ছেদন করিয়া দেবীর চরণে উপহার দিল।

তৎসময়ে আকাশে দৈববাণী আরম্ভ হইল,—বীরবর! এ জগতের মধ্যে তুমিই ধন্য, যেহেতু প্রভুর কুশলার্থী হইয়া নিজ পুত্রপ্রদানে দেবীকে প্রীত করিয়া প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলে। প্রকৃত প্রভুভক্তদিগের যে আত্মপুত্র বা স্ত্রীতে কিছুমাত্র মমতাভিমান থাকে না, তুমি ইহার জাজ্জ্বল্যমান উদাহরণ রহিলে। রাজা এই বৃত্তান্ত স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়া বিস্ময়সাগরে মগ্ন হইলেন। অনন্তর বীরবরের তনয়া বীরবতী ভ্রাতৃশোকে কাতর হইয়া সেই ছিন্নমস্তক গ্রহণ-পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে 'হা ভ্রাতঃ! হা ভ্রাতঃ!' বলিয়া বিলাপ করিতে করিতে প্রাণ পরিত্যাগ করিল। বীরবরের পত্নী ধর্ম্মবতী পুত্রকন্যার বিনাশদৃষ্টে কৃতাঞ্জলিপুটে অতি করুণস্বরে বীরবরকে বলিল, নাথ! রাজার মঙ্গলসাধন হইল, এক্ষণে আমাকে অনুমতি করুন, আমি অগ্নিপ্রবেশ দ্বারা প্রাণত্যাগ করি। এই বালিকা কন্যা যখন ভ্রাতৃশোকে প্রাণত্যাগ করিল, তখন আমি জননী হইয়া পুত্রকন্যার শোকে কিরূপে জীবনধারণে সমর্থ হইব? বীরবর পত্নীর কথা শুনিয়া বলিল, প্রিয়ে! পুত্রশোকময় এই সংসারে থাকায় তোমার যে কোনরূপ সুখ নাই, ইহা সত্য, তবে ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি তোমার জন্য চিতা প্রস্তুত করি, যাহাতে প্রবেশ করিলে তোমার দেহ শীতল হইবে, এই কথা বলিয়া সেই চণ্ডী-ক্ষেত্রেই কাষ্ঠাহরণপূর্ব্বক চিতা রচনা করিয়া অগ্নিসংযোগে প্রজ্বালিত করিল। তদ্দৃষ্টে ধর্ম্মবতী স্বামীর চরণারবিন্দে প্রণাম করিয়া, 'আর্য্যপুত্র! জন্মান্তরেও যেন তোমাকেই পতিলাভ করি এবং রাজার মঙ্গল হউক' এই কথা বলিয়া জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিল।

রাজা বিক্রমতুঙ্গ এই অতি লোমহর্ষণ অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া, আমি কিরূপে বীরবরের ঋণ হইতে আত্মাকে মোচন করিব, এইরূপ চিন্তাসাগরসলিলে নিমগ্ন হইলেন। বীরবরও এইপ্রকার স্বামিকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি জগতের সারভূত পুত্রদানে স্বামিকার্য্য নির্ব্বাহ ও ভর্ত্তৃপিণ্ডের অনৃণতা লাভ করিয়াছি, দৈববাণীও শুনিয়াছি, এক্ষণে স্বজীবনরক্ষার্থ প্রয়াস পাওয়া আত্মম্ভরিতা ভিন্ন আর কিছুই নহে, অতএব অসার, নিষ্প্রয়োজন এই জীবন দ্বারা দেবীকে অর্চ্চনাকরতঃ জীবনের সফলতা সম্পাদন করি, ইহা মনে মনে নিশ্চয় করিয়া দেবীর স্তব করিতে করিতে বীরবর যখন শিরশ্ছেদনে উদ্যত হইল, সেই সময়ে দৈববাণী হইতে লাগিল, পুত্র! এই অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হও, তোমার অলোকসামান্য সাহস দেখিয়া আমি নিরতিশয় তৃপ্ত হইয়াছি, এক্ষণে বর গ্রহণ কর, তুমি যে বর চাহিবে, সেই বরই প্রদান করিব।

বীরবর এইরূপ দৈববাণীতে আশ্বস্ত হইয়া শিরশ্ছেদনব্যাপার হইতে বিরত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিল, মাতর্ভগবতি! যদি আপনি এ দাসের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে রাজা বিক্রমতুঙ্গকে শতায়ু করিয়া আমার পুত্র, কন্যা ও পত্নীকে পুনর্জীবিত করুন। আচ্ছা, তাহাই হইবে, পুনরায় এইরূপ দৈববাণী হইলে বীরবরের পুত্রাদি সকলে অক্ষত-কলেবরে সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া বসিল। বীরবর পুত্র, কন্যা ও পত্নীকে পুনর্জীবিত দেখিয়া সানন্দে সপরিজনে দেবীকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া স্বগৃহে গমন করিল। পরিজনবর্গকে গৃহে রাখিয়া পুনরায় নরপতির সিংহদ্বারে আসিয়া পূর্ব্ববৎ নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

রাজাও এই সকল বৃত্তান্ত স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া বিস্মিত ও হৃষ্ট হইয়া সেইপ্রকার অলক্ষিতভাবে রাজভবনে আগমন করিলেন এবং ক্ষণকাল বিশ্রামের পর জিজ্ঞাসা করিলেন, এক্ষণে সিংহদ্বারে কে আছে? বীরবর প্রত্যুত্তরে বলিল, প্রভো! আমি বীরবর আছি, মহারাজ যে-স্ত্রীলোকের অনুসন্ধান করিতে আমাকে আদেশ করিয়াছিলেন, সেই স্ত্রীলোক আমাকে দেখিয়াই অন্তর্হিত হইল। সর্ব্ববৃত্তান্তদর্শী নৃপতি বীরবরের মুখে এইপ্রকার কথা শুনিয়া পুনরায় বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়া চিন্তা করিতে করিতে বলিলেন, কি অদ্ভুত ব্যাপার! এপ্রকার অলৌকিক-প্রকৃতির পুরুষ কখন কোথাও ত দেখি নাই, দেখা দূরে থাকুক, এইপ্রকার লোক যে জগতে আছে, ইহা কখন শুনিও নাই। এ ব্যক্তি ঈদৃশ অলোকসাধ্য অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়া একবারও মুখে তাহার উল্লেখ করিল না। সমুদ্র অতি গভীর, অতি বিশাল এবং মহাসত্ত্ব হইয়াও প্রবল বায়ুতে ক্ষুব্ধ হয়; কিন্তু এই বীরবর কিছুতেই ক্ষুব্ধ হয় না। আমি এক্ষণে কি করি? যে ব্যক্তি সপরিবারে জীবন উৎসর্গ করিয়া আমার জীবন দান করিয়াছে, এমন প্রত্যুপকার কি আছে যে, তাহা করিয়া ইহার ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারি?

কিছুই ত' নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না। রাজা এইপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে অন্তঃপুরে গিয়া রাত্রিযাপন করিলেন।

পরদিবস প্রভাতে রাজা সভাসীন হইয়া সর্ব্বজনসমক্ষে বীরবরকে আহ্বান করিয়া পূর্ব্বরাত্রির সমুদায় বৃত্তান্ত স্বয়ং বর্ণন করিলেন। সভাস্থ সকলে রাজার মুখে বীরবরের যাবতীয় কার্য্য শুনিয়া বিস্ময় প্রকাশপূর্ব্বক বীরবরের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। রাজা পারিষদ্‌বর্গের সমক্ষে বীরবরের মস্তকে স্বহস্তে সম্মানসূচক পাগড়ী পরাইয়া দিয়া প্রভূত সম্পদ তাহাকে পুরস্কার দিলেন। বীরবর সেই অতুল সম্পদ লাভ করিয়া দ্বিতীয় রাজার ন্যায় সুখে কালক্ষেপ করিতে লাগিল।

গোমুখ এই আখ্যান বলিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, যুবরাজ! আপনার সিংহদ্বারস্থ প্রলম্ববাহুও বীরবরের ন্যায় সর্ব্বগুণালঙ্কৃত কোন মহাত্মা হইতে পারে। ইহার আকৃতি-প্রকৃতি দেখিলে মনে হয়, এ ব্যক্তি সাধারণ মনুষ্য নহে। নরবাহনদত্ত গোমুখের কথাতে পরম প্রীত হইলেন।

চতুঃপঞ্চাশত্তম তরঙ্গ

সমুদ্রশূরের উপাখ্যান

কোন সময়ে নরবাহনদত্ত গোমুখের সহিত মৃগয়ার্থ রথারোহণে বনে গমন করেন। সন্ন্যাসী প্রলম্ববাহুও অশ্বাদি অতিক্রম করিয়া সকলের অগ্রে গমন করিতে লাগিল। যুবরাজ রথস্থ হইয়া শর দ্বারা সিংহ-ব্যাঘ্রাদি দুষ্ট মৃগসকল বিনাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু পদচারী প্রলম্ববাহু একমাত্র অসিসহায়ে সিংহাদি বহু পশু সংহার করিল। যুবরাজ প্রলম্ববাহুর অসাধারণ শৌর্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং মৃগয়াশ্রমে তৃষ্ণাকুল হইয়া জলান্বেষণার্থ দূরবর্ত্তী মহাবনে প্রবেশ করিলেন। সেই বনে প্রস্ফুটিত সুবর্ণপদ্মে সুশোভিত এক অপূর্ব্ব সরোবর দেখিতে পাইলেন। সেই সরোবরতীরে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া স্নানপানাদি করিলেন।

অনন্তর যুবরাজ সেই সকল কমল চয়ন করিবার সময় সহসা আগত চারিজন পুরুষকে দেখিয়া তাহাদিগের নিকটে আগমন করিলেন। তাহারা যুবরাজকে সম্মুখে আগত দেখিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। যুবরাজ পরিচয় দিলে, তাহারা বলিল, সাগরমধ্যবর্ত্তী নারিকেল দ্বীপে মৈনাক, বৃষভ, চক্র ও বলাহক এই চারটি পর্ব্বত আছে, আমরা সেই সকল পর্ব্বতে বাস করি। আমাদিগের মধ্যে একজনের—রূপসিদ্ধি, দ্বিতীয়ের নাম—প্রমাণসিদ্ধি, তৃতীয়ের নাম—জ্ঞানসিদ্ধি ও চতুর্থের নাম—দেবসিদ্ধি। রূপসিদ্ধি—বহুপ্রকার রূপ ধারণ করিতে পারে, প্রমাণসিদ্ধি—স্থূলই হউক, বা সূক্ষ্মই হউক সমুদায় প্রমাণসিদ্ধি করিতে সমর্থ, জ্ঞানসিদ্ধি—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান কালত্রয় বর্ত্তমানের ন্যায় জানে, আর দেবসিদ্ধি—সকল দেবতাতেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। আমরা শ্বেতদ্বীপনিবাসী ভগবান্ নারায়ণের সেবক, তাঁহারই প্রসাদে আমরা এই সকল পর্ব্বতে আধিপত্য করিয়া থাকি। সম্প্রতি তাঁহার আরাধনার্থ পদ্ম লইতে আসিয়াছি; আহূত হইলেই পুনরায় সেখানে যাইব। যদি আপনি ভগবান্‌কে দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমাদিগের সহিত আসুন, আমরা বিমানে করিয়া আপনাকে সেই স্থানে লইয়া যাইব।

তাহাদিগের এই বাক্যে সম্মত হইয়া গোমুখ প্রভৃতিকে সেই সরোবরতীরে অপেক্ষা করিতে আদেশ করিয়া, তাহাদিগের সহিত যুবরাজ শ্বেতদ্বীপে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া ভগবান গরুড়ধ্বজকে আরাধনা করিতে আগত নারদাদি ভক্তবৃন্দ, সিদ্ধগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও বিদ্যাধরগণকে দেখিয়া স্বয়ং ভক্তিনম্রকায়ে ভগবানের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ভগবান্ নারায়ণ যুবরাজের প্রতি প্রসন্ন হইয়া নারদকে বলিলেন, নারদ! তুমি অমরাবতীতে গমন করিয়া আমার বাক্যানুসারে দেবরাজকে বলিবে, পূর্ব্বে আমি ক্ষীরসাগরোৎপন্ন যে-সকল অপ্সরা তোমার নিকট ন্যাসস্বরূপ রাখিয়াছি, তাহাদিগকে সত্বর আমার নিকট পাঠাইয়া দিবে। নারদকে এই কথা বলিয়া ইন্দ্রের সকাশে পাঠাইয়া যুবরাজকে বলিলেন, নরবাহনদত্ত! তুমি বিদ্যাধর-চক্রবর্ত্তী হইবে, তুমি অপ্সরাসকলের যথার্থ যোগ্য পতি, ইহা বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে তোমায় দান করিব। নরবাহনদত্ত ভগবানের তাদৃশ অনুগ্রহে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন।

দেবেন্দ্র ভগবানের আদেশ শিরোধার্য্যকরতঃ অপ্সরাদিগকে রথারূঢ় করিয়া প্রেরণকরতঃ সারথি মাতলিকে আদেশ করিলেন, মাতলে! তুমি এই সকল সুন্দরীকে শ্বেতদ্বীপবর্ত্তী নরবাহনদত্তকে দিবে এবং সে যে পথে রাজধানীতে যাইতে ইচ্ছা করিবে,

সেই পথেই এই সকল সুরাঙ্গনার সহিত তাহাকে নিজ ভবনে রাখিয়া আসিবে।

মাতলি প্রভুর আজ্ঞায় যুবরাজের সমীপে আসিয়া তাঁহাকে অপ্সরাসকল দিয়া ইন্দ্রের কথা সমুদয় বলিলেন। যুবরাজ রূপসিদ্ধাদির অনুরোধে মাতলিচালিত রথে নারিকেলদ্বীপে উপস্থিত হইয়া চারি দিবস তত্রত্য পর্ব্বতচতুষ্টয়ে নানাবিধ অদ্ভুত দ্রষ্টব্য বস্তু দেখিয়া মহা সন্তুষ্ট হইয়া রূপসিদ্ধাদির নিকট বিদায় লইয়া মাতলিবাহিত সেই দেবযানে পূর্ব্বোক্ত সরোবরতীরে আগমন করিলেন। সেখানে আসিয়া গোমুখাদিকে বাটী যাইতে অনুমতি করিয়া আপনি দেববিমানে অপ্সরাগণে পরিবৃত হইয়া কৌশাম্বীতে পুনরাগমন করিলেন। স্বভবনে আসিয়া মালতিকে যথাযোগ্য সম্মানিত করিয়া বিদায় দিয়া সেই সকল সুন্দরীর সহিত অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক অপ্সরাদিগকে উপযুক্ত স্থানে রাখিয়া মাতাপিতার সমীপে গমনকরতঃ তাঁহাদিগের চরণে প্রণিপাত করিলেন। মাতাপিতাও পুত্রের তাদৃশ অভ্যুদয় দর্শনে সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন।

অনন্তর গোমুখ প্রলম্ববাহুর সহিত নগরে আগত হইলে রাজা তাঁহার মুখে নরবাহনদত্তের প্রতি ভগবানের তাদৃশ অনুগ্রহের কথা শুনিয়া বিস্মিত ও অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া মহামহোৎসব আরম্ভ করিলেন। পরে দেবরূপাদি চারিজন সুরসুন্দরী দাসীগণে বেষ্টিত হইয়া রাজাকে বন্দনা করিবার নিমিত্ত গোমুখ কর্ত্তৃক আনীত হইলে, রাজা অতুল আনন্দানুভব করিলেন। অপ্সরাদিগের সঙ্গলাভে কৌশাম্বী সুরপুরীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল। পরে নরবাহনদত্ত বিরহকাতরা পূর্ব্বপ্রেয়সীদিগকে মিষ্ট সম্ভাষণ দ্বারা সুখিনী করিলেন।

এক সময়ে গোমুখাদি পরিজনমধ্যে যুবরাজ অলঙ্কারবতীর সহিত বসিয়া আছেন, এমন সময়ে সহসা তূর্য্যধ্বনি শুনিতে পাইলেন। যুবরাজ শুনিবামাত্র নিকটস্থ হরিশিখকে তূর্য্যধ্বনির কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে সত্বর বাহিরে আসিয়া সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া পুনরায় গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বলিল, দেব! এতন্নগরবাসী রুদ্র নামক একজন বণিক সুবর্ণদ্বীপে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিল, বাণিজ্য করিয়া বাটীতে আসিবার সময় সমুদ্রে তাহার পোত ভাঙ্গিয়া যায়, তাহাতে তাহার সর্ব্বস্ব জলসাৎ হওয়াতে সে একাকী অতিকষ্টে জীবনরক্ষা করিয়া আজ ছয় দিন গৃহে আসিয়াছে। সে অতি নীচ-প্রকৃতির লোক; ধনশোকে সর্ব্বদা অতি ম্লানবদনে কালযাপনকরতঃ অত্যন্ত শীর্ণ হইয়া পড়ে, কিন্তু সৌভাগ্যোদয়ে আপনার উদ্যানমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে দৈবদত্ত বহুতর ধন প্রাপ্ত হইয়াছে। ঈর্ষ্যাকলুষচিত্ত তদীয় জ্ঞাতিগণ সেই কথা রাজার কর্ণগোচর করাতে সে ব্যক্তি ভয় পাইয়া রাজার নিকট আসিয়া সেই সমুদায় অর্থ প্রভুচরণে সমর্পণ করিয়াছিল। মহারাজ তাহার সম্পত্তিবিনাশের কথা শুনিয়া অতি দুঃখিত হইয়া তৎসমস্ত ধন তাহাকে ভোগ করিতে আদেশ করিয়াছেন। সেই হেতু বণিক প্রভুর চরণে পতিত হওয়ায় প্রভু কর্ত্তৃক সমাশ্বাসিত হইয়া আহ্লাদে তূর্য্যনাদ করিতে করিতে বাড়ী ফিরিয়া যাইতেছে।

যুবরাজ ইহা শুনিয়া পিতার অসামান্য উদারতার প্রশংসা করিয়া বিস্ময়প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন, ইহা অতি আশ্চর্য্য! বিধাতা যেমন লোকের অর্থনাশ করেন, তেমনই আবার দিয়া থাকেন। এই যে সংসার দেখিতেছ, ইহা কেবল তাঁহার ক্রীড়াভূমি। গোমুখ এই কথা শুনিয়া 'তাহাই বটে' ইহা বলিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল।

দেব! পূর্ব্বকালে হর্ষণনগরে সমুদ্রশূর নামে অতি ধনী ও ধার্মিক এক বণিক বাস করিত। সে কোন সময়ে বাণিজ্যার্থ সুবর্ণদ্বীপে যাইবার জন্য সমুদ্রতীরে আসিয়া অর্ণবযানে আরোহণ করিল। কতকদূর নির্ব্বিঘ্নে গমন করিলে পর সহসা অতি ভয়ঙ্কর মেঘ উঠিয়া জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া ঝড়বৃষ্টিতে সমুদ্রকে তোলপাড় করিয়া তুলিল। প্রবলতরঙ্গাঘাতে পোত ভগ্ন হওয়াতে সমুদ্রশূর জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া একটা শব ধরিল। ক্রমে ঝড়বৃষ্টি থামিলে ও সাগর প্রশান্তভাব ধারণ করিলে অনুকূল বায়ুবশে সমুদ্রশূর ভাসিতে ভাসিতে সুবর্ণদ্বীপের উপকূলে লাগিল। পরে তীরে উঠিয়া কতকটা স্বাস্থ্যলাভ করিলে গৃহীত শবের পরিধেয় বস্ত্র হইতে সহসা নির্গত বহুমূল্য রত্নময় একছড়া স্বর্ণহার প্রাপ্ত হওয়াতে সাগরনিমগ্ন বণিক আপনার সমুদায় ধনকে তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিল। অনন্তর স্নানাহার করিয়া কলসনগরে গমন করিল। যাইতে যাইতে পথিমধ্যে একটি দেবালয় দেখিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া শ্রমাপনোদনার্থ একটি বৃহৎ বৃক্ষের ছায়াতে শয়ন করিল। ইতিপূর্ব্বে তত্রত্য রাজকন্যা চক্রসেনার একছড়া হার চুরি যায়, রাজপুরুষেরা তাহার অন্বেষণ করিতে করিতে দৈবাৎ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া নিদ্রিত সমুদ্রশূরের হস্তে সেই হার দেখিয়া তাহাকে

চোর বলিয়া ধরিল এবং রাজসমীপে লইয়া গেল। যখন রাজা তাহাকে চোর মনে করিয়া পীড়ন আরম্ভ করিলেন, তখন সে হারপ্রাপ্তির যথার্থ বিবরণ বলিল, কিন্তু রাজা তাহার বর্ণিত বিবরণ মিথ্যা মনে করিয়া সেই হার নিজহস্তে লইয়া যখন সভ্যগণকে দেখান, সেই সময়ে আকাশ হইতে একটা গৃধ্র সহসা নিপতিত হইয়া, রাজার হস্ত হইতে হার ছিনাইয়া লইয়া উড়িয়া গেল। বণিক ইহা দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে দেবদেব মহাদেবের শরণ লইল। অনন্তর রাজা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা প্রদান করিলে সহসা দৈববাণী হইল, রাজন্! ইহাকে বিনাশ করিও না। এ ব্যক্তি তোমার রাজ্যবাসী নহে, হর্ষণনগর-নিবাসী একজন বণিক, এ অতি সজ্জন, কার্য্যবশে তোমার রাজ্যে আসিয়াছে, রাজকন্যার এই আভরণ চুরি করে নাই, যে ব্যক্তি চুরি করিয়াছিল, সে নগররক্ষকের ভয়ে পলাইয়া সমুদ্রে গিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করে। বাণিজ্যার্থ আগত এই বণিক যানভঙ্গে বিনষ্টসর্ব্বস্ব হইয়া সমুদ্রজলে পতিত হয়, দৈববশে সেই চোরের মৃতদেহ জলে ভাসিতে দেখিয়া তদাশ্রয়ে অতিকষ্টে তীর প্রাপ্ত হয়। তাহার পরে সহসা সেই শবের বস্ত্র হইতে এই আভরণ পাইয়া তোমার রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছে, অতএব ইহাকে হত্যা না করিয়া সাদরে পুরস্কার দিয়া বিদায় কর।

রাজা এই দৈববাণী শ্রবণে বিস্ময়াপন্ন হইয়া, সমুদায় বিষয় সত্য মনে করিয়া, সমুদ্রশূরকে বধদণ্ড হইতে মুক্তি দিয়া বহুতর অর্থ পুরস্কার দানকরতঃ বিদায় দিলেন। সমুদ্রশূর এইরূপে বহুতর অর্থ পাইয়া, তদ্দ্বারা বহুতর বাণিজ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া, নির্ব্বিঘ্নে সমুদ্র পার হইয়া, গৃহাভিমুখে গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে কতিপয় বণিকের সহিত মিলিত হইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে কোন একটা বনে প্রবেশ করিল। ক্রমে রজনী ঘোর হইয়া আসিল; বণিকসকল শ্রমবশে তরুমূলাশ্রয়ে নিদ্রিত হইল, কেবল একমাত্র সমুদ্রশূর জাগিয়া রহিল। নিশীথসময়ে সহসা কতকগুলা চোর আসিয়া সেই সকল পথিক বণিককে হতাহত করিয়া তাহাদিগের সমুদায় অর্থ অপহরণ করিল। একমাত্র সমুদ্রশূর সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া জীবন লইয়া পলায়নকরতঃ অলক্ষিতভাবে এক বটবৃক্ষে আরোহণ করিয়া প্রাণরক্ষা করিল। দস্যুগণ প্রস্থান করিলে সমুদ্রশূর অতিকষ্টে সেই বৃক্ষে রাত্রিযাপন করিল। প্রাতঃকালে যখন সমুদ্রশূর বৃক্ষ হইতে অবরোহণ করে, তখন সেই বৃক্ষের একটা কোটরে একটা পক্ষীর বাসা দেখিয়া তাহার নিকট গমনকরতঃ সেই রাজকন্যার হার দেখিতে পাইল। দেখিবামাত্র সেই হার চিনিতে পারিয়া গ্রহণ করিল এবং বৃক্ষ হইতে নীচে নামিয়া, দৈবী গতি অতি বিচিত্র, ইহা ভাবিতে ভাবিতে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। গৃহে আসিয়া সপরিবারে সুখে কালযাপন করিতে লাগিল।

— গোমুখ উপাখ্যান শেষ করিয়া বলিলেন, যুবরাজ! বিধাতার কার্য্যকলাপ দেখিলেন ত', পুণ্যাত্মারা বহুকষ্ট পাইয়াও পরিণামে অবশ্যই সুখভাগী হইয়া থাকেন।

যুবরাজ এই অখ্যায়িকা শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া স্নানভোজনাদি সমাপনার্থ সভা হইতে উঠিলেন।

পরদিবস সকলে সভাসীন হইলে গোমুখ বলিলেন, প্রভো! হস্তিনাপুর নগরে সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন সমরবান নামে কোন রাজা ছিলেন। একসময়ে তাঁহার প্রতিবাসী দায়াদেরা সকলে একত্র মিলিত হইয়া তাঁহাকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইয়া কয়েকটি গণক আনাইয়া একটা যাত্রার দিন নির্দ্ধারণ করিতে আদশ করিল। গণকেরা নিবিষ্টচিত্তে গণনা করিয়া বলিল, এ বর্ষের মধ্যে একটিও যাত্রার দিন নাই, যদি আপনারা আমাদিগের নিষেধবাক্য না মানিয়া যাত্রা করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনাদিগের বিপদ হইবে, বিশেষতঃ আপনাদিগের নিজের সম্পত্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে। গণকেরা এই কথা বলিয়া ইহার প্রমাণার্থ একটি উপাখ্যান বর্ণন করিতে লাগিল।

কৌতুকপুর নামে একটি নগর আছে। বহুসুবর্ণ নামে এক নরপতি তথায় বাস করিতেন। যশোবর্ম্মা নামে কোন ক্ষত্রিয় তাঁহার ভৃত্য ছিল, কিন্তু সেই ভৃত্য রাজার নিকট বেতন চাহিলে তিনি কখনই তাহাকে এক কপর্দ্দকও দিতেন না। সে ব্যক্তি অর্থ প্রার্থনা করিলেই কেবল সূর্য্যদেবকে দেখাইয়া বলিতেন, দেখ, আমি তোমাকে অর্থ দিতে ইচ্ছা করিলে এই সূর্য্যদেব তোমাকে দিতে নিষেধ করেন, এ বিষয়ে আমার কিছুমাত্র দোষ নাই। যশোবর্ম্মা পুনঃ পুনঃ অর্থ চাহিলে রাজা তাহাকে পূর্ব্বোক্ত-প্রকারে প্রতারণা করিতেন। রাজা কর্তৃক এইরূপে পুনঃ পুনঃ প্রতারিত যশোবর্ম্মা একসময়ে সূর্য্যগ্রহণো-পলক্ষে রাজাকে বহু অর্থ দান করিতে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়া রাজার সমীপবর্ত্তী হইয়া নিবেদন করিল, প্রভো! যে সূর্য্য আমার প্রতি বিরুদ্ধ হইয়া, আপনি আমাকে কিছু দিতে ইচ্ছা করিলে নিষেধ

করিয়া থাকেন, সেই সূর্য্য আজ রাহুগ্রস্ত হইয়াছেন, এখন মহারাজ আমাকে কিছু দিতে ইচ্ছা করিলে আর নিবারণ করিতে পারিবেন না; অতএব এই সময়ে আমাকে কিছু দিন। রাজা তাহার এই কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে তাহাকে বহুতর বসন ও ধন দান করিলেন। কিছুকালে যশোবর্ম্মার সমুদায় ধন নিঃশেষিত হইলে সে পুনরায় রাজার নিকট কিঞ্চিৎ অর্থ প্রার্থনা করিল, কিন্তু রাজা পূর্ব্ববৎ প্রতারণা করিয়া কিছুমাত্র দিলেন না।

একসময়ে যশোবর্ম্মার পত্নীর মৃত্যু হইলে পত্নীর শোকে ও অর্থাভাবে নানা কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া দেহবিসর্জ্জন মানসে সে বিন্ধ্যারণ্যবাসিনী বিন্ধ্যবাসিনীর উদ্দেশে গমন করিল। সেখানে গিয়া আহার পরিত্যাগপূর্ব্বক দেবীর প্রসন্নতালাভের আশায় অতি দুষ্কর তপস্যা আরম্ভ করিল। দেবী বিন্ধ্যবাসিনী তাহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া তাহাকে স্বপ্নে আদেশ করিলেন, বৎস! তোমার তপস্যায় আমি প্রীত হইয়াছি, এক্ষণে তুমি অর্থশ্রী অথবা ভোগশ্রী এই দুয়ের মধ্যে কোন্‌টি প্রার্থনা কর, ইহা বল!

যশোবর্ম্মা ইহা শুনিয়া বলিল, দেবি! আপনার আদিষ্ট অর্থশ্রী ও ভোগশ্রী এই উভয়ের মধ্যে যে কি প্রভেদ, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। দেবী প্রত্যুত্তরে বলিলেন, পুত্র! তোমার দেশে ভোগবর্ম্মা ও অর্থবর্ম্মা নামে দুইজন বণিক আছে, তাহাদিগের সুখ-সমৃদ্ধি দেখিয়া যাহা তোমার মনের মত হয়, আমার কাছে পুনরায় আসিয়া প্রার্থনা করিলে, আমি তোমাকে তাহাই দিব।

যশোবর্ম্মা এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া জাগরিত হইয়া ব্রতপারণ সমাপনকরতঃ স্বদেশ হর্ষণপুরে প্রত্যাগত হইল। দেশে আসিয়া অগ্রে অর্থবর্ম্মার নিকট গমনকরতঃ তাহার স্বর্ণ-রত্নাদি ধনসমূহের ব্যবসায়ে সমুপার্জ্জিত বহু সম্পত্তি দেখিয়া অর্থশ্রী শব্দের তৎপর্য্য বুঝিতে পারিল। অর্থবর্ম্মা গৃহাগত যশোবর্ম্মাকে অতিথিসৎকারের নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করিয়া তাহার জন্য ঘৃতপক্ব মাংস ও বিবিধ ব্যঞ্জন প্রস্তুত করাইয়া আহারার্থ তাহাকে ডাকিল। যশোবর্ম্মা অর্থবর্ম্মার পার্শ্বে বসিয়া সেই সকল উত্তম বস্তু ভোজন করিল, কিন্তু অর্থবর্ম্মা দুই তোলা ঘৃতের সহিত অতি অল্পমাত্র অন্নব্যঞ্জনাদি ভক্ষণ করিল। যশোবর্ম্মা অর্থবর্ম্মা তাদৃশ অল্পভোজনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে অর্থবর্ম্মা বলিল, ভদ্র! আজ আমি আপনার অনুরোধে এতাদৃশ সঘৃত অন্নব্যঞ্জন ভক্ষণ করিলাম, কিন্তু আমি প্রতিদিন কেবল দুই তোলা পরিমিত ঘৃত ও অল্পমাত্র শক্তু ভোজন করিয়া থাকি, অত্যন্ত অগ্নিমান্দ্য হেতু ইহাপেক্ষা অধিক ভক্ষণ করিলে পরিপাক হয় না।

যশোবর্ম্মা এই কথা শুনিয়া অর্থবর্ম্মার তাদৃশ সম্পত্তি বৃথা বলিয়া মনে মনে নিন্দা করিতে লাগিল। অনন্তর অর্থবর্ম্মা কর্ত্তৃক আনীত ক্ষীর যশোবর্ম্মা প্রচুর পরিমাণে ভক্ষণ করিল, কিন্তু অর্থবর্ম্মা চারি তোলামাত্র ভক্ষণ করিল। ভোজনান্তে দুই জনে এক শয্যায় শয়ন করিল। নিশীথসময় আগত হইলে যশোবর্ম্মা স্বপ্নে দেখিল, কতকগুলি লোক দণ্ডহস্তে গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক 'রে পাপিষ্ঠ! তুই আজ ঘৃত, মাংসাদি, ক্ষীর ভোজন করিয়াছিস্' অর্থবর্ম্মাকে এই কথা বলিয়া প্রহার করিতে লাগিল এবং সে যাহা ভোজন করিয়াছিল, তৎসমুদায় তাহার পেটের ভিতর হইতে বাহির করিয়া লইল। যশোবর্ম্মা এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া সহসা জাগরিত হইয়া দেখিল, অর্থবর্ম্মা শূলবেদনায় নিপীড়িত হওত কেবল বমি করিতেছে। অর্থবর্ম্মা কতকগুলা বমি করিয়া বেদনা হইতে মুক্ত হইল। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া অর্থশ্রীকে ধিক্কার দিয়া সেখান হইতে বাহির হইয়া যশোবর্ম্মা ভোগবর্ম্মার গৃহে গমন করিল। ভোগবর্ম্মা সেই অতিথিকে গৃহাগত দেখিয়া সম্মানপ্রদর্শনপূর্ব্বক ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করিল। যশোবর্ম্মা ভোগবর্ম্মার কিছুমাত্র অর্থসম্পত্তি দেখিতে পাইল না, কেবল একটি সুন্দর বাটি ও সুশোভন বসনাভরণমাত্র দেখিল। ভোগবর্ম্মার কিছুমাত্র মূলধন নাই, কেবল সমাজমধ্যে অতিশয় সম্ভ্রম আছে। সেই সম্ভ্রমেই একজনের অর্থ অন্য ব্যক্তিকে দিয়া তাহা হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করে। সে দিনেও সেই রীতিতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া সকলই ভৃত্যহস্তে সমর্পণকরতঃ নানাবিধ অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে আদেশ করিল। ইহার মধ্যে ইচ্ছাভরণ নামে ভোগবর্ম্মার কোন সুহৃৎ আসিয়া বলিল, মিত্র! উঠ, ভোজনদ্রব্য সকল প্রস্তুত হইয়াছে, অপর বন্ধুগণ তোমার অপেক্ষা করিতেছেন।

ভোগবর্ম্মা ইহা শুনিয়া বলিল, মিত্র! আজ আমার গৃহে একজন অতিথি আসিয়াছেন, বল দেখি, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আমি তোমার গৃহে কেমন করিয়া যাই? ইচ্ছাভরণ সেই কথা শুনিয়া অতিশয় নির্ব্বন্ধ প্রকাশপূর্ব্বক উভয়কেই স্বভবনে লইয়া গিয়া উত্তম উত্তম অন্নাদি ভোজন

করাইল। ভোজনান্তে ভোগবর্ম্মা যশোবর্ম্মাকে আপনার বাটিতে আনিয়া রাত্রিতে অতি স্বাদু অন্নব্যঞ্জন ভোজন করাইল। পরে ভোগবর্ম্মা নিজ পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিল, প্রিয়ে! দুগ্ধের সর আছে কি না? সে বলিল, নাথ! আজ দুগ্ধের সর নাই। তবে আমি রাত্রি শেষে কি প্রকারে জল পান করিব? এই কথা বলিয়া ভোগবর্ম্মা শয়ন করিল। যশোবর্ম্মাও তাহার পার্শ্বে শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইল। যশোবর্ম্মা পূর্ব্বের ন্যায় স্বপ্নে দেখিল, দুইজন পুরুষ অগ্রে আর কতকগুলি পুরুষ তাহাদিগের পশ্চাতে অনুসরণকরতঃ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। 'প্রভুর রাত্রিশেষ ভোজনার্থ সর রাখিস্ নাই কেন' এই কথা বলিয়া অনুসৃত ব্যক্তিরা অগ্রসর ব্যক্তিদ্বয়কে প্রহার করিতে লাগিল। তৎপরে দণ্ডাহত ব্যক্তিদ্বয় স্বীয় অপরাধ স্বীকার করিলে সকলে শান্তিভাব অবলম্বন করিয়া বাহিরে গেল। যশোবর্ম্মা এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া প্রবুদ্ধ হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, কি আশ্চর্য্য! ভোগবর্ম্মার ভোগসম্পদ্ আগমন অচিন্তনীয় ও প্রশংসনীয়। এইরূপ চিন্তায় রাত্রি অতিবাহিত করিল।

যশোবর্ম্মা প্রভাতে ভোগবর্ম্মার নিকট বিদায়-গ্রহণপূর্ব্বক বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর নিকট গমন করিল এবং তাঁহার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া ভোগশ্রীই প্রার্থনা করিলে, দেবী তাহাকে তাহাই প্রদান করিলেন। পরে যশোবর্ম্মা আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইয়া সর্ব্বদা অচিন্তিতোপায়ে লব্ধার্থে পরম সুখসমৃদ্ধি ভোগ করিতে লাগিল। সেই হেতু ভোগ-রহিত সমধিক সম্পদ্ হইতে ভোগযুক্ত অল্প সম্পদ অনেকাংশে ভাল। এই অতিকৃপণ সমরবান রাজার সম্পদে কি প্রয়োজন? তদাক্রমণ আপনাদিগের পক্ষে শুভাবহ নহে, আমাদিগের মত এই প্রকার, বিশেষতঃ শুভলগ্নের অভাবে আপনাদিগের জয়াশাও দেখিতে পাইতেছি না।

গণকেরা এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিলে সামন্ত দাবাদগণ সমরবানের সহিত সংগ্রামাভিলাষে নির্গত হইল। সমরবান বিপক্ষগণকে সন্নিহিত দেখিয়া স্নান করিয়া দেবেদেবের আরাধনা করিতে থাকিলে, এইরূপ দৈববাণী হইল যে, তুমি নির্ভয়ে যুদ্ধে গমন করিয়া শত্রুজয় করিয়া বিজয়লব্ধ সম্মান লাভ কর।

রাজা এই দৈববাণী শুনিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে সজ্জীভূত হইয়া যুদ্ধে গমন করিলেন। সংগ্রামে প্রবৃত্ত রাজা ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের প্রধান প্রধান পাঁচজন বীরকে পরাজয় করিয়া আবদ্ধ করিলে অপর সৈন্যসকল প্রাণভয়ে চারিদিকে পলায়ন করিল। অনন্তর রাজা সমরবান বিপক্ষশ্রেষ্ঠ সামন্ত প্রতাপসেনের পরম সুন্দরী মহিষীকে বলপ্রকাশপূর্ব্বক আনিয়া স্বীয় রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন; আপনার সেনাপতি ও সৈন্যগণকে যথাযোগ্য উষ্ণীষাদিদানে পুরস্কৃত করিলেন। গোমুখের এই আখ্যান শুনিয়া যুবরাজ স্নান-ভোজনার্থ উঠিলেন।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম তরঙ্গ

চিরদাতার উপাখ্যান

অন্য একদিন যুবরাজ নরবাহনদত্ত অলঙ্কারবতীর গৃহে মন্ত্রিবর্গে পরিবৃত হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে মরুভূতির সেবক রাজান্তঃপুররক্ষক সৌবিদল্লের সহোদর কোন এক ব্যক্তি যুবরাজের নিকটে আসিয়া বলিল, দেব! আমি দুই বৎসরকাল এই মরুভূতির সেবা করিয়া আসিতেছি। ইনি আমাদিগের স্ত্রী-পুরুষের খাওয়াপরা আর বৎসরে পঞ্চাশৎ সুবর্ণমুদ্রা বেতন নির্দ্ধারিত করিয়া আমাকে ভৃত্য রাখেন। তন্মধ্যে খাওয়াপরা বরাবর দিয়া আসিতেছেন, আমি বেতন পুনঃ পুনঃ চাহিয়াছি, কিন্তু এক কপর্দ্দকও প্রাপ্ত হই নাই। বেশী পীড়াপীড়ি করিলে আমাকে প্রহার করেন, সেই হেতু আপনার সিংহদ্বারে অনাহারে পড়িয়া আছি। আপনি যদি ইহার বিচার না করেন, তাহা হইলে আমি অগ্নিপ্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিব।

ভৃত্য এই কথা বলিয়া বিরত হইলে মরুভূতি বলিল, দেব! এই ব্যক্তি আমার নিকট সুবর্ণমুদ্রা পাইবে বটে, কিন্তু হাতে না থাকাতে দিতে পারিতেছি না। মরুভূতির এই কথাতে সকলে হাসিয়া উঠিলে, নরবাহনদত্ত মন্ত্রী মরুভূতিকে বলিলেন, মূর্খ! তুমি কি নিমিত্ত এমন হইলে, তোমার মত লোকের এরূপ বুদ্ধি উপযুক্ত নহে। উঠ, অবিলম্বে ইহার প্রাপ্য শতমুদ্রা ইহাকে দাও। মরুভূতি প্রভুর বাক্যে লজ্জিত হইয়া তখনই একশত সুবর্ণমুদ্রা স্বগৃহ হইতে আনাইয়া সেই সেবককে দিল।

তৎপরে গোমুখ বলিলেন, দেব! এই মরুভূতি নিন্দনীয় নহে। যদি নিন্দা করিতে হয়,

তবে বিধাতার নিন্দা করা উচিত, যেহেতু ইহার সৃষ্টিকালে দেব প্রজাপতির বিচিত্র চিত্তবৃত্তি প্রকাশিত হইয়াছে। আপনারা চিরদাতা নৃপতির প্রসঙ্গাভিধেয় সেবকের কথা শ্রবণ করেন নাই? আমি বলিতেছি, আপনারা অবহিত হইয়া শুনুন।

পূর্ব্বে চিরপুর নগরে চিরদাতা নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি নিজে অতি সুজন হইলেও তাঁহার পরিজনবর্গ অতি দুর্জ্জন ছিল। কোন সময়ে প্রসঙ্গ নামে কোন ব্যক্তি দুইজন বন্ধুর সহিত দেশান্তর হইতে আসিয়া সেই রাজার পরিচারককার্য্যে নিযুক্ত হয়। ক্রমে পাঁচ বৎসর গত হইলেও রাজা কোন উৎসবাদিতেও সেই সেবককে কিছুমাত্র দেন নাই। সেই প্রসঙ্গ এত দিনের মধ্যে প্রভুসন্নিধানে কোন বিষয় জানাইবার অবসর প্রাপ্ত হয় নাই। এক সময়ে রাজার একটি শিশুসন্তান পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়, তাহাতে সকল ভৃত্যই অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া শোকার্ত্ত নরপতিকে ঘেরিয়া থাকিত। তন্মধ্যে প্রসঙ্গ এরূপ শোকসময়ে রাজাকে কোন বিষয় জানান উচিত নহে, তাহার সুহৃৎ দুইজন কর্ত্তৃক এইরূপে নিবারিত হইয়াও রাজাকে বলিতে লাগিল, দেব! বহুকাল হইতে আমরা আপনার সেবাকার্য্যে নিযুক্ত আছি, আজ পর্য্যন্ত শ্রীমান্ আমাদিগকে কিছুমাত্র না দিলেও কেবল আপনার পুত্রের অনুরোধে কিছু না পাইয়াও এতদিন রহিয়াছিলাম, কারণ রাজপুত্র আমাদিগকে এই বলিয়া প্রবোধ দিতেন যে, যদি রাজা তোমাদিগকে বেতন না দেন, তাহা হইলে আমিই দিব। এক্ষণে তিনিও ত' দৈব কর্ত্তৃক নীত হইলেন, তবে কি আমরা এক্ষণে এ স্থান হইতে প্রস্থান করিব? এই কথা বলিয়া বন্ধুদ্বয়ের সহিত রাজার চরণে পতিত হইয়া সেই গৃহ হইতে নির্গত হইল। অহো! এই সেবকেরা আমার পুত্রের বাক্যে আস্থা প্রদর্শন করিয়া এতদিন এখানে রহিয়াছে, সুতরাং আমার ইহাদিগকে ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে; রাজা এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রসঙ্গাদিকে এত প্রচুর ধন দান করিলেন যে, চিরকালের জন্য তাহাদিগের দারিদ্র্য-দুঃখ দূর হইল।

দেব! মনুষ্যগণের মধ্যে অনেকেরই এরূপ বিচিত্র স্বভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সাক্ষী দেখুন—এই রাজা সময়ে কিছুমাত্র দেন না, কিন্তু অসময়ে সমধিক দিয়া থাকেন।

বাক্‌পটু গোমুখ এই কথা বলিয়া যুবরাজের আদেশে পুনর্ব্বার এই উপাখ্যান বলিতে লাগিলেন।

পুরাকালে গঙ্গাতীরে গঙ্গাজলে পবিত্র ও সৌরাজ্যে অতি রমণীয় কনকপুর নামে একটি অতি উৎকৃষ্ট নগর ছিল। তত্রত্য প্রজাগণ বাক্য ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিতে বন্ধ, পত্র ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে ছিদ্র, স্ত্রীলোকদিগের অলক ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যে ভঙ্গ ও ঔষধপ্রস্তুতকরণ ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে খল দেখে নাই। সেই নগরে নাগরাজ বাসুকির কন্যা যশোদনার গর্ভজাত কনকবর্ষ নামে এক রাজা বাস করিতেন। সেই রাজা সমগ্র ধরণীর ভারবাহক হইয়াও অশেষ গুণে ভূষিত ছিলেন। কখন সামান্য অর্থলাভে লোভ প্রকাশ না করিয়া একমাত্র যশোলাভে সর্ব্বদা লোলুপ হইতেন; শত্রুগণের নিকট ভীত না হইয়া পাপাচরণে সতত ভীত ছিলেন এবং পরাপবাদে অতি মূর্খ ছিলেন, কিন্তু শাস্ত্রে মূর্খ ছিলেন না। সেই মহাত্মা নৃপতির কোপপ্রকাশে অল্পতা দেখা যাইত, কিন্তু লোকানুগ্রহদানে নহে, চাপগ্রহণেই তিনি বদ্ধমুষ্টি ছিলেন, কিন্তু দানে নহেন। সেই অদ্ভুত রূপবান্ রাজা কোন রমণীর প্রতি দৃষ্টিপাত না করিলেও তাঁহাকে দেখিয়া নারীগণ মন্মথশরে ব্যাকুল হইত।

কোন সময়ে এই রাজা রাজহংসকুলের আনন্দজনক শরৎঋতুতে নিজের সমান গুণশালী মহোৎসাহপূর্ণ বয়স্যগণের সহিত মদোন্মত্ত গজারোহণে চিত্তবিনোদনার্থ চিত্রপ্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। সমীরণ পদ্মগন্ধ হরণ করিয়া মন্দ মন্দ বহিতে আরম্ভ করিলে, রাজা যখন প্রাসাদস্থ চিত্র-সকলের প্রশংসা করিতে লাগিলেন, সেই সময়ে কোন প্রতিহারী তথায় আসিয়া রাজাকে বলিল, প্রভো! বিদর্ভদেশ হইতে রোলদেব নামে একজন চমৎকার চিত্রকর আসিয়াছে। সে আমাদিগের নিকট চিত্রকর্ম্মে নিজের অনন্যসাধারণতা বর্ণন করিয়া এই লিপিখানি দিয়া সিংহদ্বারে বসিয়া আছে। রাজা প্রতিহারীর কথা শুনিয়া ও লিপি পাঠ করিয়া তাহাকে সেইখানে আনিবার জন্য প্রতিহারীকে আদেশ করিলেন। প্রতিহারীও তখনই চিত্রকরকে রাজার সমীপে আনয়ন করিল। চিত্রকর তথায় প্রবেশ করিয়া চিত্রদর্শনোৎসুক, বারবিলাসিনীদিগের কুচোপরি সমর্পিত-কলেবর ও সবিলাস করধৃততাম্বুল রাজাকে বহু সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া সবিনয়ে ক্রমে ক্রমে নিবেদন করিল, প্রভো! আপনার শ্রীচরণকমল দর্শন করিবার মানসে চীরিকা উল্লঙ্ঘন করিয়াছি

বিজ্ঞান দান করিতে আসি নাই, এক্ষণে আমার উদ্ধত বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষমা করিবেন, অনুগ্রহ করিয়া কোনরূপ চিত্র অঙ্কিত করিতে অনুমতি প্রদান করুন। রাজা বলিলেন, তুমি এমন কোন চিত্র চিত্রিত কর, যাহা দেখিয়া আমার চক্ষুর প্রীতি লাভ করিতে পারি। পার্শ্বস্থ রাজানুচরেরা বলিল, তোমার আর অন্য চিত্র অঙ্কিত করিবার প্রয়োজন নাই, মহারাজের ছবি অঙ্কিত কর। চিত্রকর রোলদেব রাজানুচরদিগের বাক্যানুসারে পরম প্রীত হইয়া তুঙ্গনাসিক, আয়তারক্তনয়ন, উচ্চললাটোরস্ক, নীল কুঞ্চিত কেশ, বাণব্রণশোভিতাঙ্গ, আজানুলম্বিত বাহু, মুষ্টিমেয় কটিদেশ, করিশুণ্ডবৎ উরুযুগল, আশোক-পল্লবসদৃশ পদদ্বয়, সর্ব্বাবয়বে অনিন্দনীয় রাজার চিত্র চিত্রিত করিল। সেই চিত্রপট দেখিয়া বয়স্যগণ চিত্রকরের অদ্ভুতনৈপুণ্যদর্শনে চিত্রকরকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল এবং বলিল, আমরা প্রভুকে একাকী দেখিতে ভালবাসি না, অতএব বলিতেছি যে, এই চিত্রভিত্তিতে যে-সকল রাজমহিষীর চিত্রপট আছে, তাহার মধ্যে যেটিকে তুমি রাজার অনুরূপ বলিয়া বোধ কর, তাঁহাকে রাজার পার্শ্বে অঙ্কিত কর, তাহা হইলে আমাদিগের নেত্রোৎসব পূর্ণ হয়। চিত্রকর রাজবয়স্যগণের কথা শুনিয়া চিত্রপট-সকল উত্তমরূপে দেখিয়া বলিল, আমি ত' ইঁহাদিগের মধ্যে কাহাকেই রাজার অনুরূপ বলিয়া বোধ করি না। আমার বিবেচনায় এই ধরামধ্যে মহারাজের অনুরূপ দ্বিতীয় স্ত্রীলোক নাই, একটিমাত্র রাজকন্যা আছেন, তাঁহার কথা বলিতেছি, আপনারা শুনুন।

বিদর্ভদেশে কুণ্ডিন নামে একটি নগর আছে, সেখানে দেবশক্তি নামক এক রাজা বাস করেন, তাঁহার প্রাণাধিকা প্রিয়তমা মহিষীর নাম অনন্তবতী। সেই মহিষীর গর্ভে মদনসুন্দরী নাম্নী এক কন্যা জন্মিয়াছে। সেই কন্যার রূপ বর্ণন করা এক রসনার সাধ্য নহে, বাসুকি দ্বিসহস্র রসনায় বর্ণন করিতে পারেন কি না সন্দেহ। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, বিধাতা তাঁহাকে নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার ন্যায় আর একটি নির্ম্মাণ করিতে অভিলাষী হইলে সহস্রযুগেও তেমনটি নির্ম্মাণে সমর্থ হইবেন না। একমাত্র সেই রাজকন্যা রূপ, লাবণ্য, বিনয়, বাক্য ও কুলে এই রাজার যোগ্য। একদিন সেই রাজকন্যা অন্তঃপুরস্থ পরিচারিকা দ্বারা অন্তঃপুরমধ্যে আমাকে ডাকিয়া পাঠান। আমি তাঁহার নিকট গমন করিয়া দেখিলাম, কোন সহচরী তাঁহার অঙ্গে চন্দন বিলেপন করিতেছে, কোন সখী মৃণালের হার গলায় পরাইয়া দিতেছে, কোন সখী পদ্মপত্রে শয্যা রচনা করিতেছে, কোন সখী কদলীদল দ্বারা বীজন করিতেছে এবং তাঁহার দেহ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়াছে। তিনি সখীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, সখিগণ! তোমরা চন্দনলেপনাদি করিয়া নিরর্থক বৃথা পরিশ্রম করিতেছ কেন? এই সকল শিশিরবিন্দুও অভাগিনীকে কুলকাঠের অঙ্গারের ন্যায় দাহন করিতেছে; এই সকল ব্যাপার দেখিয়া আমি অনুমান করিলাম, রাজনন্দিনী কুসুমশরের শর-পথবর্ত্তিনী হইয়াছেন। তাঁহাকে আশ্বাসদানে ব্যাকুল সখীগণকে দেখিয়া ও তাঁহার সেই প্রকার অবস্থা দর্শনে প্রণাম করিয়া তাঁহার চরণোপ্রান্তে উপবিষ্ট হইলে তিনি উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, উপাধ্যায়! আমার লিখিত রূপের একখানি চিত্র লিখিয়া দাও। এই কথা বলিয়া কম্পিতহস্তে তুলি ধরিয়া এক যুবকের আকৃতি অঙ্কিত করিয়া আমাকে দেখাইলে, আমি তদনুসারে কোন অতিরূপবান্ যুবার আকৃতি লিখিয়া দিয়া মনে মনে ভাবিলাম, আমি ত' সাক্ষাৎ কন্দর্পের চিত্র লিখিয়াছি, কেবল ইহার হস্তে ফুলধনু লিখি নাই, ইহাতেই লোক জানিতে পারিবে, এ আকৃতি কন্দর্পের নহে, তদ্রূপ কোন যুবাপুরুষের চিত্র। বোধ হয়, রাজকন্যা এই আকারের কোন পুরুষকে কোথাও দেখিয়াছেন বা শুনিয়াছেন, সেই জন্যই ইঁহার স্মরদশা উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে আমার এখানে আর অধিকক্ষণ থাকা কর্ত্তব্য নহে। ইঁহার পিতা দেবশক্তি যেরূপ উগ্রদণ্ড, ঘুণাক্ষরে টের পাইলে আমাকে কখনই ক্ষমা করিবেন না। এই বিবেচনায় আমি রাজকন্যাকে প্রণাম করিয়া, তৎকর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া সেই অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলাম। আমি দ্রুত আসিতে আসিতে রাজকন্যার পরিচারিকাদিগের পরস্পর নির্জ্জন কথোপকথনের ভাব গ্রহণ করিয়া বুঝিলাম, তিনি আপনার প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছেন। তৎপরে আমি সেই চিত্রপটে গোপনে রাজকন্যার চিত্র লিখিয়া লইয়া আপনার পাদমূলে ত্বরিতগতিতে আসিয়াছি, সম্প্রতি মহারাজের আকার দেখিয়া আমার সংশয় দূর হইল এবং জানিতে পারিতেছি, রাজকন্যা আমা দ্বারাই মহারাজেরই আকৃতি লেখাইয়া লইয়াছেন, যেহেতু তিনি বারংবার চেষ্টা করিয়াও আপনার আকৃতি চিত্রিত করিতে সমর্থ হন নাই।

রোলদেবের কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন, তবে চিত্রপটস্থা সেই রাজকন্যাকে শীঘ্র আমাকে দেখাও। চিত্রকর রাজাজ্ঞানুসারে স্বচিত্রার্পিত সেই মদন-

সুন্দরীকে দেখাইল। রাজা কনকবর্ষও চিত্রগতা বিচিত্ররূপা সেই রাজকন্যাকে দেখিবামাত্র কন্দর্পশরের লক্ষ্য হইলেন এবং বহু অর্থদানে চিত্রকরকে সন্তুষ্ট করিয়া তাহার নিকট হইতে সেই চিত্রপটখানি গ্রহণ-করতঃ নিজভবনাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। তৎপরে রাজা রাজকন্যার রূপলাবণ্য দেখিয়া তৃপ্ত হইতে না পারাতে সমুদায় রাজকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে সেই ছবি দেখিয়া সময়াতিবাহন করিতে লাগিলেন। ধৈর্য্যহারী কন্দর্প সময় পাইয়া তাঁহাকে নিয়ত শরপ্রহার করিতে লাগিলেন। কন্দর্প রূপলুব্ধ স্ত্রীলোকদিগকে যে পীড়া দিয়া থাকেন, সেই রাজাকেও তদ্রূপ পীড়ায় পীড়িত করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে বিশ্বস্ত মন্ত্রিগণ রাজাকে বিরহে ক্ষীণকলেবর ও পাণ্ডুবর্ণ হইতে দেখিয়া এরূপ হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাহাদিগের নিকট আপনার মনের ভাব ব্যক্ত করিলেন। মন্ত্রিগণ রাজার মনোগত ভাব অবগত হইয়া সকলে যুক্তি করিয়া সেই মদনসুন্দরীকে প্রার্থনা করিয়া রাজা দেবশক্তির নিকট কার্য্যক্ষম, কালবেদী, অতি বিশ্বস্ত, মধুরভাষী সঙ্গমস্বামী নামক একজন কুলীন ব্রাহ্মণকে দূত পাঠাইলেন। সেই দূত বহুসংখ্যক অনুচরগণের সহিত বিদর্ভরাজ্যান্তর্গত কুণ্ডিনপুরে প্রবেশ করিল। পরে রাজা দেবশক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপনার স্বামীর নিমিত্ত তাঁহার কন্যা প্রার্থনা করিল। রাজা দেবশক্তি দূতের কথা শুনিয়া মনে মনে বলিলেন, কন্যার বিবাহযোগ্য কাল উপস্থিত দেখিয়া আমি পাত্রান্বেষণ করিতেছি, কনকবর্ষ যখন আমার কন্যাকে না দেখিয়াও প্রার্থনা করিয়াছেন, তখন তাঁহাকেই কন্যাদান করিব। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া সঙ্গমস্বামীর কথায় বিশ্বাসস্থাপনপূর্ব্বক তাহাকে মদনসুন্দরীর অতিরমণীয় অদ্ভুত নৃত্য দেখাইলেন। সঙ্গমস্বামীকে কন্যার নৃত্যদর্শনে সন্তুষ্ট হইতে দেখিয়া রাজা সুতাদান-স্বীকারে তাঁহাকে সম্মানিত করিয়া বিবাহ-লগ্ন নির্দ্ধারিতকরতঃ তাঁহার সহিত একজন প্রতিদূত প্রেরণ করিলেন। সঙ্গমস্বামী সেই প্রতিদূতের সহিত রাজা কনকবর্ষের নিকট পুনরাগত হইয়া কার্য্যসিদ্ধির কথা নিবেদন করিল। পরে রাজা শুভলগ্ন নিশ্চয় করিয়া প্রতিদূতকে পূজাকরতঃ বিদায় দিলেন এবং মদনসুন্দরী তাঁহার প্রতি অনুরক্তা, ইহা জানিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত নিঃশঙ্কমনে কুণ্ডিননগরে গমন করিলেন। দুর্নিবার্য্যবীর্য্য রাজা অশ্বারোহণে পথে যাইতে যাইতে সিংহাদি বন্য হিংস্রক জন্তুর ন্যায় প্রাণিপ্রাণহারী অসংখ্য দস্যু-দিগকে সংহার করিয়া কুণ্ডিননগরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার আগমন-সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র বহির্নির্গত রাজা দেবশক্তি কর্ত্তৃক প্রত্যুদ্গত রাজা কনকবর্ষ পৌরাঙ্গনা-দিগের অধ্যুসিত এবং বিবাহদ্রব্যে সজ্জিত রাজভবনে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি দেবশক্তির প্রদত্ত যথোপযুক্ত উপচারে সম্মানিত হইয়া সে দিবস বিশ্রামসুখ অনুভব করিলেন।

পরদিবস রাজা দেবশক্তি রাজত্ব ভিন্ন অন্য যাবতীয় সম্পত্তির সহিত তনয়া মদনসুন্দরীকে তাঁহার হস্তে দান করিলেন। রাজা কনকবর্ষ বিবাহের পর সাত দিন তথায় অবস্থিতি করিয়া নববধূর সহিত মিলিত হইয়া স্বীয় রাজধানীতে আগমন করিলেন। জগদাহ্লাদকারী কৌমুদীসহচর শশীর ন্যায় সেই রাজা তাদৃশ স্ত্রীরত্ন লাভ করিলে রাজভবন মহোৎসবে পরিপূর্ণ হইল। সেই রাজার বহু স্ত্রী সত্ত্বেও মদনসুন্দরী বহুপত্নীক শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণীর ন্যায় প্রাণাধিকা প্রিয়তমা হইলেন। সেই দম্পতি পরস্পর সুখ-সংসক্ত চারুপক্ষ্ম লোচন-সায়কে বিদ্ধ হইয়া রহিলেন।

ক্রমে বিকসিত নাগকেশরকুসুমসমূহ চারিদিকে শোভা বিস্তার করিল, মানিনীদিগের মানমাতঙ্গ-দর্পহারী বসন্তকেশরী আগত হইল, বসন্তসমাগমে অলিমালাসংলগ্ন চূতমঞ্জুরী কন্দর্পের ধনুর ন্যায় সজ্জিত হইল, মলয়ানিল পথিকগণের স্ত্রীদিগের কামানলে সমুদ্দীপিত চিত্তকে উপবনের ন্যায় কম্পিত করিতে লাগিল; নদীর জল, বৃক্ষের কুসুম, চন্দ্রের শোভা পুনরায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; কিন্তু মনুষ্যগণের যৌবনের হ্রাস ভিন্ন বৃদ্ধি হইল না। কোকিলগণ তোমরা স্ত্রী-পুরুষে মানকলহ পরিত্যাগ করিয়া সুখে আমোদ-প্রমোদ কর, এই বলিয়াই যেন মধুর আলাপ করিতে লাগিল। সেই সময়ে রাজা কনকবর্ষ বিহার-কামনায় সকল অন্তঃপুরিকার সহিত মধুবনে প্রবেশ করিলেন। অপর অপর মহিষীগণ সর্ব্বাভিব্যাহারে থাকিলেও রাজা মদনসুন্দরীর সহিত কুসুমচয়নাদি আনন্দজনক কার্য্যে কিছুকাল বিহার করিয়া সমুদায় স্ত্রীর সহিত গোদাবরী নদীতে অবতরণকরতঃ জলক্রীড়ায় মত্ত হইলেন। তরঙ্গনাসকল তরঙ্গচ্ছলে দর্শিত-ক্রোধভ্রূভঙ্গ নদীর প্রফুল্লকমলসমুদায়কে, মুখ-শোভায়, নীলোৎপলসমুদায়কে লোচনশোভায়, চক্রবাকযুগলকে স্তনশোভায় এবং পুলিনদেশকে নিতম্বশোভায় জয় করিয়া নদীকে ক্ষোভিত করিল। সর্ব্বান্তঃপুরিকার মধ্যে করসিক্ত বারিতে পারিষের বস্ত্র স্থানচ্যুত হওয়াতে সেই বরারোহা মদনসুন্দরী ঈর্ষ্যান্বিত ও অল্প ক্রুদ্ধা হইয়া আর কতক্ষণ নদীকে

ক্ষুব্ধ করিবে, এই কথা বলিয়া জল হইতে উঠিলেন ও অন্য বস্ত্র পরিধানকরতঃ ক্রোধপ্রকাশপূর্ব্বক আপনার সহচরীদিগের নিকট স্বামীর অপরাধের কথা বলিতে বলিতে আপন গৃহে চলিয়া গেলেন। তৎপরে রাজা তাঁহার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া জলক্রীড়া পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার গৃহে আসিলেন। রাজা প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে পিঞ্জরস্থ শুকপক্ষী রাজাকে নিষেধ করিলেও তিনি প্রবিষ্ট হইয়া অন্তর্গত ক্রোধে পীড়িতা, বামহস্তন্যস্ত-বদনাম্বুজা, নির্ম্মল-মুক্তাফলসদৃশ-অশ্রুবিন্দু পরিপ্লুতা, করুণস্বরে বিলাপবতী, কোপে অতি মনোহর দর্শনা কান্তাকে দেখিয়া লজ্জাভয়ে জড়িত হইয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন। রাজাকে দেখিয়া রাণী মুখ ফিরাইয়া বসিলেও রাজা প্রণয়কোমলবাক্য বলিয়া আলিঙ্গনকরতঃ সবিনয়ে তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু বিবিধ মনোহর বাক্যেও সান্ত্বনা করিতে অশক্ত হইয়া আপনাকে অপরাধী বলিয়া স্বীকারকরতঃ তাঁহার চরণে নিপতিত হইলেন। তদ্দৃষ্টে মদনসুন্দরী গলিত অশ্রুবিন্দুর ন্যায় মন্যু পরিত্যাগ করিয়া, কণ্ঠলগ্ন হইয়া প্রসন্নতার চিহ্ন প্রদর্শন করিলেন। পরে রাজা অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া কুপিততুষ্টা রাণীর সহিত পরমসুখে দিন কাটাইয়া রাত্রিকালেও নানা আমোদ-প্রমোদে সুখভোগকরতঃ নিদ্রাসুখ অনুভব করিলেন।

রাজা নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নে দেখিলেন, অতি বিকৃতাকার এক রমণী সহসা আসিয়া তাঁহার কণ্ঠ হইতে একাবলী মালা ও মস্তক হইতে চূড়ারত্ন হরণ করিতেছে। তাহার পরে বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত একটা বেতালকে দেখিয়া আপনি তাহাকে ভূমিতে পাতিত করিলেন। অনন্তর সেই বেতাল তাঁহাকে পৃষ্ঠে করিয়া পক্ষীর ন্যায় আকাশে উড্ডীন হইয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল। তৎপরে তিনি অতিকষ্টে সমুদ্রপারে উত্তীর্ণ হইয়া দেখিলেন, গলদেশে একাবলী ও মস্তকে চূড়ামণি যেমন ছিল, তেমনই রহিয়াছে। রাজা স্বপ্নে এই সকল কাণ্ড দেখিয়া জাগরিত হইয়া প্রাতঃকালে পরিচয়ার্থ আগত জনৈক ক্ষপণককে সেই দৃষ্ট স্বপ্নের ফলাফল জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল, দেব! যদিচ অপ্রিয় কথা বলিতে নাই বটে, তথাপি যখন আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তখন না বলিয়া ক্ষান্ত হইতে পারি না। আপনি যে একাবলী ও চূড়ারত্ন অপহৃত হইতে দেখিয়াছেন, ইহার ফল এই যে, অচিরকালমধ্যে পত্নী ও পুত্রের সহিত আপনার বিয়োগ ঘটিবে; আর সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া পুনরায় সেই একাবলী ও চূড়ারত্ন প্রাপ্ত হইতে যে দেখিয়াছেন, তাহার ফল এই যে, আপনি উপস্থিত বিপদসাগর উত্তীর্ণ হইয়া স্ত্রীপুত্র উভয়ই পুনঃ প্রাপ্ত হইবেন, দেখিতে পাইতেছি। বৌদ্ধসন্ন্যাসীর কথা শ্রবণে রাজা বলিলেন, অদ্যাপি আমার পুত্র জন্মে নাই, তবে পুত্রবিয়োগ কিরূপে ঘটিবে? অগ্রে পুত্র জন্মাক, তাহার পরে সে কথা।

অনন্তর রাজা কোন সময়ে তাঁহার নিকট আগত কোন রামায়ণ পাঠকের মুখে শুনিয়াছিলেন, রাজা দশরথ পুত্র জন্মিবার পূর্ব্বে পুত্রবিয়োগের অভিসম্পাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ক্ষপণক চলিয়া গেলে পর দশরথ-ভূপতির অদ্ভুত উপায়ে সুতোৎপত্তির বিষয় চিন্তা করিতে করিতে রাজা অতিশয় বিমনা হইয়া সে দিনমান অতিবাহিত করিলেন। রাত্রিতে শয্যাতে একাকী শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময়ে দ্বার বদ্ধ থাকিলেও সহসা একটি স্ত্রীলোককে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিলেন। সেই স্ত্রীলোকটি দেখিতে সুন্দরী ও অতি বিনীতস্বভাবা। রাজা তাঁহাকে দেখিয়া উঠিয়া প্রণাম করিলে, সেই স্ত্রীলোক রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, পুত্র! আমি নাগরাজ বাসুকির কন্যা; তোমার পিতার জ্যেষ্ঠা ভগিনী, আমার নাম রত্নপ্রভা; আমি তোমার রক্ষার্থ অদৃশ্যভাবে সর্ব্বদা তোমার নিকটে আছি, কিন্তু কখনও তোমাকে দেখা দিই নাই। আজ তোমাকে চিন্তাব্যাকুল দেখিয়া তোমার নিকট আত্মপ্রকাশ করিলাম; যেহেতু তোমার কষ্ট দেখিতে ইচ্ছা করি না। তোমার এরূপ গ্লানির কারণ কি, আমাকে বল।

রত্নপ্রভা এই কথা বলিলে, রাজা তাঁহাকে বলিলেন, মাতঃ! আপনি যে আমাকে এত অনুগ্রহ করেন, ইহাতেই আমি ধন্য হইলাম। পুত্রাভাবই আমার এই বিষাদের কারণ, ইহা জানিবেন। দশরথাদি রাজর্ষিরাও যখন স্বর্গার্থ পুত্র ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তখন মাদৃশ সামান্য ব্যক্তি কেন না ইচ্ছা করিবে?

রত্নপ্রভা ভ্রাতুষ্পুত্র কনকবর্ষের এই কথা শুনিয়া বলিলেন, পুত্রলাভের একটি উপায় বলিতেছি, তাই কর। তুমি পুত্রস্বামী কার্ত্তিকেয়ের নিকট গিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন কর, তাহাতে তোমার শরীরে যে-সকল বারিধারা পতিত হইবে, তোমার শরীরে প্রবিষ্ট আমার প্রভাবে তৎসমস্তই সহ্য করিতে সমর্থ হইবে, ক্রমে সেই বারিপাতবিঘ্নসকল অতীত হইলে বাঞ্ছিত ফললাভ করিবে।

নাগকন্যা এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন, রাজাও হৃষ্টান্তঃকরণে রাত্রি কাটাইলেন। পরদিবস প্রাতঃকালে কনকবর্ষ মন্ত্রিগণের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া পুত্রাকাঙ্ক্ষায় কুমারের পাদপদ্মসমীপে গমন করিয়া তীব্রতপস্যা দ্বারা তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিলেন। তন্তঃপ্রবিষ্ট নাগকন্যার প্রভাবে কোন কষ্টই তিনি অনুভব করিলেন না। অনন্তর রাজার মস্তকোপরি কুমার-প্রেরিত অশনিপাতসদৃশ বারিধারা অনবরত পড়িতে লাগিল; রাজা শরীর-প্রবিষ্ট নাগকন্যার বলে সেই বারিধারা অনায়াসে সহ্য করিলেন। কুমার রাজাকে সেই ভয়ানক বৃষ্টিপাত সহ্য করিতে দেখিয়া হেরম্বকে পাঠাইলেন। হেরম্ব সেই বারিধারার মধ্যে অতি উগ্র বিষধর অজগর সর্প সৃজন করিলেন; রাজাকে তাহাতে কম্পিত হইতে না দেখিয়া স্বয়ং নিকটে আসিয়া রাজার বক্ষঃস্থলে দন্তাঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা দেবতা-দিগেরও অসহ্য সেই দন্তাঘাত সহ্য করিয়া তাঁহার স্তব আরম্ভ করিলেন:—হে সর্ব্বার্থসিদ্ধিদায়ী লম্বোদর বিঘ্নেশ! তোমাকে নমস্কার, তুমি স্বীয় অমিতবল করাঘাতে ব্রহ্মার আসনপদ্ম কম্পিত করিয়া তাঁহাকে পর্য্যন্ত কম্পিত করিতে পার। হে বিভু গজানন! তুমি জয়যুক্ত হও; হে শঙ্করপ্রিয়! তুমি অসন্তুষ্ট হইলে সুরাসুর-মুনীন্দ্রদিগেরও মানসসিদ্ধি হয় না। দেবতারা ঘটোদর, শূর্পকর্ণ, গণাধ্যক্ষ, মদোৎকট, পাশহস্ত, অম্বরীশ, ত্র্যম্বক ও ত্রিশিখায়ুধ ইত্যাদি পাপঘ্ন অষ্টষষ্টি নামোচ্চারণপূর্ব্বক তোমার স্তব করিয়া থাকেন। প্রভো! যাহারা সর্ব্বদা তোমাকে স্মরণ করে, তাহাদিগের যুদ্ধে, রাজকুলে, দ্যূতক্রীড়ায় জয়লাভ হয় এবং চোরে, অগ্নিতে ও হিংস্রশ্বাপদে ভয় থাকে না। রাজা কনকবর্ষ এইরূপ ও অন্য বিবিধপ্রকার স্তুতিবাদ দ্বারা বিঘ্নেশ্বরের পূজা করিলেন।

গণপতি রাজার স্তুতিবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, আমি তোমার স্তবে তুষ্ট হইয়াছি, তোমার আর কোন বিঘ্নোৎপাদন করিব না এবং অচিরে পুত্র প্রাপ্ত হইবে, এই কথা বলিয়া দেখিতে দেখিতে অন্তর্হিত হইলেন। তৎপরে কুমার রাজার সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, পুত্র! আমি তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে অভিমত বর প্রার্থনা কর। রাজা কুমারের বাক্যে প্রীত হইয়া বলিলেন, প্রভো! আপনার প্রসাদে আমার কিছুরই অভাব নাই, একমাত্র পুত্রের অভাব, আপনার কৃপায় সে অভাব শীঘ্র দূর হউক্। 'হে ভূপতে! তোমার পুত্র মদ্‌গণাংশে জন্মগ্রহণ করিবে। সে হিরণ্যবর্ষ নামে বিখ্যাত হইবে।' শিখিবাহন এই কথা বলিয়া বিশেষ প্রসাদাভিলাষী রাজাকে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে বলিলেন। নাগকন্যা এই অবসরে রাজার দেহ হইতে অদৃশ্যভাবে নির্গত হইলেন। রাজা দেব পাবকির ভবনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেবকুমার রাজাকে নাগিনীর অনধিষ্ঠান হেতু পূর্ব্বতেজো-বিরহিত দেখিয়া এ কি, এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রণিধানে নাগিনীর বলের বিষয় জানিতে পারিয়া রাজাকে এই বলিয়া শাপ দিলেন যে, যেহেতু তুমি আমার আরাধনার ছল অবলম্বন করিয়াছিলে, এই হেতু তোমার পুত্র জন্মিলে সেই পুত্র ও মহাদেবীর সহিত তোমার বিচ্ছেদ ঘটিবে। মহামতি নরপতি এই নিদারুণ অভিশাপবাক্য শুনিয়া মোহ ত্যাগ করিয়া অতি সুন্দরবচনে দেবকুমারের স্তব করিলে, তিনি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, রাজন্! তোমার শোভনবাক্যে আমি তুষ্ট হইয়া বলিতেছি যে, একবৎসরমাত্র তোমার পত্নীপুত্র-বিয়োগ থাকিবে। ষড়ানন এই কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইলে রাজা তাঁহার অনুগ্রহে তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রণামকরতঃ স্বগৃহে পুনরাগমন করিলেন।

কিছুকাল গতে মদনসুন্দরী বিনা ক্লেশে একটি পুত্র প্রসব করিলেন। রাজা পুত্রমুখদর্শনে যৎপরোনাস্তি সন্তোষলাভকরতঃ মহোৎসব আরম্ভ করিলেন। দীনগণকে, অনাথদিগকে ও ব্রাহ্মণসমূহকে অকাতরে প্রচুর অর্থদান করিয়া আপনার কনকবর্ষ নাম সার্থক করিলেন। পাঁচ রাত্রি নির্ব্বিঘ্নে গত হইলে ষষ্ঠ রজনীতে সূতিকাগাররক্ষার যথাবিধি অনুষ্ঠান করিলে সহসা আকাশে সামান্য মেঘ উঠিল; সেই সামান্য মেঘ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া শত্রুর প্রতি উপেক্ষাকারী রাজার রাজ্যের ন্যায় ক্রমশঃ নভোমণ্ডল আক্রমণ করিল। দেখিতে দেখিতে প্রবল ঝড়বৃষ্টিতে পৃথিবী আকুল হইয়া উঠিল। এই দুর্যোগসময়ে অতি ভীষণমূর্ত্তি একটা স্ত্রীলোক একখানা শাণিত ছুরিকা হস্তে অর্গলবদ্ধ সূতিকাগারের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেবী মদনসুন্দরীর স্তনপানাসক্ত সেই বালককে বলপ্রকাশপূর্ব্বক হরণ করিয়া পলায়ন করিল। রাজ্ঞী তদ্দৃষ্টে হায়! হায়! কোন্ রাক্ষসী আমার পুত্র হরণ করিয়া লইয়া গেল, এই বলিয়া বিহ্বলচিত্তে বিলাপ ও ক্রন্দন করিতে করিতে সেই ঘোরান্ধকারে রাক্ষসীর পশ্চাতে পশ্চাতে

ধাবমান হইলেন। সেই স্ত্রীলোক বালকশুদ্ধ কোন এক সরোবরে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। রাজ্ঞীও সেই সরোবরতীরে আসিয়া পুত্রশোকে কাতর হইয়া জলে ঝাঁপিয়া পড়িলেন। ক্ষণকাল পরে মেঘ-ঝড়বৃষ্টি থামিয়া গেল এবং রাত্রিও প্রভাত হইল। সেই সময়ে পরিবারবর্গ সূতিকাগারে আসিয়া রাজ্ঞী ও বালককে দেখিতে না পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। রাজা কনকবর্ষ সেই রোদনধ্বনি শুনিয়া সূতিকাগারে আসিয়া সূতিকাগার শূন্য দেখিয়া জ্ঞানশূন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন এবং বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, ভগবন্ স্কন্দ! আপনি কেন এই অভাগাকে বিষমিশ্রিত অমৃতের ন্যায় পাপসংযুক্ত বর প্রদান করিলেন। হায় হায়! আমি কেমন করিয়া দেবীর বিরহে যুগসহস্রের সমান এই সংবৎসরকাল অতিবাহিত করিব? এইরূপ রোদনপরায়ণ ভূপতি মন্ত্রিগণ কর্তৃক প্রবোধিত হইয়াও ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে সমর্থ হইলেন না। ক্রমে রাজা শোকে অধীর হইয়া গৃহ হইতে উন্মত্তের ন্যায় পথে ভ্রমণ করিতে করিতে বিন্ধ্যারণ্যে গমন করিলেন। সেখানে মৃগনয়নদর্শনে প্রিয়ার নয়ন, চমরীর পুচ্ছদৃষ্টে কবরীভারসৌন্দর্য্য, হস্তিনীর মন্দগমনদর্শনে মন্থরগতি স্মরণ হওয়াতে রাজার মদনানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে তৃষ্ণাতুর হইয়া বিন্ধ্য পর্ব্বতের পাদদেশে আসিয়া নির্ঝর-জল পান করাতে কিঞ্চিৎ সুস্থ হওয়ায় একটি তরুমূলে যেমন বসিয়াছেন, অমনি বিন্ধ্যের গুহা হইতে এক প্রকাণ্ড সিংহ নির্গত হইয়া রাজাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে, তৎক্ষণাৎ কোন বিদ্যাধর গগনতল হইতে বেগে নিপতিত হইয়া তীক্ষ্ণ অসিপ্রহারে সেই সিংহকে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং রাজার সমীপে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজন্! তুমি কি নিমিত্ত এ স্থানে আসিয়াছ? রাজা তাঁহার কথা শুনিয়া চৈতন্যলাভ করিয়া বলিলেন, ভদ্র! আপনি জানিবেন, আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক এখানে আসি নাই, বিরহানলে বিক্ষিপ্ত হইয়াই এখানে আসিয়া পড়িয়াছি। রাজার কথা শুনিয়া বিদ্যাধর বলিলেন, রাজন্! আমি পূর্ব্বে মনুষ্য ছিলাম, তখন আমার নাম ছিল বন্ধুমিত্র; তোমারই রাজ্যে বাস করিতাম। আমি সেবাপ্রার্থী হইয়া তোমার নিকট গমন করিলে, তুমি অমনি অনেক সাহায্যে করাতে পরিব্রাজক হইয়া বেতালসাধন করাতে বিদ্যাধরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি; তাহাতেই তোমাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিয়া প্রত্যুপকার করিবার জন্য, তোমাকে বিনাশ করিতে উদ্যত এই সিংহকে বিনাশ করিয়াছি, এক্ষণে আমি বন্ধুমিত্র নামের পরিবর্ত্তে বন্ধুপ্রভ এই নামে বিখ্যাত হইয়াছি। বিদ্যাধরের এই সকল কথা শুনিয়া রাজা প্রহৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহাকে বলিলেন, হাঁ, এক্ষণে স্মরণ হইল, তোমার সহিত পূর্ব্বে মিত্রতা হইয়াছিল, আজ তুমি আমার জীবন রক্ষা করিয়া সেই প্রণয় পরিপূর্ণ করিলে। এখন বল দেখি, কতদিনে আমি ভার্য্যাপুত্র পুনঃপ্রাপ্ত হইব? বিদ্যাধর রাজার এই কথা শ্রবণে বিদ্যাপ্রভাবে সমুদায় জ্ঞাত হইয়া বলিলেন, রাজন্! তুমি বিন্ধ্যবাসিনী দেবীকে দর্শন করিলেই পত্নী-পুত্র পুনঃ প্রাপ্ত হইবে। তুমি আপনার কার্য্যসাধনার্থ তথায় গমন কর, আমিও আপন লোকে গমন করি। বিদ্যাধর এই কথা বলিয়া আকাশে গমন করিলে, রাজা ধৈর্য্যধারণপূর্ব্বক আস্তে আস্তে বিন্ধ্যবাসিনী দেবীদর্শনে গমন করিলেন। রাজা যখন পথে গমন করেন, সেই সময়ে এক প্রকাণ্ড বন্যহস্তী মস্তক নাড়িতে নাড়িতে শুঁড় বাড়াইয়া রাজার দিকে ধাবমান হইলে রাজা গর্ত্তপথে ধাবিত হইলেন। হস্তীও সেই পথে রাজার অনুসরণ করাতে গর্ত্তমধ্যে পতিত হইয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। তৎপরে অধ্বশ্রম-কাতর রাজা যাইতে যাইতে প্রফুল্ল পদ্মে পরিপূর্ণ একটি সরোবর প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে স্নান, জলপান ও মৃণালভক্ষণকরতঃ তরুতলে শয়ন করিয়া ক্ষণকাল-মধ্যে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। সেই সময়ে কতকগুলি ব্যাধ মৃগয়া করিয়া সেই পথে আসিয়া সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত রাজাকে নিদ্রিত দেখিয়া দেবীর নিকট বলি দিবার অভিপ্রায়ে তখনই তাঁহাকে বাঁধিয়া মুক্তফল নামক তাহাদিগের অধিপতির নিকট লইয়া গেল। সেই শবরাধিপতি রাজাকে প্রশস্ত উপহার বিবেচনা করিয়া, বলি দিবার জন্য বিন্ধ্যবাসিনী-মন্দিরে উপস্থিত করিল। রাজা বিন্ধ্যবাসিনীকে দেখিবামাত্র গললগ্নীকৃতবাসে অতি ভক্তি প্রকাশপূর্ব্বক প্রণাম করিলে, দেবীর অনুগ্রহে এবং ষড়াননের প্রসাদে তৎক্ষণাৎ বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন। শবরাধিপ এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে দেবীর অনুগ্রহ মনে করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল। এইরূপে তৃতীয় অপমৃত্যু হইতে পরিত্রাণপ্রাপ্ত রাজা কনকবর্ষের শাপকাল পূর্ণ হইলে পিতৃস্বসা নাগকন্যা সপুত্রা রাণী মদনসুন্দরীকে সঙ্গে লইয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন এবং রাজাকে বলিলেন, রাজন্! আমি কুমারের শাপ জানিতে পারিয়া তোমার

জায়াপুত্রকে আমার নিজভবনে রাখিয়াছিলাম, এক্ষণে স্ত্রীপুত্র লইয়া সুখে সাম্রাজ্যভোগ কর। রাজা তাঁহার কথা শুনিয়া প্রণাম করিলে তিনি তিরোহিত হইলেন; রাজাও স্ত্রীপুত্রের সমাগম স্বপ্নের ন্যায় মনে করিলেন। তৎপরে রাজদম্পতি বহুদিবসের পর পরস্পর আলিঙ্গন করাতে হর্ষবাষ্পাঙ্কুরের উদয় বিরহক্লেশ বিদূরিত হইল। শবররাজ মুক্তফল কনকবর্ষকে পৃথিবীপতি সুতরাং তাহার প্রভু বলিয়া জানিয়া তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া ক্ষমাপ্রার্থনা-করতঃ আপনার পল্লীতে লইয়া গিয়া নিজোচিত নানাবিধ উপচারে তাঁহাকে পূজা করিল। অনন্তর রাজা কনকবর্ষ সেইস্থানে থাকিয়াই দূত দ্বারা শ্বশুর দেবশক্তি ও নিজরাজ্য হইতে বহুসংখ্যক সৈন্য আনয়ন করিলেন। তৎপরে পত্নী মদনসুন্দরী ও পুত্র হিরণ্যবর্ষকে লইয়া গজারোহণে শ্বশুরের সহিত গমন করিলেন। কতিপয় দিবসে শ্বশুরের রাজধানী কুণ্ডিননগরে আসিয়া শ্বশুর কর্তৃক সংকৃত হইয়া কতিপয় দিবস দারাপুত্রের সহিত সেখানে অবস্থিতি করিলেন। তৎপরে আপনার রাজধানী কনকপুরে আসিয়া, বহুদিবস অদর্শনে উৎসুক পৌরজনগণকে সন্তুষ্ট করিয়া রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। পরে অন্তঃপুরিকাদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধানা মদনসুন্দরীকে অভিষিক্ত করিয়া পট্টমহিষী করিলেন। সেই পত্নী ও পুত্রের সহিত নিত্যোৎসব অনুভবকরতঃ নিষ্কণ্টকে তিনি কনকরাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

মন্ত্রিপ্রধান গোমুখের এই মনোহারিণী কথা শুনিয়া নরবাহনদত্ত অলঙ্কারবতীর সহিত অত্যন্ত তুষ্ট হইলেন।

ষট্‌পঞ্চাশত্তম তরঙ্গ

কমলবর্ম্মার উপাখ্যান

সস্ত্রীক নরবাহনদত্ত গোমুখের বর্ণিত আখ্যান শ্রবণে পরিতুষ্ট হইতেছেন, ইহাতে ঈর্ষ্যাকোপবিকৃত মরুভূতি অধোমুখে অবস্থিতি করিতে লাগিল। নরবাহনদত্ত ইহা দেখিয়া তাহার মনোরঞ্জনার্থ বলিলেন, মরুভূতে! তুমিও কোন উপাখ্যান বর্ণন করিতে পার। মরুভূতি নরবাহনদত্তের কথায় সন্তুষ্ট হইয়া একটি উপাখ্যান বর্ণন করিতে লাগিল।

দেব! পুরাকালে কমলবর্ম্মা নামে এক নরপতি ছিলেন। তাঁহার রাজধানী কমলপুরে চন্দ্রস্বামী নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার লক্ষ্মীসরস্বতীর তৃতীয়া অতি বিনয়বতী দেবমতী নাম্নী ভার্য্যা ছিলেন। কালে সেই ভার্য্যার গর্ভে ব্রাহ্মণের অতি সুলক্ষণাক্রান্ত একটি পুত্র জন্মে। সেই বালক ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র এইরূপ দৈববাণী হইল—চন্দ্রস্বামিন্! তুমি এই পুত্রের মহীপাল নাম রাখিও; যেহেতু এই পুত্র রাজা হইয়া বহুদিবস মহী পালন করিবে। সেই ব্রাহ্মণ এইপ্রকার দৈববাণী শুনিয়া মহোৎসবের সহিত পুত্রের মহীপাল নাম রাখিলেন। ক্রমে সেই মহীপাল বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রীয় বিদ্যায় অতি সুশিক্ষিত হইয়া উঠিলেন। চন্দ্রস্বামীপত্নী দেবমতী সেই সময়ে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী একটি কন্যা প্রসব করিলেন। পিতা সেই কন্যার চন্দ্রাবতী নাম রাখিলেন। ব্রাহ্মণের সেই পুত্রকন্যা পিতৃভবনে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

কিছুদিন পরে সেই দেশে প্রখর সূর্য্যকিরণে সমুদায় শস্য নষ্ট হইলে দেশমধ্যে দুর্ভিক্ষকৃত মহা উপদ্রব উপস্থিত হইল। রাজাও সৎপথ পরিত্যাগ করিয়া তথাবিধ দুঃসময়ে অধর্ম্ম প্রকাশপূর্ব্বক প্রজাদিগের নিকট হইতে অধিক কর আদায় করিতে আরম্ভ করিলে, ব্রাহ্মণী দেবমতী নিজ স্বামী চন্দ্রস্বামীকে বলিলেন, নাথ! আসুন, আমরা সকলে আমার পিতৃগৃহে গমন করি। এ সময়ে এখানে থাকিলে পুত্রকন্যা অনাহারে মারা পড়িবে। ব্রাহ্মণ ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, প্রিয়ে! দুর্ভিক্ষসময়ে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করা মহাপাপ, তবে আমিই পুত্রকন্যাকে তোমার বাপের বাড়ীতে রাখিয়া অতি শীঘ্রই আসিব, তুমি এইখানেই থাক। চন্দ্রস্বামী ভার্য্যাকে এই কথা বলিয়া গৃহে রাখিয়া সেই বালক-বালিকার সহিত সে নগর হইতে শ্বশুরগৃহে প্রস্থান করিলেন। যাইতে যাইতে তিন-চারি দিবসের পর এমন এক মহারণ্যে প্রবেশ করিলেন যে, প্রখর সূর্য্যকিরণে তথাকার ভূমি অগ্নিবৎ ও বৃক্ষসকল শুষ্ক হইয়া অতিশয় কষ্টদায়ক হইয়াছে। সেই বনে প্রবেশ করিয়া, বালক-বালিকাকে অতি তৃষ্ণাতুর দেখিয়া একস্থানে বসাইয়া চন্দ্রস্বামী তাহাদিগের নিমিত্ত জল-অন্বেষণে কিছুদূরে গমন করিলেন। ব্রাহ্মণ কিছুদূর গমন করিলে সিংহদংষ্ট্র নামে এক শবরাধিপতি কোন কার্য্যোপলক্ষে অনুচরগণের সহিত যাইতে যাইতে ব্রাহ্মণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জলান্বেষী বুঝিয়া ভৃত্যগণকে সঙ্কেত করাতে তাহারা সেই

সরলমতি ব্রাহ্মণকে জলাশয় দেখাইবার ছলে আপনাদিগের পল্লীমধ্যে আনিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। চন্দ্রস্বামী যখন বুঝিতে পারিলেন যে, ইহারা তাঁহাকে কোন দেবীর সম্মুখে বলি দিবার জন্য আবদ্ধ করিয়াছে, তখন নিজ পুত্রকন্যার শোকে অধীর হইয়া হা বৎস মহীপাল! হা বৎসে চন্দ্রাবতি! আমি মূর্খ, তজ্জন্যই সিংহব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তু-সমাকুল বনমধ্যে তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি এবং আপনিও ব্যাধহস্তে প্রাণ সমর্পণ করিলাম, কেহই আমার রক্ষক নাই। ব্রাহ্মণ এই কথা বলিয়া রোদন করিতে করিতে আকাশে দৃষ্টিনিক্ষেপ-পূর্ব্বক সূর্য্যের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, আমি এক্ষণে বিপদ্‌হন্তা এই সূর্য্যদেবকে আশ্রয় করিলাম, এইরূপ বলিয়া সূর্য্যের স্তব আরম্ভ করিলেন,—হে আকাশশায়িন্ তেজোরাশে! বাহ্যাভ্যন্তর-তমোনুদ্ দেব! তোমাকে নমস্কার করি, তুমি ত্রিজগদ্ব্যাপী বিষ্ণু, সর্ব্বমঙ্গলের আকর শিব, তুমি সুপ্ত জগৎকে চেষ্টান্বিত করিয়া থাক, তুমি পরম প্রজাপতি। তোমার অপ্রকাশেই চন্দ্র ও অগ্নি প্রকাশ পাইয়া থাকেন। তাঁহাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া আপনার তেজ প্রদান করেন বলিয়াই তাহারা তেজ প্রকল্প করেন, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি উদিত হইলেই রাক্ষসগণ চতুর্দ্দিকে বিদ্রুত হয়, দস্যুগণ ভয়ে পলায়ন করে, গুণিগণ প্রমোদিত হয়। হে ত্রৈলোক্য-প্রদীপ! শরণাগত আমাকে রক্ষা করুন, আমার এই দুঃখান্ধকার বিনাশ করুন, অধমের প্রতি শীঘ্র দয়া প্রকাশ করুন। চন্দ্রস্বামী এইরূপে সূর্য্যদেবের স্তব করিতেছেন, এমন সময়ে এইরূপ দৈববাণী হইল যে, হে চন্দ্রস্বামিন্! আমি তোমার স্তবে তুষ্ট হইলাম, কাহার সাধ্য তোমাকে বিনাশ করে, আমার অনুগ্রহে ত্বরায় তোমার পুত্রকন্যার সহিত মিলন হইবে। চন্দ্রস্বামী এইরূপ দৈববাণীতে আশ্বস্ত হইয়া শবরানীত ফলাদি ভোজন করিলেন।

এই অবকাশে সার্থধর নামক কোন সার্থবাহ সেই পথে যাইতে যাইতে, বহুক্ষণ পিতা না আসাতে অশুভাশঙ্কায় শোককাতর, একমাত্র ভগ্নী চন্দ্রাবতীর সহিত বনমধ্যে অবস্থিত, চন্দ্রস্বামীর পুত্র মহীপালকে দেখিতে পাইয়া, তোমরা দুইজনে কি নিমিত্ত এই ভয়ানক অরণ্যে আসিয়াছ এবং কেনই বা তোমাদিগের এরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছে, এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা আপনাদিগের সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণনা করিল; সেই বণিক তাহাদিগকে সুলক্ষণাক্রান্ত দেখিয়া আশ্বাসপ্রদানপূর্ব্বক আপনার দেশে লইয়া গেল। মহীপাল সেখানে বাল্যকালেই অগ্নির উপাসনায় নিরত হইল।

তাহাদিগের পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালনকারী সেই বণিকের গৃহে একসময়ে তারাপুরনিবাসী রৌতোবর্ম্ম নামক নৃপতির মন্ত্রী, সেই বণিকের পরম বন্ধু দ্বিজকুলোদ্ভব অনন্তস্বামী কোন কার্য্যোপলক্ষে হস্ত্যশ্বপদাতিগণের সহিত আগমন করিলে এবং ক্ষণকাল পরে জপাগ্নিকার্য্যে নিরত অতি সুলক্ষণাক্রান্ত মহীপালকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া, সার্থবাহের মুখে সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, আপনার স্বজাতি জানিয়া বন্ধু সার্থবাহের নিকট তাহাদিগকে অপত্যার্থ প্রার্থনা করিলেন। বণিক প্রার্থনামাত্র তাঁহাকে দান করিলে, অনন্তস্বামী বালক-বালিকাকে লইয়া তারাপুরে নিজভবনে লইয়া গেলেন। মহীপাল মন্ত্রী কর্ত্তৃক পুত্রীকৃত হইয়া ভগিনীর সহিত সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

এদিকে সেই শবরপতি সিংহদংষ্ট্র বদ্ধ সেই চন্দ্রস্বামীকে নিজ পল্লীতে আনিয়া বলিল, ব্রহ্মন্! আমি ভগবান্ সহস্ররশ্মি কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছি যে, তোমাকে বিশেষরূপে পূজা করিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে, এক্ষণে তুমি উঠ এবং যেখানে ইচ্ছা, সেইখানে গমন কর, বলিয়া তাঁহাকে বহুসংখ্যক মুক্তা, মৃগনাভি ও সঙ্গে কতকগুলি অনুচর দিয়া বিদায় দিল। চন্দ্রস্বামী বিপদ্ হইতে মুক্ত হইয়া ইতস্ততঃ নানা স্থানে পুত্রকন্যার অন্বেষণ করিয়া, কোথাও তাহাদিগের অনুসন্ধান না পাইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে সাগরতটে জলপুর নামক নগরে উপস্থিত হইলেন। নগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কোন গৃহীর গৃহে গিয়া অতিথি হইলেন। গৃহস্বামী যথাবিধি অতিথি-সৎকারের পর চন্দ্রস্বামীকে তাঁহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিয়া সমুদায় অবগত হইয়া বলিলেন, ব্রহ্মন্! কনকবর্ম্মা নামে এক বণিক কিছুদিন পূর্ব্বে এখানে আসিয়াছিল, সে ব্যক্তি অরণ্যমধ্যে ভগ্নীর সহিত শোকে কাতর একটি ব্রাহ্মণবালক প্রাপ্ত হয়; তাহাদিগকে সুলক্ষণাক্রান্ত দেখিয়া সঙ্গে করিয়া নারিকীলদ্বীপে লইয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহাদিগের নাম বলে নাই। চন্দ্রস্বামী এই কথা শুনিয়া তাঁহার নিজের পুত্রকন্যা, ইহা মনে মনে চিন্তা করিয়া সেই দ্বীপে যাইতে ইচ্ছা করিলেন। অতিকষ্টে সে রাত্রি তথায় অতিবাহিত করিয়া নারিকীলদ্বীপে বাণিজ্যার্থ গমনাভিলাষী বিষ্ণুবর্ম্মা

নামক কোন বণিকের সহিত মিলিত হইলেন এবং তাহার সাহায্যে যানারূঢ় হইয়া পুত্রস্নেহে সেই দ্বীপে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া কনকবর্ম্মা বণিকের কথা জিজ্ঞাসা করাতে অন্যান্য বণিকেরা, বলিল, কনকবর্ম্মা বণিক এখানে আসিয়াছিল, এক্ষণে অরণ্যপ্রাপ্ত অতি সুরূপ দুইটি দ্বিজদারক লইয়া কটাহদ্বীপে গিয়াছে। ব্রাহ্মণ এই কথা শুনিয়া কটাহদ্বীপগামী দানবর্ম্ম নামক বণিকের সহিত তথায় গমন করিয়া শুনিলেন যে, কনকবর্ম্মা কর্পূরদ্বীপে গিয়াছে। ব্রাহ্মণ এইরূপে বণিকদিগের সহিত ক্রমশঃ কর্পূর, সুবর্ণ, সিংহলাদি দ্বীপে গিয়াও কনকবর্ম্মা বণিকের অনুসন্ধান পাইলেন না। সিংহলে শুনিলেন, সেই বণিক চিত্রকূট নামক নিজ দেশে গমন করিয়াছে। অনন্তর চন্দ্রস্বামী কোটিশ্বরাখ্য কোন বণিকের সহিত তাহার পোতে সমুদ্র পার হইয়া চিত্রকূটে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া কনকবর্ম্মা বণিককে পাইয়া পুত্র-সমুৎসুকতা-বশতঃ আপনার সমুদায় বৃত্তান্ত তাহাকে বলিলেন। তদনন্তর কনকবর্ম্মা ব্রাহ্মণের কষ্ট জানিয়া তাঁহার পুত্রকন্যাকে আনিয়া দেখাইল এবং বলিল, এই দুইটিকে আমি অরণ্য হইতে আনিয়াছি। চন্দ্রস্বামী সেই দুইটি পুত্রকন্যাকে দেখিয়া যখন বুঝিতে পারিলেন, ইহারা তাঁহার সন্তান নহে, তখন অতীব শোকার্ত্ত ও তাহাদিগের প্রাপ্তিবিষয়ে নিরাশ হইয়া, হায়! আমি এত দেশদেশান্তর ভ্রমণ করিয়াও পুত্রকন্যা প্রাপ্ত হইলাম না; বিধাতা কুৎসিত প্রভুর ন্যায়, প্রথমে আশা দিয়া সে আশা আর পূরণ করিলেন না, অনর্থক বহু দূরদেশে ভ্রামিত করিলেন, এইপ্রকার অনেক বিলাপ করিতে করিতে চন্দ্রস্বামী কনকবর্ম্মা কর্তৃক আশ্বাসিত হইয়াও শোকে অধীর হইয়া বলিতে লাগিলেন, আমি যদি সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াও পুত্রকন্যা প্রাপ্ত না হই, তাহা হইলে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিব। ব্রাহ্মণকে এইরূপ শোক প্রকাশ করিতে দেখিয়া কোন জ্ঞানী বলিলেন, ব্রহ্মন্! নারায়ণীর প্রসাদে আপনি অবশ্যই পুত্রকন্যা প্রাপ্ত হইবেন, অন্বেষণ করুন্। চন্দ্রস্বামী জ্ঞানীর কথানুসারে হৃষ্টান্তঃকরণে দিবাকরের অনুগ্রহ স্মরণকরতঃ বণিকগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। সেখান হইতে বাহির হইয়া নিকটস্থ গ্রাম-নগরাদি অন্বেষণ করিয়া বৃহদ্বৃক্ষ-পরিপূর্ণ এক মহারণ্য প্রাপ্ত হইলেন! সেই মহারণ্যে রাত্রিযাপন করিবার অভিপ্রায়ে ফলাম্বু দ্বারা ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তিকরতঃ সিংহব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর ভয়ে এক বৃহৎ বৃক্ষে আরোহণ করিলেন।

চন্দ্রস্বামী নিশীথসময়ে সেই বৃক্ষমূলে দেখিলেন, মাতৃগণ নারায়ণাখ্য ভৈরব-প্রতীক্ষায় একত্র সমবেত হইয়াছেন। সেই মাতৃগণ নারায়ণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবি! নারায়ণ অদ্য কি নিমিত্ত এত বিলম্ব করিতেছেন? তিনি মাতৃগণের কথা শুনিয়া কেবল একটু হাস্য করিলেন, কোন প্রত্যুত্তর করিলেন না। পরে তাঁহারা নির্ব্বন্ধ প্রকাশপূর্ব্বক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, সখিগণ! যদিও ইহা অতি লজ্জাজনক কথা, তথাপি তোমাদিগের আগ্রহদর্শনে বাধ্য হইয়া আমাকে বলিতে হইল।

সুরপুর নগরে সুরসেন নামে এক রাজা বাস করেন। তাঁহার বিদ্যাধরী নামে অতি রূপবতী এক কন্যা আছে। সেই কন্যা বিবাহযোগ্যা হইলে, বিমলাখ্য রাজার পুত্র প্রভাকর কন্যার অনুরূপ পাত্র, ইহা রাজা লোকমুখে শুনিলেন। পরে রাজা সুরসেন সেই পাত্রে কন্যাদান করিতে ইচ্ছা করিলে, রাজা বিমলও লোকপরম্পরায় সেই কন্যা যে তাঁহার পুত্রের যোগ্যা, ইহা শুনিয়া রাজা সুরসেনের নিকট সেই কন্যা আপনার পুত্রার্থ প্রার্থনা করিয়া দূত পাঠাইলেন। রাজা সুরসেন দূতমুখে বিমলের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া তাঁহার কন্যা বিদ্যাধরীকে যথাবিধি দান করিলেন। বিদ্যাধরী বিমলপুরে শ্বশুরগৃহে গমন করিয়া রাত্রিকালে স্বামীর সহিত শয়নকক্ষে উপস্থিত হইলেন। যখন বিদ্যাধরী শয্যায় নিদ্রাগত প্রভাকরকে বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করেন, তখন দেখিলেন যে, তাঁহার স্বামী নপুংসক। ইহা দেখিবামাত্র হায়! আমি জন্মের মত নষ্ট হইলাম; বিধাতা কি আমার অদৃষ্টে নপুংসক পতি লিখিয়াছেন? এই বলিয়া শোকাকুলচিত্তে সেই রাত্রি কাটালেন এবং প্রাতঃকালেই পিতার নিকট একখানি পত্র পাঠাইয়া দিলেন। পত্রে লিখিলেন, পিতা! আপনি বিশেষ অন্বেষণ না করিয়া আমাকে একটা নপুংসকের হাতে সমর্পণ করিলেন কেন? সুরসেন পত্রপাঠ করিবামাত্র বিমল ইহা আমাকে ছল প্রকাশ করিয়া বঞ্চনা করিয়াছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে লিখিলেন, তুমি বঞ্চনা করিয়া আমার কন্যার সহিত তোমার নপুংসক পুত্রের বিবাহ দিয়া যে কুকর্ম্ম করিয়াছ, অচিরকালমধ্যে তোমাকে বিনাশ করিয়া তাহার প্রতিফল প্রদান করিব। বিমল সেই পত্রপাঠ করতঃ মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া, সুরসেন

অতি দুর্জ্জয়, ইহা জানিয়া, তাঁহার ক্রোধ হইতে আত্মরক্ষার কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া অতি বিমর্ষ হইলেন। রাজাকে বিমর্ষ হইতে দেখিয়া লিঙ্গদত্ত নামক মন্ত্রী বলিল, দেব! একটি সদুপায় আছে, তাহা অবলম্বন করিলে আমাদিগের মঙ্গল হইতে পারে। স্থূলশিরা নামে এক যক্ষ আছে, আমি তাহার সাধনমন্ত্র অবগত আছি, সেই মন্ত্রে যক্ষের আরাধনা করিলে সে বরদান করিয়া থাকে, সম্প্রতি সেই মন্ত্রে যক্ষের আরাধনা করিয়া পুত্রের লিঙ্গ প্রার্থনা করুন, তাহা হইলে সুরসেনের সহিত আর বিবাদের সম্ভাবনা থাকিবে না। মন্ত্রীর কথানুসারে রাজা বিমল মন্ত্রীর নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিয়া পুত্রের লিঙ্গপ্রাপ্ত্যর্থ সেই মন্ত্রে যক্ষের আরাধনা করিতে লাগিলেন। রাজার আরাধনায় প্রসন্ন হইয়া যক্ষ ক্লীব প্রভাকরকে আপনার লিঙ্গ দান করিয়া পুরুষ করিল, কিন্তু নিজে নপুংসক হইয়া রহিল। অনন্তর বিদ্যাধরী প্রভাকরকে সদ্য পুরুষ হইতে দেখিয়া তাহার সহিত রতিসুখ ভোগ করিয়া চিন্তা করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, আমি এরূপ ভ্রমে পতিত হইলাম কেন? আমার পতি নপুংসক নহে, বেশ পুরুষ দেখিতেছি যে, তবে আমি কেন ইহার বিমাননা করিলাম? এইরূপ আলোচনা করিয়া পুনরায় সমুদয় বিষয় লিখিয়া পিতার নিকট পত্র পাঠাইয়া দিলেন। রাজা সুরসেন-কন্যার সেই পত্রপ্রাপ্তে বিমলের প্রতি ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া শান্ত ভাব ধারণ করিলেন। ভৈরব এই বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া অদ্য অত্যন্ত কুপিত হইয়া, সেই স্থূলশিরা যক্ষকে আনাইয়া এই বলিয়া শাপ দিলেন যে, যেহেতু তুই লিঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ক্লীবত্বকে আশ্রয় দিয়াছিস্, সেই হেতু আজীবন ক্লীবই থাক এবং সেই প্রভাকর যাবজ্জীবন পুরুষ থাকিবে। এইপ্রকারে সেই যক্ষ নপুংসক হইয়া চিরদুঃখভাগী এবং প্রভাকর পুরুষ হইয়া চিরসুখী হইয়াছে। এই কারণেই ভৈরবদেবের আসিতে অল্প বিলম্ব হইতেছে, শীঘ্রই এখানে আসিবেন। নারায়ণীদেবী সখীগণকে মধুরস্বরে এই কথা বলিতেছেন, এমন সময়ে নারায়ণ ভৈরব তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি মাতৃগণ কর্ত্তৃক উপযুক্ত উপচারে সম্পূজিত হইয়া ক্ষণকাল নৃত্য করিয়া সেই যোগিনীগণের সহিত নানা ক্রীড়ায় রত হইলেন। তরুপরিস্থ চন্দ্রস্বামী সেই সমুদায় ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ নারায়ণীর একটি দাসীর উপর সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলে, দাসীও তাঁহাকে একদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। দৈবাৎ তাহারা দুই জনেও পরস্পরের প্রতি অভিলাষী হইল। দেবী নারায়ণী তাহাদিগের ভাব বুঝিতে পারিয়া, ভৈরব-মাতৃগণের সহিত সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলে, তিনি কিঞ্চিৎকাল বিলম্ব করিয়া পাদপস্থ চন্দ্রস্বামীকে নিকটে ডাকিলেন এবং চন্দ্রস্বামী বৃক্ষ হইতে অবরোহণকরতঃ উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে ও দাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, তোমাদিগের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অভিলাষ আছে? আমি এই দাসীকে তোমায় দিতেছি, তোমরা সুখী হও। সেই কথা শুনিয়া চন্দ্রস্বামী বলিলেন, দেবি! যদ্যপি আমার চঞ্চল মন আমাকে কাতর করে, তথাপি আমি পরকীয়া রমণী গ্রহণ করা দূরে থাকুক, আমি কখন তাহাকে স্মরণপথেও আনি না, ইহাই আমার স্বভাব। তবে আমার এই কার্য্যে পাপ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। নারায়ণীদেবী ব্রাহ্মণকে এই কথা বলিতে দেখিয়া বলিলেন, বৎস! তোমার কথায় আমি পরিতুষ্ট হইলাম, ভৈরবও তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, শীঘ্রই তুমি পুত্রকন্যা প্রাপ্ত হইবে এবং এই অম্লান পদ্মটি তোমাকে দিতেছি, গ্রহণ কর। এই কথা বলিয়া একটি পদ্ম ব্রাহ্মণকে দিয়া দাসীর সহিত তিরোহিত হইলেন। চন্দ্রস্বামী পদ্ম প্রাপ্ত হইয়া সেই রাত্র অতীত হইলে সেখান হইতে প্রস্থানকরতঃ ভ্রমণ করিতে করিতে ক্রমে সেই তারাপুর নগর প্রাপ্ত হইলেন, যে স্থানে তাঁহার পুত্র মহীপাল ও কন্যা চন্দ্রাবতী বাস করিতেছেন। সেই ব্রাহ্মণ সেখানে গিয়া সেই অনন্তস্বামী মন্ত্রীর অতিথিসৎকারের সুখ্যাতি শ্রবণ করিয়া, ভোজন করিবার মানসে তাঁহার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া, আপনাকে অতিথি বলিয়া পরিচয় দিলে, মন্ত্রী প্রতিহারীর মুখে সেই কথা শুনিয়া তাঁহাকে অন্তঃপুরে আনয়নার্থ আদেশ করিলে, প্রতিহারীর সহিত আগত সেই ব্রাহ্মণকে বিদ্বান বলিয়া অনুমান হওয়াতে, ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। চন্দ্রস্বামী নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া সর্ব্বপাপহর অনন্তহ্রদ নামক সরোবরে স্নান করিতে গেলেন। তিনি স্নান করিয়া আসিবার সময় নগরমধ্যে শোকসূচক হাহারব উঠিল। কোন লোককে হাহাকারের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, মহাশয়! আমাদিগের এই নগরে মহীপাল নামে একটি ব্রাহ্মণকুমার আছে, সার্থধর নামক সার্থবাহ তাহাকে অরণ্যমধ্যে প্রাপ্ত হয়, আমাদিগের রাজমন্ত্রী সেই ছেলেটিকে

সুলক্ষণাক্রান্ত দেখিয়া নিজে অপুত্রক থাকাতে সেই বণিকের নিকট হইতে চাহিয়া লন। সেই সঙ্গে বালকের একটি বালিকা ভগ্নীকেও লইয়া আসিয়া, বালকটিকে পুত্রীকৃত করেন। বালকটি রাজা তারাবর্ম্মার অতি প্রিয়পাত্র ছিল, আজ তাহাকে কালসর্পে দংশন করাতে নগরে হাহাকার শব্দ হইতেছে।

চন্দ্রস্বামী এই কথা শুনিয়া সেই বালক নিশ্চয় আমার পুত্র ইহা ভাবিয়া দ্রুতপদে মন্ত্রিগৃহে আসিয়া দেখিবামাত্র নিজ পুত্রকন্যাকে চিনিতে পারিলেন। পরিজনে বেষ্টিত তথাভুত পুত্রকে দেখিয়াই দেবীদত্ত অগদোৎপল হস্তে তাহার নিকটে গিয়া সেই পদ্ম মহীপালের নাসারন্ধ্রে ধরিবামাত্র, তাহার গন্ধে মহীপাল সহসা সুপ্তোত্থিতের ন্যায় নির্বিষদেহে উঠিয়া বসিল। নগরস্থ সমস্ত লোক, এমন কি, রাজা পর্য্যন্ত ইহা দৃষ্টে সেই সময়ে মহোৎসব করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে অনন্তস্বামী, রাজা ও পুরবাসীগণ সকলে চন্দ্রস্বামীকে দেবাংশসম্ভূত মনে করিয়া বহুবিধ ধন দ্বারা পূজা করিল। চন্দ্রস্বামী যাবতীয় লোক কর্ত্তৃক সুসৎকৃত হইয়া সেই মন্ত্রিভবনে পুত্রকন্যাকে দর্শনকরতঃ সুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পিতা, পুত্র ও কন্যা তিন জনেই পরস্পরকে চিনিতে পারিয়াও যেন অচেনা লোকের ন্যায় তুষ্ণীভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। কাজের লোকেরা কখনই অসময়ে কোন বিষয় প্রকাশ করে না।

কিছুদিন পরে রাজা তারাবর্ম্ম মহীপালের গুণে আকৃষ্টচিত্ত হইয়া তাহাকে বন্ধুমতী নাম্নী আপনার কন্যাকে রাজ্যার্দ্ধের সহিত সম্প্রদান করিলেন এবং নিজে অপুত্রতানিবন্ধন সেই জামাতার হস্তে সমুদায় রাজ্যভার প্রদান করিয়া সুখী হইলেন। মহীপাল সমস্ত রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়া পিতা চন্দ্রস্বামীকে বলিয়া, ভগ্নী চন্দ্রাবতীকে অনুরূপ গুণশীলবান্ পাত্রে সমর্পণ করিয়া, পরমসুখে কালাতিবাহন করিতে লাগিলেন।

একদিন চন্দ্রস্বামী মহীপালকে নির্জ্জনে বলিলেন, পুত্র, এস, তোমার মাতাকে আনিবার জন্য স্বদেশে গমন করি। সেই চিরদুঃখিনী যখন জানিতে পারিবে যে, তুমি রাজত্বপ্রাপ্ত হইয়া তাহাকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছ, তখন অবশ্যই সে আপনাকে অপমানিত বোধ করিয়া ক্রোধে অভিসম্পাত করিতে পারে। মাতাপিতার মনে ক্লেশ দিয়া কোন ব্যক্তিই কখন সুখী হইতে পারে না। ইহার দৃষ্টান্তার্থ একটি পুরাতন বণিকপুত্রের উপাখ্যান বর্ণন করিতেছি, মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে ধবল নগরে চক্র নামে এক বণিকপুত্র ছিল। সে কোন সময়ে মাতাপিতার অনিচ্ছায় বাণিজ্যার্থ স্বর্ণদ্বীপে গমন করে। ক্রমাগত পাঁচ বৎসর সেখানে বাণিজ্য দ্বারা বহু ধন উপার্জ্জন করিয়া সমুদায় ধন গ্রহণপূর্ব্বক যানারোহণে সমুদ্রপথে গমন করে। গন্তব্যস্থানের অতি অল্পমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে একদিন মহা ঝড়বৃষ্টিতে সমুদ্র আকুল হইয়া উঠিল। মাতাপিতার বাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া আসাতেই যেন সমুদ্র কুপিত হইয়া মহাতরঙ্গাঘাতে তাহার যান ভঙ্গ করিয়া ফেলিল। যানমধ্যস্থ ব্যক্তিসমূহের মধ্যে কতক লোক জলে ডুবিয়া, কতক লোক মকর-কুম্ভীরাদির উদরস্থ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল; বণিকসুত চক্র পরমায়ুর বলে তরঙ্গের প্রভাবে তীরে নিক্ষিপ্ত হইল। চক্র সেই তীরে অবশ হইয়া পড়িয়া থাকিয়া স্বপ্নে দেখিল যে, অতি কৃষ্ণবর্ণ ভয়ানকাকৃতি একজন পুরুষ পাশহস্তে তাহার নিকট আসিয়া সেই পাশ দ্বারা তাহাকে বাঁধিয়া অতি দুরন্ত এক মহাসভাতে লইয়া গেলে, সিংহাসনস্থ সভাপতির আদেশে সেই পাশহস্ত ব্যক্তি চক্রকে একটা লোহার ঘরে পুরিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। সে সেই গৃহে বদ্ধ থাকিয়া দেখিল, একজন পুরুষের মস্তকোপরি একখানি অগ্নিবৎ তপ্ত লৌহচক্র অনবরত ঘূর্ণিত হইয়া অতিশয় পীড়া দিতেছে। ইহা দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে? কোন্ দুষ্কৃতির ফলে তোমার এ প্রকার গতি হইয়াছে? সে ব্যক্তি বলিল, আমি জাতিতে বণিক, আমার নাম খড়্গ। আমি মাতাপিতার কোন কথাই রক্ষা করিতাম না বলিয়া তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া, তুই যেমন সন্তপ্ত লৌহচক্রবৎ দুর্বাক্যে আমাদিগের মনে পীড়া দিতেছিস্, তোরও এইপ্রকার যাতনা হইবে, এই বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন। মাতাপিতা তাঁহাদিগের অভিশাপে আমাকে রোদন করিতে দেখিয়া পুত্রস্নেহে মুগ্ধ হইয়া আমাকে বলিলেন, বৎস! রোদন করিও না, একমাসকাল মাত্র তোমাকে এ প্রকার পীড়া ভোগ করিতে হইবে। এই সকল কথা শুনিয়া আমি শোকে কাতর হইয়া রাত্রিতে শুইয়া স্বপ্নে দেখিলাম, ভয়ঙ্করাকৃতি একজন লোক আমাকে বলপ্রকাশপূর্ব্বক ধরিয়া এই লৌহগৃহে আনিয়া ফেলিল এবং আমার মস্তকে এই জলন্ত চক্র স্থাপিত করিল। পিতৃশাপপ্রভাবে এ প্রকার যাতনাতেও আমার প্রাণ বহির্গত হইতেছে না। সেই একমাস

কাল অন্ত পরিপূর্ণ হইল বটে, কিন্তু আমি এখন পর্য্যন্ত এ আপদ্ হইতে মুক্ত হইলাম না।

চক্র খড়্গের এই কথায় তাহার প্রতি কৃপান্বিত হইয়া বলিল, ভদ্র! আমিও অতি প্রবল অর্থ-লালসায় মাতাপিতার বাক্য শুনি নাই বলিয়া তাঁহারা আমাকে এই বলিয়া শাপ দেন যে, তোর উপার্জ্জিত ধন ভোগে আসিবে না, এই হেতু আমার দ্বীপান্ত-রার্জ্জিত সমগ্র ধন সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন হইয়াছে, এক্ষণে সেই ধনের শোকে আমার আর জীবনধারণের ইচ্ছা নাই, তোমার ঐ চক্র আমার মস্তকে প্রদান কর, তোমার শাপ অপগত হউক।

চক্র এই কথা বলিলে দৈববাণী হইল, খড়্গ! তুমি শাপ হইতে মুক্ত হইয়াছ, তোমার ঐ চক্র চক্রের মস্তকে অর্পণ কর। এই কথা শুনিবামাত্র কোন অদৃশ্য প্রাণী আসিয়া চক্রের মস্তকে খড়্গের শিরঃস্থিত সেই চক্র যোজিত করাতে খড়্গ চক্রহীন হইয়া পিতৃগৃহে উপস্থিত হইল এবং মাতাপিতার বাক্যের বশীভূত হইয়া রহিল। চক্র মস্তকে সেই চক্র ধারণ করিয়া, অন্য পাপীরা সকল পাপ হইতে মুক্ত হউক এবং যতদিন না আমার পাপক্ষয় হয়, ততদিন এই চক্র আমার মস্তকে ভ্রমণ করিতে থাকুক, এই কথা বলিতে লাগিলে দেবগণ আকাশ হইতে চক্রের মস্তকোপরি পুষ্পবৃষ্টিবর্ষণকরতঃ বলিতে লাগিলেন, সাধু, মহাসত্ত্ব! সাধু, জীবের প্রতি এতাদৃশ করুণাতে তোমার সমুদায় পাপ শান্ত হইল। এক্ষণে গৃহে গমন কর, তোমার অক্ষয় ধন হইবে। দেবগণ এই কথা বলিলে চক্রের মস্তক হইতে সেই চক্র কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল এবং এক বিদ্যাধর-কুমার সহসা চক্রের নিকট উপস্থিত হইয়া, দেবরাজ চক্রের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া যে-সকল মহামূল্য রত্ন প্রেরণ করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় রত্ন চক্রকে দিয়া তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া ধবল গ্রামে রাখিয়া গেল। চক্র বাটীতে মাতাপিতার সমীপে আসিয়া নিজ সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণনকরতঃ বন্ধুবর্গকে আনন্দিত করিল।

চন্দ্রস্বামী পুত্র মহীপালকে এইপ্রকার বাক্য বলিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, পুত্র! মাতাপিতা ব্যতিরেকে ধনলাভ পাপের ফল, মাতাপিতার প্রতি ভক্তিই কামধেনুস্বরূপ, সে বিষয়ের একটি উপাখ্যান বলিতেছি; শুন।

পূর্ব্বকালে মহাতপা কোন এক মুনি বনে বাস করিতেন। তিনি বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া আছেন, এমন সময়ে একটা ক্ষুদ্র বক তাঁহার মস্তকোপরি পুরীষত্যাগ করিলে, তিনি যেমন তাহার প্রতি ক্রোধ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, অমনি সে ভস্মসাৎ হইয়া গেল, দেখিয়া তিনি তপঃপ্রভাবে অহঙ্কারে পরিপূর্ণ হইলেন। একসময়ে এই মুনি কোন এক নগরে এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণীর নিকট ভিক্ষাপ্রার্থনা করিলেন। সেই পতিব্রতা গৃহিণী বলিলেন, ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আমি স্বামিসেবা শেষ করিয়া আপনাকে ভিক্ষা দিতেছি। গৃহিণীর কথায় ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া মুনি তাঁহার প্রতি সকোপ দৃষ্টিপাত করিলে, ব্রাহ্মণী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, মুনে! আমি বলাকা নহি। ব্রাহ্মণীর কথা শুনিয়া মুনি সেইখানে বসিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! আমি বনমধ্যে বলাকাকে ভস্ম করিয়াছি, এ ব্যক্তি এই গৃহে থাকিয়া কি প্রকারে ইহা জানিতে পারিল? তৎপরে সেই সাধ্বী অগ্রে অগ্নিকার্য্য, পশ্চাৎ স্বামীর শুশ্রূষা শেষ করিয়া ভিক্ষাদ্রব্য হাতে করিয়া মুনির নিকট আসিলেন।

মুনি তাঁহাকে নিকটে দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, ভদ্রে! অনন্যগোচর বলাকাবৃত্তান্ত আপনি কি প্রকারে জানিতে পারিলেন, আমাকে অগ্রে বলুন, তাহার পরে আমি ভিক্ষাগ্রহণ করিব। মুনি এই কথা বলিলে ব্রাহ্মণী বলিলেন, মুনে! আমি স্বামিসেবা ভিন্ন অপর কোন ধর্ম্মাচরণ করি নাই, সেই স্বামিসেবাপ্রসাদেই আমার এ প্রকার জ্ঞান জন্মিয়াছে। তুমি অতঃপর ধর্ম্মব্যাধ নামক কোন মাংসবিক্রয়ীর নিকট গিয়া ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ কর, তাহাতে তোমার মঙ্গল হইবে এবং অহঙ্কারও আর থাকিবে না।

সর্ব্বজ্ঞা পতিব্রতা ব্রাহ্মণীর কথা শুনিয়া সেই মুনি অতিথিসৎকারগ্রহণানন্তর তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সেই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

অন্য একদিন সেই মুনি অনেক অন্বেষণের পর ধর্ম্মব্যাধকে তাহার দোকানে বসিয়া মাংস বিক্রয় করিতে দেখিয়া, তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মব্যাধ সেই মুনিকে দেখিবামাত্র বলিতে লাগিল, ব্রহ্মন্! আপনি কি সেই পতিব্রতা কর্ত্তৃক এখানে প্রেরিত হইয়াছেন? মুনি ব্যাধের কথা শ্রবণমাত্র বিস্মিত হইয়া তাহাকে বলিলেন, ভদ্র! তোমাকে ত' মাংসবিক্রয়ী দেখিতেছি, আমি যে পতিব্রতার কথানুসারে এখানে আসিয়াছি, তুমি কিরূপে জানিতে পারিলে? ধর্ম্মব্যাধ মুনির কথান্তে বলিল, ব্রহ্মন্! আমি মাতাপিতার ভক্ত, তাঁহারা

আমার একমাত্র আশ্রয়, অগ্রে তাঁহাদিগকে স্নান করাইয়া পরে নিজে স্নান করি, ভোজন করাইয়া ভোজন করি, শয়ন করাইয়া শয়ন করি, তাহাতেই আমার এ প্রকার জ্ঞান জন্মিয়াছে। জাতীয় ধর্ম্ম মনে করিয়া অন্য কর্ত্তৃক নিহত মৃগের মাংসবিক্রয় দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকি, অর্থসঞ্চয়ের জন্য করি না। হে মুনে! আমি কিংবা সেই পতিব্রতা উভয়ের মধ্যে কেহই জ্ঞানের ব্যাঘাত ও অহঙ্কার করি না, তাহাতেই আমাদিগের এ প্রকার নির্বাধ জ্ঞান জন্মিয়াছে, অতএব আপনিও অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করুন, তাহাতে শীঘ্রই পরম মঙ্গল প্রাপ্ত হইবেন।

ব্যাধের এই উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, তাহার গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, তাহার সমুদায় কার্য্য অবলোকন করিয়া সেই মুনি পরিতুষ্টমনে গমন করিলেন এবং তাহার উপদেশমত কার্য্যানুষ্ঠানকরতঃ সিদ্ধিলাভ করিলেন। সেই পতিব্রতা ও ধর্ম্মব্যাধ ইহারা দুইজনেও স্বধর্ম্মাচরণে পরম সিদ্ধিলাভ করিলেন। পতিব্রতা ও পিতৃপরায়ণদিগের এইপ্রকার প্রভাব হইয়া থাকে, তন্নিমিত্ত বলিতেছি! এস বৎস! দর্শনোৎসুকা মাতাকে সন্তুষ্ট করিবে চল।

মহীপাল পিতার কথানুসারে মাতৃদর্শনোৎসুক হইয়া, স্বদেশে যাইতে অভিলাষ করিয়া, ধর্ম্মপিতা অনন্তস্বামীকে সকল কথা নিবেদন করিয়া, তাঁহার উপর রাজ্যভার দিয়া পিতার সহিত রাত্রিতেই প্রস্থান করিলেন। ক্রমে স্বদেশ ও দেবতার্পিতচিত্ত জননীকে দেখিয়া বসন্তাগমে প্রফুল্ল কোকিলের ন্যায় আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন। সেখানে বন্ধুবান্ধব কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া মাতাপিতার সহিত কিছুকাল বাস করিলেন।

এখানে তারাপুরে রাজকন্যা মহীপালপ্রিয়া বন্ধুমতী নিশাবসানে জাগরিতা হইয়া, পতিকে না দেখিয়া, বিরহবেদনায় প্রাসাদমধ্যে কোথাও চিত্ত স্থির করিতে না পারিয়া, ব্যাকুল হইয়া চক্ষের জলে ভাসিতে লাগিলেন এবং ক্ষণে ক্ষণে মৃত্যুকামনা করিতে লাগিলেন। মন্ত্রী অনন্তস্বামী তাঁহাকে প্রবোধবাক্যে আশ্বাসিত করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, পুত্রি! এত ব্যাকুল হইও না, তোমার স্বামী 'অতি শীঘ্রই আসিব' বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার নিমিত্ত শোক পরিত্যাগ কর। মন্ত্রীর কথানুসারে রাজকন্যা বন্ধুমতী অতিকষ্টে ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন এবং স্বামীর বৃত্তান্ত জানিবার জন্য দেশান্তর হইতে আগত ব্রাহ্মণদিগকে অকাতরে দান করিতে লাগিলেন।

একসময়ে রাজকন্যা অতি দূর হইতে আগত সঙ্গমদত্ত নামক কোন ব্রাহ্মণের নিকট স্বামীর আকৃতি ও নাম বলিয়া তাঁহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, সেই ব্রাহ্মণ বলিলেন, যদিচ আমি এ প্রকার লোককে কখন দেখি নাই, তথাপি বলিতেছি, তুমি অধৈর্য্যা হইও না, শুভকর্ম্ম করিতে থাক, তাহাতে অচিরে অভীষ্টসিদ্ধি হইবে। আমি যে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। আমি বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়া হিমালয় পর্ব্বতে মানস-সরোবরে গমন করিয়া তাহার নিকটে দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ একটি মণিময় গৃহ দেখিতে পাইলাম। তাহার পরে একজন পুরুষ দিব্যাঙ্গনাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া খড়্গহস্তে সেই সরোবরতীরস্থ উদ্যানে উপস্থিত হইয়া, সেই সকল সুরসুন্দরীর সহিত মধুপান করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল। আমিও দূর হইতে অলক্ষিতভাবে তাহাদিগের ক্রীড়া দেখিতে লাগিলাম। তাহারা ক্রীড়া করিতেছে, এমন সময়ে কোথা হইতে আর একজন অতি সুন্দর পুরুষ সেখানে আমার নিকটে আসিলে, আমি যাহা দেখিয়াছি, তৎসমস্ত বলিয়া, তাহাকে সুরাঙ্গনার সহিত ক্রীড়মান সেই পুরুষকে দেখাইয়া দিলাম। তাহা দেখিবামাত্র সেই পুরুষ নিজ বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে লাগিল।

আমি ত্রিভুবনপুর নগরের অধিপতি রাজা ছিলাম। আমার সেই নগরে কোন শৈব বহুকাল আমার সেবা করে। তাহাকে সেবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, রাজন্! আপনি আমার বিলখড়্গসাধনে সহায়তা করুন। আমি তাহাতে স্বীকৃত হইলে, সে আমাকে সঙ্গে করিয়া নিশাযোগে এক মহারণ্যে গমনকরতঃ একটি গর্ত্ত বাহির করিয়া আমাকে বলিল, বীর! প্রতিজ্ঞা করুন যে, আপনি এই গর্ত্তে প্রথমে প্রবেশ করিয়া তন্মধ্যে যে একখানি খড়্গ দেখিতে পাইবেন, সেই খড়্গখানি লইয়া বাহিরে আসিয়া আমাকেও সেই গর্ত্তে প্রবেশ করাইয়া দিবেন। সে ব্যক্তি এই কথা বলিলে, আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করতঃ একটি রত্নময় গৃহ দেখিতে পাইলাম। সেই গৃহ হইতে কোন এক প্রধান সুরাঙ্গনা সহসা নির্গত হইয়া প্রেমপ্রদর্শনপূর্ব্বক আমাকে অন্তঃপুরমধ্যে লইয়া একখানি খড়্গ প্রদান করিয়া বলিলেন, এই খড়্গ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়ক ও আকাশগমন-শক্তিদায়ী, ইহা যত্নে রক্ষা করিও।

এই কথা বলিলে তাহার সহিত পরমসুখে সেই গর্তমধ্যে বাস করিতে লাগিলাম। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে নিজ প্রতিজ্ঞা স্মরণ হওয়াতে খড়্গহস্তে পূর্ব্বোক্ত বিবরপথে বাহিরে আসিয়া সেই পাশুপতকে সেই অসুরপুরে লইয়া গিয়া আমি প্রথমোদ্দিষ্ট সপরিজন সেই কন্যার সহিত এবং সেই পাশুপত সপরিজন দ্বিতীয় কন্যার সহিত সেখানে সুখে বাস করিতে লাগিলাম। একদিন আমি সুরাপানে মত্ত হইলে, সেই পাশুপত ছলপ্রকাশ-পূর্ব্বক আমার হস্ত হইতে খড়্গখানি আত্মসাৎ করিল এবং সেই খড়্গপ্রভাবে সর্ব্বসিদ্ধিলাভকরতঃ ক্ষণকালমধ্যে আমাকে লইয়া সেই গর্ত্ত হইতে নির্গত হইয়া বাহিরে ফেলিয়া দিল। কখন্ সে বহির্গত হয়, এই আশায় সেই গর্ত্তের মুখে আমি দ্বাদশবর্ষ অবস্থিতি করি। আজ সেই শঠ সেই অসুরকন্যার সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে। হে দেবি! সেই ত্রিভুবনাধিপ রাজা আমাকে যখন এই কথা বলেন, সেই সময়ে সেই পাশুপত সুরাপানে মত্ত হইয়া নিদ্রাগত হইলে, সেই রাজা সহসা নিদ্রিত পাশুপতের হস্ত হইতে সেই খড়্গ কাড়িয়া লইবামাত্র দিব্যভাব প্রাপ্ত হইলেন এবং পদাঘাতে সেই পাশুপতের নিদ্রাভঙ্গ করিয়া ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু প্রাণে মারিলেন না। তৎপরে মূর্ত্তিমতী সিদ্ধির ন্যায় সপরিচ্ছদা সেই অসুরকন্যার সহিত অসুরভবনে প্রবেশ করিলেন। পাশুপত সিদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া অতিকষ্টে অনুভব করিল। কৃতঘ্ন লোকেরা সিদ্ধার্থ হইয়াও নিশ্চয়ই বিনষ্ট হয়। আমি এই সকল বিষয় স্বচক্ষে দেখিয়া এখানে আসিতেছি, এই কারণে বলিতেছি, ত্রিভুবনপুরের রাজার ন্যায় আপনারও প্রিয়সঙ্গম নিশ্চয়ই হইবে। পুণ্যকর্ম্মশীল লোক কখন অবসন্ন হয় না। বন্ধুমতী ব্রাহ্মণের মুখে এই কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং ব্রাহ্মণকে বহু ধন দান করিলেন।

অপর একদিন অতি দূরদেশ হইতে একজন অতি সুব্রাহ্মণ সেখানে আসিলে বন্ধুমতী তাহার নিকট স্বামীর নাম ও আকার বর্ণনকরতঃ তাহার বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, দেবি! আমি আপনার স্বামীকে কোথায়ও দেখি নাই, আমি অদ্য আপনার গৃহে আসিয়াছি, আমার নাম সুমনা, এই নামটি রূঢ় নহে, যৌগিক। আমার মন বলিতেছে, অতি শীঘ্রই তুমি এমন প্রীতিলাভ করিবে, যাহাতে চিরবিরহীদিগেরও মিলন হইবেই হইবে, ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি উপাখ্যান বলিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে নল নামে নিষধাধিপতি এক নৃপতি ছিলেন। কন্দর্প তাঁহার রূপে পরাজিত হইয়া আপনায় প্রতি ঘৃণা প্রদর্শনপূর্ব্বক কুপিত ত্রিপুরারির নেত্রাগ্নিতে দেহ আহুতি দিয়াছিলেন। নল অকৃতদারাবস্থায় আপনার অনুরূপা কন্যা অন্বেষণ করিতে করিতে শুনিলেন যে, তাঁহার যোগ্য বিদর্ভাধিপতি ভীমের দময়ন্তী নাম্নী এক কন্যা আছেন। ভীমও পৃথিবী অন্বেষণ করিয়া যাবতীয় নরপতির মধ্যে নল ভিন্ন অন্য কোন রাজাকেই কন্যার অনুরূপ পাত্র দেখিতে পাইলেন না। দময়ন্তী একদিন জলক্রীড়ার্থ সরোবরে নামিয়া একটি রাজহংসকে মৃণাল-ভক্ষণ করিতে দেখিয়া ক্রীড়া করিবার জন্য তাহাকে কাপড় চাপা দিয়া ধরিলেন।

দময়ন্তী কর্ত্তৃক ধৃত সেই স্বর্গীয় হংস সংস্কৃতভাষায় তাঁহাকে বলিল, রাজপুত্রি! তুমি আমাকে ছাড়িয়া দেও? আমি তোমার মহোপকার করিব। নিষধদেশে নল নামে এক রাজা আছেন, তাঁহার সদ্‌গুণসমূহে হার গাঁথিয়া দিব্যাঙ্গনারাও সতত হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকেন। আমি দেখিতেছি, তুমি তাঁহার সদৃশী ভার্য্যা এবং তিনিই তোমার যোগ্য পতি, তাই বলিতেছি, আমাকে ছাড়িয়া দেও, আমি তোমাদিগের উভয়ের যোগ্য সমাগমে কামদূত হইব। দময়ন্তী হংসের কথা শুনিয়া তাহাকে সত্যবাদী মনে করিয়া, আচ্ছা, তাহাই কর, এই কথা বলিয়া ছাড়িয়া দিলেন এবং বলিলেন, আমি নল ভিন্ন অন্য কাহাকেও পতিত্বে বরণ করিব না।

হংস দময়ন্তীর হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া ত্বরায় নিষধে যাইয়া, নলরাজা যে সরোবরে জলক্রীড়া করিতেছিলেন সেই সরোবরে উপস্থিত হইল। নলরাজাও সেই আশ্চর্য্য হংস দেখিয়া কৌতুকাবিষ্টচিত্তে স্বীয় উত্তরীয় বস্ত্র দ্বারা তাহাকে ধরিলেন। সেই রাজহংস এইরূপে বদ্ধ হইয়া মনুষ্যের ন্যায় বাক্যে নলকে বলিল, রাজন্! আমাকে ছাড়িয়া দিন, আমি আপনার উপকারার্থ এখানে আসিয়াছি। আমি যাহা বলি মনোযোগ-পূর্ব্বক তাহা শুনুন।

বিদর্ভাধিপতি ভীমের দময়ন্তী নামে একটি কন্যা আছে, সেই কন্যা পৃথিবীর তিলোত্তমা, অধিক কি বলিব, সেই কন্যা দেবগণেরও স্পৃহণীয়া। সে তোমার গুণাকৃষ্টচিত্ত হইয়া তোমাকে পতিত্বে

বরণ করিয়াছে তোমাকে সেই কথা বলিবার নিমিত্ত আমি এখানে আসিয়াছি।

রাজা নল ইহা শুনিবামাত্র কন্দর্পশরে বিদ্ধ হইয়া বলিলেন, হংসরাজ! আমি এতদিনের পর আপনাকে ধন্য বলিয়া জ্ঞান করিলাম, যেহেতু, মূর্ত্তিমতী মনোরথসম্পত্তিস্বরূপা সেই দময়ন্তী আমাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন। এই কথা বলিয়া নল হংসকে ছাড়িয়া দিলে, সে পুনরায় দময়ন্তীর নিকট আসিয়া সমুদায় বৃত্তান্ত বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। দময়ন্তীও অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া যুক্তি স্থিরকরতঃ মাতা দ্বারা পিতার নিকট স্বয়ম্বর প্রার্থনা করিলেন। রাজা ভীম কন্যার কথায় সম্মত হইয়া পৃথিবীস্থ যাবতীয় নরপতির নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। ভূপতিগণ দূতমুখে দময়ন্তীর স্বয়ম্বরের কথা শুনিয়া বিদর্ভে আগমন করিতে লাগিলেন। নলরাজাও সমুৎসুকচিত্তে রথারোহণে বিদর্ভাভিমুখে চলিলেন।

স্বর্গে ইন্দ্রাদি লোকপালগণ নারদের মুখে দময়ন্তীর স্বয়ম্বরের কথা শুনিয়া ইন্দ্র, বায়ু, যম, অগ্নি ও বরুণ এই পাঁচজনে মন্ত্রণা করিয়া সমুৎসুকচিত্তে বিদর্ভযায়ী নল রাজার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, রাজন্! তুমি দময়ন্তীর নিকট গিয়া বল, আমাদিগের এই পাঁচজনের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা একজনকে বরণ করুক, মনুষ্য নলকে বরণ করিলে কি হইবে? মনুষ্যগণ মরণশীল, দেবতারা অমর। নৃপতে! তুমি আমাদিগের বরে অন্য লোকের অলক্ষিতভাবে অন্তঃপুরে তাহার নিকট প্রবেশ করিতে পারিবে। নলও দেবতাদিগের আজ্ঞা শিরোধার্য্যকরতঃ রক্ষক প্রভৃতি অন্যের অলক্ষিতভাবে দময়ন্তীর নিকট উপস্থিত হইয়া দেবতাদিগের সমুদায় কথা বলিলেন। সাধ্বী দময়ন্তী নলের কথা শুনিয়া বলিলেন, দেবতারা যাহা আছেন, তাহাই থাকুন, আমি তাঁহাদিগের কাহাকেও প্রার্থনা করি না, নলরাজাই আমার স্বামী। নল এই কথা শুনিয়া আত্মপরিচয় দিয়া দেবতাগণের নিকটে আসিলেন এবং সমুদায় বৃত্তান্ত বলিলেন। নলের কার্য্যে দেবতারা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, রাজন্! তোমার কার্য্যদর্শনে আমরা তোমার বশীভূত হওত এই বর দিতেছি যে, তুমি স্মরণ করিবামাত্র আমরা তোমার নিকট উপস্থিত হইব। নলরাজা বরলাভে হৃষ্ট হইয়া বিদর্ভে গমন করিল, সেই দেবগণও দময়ন্তীর বচন-সুধাপানাভিলাষে বিদর্ভে গিয়া পাঁচজনেই নলের রূপ ধারণকরতঃ স্বয়ম্বরসভায় নলের নিকটে বসিলেন।

অনন্তর স্বয়ম্বরা দময়ন্তী স্বয়ম্বরসভায় আসিয়া ভ্রাতার মুখে সভাগত সমুদায় রাজার নামধাম শুনিয়া একে একে সকলকে পরিত্যাগকরতঃ নলের নিকট উপস্থিত হইয়া এক স্থানে ছায়া-নিমেষাদিগুণযুক্ত ছয়জন নলকে উপবিষ্ট দেখিয়া সমুদ্ভ্রান্তচিত্ত ও অতি ব্যাকুল হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ইহা সেই পাঁচ লোকপালের মায়া, ইহাদিগের মধ্যে ষষ্ঠ ব্যক্তি প্রকৃত নল, কিন্তু আমি এক্ষণে কিরূপে নলকে চিনিয়া লইব। সাধ্বী নলাসক্তমানসা দময়ন্তী এই সকল আলোচনাকরতঃ সূর্য্যের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, হে লোকপালসকল! যদি আমার মন স্বপ্নেও নল ভিন্ন অন্য কোন পুরুষের প্রতি চলিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনারা নিজ নিজ রূপ দেখান। আপনারা জানেন যে, কুমারীদিগের পূর্ব্বকৃত বর হইতে অন্য পুরুষমাত্রই পরপুরুষমধ্যে গণ্য, সুতরাং কন্যাগণও তাহাদিগের পরদারা, তবে আপনাদিগের এরূপ মোহ উপস্থিত হইল কেন? দময়ন্তীর এই কথা শুনিয়া দেবগণ স্ব স্ব রূপ ধারণ করিলেন, একমাত্র প্রকৃত নল অবশিষ্ট রহিলেন। দময়ন্তী ফুল্লেন্দীবরসদৃশী দৃষ্টি ও বরমালা তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন। সেই সময়ে আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। তৎপরে রাজা ভীম নল-দময়ন্তীর বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করিয়া স্বয়ম্বরাগত অপরাপর নৃপতি ও দেবগণের যথোপযুক্ত সৎকার করিলে, সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। দেবগণ স্বর্গধামে যাইবার সময় দময়ন্তী-বিবাহার্থ আগত কলি ও দ্বাপরকে পথিমধ্যে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, তোমাদিগের আর বিদর্ভে যাইবার প্রয়োজন নাই, আমরা সেইখান হইতেই আসিতেছি, স্বয়ম্বরকার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে, দময়ন্তী নলরাজাকে বরণ করিয়াছে। সেই দু'জন পাপাত্মা ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া বলিল, দময়ন্তী যখন আপনাদিগের ন্যায় দেবগণকে পরিত্যাগ করিয়া একটা সামান্য মানুষকে বরণ করিয়াছে, তখন আমরা অবশ্যই তাহাদিগের বিয়োগ ঘটাইব। তাহারা এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া স্বস্থানে চলিয়া গেল। নল সাতদিন শ্বশুরবাড়ীতে থাকিয়া দময়ন্তীর সহিত স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। সেখানে আসিয়া সেই দম্পতির যেরূপ প্রেম হইয়াছিল, গৌরীশঙ্করের প্রেম সেরূপ হয় নাই, যেহেতু গৌরীশঙ্করের

দেহার্দ্ধমাত্র ছিলেন, কিন্তু দময়ন্তী নলের আত্মাস্বরূপ হইয়াছিলেন।

কিছুকাল গতে দময়ন্তী ইন্দ্রসেন নামে পুত্র ও ইন্দ্রসেনা নাম্নী কন্যা ক্রমে প্রসব করেন। পাপাত্মা কলি এতদিন পর্য্যন্ত নলের ছিদ্রানুসন্ধানার্থ নিরত ছায়ার ন্যায় পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াও শাস্ত্রানুবর্ত্তী নলের কোন ছিদ্র দেখিতে পাইল না। একদিন নল ভ্রমপ্রমাদে বিস্মৃত হইয়া পাদ ধৌত ও সন্ধ্যোপাসনা না করিয়া সন্ধ্যাকালে শয্যায় শয়ন করিলেন। দিবানিশি ছিদ্রান্বেষী কলি এই ছিদ্র পাইয়া নলের শরীরমধ্যে প্রবেশ করিল। রাজার দেহে প্রবিষ্ট কলি তাঁহার জ্ঞানহরণ করিলে, তিনি ধর্ম্মাচরণ পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিলেন। অক্ষক্রীড়া, দাসীদিগের সহিত রমণক্রীয়া, মিথ্যাকথা বলা, দিনের বেলা নিদ্রা যাওয়া, রাত্রিজাগরণ, অকারণ কোপপ্রকাশ, অন্যায় পথে অর্থোপার্জ্জন, সদ্ব্যক্তির অপমান ও অসৎলোকের সম্মান ইত্যাদি অপকর্ম্মসকলের অনুষ্ঠানে রত হইলেন। দ্বাপরও এই সময়ে নলের কনিষ্ঠভ্রাতা পুষ্করাক্ষের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকেও সৎপথ হইতে বিচলিত করিল।

কোন সময়ে রাজা নল ভ্রাতা পুষ্করাক্ষের গৃহে দানাখ্য একটি অতি সুন্দর শ্বেতবর্ণ বৃষ দেখিয়া লোভবশতঃ পুষ্করাক্ষের নিকট চাহিলে, পুষ্করাক্ষ অন্তঃপ্রবিষ্ট দ্বাপর কর্ত্তৃক হৃতভ্রাতৃভক্তি হওয়াতে বৃষটি নলকে না দিয়া বলিলেন, যদি তোমার সেই বৃষগ্রহণে অভিলাষ জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে দ্যূতক্রীড়া দ্বারা আমার নিকট হইতে জিতিয়া লও। নল তাহাতেই সম্মত হইলে দুই ভ্রাতায় দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ হইল। পুষ্করাক্ষের সেই একমাত্র বৃষ ও নলের হস্তী প্রভৃতি বহু ধন পণ হইল। এইরূপে পুনঃ পুনঃ দ্যূতক্রীড়া চলিলে পুষ্করাক্ষের জয় ও নলের পরাজয় হইতে লাগিল। দুই-তিন দিনে সমগ্র ধনরত্ন, সৈন্য-সামন্ত, এমন কি, আপনার মস্তকের চল পর্য্যন্ত হারিলেন; সুহৃদ্গণ কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া কলির প্রভাবে বুদ্ধিভ্রংশ হওয়াতে দ্যূত হইতে ক্ষান্ত হইলেন না।

নলকে ক্রমে রাজ্য পর্য্যন্ত হারিতে দেখিয়া দময়ন্তী নিজ পুত্রকন্যাকে রথারোহণে পিতৃগৃহে পাঠাইয়া দিলেন। নল রাজ্যধনাদি সমুদায় হারিলে, পুষ্করাক্ষ নলকে বলিল, তোমার ত' আর কিছুই নাই, একমাত্র দময়ন্তী অবশিষ্ট আছে, এবার তাহাকে পণ রাখিয়া ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হও। পুষ্করাক্ষের এইরূপ উক্তি-বাত্যাতে নল অনলের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন, কোন প্রত্যুত্তর করিলেন না এবং দময়ন্তীকেও পণ রাখিলেন না। ইহা দেখিয়া পুষ্করাক্ষ বলিলেন, তুমি যদি ভার্য্যাপণ না কর, তবে আমার জয়লব্ধ এই রাজ্য হইতে ভার্য্যার সহিত শীঘ্র প্রস্থান কর। নল পুষ্করাক্ষের এইরূপ রূঢ় কথা শুনিয়া দময়ন্তীর সহিত সে দেশ হইতে বহির্গত হইলেন এবং রাজপুরুষেরা তাঁহাকে রাজ্যের সীমান্তে রাখিয়া আসিল। হায়! কি কষ্ট, কলি যখন নলরাজারও এরূপ দুরবস্থা সংঘটিত করিয়াছিল, তখন অতি সামান্য কীটসদৃশ প্রাণিগণের কথায় কি আছে? রাজর্ষিদিগেরও এরূপ দুরবস্থাকারক বিপদের আশ্রয় দ্যূতক্রীড়াকে ধিক থাকুক।

অনন্তর ভ্রাতৃ-হৃতসর্ব্বস্ব নল দময়ন্তীর সহিত বিদেশে গিয়া ক্ষুধায় কাতর হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতে করিতে এক সরোবরতীরে বিশ্রামার্থ উপবিষ্ট হইয়া দুইটি হংসকে চরিতে দেখিয়া আহারার্থ তাহাদিগকে ধরিবার নিমিত্ত উত্তরীয়বস্ত্র তদুপরি নিক্ষেপ করিলে, হংসদ্বয় উত্তরীয়বস্ত্রের সহিত উড়িয়া পলাইয়া গেল। ইহা দেখিয়া নল বিস্মিত হইলে, দৈববাণী হইল যে, নল! তুমি ইহাতে বিস্মিত হইও না, কলি ও দ্বাপর হংসরূপে তোমার বস্ত্রহরণ করিয়া পলাইয়াছে। অনন্তর একবস্ত্র নলরাজা অতি বিমনা হইয়া মনে মনে যুক্তি করিয়া দময়ন্তীকে তাঁহার পিতৃভবনগমনের পথ দেখাইয়া বলিলেন, প্রিয়ে! বিদর্ভদেশে যাইবার এই পথ, এই পথে অঙ্গদেশে যাওয়া যায় এবং এইটি কোশলরাজ্যে যাইবার প্রশস্ত পথ। দময়ন্তী ইহা শুনিয়া, আর্য্যপুত্র! আমাকে এই সকল পথের কথা বলিতেছেন কেন, ইহা ভাবিয়া অতি ভীতা হইলেন। তাহার পর সেই দম্পতি ফলমূল ভোজন করিয়া সেই বনমধ্যে ফুলশয্যায় শয়ন করিলেন। পথখিন্না দময়ন্তী নিদ্রাগতা হইলে কলি-মোহিত নল দময়ন্তীর উত্তরীয়ার্দ্ধ ছিন্ন করিয়া লইয়া তাহাকে একাকিনী ফেলিয়া সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। দময়ন্তী অর্দ্ধ রাত্রিতে প্রবুদ্ধ হইয়া পার্শ্বে শয়ান স্বামীকে দেখিতে পাইলেন না, তাহাতে সভয়চিত্তে চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করিয়া কোথাও দেখিতে না পাওয়াতে বিলাপ করিতে লাগিলেন;—হা আর্য্যপুত্র! হা মহাসত্ত্ব! হা শত্রুর প্রতিও কৃপালো! হা আমার প্রিয়তম! কে তোমাকে আমার প্রতি এরূপ নিষ্করুণ করিল? কিরূপে বনমধ্যে একাকী বিচরণ করিতেছ? তোমার শ্রমাপনোদনার্থ সলিলদানাদি দ্বারা কে তোমার সেবা করিবে? তোমার যে চরণযুগল রাজাদিগের মৌলিমালাপরাগে সতত রঞ্জিত থাকিত, আজ সেই চরণদ্বয় ধূলিধূসরীত

হইবে? তোমার যে কোমলাঙ্গ সর্ব্বদা হরিচন্দন-চর্চ্চিত থাকিত, সেই অঙ্গ কি প্রকারে মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের দারুণ উত্তাপ সহ্য করিবে? তোমা ব্যতিরেকে আমার পুত্রকন্যা অথবা জীবনে প্রয়োজন কি? যদি আমি সতী হই, তবে দেবতাদিগের নিকট এই প্রার্থনা করি, দেবগণ যেন তোমাকে সর্ব্বদা কুশলে রাখেন। দময়ন্তী এইরূপে বহু বিলাপ করিয়া একাকিনী পূর্ব্বদর্শিত পথাবলম্বনে আস্তে আস্তে প্রস্থান করিলেন। অতিকষ্টে বহু নদী, বন অতিক্রম করিলেন বটে, কিন্তু স্বামীর প্রতি ঐকান্তিকী ভক্তি অতিক্রম করিতে পারিলেন না। একমাত্র সতীতেজ তাঁহাকে পথে রক্ষা করিতে লাগিল। যেহেতু, পথিমধ্যে তাঁহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত ভুজঙ্গকে বিনাশ করিয়া এক ব্যাধ তাঁহার প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র ভস্মে পরিণত হইল। তৎপরে দৈবযোগে একদল বণিকের সহিত মিলিত হইয়া সুবাহু নরপতির পুরে গমন করিলেন। রাজা দূর হইতে তাঁহাকে রাজপুত্রীর ন্যায় সৌন্দর্য্য-সমুজ্জ্বলা দেখিয়া হর্ম্যতলে অবতীর্ণ হইয়া অতি সম্মানসহকারে দাসীদিগের সহিত মাতার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তিনি মহাদেবীর নিকটে অতি সমাদরে থাকিয়াও ভর্ত্তৃশোকে সর্ব্বদা ম্রিয়মাণ থাকিতেন। তাঁহার পিতা ভীম নলের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া নলদময়ন্তীর অন্বেষণার্থ বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণদিগকে চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করিলেন। তন্মধ্যে সুষেণ নামক একজন মন্ত্রী ব্রাহ্মণবেশে ভ্রমণ করিতে করিতে সুবাহু রাজার রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন, দময়ন্তী সেই পিতৃ-মন্ত্রীকে দেখিতে পাইলেন।

অনন্তর পরস্পর পরস্পরকে চিনিতে পারিয়া এমনভাবে দুইজনে একত্র মিলিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন যে, সুবাহুরাজমহিষীও কিছুই জানিতে পারিলেন না। যখন মহিষী তাঁহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া দময়ন্তীকে ভগিনীসুতা বলিয়া জানিতে পারিলেন, তখন স্বামীকে সমুদায় বৃত্তান্ত জানাইয়া, দময়ন্তীকে সসম্মানে রথারোহণে মন্ত্রী সুষেণ ও বহু সৈন্যের সহিত তাঁহার পিতৃগৃহে পাঠাইয়া দিলেন। দময়ন্তী পিতৃগৃহে পুত্রকন্যা প্রাপ্ত ও পিতা কর্ত্তৃক প্রবোধিত হইয়াও সতত ভর্ত্তৃবার্ত্তা পাইবার জন্য ব্যাকুলভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তদনন্তর তাঁহার পিতা রন্ধন, রথচালনা, এই দুই বিদ্যায় সুপটু নলের অন্বেষণার্থ চারিদিকে বিশস্ত চর পাঠাইলেন এবং তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন, তোমরা যেখানে নল আছে বলিয়া বোধ করিবে, সেখানে এই কথা বলিবে, হে নৃশংসচন্দ্র! বনমধ্যে প্রসুপ্তা, বালিকা কান্তা কুমুদিনীকে পরিত্যাগ করিয়া অম্বরখণ্ড লইয়া কোথায় অদৃশ্য হইলে?

এদিকে রাজা নল সেই বনে রাত্রিতে আধখানি বস্ত্রে শরীর আবৃত করিয়া কতক দূর যাইয়া বাড়বানল দেখিতে পাইলেন এবং শুনিতে পাইলেন, কে যেন বলিতেছে, অহে মহাসত্ত্ব! আমি এই দাবাগ্নিতে দগ্ধ না হইতে হইতে আমাকে এখান হইতে অপসৃত কর। নল তদনুসারে নিকটে গিয়া দেখিলেন, একটি সর্প মস্তকস্থ মণিপ্রভায় সেই স্থান আলোকিত করিয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া দাবানলের অতি সন্নিকটে পড়িয়া রহিয়াছে। নল সেই সর্পের নিকটস্থ ও কৃপাপরবশ হইয়া তাহাকে সে স্থান হইতে উদ্ধার করিয়া অতি দূরে পরিত্যাগ করিলে, সর্প তাঁহাকে বলিল, ভদ্র! এখান হইতে গণিয়া দশ পদ যাইয়া আমাকে লইয়া যাও; রাজা তাহার কথানুসারে দশ পদ গুণে যেমন গমন করিয়াছেন, অমনি সেই সর্প তাঁহার ললাটে দংশন করিল। তাহাতে রাজা হ্রস্বভুজ, কৃষ্ণবর্ণ ও অতি বিরূপ হইয়া পড়িলেন। তৎপরে সর্পকে স্কন্ধ হইতে নামাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? আমি যে তোমাকে এই আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিলাম, তুমি কি তাহার প্রত্যুপকার করিলে?

নাগ নলের এই কথা শুনিয়া বলিল, রাজন্! আমি কর্কোটক নামক নাগরাজ, আমি তোমার ভালর জন্যই তোমাকে দংশন করিয়াছি। ইহা পরে জানিতে পারিবে। যেখানে গুপ্ত বলের প্রয়োজন, সেখানে বিরূপতাই সিদ্ধিদায়িনী হয়। আমি তোমাকে দুইখানি অগ্নিশৌচ বস্ত্র দিতেছি গ্রহণ কর, ইহা অগ্নিতে দগ্ধ হইবে না। এই বস্ত্র পরিধান করিলে তোমার বিরূপতা ঘুচিয়া যাইবে এবং স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে। কর্কোটক এই কথা বলিয়া নলকে অগ্নিশৌচ বস্ত্রযুগল দানকরতঃ প্রস্থান করিলে, নলরাজা সেই স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক কোশলরাজ্যে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া কোশলাধিপতি ঋতুপর্ণ রাজার পাকশালায় হ্রস্ববাহু নাম পরিগ্রহকরতঃ পাচকের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। নল অল্পদিনমধ্যে সূপকারের কর্ম্মে ও রথচালনবিদ্যায় বিখ্যাত হইয়া উঠিলেন।

এইরূপে কিছুকাল গত হইলে, একদিন বিদর্ভরাজের নিযুক্ত চরদিগের মধ্যে একজন তথায় আসিয়া শুনিল যে, নলরাজা রন্ধন ও রথচালন-বিদ্যায় যেরূপ নিপুণ, এখানে সেইরূপ হ্রস্ববাহু নামক

এক ব্যক্তি আছে। চর হ্রস্ববাহু নামধারী নলকে নৃপতিগৃহে অবস্থিতি করিতে দেখিয়া, তাহাকে নল বিবেচনা করিয়া প্রভুর আদেশানুসারে বলিতে লাগিল, হে নৃশংসচন্দ্র! বনমধ্যে সুপ্তা বালিকা কান্তা কুমুদিনীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অম্বরখণ্ড গ্রহণ-করতঃ কোথায় অদৃশ্য হইলে? তত্রস্থ জনগণ চরের এই কথা শুনিয়া উন্মত্ত-প্রলাপ মনে করিতে লাগিল, কিন্তু ছদ্মবেশী সূদ প্রত্যুত্তর করিলেন, অম্বরৈক-দেশবর্ত্তী ক্ষীণচন্দ্র মণ্ডলান্তরে প্রবেশ করাতে কুমুদিনীর অদৃশ্য হইয়াছে, তাহাতে আর নৃশংসতা কি? চর এই উত্তর শুনিয়া তাহাকেই বিপদ্ভুতবৈরূপ্যপ্রাপ্ত নল সম্ভাবনা করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল এবং বিদর্ভে প্রত্যাগত হইয়া, রাজা ভীম ও দময়ন্তীর নিকটে কৌশলে যাহা দেখিয়াছিল ও শুনিয়াছিল, তৎসমুদায়-বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে, দময়ন্তী আস্তে আস্তে পিতাকে বলিলেন, পিতঃ! সেই ব্যক্তিই নিশ্চয় আমার স্বামী, সূপকারবেশে তথায় আছেন; এক্ষণে তাঁহাকে আনিবার জন্য আমি যে যুক্তি স্থির করিয়াছি, তাহার অনুষ্ঠান করুন। রাজা ঋতুপর্ণের নিকট একজন দূত প্রেরণ করুন এবং সেই দূত রাজার কাছে যেন এই কথা বলে যে, নলরাজা কোথায় গিয়াছেন, অদ্যাপি তাঁহার কোন সমাচার না পাওয়াতে কল্য প্রাতেই দময়ন্তী পুনরায় স্বয়ম্বরা হইবেন, এ কারণ, আপনি আজই বিদর্ভে গমন করুন। এই বার্ত্তা শুনিবামাত্র রথচালননিপুণ আর্য্যপুত্র একদিনেই এখানে আসিয়া উপস্থিত হইবেন।

দময়ন্তী রাজা ভীমকে এই কথা বলিলে, তিনি একজন দূতকে দময়ন্তীর কথানুযায়ী উপদেশ দিয়া ঋতুপর্ণের নিকট প্রেরণ করিলেন। ঋতুপর্ণ দূত-মুখে সমুদায় বৃত্তান্ত শুনিয়া উৎসুকচিত্তে সূদরূপী নলকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, হ্রস্ববাহো! তুমি সর্ব্বদাই বলিয়া থাক যে, রথচালনে তোমার অসাধারণ দক্ষতা আছে, এ কথা যদি সত্য হয়, তবে আজই আমাকে, বিদর্ভে লইয়া চল। নলরাজা রাজার কথায় স্বীকৃত হইয়া অশ্বশালা হইতে উৎকৃষ্ট অশ্বসকল বাছিয়া লইয়া রথে যোজনাকরতঃ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, এই যে স্বয়ম্বরপ্রবাদ, কেবল আমাকে পাইবার জন্য দময়ন্তী এই কল্পনা করিয়াছেন, নতুবা তিনি স্বপ্নেও এ প্রকার কার্য্য করিতে পারেন না। আমি সেখানে গমন করিলেই তাঁহাকে দেখিতে পাইব, ইহা বিবেচনা করিয়া, ঋতুপর্ণের নিকট রথ উপস্থিত করিলে, রাজা তাহাতে আরোহণ করিবামাত্র, নল অশ্বগণকে এমন বেগে চালিত করিলেন যে, সে বেগে পক্ষিরাজ গরুড়ও পরাজয় স্বীকার করেন। রাজা রথবেগচ্যুত বস্ত্র গ্রহণার্থ নলকে রথ থামাইতে বলায়, নল বলিলেন, রাজন! কোথায় তোমার বস্ত্র? এক্ষণের মধ্যে রথ বহু যোজনা পথ ছাড়াইয়া আসিয়াছে। ঋতুপর্ণরাজা কথা শুনিয়া বলিলেন, হ্রস্ববাহো! তুমি আমাকে রথচালনবিদ্যা দাও, আমি তোমাকে এমন পাশক-ক্রীড়াবিদ্যা দিতেছি যাহাতে পাশা তোমার আজ্ঞাকারী হইবে এবং অদ্বিতীয় সংখ্যাজ্ঞানও জন্মিবে। সম্প্রতি দেখ, তোমার বিশ্বাসোৎ-পাদনার্থ সম্মুখবর্ত্তী বৃক্ষে যত ফল, যত পত্র আছে, আমি বলিতেছি, তুমি গণনা করিয়া আমার কথার সত্যাসত্য প্রমাণ কর।

তিনি বৃক্ষের ফল পত্রসংখ্যা যাহা কহিয়াছিলেন, নলরাজা গণনা করিয়া দেখিলেন, ঠিক সেই সংখ্যাই হইল। নল ঋতুপর্ণরাজাকে রথচালনবিদ্যা প্রদান করিলেন এবং ঋতুপর্ণও নলকে অক্ষজ্ঞান দিলেন। নল অপর একটি বৃক্ষে সংখ্যাজ্ঞান পরীক্ষা করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। যখন নলরাজার শরীর হর্ষে পরিপূর্ণ হইল, তখনই সেই শরীর হইতে অতিকৃষ্ণবর্ণ কদাকার এক পুরুষকে নির্গত হইতে দেখিয়া নল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, আমি কলি, দময়ন্তী তোমাকে বরণ করাতে ঈর্ষ্যাবশতঃ তোমার শরীরে প্রবেশ করিয়াছিলাম। তাহাতেই তোমার সমুদায় শ্রী বিনষ্ট হইয়াছিল, বনমধ্যে কর্কোটক তোমাকে দংশন করিলেও তুমি দগ্ধ হও নাই কিন্তু আমি তোমার শরীরমধ্যে থাকিয়া দগ্ধ হইয়াছি। দেখ, অকারণ পরোপকার করিয়া কেহ কোথায়ও সুখী হইতে পারে না, আমি এক্ষণে চলিলাম, তোমার মঙ্গল হউক। এই কথা বলিয়া কলি তিরোহিত হইল। নলও তৎক্ষণাৎ ধর্ম্মবুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্ববৎ হইলেন। পরে রথে আরোহণকরতঃ পূর্ব্ববৎ বেগে রথ চালাইয়া সেইদিনেই ঋতুপর্ণকে বিদর্ভে আনিলেন। বিদর্ভবাসীরা ঋতুপর্ণকে আগমনকারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি দময়ন্তীর পুনঃ স্বয়ম্বরের কথা বলায় সকলে হাস্য করিয়া উঠিল। ঋতুপর্ণ রাজবাটীর নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে বাসস্থান নিরূপণ করিলেন। দময়ন্তী আশ্চর্য্য রথশব্দ শুনিয়া নলাগমনসম্ভাবনা-করতঃ নলকে প্রাপ্ত হইলেন, এই জ্ঞানে আনন্দানুভব করিয়া যথার্থ তত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত একজন দাসীকে

পাঠাইয়া দিলেন। সেই দাসী সমুদয় জানিয়া আসিয়া তাঁহাকে বলিল, দেবি! আমি গিয়া শুনিলাম, কোশলেশ্বর ঋতুপর্ণ তোমার স্বয়ম্বরের প্রবাদ শুনিয়া এখানে আসিয়াছেন, আরও শুনিলাম, সূপকার ও সারথির কার্য্যে অতি দক্ষ হ্রস্ববাহু নামক একজন সারথি তাঁহাকে একদিনে কোশলরাজ্য হইতে এখানে আনিয়াছে। পরে আমি পাকশালাতে গিয়া দেখিলাম, সূপকার অতি কৃষ্ণবর্ণ কদাকার; কিন্তু এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিলাম, পাক করিতে বিন্দুমাত্র জল না দিলেও চরু ফুটিয়া উঠিল এবং উননে একখানিও কাষ্ঠ দেখিতে পাইলাম না, তথাপি হু-হু শব্দে অগ্নি জলিতেছে। ক্ষণকালের মধ্যে যাবতীয় ভোজ্যদ্রব্য নিষ্পন্ন হইয়া গেল।

দময়ন্তী দাসীমুখে এই সকল কথা শুনিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, বরুণাগ্নি যাঁহার এত বশীভূত ও যিনি রথবিদ্যায় এতাদৃশ পটু, তিনি অবশ্যই আমার স্বামী নল, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; বোধ হয়, আমার বিরহে বিরূপ হইয়াছেন। যাহা হউক, আমি নিজে ইঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিব, ইহা স্থির করিয়া সেই দাসীর সহিত নিজ পুত্রকন্যাকে দেখাইবার জন্য তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

নল নিজের পুত্রকন্যাকে দেখিয়া ক্রোড়েকরতঃ অনেকক্ষণ চক্ষুর জল বদ্ধ করিলেও শেষে রোদন করিয়া উঠিলেন এবং সেই দাসী তাঁহার রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন; আমার এইপ্রকার দুইটি বালক-বালিকা মাতামহগৃহে আছে; তাহাদিগের স্মরণ হওয়ায় দুঃখ উপস্থিত হওয়াতে রোদন করিতেছি। দাসী দময়ন্তীর নিকট সকল কথা বলিলে, তিনি তাহাতে সম্যক্ বিশ্বস্তা হইলেন। পরদিন সেই দাসীকে আদেশ করিলেন, সখি! তুমি সেই পাচকের নিকট গিয়া বল, আমি শুনিয়াছি যে, যেখানে যুত সূপকার আছে, কেহই আপনার ন্যায় উৎকৃষ্ট পাক করিতে পারে না, অতএব অদ্য আমাদিগের রাজকন্যার ব্যঞ্জনাদি পাক করিয়া দিতে হইবে। নল দাসীর মুখে এই সকল কথা শুনিয়া তাহাতে স্বীকৃত হইলেন এবং ঋতুপর্ণের অনুমতি গ্রহণকরতঃ দময়ন্তীর নিকটে গমন করিলেন। দময়ন্তী তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, তুমি সূপকার-রূপধারী রাজা নল কি না, এই সত্যকথাটি বলিয়া আমাকে চিন্তাসাগর হইতে উদ্ধার কর। নল দময়ন্তীর এই কথাতে স্নেহ, হর্ষ, দুঃখ ও লজ্জায় জড়ীভূত হইয়া অধোমুখে অশ্রুগদ্গদস্বরে তাঁহাকে বলিলেন, দেবি! আমিই সেই পাপাত্মা বজ্রসদৃশকঠোরহৃদয় নল, কিন্তু মোহবশতঃ তোমাকে এরূপ সন্তাপিত করিয়া, এক্ষণে আর নল না হইয়া, অনল হইয়াছি। তাহার পরে দময়ন্তী বলিলেন, তুমি কি কারণে এরূপ বিরূপ হইলে? নল তাঁহার নিকট কর্কোটকের সহিত বন্ধুত্বস্থাপন হইতে আরম্ভ করিয়া শরীর হইতে কলিনির্গমন পর্য্যন্ত আত্মবৃত্তান্ত সমুদায় বর্ণনা করিলেন এবং কর্কোটকদত্ত অগ্নিশৌচ সেই বস্ত্রযুগল পরিধান করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ স্বীয় রূপ পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন। তৎপরে দময়ন্তী নলকে পূর্ব্ববৎ মনোহর রূপ প্রাপ্ত হইতে দেখিলে, তাঁহার বদনারবিন্দ বিকসিত, আনন্দাশ্রুতে দুঃখাগ্নি নির্ব্বাপিত এবং অনির্ব্বচনীয় আনন্দোদয় হইল।

অনন্তর বিদর্ভরাজ পরিজনমুখে এই বৃত্তান্ত শুনিয়া নলকে অভিনন্দিত করিয়া নগরমধ্যে মহামহোৎসব আরম্ভ করিলেন এবং সলজ্জ ঋতুপর্ণকে সমুচিত সৎকার করিয়া কোশলরাজ্যে প্রেরণ করিলেন। তাহার পর নল নিষধে আসিয়া পুষ্করাক্ষকে দ্যূতে পরাজয়করতঃ রাজত্ব লাভ করিয়া সুখে রাজত্ব করিতে লাগিলেন এবং পুষ্করাক্ষেরও শরীর হইতে দ্বাপর পলায়ন করিলে পুষ্করাক্ষ পূর্ব্ববৎ নলের বশীভূত হইলেন।

সুমন ব্রাহ্মণ রাজকন্যা বন্ধুমতীর নিকট এই উপাখ্যান বর্ণন করিয়া পুনরায় বলিলেন, দেবি! মহৎলোকেরা দারুণ বিপদে পতিত হইয়াও বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পুনরায় কল্যাণভাজন হইয়া থাকেন। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখ, সূর্য্যদেব অস্তগত হইয়াও পুনরায় উদিত হইয়া থাকেন। তন্নিমিত্তই বলিতেছি, তুমিও অচিরকালমধ্যে পতি প্রাপ্ত হইবে, ধৈর্য্যাবলম্বন কর।

বন্ধুমতী সেই ব্রাহ্মণকে বহুতর ধনদানে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার কথানুসারে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া পতির প্রতীক্ষায় কতক আশ্বস্ত হইয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন। অনন্তর অতি অল্পকালের মধ্যে মহীপাল স্বদেশ হইতে স্বীয় জননীকে লইয়া পিতার সহিত শ্বশুরালয়ে আসিয়া বন্ধুমতীকে আনন্দিতকরতঃ শ্বশুরদত্ত রাজ্যভার বহন করিতে লাগিলেন। নরবাহনদত্ত মরুভূতির মুখে এই আখ্যায়িকা শ্রবণ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন।

সপ্তপঞ্চাশত্তম তরঙ্গ

শুভদত্তের উপাখ্যান

রত্নদত্ত নামক কোন বণিক বৎসেশ্বর উদয়নকে কোন বিষয় জানাইবার নিমিত্ত প্রতিহারী দ্বারা অগ্রে রাজার নিকট সমাচার পাঠাইয়া, পশ্চাৎ তৎসকাশে উপস্থিত হইয়া প্রণতিপূর্ব্বক বলিল, দেব! এই নগরে বসুধর নামে একজন অতি দরিদ্র ভারী আছে, কিন্তু এক্ষণে সে যথেচ্ছভাবে পান, ভোজন ও দান করিতেছে। আমি ইহাতে চমৎকৃত হইয়া একদিন কোন ছলে তাহাকে নিজের বাটীতে লইয়া গিয়া যথেষ্ট পানভোজনে সন্তুষ্টকরতঃ তাহার এরূপ অবস্থা-পরিবর্ত্তনের কথা জিজ্ঞাসা করাতে, সে বলিল, আমি রাজসংসার হইতে একগাছি রত্নবলয় পাইয়াছি, তাহা হইতে একখানি রত্ন খুলিয়া হিরণ্যগুপ্ত বণিকের নিকট বিক্রয় করিয়া লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা পাইয়াছি, তাহাতেই আমি এক্ষণে সুখে কালযাপন করিতেছি, এই কথা বলিয়া মহারাজের নামাঙ্কিত সেই বলয় আমাকে দেখাইল, তাই আমি মহারাজকে জানাইলাম। বৎসেশ্বর ইহা শুনিয়া সেই ভারী ও হিরণ্যগুপ্তকে সসম্মানে সেখানে আনাইয়া সেই বলয় দেখিয়া বলিলেন, এক্ষণে আমার স্মরণ হইতেছে, এই বলয় আমার হস্ত হইতে খুলিয়া পড়িয়া যায়। রাজা এই কথা বলিলে, সভ্যগণ ভারীকে বলিল, তুমি এই বলয় প্রাপ্ত হইয়া মহারাজকে না দিয়া আপনি লইলে কেন? ভারী তদুত্তরে বলিল, আমি বর্ণজ্ঞানশূন্য ভারবহক; ইহাতে যে মহারাজের নাম লেখা আছে, কেমন করিয়া জানিতে পারিব? দারিদ্র-দুঃখে সর্ব্বদা দগ্ধ হওয়াতে নিজেই রাখিয়াছিলাম। ভারী এই কথা বলিলে, বণিককে তিরস্কার করাতে, সে বলিল, আমি দোকানে বসিয়া মূল্য দিয়া একখানিমাত্র রত্ন ক্রয় করিয়াছি, সে রত্নে কিছু রাজনাম অঙ্কিত নাই, সুতরাং আমি ইহা রাজার বস্তু বলিয়া কি করিয়া জানিব? হিরণ্যগুপ্তের কথা শুনিয়া যৌগন্ধরায়ণ বলিল, ইহাতে কাহারও দোষ নাই, কারণ, নিরক্ষর দরিদ্র ভারীর ইহাতে দোষ কি? লোকে যে দারিদ্র-দুঃখে চুরি পর্য্যন্ত করিয়া থাকে, এ ব্যক্তি পথে কুড়াইয়া পাইয়াছে এবং বণিকেরও দোষ দেওয়া যাইতে পারে না, সে রত্নের উচিত মূল্য দিয়া খরিদ করিয়াছে। রাজা মহামন্ত্রীর কথা যুক্তিযুক্তবোধে ভারী যে পাঁচ হাজার মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিল, তাহার নিকট অবশিষ্ট যাহা মজুত ছিল, তৎসমুদায় মুদ্রা বণিককে দিয়া তাহার নিকট হইতে সেই রত্নবলয়খানি ও ভারীর নিকট হইতে অপর বলয়গুলি গ্রহণ করিয়া উভয়কে মুক্তি দিলেন, কিন্তু সেই বিশ্বাসঘাতক রত্নদত্তকে মহাপাপীজ্ঞানে তাহার প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশপূর্ব্বক কোন কার্য্যব্যপদেশে আনাইলেন।

তাহারা চলিয়া গেলে, বসন্তক রাজার সম্মুখে গিয়া বলিল, কি আশ্চর্য্য! দৈবাভিশপ্ত ব্যক্তিগণের প্রাপ্ত অর্থও বিনষ্ট হয়। যেহেতু শুভদত্তের ন্যায় এই ভারবাহকের বৃত্তান্ত সংঘটিত হইল। পাটলিপুত্র নগরে শুভদত্ত নামে এক ব্যক্তি ছিল, সে প্রতিদিন বন হইতে কাষ্ঠভার আনিয়া তাহা বিক্রয়করতঃ আপন পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করিত। একদিন সে দূর-বনে গিয়া দিব্যাভরণভূষিত চারিজন যক্ষকে দেখিতে পাইল। যক্ষেরা, তাহাদিগকে দেখিয়া ভীত শুভদত্তকে জিজ্ঞাসাকরতঃ তাহাকে অতি দরিদ্র বলিয়া জানিতে পারিয়া দয়া প্রকাশপূর্ব্বক বলিল, ভদ্র! তোমার কোন ভয় নাই, আমাদিগের নিকট আসিয়া এক কর্ম্ম কর, তাহা হইলে যাহাতে অক্লেশে তোমার সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয়, আমরা তাহা করিব। শুভদত্ত তাহাদিগের কথানুসারে নিকটে আসিয়া স্নানাদির উদ্যোগ করিয়া দিল। পরে ভোজনস্থান করিলে যক্ষেরা বলিল, ভদ্র! এই ঘট হইতে আমাদিগকে আহারসামগ্রী প্রদান কর। পরে সে যখন ঘট শূন্য দেখিয়া বিলম্ব করিতে লাগিল, তখন যক্ষেরা হাসিতে হাসিতে বলিল, শুভদত্ত! তুমি জান না, এই ঘটের মধ্যে হাত দাও, তাহা হইলে যথেষ্ট খাদ্যদ্রব্য পাইবে, এই ঘট কামপ্রদ, ইহার নিকট যাহা চাহিবে, তাহাই পাইবে। শুভদত্ত এই কথা শুনিয়া যেমন ঘটের মধ্যে হাত দিল, অমনি তাহার মধ্যে নানাবিধ খাদ্যবস্তু দেখিতে পাইয়া যক্ষদিগকে যথাভিলষিত আহারসামগ্রী দিল এবং আপনিও ভোজন করিল। ভক্তি ও ভয়ে প্রতিদিন এইরূপে তাহাদিগের পরিচর্য্যা করিতে লাগিল, কিন্তু পরিবারবর্গের চিন্তায় অতিশয় কাতর হইল। যক্ষগণ শুভদত্তের পরিবারদিগকে স্বপ্নে আশ্বাসিত করিল এবং এইপ্রকারে মাসাবধি পরিচর্য্যাকারী সেই শুভদত্তকে বলিল, ভদ্র! তোমার এই ভক্তিতে আমরা অতিশয় তুষ্ট হইয়াছি, বল, তোমার কি উপকার করিব? সে বলিল, যদি আপনারা সত্যই আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে এই ভদ্রঘটটি দান করুন। যক্ষেরা তাহাকে বলিল, ভদ্র! তুমি ইহা রক্ষা করিতে পারিবে না, ইহার কোন স্থান ভগ্ন হইলে তৎক্ষণাৎ পলাইয়া

যাইবে, তজ্জন্য বলিতেছি, অপর কোন অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। যক্ষেরা এ কথা বলিলেও সে যখন অপর বরগ্রহণে ইচ্ছুক হইল না, তখন তাহারা তাহাকে সেই ভদ্রঘটই দিল। তৎপরে শুভদত্ত তাহাদিগকে প্রণাম করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে সেই ভদ্রঘট গ্রহণপূর্ব্বক বাটী আসিয়া বান্ধবদিগকে আনন্দিত করিল। পরে সেই ঘট হইতে ভোজনে যাহা যাহা আবশ্যক, তৎসমুদয় বাহির করিয়া পরিবারদিগকে পরিতুষ্ট করিয়া ভোজন করাইল এবং আপনিও খাইল।

শুভদত্ত এইরূপে অভিলষিত বিষয় প্রাপ্ত এবং সংসারদায় হইতে মুক্ত হইয়া ক্রমে অতিশয় পানাসক্ত হইয়া পড়িল। আচ্ছা ভাই, কিরূপে তোমার এরূপ শ্রী হইল, বন্ধুগণ এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সেই মূর্খ, আমার এ শ্রী দৈবদত্ত, এই কথা বলিয়া ঘটটি স্কন্ধে করিয়া এমনভাবে নাচিতে আরম্ভ করিল যে, মদোদ্রেকে স্খলিতপদ হওয়াতে ঘটটি স্কন্ধ হইতে বিচ্যুত হইয়া মাটিতে পড়িয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ অক্ষত হইয়া সেস্থান হইতে স্বস্থানে প্রস্থান করিল। শুভদত্ত পুনরায় পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইল। তাই বলিতেছি, পানদোষাদিপ্রমাদে যাহাদিগের বুদ্ধি নষ্ট হইয়াছে, এরূপ অভব্যগণ অতুল অর্থপ্রাপ্ত হইলেও রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না।

বৎসপতি বসন্তকের মুখে এইপ্রকার শুভদত্তের উপাখ্যান শুনিয়া স্নানাহারার্থ সভা হইতে উঠিলেন। নরবাহনদত্তও স্নানাহার করিয়া বন্ধুগণের সহিত অপরাহ্ণে আপনার ভবনে আগমন করিলেন। সেই রাত্রিতে নরবাহনদত্তের নিদ্রা না হওয়াতে, শয্যাতলে তাঁহাকে এপাশ-ওপাশ করিতে দেখিয়া সুহৃৎ মরুভূতি সকলের সাক্ষাতে একটি দিব্য উপাখ্যান বলিবার অভিপ্রায়ে বলিল, দেব! আমি জানি, আজ তুমি কোন দাসীর সহিত রাত্রিযাপন করিবার অভিপ্রায়ে অন্তঃপুরে যাও নাই, কিন্তু সে দাসীও এখন পর্য্যন্ত আসিল না, সেই কারণে আজ তোমার নিদ্রা হইতেছে না; কি আশ্চর্য্য! বেশ্যাদিগের চরিত্র বিশেষ জ্ঞাত থাকিয়াও তাহাতে অনুরক্ত রহিয়াছ? বেশ্যাদিগের হৃদয়ে যে কখনই সদ্ভাবের উদয় হয় না, তাহার পোষক এই উপাখ্যানটি বলিতেছি, শ্রবণ কর।

এই রাজ্যের মধ্যে চিত্রকূট নামে মহাসমৃদ্ধশালী একটি প্রধান নগর আছে। সেই নগরে, রত্নবর্ম্মা নামে একজন অতি ধনবান্ বণিক ছিল। ঈশ্বরানুগ্রহে তাহার একটি পুত্র জন্মে। রত্নবর্ম্মা সেই পুত্রের নাম রাখিল ঈশ্বরবর্ম্মা। শৈশবকাল অতিক্রম করিলেই সেই পুত্রকে নানা বিদ্যায় পারদর্শী হইতে দেখিয়া একপুত্র রত্নবর্ম্মা মনে মনে চিন্তা করিল, যৌবনান্ধ ধনবান্দিগের ধনাপহরণের নিমিত্ত বিধাতা রূপবতী কাপট্যময়ী বেশ্যার সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব আমি এই পুত্রকে বেশ্যাদিগের কাপট্য শিক্ষার্থ কোন একজন পাকা কুট্টনীর হাতে সমর্পণ করি, তাহা হইলে বেশ্যারা আর ইহাকে প্রবঞ্চনা করিতে পারিবে না। ইহা স্থির করিয়া রত্নবর্ম্মা পুত্রের সহিত যমজিহ্বা নাম্নী কোন কুট্টনীর ভবনে গমন করিল। সেখানে গিয়া দেখিল, কুট্টনী গালফুলা, লম্বা লম্বা দাঁত বার করা, নাকবাকা। আপনার কন্যাকে এইরূপ শিক্ষা দিতেছে,—হে পুত্রি! এক ধনবলে সকলেই সর্ব্বত্র পূজিত হইয়া থাকে, বিশেষতঃ বেশ্যা। অনুরাগিণী-দিগের সে ধন নাই, সেই জন্য বেশ্যারা অনুরাগ ত্যাগ করিবে। অনুরাগ বেশ্যা ও সায়ংকালের প্রধান দোষ, সেই হেতু মিথ্যা অনুরাগ দেখান বেশ্যার কর্ত্তব্য। বেশ্যা সুরাঙ্কিতা হইলেও অনুরক্ত পুরুষের নিকট হইতে দুই হাতে কেবল ধন দোহন করিতে থাকিবে, নিঃস্ব হইলেই অমনি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় অন্য ধনবান্ ব্যক্তিকে গ্রহণ করিবে। কি শিশু, কি যুবা, কি বিরূপ, কি রূপবান্, সকলের প্রতি বেশ্যারা মুনিগণের ন্যায় সমভাব প্রকাশ করিবে, এইপ্রকার হইতে পারিলে চিরদিন সুখে কাল কাটাইতে পারিবে।

রত্নবর্ম্মা সেই সময়ে কুট্টনীর সন্নিহিত হইয়া, 'তুমি যদি আমার এই পুত্রটিকে নানাবিধ কলাশিক্ষা দাও, তাহা হইলে আমি তোমাকে সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক দিব,' ইহা বলিয়া কুট্টনীকে অনুরোধ করিলে, যমজিহ্বা তাহাতে স্বীকৃত হইয়া প্রতিদিন সেই পুত্রকে কলাশিক্ষা দিতে লাগিল। সেই পুত্র এক বৎসর মধ্যেই সমুদায় কলাশিক্ষা করিয়া পিতার নিকট আগমন করিল। পুত্র ষোড়শবর্ষে পদার্পণ করিয়া পিতাকে বলিল, তাত! অর্থ দ্বারা আমরা ধর্ম্মাভিলাষী হইয়া থাকি, অতএব আমাকে কিঞ্চিৎ অর্থ দিন। রত্নবর্ম্মা পুত্রের কথায় প্রীত হইয়া তাহাকে পাঁচকোটি টাকার তোড়া দিল। বণিকপুত্র ঈশ্বরবর্ম্মা একটি শুভদিন দেখিয়া সেই পাঁচকোটি মুদ্রা লইয়া সুবর্ণদ্বীপে গমন করিল। পথিমধ্যে কাঞ্চনপুর নগরে উপস্থিত হইয়া, সেই নগরের বাহিরে একটি মনোরম উদ্যানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, স্নানানুলিপ্ত হইয়া, নগরমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক দৃশ্যবস্তুদর্শনেচ্ছায় এক দেবালয়ে গমন করিল।

সেখানে গিয়া দেখিল, যৌবনবাতোচ্ছলিত রূপসাগরে তরঙ্গের ন্যায় সুন্দরী নাম্নী অতি সুন্দরী একটি কামিনী নৃত্য করিতেছে। সেই যুবা সেই নর্ত্তকীকে দেখিয়া তাহার প্রতি এত আসক্ত হইয়া পড়িল যে, পূর্ব্বে কুট্টনীর নিকট যে-সকল বিষয় শিক্ষা করিয়াছিল, তৎসমুদায় যেন ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে পরিত্যাগকরতঃ দূরে অবস্থিতি করিতে লাগিল। নর্ত্তকীর নৃত্য শেষ হইলে সে একজন বয়স্যকে তাহার নিকট পাঠাইয়া নিজের অনুরাগ প্রকাশ করিলে, সেই নর্ত্তকী অতি বিনীতভাবে বলিল, আমি ধন্য হইলাম, এই কথা বলিয়া তৎসমাগমে ইচ্ছা জানাইল। পরে ঈশ্বরবর্ম্মা আপন বাসস্থানে সুযোগ্য ধনরক্ষক রাখিয়া সেই সুন্দরীর মন্দিরে গমন করিলে, সেই বেশ্যার মাতা তাহাকে তৎকালোচিত উপচারে সমাদর প্রকাশ করিল। নিশাগমে সেই নর্ত্তকী ঈশ্বরবর্ম্মাকে রত্নখচিত, চন্দ্রাতপমণ্ডিত, পর্য্যঙ্কশোভিত, অতি মনোহর শয়নগৃহে লইয়া গেল। সেখানে বিচিত্র নৃত্য ও সুরতব্যাপারে অতি নিপুণা সেই সুন্দরীর সহিত সে নিশা সুখে যাপন করিল এবং তাহাকে গাঢ়ানুরাগিণী ও সতত পার্শ্ববর্ত্তিনী দেখিয়া দ্বিতীয় দিবসেও সেখান হইতে গমন করিতে শক্ত না হইয়া পাঁচ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা তাহাকে দিল। সেই সুন্দরী সেই প্রচুর অর্থ দেখিয়া বলিল, আমি অনেক ধন পাইয়াছি, কিন্তু আপনার ন্যায় পুরুষরত্ন কখনই পাই নাই, যখন আপনাকে পাইয়াছি, তখন আর এই সামান্য ধনে আমার প্রয়োজন কি? এইপ্রকার মিথ্যা কপটবাক্য প্রয়োগকরতঃ সেই ধনরাশি গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায়, তাহার মাতা মকরকটী বলিল, পুত্রি! এক্ষণে আমাদিগের যাহা কিছু আছে, তৎসমুদায়ই যখন ইহার, তখন এই সমুদায় অর্থও সেখানে রাখিতে ক্ষতি কি? মাতা এইরূপ বলিলে, সুন্দরী যেন অতিকষ্টে তৎসমুদায় ধন গ্রহণ করিল। মূর্খ ঈশ্বরবর্ম্মা তাহাদিগের এই কপটব্যবহারকে প্রকৃত অনুরাগ মনে করিয়া অতি আনন্দিত হইল। এইরূপে ঈশ্বরবর্ম্মা সেই নর্ত্তকীর রূপে, নৃত্যে ও গানে আত্মহারা হইয়া সেইখানেই দুই মাস বাস করিয়া দুই কোটি মুদ্রা তাহাকে দিল।

ঈশ্বরবর্ম্মার এই কার্য্যদর্শনে অর্থদত্ত নামক তাহার একজন সখা আসিয়া অতি নির্জ্জনে তাহাকে বলিল, সখে! তোমার অতি যত্নোপার্জ্জিত সেই কুট্টনীর শিক্ষা কি দুর্ব্বল ব্যক্তির অস্ত্রবিদ্যার ন্যায় নিষ্ফল হইল? যেহেতু তুমি বেশ্যার কপট প্রেমকে সদ্ভাব বলিয়া মনে করিতেছ। মরুভূমির মরীচিকায় কি প্রকৃত জল থাকে? সেই জন্য বলিতেছি যে, সমগ্র ধনক্ষয় হইতে-না-হইতে এ স্থান হইতে প্রস্থান করা কর্ত্তব্য, সমুদায় ধনক্ষয় হইলে, তোমার পিতা কখনও ক্ষমা করিবেন না।

সেই মিত্র এই কথা বলিলে, বণিকযুবা প্রত্যুত্তর করিল, সখে! তুমি যাহা বলিলে, সকলই সত্য, কিন্তু সুন্দরী সেরূপ লোক নয়, সে ক্ষণকাল আমাকে না দেখিলে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হয়। তুমি যদি এখান হইতে অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তুমি তাহাকে বুঝাইয়া বল। ঈশ্বরবর্ম্মা এই কথা বলিলে, অর্থদত্ত মকরকটীর সন্নিধানে সুন্দরীকে বলিল, সখি! ঈশ্বরবর্ম্মার প্রতি তোমার অসামান্য প্রীতি দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু ইঁহার এখন বাণিজ্যার্থ স্বর্ণদ্বীপে যাওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য, যেহেতু সেখানে গিয়া ইনি বাণিজ্যে এত ধন উপার্জ্জন করিতে পারিবেন যে, ফিরিয়া আসিয়া যতদিন ইচ্ছা ততদিন পরমসুখে এখানে বাস করিতে পারিবেন; এক্ষণে তোমার প্রিয়তম ঈশ্বরবর্ম্মাকে তথায় যাইতে অনুমতি কর।

ইহা শুনিয়া সুন্দরী অশ্রুমুখী হইয়া ঈশ্বরবর্ম্মার মুখের দিকে চাহিয়া সবিষাদে বলিল, তোমরা সকলই জানিতে পারিতেছ, আমি আর অধিক কি বলিব, লোকের অন্তর না দেখিলে, কে কোথায় কাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া থাকে? অধিক বলা বৃথা, বিধাতা আমার ভাগ্যে যাহা লিখিয়াছেন তাহাই হইবে।

সুন্দরীর এই কথা শুনিয়া তাহার মাতা বলিল, পুত্রি! দুঃখ করিও না, ধৈর্য্য ধারণ কর, তোমার এই প্রিয়তম অভিপ্রায় সিদ্ধ করিয়া পুনরায় এখানে অবশ্যই আসিবেন। এইরূপ আশ্বাস দিয়া তাহার সহিত একটা কূপের নিকট গিয়া সেখানে অতি গোপনভাবে একখানি জাল বিস্তার করিয়া রাখিল। পরে ঈশ্বরবর্ম্মা অতি চঞ্চল হইল, সুন্দরীও অতি অল্প পরিমাণে পানভোজন করিতে লাগিল, পরে নৃত্যগীতবাদ্য পরিত্যাগ করিলে, ঈশ্বরবর্ম্মা নানাবিধ প্রণয়বাক্যে তাহাকে আশ্বাসিত করিতে প্রবৃত্ত হইল।

তৎপরে ঈশ্বরবর্ম্মা বয়স্যের নির্দ্দিষ্ট দিবসে পানভোজন করিয়া সেই সুন্দরীর ভবন হইতে নির্গত হইল, সুন্দরীও চক্ষুর জল ফেলিতে ফেলিতে মাতার সহিত নগরের বাহিরে উক্ত কূপ পর্য্যন্ত অনুগমন করিল। তৎপরে ঈশ্বরবর্ম্মা সুন্দরীকে

নিবৃত্ত করিয়া যেমন কিছু পথ গিয়াছে, সুন্দরী তখনই সেই কূপে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। অমনি হা হা পুত্রি! তুমি কোথায় গেলে, এই বলিয়া তাহার মাতা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল এবং তাহার দাসী ও ভৃত্যগণ তাহার সহিত যোগ দিল। সেই রোদনশব্দে ঈশ্বরবর্ম্মা মিত্রের সহিত ফিরিয়া আসিয়া সেই কান্তাকে কূপে পতিত দেখিয়া মোহপ্রাপ্ত হইল। সুন্দরীর মাতা মকরকটী বিলাপ করিতে করিতে নিজ বান্ধব ও ভৃত্যগণকে সেই কূপমধ্যে নামাইয়া দিল। তাহারা কূপে নামিয়াই, 'ভাগ্যক্রমে বাঁচিয়া আছে' এই কথা বলিয়া সুন্দরীকে কূপ হইতে উপরে তুলিল। সে উপরে উঠিয়া আপনাকে মৃতকল্পার ন্যায় ভাণ করিয়া, প্রত্যাগত বণিকপুত্রকে দেখিয়া ক্রমশঃ কথা কহিতে লাগিল। ঈশ্বরবর্ম্মা তাহাকে জীবিতা দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে তাহাকে লইয়া সখার সহিত তাহারই গৃহে গমন করিল এবং সুন্দরীর প্রেম যে অকৃত্রিম, ইহা নিশ্চয় করিয়া আপনার জন্মের সফলতাজ্ঞানে স্বর্ণদ্বীপে যাইবার কথা পরিত্যাগ করিল।

অনন্তর সেই সখা অর্থদত্ত পুনরায় ঈশ্বরবর্ম্মাকে বলিল, সখে! তুমি কি মোহবশে আপনার বিনাশসাধন করিবে? কূপপাতে সুন্দরীর প্রেমে প্রত্যয় করিও না, যেহেতু কুট্টনীর কূটরচনাবিধি তর্কের অতীত। সমুদায় অর্থক্ষয় হইলে পিতার নিকট কি উত্তর করিবে? কোথায়ই বা যাইবে? যদি এখনও তোমার সৎমতি হয়, তবে এখান হইতে নির্গত হও। ঈশ্বরবর্ম্মা অর্থদত্তের কথা অগ্রাহ্য করিয়া একমাসের মধ্যে আরও দুইকোটি মুদ্রা ব্যয় করিয়া ফেলিল। তাহার পর ঈশ্বরবর্ম্মা হৃতসর্ব্বস্ব হইলে কুট্টনী তাহাকে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া বাটী হইতে দূর করিয়া দিল।

তখন অর্থদত্তাদি তাহার অনুচরগণ অতি ত্বরায় স্বনগরের প্রত্যাগত হইয়া রত্নবর্ম্মাকে সমুদায় বৃত্তান্ত সবিশেষ বলিল। রত্নবর্ম্মা তৎসমুদায় জ্ঞাত হইয়া দুঃখিতচিত্তে সেই কুট্টনী যমজিহ্বার নিকট গিয়া বলিল, তুমি আমার নিকট এত পুরস্কার গ্রহণ করিয়া আমার পুত্রকে এমনি শিক্ষা দিয়াছ যে, মকরকটী কুট্টনী অবলীলাক্রমে তাহার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছে। এই কথা বলিয়া যমজিহ্বার নিকট পুত্রের আমূল বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলে, বৃদ্ধ কুট্টনী তাহাকে বলিল, ভদ্র! তোমার পুত্রকে এখানে আনয়ন কর, আমি তাহাকে এবার এমন শিক্ষা দিব, যাহাতে সে মকরকটীর যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিতে সমর্থ হইবে। যমজিহ্বা এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে, বণিকপতি বৃত্তিদানে তাহাকে পরিতুষ্ট করিয়া পুত্রের আনয়নার্থ তাহার হিতৈষী মিত্র অর্থদত্তকে পাঠাইয়া দিল। অর্থদত্তও পুনরায় কাঞ্চনপুরে গিয়া ঈশ্বরবর্ম্মাকে সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া পুনরায় বলিল, মিত্র! তুমি আমার কথা শুন নাই, এক্ষণে বেশ্যার অনুরাগ প্রত্যক্ষ করিলে ত'? পাঁচকোটি মুদ্রা দিয়াও শেষে অর্দ্ধচন্দ্র প্রাপ্ত হইলে, কোন্ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বেশ্যার নিকট অনুরাগ অভিলাষ করে? মনুষ্যগণ সেই পর্য্যন্ত নিপুণ, ধীর ও শুভভাগী হয়, যে পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের বিভ্রমভূমিতে পতিত না হয়। এখন পিতার নিকট এস, তাঁহার ক্রোধের প্রতীকার করিবে চল। অর্থদত্ত এই কথা বলিয়া ঈশ্বরবর্ম্মাকে তাহার সহিত সত্বর স্বীয় নগরে পুনরানয়ন করিল। ঈশ্বরবর্ম্মা আশ্বস্ত হইয়া পিতার নিকট উপস্থিত হইল। পিতাও এক পুত্র নিবন্ধন তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া পুনর্ব্বার যমজিহ্বার নিকট লইয়া গেল। যমজিহ্বা জিজ্ঞাসা করাতে ঈশ্বরবর্ম্মার অর্থদত্ত দ্বারা সুন্দরীর কূপে পতনান্ত সমুদায় ধনক্ষয় বৃত্তান্ত বর্ণন করাইল। যমজিহ্বা সমুদায় বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিল, এ বিষয়ে তোমার কোন দোষ নাই, আমিই অপরাধিনী; যেহেতু, আমি বিস্মৃতি-প্রযুক্ত তোমাকে এ বিদ্যাশিক্ষা প্রদান করি নাই, যাহাতে মকরকটীর অন্তর্নিবদ্ধজাল কূপমধ্যে সুন্দরী পতিত হইল, অথচ মরিল না, ইহা তুমি বুঝিতে সমর্থ হও। ভাল, তাহারও প্রতীকার আছে, এই কথা বলিয়া সেই কুট্টনী দাসীদিগের দ্বারা আল নামক নিজের মর্কটটিকে সেখানে আনয়ন করিয়া তাহার সম্মুখে সহস্র মোহর রাখিয়া বলিল, এই মোহরগুলি গিলিয়া ফেল, সেই শিক্ষিত বানর তৎক্ষণাৎ সমুদায় মোহর গিলিয়া ফেলিলে কুট্টনী বলিল, পুত্র! ইহাকে কুড়িটি, ইহাকে পঁচিশটি, ইহাকে ষাটটি, ইহাকে একশটি মোহর দাও, এইরূপে অপরাপরকে ইচ্ছামত দিতে বলিলে, বানর উদ্গিরণ করিয়া তাহাকে তাহাই দিল। যমজিহ্বা এইপ্রকারে বানরের কার্য্য দেখিয়া পুনরায় বলিল, ঈশ্বরবর্ম্মন্! তুমি এই বানরছানাটি লও। ইহাকে লইয়া পুনর্ব্বার সুন্দরীর গৃহে গমন করিয়া গোপনে কতকগুলি মোহর খাওয়াইয়া রাখিবে, পরে আবশ্যকমত মোহর ইহা হইতে বাহির করিয়া নিজের ব্যয় সঙ্কুলন করিতে থাকিবে। সুন্দরী এই মর্কটকে দেখিয়া চিন্তামণিসদৃশ মনেকরতঃ তোমাকে সর্ব্বস্ব দিয়া এই কপিটিকে অবশ্যই গ্রহণ করিবে। এই মর্কটের পরিবর্ত্তে তাহার সর্ব্বস্ব গ্রহণকরতঃ

অবিলম্বে দূরে চলিয়া যাইবে। এই কথা বলিয়া যমজিহ্বা ঈশ্বরবর্ম্মাকে সেই বানরটি দিল এবং তাহার পিতা পুনরায় দুই কোটি স্বর্ণমুদ্রা সমর্পণ করিল। ঈশ্বরবর্ম্মা বানর ও মুদ্রা লইয়া পুনরায় কাঞ্চনপুরে সুন্দরীর ভবনে আসিল। সুন্দরী তাহাকে তথাবিধ ধনপূর্ণ দেখিয়া গাঢ়ালিঙ্গনে অতিশয় আহ্লাদিত করিল। ঈশ্বরবর্ম্মাও যথাসর্ব্বস্ব সুন্দরীর হস্তে রাখিয়া অর্থদত্তকে বানরটি আনিতে বলিলে, অর্থদত্ত বানর আনিল। বানরটি কাছে আসিলে ঈশ্বরবর্ম্মা বলিল, পুত্র! আজ আমাকে আহারাদির ব্যয়নির্ব্বাহার্থ তিনশত, তাম্বূলাদির ব্যয়নিমিত্ত এক-শত, মাতা মকরকটীকে একশত এবং ব্রাহ্মণদিগকে একশত মোহর প্রদান কর। বানর ঈশ্বরবর্ম্মার কথানুসারে পূর্ব্বগিলিত মোহর হইতে একে একে উদ্গিরণ করিয়া দিতে লাগিল। সুন্দরী ও তাহার মাতা মকরকটী এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে চিন্তা করিতে লাগিল, কি আশ্চর্য্য, এমন ত' কখন দেখি নাই, বোধ হয়, ইহা প্রকৃত বানর নহে, কপিরূপধারী চিন্তামণি হইবে, তাহা না হইলে সামান্য বানরে কখনই প্রতিদিন সহস্র মোহর প্রদান করিতে পারে না। ঈশ্বরবর্ম্মা যদি এই বানরটি আমাদিগকে প্রদান করে, তাহা হইলে আমাদিগের মনোরথ সিদ্ধ হয়। সুন্দরীরা মায়ে-ঝিয়ে এইরূপ আলোচনা করিল। পরে ঈশ্বরবর্ম্মা আহারাদির পর সুখোপবিষ্ট হইলে, সুন্দরী বলিল, নাথ! যদি আমার প্রতি তোমার ভালবাসা থাকে, তবে এই বানরটি আমায় দাও। ঈশ্বরবর্ম্মা এই কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, প্রিয়ে! এই বানরটি আমার পিতার সর্ব্বস্ব; ইহা কাহাকেও দেওয়া উচিত হয় না। সুন্দরী এই কথা শুনিয়া পুনরায় বলিল, আমি পাঁচ কোটি সুবর্ণমুদ্রা দিতেছি, তাহার পরিবর্ত্তে বানরটি দিতে হইবে। ঈশ্বরবর্ম্মা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, প্রিয়ে! তুমি পাঁচ কোটি মুদ্রার কথা কি বলিতেছ, তোমার সর্ব্বস্ব এবং এই নগর দিলেও আমি ইহাকে দিতে পারি না। সুন্দরী ইহা শুনিয়া 'আমার সর্ব্বস্ব দিতেছি' এই বানরটি আমাকে দাও, পুনর্ব্বার এই কথা বলিয়া ঈশ্বরবর্ম্মার পায়ে পড়িল। ইহা দেখিয়া অর্থদত্তাদি সকলে বলিল, সুন্দরী যখন এই বানরটির নিমিত্ত এত কাতরতা প্রকাশ করিতেছে, তখন এই মর্কটটি ইহাকে দাও, তাহার পরে যাহা হয় হইবে। ঈশ্বরবর্ম্মা সুন্দরীকে বানরটি দিতে স্বীকার করিল। পরে অতিহৃষ্টা সুন্দরীর সহিত সে দিবস সুখে যাপন করিয়া প্রাতঃকালে সুন্দরীকে বানর দিয়া তৎপরিবর্ত্তে তাহার ভদ্রাসন ভিটা পর্য্যন্ত যথাসর্ব্বস্ব গ্রহণকরতঃ তৎক্ষণাৎ বাণিজ্যার্থ স্বর্ণদ্বীপে গমন করিল।

বানরও দুই দিন সুন্দরীকে সহস্র সহস্র মোহর দিয়া সন্তুষ্ট করিল। তৃতীয় দিবসে আদর প্রকাশপূর্ব্বক মোহর প্রার্থনা করাতে বানর মোহর না দেওয়ায় রাগে তাহাকে মাটিতে আছাড় মারিল, সে এইরূপে তাড়িত হইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হওয়ায় দন্তাঘাত ও নখাঘাতে সুন্দরী ও তাহার মাতা মকরকটীর মুখ ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিল। তৎপরে সুন্দরীর জননী রক্তমুখী হইয়া ক্রোধে লগুড়াঘাতে বানরটাকে মারিয়া ফেলিল। সেই বানর মৃত ও সর্ব্বস্ব নষ্ট হওয়ায়, সুন্দরী ও তাহার মাতা দুঃখে প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হইল। সেই সময়ে মকরকটী অন্যকে ফাঁদে ফেলিবার জন্য যে জাল পাতিয়াছিল, সেই জালে নিজে পড়িয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, এই কথা শুনিয়া নগরবাসীরা সকলে নানারূপ উপহাস করিতে লাগিল। পরে সুন্দরী স্বজনের নিকট উপহসিত, জননীর মন্ত্রণায় হৃতসর্ব্বস্ব ও বানর কর্ত্তৃক বিকৃতাননা হইয়া দেহত্যাগকরতঃ কথঞ্চিৎ নিবৃত্তি লাভ করিল।

ঈশ্বরবর্ম্মা সুবর্ণদ্বীপে বাণিজ্য দ্বারা বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া চিত্রকূটে পুনরাগমন করিল। রত্নবর্ম্মা পুত্রকে বহু অর্থ উপার্জ্জনকরতঃ গৃহে আসিতে দেখিয়া বহু প্রশংসাপূর্ব্বক কুট্টনী যমজিহ্বাকে অনেক অর্থ দিয়া তুষ্ট করিল ও মহামহোৎসবে দিনযামিনী কাটাইতে লাগিল। ঈশ্বরবর্ম্মা বিলাসিনীর সঙ্গে যে কিরূপ সুখ, তাহা জানিয়া বিবাহ করিল এবং স্বগৃহে সর্ব্বদা সুখে বাস করিতে লাগিল। হে নরেন্দ্র! এই প্রকার ছলপূর্ণ রমণীহৃদয়ে সত্যকথার লেশমাত্রও কখনই থাকিতে পারে না, অতএব নিজ মঙ্গলাভিলাষী লোক স্বার্থসাধনাতৎপরা রমণীদিগের সহিত সর্ব্বদা সাবধানে সঙ্গত হইবে।

নরবাহনদত্ত মরুভূতির মুখে এই উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া অতি সন্তুষ্ট হইয়া গোমুখাদির সহিত বহির্গত হইলেন।

অষ্টপঞ্চাশত্তম তরঙ্গ

কুমুদিকার উপাখ্যান

মরুভূতি বেশ্যাদিগের অসদ্ভাবের উপাখ্যান বর্ণন করিলে বুদ্ধিমান্ গোমুখ কুমুদিকার কথা বলিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বকালে প্রতিষ্ঠাননগরে বিক্রমসিংহ নামে এক

নরপতি ছিলেন। তিনি সিংহের ন্যায় বিক্রান্ত থাকাতে তাঁহার বিক্রমসিংহ নাম অনুগতার্থ ছিল এবং তাঁহার শশিলেখা নাম্নী অতি সৌভাগ্যবতী মহিষী ছিলেন। একসময়ে পঞ্চাশজন অরাতি রাজা তাঁহার নগরে আসিয়া রাজধানী আক্রমণ করিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে মহাভট, বীরবাহু, সুবাহু, সুভট ও প্রতাপাদিত্য এই কয়েকজন রাজা মহাবল-পরাক্রান্ত বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। রাজমন্ত্রী ইহাদিগের সহিত সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা করিলে, রাজা বিক্রমসিংহ তাঁহাকে নিবারণ করিয়া যুদ্ধার্থ বহির্গত হইলেন। উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণের শস্ত্রপাত আরম্ভ হইলে বিক্রমসিংহ শৌর্য্যদর্পে গজারোহণে স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে শত্রুসৈন্য দমন করিতে দেখিয়া মহাভটাদি পাঁচজন রাজাই একেবারে আক্রমণ করিলেন এবং তাঁহাদিগের বহু সৈন্য ধাবিত হওয়াতে বিক্রমসিংহের সৈন্যসকল যুদ্ধে অতুল্য হইলেও যুদ্ধে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। রাজার পার্শ্বস্থ অনন্তগুণ নামক মন্ত্রী ইহা দেখিয়া তাঁহাকে বলিল, রাজন্! আমাদিগের সৈন্যগণ যখন যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়াছে, তখন সম্প্রতি কখনই আমাদিগের জয়ের আশা নাই, আপনি আমাদিগের কথা অগ্রাহ্য করিয়া এই বলবদ্বিগ্রহ আশ্রয় করিলেন। এখনও যদি মঙ্গলকামনা করেন, তাহা হইলে এই হস্তী হইতে অবতীর্ণ হইয়া ঘোটকারোহণে অন্য কোন রাজ্যে গিয়া এখন জীবনরক্ষা করা যাউক, জীবিত থাকিলে অন্য সময়ে শত্রুদিগকে জয় করা যাইতে পারিবে।

মন্ত্রীর কথা শুনিয়া রাজা হস্তী হইতে অবতীর্ণ ও অশ্বারূঢ় হইয়া মন্ত্রীর সহিত যুদ্ধক্ষেত্র হইতে নির্গত হইয়া প্রচ্ছন্নবেশে ক্রমে উজ্জয়িনীনগরে গমন করিলেন। সেখানে বিখ্যাত ধনশালিনী কুমুদিকা নাম্নী কোন বিলাসিনীর বাটীতে মন্ত্রীর সহিত প্রবেশ করিলেন। কুমুদিকা অকস্মাৎ তাঁহাদিগকে গৃহাগত দেখিয়া 'এ কোন্ মহাপুরুষ আমার গৃহে হঠাৎ উপস্থিত হইলেন' এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল। 'মহারাজদিগের দেহে যে-সকল লক্ষণ থাকে, সেই সকল চিহ্ন ইঁহার শরীরে দেখিতে পাইতেছি, ইনি যদি স্বীকৃত হন, তবে আমার অভীষ্টসিদ্ধি হয়' এইরূপ আলোচনাকরতঃ উত্থিত হইয়া স্বাগত-প্রশ্নানন্তর রাজাকে অভিনন্দিত করিয়া রাজার যথোচিত অতিথিসৎকার করিল। রাজা বিশ্রামলাভ করিলে কুমুদিকা বলিল, আমি আজ ধন্যা হইলাম; দেব স্বয়ং আসিয়া আমার গৃহ পবিত্র করাতে এত দিনের পর পূর্ব্বজন্মকৃত সুকৃতির ফললাভ করিলাম, আপনার এই অনুগ্রহে আপনার ক্রীতদাসী হইলাম। আমার যে একশত হস্তী, বিংশতি সহস্র অশ্ব ও রত্নে পরিপূর্ণ গৃহ আছে, তৎসমুদায়ই এক্ষণে আপনার অধীন হইল, আপনি ইচ্ছামত এইসকল বস্তু ব্যবহার করিতে পারিবেন। এই কথা বলিয়া কুমুদিকা রাজা ও মন্ত্রীকে স্নান-ভোজনাদি দ্বারা পরিচর্য্যা করিল। রাজা বিক্রমসিংহ রাজ্যনাশে অতি দুঃখিত হইয়াও কুমুদিকার সহিত সুখে অবস্থিতি করিতে এবং কুমুদিকার ধন ইচ্ছামত ভোগ ও যাচকদিগকে দান করিতে লাগিলেন। কুমুদিকা তাহাতে রাজার প্রতি অসন্তুষ্ট না হইয়া বরং সন্তুষ্ট হইল। ইহা দেখিয়া রাজা অতি সন্তুষ্ট হওয়াতে মন্ত্রী অনন্তগুণ একদিন নির্জ্জনে বলিল, প্রভো! বেশ্যাদিগের যে সদ্ভাব নাই, ইহা নিশ্চয় জানিবেন, তবে এই কুমুদিকা আপনার প্রতি কেন এত ভক্তি প্রকাশ করিতেছে, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। মন্ত্রীর এই কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন, মন্ত্রিন্! তুমি এমন কথা বলিও না; কুমুদিকা আমার নিমিত্ত জীবন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারে। তোমার যদি বিশ্বাস না হইয়া থাকে, তবে তোমার প্রত্যয় জন্মাইয়া দিতেছি। ইহা বলিয়া পীড়ার ছল করিয়া অল্পাহারে শরীর কৃশ, নিশ্চেষ্ট ও ক্রমে ভূমিলুণ্ঠিত করিলেন। তাঁহাকে মৃত জ্ঞান করিয়া শিবিকারোহণে শ্মশানে লইয়া গেলে কুমুদিকা শোকে ব্যাকুল হইয়া, বান্ধবগণ বিধিমতে নিবারণ করিলেও কাহারও নিবারণ না শুনিয়া রাজার সহিত চিতাধিরোহণ করিল। চিতাতে অগ্নিসংযোগ করিবার সময় কুমুদিকাকে অনুমৃতা হইতে দেখিয়া রাজা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বসিলেন। ভাগ্যে ইনি পুনর্জীবিত হইলেন, এই কথা বলিতে বলিতে সকলে প্রমুদিতচিত্তে কুমুদিকার সহিত রাজাকে বাটীতে আনিল। পরে নানা উৎসব করিলে রাজা প্রকৃতিস্থ হইয়া মন্ত্রীকে বলিলেন, ইহার কিরূপ অনুরাগ দেখিলে? তাহাতে মন্ত্রী বলিল, রাজন্! ইহাতেও আমার প্রত্যয় হইতেছে না, অবশ্য ইহার মধ্যে কোন গূঢ় কারণ থাকিতে পারে। এ পর্য্যন্ত যাহা দেখিলাম, তাহাতে এই কথা বলিতে পারি, যদি কুমুদিকার আচরণ সত্য হয়, তাহা হইলে ইহার সৈন্য ও মিত্রগণের সৈন্যবলে আমরা অনায়াসে শত্রুদিগকে বিনাশ করিতে পারিব। মন্ত্রী যখন রাজাকে এই সব কথা বলিতেছিল, সেই সময়ে একজন গুপ্তচর তথায় আসিল। তাহাকে রাজ্যের বিবরণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, দেব! বৈরিগণ আপনার রাজত্ব

আক্রমণ করিলে রাজমহিষী শশিলেখা মহারজের মিথ্যা বিপদবৃত্তান্ত শুনিয়া বহ্নিপ্রবেশপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। রাজা চরের মুখে এই নিদারুণ সমাচার শ্রবণে শোকাশনিহত হইয়া হা হা দেবি! কোথায় গেলে? ইহা বলিয়া বহু বিলাপ করিলেন। কুমুদিকা এই সমাচার অবগত হইয়া রাজার নিকট আগমনকরতঃ তাঁহাকে নানামতে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিতে লাগিল, দেব! পূর্ব্বেই কেন আমাকে এ কথা বলেন নাই? যাহা হউক, এক্ষণে আমার সৈন্য দ্বারা শত্রুদিগের নিগ্রহ করুন। রাজা কুমুদিকার কথা শুনিয়া তাহার ধনে অধিক সৈন্য সংগ্রহকরতঃ বলবান প্রতিপক্ষের সমীপে গমন করিলেন। রাজা বিক্রমসিংহ কুমুদিকার ও নিজের সংগৃহীত উভয় সেনাবলে সেই পাঁচজন শত্রুকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া পুনরায় স্বরাজ্য অধিকার করিলেন। তৎপরে রাজা স্বরাজ্যলাভে সন্তুষ্ট হইয়া কুমুদিকাকে বলিলেন, প্রিয়ে! আমি তোমার প্রতি যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে তোমার কি প্রিয় কার্য্য করিব, বল। কুমুদিকা বলিল, প্রভো! যদি আপনি আমার প্রতি প্রকৃত সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার চিরস্থিত একটি হৃদয়শল্য উদ্ধার করিয়া দিন। এই উজ্জয়িনীর রাজা অতি সামান্য অপরাধে আমার প্রিয়তমকে কারাবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহাকে কারা হইতে উদ্ধার করিয়া দিন। আপনাকে ভাবী কল্যাণময় ও রাজচিহ্নে অলঙ্কৃত দেখিয়া আপনার দ্বারা আমার কার্য্যোদ্ধার হইতে পারিবে, ইহা মনে করিয়া আমি আপনার সেবা করিয়াছি, আপনাকে মৃত দেখিয়া অভীষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা দূর হওয়াতে নিজের জীবনধারণ বিফল মনে করিয়া আপনার সহিত চিতায় আরোহণ করিয়াছিলাম। কুমুদিকা এই কথা বলিলে রাজা বলিলেন, আমি অবশ্যই তোমার মনোরথসিদ্ধি-বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিব। কুমুদিকাকে এই কথা বলিয়া মন্ত্রীর কথা স্মরণ করিয়া রাজা চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, মন্ত্রী অনন্তগুণ যাহা বলিয়াছিল, তাহা যথার্থ, বেশ্যাদিগের হৃদয়ে প্রকৃত সদ্ভাব থাকে না, আত্মকার্য্যোদ্ধারের নিমিত্ত বাহিরে সদ্ভাব দেখায়। যাহাই হউক, ইহার অভিলাষ অবশ্যই আমাকে পূরণ করিতে হইবে, এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজা সবলবাহনে উজ্জয়িনীতে গমন করিয়া শ্রীধরকে কারা হইতে উদ্ধারকরতঃ বিপুল ঐশ্বর্য্যদানে কুমুদিকাকে সুস্থ করিলেন। তৎপরে স্বনগরে আসিয়া উপযুক্ত মন্ত্রীর মন্ত্রণাবলে এবং নিজের উৎসাহে সমস্ত শত্রুপক্ষকে বশীভূত করিয়া সসাগরা-ধরা সুখে ভোগ করিতে লাগিলেন। এই নিমিত্ত বলিতেছি যে, বেশ্যাদিগের হৃদয় অগাধ ও অবিজ্ঞেয়।

গোমুখ এই কথা বলিয়া বিরত হইলে নরবাহনদত্তের সম্মুখে তপন্তক বলিল, দেব! সামান্যতঃ কোন স্ত্রীলোকের প্রতি বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে, বিশেষতঃ চপলাদিগের ত' কথাই নাই, এ বিষয়ে আমি স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছি, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

পূর্ব্বকালে এই নগরে বলবর্ম্মা নামে একজন বণিক ছিল। তাহার স্ত্রীর নাম চন্দ্রশ্রী। সে একসময়ে বাতায়ন হইতে শূলকর নামক অতি সুন্দর কোন বণিকপুত্রকে দেখিয়া কোন সহচরী দ্বারা তাহাকে তাহার গৃহে আনাইয়া অলক্ষিতভাবে অভিলাষমত বিহারাদি করিল। চন্দ্রশ্রী এইরূপে সেই বণিকযুবার সহিত প্রতিদিন রতিক্রীড়াসক্তা হওয়াতে কেবল তাহার স্বামী যে তাহাকে অসতী বলিয়া জানিতে পারিল, এমন নহে, বন্ধুবান্ধবগণও ক্রমে জানিতে পারিল। বলবর্ম্মা জানিতে পারিয়াও তাহাতে কিছুমাত্র বলিত না, কারণ, স্নেহান্ধ ব্যক্তিগণ প্রায়ই ভার্য্যার দুঃশীলতা দেখিতে পায় না।

একসময়ে বলবর্ম্মার অত্যন্ত দাহজ্বর উপস্থিত হইল, সেই জ্বরে বলবর্ম্মা অন্ত্যাবস্থা প্রাপ্ত হইল, ইহা দেখিয়া সেই চন্দ্রশ্রীর উপপতি পলায়ন করিল, কিন্তু চন্দ্রশ্রী স্বজন কর্ত্তৃক নিবারিতা হইয়াও কাহারও নিষেধ না মানিয়া পতিশোকে তাহার চিতাধিরোহণ করিল। দেখ, এদিকে চিরকাল উপপতি করিয়া কাল কাটাইল, কিন্তু পতিশোকে আত্মদেহ জলন্ত চিতায় আহুতি প্রদান করিল, এই জন্যই বলিতেছি যে, স্ত্রীহৃদয় অতি দুর্জ্ঞেয়।

তপন্তকের বর্ণিত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া হরিশিখ বলিল, আপনারা বুঝি দেবদাসের বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন নাই? শুনুন।

কোন গ্রামে দেবদাস নামে একজন গৃহস্থ এবং অনুগতার্থী দুঃশীলা নাম্নী তাহার ভার্য্যা ছিল। প্রতিবাসীরা তাহাকে অন্যপুরুষাসক্তা বলিয়া জানিত। দেবদাস কোন কার্য্যোপলক্ষে একদিন রাজবাটী গমন করিলে, সেই দুশ্চারিণী ভার্য্যা তাহাকে হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে তাহার উপপতিকে আনিয়া গৃহের উপরিতলে লুকাইয়া রাখিল। দেবদাস রাজবাটী হইতে আসিয়া

আহার করিয়া নিদ্রাগত হইলে, নিশীথসময়ে সেই লুক্কায়িত উপপতি দ্বারা তাহার জীবননাশ করিল এবং সেই উপপতিকে বাটী হইতে বিদায় করিয়া দিয়া রাত্রিশেষে গৃহ হইতে বহির্গত হওত 'আমার স্বামীকে দস্যুতে নষ্ট করিয়াছে' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। তাহার ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া সমাগত বন্ধুবান্ধব সেখানে আসিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, যদি দস্যুতে ইহাকে বিনাশ করিয়া থাকে, তবে কোন গৃহসামগ্রী হরণ করে নাই কেন? এই কথা বলিয়া নিকটস্থ তাহার বালক পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার পিতাকে কে বিনাশ করিল? সেই বালককে এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে সে স্পষ্ট বলিল, একজন পুরুষ দিনের বেলায় আসিয়া উপরতলে লুকাইয়া ছিল, অধিক রাত্রিতে তথা হইতে নামিয়া আমার সম্মুখেই পিতাকে বিনাশ করিলে, মা আমাকে লইয়া বাবার কাছে উপস্থিত হইলেন। বালক এই কথা বলিলে বান্ধবগণ দুঃশীলা উপপতি দ্বারা স্বামীকে বিনষ্ট করিয়াছে, ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া বহু অনুসন্ধানে সেই উপপতিকে ধরিয়া দেশ হইতে তাহাকে তাড়াইয়া দিল এবং সপুত্রা দুঃশীলাকে দূর করিল। তাই বলিতেছি, অন্যাসক্তা রমণী কালসর্পীর ন্যায় অনায়াসে নিজপতিকে সংহার করিতে কুণ্ঠিত হয় না।

হরিশিখ এই উপাখ্যান বর্ণন করিয়া নিবৃত্ত হইলে গোমুখ পুনরায় বলিলেন, দেব! অন্যের কথায় প্রয়োজন কি, অত্রত্য বৎসেশ্বরভৃত্য বজ্রসারের যে অতি হাস্যকর ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা শুনুন। মালবদেশোৎপন্না এক রমণী বজ্রসারের প্রাণাধিক প্রিয়তমা ভার্য্যা ছিল, একদিন তাহার শ্বশুর ও শ্যালক নিমন্ত্রণ করিবার জন্য মালবদেশ হইতে আগমন করিলে, বজ্রসার শ্বশুর ও শ্যালকের যথোচিত সৎকার করিয়া রাজার নিকট বিদায় গ্রহণকরতঃ ভার্য্যার সহিত মালবদেশে শ্বশুরালয়ে গমন করিয়া, একমাসমাত্র সেখানে থাকিয়া রাজসেবার্থ এখানে ফিরিয়া আসিল, কিন্তু ভার্য্যা বাপের বাড়ীতেই থাকিল।

কিছুদিন গত হইলে, ক্রোধন নামে বজ্রসারের একজন সুহৃৎ তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, সখে! ভার্য্যাকে পিতৃগৃহে রাখিয়া নিজের সংসারটা ছারখার করিলে; সেই পাপীয়সী সেখানে অন্য পুরুষকে আশ্রয় করিয়াছে, সেইস্থান হইতে আগত আমার একজন বিশ্বস্ত বন্ধুর মুখে শুনিলাম। তুমি ইহা মিথ্যা মনে না করিয়া ইহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক আর একটি বিবাহ কর।

ক্রোধন এই কথা বলিয়া চলিয়া গেলে বজ্রসার ক্ষণকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে থাকিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, বন্ধু যাহা বলিয়া গেল, ইহা সত্যই হইবে, নতুবা তাহাকে আনিতে লোক পাঠাইলে, সে তাহার সহিত আসিল না কেন? যাহাই হউক, একবার নিজেই আনিতে গিয়া দেখি, তাহাতেই বা কি হয়। ইহা স্থির করিয়া বজ্রসার মালবে গিয়া শ্বশুরের অনুমতিক্রমে সেই ভার্য্যাকে লইয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল, কিছুদূর আসিয়া অনুগামী লোকদিগকে বিদায় দিয়া ভার্য্যার সহিত সেই পথে এক গহন বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তাহাকে সেখানে উপবেশন করাইয়া বলিল, তুমি অন্যপুরুষে আসক্তা হইয়াছ, ইহা আমি কোন বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনিয়া তোমাকে লইয়া যাইবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিলাম, তাহাতে তুমি আসিলে না, এক্ষণে সত্যকথা বল, তাহা না হইলে তোমার নিগ্রহ করিব। স্বামীর কথা শুনিয়া সে বলিল, যদি তোমার তাহাই বিশ্বাস হইয়া থাকে, তবে আর আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? তোমার যাহা অভিরুচি হয়, তাহাই কর। বজ্রসার তাহার এইরূপ অবজ্ঞাসূচক উত্তর শ্রবণকরতঃ ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া লতা দ্বারা গাছে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া প্রহার করিতে লাগিল। যখন সে তাহার বস্ত্র কাড়িয়া লইল, তখন তাহাকে উলঙ্গ দেখিয়া মূর্খের মনে রমণেচ্ছা হওয়াতে বদ্ধাবস্থায় তাহাকে রমণ করিবার জন্য আলিঙ্গন করিলে, সে তাহাতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল না এবং বলিল, তুমি যেমন আমাকে লতা দ্বারা বন্ধন করিয়া তাড়না করিয়াছ, আমি যদি তোমাকে সেইরূপ তাড়না করিতে পাই, তাহা হইলে তোমাকে রতি দান করিব, তদন্যথায় কখনই দিব না। কামমোহিত বজ্রসার তাহাতে সম্মত হইল। কি আশ্চর্য্য! কন্দর্প বজ্রসারকে তৃণসার অপেক্ষাও অধম করিয়া ফেলিল। তৎপরে সে বৃক্ষের সহিত বজ্রসারের হস্তপদ দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া তাহার হস্তস্থিত অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক নাক-কান কাটিয়া ফেলিল এবং তাহার পরিধেয় বস্ত্র ও অস্ত্র গ্রহণ করিয়া পুরুষবেশে যথাভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিল। বজ্রসার নাক-কান হারাইয়া সেই অবস্থায় রহিল।

অনন্তর কোন বৈদ্য ওষধিসংগ্রহার্থ সেই স্থানে আসিয়া বজ্রসারকে তথাবিধ দেখিল। সেই

সাধুভিষক্ কৃপাপরতন্ত্র হইয়া বন্ধনমোচনপূর্ব্বক তাহাকে আপনার বাটীতে লইয়া গিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ করিয়া তাহার নিজের গৃহে রাখিয়া আসিল। তাহার পরে নানা স্থানে সেই পাপীয়সীর অনুসন্ধান করিয়াও কোথাও তাহাকে পাইল না এবং ক্রোধনের নিকট সমুদায় বর্ণন করাতে, ক্রোধন বৎসরাজের নিকট সেই সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। ক্রমে রাজকুলে বজ্রসারের সকল কথা প্রচারিত হইলে যাবতীয় লোক তাহাকে উপহাস করিতে থাকিলেও বজ্রসার হৃদয়কে বজ্রসার করিয়া এখানেই অবস্থিতি করিতেছে। দেব! ইহাতে স্ত্রীলোকদিগের প্রতি কিরূপে বিশ্বাস জন্মিতে পারে?

গোমুখ এই কথা বলিলে মরুভূতি বলিতে আরম্ভ করিল, দেব! স্ত্রীলোকদিগের মন যে সর্ব্বদা চঞ্চল, তাহার প্রমাণার্থ আমি একটি উপাখ্যান বলিতেছি, শুনুন।

পূর্ব্বকালে দাক্ষিণাত্যে সিংহবল নামে এক রাজা ছিলেন। মালবরাজকন্যা তাঁহার অতি প্রিয়তমা ভার্য্যা। তাঁহার নাম কল্যাণবতী। কোন সময়ে সেই রাজা বলবান্ প্রতিপক্ষ রাজগণ কর্ত্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট হওয়াতে সামান্য পরিচ্ছেদে আয়ুধমাত্র সহায়ে মহিষীর সহিত শ্বশুরভবনে প্রস্থান করিলেন। বনমধ্যে যাইতে যাইতে এক সিংহকে তাঁহাদিগের দিকে ধাবিত দেখিয়া খড়্গাঘাতে অবলীলাক্রমে তাহাকে তিন খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং তৎপরে গর্জ্জন করিতে করিতে এক বন্যহস্তীকে তাঁহাদিগের সম্মুখে আসিতে দেখিয়া তাহাকেও বিনাশ করিলেন। পরে কতকগুলা অরণ্যদস্যু আক্রমণ করিলে তাহাদিগকেও শমনসদনে প্রেরণ করিয়া মালবরাজ্যে প্রবেশপূর্ব্বক মহিষীকে বলিলেন, প্রিয়ে। পথের বৃত্তান্ত কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। মহিষীকে এইরূপ উপদেশ দিয়া তাঁহার সহিত শ্বশুরগৃহে প্রবেশ করিলেন। শ্বশুর জামাতাকে এইভাবে হঠাৎ আসিতে দেখিয়া আগমনকারণ জিজ্ঞাসা করিলে, রাজা নিজের সমুদায় বৃত্তান্ত শ্বশুরকে বলিলেন। মালবরাজ সম্ভ্রমের সহিত হস্তী, অশ্ব ও সৈন্য প্রদান করিলে ভার্য্যাকে পিতৃগৃহে রাখিয়া সিংহবল সসৈন্যে গজানীক নামক রাজার সমীপে গমন করিলেন।

রাজা প্রস্থান করিলে কিছুদিন গতে সেই রাজমহিষী বাতায়ন হইতে কোন পুরুষকে দৃষ্টিগোচর করায় সেই পুরুষ নিজসৌন্দর্য্যে তাঁহার মন হরণ করিল। মহিষী কন্দর্পাকৃষ্টচিত্তা হইয়া তৎক্ষণাৎ চিন্তা করিলেন, ইহা আমি নিশ্চয় জানি, আমার স্বামী অপেক্ষা রূপবান্ পুরুষ এ জগতে নাই, তথাপি এই পুরুষের প্রতি আমার মন ধাবিত হইতেছে। যাহাই হউক, আমি ইহাকে ত' ভজনা করি। মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া, অতি বিশ্বস্ত কোন সখীর নিকট আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন এবং তাহার সহিত যুক্তি করিয়া বাতায়নপথে রজ্জু ক্ষেপণকরতঃ তাহাকে অন্তঃপুরে আনয়ন করিলে, সেই পুরুষ সহসা তাঁহার পর্য্যঙ্কে বসিতে সাহসী না হইয়া পৃথগাসনে উপবেশন করিল। তাঁহার এইরূপ ব্যবহার দৃষ্টে রাজ্ঞী তাহাকে অতি নীচ লোক মনে করিয়া বিষাদ করিতেছেন, এমন সময়ে উপর হইতে একটা সর্প তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলে, সেই পুরুষ সর্প দেখিয়া সভয়ে ধনুর্ব্বাণ গ্রহণপূর্ব্বক শরাঘাতে সর্পকে বিনাশ করিয়া গবাক্ষমার্গে বহির্ভাগে ফেলিয়া দিয়া আহ্লাদে নৃত্য করিতে লাগিল। কল্যাণবতী একটা সামান্য সর্প মারিয়া তাহাকে নৃত্য করিতে দেখিয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া বলিতে লাগিলেন, আমাকে ধিক্ থাক, এই দুর্ব্বল পুরুষে কি হইবে? তাঁহাকে এইরূপ বিরক্ত দেখিয়া চিত্তজ্ঞা সখী গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সসম্ভ্রমে বলিল, দেবি! এ ব্যক্তি যদি তোমার অভিমত না হয়, তাহা হইলে যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথে আপনার বাড়ীতে চলিয়া যাউক। সখী এই কথা বলিলে সেই পুরুষ ভয়াকুল-চিত্তে বাতায়নপথে রজ্জু অবলম্বনকরতঃ ভূমিতে নামিয়া ত্বরায় স্বগৃহে গমন করিল।

সেই পুরুষ বাহির হইয়া গেলে কল্যাণবতী সখীকে বলিলেন, সখি! তুমি এই নীচব্যক্তিকে সত্বর বাহির করিয়া দিয়া অতি উত্তম কাজ করিয়াছ এবং আমার হৃদয়ের ভাব ঠিক বুঝিতে পারিয়াছ, আমার স্বামী সিংহ-ব্যাঘ্রাদি বিনাশ করিয়া লোকসমাজে প্রকাশ করিতে লজ্জাবোধে গোপন করিয়াছিলেন, আর এই নীচাশয় একটা সামান্য সর্পকে বিনাশ করিয়া আনন্দে নাচিতে লাগিল, বল দেখি, তাদৃশ বীরপুরুষকে পরিত্যাগ করিয়া কি প্রকারে এই সামান্য ব্যক্তির প্রতি রত হইতে পারি? অব্যবস্থিতচিত্তা আমাকে ধিক্ থাক, শুদ্ধ আমাকে কেন, স্ত্রীলোকমাত্রকেই ধিক্ থাক—যাহারা মক্ষিকার ন্যায় কর্পূর পরিত্যাগ করিয়া অপবিত্র বস্তুতে ধাবিত হয়।

এই প্রকার অনুতাপে সন্তপ্তচিত্তা কল্যাণবতী

অতিকষ্টে নিশাযাপনে স্বামীর প্রতীক্ষায় পিতৃগৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এদিকে রাজা সিংহবল গজানীকরাজার সাহায্যে বিপক্ষ নরপতিদিগকে সংহার করিয়া পুনরায় স্বরাজ্য অধিকারকরতঃ ভার্য্যাকে পিতৃগৃহ হইতে আনাইলেন এবং বহু ধনে শ্বশুরের পূজা করিলেন। সিংহবল এইরূপে রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া নিষ্কণ্টকে পৃথিবী পালন করিতে লাগিলেন। দেখুন, এ প্রকার বীর ভাগ্যবান্ সৎপতি পরিত্যাগ করিয়া যখন বিবেকিনী স্ত্রীলোকদিগের মনও চঞ্চল হইয়া যেখানে-সেখানে ধাবিত হয়, তখন অবশ্যই একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, বিশুদ্ধসত্ত্ব স্ত্রীলোক জগতে অতি দুর্লভ। নরবাহনদত্ত মরুভূতির বর্ণিত উপাখ্যান শুনিয়া সুখনিদ্রায় রজনী-যাপন করিলেন।

ঊনষষ্টিতম তরঙ্গ

শক্তিযশার উপাখ্যান

নরবাহনদত্ত প্রাতঃকালে নিত্যকর্ম্ম সমাপন করিয়া মন্ত্রিগণের সহিত উদ্যানবিহারে গমন করিলেন। উদ্যানে গিয়া প্রথমে আকাশের প্রভাসমূহ দর্শন এবং তৎপরে বহু বিদ্যা-বরাঙ্গনাকে গগন হইতে পতিত হইতে দেখিলেন। তাহাদিগের মধ্যে লোচনানন্দ-দায়িনী, প্রফুল্লপঙ্কজনয়না, হংসগামিনী, প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় সৌরভবিশিষ্টা, তরঙ্গের দর্পহারী ত্রিবলী-লতায় অলঙ্কতকটি, তারাগণের মধ্যে চন্দ্রকিরণের ন্যায় অতি মনোহর কিরণশালিনী, অধিক কি বলিব, কন্দর্পোদ্যানস্থ দীর্ঘিকাধিদেবতাসদৃশী একটি কন্যাকে দেখিলেন। সমুদ্র যেমন চন্দ্রদর্শনে ক্ষোভিত হয়, নরবাহনদত্ত কন্দর্পোদ্দীপনী সেই কন্যাকে দেখিয়া সেইরূপ ক্ষুব্ধ হইলেন এবং মনে মনে বলিতে লাগিলেন, আহা, বিধাতার সুন্দর নির্ম্মাণের কি বিচিত্রতা! এইরূপ আলোচনা করিয়া মন্ত্রিগণের সহিত তাহার নিকট গিয়া তাহাকে তাঁহার প্রতি বক্রভাবে সপ্রেম দৃষ্টি বিক্ষেপ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, শুভে! তুমি কে এবং কি নিমিত্তই বা এইখানে আগমন করিয়াছ?

নরবাহনদত্তের এই কথা শুনিয়া সেই কামিনী বলিল, আমি কে ও কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছি, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। :

হিমালয় পর্ব্বতে কাঞ্চনশৃঙ্গ নামে একটি সুবর্ণময়ী পুরী আছে, সেই পুরীতে স্ফটিকযশা নামে এক বিদ্যাধরপতি বাস করেন। তিনি অতি ধার্ম্মিক, দরিদ্র, অনাথ ও শরণাগত-প্রতিপালক। হেমপ্রভা নাম্নী তাঁহার এক মহিষী আছেন। আমি গৌরীর বরলব্ধা তাঁহাদিগের প্রাণাধিকা প্রিয়তমা কন্যা এবং পঞ্চভ্রাতার কনিষ্ঠা ভগিনী, আমার নাম শক্তিযশা। আমি মাতাপিতার অনুমতিক্রমে সখীগণের সহিত ব্রতাচরণ ও স্তোত্র পাঠকরতঃ গৌরীর পরিচর্য্যা করিয়া থাকি। একদিন সেই ভগবতী তুষ্টা হইয়া, আমাকে সমগ্র বিদ্যাদান করিয়া বলিলেন, পুত্রি! তোমার পিতা অপেক্ষা বিদ্যা এবং বলে দশগুণ নরবাহনদত্ত তোমার স্বামী হইবে। সেই নরবাহনদত্ত ভবিষ্যতে খেচরদিগের উপর আধিপত্য করিবে, এইরূপ বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। আমি তাঁহার প্রসাদে বিদ্যাবল লাভ করিয়া ক্রমে যৌবনকাল প্রাপ্ত হইয়াছি। আজ রাত্রিতে সেই দেবী আমাকে দর্শন দিয়া বলিলেন, পুত্রি! তুমি প্রাতঃকালেই গিয়া নিজ পতিকে দেখিতে পাইবে, তিনি এই উদ্যানে আসিবেন। তোমার পিতা একমাসের মধ্যে তোমাকে পাত্রস্থা করিবেন। এইরূপ বলিয়া দেবী তিরোহিতা হইলেন। আর্য্যপুত্র! তদনুসারে আজ তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি, তবে সংপ্রতি আমি চলিলাম, এই কথা বলিয়া সেই কন্যা সখীগণের সহিত আকাশপথে পিতার নিকট চলিয়া গেল। নরবাহনদত্তও সেই কন্যার বিরহে ক্ষুব্ধ হইয়া উদ্বিগ্নচিত্তে একমাসকে এক যুগের ন্যায় জ্ঞানকরতঃ অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে বিমনা দেখিয়া গোমুখ বলিলেন, দেব! একটি কথা শুনুন, তাহাতে আপনার চিত্তের উদ্বেগ দূর হইবে।

পূর্ব্বকালে কাঞ্চনপুরী নামে কোন একটি অতি-প্রসিদ্ধ নগরী ছিল, তাহাতে সুমনা নামে কোন এক রাজা বাস করিতেন। তিনি অতিদুর্গম বন ও ভূভাগের যাবতীয় শত্রুকে নিজবশে আনিয়াছিলেন। একদিন তিনি সভামণ্ডপে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে প্রতিহারী আসিয়া নিবেদন করিল, দেব! মুক্তালতা নাম্নী এক নিষাদপতির কন্যা বীরক্রম নামক ভ্রাতার সহিত পঞ্জরস্থ একটি শুকপক্ষী লইয়া দেবের দর্শনাভিলাষে দ্বারে উপস্থিত রহিয়াছে। রাজা প্রতিহারীর কথা শুনিয়া তাহাকে সভায় আনিতে অনুমতি প্রদান করিলে, সেই ভীলকন্যা প্রতিহারীর নির্দ্দেশমতে সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলে যাবতীয় সভাসদ তাহার অদ্ভুত রূপ দর্শনে মনে করিলেন, এ কন্যা কখনই মানুষী নহে, কোন দেবী হইবেন! সেই কন্যা রাজাকে প্রণাম করিয়া নিবেদন করিল, দেব!

শাস্ত্রগঞ্জ নামক এই শুককে চতুর্ব্বেদে অধিকারী অসাধারণ কবি এবং সমগ্রবিদ্যা ও কলাতে অতি-বিচক্ষণ দেখিয়া মহারাজেরই উপযুক্ত বিবেচনায় মহারাজকে দিবার নিমিত্ত এখানে আনিয়াছি, অনুগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন, এই কথা বলিয়া প্রতিহারী দ্বারা শুককে রাজার সম্মুখে পাঠাইয়া দিলে সেই শুক এই শ্লোকটি পাঠ করিল।

রাজন্! আপনার প্রধূমিত এই যে প্রচুর প্রতাপানলে পতিবিরহিণী শত্রুপত্নীগণের প্রবল নিশ্বাসবায়ুতে দশদিক সর্ব্বদা সন্দীপিত হইতেছে, ইহা যুক্তিযুক্ত বটে, কিন্তু তাহাদিগের উচ্ছলিত চক্ষুর জলে সেই অগ্নি নির্ব্বাপিত না হইয়া যে প্রচণ্ডরূপে প্রজ্বলিত হইতেছে, ইহাই অতি অদ্ভুত ব্যাপার বলিয়া জ্ঞান হয়। শুক এই শ্লোক পাঠ করিয়া পুনরায় বলিল, দেব! এক্ষণে কোন্ শাস্ত্র হইতে কোন্ বিষয় বলিব, আজ্ঞা করুন।

শুকের বাক্যে রাজা অতি বিস্মিত হইলে মন্ত্রী বলিল, প্রভো! আমার বোধ হইতেছে, কোন দেবর্ষি শাপভ্রষ্ট হইয়া শুকপক্ষী হইয়া জন্মিয়াছেন। মন্ত্রী এই কথা বলিলে, রাজা সেই শুককে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভদ্র! তোমার নিজবৃত্তান্ত বলিয়া আমার কৌতূহল নিবারণ কর, কোথায় তোমার জন্ম? তুমি শুকপক্ষী হইয়া কোথা হইতে শাস্ত্রশিক্ষা করিলে? এবং তুমি কে? শুক রাজার প্রশ্নে বাষ্পাকুলনেত্রে বলিল, দেব! আমার প্রকৃত পরিচয় অন্যের নিকট অবাচ্য হইলেও মহারাজের আজ্ঞা লঙ্ঘনে অসমর্থ হইয়া বলিতেছি। রাজন্! হিমালয়ের নিকটে বেদের ন্যায় দিগ্ব্যাপী ভুরিশাখাবিশিষ্ট দ্বিজাশ্রিত একটি বটবৃক্ষ আছে, এক শুকপক্ষী সেই বৃক্ষে বাসা নির্ম্মাণ করিয়া নিজ ভার্য্যা শুকীর সহিত বাস করিত। সেই শুকের ঔরসে শুকীর গর্ভে দুষ্কৃতিযোগে আমি জন্মগ্রহণ করি। আমি জন্মিবামাত্র আমার মাতা পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলেন। বৃদ্ধ পিতা পক্ষহীন হইয়াও অতি যত্নসহকারে আমাকে পোষণ করিতে লাগিলেন। বার্দ্ধক্যবশতঃ কোন স্থানে বিচরণ করিতে না পারাতে নিকটস্থ শুকদিগের ভুক্তাবশিষ্ট ফলাদি সংগ্রহকরতঃ আপনিও খাইতেন ও আমাকে খাওয়াইয়া অতিকষ্টে কালযাপন করিতেন।

এই সময়ে একদিন সহসা উদ্‌ভ্রান্ত চমরী ও বিত্রস্ত শ্বাপদমণ্ডলীতে সেই মহারণ্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ব্যাধগণ বিবিধ প্রাণিবধে প্রবৃত্ত হইয়া মৃগয়াভূমিতে কৃতান্তক্রীড়াকরতঃ মাংসভার লইয়া চলিয়া গেলে, একজন বৃদ্ধ শবর সেদিন কোন মাংসলাভ করিতে না পারায় সায়ংকালে ক্ষুধায় কাতর হইয়া আমাদিগের আশ্রয়বৃক্ষে আরোহণ করিয়া তত্রত্য শুক ও অন্যান্য পক্ষীদিগকে নীড় হইতে টানিয়া বাহির করিয়া সংহার-করতঃ মাটীতে ফেলিয়া দিতে লাগিল। সেই যমদূতের সহোদরসদৃশ ব্যাধকে আমাদিগের বাসার দিকে আসিতে দেখিয়া আমি ভয়ে আস্তে আস্তে পিতার পক্ষমধ্যে লুকাইলে, সেই পাতকী আমাদিগের কুলায়ের নিকট আসিয়া পিতাকে বাহির করিয়া ঘাড় ভাঙ্গিয়া বৃক্ষমূলে ফেলিয়া দিল। আমিও পিতার সহিত বৃক্ষমূলে পতিত হইয়া পিতার পক্ষপুট হইতে নির্গত হইলাম এবং সভয়ান্তঃকরণে আস্তে আস্তে কতকগুলি শুষ্ক পত্রমধ্যে লুকাইয়া থাকিলাম। পরে সেই ব্যাধ বৃক্ষ হইতে নামিয়া কতকগুলি পক্ষী অগ্নিতে পোড়াইয়া ভক্ষণ করিল এবং অবশিষ্টগুলিকে লইয়া আপনার পল্লীতে গমন করিল। ব্যাধ চলিয়া গেলে কতকাংশে বীতভয় হইয়া দুঃখদীর্ঘা সেই নিশা অতিকষ্টে অতিবাহিত করিয়া প্রাতঃকালে জগতের চক্ষুস্বরূপ সূর্য্যদেব উদিত হইলে, পক্ষোদ্ভেদ না হওয়াতে ধরাপৃষ্ঠে বারংবার স্খলিত হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলাম। তৃষ্ণায় কাতর হইয়া নিকটবর্ত্তী কোন একটি পদ্মসরোবরের তীরে উপস্থিত হইয়া সম্মুখে সৈকতোপরি উপবিষ্ট, কৃতস্নান, সাক্ষাৎ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যস্বরূপ মরীচি নামক মুনিকে দেখিতে পাইলাম। তিনিও আমাকে দেখিয়া তৃষ্ণাতুর বিবেচনায় আমার মুখে জলবিন্দু দিয়া একটি পাতার ঠোঙা করিয়া কৃপা প্রকাশপূর্ব্বক আমাকে আপন আশ্রমে আনয়ন করিলে, কুলপতি পৌলস্ত্য আমাকে দেখিয়া হাস্য করিয়া উঠিলেন। অপরাপর মুনিগণ তাঁহার হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সেই দিব্যদৃষ্টি ঋষি বলিলেন, অগ্রে আহ্নিকক্রিয়া সমাপন করিয়া শাপগ্রস্ত এই শুকশিশুর সকল কথা বলিব। সেই সকল কথা শুনিলে, এই শুকশিশু আপনার জাতিস্মরত্ব প্রাপ্ত হইবে। পৌলস্ত্যঋষি এই কথা বলিয়া আহ্নিক করিতে গেলেন।

অনন্তর সেই মহর্ষি আহ্নিক করিয়া উপবিষ্ট হইলে, অন্যান্য ঋষিগণ কর্ত্তৃক পূর্ব্ববৎ অভ্যর্থিত হইয়া মৎসম্বন্ধীয় কথা এইরূপ বর্ণন করিলেন। পূর্ব্বকালে রত্নপুরনগরে জ্যোতিষ্প্রভ নামে এক নরপতি ছিলেন, তিনি নিজ বাহুবলে আসমুদ্র পৃথিবী শাসন করিতেন। তাঁহার হর্ষবতী নাম্নী মহিষীতে তীব্র তপস্যায় সন্তুষ্ট ভগবান্ গৌরীপতির বরপ্রভাবে এক পুত্র জন্মে। মহিষী হর্ষবতী একদিন স্বপ্নে

দেখিয়াছিলেন, চন্দ্র তাঁহার মুখমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন, তন্নিমিত্ত রাজা পুত্রের নাম রাখিলেন সোমপ্রভ। অমৃতোপম রাজপুত্র নিজগুণে প্রজাবর্গের নয়নোৎসব বিস্তারকরতঃ সোমের ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। পরে রাজা জ্যোতিষ্প্রভ শূর, রাজ্যভারবহনক্ষম ও প্রজাগণের অতি প্রিয় পুত্রকে যৌবনে পদার্পণ করিতে দেখিয়া যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন এবং প্রভাকর নামক মন্ত্রীর সদ্গুণসম্পন্ন প্রিয়ঙ্কর নামক পুত্রকে পুত্রের মন্ত্রিত্বপদে অভিষিক্ত করিলেন।

এই সময়ে দেবরাজসারথি মাতলি স্বর্গ হইতে একটি দিব্য অশ্ব লইয়া পৃথ্বীতলে অবতীর্ণ হইয়া সোমপ্রভকে বলিলেন, রাজন্! আপনি ইন্দ্রের সখা বিদ্যাধর, এখানে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তজ্জন্য দেবরাজ পূর্ব্ব-স্নেহবশতঃ উচ্চৈঃশ্রবার পুত্র এই আশুশ্রবা নামক অশ্বটি আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। আপনি এই অশ্বে আরোহণ করিলে শত্রুদিগের অজেয় হইবেন, এই কথা বলিয়া সোমপ্রভকে সেই বাজিরত্নটি প্রদানপূর্ব্বক সোমপ্রভ কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন। সোমপ্রভ সেই দিবসটি উৎসবে কাটাইয়া পরদিবস পিতার নিকট গিয়া বলিলেন, তাত! অজিগীষুতা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে, আমাকে দিগ্‌বিজয়ার্থ অনুমতি প্রদান করুন। রাজা তাহাতে সম্মত হইয়া দিগ্‌বিজয়যাত্রার আয়োজন করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। সমুদায় আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে সোমপ্রভ পিতাকে প্রণাম করিয়া শুভক্ষণে সসৈন্যে ইন্দ্রপ্রদত্ত অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক দিগ্‌বিজয়ে যাত্রা করিলেন। সেই অশ্বরত্নের সাহায্যে তিনি দুর্জ্জয়বিক্রম হইয়া সকল দেশের অধীশ্বরদিগকে পরাজয়করতঃ প্রভূত ধনরত্ন সংগ্রহ করিলেন। তিনি নিজের ধনুকের ন্যায় শত্রুদিগের মস্তক নত করাইয়াছিলেন। পরে তাঁহার ধনু উন্নত হইলেও শত্রুশির আর উন্নত হয় নাই।

সোমপ্রভ সমুদায় পৃথিবীজয়ে কৃতার্থ হইয়া হিমালয়ের নিকটবর্ত্তী পথে অরণ্যমধ্যে মৃগয়ায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং সেই স্থানে দৈবাৎ রত্নখচিত এক কিন্নরকে দেখিয়া তাহাকে ধরিবার জন্য সেই ইন্দ্রদত্ত অশ্বোরোহণে তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। ক্রমে সেই কিন্নর একটা গিরিগুহামধ্যে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হইল। সোমপ্রভ সেই অশ্ব কর্ত্তৃক বহুদূরে আনীত হইয়াছিলেন। ক্রমে তীক্ষ্ণতেজা সবিতা সন্ধ্যাসমাগম আকাঙ্ক্ষায় পশ্চিমদিকে গমন করিলে রাজপুত্র পরিশ্রান্ত হইয়া অতিকষ্টে চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া একটা প্রকাণ্ড সরোবর দেখিলেন এবং তাহার তীরে নিশাযাপন মানসে ইন্দ্রাশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক অশ্বকে তৃণ ও জল দিয়া আপনি কিছু ফলাহার ও জলপানকরতঃ কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিলে অকস্মাৎ কোথা হইতে আগত গীতধ্বনি শুনিতে পাইয়া তদনুসারে কিয়দ্দূর যাইয়া দেখিলেন, অনতিদূরে এক শিবলিঙ্গের সম্মুখে উপবিষ্টা হইয়া কোন দিব্যকন্যা গান করিতেছেন। এই অদ্ভুত রূপবতী কে, ইহা ভাবিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলে সেই কন্যা অতি সুন্দরাকৃতি রাজপুত্রকে দেখিয়া অতিথিসৎকার করিয়া বলিলেন, ভদ্র! তুমি কে এবং কেনই বা এই দুর্গম ভূমিতে আসিয়াছ? রাজপুত্র সেই কথোত্তরে স্ববৃত্তান্ত বলিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভদ্রে! বল, তুমি কে, কি নিমিত্তই বা এই নিবিড় বনে একাকিনী রহিয়াছ এবং তোমার বাড়ী কোথায়? রাজপুত্র এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন, মহাভাগ! যদি আমার পরিচয় জানিতে তোমার কৌতুক জন্মিয়া থাকে, সমুদায় বলিতেছি, শুন। সেই কন্যা এই কথা বলিয়া বাষ্পপূর্ণমুখী হওত বলিতে আরম্ভ করিলেন।

হিমালয় পর্ব্বতের নিম্নদেশে কাঞ্চনপুর নামে এক নগর আছে, সেই নগরে পদ্মকূট নামে বিদ্যাধররাজা রাজত্ব করেন। সেই রাজার হেমপ্রভা মহিষীর গর্ভে আমার জন্ম, নাম মনোরথপ্রভা। প্রতিদিন সখীদিগের সহিত নানা আশ্রম, দ্বীপ কুলপর্ব্বত, বন ও উপবন বিহার করিয়া বেলা তৃতীয় প্রহরে পিতার আহারসময়ে বাটী গমন করি। একদিন এই সরোবরতীরে বিহার করিতে করিতে সবয়স্য এক মুনিকুমারকে দেখিতে পাই। তাঁহার রূপশোভায় আকৃষ্টচিত্ত হইয়া অতি নিকটে গেলাম। তিনিও সাভিলাষ দৃষ্টিপাতে আমার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিলেন। আমি সেই স্থানে উপবেশন করিলে আমার সখী উভয়ের মনোগতভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহার বয়স্যকে জিজ্ঞাসা করিল, মহাভাগ! যদি কোন আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে বলুন, এই মহাপুরুষ কে? সখীর কথায় তিনি বলিলেন, ভদ্রে! ইহার অনতিদূরবর্ত্তী আশ্রমপদে দীধিতি নামে এক অতি প্রসিদ্ধ মুনি বাস করেন। সেই ব্রহ্মচারী কোন সময়ে এই সরোবরে স্নান করিতে আসেন, দৈবাৎ সেই সময়ে কমলা দেবী এখানে আসিয়া সেই ঋষিকে দেখিয়া শরীরে অপ্রাপ্য

বিবেচনাকরতঃ মনে মনে তাঁহাকে কামনা করাতে তৎক্ষণাৎ একটি পুত্র প্রাপ্ত হইয়া ঋষিকে বলিলেন, ঋষে! তোমার দর্শনে আমার এই এক মানসপুত্র উৎপন্ন হইয়াছে, তুমি ইহাকে গ্রহণ কর। এই কথা বলিয়া পুত্রটি ঋষিকে দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। মুনিবর অনায়াসে পুত্রলাভ করিয়া প্রহৃষ্টান্তঃকরণে সেই পুত্রের নাম রাখিলেন—রশ্মিমান্। স্নেহপ্রযুক্তক্রমে সেই পুত্রকে পরিবর্দ্ধিত করিয়া তাহার উপনয়ন দিলেন এবং বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী করিলেন। ইনিই সেই মুনিকুমার রশ্মিমান্, আমার সহিত বিহার করিতে এখানে আসিয়াছেন। বয়স্য এইরূপে মুনিকুমারের পরিচয় দিয়া আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় আমার সখী মদুক্ত নাম ও বংশের সহিত সমুদায় বৃত্তান্ত বলিল। পরস্পরের বংশপরিচয়ে সেই মুনিকুমার ও আমি উভয়ে উভয়ের প্রতি অনুরক্ত হইলাম। সেই সময়ে আমার আর একজন সখী তথায় আসিয়া বলিল, 'মুগ্ধে! উঠ, তোমার পিতার আহারের সময় উপস্থিত হইয়াছে, তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।' ইহা শুনিয়া আমি 'শীঘ্রই আসিব' এই কথা বলিয়া তাঁহাকে সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতে কহিয়া সভয়চিত্তে পিতার নিকট গমন করিলাম। সেখানে যাহা কিছু আহার করিয়া যেমন আমি বাটী হইতে বহির্গত হইয়াছি, অমনি আমার সেই প্রথম সখী আসিয়া আস্তে আস্তে বলিল, "সখি! সেই মুনিপুত্রের সখা এখানে আসিয়া প্রাঙ্গণদ্বারে অবস্থিতি করিতেছেন এবং বলিলেন, রশ্মিমান্ এখনই ব্যোমগমনবিদ্যা আমাকে দিয়া মনোরথপ্রভার নিকট পাঠাইয়াছেন এবং বলিয়া দিয়াছেন, সেই প্রাণেশ্বরী মনোরথপ্রভা ব্যতিরেকে দুরাত্মা কন্দর্প আমার এমন দশা করিয়াছে যে, ক্ষণকাল জীবনধারণে সমর্থ হইব না।" আমি এই কথা শুনিয়া সখী ও অগ্রগামী সেই মুনিকুমার বয়স্যের সহিত বাটী হইতে নির্গত হইয়া দ্রুতপদসঞ্চারে এই স্থানে আসিয়া দেখিলাম, সেই মুনিপুত্র আমার বিরহে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তৎপরে আমি যখন তদ্বিরহে কাতর হইয়া আপনিই আপনাকে নিন্দা করিতে করিতে তাঁহার কলেবর অঙ্কে ধারণকরতঃ অগ্নিপ্রবেশের ইচ্ছা করিলাম, সেই সময়ে অন্তরীক্ষ হইতে অতিতেজঃপুঞ্জাকৃতি এক পুরুষ অবতীর্ণ হইয়া সেই মৃতশরীর লইয়া পুনরায় গগনপথে চলিয়া গেলেন। পরে আমি যখন একাকিনীই অগ্নিতে পুড়িতে উদ্যত হইলাম, তখন আকাশ হইতে দৈববাণী হইল, 'মনোরথপ্রভে! তুমি এই দুঃসাহসিক কার্য্য হইতে বিরত হও, সময়ে এই মুনিকুমারের সহিত তোমার পুনর্মিলন হইবে।' সেই দৈববাণী অনুসারে মরণাধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হইয়া তাঁহার সহিত পুনর্মিলন প্রতীক্ষায় এই স্থানেই শঙ্করার্চ্চনাতৎপর হইয়া বহুদিবস অবস্থিতি করিতেছি। সেই মুনিপুত্রের সুহৃৎ যে কোথায় গেলেন, তাহাও জানিতে পারিলাম না।

সোমপ্রভ এই সকল কথা শুনিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সম্প্রতি তুমি ত' এখানে একাকিনী রহিয়াছ, তোমার সে সখী কোথায় গেল? রাজপুত্রের এই কথা শুনিয়া সেই বিদ্যাধরকন্যা প্রত্যুত্তর করিলেন, 'রাজপুত্র! সিংহবিক্রম নামক বিদ্যাধরপতির মকরন্দিকা নাম্নী যে অনন্যসাধারণ রূপবতী এক কন্যা আছে, সে আমার প্রাণসমা সখী, আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া, সমুদায় বৃত্তান্ত জানিবার অভিপ্রায়ে তাহার নিজের সহচরীকে পাঠাইয়াছিল, আমিও তাহার কুশল জানিবার নিমিত্ত আমার সখীকে তাহার নিকট পাঠাইয়াছি, সেইজন্যই আমি এক্ষণে একাকিনী রহিয়াছি। মনোরথপ্রভা সোমপ্রভকে এই কথা বলিতেছেন, এমন সময়ে গগনতল হইতে স্বসখীকে নামিতে দেখিয়া রাজপুত্রকে দেখাইলেন। সখী মনোরথপ্রভার কাছে মকরন্দিকার কুশল সমাচার বলিয়া সোমপ্রভের জন্য পর্ণশয্যা প্রস্তুত করিয়া তাঁহার অশ্বকে কতকগুলি ঘাস খাইতে দিল। তাঁহারা সকলে নিশা কাটাইয়া প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়াই আকাশ হইতে অবতীর্ণ এক বিদ্যাধরকে দেখিতে পাইলেন। দেবজয় নামক সেই বিদ্যাধর সকলকে প্রণাম করিয়া মনোরথপ্রভাকে বলিল, মনোরথপ্রভে! রাজা সিংহবিক্রম তোমাকে এই কথা বলিয়া পাঠাইয়াছেন, যে পর্য্যন্ত তোমার বিবাহ না হইবে, তাবৎকাল তোমার সখী আমার কন্যা মকরন্দিকা তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে না, অতএব তুমি একবার এখানে আসিয়া এরূপভাবে প্রবোধ দাও, যাহাতে সে বিবাহ করে। এই কথা শুনিয়া সখীস্নেহে সেই বিদ্যাধরদুহিতা মকরন্দিকাকে প্রবোধ দিবার জন্য মনোরথপ্রভাকে বিদ্যাধরনগরে গন্তুকামা দেখিয়া সোমপ্রভ বলিলেন, অনঘে! আমি যদিও সামান্য মানব, তথাপি বিদ্যাধরলোক দেখিতে আমার অতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছে, যদি ইহাতে বিশেষ কোন দোষ না থাকে, তবে আমাকে তথায় লইয়া চল, অশ্ব এখানে থাকুক। মনোরথপ্রভা

তাহাতে স্বীকৃত হইয়া নিজসখী ও দেবজয়োৎসর্গাপিত সোমপ্রভকে সঙ্গে লইয়া বিদ্যাধরলোকে গমন করিলেন। সেখানে গমন করিলে মকরন্দিকা তাঁহাদিগের সৎকার করিয়া মনোরথপ্রভাকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি কে?" মনোরথপ্রভা সোমপ্রভের সমুদায় পরিচয় প্রদান করিলে, মন্দরন্দিকা তৎক্ষণাৎ সোমপ্রভ কর্ত্তৃক অপহৃতচিত্তা হইলেন। সোমপ্রভও সেই লক্ষ্মীস্বরূপিণী রূপবতী কামিনীকে দেখিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, জগতে এমন সুকৃতী কে আছে, যে ব্যক্তি ইঁহার পাণিগ্রহণ করিবে। ক্রমে আলাপ আরম্ভ হইলে মনোরথপ্রভা মকরন্দিকাকে বলিলেন, সখি! তুমি কি কারণে বিবাহে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছ? মকরন্দিকা বলিলেন, তোমার বিবাহ না হইলে আমি কিরূপে বিবাহ করিতে পারি? তুমি আমার এই শরীর অপেক্ষাও অধিকতর প্রিয়া। মকরন্দিকা এইরূপ সপ্রণয় বাক্য বলিলে মনোরথপ্রভা বলিলেন, মুগ্ধে! আমি ত' বিবাহ করিয়াছি, আমার দুর্ভাগ্যহেতু স্বামী লোকান্তরে নীত হইয়াছেন এবং দৈববাক্যে আশ্বাসিত হইয়া তৎপ্রতীক্ষায় জীবনধারণ করিয়া রহিয়াছি। তুমি এক্ষণে কি কারণে বিবাহ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছ? মনোরথপ্রভা ইহা বলিলে মকরন্দিকা বলিল, সখি! তুমি যখন এত জেদ করিতেছ, তখন অবশ্যই তোমার কথা রক্ষা করিব। মনোরথপ্রভা মকরন্দিকার মনের ভাব কতক বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, সখি! এই সোমপ্রভ সমুদায় পৃথিবী জয় করিয়া তোমার অতিথি হইয়াছেন। সুন্দরি! ইঁহার উপযুক্ত আতিথ্য করা তোমার কর্ত্তব্য। এই কথার উত্তরে মকরন্দিকা বলিলেন, সখি! দেখিবামাত্র আমার যাহা কিছু ধন আছে, তৎসমুদায়, এমন কি, এই শরীর পর্য্যন্ত ইঁহাকে উপহার দিয়াছি, এক্ষণে যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই গ্রহণ করিতে পারেন। মনোরথপ্রভ মকরন্দিকার অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া তাঁহার পিতার নিকট সমুদায় নিবেদন করিয়া তাঁহাদিগের বিবাহ স্থির করিলেন। ইহাতে সোমপ্রভ ধৈর্য্যাবলম্বনকরতঃ সন্তুষ্টচিত্তে মনোরথপ্রভাকে বলিলেন, সাধ্বি! এক্ষণে তোমার আশ্রমে আমার যাওয়া উচিত, যেহেতু আমার মন্ত্রী ও সৈন্যগণ ঘোটকের পদচিহ্নানুসারে সেখানে আসিতে পারে; আমাকে দেখিতে না পাইলে অত্যহিত আশঙ্কা করিয়া পরাঙ্মুখ হইবে। সেইজন্য বলিতেছি, এক্ষণে আমি তথায় গিয়া সৈন্যগণের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পুনরায় এখানে আসিয়া মকরন্দিকার পাণিগ্রহণ করিব। মনোরথপ্রভা রাজকুমারের কথা যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া আপনার আশ্রমে আনিলেন। তাঁহারা আশ্রমে উপস্থিত হইলে সোমপ্রভের মন্ত্রী প্রিয়ঙ্কর অশ্বপদবী লক্ষ্য করিয়া সসৈন্যে তথায় আগমন করিলেন। সোমপ্রভ মন্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে আপনার সমুদায় বৃত্তান্ত বলিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার পিতার এক পত্র লইয়া একজন দূত আসিয়া পত্রখানি তাঁহাকে দিল; তিনি পত্রপাঠে জানিলেন যে, পিতা শীঘ্র প্রত্যাবৃত্ত হইতে আদেশ করিয়াছেন।

পিতার সেই আদেশে সোমপ্রভ মন্ত্রী ও সৈন্যগণের সহিত সত্বর স্বনগরে গমন করিলেন। যাইবার সময় 'আমি পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শীঘ্রই আসিব,' দেবজয় ও মনোরথপ্রভাকে এই কথা বলিলেন। অনন্তর দেবজয় বিদ্যাধরনগরে গিয়া মকরন্দিকাকে সমুদায় বৃত্তান্ত জানাইল, তাহাতে তিনি বিরহে অতি কাতর হইলেন। মকরন্দিকা প্রমোদোদ্যানে সখীগণের সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণে প্রীতিলাভ করিতে পারিলেন না, পক্ষীদিগের সুশ্রাব্য মনোহরধ্বনি শ্রবণে মন দিলেন না, অধিক কি, বেশভূষাতে মনোযোগ করিলেন না। মাতাপিতার প্রযত্নেও ধৈর্য্যধারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। ক্রমে পদ্মপত্রের শয্যা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় ভ্রমণকরতঃ মাতাপিতার উদ্বেগকারিণী হইলেন। মাতাপিতা বিশেষরূপে আশ্বাস প্রদান করিলেও যখন তিনি তাঁহাদিগের কথায় কর্ণ প্রদান করিলেন না, তখন তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ দিলেন যে, তুই লক্ষ্মীছাড়া নিষাদদেশে কিছুদিন এই শরীরেই স্বজাতিস্মৃতিবর্জ্জিত হইয়া বাস করিবি। মকরন্দিকা মাতাপিতা কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ নিষাদসদনে গমন করিয়া আপনাকে নিষাদকন্যা বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন। সিংহবিক্রমকন্যা শোকানুতাপে শূকর ও তাঁহার ভার্য্যা বন্যশূকরী হইলেন। সেই হেতু এই শুক তপোবলে পূর্ব্বাধীত সমুদায় শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়াছে। তজ্জন্য ইঁহার বিচিত্র কর্ম্মগত দেখিয়া আমি হাসিয়াছিলাম। এই শুক রাজসভায় এই কথা বলিয়া মুক্ত হইল। সোমপ্রভ ইঁহার সুতা নিষাদত্বপ্রাপ্তা মকরন্দিকাকে শূকর জন্মে প্রাপ্ত হইবে। মনোরথপ্রভাও সম্প্রতি রাজবংশে জাত সেই মুনিকুমার রশ্মিমানকে সেই সময়ে লাভ করিবে।

সোমপ্রভ পিতাকে দেখিয়া আপন প্রিয়াপ্রাপ্তি

কামনায় এক্ষণে মহাদেবের আরাধনা করিতেছেন। যিনি কৃপা করিয়া আমাকে আশ্রমে আনয়ন করেন, সেই মরীচি মুনি আমাকে সেখানে লইয়া গিয়া সমুদয় বর্ণন করিলেন। ক্রমে পক্ষোদ্ভেদ হইলে আমি পক্ষিত্বসুলভ চাপল্যবশতঃ ইতস্ততঃ ভ্রমণ ও বিদ্যাবত্তা প্রদর্শন করিতে করিতে নিষাদহস্তে পতিত এবং তোমার নিকটে আনীত হইয়াছি। ইদানীং আমার পক্ষে যোনিজ দুষ্কৃত খণ্ডিত হইল। সেই বিদ্বান্ শুক রাজসভায় এই কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইলে সেই সুমনোমহীপতি প্রমোদতরঙ্গিত ও বিস্মিতান্তরাত্মা হইলেন।

এই সময়ে ভগবান্ উমাপতি সন্তুষ্ট হইয়া সেই সোমপ্রভকে স্বপ্নে আদেশ করিলেন, রাজন্! উঠ, সুমনোমহীপতির সকাশে যাও, সেইখানে তোমার অভিলষিত কন্যা প্রাপ্ত হইবে। সেই মকরন্দিকা পিতৃশাপে নিষাদী হইয়া মুক্তালতা নামে বিখ্যাত হইয়াছে, সে এক্ষণে শুকত্বপ্রাপ্ত আপনার পিতাকে লইয়া সুমনোমহীপালের নিকটে গিয়াছে। সেই স্থানে তোমাকে দেখিলে শাপমুক্ত হইয়া আপনার বৈদ্যাধরী জাতি স্মরণ করিতে পারিবে। পরস্পরের দর্শনে তোমাদিগের দুইজনেরই হর্ষদায়ক সমাগম হইবে। শূলপাণি সেই ভূপতি সোমপ্রভকে এই প্রকার আদেশ করিয়া সেই মনোরথপ্রভাব প্রতি কৃপাপরতন্ত্র হইয়া রাত্রিকালে তাহাকে আদেশ করিলেন, ভদ্রে! তুমি রশ্মিমান্ নামক যে মুনিকুমারকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলে সেই মুনিকুমার সম্প্রতি সুমনা নামক রাজা হইয়াছেন। তুমি সেই স্থলে গমন কর, তোমাকে দেখিবামাত্র তিনি জাতিস্মরত্ব লাভ করিবেন। সোমপ্রভ ও মনোরথপ্রভা প্রভু কর্তৃক স্বপ্নে এইরূপ আদিষ্ট হইয়া, সেই সুমনা রাজার সভায় আগমন করিলেন। সেই নিষাদী মকরন্দিকা সোমপ্রভকে সভাগত দেখিয়া জাতিস্মরত্ব ও স্বীয় দিব্য কলেবর প্রাপ্ত ও শাপমুক্ত হইয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিলেন, সোমপ্রভও গিরিজাপতির অনুগ্রহে সেই বিদ্যাধররাজকন্যাকে স্বীকৃত দিব্য ভোগলক্ষ্মীর ন্যায় গাঢ় আলিঙ্গনকরতঃ কৃতার্থ হইলেন। সেই সুমনা রাজা মনোরথপ্রভাকে দেখিবামাত্র জাতিস্মরত্ব লাভ করিয়া আকাশচ্যুত পূর্ব্বতনুতে প্রবিষ্ট হইয়া সহসা মুনিপুত্র রশ্মিমান্ হইলেন এবং কান্তার সহিত সঙ্গত হইয়া তাঁহাকে লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। শুকও পক্ষিযোনি পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় তপস্যার্জ্জিত বৈদ্যাধরী জাতি প্রাপ্ত হইলেন। এই প্রকারে দেহান্তরেও দেহীদিগের সমাগম হইয়া থাকে। নরবাহনদত্ত মন্ত্রী গোমুখের মুখে এই বিচিত্র উপাখ্যান শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

ষষ্টিতম তরঙ্গ

শূরবর্ম্মার উপাখ্যান

অনন্তর সচিবাগ্রণী গোমুখ বিদ্যাধরীযুগলের কথা বলিয়া পুনরায় নরবাহনদত্তকে বলিলেন, দেব! লোকত্রয়ের হিতৈষী সাধারণ বুদ্ধিমানেরাও কামাদির আবেগ সহ্য করিতে সমর্থ হয় না। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি উপাখ্যান বলিতেছি। কুলধর রাজার শূরবর্ম্মা নামে সদ্বংশজাত অতি পৌরুষান্বিত একজন সেবক ছিল। সে কোন সময়ে সংগ্রাম হইতে প্রত্যাগত ও নিঃশঙ্কভাবে গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া স্বীয় ভার্য্যাকে আপনার একজন মিত্রের সহিত সঙ্গত দেখিয়াও ধৈর্য্যাবলম্বনে ক্রোধকে সংযমিত করিয়া ভাবিতে লাগিল, এই মিত্রদ্রোহী পশুকে নিহত বা এই পাপিষ্ঠা দুশ্চারিণী ভার্য্যাকে নিগ্রহ করিয়া কি করিব, আমিই বা এই পাপভাগী জীবন লইয়া কি করি? এইরূপ আলোচনা করিয়া তাহাদিগের দুইজনকেই পরিত্যাগ করিয়া বলিল, দেখ, তোমাদের উভয়ের মধ্যে যে আমার নয়নগোচর হইবে, তাহাকেই বিনাশ করিব, অতএব তোমরা আমার দৃষ্টিপথে আসিও না। শূরবর্ম্মা এই কথা বলিলে তাহারা উভয়ে একযোগে কোন দূরদেশে চলিয়া গেল। শূরবর্ম্মা পুনরায় দারান্তর পরিগ্রহ করিয়া সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। দেব! এইপ্রকার জিতক্রোধ ব্যক্তি কখনই দুঃখভাগী হয় না এবং বুদ্ধিমান্ লোক কখন বিপদে পতিত হয় না। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, পশুপক্ষীদিগেরও প্রজ্ঞা যেরূপ মঙ্গলোৎপাদন করে, পরাক্রমে তাহা হইতে পারে না, ইহার প্রমাণার্থ সিংহবৃষাদির কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

কোন নগরে একজন ধনবান্ বণিকপুত্র ছিল। কোন সময়ে সে বাণিজ্যার্থ মথুরাপুরীতে যাইবার সময় গাড়ীর যোয়াল ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে তাহার সঞ্জীবক নামক ভারবাহী বলদ গিরিনির্ঝরের কর্দ্দমে পড়িয়া চূর্ণিতাঙ্গ হইল। বণিকপুত্র তাহাকে অভিঘাতে নিশ্চেষ্ট দেখিয়া পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। সঞ্জীবক দৈবানুকূল্যে আশ্বস্ত হইয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া কোমল শষ্প ভক্ষণকরতঃ ক্রমে প্রকৃতিস্থ

হইয়া যমুনাতীরে যাইয়া হরিদ্বর্ণ নূতন তৃণদল খাইয়া স্বচ্ছন্দচিত্ত ও অতি বলবান্ হইল এবং স্বচ্ছন্দে চতুর্দ্দিক বিচরণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

এই সময়ে পিঙ্গনক নামক এক সিংহ বিক্রমে বন অধিকার করিয়া তথায় বাস করিত। সেই সিংহের দুইটি শৃগাল মন্ত্রী ছিল, তাহাদের একজনের নাম দমনক ও একজনের নাম করটক। সেই সিংহ একদিন পিপাসার্ত্ত হইয়া যমুনাতটে আসিয়া দূর হইতে সঞ্জীবক ককুদ্মানের গভীর নাদ শুনিতে পাইল। সিংহ চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনিত সেই অশ্রুতপূর্ব্ব শব্দ শুনিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, কোন্ প্রাণীর ঈদৃশ ধ্বনি! নিশ্চয় এখানে কোন মহাবল-পরাক্রান্ত জন্তু আছে, আমাকে দেখিবামাত্র বিনাশ করিবে অথবা এই বন হইতে দূর করিয়া দিবে। সিংহ ইহা মনে করিয়া জলপান না করিয়াই সে স্থান হইতে বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া অতি ভীত হইয়াই অনুচরদিগের নিকট আকার গোপনকরতঃ অবস্থিত হইল।

অনন্তর প্রাজ্ঞ মন্ত্রী দমনক নামক জম্বুক দ্বিতীয় মন্ত্রী করটককে বলিল, সখে! আমাদিগের রাজা পিপাসার্ত্ত হইয়া জল খাইতে গেলেন, কিন্তু জল না খাইয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিলেন কেন বল দেখি? ভদ্র! ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। করকট বলিল, ভাই! আমাদিগের এ ব্যাপারে চঞ্চল হওয়া উচিত নহে, তুমি কি কিলোৎপাটী বানরের বৃত্তান্ত শুন নাই? কোন নগরে এক বণিক দেবালয় প্রস্তুত করিবার জন্য অনেক কাষ্ঠসঞ্চয় করিয়াছিল, কর্ম্মকারেরা করাতে কতকগুলি কাষ্ঠের কিয়দংশ চিরিয়া তন্মধ্যে কীলক স্থাপনপূর্ব্বক আহারার্থ গৃহে গমন করিলে, একটা বানর আসিয়া স্বভাবসিদ্ধ চাপল্যবশতঃ কীলকনিহিত স্থানে উপবিষ্ট হইয়া খণ্ডিত কাষ্ঠখণ্ডদ্বয়ের মধ্যে লাঙ্গুল নিক্ষিপ্ত করিয়া দুই হাতে সেই কীলক ধরিয়া টানাটানি করিয়া অনর্থক সেই কীলক উৎপাটিত করিল, অমনি খণ্ডিত কাষ্ঠাংশদ্বয় জোরে একত্র হওয়াতে লাঙ্গুলে বিষম আঘাত লাগাতে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। এই নিমিত্ত বলিতেছি, যাহার যে কর্ম্ম নহে, সে সেই কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইলে কার্য্যোদ্ধার করিতে না পারিয়া নিজে প্রাণ হারায়। মৃগরাজের অভিপ্রায় জানিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ধীর দমনক করটকের কথা শুনিয়া বলিল, বিজ্ঞ ব্যক্তির প্রভুর অন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক পরিচর্য্যা করা কর্ত্তব্য, কেবল স্বোদর পূরণ কে না করিয়া থাকে? করটক বলিল, স্বেচ্ছায় প্রভুর অন্তরে প্রবেশ করা, সেবকের ধর্ম্ম নহে। করটক এ প্রকার বলিলে, দমনক বলিল, এমন কথা বলিও না; সকলেই আত্মানুরূপ ফল বাঞ্ছা করিয়া থাকে। কুকুর অস্থিখণ্ডেই তুষ্ট হয়, কিন্তু কেশরী হস্তীর প্রতি ধাবিত হইয়া থাকে। করটক বলিল, যদি এরূপ করিলে স্বামী ক্রুদ্ধ হন, তাহা হইলে বিশেষ ফল কোথায়? প্রভুরা প্রায়ই অতি কর্কশস্বভাব, বধির, হিংস্রজন্তুপরিবৃত পর্ব্বতের ন্যায় দুরাসদ ও বিষম হইয়া থাকেন। দমনক বলিল, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা সত্য বটে, তথাপি বুদ্ধিমানেরা শনৈঃ শনৈঃ প্রভুর অন্তরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। আচ্ছা, তাহাই কর। করটক এই কথা বলিলে দমনক সিংহের নিকটে গমন করিয়া তাহাকে প্রণতিপূর্ব্বক সবিনয়ে বলিল, প্রভো! আমি চিরদিনই আপনার হিতকারী ভৃত্য, সর্ব্বদাই আপনার হিতাভিলাষ করিয়া থাকি, হিতকারক পরও গ্রহণীয়, কিন্তু অহিতকারী স্বজনও অতি হেয়। তাহার সাক্ষী দেখুন, হিতকারী মার্জ্জার লোকে অন্য স্থান হইতে মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া পুষিয়া থাকে, কিন্তু অহিতকর মূষিক গৃহজাত হইলেও তাহাকে মারিয়া ফেলে। উন্নতিপ্রার্থী ব্যক্তির হিতৈষী ভৃত্যের কথা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য এবং তাহাদিগকে প্রভু কোন বিষয়ে আদেশ না করিলে প্রভুর হিত করা তাহাদিগের অবশ্য করণীয়। দেব! যদি আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন, ক্রুদ্ধ না হন, কোন বিষয় গোপন না করেন ও উদ্বিগ্ন না হন, তাহা হইলে আমি আপনাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করি। দমনক এই কথা বলিলে পিঙ্গনক প্রত্যুত্তর করিল, ভদ্র! তুমি আমার বিশ্বাসপাত্র ও ভক্ত, যাহা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, তাহা নিঃশঙ্কচিত্তে জিজ্ঞাসা করিতে পার। দমনক কহিল, দেব! আপনি তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া যমুনায় জলপান করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু জলপান না করিয়া ফিরিয়া আসিলেন, ইহার কারণ কি? পিঙ্গনক দমনকের কথা শুনিয়া চিন্তা করিল, আজ দেখিতেছি, ইহার নিকট লজ্জিত হইতে হইল, যাহাই হউক, ভক্তের নিকট কোন বিষয় গোপন করা কর্ত্তব্য নহে, মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া বলিল, তোমার নিকট আমার কোন বিষয় গোপনীয় নাই, আমি জলপানার্থ যাইতেছি, এমন সময়ে এক অশ্রুতপূর্ব্ব গভীর শব্দ শুনিতে পাইলাম, জানি না, আমা অপেক্ষা কোন্ বলবান্ প্রাণীর শব্দ অথবা বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি; সেই শব্দ শুনিয়া অবধি কি শরীর, কি বন, কিছুই আমার প্রীতিকর হইতেছে না, তাই মনে করিতেছি, এই বন পরিত্যাগ করিয়া বনান্তরে যাই।

সিংহ এই কথা বলিলে দমনক বলিল, দেব! আপনি শূর হইয়া এ বন পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন কেন? প্রবল জলবেগে সেতু, কুপরামর্শীর কথায় স্নেহ ও অরক্ষণে মন্ত্র নষ্ট হয়; শব্দমাত্র শ্রবণে আপনার ন্যায় জ্ঞানী ও বলবান্ ব্যক্তির কাতর হওয়া উচিত নহে; অনেক যন্ত্রে যে অতি ভয়ঙ্কর ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তাই বলিয়া কি সেই ধ্বনি শুনিয়া ভীত হইতে হইবে? ইহার যথার্থ তত্ত্ব না জানিয়া ভীত হওয়া উচিত নহে। মেরী গোমায়ুর কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

পূর্ব্বে কোন বনে এক শৃগাল বাস করিত। সে একদিন ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে যুদ্ধস্থল হইতে আগত এক গম্ভীর শব্দ শুনিয়া ভীত হইয়া সে স্থান হইতে স্থানান্তরে গেল। পথে যাইতে যাইতে অদৃষ্টপূর্ব্ব একটা ঢাক পড়িয়া রহিয়াছে দেখিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল, এ প্রকার কোন প্রাণী আছে কি, যে এই শব্দ করিতে পারে? এইরূপ চিন্তা করিয়া তাহার নিকটে গমন করিয়া যখন জানিতে পারিল, এটা প্রাণী নহে, নিস্পন্দ জড়পদার্থ, প্রবল বায়ুচালিত একটা শবের আঘাত চর্ম্মে লাগাতে তাহা হইতে সেই ভীষণ ধ্বনি উৎপন্ন হইতেছে, তখন তাহার অন্তঃকরণ হইতে ভয় দূর হইল। তাই বলিতেছি, দেব! শব্দমাত্রে ভবাদৃশ ব্যক্তির কি ভীত হওয়া উচিত? যদি আদেশ করেন, তাহা হইলে আমি সমুদায় বৃত্তান্ত জানিতে গমন করি। পিঙ্গনক বলিল, যদি শক্ত হও, তবে যাও। দমনক তদনুসারে যমুনাতটে গমন করিয়া দেখিল, একটা প্রকাণ্ড বৃষ তৃণভোজন ও মধ্যে মধ্যে শব্দ করিতেছে। পরে তাহার নিকট গিয়া পরিচয়করতঃ সিংহের নিকট আসিয়া সমুদায় কথা বলিলে সিংহ বলিল, যদি সেই মহাবৃষভকে দেখিয়া তাহার সহিত আলাপ-পরিচয় করিয়া আসিয়া থাক, তবে তাহাকে এখানে আনয়ন কর, আমি দেখিব, সে কি প্রকার। পিঙ্গনক এই কথা বলিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে দমনককে সেই বৃষভের সমীপে পাঠাইয়া দিল। দমনক বৃষভের নিকট গমন-করতঃ বলিল, ভদ্র! এস, আমাদিগের স্বামী মৃগরাজ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে ডাকিয়াছেন। বৃষভ সিংহের ভয়ে তাহার নিকট যাইতে অস্বীকৃত হইলে দমনক অভয় দিয়া সঞ্জীবককে সিংহের নিকট লইয়া গেল। সঞ্জীবক তথায় গিয়া সিংহকে প্রণতি-পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলে সিংহ তাহাকে আদর করিয়া বলিল, ভদ্র সঞ্জীবক! তুমি এই স্থানেই আমার কাছে অকুতোভয়ে অবস্থিতি কর। বৃষভ তদনুসারে তথায় থাকাতে সিংহ তাহার প্রতি এতদূর প্রসন্ন হইল যে, অন্যান্য পশুদিগের উপর আর তাদৃশ অনুরাগ থাকিল না, দিবানিশি সেই বৃষের সহিত কালযাপন করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া দমনক করটককে নির্জ্জনে বলিল, দেখ, স্বামী সঞ্জীবক কর্ত্তৃক হৃতচিত্ত হইয়া আমাদিগকে গ্রাহ্য করেন না, সমুদায় আমিষ একাকীই ভক্ষণ করেন, আমাদিগকে কিছুমাত্র দেন না। বৃষভ মূঢ়বুদ্ধি প্রভুকে যেরূপ শিক্ষা দিতেছে, তিনি তদ্রূপই করিতেছেন, ইহাতে তাহাদিগের উভয়ের কিছুমাত্র দোষ নাই, সকল দোষ আমারই, যেহেতু আমিই সেই বৃষকে এখানে আনিয়াছি। যাহা হউক, এক্ষণে এরূপ একটা উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, যাহাতে অচিরকালমধ্যে সেই বৃষভ বিনষ্ট হয়, প্রভুও আমাদিগকে দোষী বলিয়া জানিতে না পারেন। করটক বলিল, সখে! তুমিই অসাধ্যসাধনে নিপুণ, যাহা হয় কর। দমনক বলিল, যদি আমার কিছুমাত্র বুদ্ধিমত্তা থাকে, তাহা হইলে অনায়াসেই এ কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিব। বক-বিনাশক মকরের কথা বলিতেছি, শুন।

পূর্ব্বে মৎস্যে পরিপূর্ণ কোন এক সরোবরে একটি বক থাকিত, তাহাকে দেখিবামাত্র মৎস্যসকল দূরে পলায়ন করিত, প্রত্যুত তীরাভিমুখে আসিত না, তাহাতে বকের আহার বন্ধ হওয়ায়, সে মৎস্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিল, ওহে মৎস্যগণ! আমি শুনিয়াছি, একজন জেলে শীঘ্র এই পুষ্করিণীতে মাছ ধরিতে আসিবে, তাহাতে তোমাদিগের বংশলোপ হইবে, যদি আমার কথায় বিশ্বাস কর, তবে শুন। কোন নির্জ্জন স্থানে এমন একটি সরোবর আছে, ধীবরেরা যাহার সন্ধান জানে না, সেই সরোবরে গিয়া যদি বাস করিতে পার, কোন ভয় থাকিবে না। তোমরা যদি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমি এক-একটিকে পৃষ্ঠে করিয়া সেখানে রাখিয়া আসিতে পারি। সেই ধূর্ত্ত বকের এই কথা শুনিয়া মূর্খ মৎস্যগণ তাহাতে স্বীকৃত হইলে বক তাহাদিগের এক-একটি পৃষ্ঠে করিয়া কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিল। বককে প্রতিদিন ভীত মৎস্যদিগকে এইরূপে লইয়া যাইতে দেখিয়া সেই সরোবরস্থ এক মকর বককে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি মৎস্যদিগকে কোথায় লইয়া যাও? বক মৎস্যদিগকে যাহা বলিয়া ভুলাইয়াছিল, তাহাই বলিল। মকর সেই কথা শুনিয়া ক্রোধ প্রকাশকরতঃ বলিল, আমাকেও সেখানে লইয়া চল। বক তাহার কথানুসারে তাহাকে লইয়া গিয়া এক শিলাতলে

রাখিয়া ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলে, মকর তাহার শিরশ্চেদন করিয়া যমসদনে প্রেরণ করিল, পরে সেই সরোবরে ফিরিয়া আসিয়া মৎস্যগণকে সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিল। মৎস্যেরাও সেই প্রাণদাতা মকরকে অভিনন্দন করিল। সেইজন্যই বলিতেছি যে, প্রজ্ঞাই প্রাণীদিগের প্রধান বল, প্রজ্ঞাহীন ব্যক্তির বল কোন কার্য্যকারক নহে। এ বিষয়ে সিংহনাশকের উপাখ্যান শুনিলে বুঝিতে পারিবে যে, প্রজ্ঞাই প্রকৃত বল।

কোন বনে এক মহাবল-পরাক্রান্ত সিংহ বাস করিত। সে যে প্রাণীকে সম্মুখে দেখিত, তাহাকেই বিনাশ করিত, তাহাতে অন্যান্য জন্তুগণ অতি ভীত হইয়া সিংহের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, প্রভো! একটিমাত্র পশু আহার করিলেই আপনার উদর পূর্ণ হইতে পারে, অকারণ প্রতিদিন এত অধিক পশু হনন করিবার প্রয়োজন কি? ইহাতে আপনারই স্বার্থের হানি হইতেছে, অতএব নিবেদন এই যে, আমরা প্রতিদিন আপনার আহারার্থ এক-একটি পশু এখানে পাঠাইয়া দিব, তাহাতে আপনাকে আর পরিশ্রম করিতে হইবে না এবং আমাদিগের বংশ বজায় থাকিবে। সিংহ পশুদিগের কথায় সম্মত হইল এবং তাহারাও প্রতিদিন এক-একটি পশু পাঠাইতে লাগিল।

ক্রমে এক শশকের পালা উপস্থিত হইলে পশুগণ তাহাকে সিংহের আহারার্থ প্রেরণ করিল। সেই বুদ্ধিমান্ খরগোস পথে যাইতে যাইতে চিন্তা করিতে লাগিল, এই উপস্থিত মৃত্যুমুখ হইতে কি উপায়ে জীবনরক্ষা হয়, ইহা আলোচনা করিয়া ধীরে ধীরে সিংহের আহারসময় উত্তীর্ণ হইলে তাহার নিকট উপস্থিত হইল। সিংহ তাহাকে আসিতে দেখিয়া বলিল, অরে! তুই কি কারণে আমার আহারবেলা অতিক্রম করিয়া আসিলি? অরে শঠ! তোর প্রাণবধের অধিক কোন দণ্ড থাকিলে আমি তাহাই করিতাম। শশক সিংহের এই কথা শুনিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, দেব! ইহাতে আমার কিছুমাত্র দোষ নাই, আমি বয়স্যগণের সহিত আসিতেছি, এমন সময়ে পথিমধ্যে আর এক সিংহ আমাদিগকে ধরিয়া অনেকক্ষণের পর ছাড়িয়া দিল। সিংহ এই কথা শুনিয়া ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া মাটিতে লাঙ্গুল আছাড়িয়া বলিল, কে সে দ্বিতীয় সিংহ, শীঘ্র আমাকে দেখাইয়া দে। শশক বলিল, প্রভো! আমার সঙ্গে আসুন, আমি তাহাকে দেখাইয়া দিতেছি। এই কথা বলিয়া শশক সিংহকে সঙ্গে লইয়া যাইবার সময় পথের মধ্যে একটা কূপ দেখাইয়া সিংহকে বলিল, এই গুহামধ্যে সেই দ্বিতীয় সিংহ রহিয়াছে, দেখিবেন আসুন। সিংহ তৎকথানুসারে কূপে দৃষ্টিপাতমাত্র নিজ প্রতিবিম্ব দর্শনে দ্বিতীয় সিংহ বোধে গর্জ্জনকরতঃ আপনার নাদের প্রতিধ্বনি শুনিয়া সকোপে সেই কূপে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিল। শশক আপনার প্রজ্ঞাবলে সমুদায় পশুকে সেই আপদ হইতে মুক্ত করিয়া সেই বিবরণ তাহাদিগের নিকট বর্ণনকরতঃ সকলকে আনন্দিত করিল। তাই বলিতেছি, প্রজ্ঞাই পরম বল, পরাক্রম কোন কাজের নহে। দেখ, প্রজ্ঞাপ্রভাবে একটা অতি ক্ষুদ্র শশক মহাবল-পরাক্রান্ত সিংহকে অনায়াসেই বিনাশ করিল। আমিও একমাত্র প্রজ্ঞাবলেই আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ করিব। দমনকের কথা শুনিয়া করটক চুপ করিয়া রহিল। কিছুদিন পরে দমনককে সিংহের সমীপে অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সিংহ তাহার অন্যমনস্কতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে কৃতাঞ্জলিপুটে গোপনে বলিতে লাগিল, দেব! যখন আমি জানিতে পারিয়াছি, তখন কখনই চুপ করিয়া থাকা কর্ত্তব্য নহে, এই নিমিত্তই আপনাকে বলিতেছি, যে ব্যক্তি স্বামীর হিতেচ্ছু হইবে, তাহাকে জিজ্ঞাসা না করিলেও সকল কথা তাহার বলা উচিত, এই নীতিশাস্ত্রের অনুগত হইয়াই আমি জিজ্ঞাসিত না হইয়াও আপনাকে বলিতেছি যে, এই যে সঞ্জীবক বৃষ, যাঁহাকে আপনি অতি যত্নে প্রতিপালন করিতেছেন, সে আপনাকে বিনাশ করিয়া আপনার রাজত্ব অধিকার করিতে ইচ্ছা করিতেছে, এই মন্ত্রী আপনাকে অতি ভীরু বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছে। দেখুন, আপনাকে নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে নিজের অস্ত্র শৃঙ্গদ্বয় কাঁপাইতেছে। এ ব্যক্তি প্রতিদিনই অন্যান্য প্রাণীদিগকে এই বলিয়া সাহস দেয় যে, আমি রাজা হইলে তোমরা নির্ভয়চিত্তে জীবিত থাকিতে পারিবে, যেহেতু আমি তৃণভোজী কখনই জীবহিংসা করি না। আমি এই দুর্ম্মদ, মাংসভোজী সিংহকে শীঘ্রই বিনাশ করিতেছি। এইরূপ ও অন্য নানা কথা বলিয়া সকলকে আশ্বাসিত করিতেছে। এক্ষণে বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখুন, এ জীবিত থাকিলে আপনার মঙ্গল হইবে কি না। পিঙ্গলক দমনকের কথা শুনিয়া বলিল, এই তৃণভোজী দুর্ব্বল বলীবর্দ্দ আমার কি করিতে পারিবে? এ আমার শরণাগত, বিশেষতঃ পূর্ব্বে অভয় প্রদান করিয়াছি, এক্ষণে কি বলিয়া বিনাশ করিব? দমনক

বলিল, প্রভো! এরূপ আদেশ করিবেন না, কাহার স্তুতি করা রাজাদিগের কর্ত্তব্য নহে। আরও বলিতেছি, চঞ্চলা লক্ষ্মী যখন তুল্যবল দুই ব্যক্তিতে পদার্পণ করেন, তখন কখনই দুই স্থানে স্থির থাকিতে পারেন না, একজনকে পরিত্যাগ ও অপর ব্যক্তিকে আশ্রয় করেন। যে প্রভু হিতকারীকে পরিত্যাগ করিয়া অহিতকারীর সেবা করেন, সেই প্রভুকে বৈদ্য যেমন দুষ্ট রোগীকে পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য; যেখানে পরিণামে হিতজনক বাক্যের বক্তা ও শ্রোতা থাকে, লক্ষ্মী সেইখানে পদার্পণ করেন। যে ব্যক্তি সৎলোকের কথা না শুনিয়া, প্রত্যুত অসৎলোকের মন্ত্রণা গ্রহণ করে, সে ব্যক্তিকে নিশ্চয়ই অচিরকালমধ্যে বিপদগ্রস্ত হইয়া অনুতাপ করিতে হয়। দেব! এই বৃষে আপনার কিসের স্নেহ? আর আপনার উপর ইহারই বা কি স্নেহ? অপকারীকে অভয়দান কি? শরণাগততাই বা কি? অধিক কি বলিব, সর্ব্বদা আপনার পার্শ্ববর্ত্তী বৃষভের মূত্রপুরীষে কীট জন্মাইতেছে, সেই সকল কীট মত্তমাতঙ্গের দন্তাঘাতে ক্ষতবিক্ষত আপনার শরীরে পীড়া দিতেছে, সেই হেতু ইহার বধসাধনই যুক্তিতঃ মঙ্গলজনক ভিন্ন অমঙ্গলদায়ক নহে। পণ্ডিত ব্যক্তি যদি দুর্জ্জনের প্রতিক্রিয়া না করেন, তাহা হইলে সে ক্রমশঃ অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে। ইহার প্রমাণার্থ একটি উপাখ্যান বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

কোন রাজার শয্যাতে কোথা হইতে একটা মন্দবিসর্পিণী নাম্নী উকুণ আসিয়া অলক্ষিতভাবে বাস করিত; পরে টিট্টিভ নামে একটা ডাঁস বাতাসে উড়িয়া আসিয়া সেই শয্যাতে প্রবেশ করিলে, উকুণ তাহাকে দেখিয়া বলিল, তুমি কি কারণে আমার নিবাসে আসিলে? তবে আমি অন্যত্র গমন করি, তুমি এখানে থাক। মন্দবিসর্পিণীর এই কথা শুনিয়া, টিট্টিভ বলিল, ভদ্রে! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমি কখন রাজশোণিত পান করি নাই, আজ তাহা পান করিয়া কৃতার্থ হইব; আমাকে এখানে থাকিতে দাও। উকুণ তাহার অনুরোধে স্থান দিয়া সন্ধ্যার সময় বলিল সখে! তুমি যদি এখানে থাকিতে অভিলাষ কর, তাহা হইলে থাক; কিন্তু রাজার অঙ্গে অসময়ে দংশন করিও না, তিনি নিদ্রিত হইলে লঘু দংশন করিও। টিট্টিভ তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া সেখানে থাকিল। রাত্রিতে রাজা শয্যাগত হইবামাত্র এমন দংশন করিল যে, জ্বালায় অস্থির হইয়া উঠিয়া রাজা বলিলেন, আমাকে কিসে কামড়াইল? সেই শঠ ডাঁস রাজাকে দংশন করিয়াই পলায়ন করিলে, রাজভৃত্যেরা শয্যা অন্বেষণ করিতে করিতে সেই উকুণকে দেখিতে পাইয়া মারিয়া ফেলিল। এইরূপে টিট্টিভ-সংসর্গে নিরপরাধ উকুণ প্রাণে মরিল। তন্নিমিত্তই বলিতেছি যে, সঞ্জীবকের সঙ্গ আপনার মঙ্গলের নিমিত্ত নহে। যদি আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, দেখিবেন, শূল-সদৃশ শৃঙ্গের দর্পে সে সর্ব্বদা মস্তক সঞ্চালন করিতে থাকে।

দমনকের কথায় সিংহের চিত্ত বিকৃত হইলে সে সঞ্জীবককে বধ্য বলিয়া মনে করিল।

দমনক সিংহের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তখনই অতি বিষণ্ণভাবে সঞ্জীবকের সমীপে উপস্থিত হইল। সঞ্জীবক দমনকের বিষণ্ণভাব দেখিয়া বলিল, সখে! তোমাকে আজ এরূপ দেখিতেছি কেন? শরীরের কুশল তং?

সঞ্জীবকের কথা শুনিয়া দমনক বলিল, মিত্র! আমাদিগের ন্যায় লোকের কুশল কিরূপে হইতে পারে? কোন্ ব্যক্তিই বা সর্ব্বদা রাজাদিগের প্রিয় থাকিতে পারে? কোন্ যাচক না লঘুতা প্রাপ্ত হয়? কোন্ ব্যক্তিই বা কালের হাত এড়াইতে পারে? দমনক এই সকল কথা বলিতে থাকিলে সঞ্জীবক তাহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, বয়স্য! আজ তোমাকে উদ্বিগ্নের ন্যায় দেখিতেছি কেন। দমনক বলিল, আমার উদ্বেগের কারণ অন্যের নিকট অবক্তব্য হইলেও তোমাকে অতি ভালবাসিয়া থাকি বলিয়াই বলিতেছি, শুন। মূর্খ সিংহ নিরপেক্ষ হইয়া তোমাকে মারিয়া খাইতে ইচ্ছা করিয়াছে। ইহার হিংস্রভাব মনে করিয়াই এত উদ্বিগ্ন হইয়াছি। সঞ্জীবক দমনকের এতাদৃশ বাক্যবিন্যাসে তাহার মিথ্যাকথাকে সত্য মনে করিয়া বিষণ্ণভাবে বলিল, ক্ষুদ্র সেবক ও ক্ষুদ্রমনা প্রভুকে ধিক থাক, তাহারা কোন বিষয় বিচার না করিয়া সহসা শত্রুতা করে, এই বিষয়ক একটি উপাখ্যান বলিতেছি শুন।

মদোৎকট নামে এক সিংহ ছিল; দ্বীপী, বায়স ও শৃগাল এই তিনটি অনুচর সর্ব্বদা তাহার সঙ্গে থাকিত। সেই সিংহ একদিন বনমধ্যে যূথভ্রষ্ট একটা উষ্ট্রকে দেখিয়া 'এ কোন্ প্রাণী', সবিস্ময়ে এই কথা বলিলে, নানাস্থানদর্শী কাক বলিল, ইহাদিগকে উষ্ট্র বলে। সিংহ কৌতুকবশতঃ সেই উষ্ট্রকে অভয় দিয়া আনাইয়া অনুচরকরতঃ আপনার নিকটে রাখিয়া দিল। কোন সময়ে বন্যহস্তীর সহিত যুদ্ধ হওয়ায়

তাহার দারুণ দন্তাঘাতে মদোৎকটের শরীরে এমনই ব্যথা জন্মিয়াছিল যে, তাহাতে সামর্থ্যহীন হইয়া শিকার করিতে না পারায় অনুচরগণের সহিত উপবাসে দিন কাটাইতে লাগিল। পরে সিংহ ক্ষুধায় অতি কাতর হইয়া নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াও কোন প্রাণীকে প্রাপ্ত না হইয়া অনুচরদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য? তাহারা বলিল, প্রভো! আমরা বলি কি উষ্ট্রের সহিত আপনার কিসের মিত্রতা? এ তৃণভোজী, আমরা মাংসাহারী, সুতরাং উষ্ট্র আপনার ভক্ষ্যমধ্যে গণ্য হইতে পারে? পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, বহুজনের জন্য একের বিনাশ কখনই দোষাবহ হয় না। যদি বলেন, অগ্রে ইহাকে অভয়দান করিয়া এক্ষণে কিরূপে বিনাশ করি? তাহা হইলেও আমরা এমন অবস্থা করিব যে, সে ব্যক্তি আপনা হইতে প্রভুর জীবনরক্ষার্থ আত্মজীবন সমর্পণ করিবে, তাহাতে ত' আর তাহার বধে দোষ হইবে না। তাহাদিগের কথায় সিংহ স্বীকৃত হইলে বায়স সেই উষ্ট্রের নিকট যাইয়া বলিল, আমাদিগের স্বামী ক্ষুধায় অতিশয় কাতর হইয়াছেন, আমাদিগেরও এমন বস্তু নাই, যাহা দিয়া ইঁহার জীবনরক্ষা করিতে পারি, তাই বলি কি, এস, আমরা আত্মদেহ দান করিয়া ইঁহার প্রিয়াচরণ করি। বায়স এই কথা বলিলে উষ্ট্রও তাহাতে সম্মত হইল। তৎপরে সকলে সিংহের নিকট গমনকরতঃ প্রথমে কাক বলিল, দেব! আমি আপনার অনুগত, অদ্য আমাকে ভক্ষণ করুন। সিংহ বলিল, তুমি অতি ক্ষুদ্রকায়, তোমাকে ভক্ষণ করিয়া কি করিব? পরে শৃগাল বলিল, তবে আমাকে ভক্ষণ করুন। সিংহ তাহাকেও সেই প্রকার নিরাকৃত করিলে, দ্বীপী বলিল, দেব! আমাকে আহার করুন, সিংহ বলিল, তুমি নখায়ুধ, শাস্ত্রানুসারে অভক্ষ্য; পরে উষ্ট্র বলিল, প্রভো! আমাকে ভক্ষণ করুন। উষ্ট্র এই কথা বলিবামাত্র তাহারা সকলে তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া সুখে ভক্ষণ করিল। বোধ হয়, কোন ক্রূর বিধাতা এই পিঙ্গলককে আমার নিকট পাঠাইয়াছেন; এক্ষণে বিধাতাই যাহা করেন; হংসসহচর শকুনি রাজার সেবনীয়, কিন্তু শকুনিসহচর হংসরাজের সেবা করা কর্ত্তব্য নহে। সঞ্জীবকের কথা শুনিয়া কুটিলমতি দমনক বলিল, সখে! ধৈর্য্যাবলম্বন কর, এত ব্যাকুল হইও না, ধৈর্য্যে সকল কার্য্যসিদ্ধ হইয়া থাকে, ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি কথা বলিতেছি, শুন।

কোন এক টিটিভ পক্ষী ভার্য্যার সহিত সমুদ্রতীরে বাস করিত। টিটিভী গর্ভবতী হইলে একদিন স্বামীকে বলিল, নাথ! এস, আমরা এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করি; কারণ, অতঃপর আমি সন্তান প্রসব করিলে এই সমুদ্র প্রবল তরঙ্গে আমার সন্তান ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে। টিটিভীর কথা শুনিয়া টিটিভ বলিল, প্রিয়ে! সমুদ্র কখনই আমার সহিত বিরোধ করিতে সাহসী হইবে না। টিটিভী বলিল, এমন কথা বলিও না, সমুদ্রের সহিত কি তোমার তুলনা হইতে পারে? হিতোপদেশের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, নতুবা বিনাশ হইতে পারে। এই বিষয়ের একটি কথা বলিতেছি মন দিয়া শুন।

কোন এক সরোবরে কম্বুগ্রীব নামে এক কচ্ছপ বাস করিত। বিকট ও সঙ্কট নামে তাহার দুইটি হংসবন্ধু ছিল। একসময়ে অনাবৃষ্টি প্রযুক্ত সেই সরোবরের জল অতি ক্ষীণ হইলে সেই হংসদ্বয় অন্য সরোবরগমনাভিলাষী হইলে কূর্ম্ম বলিল, মিত্র! তোমরা যেখানে যাইতে উদ্যত হইয়াছ, আমাকেও সেইখানে লইয়া চল। এই কথা শুনিয়া সেই সুহৃৎ হংসদ্বয় মিত্র কূর্ম্মকে বলিল, আমরা যেখানে যাইতে উদ্যত হইয়াছি, সেই সরোবর এখান হইতে অনেক দূরে অবস্থিত। তোমার যদি সেখানে যাইতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে আমাদের একটি কথা শুন, আমরা শূন্যে উড়িয়া যাইবার সময় তুমি এই লাঠিগাছটি বেশ করিয়া কামড়াইয়া ধরিয়া চুপ করিয়া থাকিও, ইহার অন্যথা করিলে পতিত হইয়া মরিয়া যাইবে। কূর্ম্ম তাহাতে স্বীকৃত হইলে হংসদ্বয় তাহাকে লইয়া আকাশে উড্ডীন হইল। ক্রমে সেই সরোবরের নিকটস্থ কূর্ম্মবাহী হংসদ্বয়কে নিম্নতলবাসী মানবগণ দেখিতে পাইয়া বলিতে লাগিল, কি আশ্চর্য্য! দুইটা হংসে কি একটা লইয়া যাইতেছে, বলিয়া কলরব করিতে লাগিল; চপল কূর্ম্ম শুনিয়া, কোথায় এই কলরব হইতেছে, হংসদিগকে এই কথা যেমন জিজ্ঞাসা করিল, অমনি যষ্টিভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত এবং তত্রত্য লোকের হাতে নিহত হইল। বুদ্ধিহীন ব্যক্তি এই প্রকারে যষ্টিচ্যুত কূর্ম্মের ন্যায় বিনষ্ট হয়। টিটিভী এই কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইলে টিটিভ বলিল, প্রিয়ে! ইহা সত্য বটে, কিন্তু তুমিও আমার কথাটি শুন।

পুরাকালে কোন হ্রদে তিনটি মৎস্য একত্র বাস করিত। তাহাদের একজন অনাগতবিধাতা, একজন প্রত্যুৎপন্নমতি ও একজন যদ্ভবিষ্য বলিয়া

বিখ্যাত ছিল। একদিন ধীবরগণ সেই পথে যাইবার সময় বলাবলি করিতে লাগিল, এই হ্রদে অনেক মাছ আছে। মৎস্যগণ তাহাদিগের এই কথা শুনিল। শুনিয়া অনাগতবিধাতা ধীবরহস্তে আত্মবধ আশঙ্কায় নদীস্রোতের সাহায্যে অন্য সরোবরে চলিয়া গেল। প্রত্যুৎপন্নমতি বিশঙ্কিত হইয়া সেই হ্রদেই থাকিল; যদ্ভবিষ্য 'আমি তোমার ভয়ের প্রতিবিধান করিব' ইহা বলিয়া প্রত্যুৎপন্নমতিকে আশ্বাসপ্রদানপূর্ব্বক সেই স্থানে নির্ভয়ে থাকিল।

অনন্তর সেই ধীবরেরা আসিয়া সেই হ্রদে জাল ফেলিলে, বুদ্ধিমান্ প্রত্যুৎপন্নমতি জল হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া নিস্পন্দভাবে মৃতবৎ এক স্থানে পড়িয়া রহিল। ধীবরেরা তাহাকে মৃতজ্ঞানে অন্যান্য মৎস্যদিগের বিনাশসাধনে প্রবৃত্ত হইলে, সেই অবকাশে নদীস্রোতে পড়িয়া দ্রুত অন্য স্থানে পলায়ন করিল। যদ্ভবিষ্য জালে পড়িয়া লাফালাফি করাতে ধীবরগণ কর্তৃক গৃহীত ও নিহত হইল। তন্নিমিত্ত বলিতেছি, বিপৎপাতের প্রতিবিধান করিতে পারিব, আমি সমুদ্রের ভয়ে বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন স্থানে যাইব না, ইহা বলিয়া ভার্য্যাকে তাহার ক্রোড়ে লইল। সমুদ্রও সেই সাহঙ্কার বাক্য শ্রবণ করিল। গর্ভকাল পূর্ণ হইলে টিট্টিভীকে অণ্ড প্রসব করিতে দেখিয়া সমুদ্রও 'দেখি ইহার অণ্ড হরণ করিলে টিটিভ আমার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করে' ইহা মনে করিয়া কৌতুক দেখিবার জন্য স্বীয় তরঙ্গে সেই সকল অণ্ড ভাসাইয়া লইয়া গেলে টিট্টিভী কাঁদিতে কাঁদিতে টিট্টিভকে বলিল, যদি সেই সময়ে আমার কথা শুনিতে, তাহা হইলে আজ এরূপ বিপদগ্রস্ত হইতে হইত না। ধীরপ্রকৃতি টিট্টিভ টিট্টিভীর কাতরতা দেখিয়া ভার্য্যাকে বলিল, প্রিয়ে! দেখ, আমি এই পাপিষ্ঠ জলধির কি দশা করি, এই কথা বলিয়া সমুদায় পক্ষিগণের নিকট আপনার পরাভবের কথা বলিয়া তাহাদিগের সহিত পক্ষিরাজ গরুড়ের শরণাপন্ন হইয়া বলিল, প্রভো! আমাদিগের নাথ আপনি থাকিতে সমুদ্র আমাকে অনাথের ন্যায় পরাভব করিয়া আমার সমুদায় অণ্ড অপহরণ করিল। পক্ষিরাজ গরুড় টিট্টিভের কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া নারায়ণকে টিট্টিভের কষ্টের কথা নিবেদন করিলে, নারায়ণ আগ্নেয়াস্ত্রে সমুদ্র শোষণ করিয়া টিট্টিভের অণ্ডগুলি দিয়া দিলেন। তন্নিমিত্ত বলিতেছি যে, বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা আপৎকালে ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক আপদুদ্ধারের উপায় চিন্তা করিবে। যাহাই হউক, এক্ষণে পিঙ্গলকের সহিত তোমার যুদ্ধ অনিবার্য্য। যখন সে তোমাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইবে, তখন তুমি চারি পা ছড়িয়া লাঙ্গুল উন্নত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবে। দমনক সঞ্জীবককে এই কথা বলিয়া করটকের নিকট গিয়া বলিল, কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে। তৎপরে সঞ্জীবক ইঙ্গিতে স্বপ্রভুর চিত্তবৃত্তি জানিবার জন্য আস্তে আস্তে পিঙ্গলকের সমীপে গমন করিল এবং দেখিল, সিংহ তাহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য পা জোড় ও লেজ উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সিংহ সঞ্জীবককে শঙ্কায় উন্নতমস্তক দেখিয়া লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক তাহার উপর পতিত হইয়া বৃষের গাত্রে নখাঘাত করিলে, সঞ্জীবকও তীক্ষ্ণাগ্র শৃঙ্গ দ্বারা সিংহকে প্রহার করিল। এই প্রকারে উভয়ে ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। তাহাদিগের এইরূপ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ দেখিয়া সাধু করটক দমনককে বলিল, সখে! তুমি এক্ষণে কোন্ স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রভুর এরূপ বিপদ্ উৎপাদিত করিলে? প্রজার অনুতাপে সম্পদ, শঠতাতে মিত্রতা এবং রূঢ় ব্যবহারে স্ত্রীলোক কখনই চিরস্থায়িনী হয় না। যে স্ত্রীলোক বা পুরুষ হিতবাক্যকে অপমানসূচক জ্ঞান করিয়া নানা কথা বলে, সে সূচীমুখ কপির ন্যায় অনেক দোষে দূষিত হয়।

পূর্ব্বে কোন অরণ্যে দলবদ্ধ বহু বানর বাস করিত, তাহারা শীতকালে একটা জোনাকী পোকা দেখিয়া, অগ্নি বলিয়া মনে করিয়া, তাহার উপর কতকগুলি তৃণ ও পত্র ফেলিয়া দিয়া গা তাতাইতে বসিয়া গেল। তাহার মধ্যে একটা বানর তাহাতে ফুৎকার দিতে লাগিল। বানরদিগের এই সকল কাণ্ড দেখিয়া তত্রস্থ সূচীমুখ নামে এক পক্ষী তাহাদিগকে বলিল, ইহা আগুন নয় জোনাকী পোকা, মিছে ক্লেশ পাইতেছ কেন? তাহার এ কথাতেও যখন সেই ফুৎকারকারী মূঢ় ক্ষান্ত হইল না, তখন পক্ষী বৃক্ষ হইতে নামিয়া সেই প্রকারে নিবারণ করিলে, বানর কুপিত হইয়া শিলাখণ্ডের আঘাতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ চূর্ণ করিয়া দিল। সেই হেতু বলিতেছি, যে ব্যক্তি হিতবাক্য না শোনে, তাহাকে তাহা বলা বৃথা। আমি কি বলিব, তোমার দুষ্ট বুদ্ধিতে ইহাদিগের উভয়ের ভেদ জন্মিয়াছে, কিন্তু ইহা শুভফলোৎপাদক হইবে, এতৎসম্বন্ধে এক কথা বলিতেছি, শুন।

পূর্ব্বকালে ধর্ম্মবুদ্ধি ও দুষ্টবুদ্ধি নামে বণিকজাতীয়

দুই ভাই ছিল। তাহারা ধনোপার্জ্জনার্থ গৃহ হইতে দেশান্তরে গিয়া দুই হাজার মোহর উপার্জ্জন করিল। সেই সমুদায় ধন লইয়া সমুৎসুকচিত্তে পুনরায় স্বনগরে আসিয়া একশত মোহর দুই জনে ভাগ করিয়া লইয়া অবশিষ্ট মোহর-সকল একটা গাছের গোড়ায় পুতিয়া রাখিল। দুষ্টবুদ্ধি একদিন একাকী আসিয়া সেই বৃক্ষমূল হইতে সমুদায় মোহর তুলিয়া লইয়া গেল। তাহার একমাস পরে সেই দুষ্টবুদ্ধি ধর্ম্মবুদ্ধিকে বলিল, আমার একটা ব্যয়সাধ্য কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে, এস, মোহর-সকল ভাগ করিয়া লইয়া আসি। ধর্ম্মবুদ্ধি তাহাতে সম্মত হইয়া তাহার সহিত সেই বৃক্ষতলে গিয়া তাহার মূল খনন করিয়া মোহর দেখিতে না পাওয়ায় শঠ দুষ্টবুদ্ধি নিরীহ ধর্ম্মবুদ্ধিকে বলিল, দুরাত্মন্! তুই-ই সেই সমুদায় মোহর লইয়াছিস্, আমাকে তাহার অর্দ্ধেক দে। ধর্ম্মবুদ্ধি বলিল, আমি সে মোহর লই নাই, তুই লইয়াছিস্। এইরূপে পরস্পর কলহ উপস্থিত হইলে সেই দুষ্টবুদ্ধি মস্তকে করাঘাত করিতে করিতে রাজদ্বারে সেই ধর্ম্মবুদ্ধিকে লইয়া গেল। তাহারা দুইজনেই দুইজনের প্রতি দোষারোপ করিতেছে, কিন্তু কেহই তদ্ভিন্ন অন্য প্রমাণ দিতে না পারায় রাজপুরুষেরা উভয়কেই ধরিয়া রাখিলে দুষ্টবদ্ধি রাজপুরুষদিগকে বলিল, বনদেবতা আমার সাক্ষী আছেন, তিনি যাহা বলিবেন, তাহাই প্রমাণ বলিয়া আপনারা অবধারণ করুন। রাজপুরুষেরা বিস্মিত হইয়া বলিলেন, ভাল, আমরা কল্য প্রাতঃকালে তথায় যাইয়া বনদেবতার সাক্ষ্য গ্রহণ করিব। পরে প্রতিদ্বন্দ্বিদ্বয় জামিন দিয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিল। দুষ্টবুদ্ধি বাটী আসিয়া নিজ পিতার নিকট গোপনে সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া বলিল, আজ তুমি সেই বৃক্ষের কোটরমধ্যে গিয়া থাক, কাল রাজপুরুষেরা তথায় গমন করিলে আমার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিবে। তাহার পিতা তাহাতে সম্মত হইয়া সেইদিনই কোটরে গিয়া লুকাইয়া থাকিল। পরদিবস প্রাতঃকালে ধর্ম্মাধিকারণিকেরা সেখানে গিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিল, এই উভয়ের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি মোহর অপহরণ করিয়াছে? সেই সময়ে বৃক্ষকোটরস্থ তাহাদিগের পিতা স্পষ্টাক্ষরে বলিল, ধর্ম্মবুদ্ধি সমুদায় দীনার অপহরণ করিয়াছে। রাজপুরুষেরা ইহা শুনিয়া বিবেচনা করিল, দেবতা যে মানুষ্যের পক্ষে সাক্ষী দিবেন, এ অতি অসম্ভব। দুষ্টবুদ্ধি নিশ্চয়ই রাত্রিতে কোন লোককে এই কোটরমধ্যে রাখিয়াছিল, সেই ব্যক্তিই এরূপ সাক্ষ্য প্রদান করিল, এইরূপ বিবেচনাকরতঃ সেই কোটরে ধূম প্রদান করিলে তাহাদিগের পিতা সেই ধূমে অতি কাতর হইয়া কোটর হইতে ভূমিতে নিপতিত হইয়া তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। রাজপুরুষেরা এই ব্যাপার দেখিয়া সমুদায় মোহর ধর্ম্মবুদ্ধিকে দিয়া দুষ্টবুদ্ধিকে হস্ত ও জিহ্বাচ্ছেদ করিয়া দেশ হইতে দূর করিয়া দিলেন। এই নিমিত্ত বলিতেছি, অন্যায় বুদ্ধিতে যে কার্য্য করা যায় তাহা কখনই শুভজনক হয় না এবং ন্যায্য বুদ্ধিতে যাহা করা যায়, তাহা প্রায়ই শুভ ফলপ্রদ হইয়া থাকে; বক ও সর্পের কথা শুনিলে ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে।

কোন একটা সর্প কোন এক বকের সন্তান জন্মিলেই ভক্ষণ করিত, তাহাতে বক অতিশয় সন্তাপিত হইত। পরে কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির উপদেশানুসারে বক এক নকুলের বাসস্থান হইতে মৎস্যমাংস লইয়া সেই সর্পের গর্ত্তে রাখিয়া দিলে নকুল সেই সমুদায় মৎস্যমাংস ভক্ষণ করিয়া গর্ত্তমধ্যে প্রবিষ্ট সেই সর্পকে মারিয়া ফেলিল। এই এক কথা শুনিলে, আরও একটি কথা বলিতেছি, শুন।

এক বণিকপুত্র ছিল, সে পৈতৃক সম্পত্তির মধ্যে একমন দশ সের ওজনের একটিমাত্র লোহার ওজনদাঁড়ী প্রাপ্ত হয়। সে সেই ওজনদাঁড়ীটি অন্য কোন বণিকের নিকটে গচ্ছিত রাখিয়া দেশান্তরে যায়। তাহার পরে বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া বণিকের নিকট ওজনদাঁড়ী চাহিলে সে বলিল, ভাই! তোমার সে দাঁড়িটি ইঁদুরে খাইয়া ফেলিয়াছে। বণিকসুত মনে মনে হাস্য করিয়া বলিল, সম্ভব বটে, লোহার দাঁড়ী অতি কোমল ও সুস্বাদু বলিয়াই ইঁদুরে খাইয়া ফেলিয়াছে। যাহা হউক, ভাই! আজ আমি তোমার এখানে আহার করিব। ইহাতে বণিক তাহাকে সন্তুষ্টচিত্তে ভোজন করাইতে স্বীকার করিলে, বণিকপুত্র বণিকের একটি বালকপুত্রকে সঙ্গে করিয়া স্নান করিতে গেল। তৎপরে বুদ্ধিমান্ বণিকপুত্র স্নানান্তে সেই বালকটিকে কোন বন্ধুর বাড়ীতে লুকাইয়া রাখিয়া একাকী বণিকের বাটীতে ফিরিয়া আসিলে বণিক আমার ছেলে কোথায়, জিজ্ঞাসা করাতে সে বিষণ্ণভাবে বলিল, আমার সহিত আসিতেছিল, দুর্ভাগ্যবশতঃ পথিমধ্যে এক শ্যেনপক্ষী ছোঁ মারিয়া তাহাকে লইয়া গেল। তুমি আমার পুত্রকে কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছ, ইহা বলিয়া বণিক ক্রুদ্ধ হইয়া বণিকসুতকে রাজকুলে লইয়া গেলে সে তাহাদিগের

নিকট তাহাই বলিল। সভ্যেরা ইহা শুনিয়া শ্যেনপক্ষী মনুষ্য লইয়া গিয়াছে, এ অতি অসম্ভব, এই কথা বলিলে বণিকপুত্র বলিল, যে দেশে ইঁদুরে প্রকাণ্ড লোহার ওজনদাঁড়ী খাইতে পারে, সে দেশে শ্যেনে যে শত্রুর পুত্রকে লইয়া যাইবে, তাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? সভ্যেরা এই কথা শুনিয়া বণিকের নিকট হইতে বণিকপুত্রকে তাহার লোহার দাঁড়ী এবং তাহার নিকট হইতে বণিকের পুত্র বণিককে প্রত্যর্পণ করিয়া বণিকসুতের অনেক প্রশংসা করিল। তন্নিমিত্ত বলিতেছি, চাতুরী চিরকাল গোপন থাকে না, কালে প্রকাশিত হইয়া প্রয়োগকর্ত্তাকে অনুতাপিত করে। করটকের কথা শুনিয়া দমনক হাসিতে হাসিতে বলিল, বৃষের সহিত যুদ্ধে সিংহের পরাজয় হইবে, ইহা মনেও স্থান দিও না। কোথায় এই মত্তহস্তীর দন্তাঘাতচিহ্নে চিহ্নিতদেহ কেশরী আর কোথায়ই বা চাবুকের আঘাতে ক্ষতাঙ্কিতশরীর বৃষ। যে সময়ে শৃগালদ্বয় এইরূপ কথা বলাবলি করিতেছিল, সেই সময়ে সিংহ বৃষকে বিনাশ করিল। সেই বৃষ নিহত হইলে দমনক করটকের সহিত সিংহের নিকটে গমন-করতঃ হর্ষ প্রকাশ করিয়া চিরকালের জন্য অপ্রতিহত মন্ত্রিত্বপদ প্রাপ্ত হইল।

যুবরাজ নরবাহনদত্ত মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ গোমুখের মুখে নীতিবিদ্‌দিগের বুদ্ধিবিভবপ্রকাশিকা এই বিচিত্র কথা শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন।

একষষ্টিতম তরঙ্গ

মুগ্ধবুদ্ধির উপাখ্যান

গোমুখ শক্তিযশার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত নরবাহন-দত্তকে আনন্দিত করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন, দেব! প্রাজ্ঞকথা শুনিলেন, এখন মুগ্ধকথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

কোন অতি ধনাঢ্য বণিকের মুগ্ধবুদ্ধি নামে একটি পুত্র ছিল। সে কোনও সময়ে বাণিজ্যার্থ কটাহদ্বীপে গিয়াছিল। তাঁহার ভাণ্ডমধ্যে অনেক অগুরু ছিল। সেখানে কোন ক্রেতা তাহার সেই অগুরু ক্রয় না করাতে তাহার নিকটে যে অগুরু আছে, ইহা কেহ জানিতেও পারিল না। একদিন কতকগুলি লোককে অঙ্গার বিক্রয় করিতে দেখিয়া সেই নির্ব্বোধ বণিকপুত্র সমুদায় অগুরু পোড়াইয়া অঙ্গার করিল। তাহা অঙ্গারের মূল্যে বিক্রয় করিয়া গৃহে পুনরাগমনপূর্ব্বক নিজের কৌশল বর্ণন করাতে লোকসমাজে হাস্যাস্পদ হইল এবং তদবধি সে অগুরুদাহী নামে বিখ্যাত হইল। সম্প্রতি তিলকর্ষকের কথা শুনুন।

কোন স্থানে একজন প্রধান চাষা ছিল, সে কোন সময়ে তিলভাজা খাওয়ায় ভাল লাগাতে একবারে ভাজা তিলপ্রাপ্তির আশায় কতকগুলা তিল ভাজিয়া ক্ষেত্রে বপন করিল। সেই ভাজা তিল হইতে তিলগাছ না জন্মানতে অনর্থক কতকগুলো অর্থব্যয় হইল এবং লোকে হাস্য করিতে লাগিল। এক্ষণে জলে অগ্নিনিক্ষেপের কথা বলি, শুনুন।

একজন অতি মন্দবুদ্ধি পুরুষ ছিল। সে একদিন রাত্রিপ্রভাতে আমি দেবতা পূজা করিব, মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া স্থির করিল, পূজোপযোগী আমার স্নানজল ও ধূপাদি জ্বালিবার জন্য অগ্নি একত্র রাখিব, তাহা হইলে জলাগ্নি শীঘ্রই প্রাপ্ত হইব। সেই মূর্খ এইরূপ আলোচনা করিয়া জলের কলসীর মধ্যে অগ্নি নিক্ষেপ করিয়া নিদ্রিত হইল। প্রাতঃকালে যখন অগ্নি নষ্ট ও জল কতকাংশে শুষ্ক এবং অবশিষ্ট অঙ্গারে মলিন দেখিল, তখন তাহার মুখও সেইরূপ শুষ্ক ও মলিন হইল। ইহার বুদ্ধিমত্তাদর্শনে লোকে হাস্য সংবরণ করিতে পারিল না। অগ্নিকুম্ভবার্ত্তা শুনিলেন, এক্ষণে নাসিকারোপণবৃত্তান্ত শ্রবণ করুন।

কোন স্থানে একজন অতি মূর্খ লোক ছিল, সে কোন সময়ে ভার্য্যার চিঁড়ের ন্যায় চেপ্টা ও গুরুর উন্নত নাসিকা দেখিয়া গুরুর নাক কাটিয়া লইয়া ভার্য্যার নাক কাটিয়া সেইস্থানে গুরুর নাক বসাইতে গিয়া দেখিল, গুরুর উন্নত নাসিকা তাহার মুখে জোড়া লাগিল না, এইরূপে সেই মূর্খ ভার্য্যা ও গুরুকে নাসিকাহীন করিল। এক্ষণে কোন বনবাসী পশুপালকের কথা শুনুন।

এক বনে ধনবান্ একজন পশুপালক ছিল। কতকগুলো অতি ধূর্ত্তলোক আসিয়া তাহার মিত্র হইল। তাহারা তাহাকে বলিল, সখে! নগরবাসী কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির একটি সুন্দরী কন্যা তোমার নিমিত্ত প্রার্থনা করাতে সে ব্যক্তি তোমাকে সেই কন্যা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে। ধূর্ত্তদিগের সেই কথা শুনিয়া সেই পশুপালক সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিল। কিছুদিন গত হইলে তাহারা আবার বলিল, সখে! তোমার একটি পুত্র জন্মিয়াছে, এই কথা শুনিয়া তাহাদিগকে সর্ব্বস্ব দিয়া আনন্দিত হইল। পরদিবস পুত্রজন্মের কথা শুনিয়া উৎসুক হইয়া সর্ব্বস্ব খোয়াইলাম, এই কথা বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া সকল

লোকই ধূর্ত্তবঞ্চিত সেই মূর্খকে উপহাস করিতে লাগিল। দেব! এক্ষণে অলঙ্কারলম্বকের কথা শুনুন।

কোন একজন গ্রাম্য লোক—দৈবাৎ যে স্থানে চোরেরা রাজবাটী হইতে মহামূল্য অলঙ্কারসমূহ চুরি করিয়া আনিয়া পুতিয়া রাখিয়াছিল, সেই স্থান খনন করিতে করিতে সেই সকল অলঙ্কার প্রাপ্ত হওয়ায় সেই সকল অলঙ্কার দ্বারা নিজ ভার্য্যাকে ভূষিত করে, কিন্তু কখন অলঙ্কার না দেখাতে তাহার ব্যবহারও জানিত না, সুতরাং মস্তকে মেখলা, জঘনে হার, হাতে নুপুর ও কর্ণে কঙ্কণ পরাইয়া দিল। ইহা দেখিয়া লোক হাস্যকরতঃ নানা স্থানে আন্দোলন করাতে রাজা জানিতে পারিয়া অলঙ্কারগুলি কাড়িয়া লইয়া তাহাকে পশুজ্ঞান করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। দেব! অলঙ্কারলম্বকের কথা শুনিলেন, তুলিকের কথা বলিতেছি, শুনুন।

কোন মূর্খ বাজারে তুলা বিক্রয় করিতে গিয়াছিল, কিন্তু বাজারের লোক সেই তুলা খারাপ বলিয়া খরিদ করিল না। সেই মূঢ় কোন স্বর্ণকারকে আগুনে পোড়াইয়া সোনা শোধন করিতে দেখিয়া তুলা শোধন করিবার মানসে অগ্নি জ্বালিয়া তাহাতে তুলা নিক্ষেপ করিবামাত্র জ্বলিয়া উঠাতে তত্রত্য লোকসকল হাসিতে লাগিল। তুলিকের কথা শুনিলেন, সম্প্রতি খেজুরচ্ছেদকদিগের কথা শুনুন।

কোন সময়ে জনকয়েক স্বত্বাধিকারী রাজকুল হইতে খর্জ্জুরবৃক্ষ আনিবার জন্য কতকগুলি গ্রাম্য মূর্খ লোককে নিযুক্ত করিলে তাহারা সেখানে গিয়া অনায়াসগ্রাহ্য একটা পতিত খর্জ্জুরবৃক্ষ দেখিয়া আপনাদিগের গ্রামে আনিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া রোপণ করিল, কিন্তু তাহাতে ফল না থাকাতে তাহাদিগের পরিশ্রম সফল হইল না। যাহারা সেই খর্জ্জুরবৃক্ষ আনিয়াছিল, কেহই তাহাদিগকে তেমন আদর করিল না, প্রত্যুত রাজা তাহাদিগের অপরাধানুরূপ দণ্ডবিধান করিলেন। এই ত' খর্জ্জুরচ্ছেদকদিগের কথা বলা হইল; সম্প্রতি নিধ্যালোকদের কথা শুনুন।

পুরাকালে কোন রাজা একজন নিধিদর্শককে আনয়ন করিয়াছিলেন, সে কোন স্থানে পলাইয়া যাইতে না পারে, এই অভিপ্রায়ে রাজার একজন কুমন্ত্রী সেই নিধিদর্শীর দুইটি চক্ষু উৎপাটিত করিয়া দেওয়াতে সে ভূমির লক্ষণ দেখিতে অক্ষম হইয়া নিদর্শনপটুতা হারাইল; ইহাতে জড়বুদ্ধি মন্ত্রীকে সকলেই উপহাস করিতে লাগিল। নিধানালোকদের কথা শুনিলেন, এক্ষণে লবণাশীর কথা শুনুন।

কোন একজন গহ্বরগ্রামবাসী মূর্খ ছিল, সে কখন লবণের স্বাদ গ্রহণ করে নাই। কোন সময়ে একজন নগরবাসী মিত্রের বাটীতে আসিয়া লবণ-সংযোগে অতি স্বাদু অন্নব্যঞ্জন ভক্ষণে সন্তুষ্ট হইয়া, কিরূপে অন্ন এরূপ স্বাদু হইল, জিজ্ঞাসা করাতে তাহার সেই মিত্র অন্নব্যঞ্জনের স্বাদুতাসম্পাদনে লবণের প্রাধান্য বলাতে সে মনে করিল, যে লবণের সংযোগে অন্নব্যঞ্জন এত স্বাদু হইয়াছে, না জানি সে লবণ খাইতে অতি অদ্ভুত স্বাদু হইবে, ইহা বিবেচনা করিয়া এক মুটা লবণ মুখে প্রক্ষেপ করাতে সেই লবণচূর্ণ নির্ব্বোধের ওষ্ঠদ্বয় ও শ্মশ্রুতে লাগাতে শ্বেতবর্ণ ধারণ করিল; ইহা দেখিয়া সকলেই তাহাকে উপহাস করিতে লাগিল। দেব! লবণাশীর কথা শুনিলেন, এক্ষণে গোদোহকের কথা শুনুন।

কোন এক পাড়াগেঁয়ে লোকের একটি গোরু ছিল। সেই গোরু প্রতিদিন পাঁচসের করিয়া দুধ দিত। কোন কোন সময়ে তাহার বাটীর নিকটে একটা মহোৎসব হইত। সে মনে করিল, এ সময়ে প্রতিদিন যদি গোরুকে দোহন না করি, তাহা হইলে একেবারে প্রচুর দুধ মহোৎসবে প্রাপ্ত হইতে পারিব। ইহা ভাবিয়া, সেই মূর্খ একমাসকাল আর গোদোহন করিল না। পরে উৎসব আরম্ভ হইলে গোদোহন করিতে গিয়া দেখিল, সমুদায় দুগ্ধ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহা দেখিয়া লোকে হাসিতে লাগিল। দেব! মূর্খ গোদোহকের কথা শুনিলেন, আরও দুইটি কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

একজন তামার কলসীর ন্যায় চক্‌চকে মস্তকবিশিষ্ট টেকো মানুষ একটা বৃক্ষমূলে বসিয়াছিল। একজন ক্ষুধায় কাতর যুবা কতকগুলি কয়েতবেল হাতে করিয়া সেই পথে যাইবার সময় সেই টেকোকে দেখিয়া আমোদ দেখিবার অভিপ্রায়ে একটা পাকা কয়েতবেলের দ্বারা তাহার মস্তকে আঘাত করিলে, সে যুবাকে কোন কথা না বলিয়া সেই আঘাত অনায়াসে সহ্য করিল। যুবাপুরুষ টেকোকে অনায়াসে সেই আঘাত সহ্য করিতে দেখিয়া ক্রমে ক্রমে সবগুলির দ্বারা তাহার মস্তকে আঘাত করিল। সেই আঘাতে মস্তক হইতে শোণিত প্রবাহিত হইলেও সে কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া থাকিল। সেই মূর্খ যুবা বৃথা আমোদে কয়েতবেলগুলি খোয়াইয়া ক্ষুধায় কাতর হইয়া চলিয়া গেল এবং মূর্খ টেকোও স্বাদু কপিত্থের আঘাত কি সহিতে পারা যায় না, এই কথা বলিতে বলিতে মস্তক হইতে ধারাবাহী শোণিত-স্রোতে আপ্লুত হইয়া বাটীতে গমন করিল। এই

ব্যাপার দর্শনে কোন্ ব্যক্তি না হাস্য করিয়াছিল? দেব! নির্ব্বোধ লোকেরা কেবল হাস্যাস্পদ হয়, অথচ কার্য্যসিদ্ধি করিতে পারে না, সুবোধ লোক সর্ব্বত্র পূজিত হইয়া থাকে; নরবাহনদত্ত গোমুখের এই সকল হাস্যজনক কথা শুনিয়া আহ্নিকক্রিয়া-সম্পাদনার্থ উঠিলেন। নিশাগমে সমুৎসুকচিত্তে গোমুখকে অন্য কথা বলিতে বলাতে তিনি প্রাজ্ঞনিষ্ঠা-কথা বর্ণন করিতে লাগিলেন।

কোন বনে একটা বৃহৎ শিমুলগাছ ছিল। তাহাতে লঘুপাতী নামে এক কাক বাস করিত। সে একদিন আপনার বাসায় বসিয়া বৃক্ষের তলায় দেখিতে পাইল, একজন ভয়ঙ্করমূর্ত্তি পুরুষ জাল ও লাঠি হাতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ক্ষণকাল পরে সেই পুরুষ একখান জাল বিস্তার করিয়া ভূমিতে কতকগুলা খুদ ছড়াইয়া দিয়া একস্থানে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত হইল। এই সময়ে চিত্রগ্রীব নামে এক কপোতরাজ পরিজনবর্গে পরিবৃত হইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। চিত্রগ্রীব ভূমি-পতিত সেই সকল তণ্ডুলকণা দেখিয়া খাইবার ইচ্ছায় সবর্গে তথায় পতিত ও জালবদ্ধ হইয়া অনুচরবর্গকে বলিল, দেখ, সকলে চঞ্চু দ্বারা জাল গ্রহণ করিয়া বেগে উড্ডীন হও; ভীত কপোতগণ তদনুসারে জাল গ্রহণপূর্ব্বক উড্ডীন হওত আকাশপথে উড়িয়া চলিল। ব্যাধ পারাবত-দিগকে উড়িয়া যাইতে দেখিয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টে তাহাদিগের পশ্চাতে ধাবিত হইল। চিত্রগ্রীব নির্ভয়ান্তঃকরণে অনুচরদিগকে বলিতে লাগিল, অহে! হিরণ্য নামক এক মূষিকের সহিত আমার অতিশয় বন্ধুতা আছে, চল, তাহার নিকট যাই, সে অনায়াসে আমাদিগের পাশ ছেদন করিয়া দিতে পারিবে, এই কথা বলিয়া, জালকর্ষী অনুগত কপোতগণের সহিত সত্বর সেই ইঁদুরের গর্ত্তদ্বারে আকাশ হইতে অবতরণ করিয়া, অহে মিত্র হিরণ্য! গর্ত্ত হইতে বহির্গত হও, আমি তোমার মিত্র চিত্রগ্রীব আসিয়াছি। চিত্রগ্রীব এই বলিয়া হিরণ্যকে ডাকিতে লাগিলে, হিরণ্য দ্বারপথে আগত সেই সুহৃদ্‌কে দেখিয়া সসম্ভ্রমে সেই শতমুখ গর্ত্ত হইতে বাহিরে আসিল এবং সত্বর নিকটে আসিয়া সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সবর্গ পারাবতাধিপতির পাশ তীক্ষ্ণ দন্তে ছেদন করিয়া দিলে, চিত্রগ্রীব তাহার সহিত মিষ্টালাপ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। সেই লঘুপাতী কাক পারাবতদিগের অনুগমনকরতঃ সেই সমুদায় ব্যাপার অবলোকন করিয়া, মূষিক গর্ত্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তাহার বিলদ্বারে আসিয়া বলিল, ভদ্র হিরণ্য! আমি লঘুপাতী নামে কাক, তোমাকে মিত্রবৎসল ও মিত্রের বিপদুদ্ধারে সমর্থ দেখিয়া তোমার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিবার অভিপ্রায়ে এখানে আসিয়াছি। মূষিক গর্ত্তমধ্য হইতে এই কথা শ্রবণ ও কাককে একবার দর্শন করিয়া বলিল, তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও, যাহাদিগের নিত্য ভক্ষ্যভক্ষ্যক সম্বন্ধ, তাহাদিগের আবার মিত্রতা কি? বায়স বলিল, এ পাপকথা মুখে আনিও না, তোমাকে ভক্ষণ করিলে আমার ক্ষণকালের জন্য প্রীতি হইতে পারে বটে, কিন্তু তুমি জীবিত থাকিলে বহুদিবস আমার জীবনরক্ষা হইতে পারিবে। এইরূপ অনেক কথা বলিয়া উৎকট শপথকরতঃ অতিশয় ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে থাকিলে, মূষিক নির্গত হইয়া বায়সের সহিত বন্ধুতা স্থাপন করিল। পরে গর্ত্ত হইতে পূর্ব্বসঞ্চিত মাংস ও খুদ আনিয়া দুইজনে একসঙ্গে আহারকরতঃ পরস্পর নানা কথাপ্রসঙ্গে সুখানুভব করিতে লাগিল।

একদিন কাক মূষিককে বলিল, মিত্র! এখান হইতে বহুদূরে বনমধ্যে একটি নদী আছে, সেই নদীতে আমার পরমমিত্র মন্থর নামে এক কূর্ম্ম বাস করে। আমার ইচ্ছা, সেখানে গিয়া বাস করি; কারণ, সেখানে নদী থাকাতে অনায়াসে আমিষ পাওয়া যায়, এখানে অতিকষ্টে আহারীয় দ্রব্য লাভ করিতে এবং প্রতিদিনই ব্যাধের ভয়ে শঙ্কিত থাকিতে হয়। কাকের এই কথা শুনিয়া মূষিক বলিল, সখে! আমি সর্ব্বদা তোমার সহিত বাস করিতে ইচ্ছা করি, তুমি যদি সেখানে যাও; তাহা হইলে আমাকে সঙ্গে করিয়া লও। আমারও এখানে থাকিতে ঔদাসীন্য জন্মিয়াছে, সেখানে গিয়া ঔদাসীন্যের কারণ বলিব। হিরণ্য এই কথা বলিলে লঘুপাতী তাহাকে চঞ্চুপুটে ধারণ করিয়া আকাশপথে সেই বননদীতটে লইয়া গেল। সেখানে বন্ধু মন্থরকের সহিত মিলিত হইয়া তিনজনে সুখে বাস করিতে লাগিল।

একদিন মন্থর কথাপ্রসঙ্গে মূষিককে দেশত্যাগ ও বনগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, হিরণ্য তাহাদিগের নিকট আপনার বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে লাগিল। আমি পূর্ব্বে কোন মহান্ নগরস্থ একটা প্রকাণ্ড গর্ত্তে বাস করিতাম। সেইখানে থাকিয়া একসময়ে রাত্রিকালে রাজকুল হইতে একছড়া হার আনিয়া গর্ত্তমধ্যে রাখি। সেই হারদৃষ্টে আমার শরীরে এমন বলসঞ্চার হইয়াছিল যে, অনায়াসে অন্নভোজন করিতে সমর্থ হই, দেখিয়া অন্যান্য মূষিকেরা আমাকে বিধিমতে নিবারণ করে।

এই সময়ে কোন ভিক্ষুক আমার গর্ত্তের নিকট একটি মঠ স্থাপন করিয়া নানা স্থান হইতে নানাবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য ভিক্ষা দ্বারা আনিয়া তাহার কতকাংশ ভোজনকরতঃ অবশিষ্টাংশ প্রাতঃকালে খাইবার ইচ্ছায় একটি ভাণ্ডমধ্যে রাখিয়া সুখে নিদ্রাগত হইত। আমি প্রতিদিন রাত্রিতে ভিক্ষুক ঘুমাইলে বিলপথে তাহার মঠমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সেই অন্ন নিঃশেষে ভক্ষণ করিতাম। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে সেই ভিক্ষুকের সুহৃদ্ অন্য এক ভিক্ষুক ভোজনের পর তাহার সহিত বিবিধ আলাপে প্রবৃত্ত হইল; আমি তখন সেই অন্ন সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সেই ভিক্ষুক আমাকে ভয় দেখাইবার জন্য এক জর্জ্জরিত বংশখণ্ড দ্বারা সেই খাদ্যপূর্ণ ভাণ্ডে পুনঃ পুনঃ মৃদু আঘাত করিতে লাগিল, ইহাতে আগন্তুক ভিক্ষুক তাহাকে বলিল, তুমি আমার কথায় উপেক্ষা করিয়া অন্য বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতেছ কেন? আগন্তুকের এই কথা শুনিয়া সে বলিল, মিত্র! এখানে সেই মূষিকটা আমার শত্রু হইয়াছে, এত উচ্চস্থ আমার অন্নভাণ্ড হইতে প্রতিদিন সমুদায় খাইয়া যায়, ইহাকে ভয় দেখাইবার জন্য আমি জর্জ্জর বংশখণ্ড দ্বারা অন্নভাণ্ড তাড়ন করি। ভিক্ষুক এই কথা বলিলে আগন্তুক ভিক্ষুক তাহাকে বলিল, মিত্র! লোভই প্রাণীদিগের নানা দোষের কারণ, এ বিষয়ের একটি কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি একসময়ে নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া এক নগরে উপস্থিত হইয়া একজন ব্রাহ্মণের গৃহে থাকিবার জন্য প্রবেশ করিলে, সেই ব্রাহ্মণ আমাকে উপস্থিত দেখিয়া গৃহিণীকে বলিলেন, প্রিয়ে! অদ্য পর্ব্বাহ, এই ব্রাহ্মণের নিমিত্ত খেচরান্ন পাক কর। তুমি নির্ধন, কোথা হইতে ইহা সম্পন্ন হইবে, ব্রাহ্মণী এইরূপ প্রত্যুত্তর করিলে ব্রাহ্মণ তাহাকে বলিলেন, ভদ্রে! সঞ্চয় হইলে অতি-সঞ্চয়বুদ্ধি ভাল নহে, এতদ্বিষয়ক একটি কথা শুন।

একসময়ে কোন বনে এক ব্যাধ বাণযোজিত ধনুকের উপর কতকগুলি মাংসখণ্ড ফেলিয়া এক শূকরের প্রতি ধাবিত হয়। কতকদূর যাইয়া সেই শূকর ব্যাধের হস্তে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। একটা শৃগাল দূর হইতে এই ব্যাপার দেখিয়া অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়াও বরাহশরীর সঞ্চয় করিয়া সেই প্রচুর আমিষের কিছুমাত্র ভক্ষণ করিল না। ব্যাধ-পরিত্যক্ত ধনুকের উপর যে মাংস ছিল, তাহা খাইতে প্রবৃত্ত হইলে সেই ধনুক হইতে শর প্রক্ষিপ্ত হইয়া শৃগালের শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে শৃগাল তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। এই নিমিত্তই বলিতেছি, অতিসঞ্চয় ভাল নয়। ব্রাহ্মণ এইরূপ বলিলে ব্রাহ্মণী স্বামীর কথানুসারে কতকগুলি তিল রৌদ্রে দিলেন, পরে সেই তিল দ্বারা খেচরান্ন প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইলে, কোথা হইতে একটা কুকুর আসিয়া তাহাতে মুখ দিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিল। তাই বলিতেছি, লোভ সুখের হেতু নহে, প্রত্যুত ক্লেশেরই কারণ হইয়া থাকে। সেই আগন্তুক এই কথা শুনিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, মিত্র, যদি তোমার ঘরে খন্তা থাকে, তবে আমাকে একবার দাও, আজই এই মূষিকের উপদ্রব নিবারণ করিতেছি। এই কথা বলিয়া ভিক্ষুকদত্ত খনিত্র দ্বারা আমার গর্ত্ত খনন করিতে আরম্ভ করিয়া যখন সমুদায় গর্ত্ত খুঁড়িয়া ফেলিল, তখন আমি তথা হইতে পলাইতে আরম্ভ করিলে, সেই শঠ গর্ত্তমধ্যস্থিত হার এবং অপর যাহা কিছু সঞ্চয় ছিল, তৎসমুদায় লইয়া গেলে, আমার গর্ত্ত সেই হারতেজ অভাবে অন্ধকারময় হইল। তৎপরে সেই দুরাত্মা ভিক্ষুক আমি শুনিতে পাই, এমনিভাবে সেই মঠস্বামী ভিক্ষুককে বলিল, দেখ, এই মূষিক এক্ষণে স্বজাতিসমতা প্রাপ্ত হইয়াছে। অনন্তর আমার সর্ব্বস্ব সেই হার মস্তকে রাখিয়া সেই দুইজন ভিক্ষুক সুখে নিদ্রিত হইল। তাহারা নিদ্রিত হইলে তাহাদিগের নিকট হইতে পুনরায় সেই হার হরণ করিতে গেলে, সেই স্বামী ভিক্ষুক আমাকে দেখিয়া উঠিয়া বসিয়া যষ্টি দ্বারা আমার মস্তকে বিষম আঘাত করিল। আমি তাহাতে মরিলাম না বটে, কিন্তু অত্যন্ত বেদনা প্রাপ্ত হইয়া গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। তদবধি অন্নাহরণে আমার শক্তি আর হইল না, যেহেতু অর্থই পুরুষের যৌবন; তদভাবে বার্দ্ধক্য। সেই বার্দ্ধক্যে তেজ, বল, রূপ ও উৎসাহ এ সকলের কিছুই থাকে না। অনন্তর আত্মগাত্রভরণে আমাকে বিশেষ যত্নবান্ দেখিয়া অনুচরবর্গ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। চিরাশ্রিত ভৃত্যগণ অধম পুরুষ, ভ্রমর-সকল পুষ্পহীন বৃক্ষ এবং হংসগণ জলশূন্য সরোবর অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। হে কূর্ম্মরাজ! আমি সেখানে এই প্রকার বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া এই লঘুপাতী মিত্রকে প্রাপ্ত হইয়া কতকাংশে সুখী হইয়া এক্ষণে তোমার নিকটে আসিয়াছি। কূর্ম্মরাজ হিরণ্যাক্ষ এই সকল বিবরণ শুনিয়া বলিল, মিত্র! এটি তোমার নিজের স্থান বিবেচনা করিয়া আমাকে সুখী করিও; গুণবানের পক্ষে কোন দেশই বিদেশ নহে, সন্তুষ্টচিত্ত ব্যক্তির মনে কখনই অসুখের উদয় হয় না, ধীর

ব্যক্তি কখনই বিপদের মুখাবলোকন করে না এবং ব্যবসায়ী লোকদিগের কোন কার্য্যই অসাধ্য বলিয়া বোধ হয় না।

ইহারা এইরূপ বলাবলি করিতেছে, এমন সময়ে চিত্রাঙ্গ নামে এক মৃগ দূর হইতে ব্যাধের ভয়ে পলাইয়া সেই বনে আগমন করিল। সকলে তাহাকে দেখিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া ও ব্যাধকে না দেখিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া তাহার সহিত বন্ধুতা-করতঃ সুখে বাস করিতে লাগিল।

একদিন চিরগত চিত্রাঙ্গকে ফিরিয়া আসিতে না দেখিয়া লঘুপাতী অতি উদ্বিগ্ন হইয়া এক উচ্চবৃক্ষে আরোহণকরতঃ বনের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করাতে নদীতীরে পাশবদ্ধ চিত্রাঙ্গকে দেখিতে পাইল। পরে সেই বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়া মূষিক ও কূর্ম্মকে সমুদায় বৃত্তান্ত বলিল। তদনন্তর সকলে মন্ত্রণা করিয়া লঘুপাতী ঠোঁটে করিয়া হিরণ্যকে লইয়া চিত্রাঙ্গের সমীপে লইয়া গেল। হিরণ্য চিত্রাঙ্গকে সেই প্রকার অবস্থাপন্ন দেখিয়া আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক ক্ষণকালের মধ্যে দন্ত দ্বারা পাশ ছেদন করিয়া মুক্ত করিয়া দিল। এখানে মন্থরক নদীমধ্যে প্রবিষ্ট না হইয়া সুহৃদ্ প্রিয়তা-হেতু সেই নদীতটে তাহাদিগের নিকটে চলিল। সেই সময়ে এক ব্যাধ পাশহস্তে কোথা হইতে তথায় আসিয়া মৃগাদিকে পলাইতে দেখিয়া সেই কচ্ছপকে পাইয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইল। তৎপরে তাহাকে জালের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া পলায়িত মৃগের অনুসরণ করিলে দীর্ঘদর্শী হিরণ্যের পরামর্শে মৃগ কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া মৃতের ন্যায় পড়িয়া রহিল, কাক তাহার মস্তকের উপর বসিয়া চঞ্চু দ্বারা তাহার চক্ষু ঠোকরাইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া ব্যাধ মৃত মৃগকে পাইলাম, ইহা মনে করিয়া নদীতটে সেই কূর্ম্মকে জালের মধ্যে রাখিয়া মৃগের নিকট গমন করিলে, মূষিক সেই কূর্ম্মের জাল তখনই ছেদন করিয়া ফেলাতে কূর্ম্ম নদীতে পতিত হইল, মৃগও কচ্ছপরহিত সেই ব্যাধকে নিকটাগত দেখিয়া দ্রুত উঠিয়া পলায়ন করিল এবং কাকও এক বৃক্ষের উচ্চ শাখায় উড়িয়া বসিল। তাহার পরে ব্যাধ প্রত্যাগত হইয়া, কূর্ম্ম জাল ছিঁড়িয়া পলাইতেছে, ইহা দেখিয়া মৃগ ও কূর্ম্ম দুই-ই হারাইয়া দৈবের প্রতি দোষারোপকরতঃ গৃহাগত হইল। পরে কূর্ম্মাদি সকলে হৃষ্টান্তঃকরণে মিলিত হইয়া সুখে বাস করিতে লাগিল। মৃগ অতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বলিল, আমি অতি পুণ্যবান্, যেহেতু, তোমাদিগের ন্যায় সুহৃদ্ প্রাপ্ত হইয়াছি, তোমরা আজ নিজ নিজ জীবনে উপেক্ষা করিয়া আমাকে মৃত্যুর মুখ হইতে উদ্ধার করিলে। মৃগ তাহাদিগের এইরূপে বহু প্রশংসা করিলে সকলে সন্তুষ্ট হইয়া একস্থানে অবস্থান করিতে লাগিল। তন্নিমিত্তই বলিতেছি যে, পশুপক্ষীরাও প্রজ্ঞাবলে অভিলষিত বিষয় অনায়াসে সিদ্ধ করিতে সমর্থ হয় এবং প্রাণাত্যয় ঘটিবার সম্ভাবনা হইলেও বিপন্ন মিত্রকে কখনই পরিত্যাগ করে না, এই জন্য পণ্ডিতেরা মিত্রবর্গে আসক্তি প্রকাশকেই মঙ্গলজনক জ্ঞান করেন, ঈর্ষাপরতন্ত্র স্ত্রীলোকের প্রতি কখনই আসক্তি প্রকাশ করেন না। তৎসম্বন্ধীয় একটি কথা বলিতেছি শ্রবণ করুন। প্রভো! কোন নগরে ঈর্ষাকলুষিতচিত্ত এক পুরুষ বাস করিত। তাহার ভার্য্যা অতি রূপবতী, সুতরাং অতিশয় প্রিয় ছিল। সে তাহাকে কখনই বিশ্বাস করিয়া একাকিনী রাখিত না, এমন কি, চিত্রপুত্তলিকাতেও স্ত্রীর স্বভাব নষ্ট হইবার আশঙ্কা করিত।

একসময়ে সেই পুরুষ কোন কার্য্যোপলক্ষে দেশান্তরে যাইবার প্রয়োজন হওয়াতে স্ত্রীকে একাকিনী বাটীতে না রাখিয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল। পথিমধ্যে ভীলজাতিতে পরিপূর্ণ অরণ্য দর্শনে ভয় পাইয়া নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ভবনে ভার্য্যাকে রাখিয়া চলিয়া গেল। সেই স্ত্রী সেখানে থাকিয়া সেই পথে একজন যুবা ভীলকে দেখিয়া তাহার সহিত সেখান হইতে বাহির হইয়া গেল। তৎপরে সে সেই ভীলের সহিত একত্র সেই পাড়ায় ভগ্নসেতু নদীর ন্যায় ইচ্ছামত বিচরণ করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে তাহার স্বামী কার্য্যসাধন করিয়া প্রত্যাগমনকরতঃ সেই ব্রাহ্মণের নিকট নিজ ভার্য্যাকে চাহিলে, সেই ব্রাহ্মণ তাহাকে বলিলেন, ব্রহ্মন্! আমি জানি না, সে কোথায় গিয়াছে, এই পর্য্যন্ত জানি যে, ভীলেরা এই পথে যাইতেছিল, তাহাদিগের সহিত চলিয়া গিয়াছে; ভীলপল্লী ইহার অতি নিকটে, তুমি শীঘ্র সেখানে যাও, তাহা হইলে তোমার ভার্য্যাকে পাইবে; অন্যথা বুদ্ধি করিও না। ব্রাহ্মণের এই কথা শুনিয়া সেই ব্যক্তি স্ত্রীর শোকে রোদন ও সেই সঙ্গে নিজের বুদ্ধির নিন্দা করিতে করিতে সেই ভীলপল্লীতে গমন করিয়া সেখানে স্ত্রীকে দেখিতে পাইলেন। সেই পাপিষ্ঠা স্ত্রী তাঁহাকে দেখিয়া অতি ভীত হইয়া বলিল, নাথ! আমার কিছুমাত্র দোষ নাই, একজন ভীল আমাকে জোর করিয়া এখানে আনিয়াছে। সেই ব্রাহ্মণ বলিলেন, তবে এস, কেহ দেখিতে না পায়

এইভাবে পলায়ন করি। সেই অনুরাগান্ধ পতির এই কথা শুনিয়া সেই স্ত্রী বলিল, ভীল মৃগয়া করিতে গিয়াছে, আসিবার সময় হইয়াছে, সে আসিয়া আমাদিগের পলায়নবৃত্তান্ত শুনিবামাত্র পশ্চাতে ধাবিত হইয়া তোমাকে ও আমাকে নিশ্চয়ই মারিয়া ফেলিবে। তুমি সম্প্রতি এই গুহামধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে থাক, রাত্রিতে নিদ্রিত হইলে তাহাকে হত্যা করিয়া আমরা নির্ভয়ে পলায়ন করিব। ব্রাহ্মণ সেই ধূর্ত্ত স্ত্রীর কথানুসারে গুহাতে প্রবেশ করিয়া থাকিলেন। কামান্ধ ব্যক্তিগণের হৃদয়ে কিছুমাত্র বিবেচনাশক্তি থাকে না। দিন-শেষে ভীল আগমন করিলে সেই পাপীয়সী গুহাগত স্বামীকে দেখাইয়া দিল। সেই দুরাত্মা পরাক্রান্ত ভীলাধম তাঁহাকে প্রাতঃকালে দেবীর নিকট বলি দিবার জন্য একটা বৃক্ষে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া রাখিল এবং ভোজন করিয়া রাত্রিতে তাঁহার সম্মুখেই তাঁহার ভার্য্যার সহিত সুরত-ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া তাহার সহিত সুখে নিদ্রিত হইল। ইহা দেখিয়া সেই ঈর্ষ্যাবান পুরুষ সেই বন্ধনাবস্থায় তত্রস্থ চণ্ডিকাদেবীর স্তব দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার শরণাগত হইলে, সেই দেবী তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া এরূপ বর দিলেন যে, বরপ্রভাবে ব্রাহ্মণ বন্ধন হইতে মুক্ত হইবেন। বরলাভ করিয়া ব্রাহ্মণ বন্ধনমুক্ত হইলেন এবং সেই দেবীর খড়্গে ভীলের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিয়া ভার্য্যাকে বলিলেন, আমি সেই পাপিষ্ঠকে বিনাশ করিয়াছি, এস, এক্ষণে আমরা স্বস্থানে গমন করি। সেই পাপীয়সী তাহাতে দুঃখিত হইয়া প্রচ্ছন্নভাবে ভীলের ছিন্ন মস্তক লইয়া পতির সহিত সেই রাত্রিতেই গমন করিল। প্রাতঃকালে নগরমধ্যে প্রবেশ করিয়া সেখানে সেই ভীলের মস্তক দেখাইয়া আমার স্বামীকে এই নরাধম নষ্ট করিয়াছে, এই কথা বলিয়া স্বামীর প্রতি আক্রোশপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। নগররক্ষকগণ ইহা শুনিয়া সেই ঈর্ষ্যাবান্ পুরুষকে রাজার নিকট লইয়া গেলে সদস্যগণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি আনুপূর্ব্ব সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। রাজা অনুসন্ধানে ব্রাহ্মণকে নির্দ্দোষ বিবেচনা করিয়া সেই পাপিষ্ঠার নাসাকর্ণ ছেদন করাইয়া তাহার পতিকে মুক্তি দান করিলেন। সেই ব্রাহ্মণ কুভার্য্যার প্রতি অনুরাগরূপ কুগ্রহের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া স্বগৃহে আগমন করিলেন। দেব! যোষিৎগণ প্রায় ঈর্ষ্যা-নিয়ন্ত্রিত হইয়া এই প্রকার কুকার্য্য করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকদিগের ঈর্ষ্যাই পরপুরুষাসঙ্গ শিক্ষা দেয়, সেই হেতু, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ঈর্ষ্যা প্রকাশ না করিয়া স্ত্রীলোকদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। নিজ মঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তি স্ত্রীলোকের নিকট কখন রহস্য প্রকাশ করিবে না, এতদ্বিষয়ক এই কথাটি শুনুন।

পুরাকালে কোন একটা নাগ গরুড়ের ভয়ে মানুষের আকার ধারণ করিয়া পলায়নকরতঃ কোন বেশ্যালয়ে উপস্থিত হইল। সেই বেশ্যা তাহাকে বলিল, তুমি যদি আমাকে পাঁচশত হস্তী প্রতিদিন ভাড়া দিতে সমর্থ হও, তাহা হইলে এখানে থাকিতে পাইবে। সেই নাগ স্বপ্রভাবে প্রতিদিন তাহাকে তাহাই দিতে লাগিল। সেই বিলাসিনী তাহাকে এইরূপে প্রতিদিন পাঁচশত হস্তী দিতে দেখিয়া বলিল, তুমি প্রতিদিন এত হস্তী কোথায় পাও ও তুমি কে, ইহা আমাকে বলিতেই হইবে। এইরূপ জেদ করিয়া ধরিলে সেই কামমোহিত নাগ বলিল, আমি নাগ। কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। গরুড়ের ভয়ে এখানে লুকাইয়া আছি। সেই বেশ্যা নির্জ্জনে কুটনীকে সেই কথা বলিল। অনন্তর গরুড় সেই নাগকে জগতের সর্ব্বত্র অন্বেষণকরতঃ পুরুষবেশে তথায় আসিয়া সেই কুটনীর নিকট জিজ্ঞাসা করিল, আর্য্যে! আমি আজ রাত্রিতে তোমার কন্যার গৃহে থাকিব, কি ভাড়া দিতে হইবে বল। কুটনী গরুড়ের কথা শুনিয়া বলিল, এক নাগ প্রতিদিন পাঁচশত হস্তী ভাড়া দিয়া এখানে কয়েকদিন রহিয়াছে, তাহাকে জবাব দিয়া কি তোমাকে একরাত্রির জন্য রাখিতে পারি? কুটনীর কথাতে নাগ সেখানে আছে, ইহা জানিতে পারিয়া অতিথিরূপে সেই বেশ্যার গৃহে প্রবেশ করিয়া সেখানে নিজরূপ ধারণকরতঃ সেই নাগের ঘাড়ে পড়িয়া জীবননাশ করিয়া হাস্য করিতে লাগিল। সেই জন্যই বলিতেছি, স্ত্রীলোকের নিকট কোন রহস্য প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। গোমুখ এইরূপ মনোহর কথা বলিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন।

একজন টেকো আছে, সে অতি মূর্খ, কিন্তু বিলক্ষণ ধনবান্। মস্তকে চুল না থাকাতে লোকের নিকট মাথা বাহির করিতে সে অতিশয় লজ্জিত হইত। একজন ধূর্ত্ত লোক ইহা জানিতে পারিয়া তাহার নিকট আসিয়া বলিল, ভদ্র! আমার জানিত একজন ভাল বৈদ্য আছে, সে টাক ভাল করিবার অতি উত্তম ঔষধ জানে। এই কথা

শুনিয়া সেই টেকো তাহাকে বলিল, তুমি যদি আনিতে পার, তাহা হইলে তোমাকে ও সেই বৈদ্যকে অনেক ধন দিব। বৈদ্য আনিবার আশ্বাস দিয়া ধূর্ত্ত অনেকদিন সেই মূখের নিকট হইতে প্রচুর অর্থ ঠকাইয়া লইয়া একজন মূর্খ চিকিৎসককে আনিল। সেই বৈদ্যও সেই টেকোর কতক অর্থ শোষণ করিয়া একদিন মাথার পাগ্‌ড়ি খুলিয়া নিজের টাক দেখাইল। সেই বিবেচনারহিত মূর্খ টেকো ইহা দেখিয়াও তাহার নিকট টাকের ঔষধ প্রার্থনা করাতে বৈদ্য বলিল, ওহে! আমি অনেক স্থানে অনেক মূর্খ দেখিয়াছি, কিন্তু তোমার ন্যায় গণ্ডমূর্খ কোথাও দেখি নাই। দেখিতেছ 'ত' আমি নিজেই টেকো, যদি টাক ভাল করিবার ঔষধ জানিতাম, তবে আপনার টাক ভাল করি নাই কেন? আমি নির্লোভ হইয়া তোমাকে আপনার টাকপড়া মাথা দেখাইলাম, তথাপি তুমি বুঝিতে পারিলে না, তোমাকে ধিক্ থাক। বৈদ্য এইরূপে টেকোকে ভৎর্সনা করিয়া চলিয়া গেল। তাই বলিতেছি, ধূর্ত্তেরা এইরূপে নির্ব্বোধদিগকে বিড়ম্বিত করে। কেশমূখের কথা শুনিলেন, এক্ষণে তৈলমূখের কথা শুনুন।

কোন ভদ্রলোকের একটা অতি মূর্খ চাকর ছিল, মনিব তাহাকে তেলীর বাড়ী থেকে তেল আনিতে পাঠাইলেন। সে তেল নিয়া পথে আসিতেছে, এমন সময়ে কোন ভদ্রলোক ভাঁড় ছাপাইয়া তেল পড়িয়া যাইতে দেখিয়া বলিল, সখে! তেলের ভাঁড় ভাল করিয়া লও, নীচে তেল পড়িতেছে। সেই মূর্খ চাকর ভদ্রলোকের কথা শুনিয়া তেলের ভাঁড় উল্টাইয়া কোন্ স্থান দিয়া তেল পড়িতেছে ইহা যেমন দেখিতে গেল, অমনি ভাণ্ডস্থ সমুদায় তেল মাটিতে পড়িয়া গেল। ইহা দেখিয়া সেই লোকটি হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল, মনিবও চাকরকে বাটী হইতে দূর করিয়া দিল। তৈলমূখের কথা শুনিলেন, সম্প্রতি অস্থিমূখের কথা শ্রবণ করুন।

এক মূর্খের একটা অসতী ভার্য্যা ছিল। কোন সময়ে তাহার স্বামী কার্য্যোপলক্ষে দেশান্তরে গমন করিলে, সেই কুলটা স্ত্রী আপনার দাসীকে সমুদায় কর্ত্তব্যকার্য্যের শিক্ষা দিয়া বাটীতে তাহাকে একাকিনী রাখিয়া অবাধ সুখভোগেচ্ছায় উপপতির গৃহে চলিয়া গেল। কিছুদিন পরে তাহার স্বামী গৃহে পুনরাগত হইলে পূর্ব্ব-শিক্ষিত সেই দাসী তাহাকে দেখিয়া অশ্রুগদগদস্বরে বলিল, স্বামিন্! তোমার ভার্য্যার মৃত্যু হওয়াতে তাহাকে পোড়াইয়া ফেলা গিয়াছে, ইহা বলিয়া তাহাকে শ্মশানে লইয়া গিয়া যে-সকল অস্থি দেখাইয়া দিল, সে ব্যক্তি সেই সকল হাড় লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে স্ত্রীর তর্পণ করিয়া তীর্থজলে নিক্ষেপকরতঃ শ্রাদ্ধের উদ্যোগ করিতে প্রবৃত্ত হইল। শ্রাদ্ধকর্ত্তা সদব্রাহ্মণ মনে করিয়া ভার্য্যার উপপতিকেই শ্রাদ্ধান্ন ভোজনে নিয়োগ করিল। তাহার সেই ভার্য্যা উত্তম বেশভূষা করিয়া সেই উপপতির সহিত সেখানে আসিয়া মাসে মাসে শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করিতে লাগিল। অনন্তর সেই দাসী তৎপতিকে বলিল, প্রভো! তোমার সতী স্ত্রী ধর্ম্মপ্রভাবে পরলোক হইতে আসিয়া শ্রাদ্ধান্নভোজী ব্রাহ্মণের সহিত স্বয়ং ভোজন করিতেছেন। সেই মূর্খ তাহা সত্য মনে করিয়া মহা সন্তুষ্ট হইল। সরলাশয় ব্যক্তি কুভার্য্যা কর্ত্তৃক প্রায়ই প্রতারিত হইয়া থাকে। সম্প্রতি চণ্ডালকন্যার বৃত্তান্ত শুনুন।

কোন স্থানে পরমরূপবতী এক চণ্ডালকন্যা ছিল। সে সার্ব্বভৌম রাজা হইতে পুত্রপ্রাপ্তির মতি করিল। সে একদিন নগর-ভ্রমণার্থ বহির্গত রাজাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট দেখিয়া স্বামিবুদ্ধিতে তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইল। সেই সময়ে সেই পথে কোন মুনি আসিলেন। রাজা মুনিকে দেখিয়া হস্তী হইতে নামিয়া তাঁহাকে প্রণামকরতঃ স্বভবনে গমন করিলেন। ইহা দেখিয়া চণ্ডালকন্যা মুনিকে রাজার অপেক্ষা অধিক মান্য বিবেচনায় রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া সেই মুনির পশ্চাদ্গামিনী হইল। সেই মুনি পথিমধ্যে শিবমন্দির দেখিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া শিবপ্রণামানন্তর সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। সেই অন্ত্যজা মুনি হইতে শিবকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া মুনিকে ত্যাগ করিয়া সেই শিবকেই স্বামিবুদ্ধিতে সেই স্থানে অবস্থিতি করিল। ক্ষণকাল পরে একটা কুকুর সেই মন্দিরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেবের মস্তকোপরি আরোহণ করিয়া পা তুলিয়া স্বজাতিসদৃশ কার্য্য করিয়া প্রস্থান করিলে, সেই অধমা স্ত্রী দেবতা হইতে কুকুরকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া দেবতাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বামিবুদ্ধিতে তাহার অনুগামিনী হইল। সেই কুকুর চণ্ডালগৃহে আসিয়া পরিচিত কোন চণ্ডাল যুবকের পায়ে পড়িয়া লুণ্ঠন করিতে লাগিল। তৎপরে সেই চণ্ডালকন্যা চণ্ডালযুবককে কুকুর হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া তাহাকেই পতিত্বে বরণ করিল। আপনা হইতে উন্নতপদাভিলাষী মূর্খেরা ঘুরে ফিরে স্বপদেই আসিয়া পড়ে। এক্ষণে এক মূর্খ রাজার কথা শুনুন।

কোন এক মূর্খ রাজা প্রভূত ধনের অধীশ্বর হইয়াও কৃপণের অগ্রগণ্য ছিলেন। একসময়ে রাজার শুভানুধ্যায়ী মন্ত্রিগণ তাঁহাকে বলিল, দেব! দানে পারলৌকিক দুর্গতি বিনাশ করে, অতএব আপনি কিছু দান করিতে থাকুন, যেহেতু, আয়ু ও ধন উভয়ই অতি ক্ষণভঙ্গুর। রাজা এই কথা শুনিয়া বলিলেন, যখন আমি মরিলে আত্মার দুর্গতি দেখিব, তখন অকাতরে দান করিব। রাজার এই কথা শুনিয়া মন্ত্রিগণ মনে মনে হাস্য করিয়া তুষ্ণীভাব ধারণ করিল। মূঢ়মতি লোকেরা যতদিন না অর্থহীন হয়, ততদিন তাহারা অর্থব্যয় করিতে অতিশয় কাতর হয়। মূর্খ রাজার কথা শুনিলেন, সম্প্রতি দুই বন্ধুর কথা শুনুন।

কান্যকুব্জ জনপদে চন্দ্রাপীড় নামে এক রাজা ছিলেন। সেই রাজার ধবলমুখ নামে এক সেবক ছিল। সে প্রায়ই বাহির হইতে পানভোজনের ব্যাপার সমাধা করিয়া বাটী আসিত। একদিন তাহার ভার্য্যা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি প্রতিদিন কোথা হইতে পানভোজন করিয়া এস। সে ভার্য্যার কথা শুনিয়া বলিল; সুন্দরি, একজন বন্ধুর বাটী হইতে পানভোজন করিয়া আসি, আমার দুইজন মিত্র আছে। উভয়ের মধ্যে একজনের নাম কল্যাণবর্ম্মা, তাঁহারই বাটীতে আহারাদি করি, আর একজনের নাম বীরবাহু, আমার উপকারার্থ সে নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারে। তাহার ভার্য্যা এই কথা শুনিয়া বলিল, আমি তোমার সেই মিত্র দুইজনকে একবার দেখিতে ইচ্ছা করি। তৎপরে একদিন ভার্য্যার সহিত সে ব্যক্তি কল্যাণবর্ম্মার বাটীতে গমন করিল। কল্যাণবর্ম্মা তাহাদিগকে আগত দেখিয়া অত্যন্ত সন্তোষপ্রকাশপূর্ব্বক অতি যত্নের সহিত নানাবিধ উপচারে আহারাদি করাইল। তৎপরদিবসে যখন বীরবাহুর বাটীতে গমন করিল, তখন সে দ্যূতক্রীড়ায় আসক্ত থাকাতে কেবল কুশলপ্রশ্ন করিয়া বিদায় দিল। তাহার ভার্য্যা তাহাকে সকৌতুকে বলিল, কল্যাণবর্ম্মা কত আদর করিল, কিন্তু বীরবাহু কেবল কুশলপ্রশ্ন দ্বারাই সৎকার করিল। আর্য্যপুত্র! বীরবাহুর মিত্রতা কি করিয়া অধিক মনে করিলে? ভার্য্যার কথা শুনিয়া সে বলিল, তাহাদিগের দুইজনের নিকট মিথ্যা করিয়া বলিবে, রাজা আমাদিগের প্রতি অকস্মাৎ কুপতি হইয়াছেন, তাহা হইলে নিজেই জানিতে পারিবে, আমাকে আর অধিক বলিতে হইবে না। স্বামীর কথানুসারে সে তখনই কল্যাণবর্ম্মার নিকট গিয়া বলিল, রাজা আমাদিগের প্রতি কুপিত হইয়াছেন। কল্যাণবর্ম্মা তাহার এই কথা শুনিয়া আমি একজন সামান্য বণিকপুত্র হইয়া রাজার কি করিতে পারি বল? কল্যাণবর্ম্মা এই কথা বলিলে সে বীরবাহুর নিকটস্থ হইয়া তাহাকেও রাজার কোপের কথা বলিলে, সে শুনিবামাত্র খড়্গচর্ম্মধর হইয়া দৌড়িয়া রাজার নিকট গমন করিল। রাজা মন্ত্রিগণের সহিত তাহাকে সেইভাবে আসিতে দেখিয়া কোপ প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন, বীরবাহো! তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও; ধবলমুখও তাহাকে স্বগৃহে পাঠাইয়া দিল। অনন্তর ধবলমুখ ভার্য্যাকে বলিল, সুন্দরি! আমার মিত্রদ্বয়ের মধ্যে কিরূপ অন্তর দেখিলে ত'? ইহা শুনিয়া তাহার ভার্য্যা সন্তুষ্ট হইল। এইরূপ উপকারপ্রদ মিত্র একপ্রকার, জীবনদানে অকুণ্ঠিত মিত্র অন্যপ্রকার। স্নিগ্ধতা যোগে সমান হইলেও তৈল তৈলই হয়, কখনই ঘৃত হইতে পারে না। এই প্রকার মুগ্ধের কথা বলিয়া গোমুখ নরবাহনদত্তকে অন্য এক কথা শুনাইতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কোন পথশ্রান্ত মুগ্ধ অতিকষ্টে বন পার হইয়া নদীর ধারে আসিয়াও জলপান না করিয়া কেবল নদীর দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তুমি তৃষিত হইয়াও জলপান করিতেছে না কেন, কোন ব্যক্তি তাহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, কেমন করিয়া আমি এত জল পান করি। এই কথা শুনিয়াই সেই ব্যক্তি বলিল, তুমি যদি নদীর সমুদায় জলপান না কর, তাহা হইলে কি রাজা তোমায় দণ্ড করিবেন? এইরূপে উপহসিত হইয়াও ভয়ে সে জলপান করিল না। নির্ব্বোধ লোকেরা যে-সকল কার্য্য নিঃশেষরূপে সমাধা করিতে না পারে, সেই কার্য্যের অংশও যথাশক্তি করে না। এই ত' জলভীতের কথা শুনিলেন, এক্ষণে পুত্রহত্যার কথা শুনুন।

কোন এক অতি দরিদ্র মূর্খ লোকের অনেকগুলি পুত্র জন্মে। একটি পুত্র মরিয়া গেলে এই বালকটি কেমন করিয়া পথে একাকী যাতায়াত করিবে, ইহা মনে করিয়া দ্বিতীয় পুত্রকে আপনি স্বহস্তে বিনাশ করিল। গ্রামস্থ লোকেরা তাহার এই আচরণ দেখিয়া নিন্দা ও হাস্যকরতঃ গ্রাম হইতে তাহাকে তাড়াইয়া দিল। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, মূর্খ ও পশু উভয়েই সমান, কিছুমাত্র প্রভেদ নাই।

এই ত' পুত্রঘাতীর কথা শুনিলেন, এক্ষণে ভ্রাতৃভীতের কথা শুনুন।

কোন স্থানে পাঁচজনে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছে, এমন সময়ে কোন ভব্য সভ্য একজন লোককে দেখিয়া কোন মূর্খ ব্যক্তি বলিল, এই লোকটি আমার ভ্রাতা, আমি ইহার ধনের উত্তরাধিকারী, কিন্তু আমি ইহার কেহই নহি, ইহার সর্ব্বস্ব প্রাপ্ত হইলে আমার সমুদায় ঋণ পরিশোধ হইবে, মূর্খের এই কথা শুনিয়া তত্রত্য পাথর পর্য্যন্ত হাস্য না করিয়া থাকিতে পারিল না। স্বার্থান্ধ মূঢ় ব্যক্তিদিগের এই প্রকার মূর্খতাই হইয়া থাকে, ইহা বিচিত্র নহে। দেব! এক্ষণে ব্রহ্মচারিপুত্রের কথা শুনুন।

কোন এক ব্যক্তি মিত্রগণের মধ্যবর্ত্তী থাকিয়া পিতার গুণ বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া পিতার উৎকর্ষ দেখাইবার জন্য বলিল, আমার পিতা শিশুকাল হইতেই ব্রহ্মচারী, তাঁহার সমান কে আছে? তাহার কথা শুনিয়া সুহৃদ্‌গণ বলিল, তোমার পিতা যদি বাল্য হইতে ব্রহ্মচারী, তবে তুমি কেমন করিয়া জন্মগ্রহণ করিলে? ইহা বলিয়া সকলে তাহাকে উপহাস করিতে লাগিল। মূর্খেরা প্রায়ই এইরূপ যথেচ্ছামত অসম্বদ্ধ প্রলাপের কথা বলিয়া থাকে। এক্ষণে গণকের কথা শ্রবণ করুন।

কোন একজন বিজ্ঞানবর্জ্জিত গণক ছিল। সে কেবল কপটতা করিয়া অর্থ ও সম্মান উপার্জ্জনে ব্যস্ত ছিল। একদিন সে সকল লোকের সমক্ষে নিজের একটি বালকপুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া অত্যন্ত রোদন করিতে আরম্ভ করিলে, সকল লোক রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, আমি ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। গণনা করিয়া দেখিয়াছি, অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে প্রাতঃকালেই এই ছেলেটির মৃত্যু হইবে, তন্নিমিত্তই রোদন করিতেছি। পরে সপ্তমদিবসে অতি প্রত্যুষেই সে পুত্রটিকে স্বহস্তে মারিয়া ফেলিল। বালকটিকে ঠিক সেই সময়ে মরিতে দেখিয়া যাবতীয় লোক তাহার গণনাতে বিশ্বাস স্থাপন করাতে অচিরকালমধ্যে সে ধনে-মানে একজন অতি প্রধান লোক হইয়া উঠিল। মূর্খেরা ধন-মান-লোভে নিজের সন্তান পর্য্যন্ত নষ্ট করিতে সঙ্কুচিত হয় না। এই কারণেই বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা গণকের কথায় বিশ্বাস করে না। প্রভো, একজন কোপনস্বভাব লোকের কথা শুনুন।

কোন স্থানে গৃহমধ্যবর্ত্তী কতকগুলির মধ্যে একজন, গৃহের বহিঃস্থিত কোন এক ব্যক্তি শুনিতে পায়, এইভাবে তাহার গুণবর্ণন করিতেছিল। তন্মধ্যে আর একজন বলিল, সখে! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা সকলই সত্য, কিন্তু তাহার অসম সাহস ও অতিশয় ক্রোধ এই দুইটি দোষ আছে। বহিঃস্থিত ব্যক্তি এই কথা শুনিবামাত্র ক্রোধান্ধ হইয়া সহসা গৃহমধ্যে প্রবেশকরতঃ সেই লোকের গলায় কাপড় দিয়া বলিল, রে পামর! তুই আমার কি সাহস ও ক্রোধ দেখিয়াছিস্ যে ভদ্রলোকের নিকট আমার অযশ করিতেছিস্? ইহা বলিয়া ক্রোধাগ্নিতে জলিত হইয়া তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে; সকল লোকে হাস্য করিয়া তাহাকে বলিল, তুমি আর গোপন করিতে পার না, এই ত' আমাদিগের সমক্ষেই ক্রোধ ও সাহসের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলে। অজ্ঞ ব্যক্তিরা নিজের দোষ সর্ব্বত্র প্রকাশিত হইলেও বুঝিতে পারে না। এক্ষণে মুগ্ধকন্যা-বর্দ্ধয়িতা রাজার কথা শুনুন।

কোন এক রাজা ছিলেন। তাঁহার একটি সুন্দরী কন্যা জন্মিয়াছিল। রাজা সেই কন্যাকে সত্বর পরিবর্দ্ধিত করিবার অভিপ্রায়ে কতকগুলি বৈদ্য আনিয়া প্রীতিপ্রকাশ করিয়া বলিলেন, বৈদ্যগণ! তোমরা এমন কোন ঔষধ প্রদান কর, যাহাতে আমার কন্যাটি শীঘ্র বাড়িয়া উঠে এবং সৎস্বামী লাভ করে। বৈদ্যগণ রাজার কথা শুনিয়া আপনাদিগের জীবিকারক্ষার্থে সেই মূর্খ রাজাকে বলিল, দেব! আপনি যে ঔষধের কথা বলিতেছেন, তাহা অনেক দূরে আছে, অতিকষ্টে আনিতে হইবে। আমরা যে পর্য্যন্ত সেই ঔষধ আনয়ন না করি, ততদিন আপনার কন্যাটিকে অদৃশ্যভাবে রাখিতে হইবে, সেই ঔষধ সেবনের এইরূপ পদ্ধতি; তাহারা এই কথা বলিয়া রাজকন্যাকে প্রচ্ছন্নভাবে রাখিল। পরে কয়েক বৎসর ঔষধানুষ্ঠানের কথা বলিয়া কাটাইলে কন্যা যৌবন প্রাপ্ত হইলে ঔষধের গুণেই রাজকন্যা এরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছেন, এই কথা বলিয়া রাজাকে কন্যা দেখাইলে রাজা সন্তুষ্ট হইয়া বৈদ্যদিগকে প্রার্থনাধিক ধনদান করিয়া সকলকেই সন্তুষ্ট করিলেন। ধূর্ত্তেরা এইরূপেই নির্ব্বোধ ধনীদিগের ধন ভোগ করিয়া থাকে। এক্ষণে অর্থোপার্জ্জিত পণ্ডিতের কথা শুনুন।

কোন নগরে একজন প্রজ্ঞাভিমানী লোক ছিল। তাহার একজন পাড়াগেঁয়ে চাকর সংবৎসর পরে বেতন প্রাপ্ত হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে প্রভুকে বলিয়া

নিজের বাড়ীতে চলিয়া গেলে, সেই প্রজ্ঞাভিমানী নিজ ভার্য্যাকে বলিল, সুন্দরি! সেই ভৃত্য বাটী যাইবার সময় তোমার নিকট হইতে কিছু পাইয়াছিল? সে বলিল, হাঁ, অর্দ্ধপণ কড়ি তাহাকে দিয়াছি। তৎপরে সে ব্যক্তি স্ত্রীর কথা শুনিয়া নদীতীর পর্য্যন্ত দৌড়িয়া গিয়া ভৃত্যের নিকট হইতে সেই অর্দ্ধপণ কড়ি আদায় করিয়া গৃহে আসিয়া লোকের নিকট অর্থ-কৌশলের কথা বলিলে, কাহারও নিকট প্রশংসা প্রাপ্ত না হইয়া বরং হাস্যাস্পদ হইল। ধনান্ধমতি লোকেরা প্রায়ই অল্পের জন্য অনেক ক্ষতি স্বীকার করিয়া থাকে। এক্ষণে অভিজ্ঞানকর্ত্তার কথা শুনুন।

এক সময়ে কোন মূর্খ অর্ণবযানারোহণে সমুদ্রে যাইবারকালে তাহার হস্ত হইতে একটি রজতপাত্র সমুদ্রে পড়িয়া গেলে সেই মূর্খ সেই আবর্ত্তের নিকটে আসিয়া 'আমি সমুদ্রের তলদেশ হইতে ইহাকে অবশ্যই উদ্ধার করিব' এইরূপ প্রজ্ঞানবুদ্ধি গ্রহণ করিল। পরে সমুদ্রের পারে গিয়া স্বীয় অভিজ্ঞান বারংবার প্রয়োগ করাতে কার্য্যোদ্ধার করিতে না পারায় লোকের নিকট উপহসিত ও তিরস্কৃত হইল। সম্প্রতি প্রতিমাংসপ্রদ রাজার কথা শুনুন।

কোন মূর্খ রাজা প্রাসাদের উপর হইতে অধোভাগে দুইজন লোককে দেখিতে পাইলেন। তাহাদিগের মধ্যে একজন হোম করিবার নিমিত্ত অপর ব্যক্তির শরীর হইতে কুড়ি তোলা মাংস কাটিয়া লইলে সে ব্যক্তি যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া রোদনকরতঃ মাটীতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল; ইহা দেখিয়া রাজার মনে দয়ার উদয় হওয়াতে প্রতিহারীকে আদেশ করিলেন, ইহার শরীর হইতে মাংস ছিন্ন হওয়াতে অত্যন্ত ব্যথা হইয়াছে, অতএব ইহার দেহের যে পরিমাণে মাংস ক্ষয়িত হইয়াছে, তদপেক্ষা অধিক মাংস দিয়া ইহাকে সন্তুষ্ট কর। রাজার এই কথা শুনিয়া প্রতিহারী বলিল, দেব! ছিন্নমস্তক ব্যক্তিকে শত মস্তক দান করিলে সে কি পুনর্জীবিত হইতে পারে? সেইরূপ এ ব্যক্তিকে মাংস দান করিলে কখনই ইহার ব্যথা দূর হইবার নহে, ইহা বলিয়া বাহিরে গিয়া হাস্য করিতে লাগিল। এই মূর্খ রাজার নিগ্রহানুগ্রহবুদ্ধি কিছুমাত্র ছিল না। এক্ষণে পুত্রান্তরকারিণী এক জঘন্য স্ত্রীলোকের কথা শুনুন।

কোন এক পুত্রবতী স্ত্রীলোক কি করিলে অপর একটি উৎকৃষ্ট সন্তান লাভ হইতে পারে, এই কথা কোন ভ্রষ্টা সামান্য তাপসীকে জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিল, ভদ্রে! তোমার এই পুত্রটিকে হত্যা করিয়া দেবতার নিকট বলি দিতে পারিলে নিশ্চয়ই অপর শ্রেষ্ঠ পুত্র লাভ করিতে পার। পাপীয়সী তাপসীর কথানুসারে সেই স্ত্রীলোক যখন তাহাই করিতে উদ্যত হইল, সেই সময়ে একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আসিয়া তাহাকে বলিল, পাপীয়সি! অজাত পুত্রলাভের অভিলাষে জাতপুত্র হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিস্, যদি তাহা না হয়, তখন কি করিবি? সেই বৃদ্ধা এই কথা বলিয়া সেই স্ত্রীলোককে সন্তানহত্যা-পাপ হইতে নিবারণ করিল। পিশাচীসদৃশ স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে এবং অবৃদ্ধের উপদেশে রক্ষিত হয়। দেব! এক্ষণে আমলকনেতার কথা শুনুন।

কোন গৃহস্থের এক মুগ্ধ ভৃত্য ছিল। সেই গৃহস্থ অত্যন্ত আমলকপ্রিয় থাকাপ্রযুক্ত একদিন সেই ভৃত্যকে বলিল, ভদ্র! যাও, বাগান হইতে আমার জন্য সুমধুর ফল আনয়ন কর। সেই নির্বোধ ভৃত্য এক-একটি করিয়া প্রত্যেক আমলক কামড়াইয়া আস্বাদ গ্রহণ করিয়া আমলক আনিয়া বলিল, প্রভো! আমি নিজে চাকিয়া দেখিয়া এই সকল আমলক আনিয়াছি, ইহা বলিয়া প্রভুর হস্তে আমলক প্রদান করিলে, প্রভু সমুদয় আমলক উচ্ছিষ্ট দেখিয়া সেই নির্বোধ ভৃত্যের সহিত আমলকগুলি পরিত্যাগ করিল। নির্বুদ্ধিরা এই প্রকারে প্রভুর ও নিজের কার্য্যের হানি করিয়া থাকে। এক্ষণে দুই ভ্রাতার কথা শ্রবণ করুন।

পূর্ব্বে পাটলীপুত্র নগরে দুইজন ব্রাহ্মণ ছিল। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম যজ্ঞসোম এবং কনিষ্ঠের নাম কীর্ত্তিসোম। তাহাদিগের অনেক পৈতৃক ধন ছিল। কীর্ত্তিসোম আপনার ভাগের অর্থ অধিক ব্যয় না করিয়া ক্রমে বাড়াইয়াছিল, যজ্ঞসোম দানভোগে সমুদয় অর্থ অচিরকালমধ্যে নিঃশেষ করিল। ক্রমে সে নির্ধন হইয়া আপনার ভার্য্যাকে বলিল, প্রিয়ে! আমি পূর্ব্বে যে প্রকার ধনী ছিলাম, এক্ষণে এ প্রকার নির্ধন হইয়া কি প্রকারে বন্ধুবর্গের মধ্যে বাস করি? তন্নিমিত্ত দেশান্তরে যাইতে মানস করিয়াছি। তাহার ভার্য্যা বলিল, পাথেয় ব্যতিরেকে কোথায় যাইবে? এই কথা শুনিয়াও নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিতে লাগিলে ভার্য্যা বলিল, যদি নিতান্তই বিদেশে যাইবে, তবে তোমার ভ্রাতা কীর্ত্তিসোমের নিকটে কিঞ্চিৎ পথখরচ চাহিয়া লও। সে ব্যক্তি ভার্য্যার কথামত ভ্রাতার নিকট পাথেয় চাহিলে তাহার স্ত্রী বলিল, এরূপ ক্ষয়িতস্বধন ব্যক্তিকে কেমন করিয়া ধন দিতে পারা

যায়? ইহাকে আজ ধন দিলে যে যেখানে দরিদ্র হইবে, সেই ব্যক্তিই আসিয়া টাকা চাহিবে। কীর্ত্তিসোম ভ্রাতার দুর্দ্দশা দর্শনে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়াও স্ত্রৈণতাপ্রযুক্ত কিছু দিতে পারিল না। স্ত্রৈণতা অশেষ কষ্টের কারণ হইয়া থাকে। তৎপরে যজ্ঞসোম গিয়া ভার্য্যাকে ভ্রাতৃবধূর কথা বলিয়া তাহার সহিত দৈবের উপর নির্ভর করিয়া বাটী হইতে বহির্গত হইল। বনমধ্যে যাইবার সময় এক অজগর সর্প তাহাকে একেবারে গিলিয়া ফেলিতে দেখিয়া তাহার ভার্য্যা শোকে অধীর হইয়া মাটীতে পড়িয়া অতিশয় রোদন করিতে লাগিল। তাহাকে রোদন করিতে দেখিয়া সেই সর্প মনুষ্য-ভাষাতে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি রোদন করিতেছ কেন? সর্পের মুখে এইরূপ মানুষের কথা শুনিয়া সে অতি বিস্মিতভাবে বলিল, হে মহাসত্ত্ব! আমি কাঁদিব না কেন? তুমি এই বিদেশে আমার ভিক্ষাভাজন সর্ব্বস্বধন পতি-রত্নকে নষ্ট করিয়া বলিতেছ, আমি কাঁদিতেছি কেন? সর্প তাহার এই প্রকার কাতরোক্তি শুনিয়া কৃপাপ্রকাশ-পূর্ব্বক মুখ হইতে একটি উৎকৃষ্ট স্বর্ণপাত্র উদ্গিরণ-পূর্ব্বক 'এই ভিক্ষাভাজন গ্রহণ কর' এই কথা বলিয়া তাহাকে সেই স্বর্ণপাত্র দান করিল। 'মহাভাগ! কে আমাকে এই সোনার পাত্রে ভিক্ষা দিবে,' ব্রাহ্মণী এই কথা বলিলে অজাগর প্রত্যুত্তরে বলিল, ভদ্রে! যে ব্যক্তি তোমার এই ভিক্ষাপাত্রে ভিক্ষা না দিবে, আমি সত্য বলিতেছি, তাহার মস্তক শতধা হইয়া যাইবে। সর্পের কথা শুনিয়া সেই পতিব্রতা দ্বিজপত্নী তাহাকে বলিল, তবে তুমিই এই পাত্রে প্রথমেই আমার স্বামী ভিক্ষা দাও, সর্প ব্রাহ্মণীর প্রার্থনামতে তৎক্ষণাৎ মুখ হইতে সেই ব্রাহ্মণকে অক্ষতশরীরে জীবিতাবস্থায় উদ্গিরণ করিয়া দিল। অজাগর ব্রাহ্মণকে উদ্গিরণ করিয়াই দিব্য পুরুষমূর্ত্তি ধারণকরতঃ অতি সন্তোষপ্রকাশপূর্ব্বক সেই প্রহৃষ্ট দম্পতিকে বলিল, আমি কাঞ্চনবেগ নামক বিদ্যাধর-পতি, গৌতমমুনির শাপে এই অজাগরযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, কোন সতী স্ত্রীর সহিত সম্মিলনে আমার শাপাবশেষ হইবে, ঋষি এই কথা বলিয়া-ছিলেন, অদ্য অতি পতিব্রতা সাধ্বী তোমার সহিত সম্মিলন হওয়াতে আমার শাপান্ত হইল। এই কথা বলিয়া তখনই সেই হেমপাত্র রত্নে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়া হৃষ্টচিত্তে স্বস্থানে প্রস্থান করিল। সেই দম্পতি সেই সকল রত্ন ও হেমপাত্র লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল। বিধাতা প্রায়ই লোকের প্রকৃতি অনুযায়ী ভালমন্দ বিধান করিয়া থাকেন। আর একটি কথা শুনুন। স্বার্থলুব্ধ কর্ণাটদেশীয় কোন একজন নাপিত যুদ্ধে বীরত্ব প্রকাশ করিয়া আপনার প্রভুকে সন্তুষ্ট করিলে, সেই প্রভু তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া অভিলষিত পারিতোষিকদানে প্রতিশ্রুত হইলে সে ব্যক্তি নপুংসকের ন্যায় সাহসী একজন বীরযোদ্ধা প্রার্থনা করিল। সকল লোকই প্রায় আপনার চিন্তানুরূপ সৎ বা অসৎ বস্তু প্রার্থনা করিয়া থাকে।

কোন শকটচালক পথিমধ্যে একজন মূর্খকে দেখিয়া বলিল, ভদ্র! আমার এই গাড়ীখানি একটু সমান করিয়া দাও না। মূর্খ বলিল, তোমার গাড়ী সমান করিয়া দিলে তুমি আমাকে কি দিবে? গাড়োয়ান বলিল, কিছুই দিব না। পরে মূর্খ গাড়ী সমান করিয়া দিয়া পুনরায় তাহার নিকট কিছু চাহিল। ইহাতে গাড়োয়ান হাসিতে লাগিল। দেব! মূর্খেরা এইরূপেই উপহসিত হইয়া থাকে এবং বুদ্ধিমানেরা সর্ব্বত্র পূজা প্রাপ্ত হয়। রাজপুত্র নরবাহনদত্ত গোমুখের এই সকল কথা শুনিয়া সুখে নিদ্রাগত হইলেন।

দ্বিষষ্টিতম তরঙ্গ

মেঘবর্ণ উপাখ্যান

বৎসেশ্বর-সুত নরবাহনদত্ত প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া স্নেহবান্ পিতা উদয়নের সমীপে গমন করিয়া সেখানে পদ্মাবতী দেবীর ভ্রাতা মগধেশ্বর-পুত্র সিংহবর্ম্মাকে গৃহাগত দেখিয়া কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসানন্তর তাঁহার সহিত নানা কথাবার্ত্তায় সমস্তদিন অতিবাহিত করিয়া ভোজনাদি ব্যাপার সমাধাকরতঃ স্বমন্দিরে গমন করিলেন। সেখানে আগমন করিলে গোমুখ তাঁহাকে ভক্তিযশার চিন্তায় উৎকণ্ঠিত দেখিয়া তাঁহার চিত্তবিনোদনার্থ অপর একটি কথা বলিতে লাগিলেন।

কোন স্থানে একটা বৃহৎ বটবৃক্ষ ছিল। সেই বৃক্ষ পক্ষিগণের নিনাদে যেন পথিকদিগকে বিশ্রামার্থ সর্ব্বদা আহ্বান করিত। সেই বৃক্ষে মেঘবর্ণ নামে এক বায়স বাসা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিত। অপমর্দ্দ নামে এক পেচকরাজ তাহার পরমশত্রু ছিল। সে রাত্রিকালে আসিয়া কাকরাজের অনেক কাককে বিনষ্ট করিয়া গেল। কাকরাজ প্রাতঃকালে উড্ডীবী, আডীবী, সণ্ডীবী, প্রডীবী ও চিরজীবী নামক প্রসিদ্ধ মন্ত্রিগণকে ডাকিয়া বলিল, মন্ত্রিগণ! সেই পেচকরাজ আমাদিগের পরমশত্রু, বিশেষতঃ আমাদিগের অপেক্ষা অধিক বলবান্, আমাদিগকে পরাভব করিয়া

অত্যন্ত স্পর্দ্ধান্বিত হইয়াছে। পুনরায় সে যদি আসে, তাহা হইলে কিরূপ প্রতীকার করা যাইবে, চিন্তা করিয়া দেখ। কাকরাজের কথা শুনিয়া উড্ডীবী বলিল, প্রভো! হয় দেশান্তরে গমন অথবা তাহার নিকটে অনুনয় প্রকাশ কর্ত্তব্য। ইহা শুনিয়া আডীবী বলিল, স্বামিন্! হঠাৎ ভয় পাইবার দরকার নাই, শত্রুর অভিপ্রায় ও আপনাদিগের শক্তি বিবেচনা করিয়া যাহা হয় করা যাইবে। তৎপরে সণ্ডীবী বলিল, দেব! বরং মরণ ভাল, তথাপি শত্রুর নিকট নতমস্তক হওয়া বা স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে গিয়া জীবনধারণ করা ভাল নহে। তাহার সহিত আমরা যুদ্ধ করিব। যদিও সেই শত্রু এক্ষণে অবধ্য, তথাপি সময়ে তাহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে। সর্ব্বশেষে চিরজীবী বলিল, কি প্রকারেই বা সন্ধি হইবে আর কোন্ ব্যক্তিই বা দূত হইবে? ব্রহ্মার সৃষ্টি যতদিন, কাক ও উলূকের শত্রুতাও ততদিন হইয়া আসিতেছে। সেখানে দূত হইয়া যাইতে কে সাহসী হইবে? এ বিষয় মন্ত্রণাসাধ্য, যেহেতু মন্ত্রণাই রাজত্বের মূল। কাকরাজ চিরজীবীর এই কথা শুনিয়া তাহাকে বলিল, সাহসী, শূরসহায়বান্ ও উৎসাহী রাজা অনায়াসে শত্রুকে জয় করিতে পারে। পরে প্রডীবী বলিল, দেব! সে অত্যন্ত বলবান্, তাহাকে যুদ্ধে জয় করিতে পারা যাইবে না। কাকরাজ বলিল, ভদ্র! তুমি ত' বৃদ্ধ হইয়াছ, বল দেখি, কি কারণে কাকোলূকের বৈরিতা হইল এবং এ বিষয়ে এখন মন্ত্রণাই বা কি? কাকরাজের কথা শুনিয়া চিরজীবী বলিল, দেব! বাক্যদোষই এই বিরোধের কারণ। আপনি কি গর্দ্দভাখ্যান শুনেন নাই? একজন রজক একটা অতিকৃশ গর্দ্দভকে দ্বীপিচর্ম্ম দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া মোটা করিবার অভিপ্রায়ে পরের শস্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিত। তাহাকে শস্য ভক্ষণ করিতে দেখিয়া ব্যাঘ্র বোধে ভয়ে কেহই নিবারণ করিত না। কোন সময়ে একজন কৃষক ধনুর্ব্বাণ হাতে করিয়া সেই গাধাকে দেখিয়া ব্যাঘ্রবুদ্ধিতে ভয়ার্ত্ত হইয়া একখানা কম্বল মুড়ি দিয়া কুঁজ হইয়া সেখানে হইতে পলাইবার চেষ্টা করিলে, সেই গাধা কৃষককে সেইভাবে যাইতে দেখিয়া গাধা মনেকরতঃ চীৎকার করিয়া উঠিল। কৃষক শব্দ শ্রবণে তাহাকে গাধা বলিয়া জানিতে পারিল এবং শরাঘাতে বিনাশ করিল। এই প্রকার বাক্যদোষেই উলূকের সহিত আমাদিগের শত্রুতা জন্মিয়াছে।

পক্ষীরা পূর্ব্বে অরাজক ছিল, সেই হেতু সকল পক্ষীই শূন্যপথে আসিয়া উলূককে পক্ষীর রাজা করিবার জন্য অভিষেকের আয়োজন করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া কাক বলিল, অরে মূর্খেরা! হংস, কোকিল প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ পক্ষী কি জগতে নাই? যেহেতু ক্রূরমতি, দেখিতে কদাকার অমঙ্গলে পেঁচাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিতে উদ্যত হইয়াছিস্? তোমাদিগকে ধিক্ থাক্, এমন প্রভাবশালী রাজা হওয়া উচিত, যাহার নামেই কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে। এতৎসম্বন্ধীয় একটি কথা বলিতেছি, সকলে শ্রবণ কর।

চন্দ্রসর নামে এক প্রকাণ্ড সরোবর আছে, তাহার তীরে শিনীমুখ নামক এক শশক বাস করে। এক সময়ে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন অপরাপর ক্ষুদ্র সরোবর-সকল শুষ্ক হওয়াতে চতুর্দ্দন্ত নামক এক হস্তিযূথপতি পিপাসায় কাতর হইয়া হংসপালের সহিত সেই সরোবরে আসিয়া জলমগ্ন হওয়াতে অনেক শশক হস্তীর পায়ের চাপে প্রাণত্যাগ করিলে, শিনীমুখ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বিজয় নামক একটি অতি কাতর শশককে সম্বোধন করিয়া সর্ব্বসমক্ষে বলিল, ভদ্র! গজপতি যখন এ স্থানের আস্বাদ পাইয়াছে, তখন পুনঃপুনঃ এখানে আসিয়া আমাদিগকে নিঃশেষ করিবে। এক্ষণে এমন কোন উপায় চিন্তা কর, যাহাতে তাহারা এখানে আসিতে না পারে। তুমি কার্য্যোদ্ধারের নানা উপায় জান এবং সুযুক্তি করিতেও সমর্থ। তুমি যে যে কার্য্যে গিয়াছ, সেই সকল কার্য্যেই শুভফল উৎপন্ন হইয়াছে। শিনীমুখের এই কথা শুনিয়া বিজয় সেই বারণাধিপতিকে আসিতে দেখিয়া, আস্তে আস্তে যাইতে লাগিল এবং মনে মনে চিন্তা করিল, বলবানের সহিত প্রকৃতরূপে সঙ্গত হওয়া উচিত নহে, ইহা ঠিক করিয়া এক পর্ব্বত-শিখরে উঠিয়া সেখান হইতে গজযূথপতিকে বলিতে লাগিল, আমি চন্দ্রদেবের দূত, তিনি আমা দ্বারা এই কথা বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, এই শীতল চন্দ্রসর আমার বাসস্থান, এখানে যে-সকল শশক বাস করে, আমি তাহাদিগের রাজা, তাহারা আমার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র, তন্নিমিত্ত আমি শীতাংশু ও শশাঙ্ক নামে বিখ্যাত। তোমরা এই সরোবরে নামিবার সময় অনেক শশক নষ্ট হয়, যদি তুমি পুনর্ব্বার এরূপ কর, তাহা হইলে উপযুক্ত ফলপ্রাপ্ত হইবে। গজেন্দ্র এই কথা শুনিয়া সভয়ে বলিল, আর্মি পুনরায় এমন কর্ম্ম করিব না, ভগবান্ শশী আমাদিগের অতিশয় মান্য। বিজয় গজেন্দ্রের কথা শুনিয়া বলিল, সখে! এস, ভগবান্ শশাঙ্ককে

দেখাইয়া দিতেছি, ইহা বলিয়া সেই গজেন্দ্রকে সরোবরের তীরে আনিয়া জলে পতিত চন্দ্রের প্রতিবিম্ব তাহাকে দেখাইল। যুথপতি সেই চন্দ্রপ্রতিবিম্ব দর্শনে প্রকৃত চন্দ্র জ্ঞান করিয়া সভয়ান্তঃকরণে দূর হইতে প্রণতিপূর্ব্বক বন মধ্যে প্রবেশ করিল, পুনরায় আর সেখানে আসিল না। শশরাজ শিনীমুখ বিজয়ের এইরূপ চাতুরীদৃষ্টে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে ধন্যবাদের সহিত প্রশংসা এবং নির্ভয়ে তথায় বাস করিতে লাগিল।

বায়স পক্ষীদিগকে এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল, প্রভু! এরূপ হওয়া আবশ্যক, যাহাকে কেহ কোন বিষয়ে বাধা দিতে না পারে, এই উলূক একে ত' দিনান্ধ, দ্বিতীয়তঃ অতি ক্ষুদ্র, এরূপ লোক কি কখন রাজা হইবার যোগ্য? ক্ষুদ্রজনেরা প্রায়ই বিশ্বাসের পাত্র হয় না, তদ্বিষয়ক একটি কথা শুন।

কোন সময়ে আমি একটা বৃক্ষে বাস করিতাম, আমার কিছু নিম্নে কপিঞ্জল নামে এক পক্ষী বাসা নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিত। সে কোন সময়ে কোথায় যায়। বহুদিবস গত হইলেও যখন সে বাসায় ফিরিয়া আসিল না, তখন এক শশক তাহার সেই বাসাতে আসিয়া আশ্রয় লইল। কিছুকাল গত হইলে সেই কপিঞ্জল ফিরিয়া আসিয়া শশককে তাহার বাসা অধিকার করিতে দেখিয়া বলিল, দুরাচার! আমার বাসা হইতে দূর হইয়া যা। ইহাতে তাহাদিগের উভয়ের মধ্যে বিবাদারম্ভ হওয়াতে উভয়েই কোন মধ্যস্থের অন্বেষণে প্রস্থান করিল। আমিও সেই কৌতুক দেখিবার নিমিত্ত তাহাদিগের অনুগমন করিলাম। অনন্তর তাহারা কোন এক সরোবরের তীরে প্রাণিহিংসার্থ কপট ব্রতাচারী ধ্যানের ভাণ করিয়া অর্দ্ধচক্ষু মিলিতকরতঃ উপবিষ্ট মার্জ্জারকে দেখিয়া তাহাকে প্রকৃত সাধুজ্ঞানে বলিল, ভগবান্! আপনি ধার্ম্মিক, তপস্বী, আমাদিগের একটা ন্যায্য বিচার করিয়া দিন। বিড়াল তপস্বী ইহা শুনিয়া অতি অল্প কথায় বলিল, আমি তপস্যায় অতি ক্ষীণ হইয়াছি, সুতরাং দূরের কথা ভাল শুনিতে পাই না, নিকটে আসিয়া বল। কোন বিষয়ের ধর্ম্মতঃ বিচার করিতে হইলে অগ্রে ভালরূপে না বুঝিয়া বিচার করিলে উভয় লোকে অশেষ ক্লেশভোগ করিতে হয়। বিড়াল তাহাদিগকে এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিয়া নিকটে আনিয়া দুইজনকেই ভক্ষণ করিল। এই কারণেই বলিতেছি, ক্ষুদ্র দুর্জ্জনকে বিশ্বাস করা উচিত নহে। এই পেচক অতি দুর্জ্জন, ইহাকে রাজা করা উচিত নহে। কাকের এই উপদেশানুসারে পক্ষিগণ পেচককে রাজ্যে অভিষিক্ত না করিয়া স্ব স্ব আলয়ে গমন করিল। আজ হইতে তোমরা ও আমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু হইলাম। পেচক কাককে এই কথা বলিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। কাকও আমি যথার্থ কথা বলিয়াছি, ইহা মনে করিয়া নির্ভয় হইল। বাঙ্মাত্রোৎপাদিত শত্রুতায় কে কোথায় অনুতাপিত হইয়া থাকে? এই প্রকার বাক্যদোষেই পেচকগণের সহিত আমাদিগের চিরশত্রুতা। ইহা বলিয়া চিরজীবী সেই কাকরাজকে পুনরায় বলিল, দেব! অনেক বলবান্‌কেই জয় করিতে পারা যায়, কিন্তু পেচকদিগকে জয় করা সহজ নহে; তবে বহুজন একত্র হইলে জয় করিতে পারা যায়। ইহার নিদর্শনকথা শুনুন?

কোন এক ব্রাহ্মণকে একটি ছাগল কিনিয়া কাঁধে করিয়া পথে যাইতে দেখিয়া কতকগুলা ধূর্ত্ত সেই ছাগলটিকে ব্রাহ্মণের নিকট হইতে বঞ্চনা করিয়া লইবার মানসে তাহাদিগকে মধ্যে একজন ব্রাহ্মণের নিকটে আসিয়া সসম্ভ্রমে সেই ব্রাহ্মণকে বলিল, ব্রাহ্মণ! এই কুকুরটাকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইতেছ? শীঘ্র পরিত্যাগ কর; লোকে দেখিলে কি বলিবে? ব্রাহ্মণ তাহার কথা অগ্রাহ্য করিয়া কিয়দ্দূর যাইলে দুইজন ধূর্ত্ত আসিয়া বলিল, ভগবন্! ছি ছি, আপনি ব্রাহ্মণ হইয়া কুকুর কাঁধে করিতে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করিতেছেন না? ফেলিয়া দিন। ব্রাহ্মণ তাহাতেও কর্ণপাত না করিয়া আরও কিয়দ্দূর গমন করিলে অপর তিনজন ধূর্ত্ত আসিয়া বলিল, ব্রাহ্মণ! তুমি যজ্ঞোপবীত ও কুকুর একভাবে অক্লেশে স্কন্ধে বহন করিতেছ? তুমি কখনই ব্রাহ্মণ নহে। অবশ্য কোন ব্যাধ হইবে। এই কুকুরের সাহায্যে মৃগহিংসা করিয়া থাক, নতুবা ব্রাহ্মণের এমন প্রকৃতি কখনই হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ ধূর্ত্তগণের কথা শুনিয়া মনে করিল, আমি নিশ্চয়ই ভূতাবিষ্ট হইয়া চক্ষু হারাইয়াছি। এত লোকে মিথ্যা কথা বলিতেছে, এমন কখনই হইতে পারে না। চক্ষের দোষ জন্মনতে আমি একাকীই কুকুরকে ছাগল দেখিতেছি। ইহা ভাবিয়া ছাগলটাকে কুকুরজ্ঞানে স্কন্ধ হইতে ফেলিয়া দিয়া স্নান করিয়া বাড়ী চলিয়া গেল। ধূর্ত্তেরাও ছাগল লইয়া প্রস্থান করিল। চিরজীবী এই কথা বলিয়া পুনরায়

কাকরাজকে বলিল, দেব! এইরূপ অনেক বলবান্ দুর্জ্জন আছে। এক্ষণে আমি যাহা বলি, তাহা করুন; বোধ হয়, আমি শীঘ্রই কৃতকার্য্য হইয়া যাইতে পারিব। কাকরাজ চিরজীবীর কথানুযায়ী সমুদায় কার্য্য শেষ করিল; সে সেই গাছতলায় পড়িয়া রহিল। পেচকরাজ রাত্রিকালে তথায় আসিয়া একটিমাত্রও কাককে দেখিতে পাইল না। পরে চিরজীবী অতি আস্তে আস্তে পেচককে বলিল, আমি সেই কাকরাজের মন্ত্রী, আমার নাম চিরজীবী। কাকরাজ অন্য মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া তোমাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে, আমি রাজা ও মন্ত্রিগণকে ভৎসর্না করিয়া বলিলাম, যদি আমাকে মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা কর, আমাকে যদি তোমাদিগের প্রিয়চিকীর্ষু বলিয়া মনে কর, তাহা হইলে আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, বলবান্ কৌশিকরাজার সহিত বিবাদ করা কর্ত্তব্য নহে। যদি নীতিশাস্ত্রানুগ হইয়া কার্য্য করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তাঁহার নিকট বিনীতভাবে থাকা উচিত। আমার এই কথা শুনিয়া সে মূর্খ কাকরাজ এ ব্যক্তি আমাদিগের বিপক্ষপক্ষ হইয়াছে, এই কথা বলিয়া মন্ত্রিগণের সহিত আমার এই দুর্দ্দশা করিয়া তরুতলে ফেলিয়া অনুচরগণের সহিত কোথায় চলিয়া গিয়াছে। চিরজীবী এই কথা বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক অধোমুখ হইয়া রহিল। পেচকরাজ আপনার মন্ত্রিবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিল, মন্ত্রিগণ! এক্ষণে বল দেখি, চিরজীবী সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য? এই কথা শুনিয়া দীপ্তনয়ন নামক মন্ত্রী বলিল, চোর দণ্ডনীয় হইলেও যদি উপকারী হয়, তাহা হইলে সজ্জনেরা তাহাকে দণ্ড প্রদান না করিয়া রক্ষাই করিয়া থাকেন, এতদ্বিষয়ক একটি কথা শুনুন।

পূর্ব্বকালে একজন বণিক ছিল, সে বৃদ্ধ হইলেও অর্থবলে কোন বণিককন্যাকে বিবাহ করে। বণিকসুতা সেই বৃদ্ধের শয্যাগমনে পুষ্পের সময় অতীত হইলে উদ্যানপরাঙ্মুখী ভ্রমরীর ন্যায় বিমুখী হইল। এক রাত্রিতে তাঁহাদিগের শয়নমন্দিরে এক চোর প্রবেশ করে। বণিকপত্নী চোর দেখিয়া ভয়ে স্বামীকে জড়াইয়া ধরিল। বণিক হঠাৎ এরূপ দেখিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া গৃহের চারিদিকে নিরীক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে গৃহকোণে চোরকে দেখিতে পাইয়া বলিল, তুমি আমার পরমোপকারী; আমি ভৃত্য ডাকিয়া তোমাকে মারপিট করিব না। তুমি অনায়াসে গৃহে চলিয়া যাও। চোর বণিকের কথানুসারে সেখান হইতে চলিয়া গেল। এই চিরজীবী আমাদিগের শত্রুপক্ষ হইয়া এক্ষণে উপকারক হইয়াছে; ইহাকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। মন্ত্রী এই কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইলে পেচকেশ্বর বক্রনাসাখ্য মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, ভদ্র! এ বিষয়ে কি করা কর্ত্তব্য, তোমার স্বাধীন মত প্রকাশ কর। বক্রনাসাখ্য বলিল, এ ব্যক্তি অতি ধার্ম্মিক, ইহাকে রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এ বিষয়ের একটি কথা বলিতেছি, শুনুন।

পূর্ব্বকালে কোন এক ব্রাহ্মণ দুইটি গোরু দানে পাইয়াছিল। একজন চোর গোরু দুইটিকে দেখিয়া কি প্রকারে চুরি করিবে, সর্ব্বদা ইহাই চিন্তা করিতে লাগিল। সেই সময়ে একটা রাক্ষসও সেই ব্রাহ্মণকে খাইতে ইচ্ছা করে। এই নিমিত্ত চোর ও রাক্ষস দুইজনে ব্রাহ্মণের বাটীতে যাইবার সময় দৈবাৎ পথে একত্র মিলিত হইল, পরস্পর নিজ প্রয়োজন ব্যক্ত করিয়া এক স্থানে যাইতে লাগিল। চোর বলিল, দেখ, আমি অগ্রে গোরু চুরি করিব; কারণ, তুমি যদি অগ্রে ব্রাহ্মণকে খাইতে যাও, ধরিবামাত্র সে প্রবুদ্ধ হইতে পারে; তাহা হইলে আর আমার গোরু চুরি করা হইবে না। রাক্ষস বলিল, এমন কথাও মুখে আনিও না, আমি অগ্রে ব্রাহ্মণকে খাইব, তাহা না হইলে, তুমি গোরু চুরি করিয়া লইয়া যাইবার সময় গোরুর খুরের শব্দে ব্রাহ্মণ জাগিয়া উঠিলে, আমার সমুদয় পরিশ্রম বৃথা হইবে। তাহারা ব্রাহ্মণের গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া এরূপ কলহ আরম্ভ করিল। ব্রাহ্মণ জাগিয়া উঠিয়া খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক রক্ষোঘ্ন মন্ত্র জপ করিতে করিতে বাহির হইল; চোর ও রাক্ষস দুইজনে পলাইয়া গেল। চোর ও রাক্ষসের এই প্রকার বিবাদ যেমন ব্রাহ্মণের হিতের কারণ হইয়াছিল, কাকরাজ ও এই চিরজীবীর ভেদও তদ্রূপ আমাদিগের হিতজনক হইবে। বক্রনাসাখ্য মন্ত্রী এইরূপ বলিলে, সেই পেচকরাজ প্রাকারকর্ণ নামক অপর একজন মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, সে বলিল, প্রভো! এই চিরজীবী যখন শরণাগত হইয়াছে, তখন ইহাকে রক্ষা করাই কর্ত্তব্য। শিবি রাজা শরণাগত-রক্ষার্থ আপনার দেহ হইতে মাংস কাটিয়া দান করিয়াছিলেন। পেচকরাজ তাহার কথা শুনিয়া ক্রূরলোচন নামক মন্ত্রীর অভিপ্রায় জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল, সে ব্যক্তিও তাহাতে সম্মতি দান করিলে, রক্তাক্ষ মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, রাজন্! নীতিশাস্ত্র উল্লঙ্ঘনহেতু এই সকল মন্ত্রীর পরামর্শে আপনি বিনষ্ট

হইবেন, মূর্খেরা দুষ্টদোষ বিষয়ে সামান্য চাটুবচনে তুষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্বিষয়ক একটি কথা বলিতেছি, শুনুন।

একজন ছুতারের স্ত্রী অতি প্রিয় ছিল, অপরাপর লোকের মুখে সেই স্ত্রীর ব্যভিচার দোষের কথা শুনিয়া পরীক্ষার্থ ভার্য্যাকে বলিল, প্রিয়ে! রাজকার্য্যের অনুরোধে আমাকে অনেক দূরে যাইতে হইবে, তুমি আমাকে কিঞ্চিৎ শক্তু, পাথেয় দাও। সে স্বামীকে কিছু ছাতু দিলে ছুতার গৃহ হইতে বাহির হইয়া এক বন্ধুর সহিত গোপনে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া খাটের নীচে অলক্ষিতভাবে লুকাইয়া রহিল। ছুতারণী আপনার উপপতিকে লইয়া খাটে শুইয়া আমোদ-প্রমোদে রত হইল; দৈবাৎ তাহার পা পতির অঙ্গে স্পৃষ্ট হইলে তাহাকে স্বামী বলিয়া অবধারিত জানিতে পারিয়া একটু সঙ্কুচিত হইল, তাহার উপপতি ব্যাকুল হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, প্রিয়ে! সত্য করিয়া বল দেখি, আমি ও তোমার স্বামী এই দুই জনের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি অধিক প্রিয়? উপপতির এই কথা শুনিয়া সেই কুলটা বলিল, আমার পতিই আমার অধিক প্রিয়; তাঁহার নিমিত্ত আমি অক্লেশে নিজ জীবনদান করিতে পারি। স্ত্রীলোকদিগের ইহা সহজ কাপট্য। সূত্রধর সেই কুলটার কৃত্রিমবাক্য শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া বন্ধুর সহিত খাটের নীচে হইতে বাহির হইয়া অনুগতকে বলিল, ভদ্র! তুমি স্বকর্ণে সকলই শুনিলে, আমার প্রতি আমার ভার্য্যার কিরূপ ভক্তি, তুমিই ইহার সাক্ষী রহিলে, আমি এতাদৃশী কান্তার বশীভূত, ইহাকে মাথায় করিয়া রাখা উচিত, এই কথা বলিয়া সেই মূর্খ খাটের সহিত তাহাদিগকে মস্তকে করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। এই প্রত্যক্ষ দৃষ্ট দোষেও কপটবাক্যে তুষ্ট ও লোকসমাজে হাস্যাস্পদ হইল। তন্নিমিত্ত বলিতেছি, চিরশত্রু এই চিরজীবীকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। ইহাকে উপেক্ষা করিলে উপেক্ষিত মেঘ যেমন বৃক্ষাদি নাশ করে, এ ব্যক্তি সেই প্রকার রক্ষককে বিনাশ করিবে। পেচকরাজ বক্তাদের কথা শুনিয়া বলিল, ভদ্র! এই সাধু কেবল আমাদিগের হিত করিতে গিয়াই এই দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছে। এখন ইহাকে রক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। যদি আমাদের সহিত শত্রুতাচরণ করিতে ইচ্ছা করে, তাহাতেই বা একাকী কি করিতে পারিবে? উলূকরাজ এইরূপ যুক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক মন্ত্রিবাক্য অগ্রাহ্য করিল এবং চিরজীবীকে আশ্বাস প্রদান করিল। তৎপরে চিরজীবী পেচকরাজকে বলিল, দেব! আমি যখন এরূপ অবস্থাগ্রস্ত হইয়াছি, তখন আমার জীবনে প্রয়োজন কি? আপনি কিঞ্চিৎ কৃপাপ্রকাশপূর্ব্বক একটি চিতা প্রস্তুত করিয়া দিন, আমি তাহাতে প্রবেশ করি। প্রাণপরিত্যাগ সময়ে হুতাশনের নিকট এই বর প্রার্থনা করিব, আমি যেন জন্মান্তরে উলূকযোনি প্রাপ্ত হইয়া কাকরাজের প্রতিকার করিতে পারি। চিরজীবীকে এই প্রকার আক্ষেপ করিতে দেখিয়া রক্তাক্ষ হাস্য করিয়া বলিল, তুমি ত' আমাদিগের প্রসাদে সুস্থ হইয়াছ, আর অগ্নিপ্রবেশের প্রয়োজন কি? যে পর্য্যন্ত তোমার কাকত্ব থাকিবে, তন্মধ্যে কৌশিকত্ব কখনই হইবে না, বিধাতা যাহাকে যে প্রকার করিয়াছেন, সে চিরদিনই সেই প্রকার থাকিবে। এ বিষয়ে একটি কথা শুন।

পূর্ব্বকালে কোন মুনি বৃক্ষচ্যুত একটি মূষিককন্যা প্রাপ্ত হওত কৃপার বশীভূত হইয়া যোগবলে একটি অতি সুন্দরী কন্যা করিলেন। আশ্রমবর্দ্ধিতা সেই কন্যা যৌবনে পদার্পণ করিল। সেই মুনি কোন বলবানের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিবার অভিপ্রায়ে সূর্য্যদেবকে আহ্বান করিলেন এবং বলিলেন, বিভাবসো! সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্‌কে এই কন্যাদান করিতে ইচ্ছা করিয়া তোমাকে আহ্বান করিয়াছি; তুমি এই কন্যাকে গ্রহণ কর। সূর্য্যদেব বলিলেন, ব্রাহ্মণ! এই কন্যা যদি বলবান্‌কে দিতে ইচ্ছা করিয়া থাক, তবে মেঘকে দাও; যেহেতু, মেঘ আমা অপেক্ষা বলবান্। দেখিয়াছ ত' মেঘ ক্ষণকালের মধ্যে আমাকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে। মুনি সূর্য্যের কথায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া মেঘকে আহ্বান করিয়া আপন ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মেঘ বলিল, ভগবান্ বায়ু আমা অপেক্ষা বলবান্, সে ক্ষণকাল মধ্যে আমাকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দশদিকে ক্ষেপণ করে। মুনি মেঘের কথায় বায়ুকে আহ্বান করিয়া মনের কথা ব্যক্ত করিলে বায়ু বলিল, পর্ব্বত আমার চেয়ে অনেকাংশে বলিষ্ঠ, আমার এমন সাধ্য নাই যে, পর্ব্বত ভেদ করিয়া এক পদ অগ্রসর হই। মুনি তদনুসারে পর্ব্বতকে আহ্বান করিয়া সমুদায় বৃত্তান্ত বলিলে, পর্ব্বত বলিল, ব্রাহ্মণ! মূষিক আমা অপেক্ষা অধিক বলশালী; যেহেতু তাহারা অনায়াসে আমার গাত্রে ছিদ্র করিয়া থাকে। মহর্ষি ক্রমে দেবতা ও জ্ঞানীদিগের কথা শুনিয়া বর্ণজাত এক মূষিককে আহ্বান করিয়া বলিলেন, এই কন্যাকে গ্রহণ কর। সে বলিল, ব্রাহ্মণ! এ কি প্রকারে গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করিবে, বলিয়া দিন। মুনি মূষিকের কথা শুনিয়া সেই কন্যাকে পুনর্ব্বার মূষিক করিয়া মূষিকহস্তে প্রদান করিলেন। এইরূপ অনেক

দূর গমন করিয়াও যে যে স্বভাবের লোক, সে সেইরূপ হইয়া থাকে। তজ্জন্য বলিতেছি, তুমি কখনই উলূক হইতে পারিবে না। রক্তাক্ষ এই কথা বলিলে চিরজীবী চিন্তা করিতে লাগিল, এই নীতিজ্ঞ ব্যক্তির কথা রাজা গ্রাহ্য করিল না, অন্য যত মন্ত্রী আছে, ইহারা সকলেই গণ্ডমূর্খ, ইহাতে বোধ হইতেছে, অবশ্যই আমার কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারিবে। পেচকরাজ রক্তাক্ষের কথা শুনিয়া পূর্ব্বোক্ত চিন্তামগ্ন চিরজীবীকে সঙ্গে লইয়া আপন বাসস্থানে গমন করিল। চিরজীবী পেচকরাজদত্ত মাংসাদি দ্বারা পরিতোষপূর্ব্বক তাহার পার্শ্বচর থাকিয়া কিছুদিনের মধ্যে অতি বলবান্ হইয়া উঠিল।

চিরজীবী একদিন উলূকরাজকে বলিল, দেব! আমি যাই, নানা আশ্বাস বাক্য বলিয়া কাকরাজকে তাহার বাসস্থানে আনয়ন করি, পরে রাত্রিতে আপনারা গিয়া তাহাকে নিপাত করিয়া ফেলিবেন, তাহা হইলে আমি আপনার এই অনুগ্রহের অনুরূপ প্রত্যুপকার করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিব। আপনারা নীড়াভ্যন্তরে থাকিয়া যেন তাহার ভয়ে ভীত হইয়াছেন, এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া গৃহদ্বার তৃণাদি দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখুন।

চিরজীবীর কথানুসারে পেচকরাজ তদ্রূপ করিলে, সে আপন প্রভুর সমীপে গমন করিয়া সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে, কাকগণ তৎক্ষণাৎ জ্বলন্ত চিতা হইতে অগ্নি লইয়া, তৃণাচ্ছাদিত উলূকের গৃহদ্বারে অগ্নিসংযোগকরতঃ পেচকগণকে পোড়াইয়া মারিল। চিরজীবী এইরূপে শত্রুবিনাশ করিয়া কাকরাজ মেঘবর্ণকে বলিল, দেব! রক্তাক্ষই আমাদিগের শত্রুগণের মধ্যে একমাত্র নীতিজ্ঞ মন্ত্রী ছিল, তাহার কথা না শুনিয়া সেই মদমত্ত পেচকরাজ আমাকে যেমন রক্ষা করিল, আমিও তদ্রূপ ছলপ্রকাশপূর্ব্বক সর্প কর্ত্তৃক মণ্ডূকবধের ন্যায় তাহাকে সবান্ধবে বিনাশ করিলাম।

পূর্ব্বকালে কোন এক বৃদ্ধ সর্পঅনায়াসে ভোজ্য-বস্তু না পাওয়াতে কোন সরোবরতীরে নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করিত। ভেকগণ দূর হইতে তাহাকে সেইভাবে থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বল দেখি, তুমি কি কারণে আমাদিগকে পূর্ব্বের ন্যায় ভক্ষণ কর না? সর্প তাহাদিগের কথা শুনিয়া বলিল, আমি একদিন মণ্ডূকদিগের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া কোন এক ব্রাহ্মণপুত্রকে ভ্রান্তিক্রমে দংশন করাতে সে তখনই পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলে, তাহার পিতা তদ্দৃষ্টে আমাকে এই বলিয়া শাপ দিল, দুরাত্মন্! তুই বিনাপরাধে যেমন আমার পুত্রহত্যা করিলি, সেই পাপে অদ্য হইতে ভেকগণের বাহন হইবি। ব্রহ্মশাপ ত' মিথ্যা হইবার নহে। আমি যখন তোমাদিগের বাহন হইয়াছি, তখন কেমন করিয়া আর তোমাদিগকে ভক্ষণ করিব? ভেকগণের রাজা তাহা শুনিয়া বাহনপৃষ্ঠে উঠিতে সমুৎসুক হইয়া, জল হইতে উঠিয়া, নির্ভয়ে অতি আহ্লাদে সেই সর্পের পৃষ্ঠে আরোহণ করিল। সর্প সেই ভেকরাজকে নানাভঙ্গীতে বহন করিয়া সুখীকরতঃ একদিন অবসন্নভাব দেখাইয়া কপটতা প্রকাশপূর্ব্বক বলিল, দেব! বিনা আহারে আমি এত দুর্ব্বল হইয়াছি যে, এক পাও আর চলিতে পারিতেছি না; আমাকে কিছু খাইতে দিন। যেহেতু ভৃত্য অনাহারে আর থাকিতে পারিতেছে না। ভেকরাজ ইহা শুনিয়া তাহাকে বলিল, ভদ্র! যাহা আহার করিলে তোমার শরীরে বলসঞ্চার হয়, আমার অনুচরদিগের মধ্যে তৎপরিমিত ভেক ভক্ষণ কর। সর্প ভেকরাজের এই প্রকার অনুমতি প্রাপ্ত হওয়া অবধি প্রতিদিন ইচ্ছামত ভেক ভক্ষণ করিতে লাগিল। বাহনসুখান্ধ ভেকপতি এইরূপে ভেকনাশ সহ্য করিতে কাতর হইল না। এইরূপে সেই মূর্খ ভেকরাজ বৃদ্ধ সর্প কর্ত্তৃক যেমন বঞ্চিত হইয়াছিল, আপনার শত্রুগণ সেইরূপে আমা কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়া বিনষ্ট হইল। এই হেতুই বলিতেছি যে রাজাদিগের নীতিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান্ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। মূর্খ প্রভু যেমন যথেষ্ট ভোগ করে, তেমনই শীঘ্রই বিনষ্ট হয়। দেব! লক্ষ্মী কুত্রাপী সুস্থিরা নহেন, বারিতরঙ্গের ন্যায় চঞ্চলা এবং মদিরার ন্যায় বিমোহিনী। তিনি ধীর, সুমন্ত্র, ব্যসনশূন্য বিশেষজ্ঞ ও উৎসাহী রাজার নিকটে পাশবদ্ধার ন্যায় অবিকৃতভাবে অবস্থান করেন। এক্ষণে তুমি অবহিত চিত্তে বিদ্বান্ ব্যক্তিবর্গের বাক্যানুগামী হইয়া শত্রু নিপাত করিয়া সুখে অকণ্টকে রাজ্যশাসন করিতে থাক।

মন্ত্রিরাজ চিরজীবী এই কথা বলিলে কাকরাজ মেঘবর্ণ তাহাকে সম্মান প্রদানপূর্ব্বক সেই প্রকারেই রাজ্য করিতে লাগিল।

গোমুখ এই উপাখ্যান বর্ণন করিয়া পুনরায় নরবাহনদত্তকে বলিলেন, দেব! তির্য্যগ্‌জাতিও প্রজ্ঞাবলে রাজ্যসুখ ভোগ করিয়া থাকে, কিন্তু প্রজ্ঞাহীন মানবও অচিরকালমধ্যে অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং লোকসমাজে উপহাসাস্পদ হয়, ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ এই কথাটি শুনুন।

কোন ধনবানের এক মূর্খ ভৃত্য ছিল। সে

অঙ্গমর্দ্দনকার্য্য না জানিয়াও 'জানি' এই অভিমান-বশতঃ প্রভুর অঙ্গমর্দ্দনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করাতে, প্রভু অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিলে সে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল। অপর মালবদেশীয় দুই ভ্রাতার কথা শুনুন। দুইজন ব্রাহ্মণ ছিল, তাহাদিগের অবিভক্ত অনেক পৈতৃক ধন ছিল। কালে সেই ধনবিভাগ করিবার সময় কমবেশীর বিবাদ করিয়া উপাধ্যায়কে মধ্যস্থ মান্য করিলে, সে ব্যক্তি তাহাদিগকে বলিল, বিভাগে ন্যূনাধিক সন্দেহে কেন অকারণ বিবাদ করিতেছ? প্রত্যেক বস্তু অর্দ্ধার্দ্ধি সমান করিয়া বিভাগ করিয়া লও, তাহা হইলে আর ন্যূনাধিকের কলহ হইবে না। উপাধ্যায়ের উপদেশানুসারে সেই দুই মূর্খ বাটী, শয্যা, ঘটীবাটি প্রভৃতি যাবতীয় বস্তু, এমন কি, পশু পর্য্যন্ত প্রত্যেক বস্তু দুই খণ্ড করিয়া বিভাগ করিয়া লইল। বাটীতে এক দাসী ছিল, তাহাকেও দ্বিখণ্ড করিয়া বিভক্ত করিল। রাজা এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া তাহাদিগের সর্ব্বস্ব দণ্ড করিলেন। মূর্খেরা মূর্খের উপদেশমত কার্য্যকরতঃ এইরূপে ইহপরকাল নষ্ট করে, অতএব প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কখনই মূর্খের আশ্রয় গ্রহণ করিবে না, পণ্ডিতের সেবা করিবে। অসন্তোষ নানাদোষের আকর হইয়া থাকে, এ বিষয়ের একটি কথা শুনুন।

কোন স্থানে কতকগুলি ভিক্ষা-সন্তোষশালী পরিব্রাজক ছিল। তাহাদিগকে দেখিয়া কতকগুলি সুহৃৎ একত্র হইয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, কি আশ্চর্য্য! এই সকল পরিব্রাজক ভিক্ষাজীবী হইয়াও কেমন স্থূলদেহ হইয়াছে। তাহাদিগের মধ্যে একজন বলিল, আমি তোমাদিগকে এক কৌতুক দেখাইতেছি। আমি ইহাদিগকে পূর্ব্বের মত আহার করাইয়াও কৃশ করিতেছি। এই ব্যক্তি সুহৃদ্‌গণকে এই কথা বলিয়া সেই সকল ব্যক্তিকে ক্রমে আপনার বাটীতে এক এক জনকে লইয়া গিয়া নানাবিধ উপাদেয় বস্তু আহার করাইতে লাগিল। অনন্তর সেই সকল মূর্খ পরিব্রাজক উৎকৃষ্ট বস্তুসমূহ ভোজন করাতে পূর্ব্ববৎ ভোজনদ্রব্য ভোজন করিতে আর অভিলাষ করিত না; সুতরাং ক্রমে অতি দুর্ব্বল ও কৃশ হইতে লাগিল। পরে সেই আহারদাতা সুহৃদ্‌গণের মধ্যে তাহাদিগকে সেই প্রকার দেখাইয়া সহাস্যবদনে বলিল, তখন ইহারা ভক্ষ্যবস্তুতেই সন্তুষ্ট থাকাতে তেমন হৃষ্টপুষ্ট ছিল, এক্ষণে অসন্তোষ-দুঃখে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। তন্নিমিত্ত বলিতেছি, প্রাজ্ঞব্যক্তি সুখ ইচ্ছা করিলে সন্তোষ অবলম্বন করিবে; অসন্তোষ উভয় লোকেই দুঃখপ্রদ হইয়া থাকে। সেই সুহৃৎ এইরূপ বলিলে অপর বন্ধুবর্গ দুঃখাস্পদ অসন্তোষ পরিত্যাগ করিয়া সন্তোষ অবলম্বন করিল। এতাদৃশ মহৎসঙ্গ কাহার না মঙ্গলের নিমিত্ত হয়? দেব! সুবর্ণমুগ্ধবিষয়ক কথা শ্রবণ করুন।

কোন যুবাপুরুষ জলপান করিবার জন্য তড়াগে গমন করিল। সেই মূর্খ সরোবরতীরে সুবর্ণচূড় পক্ষীর সুবর্ণলোম দেখিয়া প্রকৃত সুবর্ণজ্ঞানে তাহাকে ধরিবার অভিলাষে তাহার নিকটে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সেই পক্ষী ক্রমশঃ ধাবিত হইয়া চক্ষুর অগোচর হইল। সেই মূর্খ আর তাহাকে দেখিতে পাইল না। ইহাতে সে অতিশয় কাতর হইয়া পড়িল, তাহার পিতা তাহাকে অবসন্ন দেখিয়া গৃহে আনিল। অবিবেচক নির্ব্বোধেরা এই প্রকার মিথ্যাজ্ঞানের বশীভূত হইয়া মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকে; লোকসমাজে হাস্যাস্পদ এবং বন্ধুদিগের নিকট শোচনীয় দশাপ্রাপ্ত হয়। অপর এক মহামূর্খের বৃত্তান্ত শুনুন।

কোন এক বণিকের ভারবাহী উষ্ট্র পথিমধ্যে অবসন্ন হইয়া পড়াতে সেই বণিক কোন ভৃত্যকে বলিল, আমি অন্যস্থান হইতে এমন একটা উট কিনিয়া আনিতেছি যে, এই উষ্ট্রের ভারের অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করিতে পারে। তোমরা এখানে থাক, যদি দৈবাৎ বৃষ্টি হয়; যাহাতে কাপড়ের পেঁটরার মধ্যে জল প্রবেশ না করে, চর্ম্মসকল না ভেজে, সেইরূপ বন্দোবস্ত করিও। ভৃত্যদিগের এইরূপ উপদেশ দিয়া উষ্ট্রের নিকট রাখিয়া বণিক চলিয়া গেলে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। মূর্খ ভৃত্যেরা বিবেচনা করিল, যাহাতে বৃষ্টির জলে পেঁটরা ও চর্ম্ম না ভিজে, তাহা আমাদিগের কার্য্য, প্রভু এইরূপ আদেশ করিয়া গিয়াছেন। তদনুসারে পেঁটরা হইতে সমুদয় কাপড় বাহির করিয়া সেই সকল বস্ত্রে পেঁটরা ও চামড়া ঢাকা দিয়া রাখিল, তাহাতে সমুদায় বস্ত্র একেবারে নষ্ট হইয়া গেল। বণিক ফিরিয়া আসিয়া মূর্খদিগের কার্য্য দেখিয়া ক্রোধে জলিয়া উঠিল ও বলিল, পাপিষ্ঠেরা! বৃষ্টির জলে ভিজাইয়া আমার সমুদায় বস্ত্র নষ্ট করিয়াছিস্। প্রভুর কথা শুনিয়া মূর্খেরা বলিল, আপনি পেঁটরা ও চর্ম্ম যাহাতে রক্ষা হয়, তাহা করিতে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, ঐ দুই বস্তু আচ্ছাদন করিতে অন্য কোন দ্রব্য না পাওয়াতে সুতরাং পেঁটরা হইতে বস্ত্র বাহির করিয়া

তদ্দারা আচ্ছাদিতকরতঃ রক্ষা করিয়াছি, ইহাতে আমাদিগের দোষ কি? ভৃত্যবর্গের এই উক্তি শুনিয়া বণিক বলিল, অরে গাধারা! পেঁটরা ও চর্ম্ম ভিজিলে কাপড়সকল ভিজিয়া নষ্ট হইবে, এই ভয়েই আমি তোমাদিগকে ঐ দুই বস্তু সাবধানে রাখিতে বলিয়াছিলাম, কাপড় নষ্ট করিয়া রক্ষা করিতে বলি নাই। বণিক এই কথা বলিয়া আনীত উষ্ট্রপৃষ্ঠে ভার বোঝাই করিয়া বাটীতে আসিয়া সেই মূর্খ ভৃত্যদিগের সর্ব্বস্ব দণ্ড করিল। অজ্ঞতাশয় মূর্খেরা এইরূপ বিপরীতাচরণ করিয়া স্বার্থ ও পরার্থ বিনষ্ট করিয়া থাকে। এক্ষণে অপূপিকামুগ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ শুনুন্।

একজন পথিক ধার করিয়া আটটি পিষ্টক ক্রয় করিয়াছিল, তন্মধ্যে ছয়টি পিষ্টক খাইয়া তৃপ্তিলাভ করিতে না পারায় সপ্তমটি খাইয়া ফেলিলে তাহার তৃপ্তিবোধ হইল। তৎপরে সেই মূর্খ বলিতে লাগিল, আমি মরিলাম, আমি কেন প্রথমেই এই পিষ্টকটি খাই নাই, এখন পেট ভরিয়াছে, আর ত' খাইতে পারিব না, এই কথা বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। সেই মূর্খ এইরূপ শোক প্রকাশ করাতে লোকে তাহাকে উপহাস করিতে লাগিল।

কোন বণিক এক মূর্খ ভৃত্যকে বলিল, ভদ্র! আমি বাটী চলিলাম, ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত দোকানের দ্বাররক্ষা কর, এই কথা বলিয়া চলিয়া গেলে, ভৃত্য দোকানের কপাট স্কন্ধে করিয়া কিঞ্চিদ্দূরে নাচ দেখিতে চলিয়া গেল। বণিক ফিরিয়া আসিয়া ভৃত্যকে কপাট কাঁধে করিয়া ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলে সে বলিল, আপনি আমাকে দ্বাররক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন, আমি ত' দ্বাররক্ষা করিয়াছি, তবে বকিতেছেন কেন? মূর্খেরা এইরূপ শব্দমাত্র শ্রবণ করিয়া তাৎপর্য্য গ্রহণে অসমর্থ হইয়া অনর্থের হেতু হয়। এক্ষণে মহিষমুগ্ধের অপূর্ব্ব বৃত্তান্ত শুনুন।

কোন স্থানে এক মহিষপালক ছিল। সে একদিন রাজার নিকটে গিয়া জানাইল, গ্রাম্যলোকেরা আমার একটি মহিষ খাইয়াছে। রাজা সেই সকল মহিষভক্ষক গ্রাম্যলোকদিগকে আনাইলে মহিষস্বামী তাহাদিগের সন্নিধানে রাজাকে বলিল, দেব! পুষ্করিণীর নিকটে বটগাছের তলায় ইহারা আমার একটি মহিষকে হত্যা করিয়া ভক্ষণ করিয়াছে। এই কথা শুনিয়া তাহাদিগের মধ্যে একজন বৃদ্ধ মূর্খ বলিল, দেব! এ গ্রামে পুষ্করিণীই নাই, বটবৃক্ষও কোথাও নাই, এ ব্যক্তি মিথ্যাকথা বলিতেছে, কোথায় ইহার মহিষ হত ও ভক্ষিত হইল? মহিষস্বামী এই কথা শুনিয়া প্রত্যুত্তর করিল, গ্রামের পূর্ব্বদিকে পুষ্করিণী বা বটবৃক্ষ নাই? অষ্টমীর দিনে তোমরা সেই স্থানে আমার মহিষ ভক্ষণ করিয়াছ। মহিষস্বামী এই কথা বলিলে সেই বৃদ্ধ মূর্খ পুনরায় বলিল, দেব! এ গ্রামে পূর্ব্বদিক্ই নাই, অষ্টমী তিথিও নাই। রাজা এই সকল কথা শুনিয়া সেই হতবুদ্ধিকে উৎসাহ দিয়া বলিল, তুমি যথার্থ সত্যবাদী, একটি কথাও মিথ্যা বল নাই, সম্প্রতি সত্য করিয়া বল দেখি, তোমারা সেই মহিষটি ভক্ষণ করিয়াছ কি না? রাজার কথা শুনিয়া মূর্খ বৃদ্ধ বলিল, পিতার মৃত্যুর তিন বৎসর পরে আমি জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার দ্বারা বাক্‌পটুতায় শিক্ষিত হই; মহারাজ! আমি কখনই মিথ্যা বলি না; আমরা ইহার মহিষ ভক্ষণ করিয়াছি, এই কথাটিমাত্র সত্য; অন্য যাহা কিছু বলিয়াছে, তৎসমুদায়ই মিথ্যা। রাজা ও সভাসদ্গণ বৃদ্ধের কথা শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। রাজা মহিষস্বামীকে অন্য একটি মহিষ দেওয়াইয়া তাহাদিগের বিশেষ দণ্ড করিলেন। মূর্খেরা প্রায়ই এই প্রকারে অগোপনীয় বিষয় গোপন ও গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করিয়া থাকে। দেব! অপর একটি মূর্খের বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন।

অতি কোপনস্বভাব কোন এক গৃহিণী অতি মূর্খ দরিদ্র স্বামীকে বলিল, প্রতিবেশীর গৃহে উৎসবোপলক্ষে আমি নিমন্ত্রণে যাইব, তুমি যদি কোন স্থান হইতে একছড়া পদ্মের মালা আনিয়া দিতে না পার, তাহা হইলে আজ হইতে আমি তোমার স্ত্রী নহি, তুমিও আমার স্বামী নহ। তদনুসারে সেই মূর্খ স্বামী পদ্মমালার জন্য রাত্রিতেই রাজার সরোবরে গমন করিলে রক্ষিবর্গ তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে? আমি চক্রবাক, মূর্খ এই কথা বলিলে তাহারা তাহাকে বাঁধিয়া রাজার নিকটে লইয়া গেল। রাজসন্নিধানে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে চক্রবাকের ন্যায় শব্দ করিতে লাগিল। পরে রাজা স্বয়ং অতিশয় নির্ব্বন্ধ প্রকাশপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করাতে প্রকৃত বৃত্তান্ত বলিল। দয়ালু রাজা তাহাকে ছাড়িয়া দিলে সে স্বস্থানে গমন করিল।

কোন এক মূর্খ বৈদ্য ছিল। কোন ব্রাহ্মণ একসময়ে তাহাকে বলিল, কবিরাজ! আমার একটি পুত্রের কুঁজ হইয়াছে; তুমি সেই কুঁজটি

শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করিয়া দাও। বৈদ্য ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া বলিল, আমাকে দশপণ কড়ি দাও। আমিযদি তোমার কার্য্যসিদ্ধি করিতে না পারি, তাহা হইলে তোমাকে তাহার দশগুণ ফেরত দিব। বৈদ্য এইরূপ পণ করিয়া ব্রাহ্মণের নিকট হইতে দশপণ কড়ি লইয়া সেই কুঁজকে ঔষধাদি দ্বারা আরোগ্য করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কুঁজ সমান করিতে না পারিয়া শতপণ কড়ি ব্রাহ্মণকে দিল। কোন মনুষ্য কি কখন কুঁজকে সোজা করিতে সমর্থ হয়? অসাধ্য বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মূর্খেরা কেবল লোকসমাজে উপহাসাস্পদ হয়।

নরবাহনদত্ত গোমুখের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকেও তুষ্ট করিলেন। শক্তিযশার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত থাকিয়াও বন্ধুগণের সহিত সুখশয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রাসুখভোগে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

ত্রিষষ্টিতম তরঙ্গ

শ্রীধরের উপাখ্যান

নরবাহনদত্ত প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রিয়তমা শক্তিযশার চিন্তায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। তাঁহার বিবাহবিধির শেষ মাসটি যুগের ন্যায় জ্ঞানকরতঃ সমুৎসুকচিত্তে ধৈর্য্যলাভ করিতে পারিলেন না। তাঁহার পিতা বৎসরাজ গোমুখের মুখে সেই বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া স্নেহপ্রযুক্ত নিজের মন্ত্রী বসন্তকাদিকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। নরবাহনদত্ত পিতৃমন্ত্রীদিগের গৌরবরক্ষার্থ কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করিলে বাক্পটু গোমুখ রাজমন্ত্রী বসন্তককে বলিলেন, আর্য্য বসন্তক! যুবরাজের সন্তোষজনক কোন একটি নূতন বিচিত্র উপাখ্যান বর্ণন কর; তদনুসারে বুদ্ধিমান বসন্তক কথা বলিতে আরম্ভ করিল।

পূর্ব্বকালে মালবদেশে শ্রীধর নামে কোন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার দুইটি যমজ পুত্র জন্মে। তাহাদিগের জ্যেষ্ঠের নাম যশোধর ও কনিষ্ঠের নাম লক্ষ্মীধর। তাহারা দুই ভাই যৌবন প্রাপ্ত হইলে পিতার অনুমতিক্রমে বিদ্যাভ্যাসের নিমিত্ত দেশান্তরে গমন করিল। পথিমধ্যে জলশূন্য ছায়ারহিত প্রখর সূর্য্যরশ্মিতে উত্তপ্ত বালুকাপূর্ণ এক বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তৃষ্ণায় অতি কাতর ও অতি ক্লান্ত হওত সন্ধ্যাকালে একটি ফলবান কিন্তু ছায়াশূন্য বৃক্ষ প্রাপ্ত হইল। সেই বৃক্ষের নিকটে শীতল স্বচ্ছসলিলা কমলশোভিনী একটি দীর্ঘিকা আছে। তাহা দেখিয়া দুই ভ্রাতা সন্তুষ্ট হইয়া সেই দীর্ঘিকাতে স্নান, ফল আহার ও দীর্ঘিকার জলপান করিয়া এক শিলাতলে উপবেশনপূর্ব্বক ক্ষণকাল বিশ্রামসুখ অনুভব করিল। সূর্য্যদেব অস্তগত হইলে তাহারা সন্ধ্যোপাসনা শেষ করিয়া শ্বাপদভয়ে নিশিযাপন হেতু এক বৃক্ষে আরোহণ করিল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে সেই বাপীর জলমধ্য হইতে উহাদিগের সমক্ষে বহু পুরুষ উত্থিত হইল। সেই সকল পুরুষের মধ্যে কেহ ভূমি পরিষ্কার করিল, কেহ আলিপনা দিল, কেহ বা সেই আলিপনার উপর লালবর্ণের পুষ্প ছড়াইতে লাগিল। অপর একজন সেই বিকীর্ণ পুষ্পোপরি একখানি সুবর্ণ-পর্য্যঙ্ক আনিয়া স্থাপিত করিল। একজন সেই পর্য্যঙ্কোপরি উত্তম শয্যা পাতিয়া দিল, কেহ বা সেই তরুতলে পুষ্প ও অঙ্গরাগদ্রব্যসকল ও অতি উৎকৃষ্ট পানভোজনসামগ্রী স্থাপন করিতে লাগিল।

অনন্তর সেই বাপীজল হইতে রূপে কন্দর্প-বিজয়ী, খড়্গধারী দিব্যাভরণভূষিত এক পুরুষ উঠিল। সেই পুরুষ পর্য্যঙ্কোপরি উপবেশন করিলে, পরিজনবর্গ সেই বাপীজলে নিমগ্ন হইলে, সেই পুরুষ মুখ হইতে অতি রূপবতী সুভব্যা বিনীতবেশা মঙ্গলাভরণভূষিতা দুইটি কামিনী ক্রমে উদ্গিরণ করিল। সেই দুইটি কামিনী তাহার ভার্য্যা। শেষ-বহির্গতা স্ত্রী স্বামীর অতি প্রিয়া ও বুদ্ধিমতী। সে সেই ভোগ্যবস্তুসকল দুইটি পাত্রে রাখিয়া স্বামী ও সপত্নীর পানভোজনের দ্রব্য তাহাদিগের নিকটে আনিয়া দিল, তাহারা পানভোজন করিলে নিজে ভোজন করিল। অনন্তর সেই পুরুষ সেই দ্বিতীয় পত্নীর সহিত পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া সুরত-সুখানুভব করিয়া সুখে নিদ্রাগত হইল। প্রথমা স্ত্রী তাহার পদসেবা করিতে লাগিল। দ্বিতীয়াই সেই শয্যায় শয়ন করিয়া রহিল। এই সকল ব্যাপার অবলোকন করিয়া বৃক্ষস্থিত সেই ভ্রাতৃদ্বয় পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, এ স্ত্রীলোক কে? সকলকেই অবিকৃত দেখিতেছি। এস, আমরা বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ঐ পাদসংবাহিনীর নিকট ইহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করি। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তাহারা যখন বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়া প্রথমা স্ত্রীর নিকট গমন করিল, সেই সময়ে দ্বিতীয়া

স্ত্রী জ্যেষ্ঠভ্রাতা যশোধরকে দেখিতে পাইয়া প্রসুপ্ত পতির শয্যা হইতে উঠিয়া অতি চঞ্চলভাবে সুখাভিলাষে যশোধরের নিকট যাইয়া 'আমাকে ভজনা কর' এই কথা বলিলে, যশোধর ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া বলিল, পাপীয়সি! তুই পরনারী, আমি তোর পরপুরুষ, ইহা জানিয়া কেমন করিয়া এরূপ কথা মুখে আনিস? সে পুনরায় বলিল, আমি তোমার ন্যায় শত পুরুষে সঙ্গত হইয়াছি, সুতরাং তোমার পরনারী-ভয়ের কোন কারণ দেখিতেছি না, যদি আমার কথায় তোমার বিশ্বাস না হয়, এই দেখ, আমার নিকট এতগুলি বিভিন্ন পুরুষের অঙ্গুরীয়ক রহিয়াছে। এক একটি অঙ্গুরী আমি এক একজন পুরুষের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছি। এই কথা বলিয়া আপনার অঞ্চল হইতে খুলিয়া সমুদায় অঙ্গুরী দেখাইল। যশোধর প্রত্যুত্তর করিল, তুই শত, সহস্র বা লক্ষ পুরুষের সঙ্গত হইলেও আমার মাতার স্বরূপ। আমি সে প্রকার লোক নহি। এই কথা বলিয়া তাহাকে নিরাকৃত করিলে, পাপীয়সী ক্রুদ্ধ হইয়া স্বামীকে জাগাইয়া যশোধরকে দেখাইয়া দিল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, নাথ! তুমি নিদ্রিত হইলে এই পাপাত্মা বলপ্রকাশপূর্ব্বক আমার ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছে। তাঁহার স্বামী এই কথা শুনিবামাত্র ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া খড়্গহস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলে, তাহার পতিব্রতা প্রথমা স্ত্রী দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, অকারণ এরূপ গুরুতর পাপ করিও না। আমার কথা শুন, এই পাপীয়সী ইহাকে দেখিয়া তোমার পার্শ্ব হইতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া রতি প্রার্থনা করিলে, এই সাধুপুরুষ যখন ইহার প্রার্থনায় কর্ণপাত না করিয়া মাতৃসম্বোধনকরতঃ নিরাকৃত করিল, পাপিষ্ঠা তখন ক্রোধে ইহার বিনাশসাধনার্থ তোমাকে জাগাইল। প্রভো! এই পাপীয়সী প্রতিরাত্রিতেই আমার সমক্ষে এই বৃক্ষস্থিত শত শত পথিকের নিকট হইতে এক একটি অঙ্গুরীয়ক লইয়া তাহাদিগের সহিত রতিসুখ অনুভব করিয়া থাকে। দ্বেষপ্রকাশভয়ে আমি কখনই তোমার নিকট ইহার বিদ্যা প্রকাশ করি নাই। আজ তোমার পাপের ভয়ে এ কথা অবাচ্য হইলেও বলিতে বাধ্য হইলাম। যদি আমার কথায় প্রত্যয় না হয়, ইহার বস্ত্রাঞ্চলে বদ্ধ অঙ্গুরীয়গুলি দেখিলে সত্যাসত্য বুঝিতে পারিবে। স্বামীর নিকট মিথ্যাকথা বলা সতীর ধর্ম্ম নহে। প্রভো! আমার সতীত্বের প্রভাব দেখ। এই কথা বলিয়া সে সহসা ক্রোধাগ্নিতে সেই বৃক্ষ ভস্মসাৎ এবং পুনরায় প্রসাদদৃষ্টিতে তৎক্ষণাৎ জীবিত করিল। তাহার ভর্ত্তা ইহা দেখিয়া সন্তুষ্টচিত্তে অনেকক্ষণ তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া দ্বিতীয়া স্ত্রীর নাককান কাটিয়া তাহাকে দূর করিয়া দিল। অনন্তর সেই পুরুষ অধ্যায়নার্থী সানুজ যশোধরকে দেখিয়া অনুতাপ প্রকাশপূর্ব্বক তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিল, ব্রাহ্মণ! এই স্ত্রী পাছে পরপুরুষাভিগামিনী হয়, এই আশঙ্কায় সর্ব্বদা ইহাকে বুকে করিয়া রাখিতাম, তথাপি পরপুরুষের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারি নাই। কোন্ ব্যক্তি বিদ্যুতের গতিরোধ ও চঞ্চলা স্ত্রীকে বশীভূত করিতে সমর্থ হয়? সাধ্বী স্ত্রী পরমধন একমাত্র সৎস্বভাবে নিজে রক্ষিত হইয়া স্বামী ও আপনাকে উভয় লোকে রক্ষা করিয়া থাকে। আজ আমি এই সতী কর্ত্তৃক মহাপাপ হইতে রক্ষিত হইলাম। এই সতী স্ত্রীর সতীত্বপ্রভাবে আজ আমার কুলটাসঙ্গ বিনষ্ট হইল, এবং ব্রহ্মহত্যারূপ মহাপাতকও আমাকে স্পর্শ করিতে পারিল না। এই সকল কথা বলিয়া যশোধরকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা কোথা হইতে আসিয়াছেন, কোথায়ই বা যাইবেন? যশোধর তদনুসারে আপনাদিগের সমুদায় বৃত্তান্ত যথাযথ বর্ণন করিয়া কৌতূহলবশতঃ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, মহাভাগ! যদি কোন গোপনীয় বিষয় না থাকে, তাহা হইলে বলুন, আপনি কে? এবং কেনই বা জলমধ্যে বাস করেন? যশোধরের কথানুসারে জলবাসী নিজের বৃত্তান্ত বলিতে লাগিল।

হিমালয় পর্ব্বতের দক্ষিণে কাশ্মীর নামে এক প্রসিদ্ধ প্রদেশ আছে। বোধ হয়, বিধাতা মানবগণের স্বর্গবাসকৌতূহল নিবারণার্থ তাহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। দেব হরিহর শ্বেতদ্বীপ ও কৈলাসপথ পরিত্যাগ করিয়া সেই স্থানে সতত অবস্থিতি করিতেছেন, সে স্থান বিতস্তা নদীর জলে সতত পবিত্র থাকাতে দেবগণ ও বিদ্বদ্‌গণ সর্ব্বদা সেই স্থানে বাস করিতে অভিলাষ করেন। ছলান্বেষী বলবান্ শত্রুগণ সেখানে থাকিতে পারে না। আমি পূর্ব্বজন্মে সেই জনপদে ভবশর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলাম। আমার দুইটি ভার্য্যা ছিল। কোন সময়ে কতকগুলি ভিক্ষুক আসিয়া আমার সহিত মিলিত হইলে, আমি তাহাদিগের নিকট শ্রুত শাস্ত্রোক্ত উপযোনাখ্য নিয়ম অবলম্বন করিলাম। সেই নিয়ম সম্পূর্ণ হইবার সময় উপস্থিত হইলে একদিন আমার এক পাপিষ্ঠা ভার্য্যা হঠাৎ আসিয়া

শয্যায় শয়ন করিলে, ব্রতে চতুর্থ প্রহর রাত্রিতে স্ত্রীসম্ভোগ অতি অকার্য্য ইহা বিস্মৃত হইয়া নিদ্রামোহে তাহার সহিত সুরতব্যাপার সম্পাদন করিবামাত্র ব্রত নষ্ট হওয়াতে আমি জলপুরুষের ন্যায় হইয়া জন্মিলাম; সেই দুই ভার্য্যা আমার এ জন্মেও ভার্য্যা হইল, তাহাদের মধ্যে যে আমার ব্রত নষ্ট করিয়াছিল, সেই পাপীয়সী একজন, আর এই পতিব্রতা একজন। সেই ব্রত খণ্ডিত হইলেও তাহার এমনই প্রভাব যে, সেই বলে আমি জাতিস্মর হইয়া জন্মিয়াছি এবং রাত্রিকালে এই প্রকার সুখভোগে কালযাপন করিতেছিলাম। যদি আমার সেই ব্রত নষ্ট না হইত, তাহা হইলে এতদপেক্ষা আরও সুখ হইতে পারিত। সেই পুরুষ এইরূপে স্ববৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া সেই অতিথি ভ্রাতৃদ্বয়কে দিব্য ভোজনসামগ্রী ও বস্ত্রাদি দ্বারা পূজা করিল। তৎপরে তাহার সেই সতী ভার্য্যা পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্ত শুনিয়া জানুদ্বয় ভূমিতে পাতিত করিয়া চন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল, ভো লোকপাল-সকল, যদি আমি প্রকৃত সাধ্বী হই, তাহা হইলে আমার এই স্বামী এখনই অম্বুবাস হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করুন। এই কথা বলিবামাত্র স্বর্গ হইতে বিমান আসিয়া সেই দম্পতিকে লইয়া স্বর্গে চলিয়া গেল। সাধ্বী স্ত্রীলোকের এই জগতে কিছুই অসাধ্য নাই। ব্রাহ্মণপুত্রেরা এই ব্যাপার দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইল।

অনন্তর যশোধর ও লক্ষীধর সেই রাত্রি তথায় যাপন করিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। ক্রমে সায়ংকালে নির্জ্জনারণ্যবর্ত্তী কোন এক বৃক্ষের তলে আসিয়া জলার্থী হওয়াতে সেই বৃক্ষ হইতে এরূপ কথা শুনিতে পাইল, ব্রাহ্মণতনয়েরা, তোমরা যখন আজ আমার গৃহে অতিথি হইয়াছ, তখন এইখানেই থাক; আমি তোমাদের দুইজনের পানভোজনাদি দিয়া অতিথি-সৎকার করিব; এই পর্য্যন্ত বলিয়া সেই বাক্য বিরত হইল। সেই স্থানে তখনই একটা মনোহর বাপী উৎপন্ন হইল এবং তাহার তীরে উত্তম পানভোজনদ্রব্য উপস্থিত হইলে বিপ্রসুতেরা বিস্ময়াপন্ন হইয়া সেই বাপীতে স্নান ও যথাভিলষিত পানভোজনাদি করিল। তৎপরে সন্ধ্যোপাসনা করিয়া সেই তরুতলে পুনরাগমন করিলে, সেই তরু হইতে অতি কমনীয়কান্তি এক পুরুষ অবতীর্ণ হইল। তাহাকে দেখিয়া দুইভাই অভিবাদন করিয়া অতি বিনীতভাব প্রকাশ করিল। তাহাতে সেই পুরুষ স্বাগত-প্রশ্নাদি দ্বারা তাহাদিগকে আনন্দিত করিয়া উপবিষ্ট হইলে, ভ্রাতৃদ্বয় তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল।

সে বলিল, আমি পূর্ব্বে একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলাম। দৈবাৎ জনকয়েক সন্ন্যাসীর সঙ্গলাভ হওয়াতে তাঁহাদিগের উপদেশানুসারে আমি উপবাস-ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে, কোন একজন শঠ সন্ধ্যার সময় বলপ্রকাশ করিয়া আমাকে ভোজন করায়; তাহাতে আমার ব্রত খণ্ডিত হওয়ায় আমি গুহ্যক হইয়া জন্মিলাম। যদি ব্রত সম্পূর্ণ করিতে পারিতাম, তবে স্বর্গে দেবত্ব লাভ করিতে পারিতাম। এই ত' আমার বৃত্তান্ত শুনিলে, এক্ষণে বল দেখি, তোমরা কে এবং কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছ? গুহ্যকের কথা শুনিয়া যশোধর আপনাদিগের বিবরণ তাহার নিকটে বর্ণন করিল। গুহ্যক তাহাদিগের পরিচয় শুনিয়া পুনরায় বলিল, যদি তোমরা বিদ্যাশিক্ষার্থ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া থাক, তাহা হইলে আমি স্বীয় প্রভাবে তোমাদিগকে বিদ্যা দান করিতেছি; তোমরা কৃতবিদ্য হইয়া গৃহেগমন কর, বৃথা বিদেশ-ভ্রমণের আর প্রয়োজন কি? এই কথা বলিয়া গুহ্যক তাহাদিগকে বিদ্যা দান করিল। তাহারাও তৎপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ লব্ধবিদ্য হইল। তাহাদিগকে কৃতবিদ্য দেখিয়া গুহ্যক বলিল, আমি তোমাদিগের নিকট একমাত্র গুরুদক্ষিণা প্রার্থনা করি যে, একরাত্রি এখানে ভোজন, মনঃসংযম ও ক্ষমা প্রকাশ করিয়া আমাকে এই ফল প্রদান কর, যাহাতে আমি ব্রত লাভ করিয়া দিব্যত্ব প্রাপ্ত হইতে পারি। তাহারা তাহাতে সম্মত হইলে গুহ্যক সেই তরুমধ্যে অন্তর্হিত হইল, সেই ভ্রাতৃদ্বয়ও অনায়াসে অভীষ্ট সিদ্ধি হওয়াতে হৃষ্টান্তঃকরণে কোনরূপে সেই রাত্রি তথায় বাস করিয়া পরদিবস আপনাদিগের বাটী আসিল। বাটী আসিয়া সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া মাতাপিতার আনন্দবর্দ্ধনকরতঃ গুহ্যকের পুণ্য কামনা করিয়া উপাসনাব্রত করিল। অনন্তর সেই বিদ্যাদাতা গুহ্যক বিমানারোহণে তথায় আসিয়া বলিল, বৎসদ্বয়, তোমাদিগের অনুগ্রহে আমি গুহ্যকত্ব হইতে উত্তীর্ণ হইয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি, তোমরাও আপনাদিগের জন্য এই ব্রত করিবে, তাহাতে তোমাদেরও দেহান্তে দেবত্বপ্রাপ্তি হইবে। এক্ষণে আমার বরে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া পরমসুখে কালযাপন করিতে থাক। এই কথা বলিয়া সেই কামচারী বিমানের সাহায্যে স্বধামে গমন করিল। পরে যশোধর ও লক্ষীধর দুই ভ্রাতা ব্রত করিয়া তৎপ্রভাবে বিদ্যা ও অর্থ প্রাপ্ত হইয়া সুখে কালযাপন করিতে

লাগিল। ধর্ম্মপ্রবৃত্ত ব্যক্তি কষ্টে পড়িয়াও নিজের স্বভাব রক্ষা করিলে দেবতারা তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন। তাহারা অভিলষিত বিষয়ও সাধন করিতে পারে। বৎসরাজসুত বসন্তকের মুখে অদ্ভুত কথা শ্রবণে আমোদিত হইয়া আহার-সময়ে পিতা কর্ত্তৃক আহূত হইয়া মন্ত্রিগণের সহিত তাঁহার নিকট গমন করিলেন। সেখানে আহারাদি ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া সায়ংকালে নিজের সচিবগণের সহিত স্বমন্দিরে গমন করিলে, গোমুখ পুনরায় তাঁহার চিত্তবিনোদার্থ এক উপাখ্যান বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন।

বলীমুখ নামে এক বানররাজ যূথভ্রষ্ট হইয়া সমুদ্রতীরবর্ত্তী উডুম্বরবনে বাস করিত। কোন সময়ে সে উডুম্বর ভক্ষণ করিতেছে, দৈবাৎ তাহার হাত হইতে একটি উডুম্বর ফল জলে পতিত হওয়াতে এক শুশুক তাহা খাইয়া ফেলিল। সেই যজ্ঞডুমুরের আস্বাদনে তুষ্ট হইয়া জল হইতে উঠিয়া শুশুক কলরব করিতে লাগিল; ইহা দেখিয়া সেই কপিরাজ তাঁহাকে কতকগুলি ফল ফেলিয়া দিল। শিশুমার প্রতিদিন আসিয়া গোলমাল করিতে লাগিল, বানরও তাহার জন্য অনেক ফল জলে ফেলিয়া দিতে আরম্ভ করিলে তাহাদিগের পরস্পর বন্ধুতা জন্মিল। শুশুক প্রতিদিন কপির নিকটে দিবাভাগ যাপন করিয়া সন্ধ্যাকালে কতকগুলি ফল লইয়া নিজালয়ে যাইত। সেই শুশুকের স্ত্রী স্বামীর কপিসঙ্গ জানিতে পারিয়া দিবাভাগে স্বামীর বিরহ ও বানরের সখিত্ব অনিচ্ছা করিয়া কোন পীড়ার ছল অবলম্বন করিলে, শিশুমার বলিল, প্রিয়ে! বল দেখি, তোমার কি অসুখ হইয়াছে এবং কি করিলে তাহার শান্তি হইতে পারে? কাতরভাবে এই কথা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। এইরূপ নির্ব্বন্ধসহকারে জিজ্ঞাসা করাতেও সে কোন প্রত্যুত্তর না করাতে তাহার সখী শুশুককে বলিল, পাছে তুমি ইঁহার মনোভিষ্টসিদ্ধি না কর, এই আশঙ্কায় ইনি বলিতে ইচ্ছা না করাতে আমি তোমাকে বলিতেছি, প্রাজ্ঞ লোক জানিয়া-শুনিয়া কি করিয়া পরের দুঃখ গোপন করে? তোমার ভার্য্যার যে পীড়া উপস্থিত হইয়াছে, একমাত্র বানরের হৃদয়ের যূষ ভিন্ন ইহার অন্য দ্বিতীয় ঔষধ নাই। প্রিয়ার সখীর মুখে এই কথা শুনিয়া শুশুক চিন্তা করিতে লাগিল, হায়! কি কষ্ট, আমি বানরের হৃদয় কোথায় পাইব? বন্ধুর অপকার করা মাদৃশ ব্যক্তির উচিত নহে। অথবা বন্ধুত্বে কি হইবে, ভার্য্যা আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা। শিশুমার এইরূপ আলোচনা করিয়া ভার্য্যাকে বলিল, প্রিয়ে! আমি আজই তোমার জন্য কপি আনয়ন করিব, কি জন্য খেদ করিতেছ? এই কথা বলিয়া সে মিত্র বানরের নিকটে যাইয়া কথাপ্রসঙ্গে কপিকে বলিল, সখে! আজ পর্য্যন্ত তুমি আমার গৃহ ও প্রিয়তমা ভার্য্যাকে একবারও দেখিলে না, আজ একদিনের জন্য বিশ্রামসুখ অনুভব করিবে চল। যে পর্য্যন্ত গৃহে গমন করিয়া পরস্পর আহার করা না হয়, পরস্পরের ভার্য্যার সহিত দেখাশুনা না হয়, ততদিন বন্ধুতা একপ্রকার কৌতুকের মধ্যে গণ্য হয়। শিশুমার এইরূপে বানরকে প্রতারণা করিয়া জলে নামিয়া বানরের সহিত সমুদ্রমধ্যে যাইতে লাগিল। বানর যাইতে যাইতে চমকিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, সখে! আজ তোমাকে অন্যরূপ দেখিতেছি কেন, বল দেখি? বানর নির্ব্বন্ধসহকারে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, শুশুক তাহাকে হস্তগত মনে করিয়া বলিল, সখে! আমার প্রিয়তমা ভার্য্যা অত্যন্ত অসুস্থ হইয়াছে, সে সেই রোগোপশমনার্থ আমার নিকট কপির হৃদয় প্রার্থনা করিয়াছে, তন্নিমিত্তই আমি এইরূপ বিমনা হইয়াছি। বানর এই কথা শুনিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, হায়! এই নিমিত্ত পাপিষ্ঠ আমাকে গৃহে লইয়া যাইতেছে। কি আশ্চর্য্য! স্ত্রীর মোহে পতিত এই মূর্খ মিত্রদ্রোহেও সমুদ্যত হইয়াছে। ভূতগ্রস্ত ব্যক্তি কি দন্ত দ্বারা আপনার গাত্রমাংস ভক্ষণ করে না? এইরূপ ভাবিয়া বানর শুশুককে বলিল, সখে! যদি এই জন্য আমাকে লইয়া যাইতেছ, তবে প্রথমে সে কথা বল নাই কেন? আমি আপনার হৃদয় তোমার ভার্য্যার জন্য লইয়া আসিতাম, যজ্ঞডুমুরবৃক্ষে আমার বাস, আমার হৃদয় সেইখানেই থাকে, হৃদয় লইয়া বাসস্থান হইতে কোথাও যাই না। মূর্খ শিশুমার বানরের কথা শুনিয়া কাতরভাবে বলিল, সখে! তবে শীঘ্র হৃদয় লইয়া এস। এইরূপ বলিয়া শুশুক বানরকে পুনরায় সমুদ্রের তীরে লইয়া আসিল, সমুদ্রতীরে আসিয়া সেই অন্তকস্বরূপ শিশুমারের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া তটে উঠিয়া একেবারে বৃক্ষে আরোহণকরতঃ শিশুমারকে বলিল, রে মূর্খ! এখান হইতে চলিয়া যা; হৃদয় যে দেহ হইতে পৃথক্ থাকিতে পারে না, ইহা কি শুনিস নাই? দৈববলে আজ আমি তোর হাত হইতে রক্ষা পাইলাম, আর আমি তোর সঙ্গে যাইব না। তুই কি মূর্খ গর্দ্দভের উপাখ্যান শুনিস নাই? আমি সেই উপাখ্যান বলিতেছি, শ্রবণ কর্।

কোন বনে এক সিংহ বাস করিত; এক শৃগাল

তাহার মন্ত্রী ছিল। সিংহ কোন সময়ে ব্যাধের বাণে ক্ষতবিক্ষত হইয়া জীবনরক্ষার্থ গিরিগুহামধ্যে আশ্রয় লইল। সিংহ গুহামধ্যে অবস্থিত থাকিলে শৃগাল ক্ষুধায় কাতর হইয়া বলিল, প্রভো! গুহা হইতে বহির্গত হইয়া কি যথাশক্তি আহারান্বেষণ করা উচিত নহে? তোমার শরীর পরিজনবর্গের সহিত ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। ইহা শুনিয়া সিংহ বলিল, সখে! আমি যুদ্ধে ক্লান্ত নই এবং ভ্রমণ করিতেও অশক্ত নহি; যদি গাধার কর্ণ ও হৃদয় খাইতে পাই, তাহা হইলে আমার সমুদায় ব্রণ ভাল হয়, আমিও প্রকৃতিস্থ হইতে পারি। শীঘ্র একটা গর্দ্দভের অনুসন্ধান করিয়া আনয়ন কর। সিংহ এই কথা বলিলে শৃগাল তাহার বাক্যে সম্মত হইয়া প্রস্থান করিল এবং নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া কোন এক রজকের গৃহসন্নিধানে একটা গাধাকে দেখিয়া প্রীতিপ্রাপ্ত হইয়া তাহার নিকটে গিয়া বলিল, অহে! তুমি এ প্রকার দুর্ব্বল হইয়াছ কেন? গর্দ্দভ শৃগালকে বলিল, রজক অতি নির্দ্দয়, সে আমাকে সর্ব্বদা অত্যন্ত অধিক ভার বহাইয়া থাকে, অথচ একমুষ্টি ঘাসও খাইতে দেয় না; এই কারণে আমি এমন কৃশ হইয়াছি।

শৃগাল গর্দ্দভের কথা শুনিয়া বলিল, ভদ্র! এখানে তুমি কি জন্য এত কষ্ট সহ্য করিতেছ? আমার সহিত এস, তোমাকে এমন এক বনে লইয়া যাইব, যেখানে গর্দ্দভীসমূহে সর্ব্বদা পরিবেষ্টিত থাকিয়া স্বর্গসুখ অনুভব করিতে পারিবে। গাধা ইহা শুনিয়া ভোগলালসায় উদ্দীপিত হইয়া শৃগালের সহিত সিংহের নিকট গমন করিল। সে তথায় আসিবামাত্র সিংহ তাহার পৃষ্ঠে এক চপেটাঘাত করিল, গর্দ্দভ তাহাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া ভয়ে সে স্থান হইতে সত্বর পলায়ন করিল। সিংহও বিকলাঙ্গ থাকাতে তাহাকে পুনরাক্রমণ করিতে না পারিয়া, গুহামধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, শৃগাল তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিল, প্রভো! যদি তুমি এই সামান্য গাধাটাকেও বিনাশ করিতে পারিলে না, তবে হরিণাদি বধে কিরূপে সমর্থ হইবে? সিংহ ইহা শুনিয়া লজ্জিত হইয়া বলিল, তুমি ঠিক কথা বলিয়াছ, সম্প্রতি তুমি সেই গাধাটাকে এখানে আনয়ন কর, আমি তাহাকে বধ করিবার নিমিত্ত সজ্জীভূত হইয়া থাকি। জম্বুক তদনুসারে গর্দ্দভের নিকট গিয়া বলিল, সখে! তুমি পলাইয়া আইলে কেন? গাধা বলিল, সেখানে কোন বলবান্ প্রাণী কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া পলাইয়া আসিয়াছি। শৃগাল হাস্য করিয়া বলিল, মিথ্যাভ্রমে পতিত হইয়াছ, সেখানে এমন কোন বলবান্ জন্তু নাই, যাহার ভয়ে পলায়ন করিতে হয়। তার সাক্ষী দেখ না কেন, সেখানে কোন প্রবল জন্তু থাকিলে আমি এমন নির্ভয়ে বাস করিতে পারিতাম কি? আজ আমার সহিত সেই নির্জ্জন অরণ্যে এস। গর্দ্দভ শৃগালের কথায় বিশ্বস্ত হইয়া পুনর্ব্বার সেখানে গমন করিলে, সিংহ তাহাকে দেখিয়াই গুহা হইতে বহির্গত হইয়াই গাধার পৃষ্ঠে পতিত হইয়া নখাঘাতে তাহাকে বিনাশ করিল এবং শৃগালকে গাধার রক্ষার ভার দিয়া স্নান করিতে সরোবরে গমন করিল। সেই অবকাশে ধূর্ত্ত শৃগাল গাধার হৃদয় ও কর্ণ খাইয়া ফেলিল। সিংহ স্নান করিয়া তথায় হৃদয়কর্ণহীন গর্দ্দভকে দেখিয়া শৃগালকে জিজ্ঞাসা করিল, ইহার হৃদয় ও কর্ণদ্বয় কোথায় গেল? সে প্রত্যুত্তর করিল, প্রভো! এই গাধার হৃদয় ও কর্ণ পূর্ব্বে হইতে ছিল না, তাহা না হইলে তোমাকে স্বচক্ষে দেখিয়া পুনরায় এখানে ফিরিয়া আসিত না। সিংহ সেই কথাতেই বিশ্বাসস্থাপন করিয়া গাধার মাংস ভক্ষণ করিল, অবশিষ্ট মাংস শৃগাল খাইল। বানর এই উপাখ্যান বর্ণন করিয়া শুশুককে পুনরায় বলিল, আমাকে গাধা পাও নাই যে, পুনরায় সেখানে যাইব। শিশুমার কপির কথা শুনিয়া অতি দুঃখিত হইয়া মনে করিল, আমি মোহবশতঃ ভার্য্যার নিমিত্ত যে যত্ন করিলাম, তাহা সিদ্ধ করিতে পারিলাম না এবং এমন মিত্রকেও হারাইলাম। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ঘরে ফিরিয়া গেল। তাহার কপিসখ্য অপগত হওয়াতে তাহার ভার্য্যাও সুস্থ হইল। বানরও সমুদ্রতীরে সুখে বিচরণ করিতে লাগিল। তন্নিমিত্ত প্রাজ্ঞ ব্যক্তি দুর্জ্জনকে বিশ্বাস করিবে না, যে কালসর্প ও দুর্জ্জনকে বিশ্বাস করে, তাহার সুখ কোথায়?

গোমুখ এই উপাখ্যান বলিয়া নরবাহদত্তকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য পুনরায় বলিলেন, দেব! অপর কতকগুলি উপহাসাস্পদ মূর্খের উপাখ্যান শুনুন। তন্মধ্যে প্রথমে গন্ধর্ব্ব-পরিতোষকারী মূর্খের কথা বলিতেছি।

কোন মূর্খ ধনবান্ নৃত্যগীতবাদ্যে পরিতৃপ্ত হইয়া ভাণ্ডারীকে ডাকিয়া বলিল, এই সঙ্গীতজ্ঞকে দুই হাজার পণ পারিতোষিক দাও। ভাণ্ডারী তাহা দিতে স্বীকৃত হইয়া স্বস্থানে গমন করিল। গান্ধর্ব্বিক ভাণ্ডারীর নিকট হইতে হতাশ হইয়া পুনরায় ধনীর সমীপে গিয়া তাঁহার কাছে সেই পারিতোষিক চাহিলে সে বলিল, তুমি বীণাবাদনে শীঘ্র আমার

শ্রুতিসুখবিধান করিয়াছিলে, আমিও ধনদানাদেশে তোমার কর্ণসুখবিধান করিয়াছি, কিন্তু দানটা তত শীঘ্র করা যাইতে পারে না। ধনীর কথা শুনিয়া হতাশ হইয়া গায়ক হাস্যকরতঃ চলিয়া গেল। দেব! মূর্খ শিষ্যদ্বয়ের কথা শুনুন। কোন গুরুর পরস্পরদ্বেষী দুইজন শিষ্য ছিল। তাহাদের মধ্যে একজন প্রতিদিন গুরুর দক্ষিণপদে, একজন বামপদে তৈল মাখাইয়া দিত। একদিন দৈবাৎ দক্ষিণ-পদসেবক বামপদ সেবা করিলে গুরু বামপদসেবককে দক্ষিণপদ সেবা করিতে বলিলে, সেই মূর্খ আস্তে আস্তে গুরুকে বলিল, গুরো! আপনার এই পাটি আমার প্রতিপক্ষ প্রতিদিন সেবা করিয়া থাকে, আমি এ পদের সেবা করিতে পারিব না। গুরু তাহার সেই কথা শুনিয়া নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিতে থাকিলে প্রতিপক্ষ শিষ্য ক্রোধভরে গুরুর সেই পা গ্রহণ করিয়া প্রস্তরের আঘাতে ভাঙ্গিয়া দিলে গুরু উচ্চৈঃস্বরে কান্দিয়া উঠিলে অপরাপর লোক আসিয়া সেই কুশিষ্যকে তাড়না করিতে আরম্ভ করিল। গুরু স্নেহবশতঃ ছাড়াইয়া দিল। আর একদিন অপর শিষ্য গ্রামান্তর হইতে আসিয়া গুরুর পায়ের পীড়া দেখিয়া সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হওয়াতে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া, আমি কি সেই শত্রুর অধিকৃত পদ ভাঙ্গিতে পারি না, এই কথা বলিয়া গুরুর দ্বিতীয় পাটিও ভাঙ্গিয়া দিল। অন্য লোকেরা তাহাকেও পীড়ন করিতে আরম্ভ করিল, গুরু ছাড়াইয়া দিল। এইরূপ কার্য্য করাতে সেই দুই মূর্খ শিষ্য লোকসমাজে উপহসিত হইয়া গৃহে গমন করিল। গুরুর এইরূপ ক্ষমা দেখিয়া সকলেই তাহার প্রশংসা করিতে লাগিল। গুরুও ক্রমে স্বাস্থ্যলাভ করিল। এই প্রকার পরস্পর-বিদ্বেষী মূর্খ পরিজন স্বামীর অনিষ্টসাধন করিয়া থাকে; অথচ তাহাদের নিজেরও কোন হিত হয় না। দেব! এক্ষণে দ্বিশিরা সর্পের বৃত্তান্ত শুনুন।

কোন সর্পের মস্তক ও পুচ্ছ দুই দিকে দুইটি মস্তক ছিল, কিন্তু লেজের মস্তকটি অন্ধ ও প্রকৃত মস্তকটি চক্ষুষ্মান্ ছিল। সেই দুই মস্তক—আমি প্রধান—আমি প্রধান, এই স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতে থাকিলেও সর্প প্রকৃত মুখের দিকেই বিচরণ করিয়া বেড়াইত। কোন সময়ে সর্প লেজের দিকের অন্ধ মস্তকের দিকে ভ্রমণ করিতে করিতে, পথিমধ্যে একখান জলন্ত কাষ্ঠের উপর পতিত হইয়া মরিয়া গেল।

এক্ষণে তণ্ডুলভক্ষক মূর্খের কথা শুনুন। কোন মূর্খ পুরুষ প্রথম শ্বশুরবাটী গমন করে। সেখানে গিয়া তাহার শাশুড়ী পাকের নিমিত্ত যে শুক্লবর্ণ তণ্ডুল রাখিয়াছিল, তাহা হইতে একমুষ্টি তণ্ডুল মুখে ফেলিয়া দিল। সেই সময়েই তাহার শাশুড়ী আসাতে মূর্খ লজ্জায় তাহা গিলিতে বা ফেলিয়া দিতে পারিল না, শাশুড়ী তাহার গলা এবং বাক্‌রোধ দেখিয়া কোন পীড়ার শঙ্কায় স্বামীকে সেখানে ডাকাইয়া আনিলে শ্বশুরও সেইরূপ দেখিয়া একজন বৈদ্যকে আনাইল। বৈদ্যও শোথরোগ আশঙ্কা করিয়া তাহার মস্তক ধারণকরতঃ গলা টিপিয়া ধরিল। লোকের হাস্যের সহিত তাহার গলা হইতে তণ্ডুল বাহির হইয়া পড়িল। অজ্ঞলোকেরা এই প্রকার অকার্য্য করে, কিন্তু গোপন করিতে সমর্থ হয় না।

কতকগুলা মূর্খ বালক গোদোহন দেখিয়া একদিন একটা গাধাকে দেখিয়া বাঁধিয়া দোহন করিতে আরম্ভ করিল। তন্মধ্যে কেহ দোহন আরম্ভ করিল, কেহ দুগ্ধের ভাঁড় তাহার নীচে স্থাপন করিল, কেহ আমি প্রথমে দুগ্ধ খাইব বলিয়া নাচিতে লাগিল; কিন্তু তাহারা এইরূপ করিয়াও দুগ্ধ পাইল না। অকার্য্য নির্ব্বন্ধপর মূর্খের প্রায়ই এইরূপে পরাভব প্রাপ্ত হয়। দেব! এক মূর্খ ব্রাহ্মণসন্তান ছিল, একদিন সন্ধ্যাকালে তাহার পিতা তাহাকে বলিল, বৎস, কল্য প্রাতঃকালে তুমি গ্রামমধ্যে যাইবে। কেবল এই কথা মাত্র শুনিয়া কিন্তু কি জন্য গ্রামে যাইতে হইবে তাহা জিজ্ঞাসা না করিয়া প্রাতঃকালেই গ্রামে গিয়া সমস্তদিন বৃথা পর্য্যটন করিয়া প্রত্যাগমন করিল। পিতাকে বলিল যে, আমি গ্রামে গিয়া পুনরায় আসিয়াছি। তাহার পিতা তাহাকে বলিল যে, তুমি গ্রামে গিয়া কোন কার্য্য সম্পন্ন কর নাই। সেই হেতু তুমি কাণ্ডজ্ঞানশূন্য মূর্খ।

হে দেব, যে-সকল মূর্খ ব্যক্তি কারণশূন্য কোন কার্য্য করে, তাহারা লোকের হাস্যাস্পদ হয় ও কষ্ট পায় এবং কোন কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে না। সচিবশ্রেষ্ঠ গোমুখের নিকট হইতে এইরূপ উপদেশপূর্ণ বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া বৎসেশ্বরসুত শক্তি ও যশঃপ্রাপ্তি বিষয়ে বদ্ধপরিকর হইল এবং অধিক রাত্রি হইয়াছে জানিতে পারিয়া নিজ বয়স্যগণের সহিত শয়ন করিল।

চতুঃষষ্টিতম তরঙ্গ

দেবশর্ম্মার উপাখ্যান

তৎপরে আর একদিন সেই গোমুখ রাত্রিকালে নিজ গৃহে অবস্থানকারী এবং শক্তি ও যশঃপ্রাপ্তি বিষয়ে সমুৎসুক সেই বৎশ্বেরসুতকে এই প্রকার মনোমুগ্ধকর কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

কোন নগরে দেবশর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। সেই ব্রাহ্মণের আত্মসদৃশ বংশে সমুৎপন্ন যজ্ঞদত্তা নাম্নী এক স্ত্রী ছিলেন। গর্ভবতী সেই ব্রাহ্মণী যথাসময়ে এক পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ দরিদ্র হইলেও তাঁহাদের সেই পুত্রকে অমূল্য রত্নের ন্যায় জ্ঞান করিতে লাগিলেন। সেই ব্রাহ্মণের স্ত্রী কোন সময়ে স্নান করিবার নিমিত্ত নদীতে গমন করিয়াছিলেন। দেবশর্ম্মাও সেই পুত্রের রক্ষার নিমিত্ত গৃহে রহিলেন। সেই সময়ে রাজগৃহ হইতে একজন দাসী আসিয়া, হিতকর বাক্য দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জনকারী সেই ব্রাহ্মণের নিকট গমনকরতঃ বলিল, রাজা তাহাকে ডাকিতেছেন। তারপর সেই ব্রাহ্মণ বাল্যকাল হইতে বর্দ্ধিত একটি নকুলকে শিশুর রক্ষার নিমিত্ত গৃহে রাখিয়া দক্ষিণালোভে রাজবাটী গমন করিলেন। সেই ব্রাহ্মণ চলিয়া যাইলে পর প্রভুভক্ত সেই নকুল শিশুর নিকট আগত একটি কৃষ্ণ সর্পকে দেখিয়া মারিয়া ফেলিয়া তাহার পর দূর হইতে দেবশর্ম্মাকে আগত দেখিয়া সেই নকুল অত্যন্ত আনন্দের সহিত রুধিরাক্তকলেবরে সেই ব্রাহ্মণের নিকট গমন করিল। দেবশর্ম্মাও রুধিরাক্তকলেবর সেই নকুলকে দেখিয়া মনে করিলেন যে, এই নকুলই শিশুকে মারিয়াছে। ইহা ঠিক করিয়া প্রস্তরখণ্ডের দ্বারা তাহাকে মারিয়া ফেলিলেন। তাহার পর ব্রাহ্মণ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া নকুল-হত সেই সর্পকে দেখিয়া ও বালককে জীবিত দেখিয়া অতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে সেই ব্রাহ্মণের স্ত্রী গৃহে আগমনকরতঃ সেই উপকারী নকুলকে নিহত দেখিয়া ব্রাহ্মণকে তিরস্কার করিতে লাগিল। হে দেব! সেই হেতু বুদ্ধিমান্ লোক হঠাৎ কোন কার্য্য করে না। মনুষ্য হঠাৎ কোন কার্য্য করিলে উভয় লোক অর্থাৎ ইহলোক ও পরলোক নষ্ট হইয়া থাকে। অবিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য করিলে বিপরীত ফল ফলিয়া থাকে, সেই হেতু আমার একটি কথা শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে বায়ুরোগগ্রস্ত কোন লোক ছিল। কোন সময়ে এক বৈদ্য তাহাকে বলিয়াছিল, যে পর্য্যন্ত আমি গৃহে যাইয়া প্রত্যাগমন না করি, সে পর্য্যন্ত তুমি এই ঔষধটি রাখিয়া দাও; ইহা বলিয়া সেই চলিয়া গেল এবং আসিতে কিছু বিলম্ব করিয়াছিল। তারপর সেই রোগাক্রান্ত মূর্খ ব্যক্তি সেই ঔষধ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিল। কিছু পরে সেই বৈদ্য প্রত্যাগমনপূর্ব্বক রোগীকে মৃতকল্প দেখিয়া বমন করাইয়া তাহার চৈতন্য সম্পাদন করাইল। তারপর সেই বৈদ্য রোগীকে তিরস্কার করিতে লাগিল এবং বলিল, রে মূর্খ! এই ঔষধ পান করে না, ইহা গুহ্যদ্বারে দিতে হয়। কেন তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করিলে না? অবিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য করিলে অভিলষিত বিষয়ও অনিষ্টকর হইয়া থাকে; সেই হেতু বুদ্ধিমান্ লোক নিয়মকে অতিক্রম করিয়া কোন কার্য্য করে না। অবিবেচনাপূর্ব্বক যে নিজেকে মৃত্যুমুখে পাতিত করে, সে লোকসমাজে নিন্দনীয় হয়। সেই হেতু তুমি এই বিষয়ে একটি কথা শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে একজন স্থূলবুদ্ধি পুরুষ ছিল। কোন সময়ে তাহার পুত্র বয়স্যগণের সহিত একটি বৃক্ষের নিকট গমন করিয়াছিল। তথায় সে বয়স্যগণের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একটি বৃক্ষের গহ্বরে প্রবেশ করিল এবং তথা হইতে বানরদিগের দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইয়া বাটী প্রত্যাগমনপূর্ব্বক বানরদিগের বিষয়ে অনভিজ্ঞ সেই বালক পিতাকে কহিল, পিতা! এই বনে কতকগুলি লোমবিশিষ্ট ফলভক্ষণকারী আমার দেহে আঘাত করিয়াছে। ইহা শুনিয়া তাহার পিতা ক্রোধাবিষ্টচিত্তে সেই বনে আসিয়া ফলহস্তে জটাযুক্ত তপস্বীদিগকে দেখিয়া কহিল, এই সকল লোমবিশিষ্ট লোক আমার পুত্রকে মারিয়াছে, ইহা বলিয়া তাহাদিগকে মারিবার জন্য ধাবিত হইল। তারপর কোন পথিক কহিল, তোমার এই পুত্র বানরদিগের দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা আমি দেখিয়াছি, অতএব এই তপস্বীদিগকে বধ করিও না। ইহা বলিয়া তাহাকে সেই হত্যাকার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিল। তারপর সে কোন প্রকারে সেই মহৎপাপ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বয়স্যদিগের নিকটে গমন করিল। সেই হেতু বুদ্ধিমান ব্যক্তির অবিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য করা উচিত নহে এবং অপ্রান্ত সকলেরই সকল স্থানে বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য করা উচিত। মূর্খ ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই লোকের উপহাসাস্পদ হইয়া থাকে, ইহাই পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন। এই বিষয়ের একটি কথা শ্রবণ কর।

কোন দরিদ্র পথিক পথে যাইতে যাইতে কোন

এক মহাজনের হস্ত হইতে পতিত একটি মুদ্রাপূর্ণ সুবর্ণথলি প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই মূর্খ ব্যক্তি তাহা গ্রহণ করিয়া অন্য পথে গমন করে নাই, পরন্তু সেই স্থানে উপবেশনপূর্ব্বক তত্রস্থ সেই মুদ্রার সংখ্যা নিরূপণ করিতে আরম্ভ করিল। সেই সময়ে ধনস্বামী সেই মহাজনের মুদ্রার বিষয় স্মরণ হওয়াতে অশ্বারোহণপূর্ব্বক শীঘ্র সেই পথে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক সেই মুদ্রাপূর্ণ থলিটি পথিকের হস্তে দেখিয়া তাহা গ্রহণ করিল। তারপর সেই দরিদ্রব্যক্তি প্রাপ্ত অর্থ নষ্ট হওয়ার জন্য দুঃখ করিতে করিতে অধোবদন হইয়া রহিল। সেই হেতু বুদ্ধিহীন হইলে হস্তগত অর্থও মুহূর্ত্তের মধ্যে নষ্ট হইয়া যায়। কোন লোক চন্দ্র দেখিতে ইচ্ছুক হইলে আর একটি লোক সেই ব্যক্তিকে চন্দ্রের দিকে অঙ্গুলি দেখাইয়া দেখিতে বলিল। সে আকাশের দিকে না দেখিয়া তাহার অঙ্গুলি দেখিতে লাগিল, কিন্তু চন্দ্রকে দেখিতে পাইল না। তাহা দেখিয়া সকল লোক হাস্য করিতে লাগিল। বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য করিলে অতি কঠিন কার্য্য সহজে সম্পন্ন করা যাইতে পারে, সম্প্রতি তাহা শ্রবণ কর।

কোন সময়ে একটি স্ত্রীলোক এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে গমন করিতেছিলেন। তিনি পথিমধ্যে হিংসাপরায়ণ একটি বানরকে বঞ্চনা করিবার ইচ্ছায় একটি বৃক্ষের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই মূর্খ বানরও সেই স্ত্রীলোক যে বৃক্ষের আশ্রয়ে দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহা উভয় হস্ত দ্বারা জড়াইয়া ধরিল। সেই স্ত্রীলোকটি হস্ত দ্বারা সেই বানরের হস্তদ্বয় ধরিয়া অত্যন্ত তাড়না করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই তাড়নায় বানরটা অত্যন্ত কুপিত হইয়াছিল। সেই সময়ে সেই পথে একটি গোপযুবককে আসিতে দেখিয়া সেই স্ত্রীলোকটি কহিল, মহাশয়, যতক্ষণ না আমি আমার বস্ত্র ও উন্মুক্ত কেশরাশি যথাস্থানে স্থাপন করি, ততক্ষণ এই বানরটার হস্তদ্বয় ধরিয়া থাক। সেই গোপযুবক কহিল, যদি তুমি আমাকে ভজনা কর, তাহা হইলে আমি এইরূপ করিতে পারি। ইহা শুনিয়া স্ত্রীলোকটা তাহাতেই সম্মতি জ্ঞাপন করিল। তারপর সেই গোপযুবক সেই বানরের হস্তদ্বয় ধারণ করিল। ইত্যবসরে স্ত্রীলোকটি সেই গোপযুবকের হস্ত হইতে ছুরিকাগ্রহণপূর্ব্বক সেই বানরকে হত্যা করিয়া গোপযুবককে নির্জ্জনে কথা বলিবার ইচ্ছায় দূরে আনয়ন করিল। তারপর পথিকদিগের সহিত মিলিত হইয়া সেই স্ত্রীলোকটি গোপযুবককে পরিত্যাগপূর্ব্বক অভিলষিত গ্রামে গমন করিল এবং এইরূপ বুদ্ধির দ্বারা তাহার চরিত্র রক্ষা করিল। সেই হেতু বুদ্ধিই লোকমর্য্যাদা রক্ষা করিবার সর্ব্বপ্রধান উপায়। অর্থহীন দরিদ্র ব্যক্তি প্রাণধারণ করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু বুদ্ধিহীন ব্যক্তি প্রাণধারণ করিতে সমর্থ হয় না। এই বিষয়ের একটি আশ্চর্য্য কথা শ্রবণ কর।

কোন নগরে ঘট ও কর্পর নামে দুইজন দস্যু বাস করিত। একদিন রাত্রিকালে কর্পর ঘটকে বাহিরে রাখিয়া রাজকন্যার বাসভবনে প্রবেশ করিল। সেই স্থানে কোণস্থিত সমুদায় অর্থ গ্রহণ করিয়া বাটীতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক ভাণ্ড পরিপূর্ণকরতঃ পুনরায় রাজকন্যার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল এবং কামার্ত্ত হইয়া রাজকন্যার সহিত বিহারকরতঃ কামে মত্ত হইয়া সেই ভীত রাজকন্যার সহিত নিদ্রিত হইয়া পড়িল এবং রাত্রি যে কিরূপে অতিবাহিত হইল, তাহা জানিতে পারিল না। প্রাতঃকালে রক্ষিগণ রাজকন্যার গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাকে বন্ধনপূর্ব্বক রাজার সম্মুখে আনয়ন করিল। নৃপতি তাহাকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ করিলেন। যখন সে বধ্যভূমিতে আনীত হইল, তখন তাহার বন্ধু ঘট তাহাকে রাত্রিকালে আসিতে না দেখিয়া পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া বধ্যভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘটকে আগত দেখিয়া তাহার বন্ধু কর্পর রাজকন্যাকে হরণ করিয়া অন্যস্থানে রাখিবার জন্য সঙ্কেতের দ্বারা জানাইল। ঘটও সঙ্কেতের দ্বারা কর্পরকে বলিল যে, সে তাহাই করিবে; তারপর কর্পর একটি বৃক্ষের নিকট নীত হইয়া ঘাতকের দ্বারা নিহত হইল। তাহাতে ঘট বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিয়া কর্পরের নিমিত্ত দুঃখ করিতে লাগিল এবং রাত্রিকালে সুড়ঙ্গ খননকরতঃ রাজকন্যার গৃহে উপনীত হইল। সেই স্থানে রাজকন্যাকে বদ্ধাবস্থায় একাকিনী দেখিয়া বলিল, সুন্দরি! আমি হত কর্পরের বন্ধু, আমার নাম ঘট। তোমাকে এই স্থান হইতে লইয়া যাইবার জন্য স্নেহবশতঃ আমি এখানে আসিয়াছি। সুতরাং তোমার পিতা তোমার কোন অনিষ্ট করিবার পূর্ব্বেই আমার সহিত আগমন কর। ঘট এইরূপ বলিলে সেই রাজকন্যা বলিল, তাহাই হউক। সেও তৎক্ষণাৎ সেই রাজকন্যার বন্ধন ছেদন করিয়া দিল।

তদন্তর ঘট রাজপুত্রীকে বহনকরতঃ সেই সুড়ঙ্গপথ অবলম্বনে রাজভবন অতিক্রম করিয়া নিজ

ভবনে উপস্থিত হইল। এদিকে প্রাতঃকালে নরপতি সুড়ঙ্গ কাটিয়া কে তনয়াকে অপহরণ করিয়াছে দেখিয়া বিবেচনা করিলেন, নিশ্চয়ই পাপিষ্ঠ কর্পরের এই উদগ্র নিগ্রহ শুনিয়া তাহারই কোন সাহসিক বন্ধু রোষভরে এই কার্য্য করিয়াছে। পরে তিনি কর্পরের মৃতদেহ রক্ষা করিতে রক্ষকগণকে আদেশ করিয়া কহিলেন, যে ব্যক্তি এই শব সৎকারার্থ লইতে আসিবে, তাহাকে তোমরা ধরিয়া রাখিবে, তাহা হইলে কুলকলঙ্কিনী পাপিষ্ঠা কন্যাকে পাইবার উপায় হইবে। এই প্রকার আদিষ্ট হইলে রক্ষিগণ যে আজ্ঞা বলিয়া সেই শব রক্ষা করিতে লাগিল।

ঘটও অনুসন্ধানে রাজার এই সকল মন্ত্রণা অবগত হইয়া রাজকন্যাকে কহিল, প্রিয়ে! যে কর্পর আমার পরমবন্ধু ছিল এবং যাহার অনুগ্রহে বিপুল অর্থের সহিত তোমাকে পাইয়াছি, তাহার কোনও প্রত্যুপকার না করিয়া আমার চিত্ত কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারিতেছে না। অতএব আমি অতি সাবধানে বুদ্ধিপূর্ব্বক সেই বধ্যভূমিতে যাইয়া তাহাকে দর্শনকরতঃ শোক করিব, অগ্নিতে তাহার দেহ সৎকার করিব এবং তীর্থে তাহার অস্থি নিক্ষেপ করিব। সুন্দরি! তুমি কোনও ভয় করিও না, আমি কর্পরের ন্যায় নির্ব্বুদ্ধি নহি। এই বলিয়া ঘট তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মচারীর বেশ ধারণ করিল এবং দধিও অন্নযুক্ত কর্পর অর্থাৎ মৃৎপাত্রবিশেষ হস্তে করিয়া, যে স্থানে বন্ধু কর্পরের মৃতদেহ রক্ষিত ছিল, তন্নিকটবর্ত্তী পথ দিয়া যাইতে যাইতে ছল করিয়া পড়িয়া যাইল, তাহাতে তাহার হস্তস্থিত দধি ও অন্নযুক্ত কর্পর চূর্ণ হইয়া গেল, তখন সে হা অমৃতাধার কর্পর! বলিয়া মৃৎপাত্রচ্ছলে প্রকৃত বন্ধু কর্পরের উদ্দেশে বিলাপ করিতে লাগিল। রক্ষিগণও তাহাকে মৃৎপাত্র উদ্দেশে শোক করিতে বিবেচনা করিয়া কিছুই বলিল না, তারপরে ঘট মুহূর্ত্তমধ্যে গৃহে আসিয়া সমস্ত সংবাদ রাজকন্যাকে বলিল।

পরে একদিন সন্ধ্যার সময় পল্লীবাসী ভদ্রলোকের ন্যায় বেশধারণকরতঃ ঘট নিজের এক ভৃত্যকে বৌ সাজাইয়া তাহার সহিত এবং কতকটা ধুতুরাভাঙ সঙ্গে লইয়া মাতালের মত হেলিতে-দুলিতে যে স্থানে মৃতকর্পরের দেহরক্ষিগণ অবস্থান করিতেছিল, তাহার নিকট উপস্থিত হইল। রক্ষিগণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ওহে ভাই, কে তুমি এবং এই স্ত্রীলোকটি তোমার কে? এবং তুমি কোথায় যাইতেছ?

তখন ধূর্ত্ত ঘট মাতালের মত ভাঙা ভাঙা জড়ান জড়ান স্বরে বলিল, আমি কোন পল্লীবাসী ভদ্রলোক, ইনি আমার পত্নী, আমি শ্বশুরালয়ে যাইতেছি এবং সেইখানে আমোদ করিবার জন্য কতকটা ধুতুরাভাঙ সঙ্গে লইয়া যাইতেছি; তা ভাই, তোমাদের সহিত আলাপে বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমরা এক্ষণে আমার পরম বন্ধু। যদি ইচ্ছা কর, তবে সেই ধুতুরাভাঙের অর্দ্ধেকটা লইতে পার, আমি না হয় অর্দ্ধেকটা লইয়াই যাইব। এই বলিয়া তাহাদিগকে এক এক করিয়া অর্দ্ধেক ধুতুরাভাঙ দিল। তখন সেই রক্ষিগণও ধূর্ত্ত ঘটকে নানাপ্রকারে সন্তুষ্ট করিয়া তাহার নিকট হইতে সমস্তই ধুতুরাভাঙ লইয়া ভক্ষণ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে রক্ষিগণ ধুতুরাভাঙের উৎকট নেশায় একেবারে চৈতন্য হারাইলে, ঘট কাষ্ঠাদি সংগ্রহকরতঃ মৃত কর্পরকলেবর রাত্রিমধ্যে অগ্নিসংস্কার করিল এবং কার্য্যান্তে স্বস্থান প্রস্থান করিল।

এদিকে প্রাতঃকালে নরপতি সেই সমস্ত ঘটনা অবগত হইয়া পুরাতন রক্ষিগণকে বিদূরিত-করতঃ সেই কার্য্যে নূতন সুচতুর রক্ষিগণকে নিযুক্ত করিলেন এবং কহিলেন, এই সকল দগ্ধাবশিষ্ট অস্থিসকল যত্নপূর্ব্বক রক্ষা কর, যে ব্যক্তি এই সকল লইতে আসিবে, তাহাকে তোমরা ধরিয়া রাখিবে। আর এক কথা, তাহার নিকট হইতে যেন কোন ভক্ষ্যদ্রব্য পর্য্যন্ত গ্রহণ করিও না। রাজা এইপ্রকার আদেশ করিলে, তাহারা দিবারাত্র সাবধান হইয়া রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত রহিল। ঘটও নিপুণ অনুসন্ধানে এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইল।

অনন্তর সেই ঘট দেবা চণ্ডিকার বরপ্রভাবে মোহনমন্ত্রাভিজ্ঞ কোন পরিব্রাজকের সহিত মিত্রতা করিল এবং তাহার দ্বারা মোহন-মন্ত্রবলে রক্ষিগণকে মোহিত করাইয়া কর্পরের অস্থি সংগ্রহকরতঃ গঙ্গায় নিক্ষেপ করিল। পরে ভবনে প্রত্যাগত হইয়া রাজকন্যার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনকরতঃ সেই পর্য্যটকের সহিত পরমসুখে বাস করিতে লাগিল।

এদিকে রাজা রক্ষিগণমুখে এই অস্থিহরণবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, তনয়ার অপহরণ আরম্ভ করিয়া যাবতীয় কার্য্যই যোগজনকৃত বলিয়া বিবেচনা করিলেন এবং নগরে ঘোষণা করিয়া দিলেন, যে যোগী আমার তনয়া-হরণ প্রভৃতি অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহাকে

আমি অৰ্দ্ধেক রাজ্য দিব, তিনি এক্ষণে প্রকাশ হউন।

ঘট সেই ঘোষণা শ্রবণ করিয়া তখন রাজসন্নিধানে আত্মপ্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলেও রাজপুত্রী তাহাকে নিবারণ করিয়া কহিল, দেখ প্রিয়তম ঘট! এইরূপ কার্য্য কদাচ করিও না; কারণ, এইরূপ বিশ্বাস করিলে রাজা তোমাকে কোন-না-কোন ছিদ্র পাইলে বধ করিবেন, নিশ্চয় জানিও। পাছে ঘটনা প্রকাশ হইয়া যায়, এই ভাবিয়া পরিব্রাজক ও রাজকন্যার সহিত ঘট দেশান্তরে গমন করিল। পথিমধ্যে নির্জ্জনে রাজকন্যা সেই পরিব্রাজককে কহিল, প্রিয়তম পরিব্রাজক, কর্পর আমার সর্বনাশ করিয়া সতীত্ব নাশ করিয়াছে, অতএব তাহাকে আমি কিছুতেই ভালবাসি না, যাহা হউক, সে মরিয়াছে; এক্ষণে, তজ্জন্য কোনও আপদ্ নাই, আর দেখ, এই ঘট আমাকে সর্ব্বসুখের স্থান পিতৃভবন হইতে অপহরণ করিয়াছে, সুতরাং ঘটও আমার ভালবাসার পাত্র নহে, এক্ষণে তুমিই আমার একমাত্র ভালবাসার পাত্র। এই বলিয়া সেই পরিব্রাজকের সহিত মিলিত হইয়া নিশীথকালে ঘটকে বিনাশ করিল। পরে সেই পরিব্রাজকের সহিত যাইতে যাইতে পাপপরায়ণা রাজকন্যা সহগামী কোন ধনবান্ বণিকের প্রতি আসক্তা হইল এবং বলিল, এই ভিক্ষুক আমার কে? কেহই নহে, তুমি আমার প্রিয়তম। এই বলিয়া সেই বণিকের সহিত যুক্তিকরতঃ রাজকন্যা পরিব্রাজককে পরিত্যাগ করিয়া রাত্রিকালে পলায়ন করিল। প্রাতঃকালে পরিব্রাজক জাগরিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, হায়, স্ত্রীলোকের নব নব পুরুষের প্রতি অনুরাগ ব্যতীত প্রকৃত ভালবাসার লেশমাত্রও নাই এবং কৃতজ্ঞতা কাহাকে বলে জানে না, যেহেতু এই পাপিষ্ঠা রাজতনয়া এইরূপে আমার বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া আমার সর্ব্বস্ব হরণকরতঃ অনায়াসে পলায়ন করিল। যাহা হউক, ইহাই আমার পরম লাভ যে, আমি ঘটের ন্যায় হত হই নাই। এই প্রকার চিন্তা করিয়া পরিব্রাজক নিজ দেশে গমন করিল।

এদিকে রাজকন্যা সেই বণিকের সহিত তাহার দেশে গমন করিল। তখন বণিক চিন্তা করিতে লাগিল, কি প্রকারে আমি হঠাৎ এই বেশ্যাকে গৃহে লইয়া যাই? এই প্রকার চিন্তা করিয়া বণিক সন্ধ্যার সময় রাজকন্যার সহিত সেই স্থানের কোনও বৃদ্ধার বাটীতে প্রবেশ করিল। তথায় রাত্রিকালে বৃদ্ধাকে ডাকিয়া নির্জনে জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁ গা বাছা, তুমি কি ধনদেব বণিকের বাটীর সংবাদ জান? তাহাতে সে বলিল, সে বাটীর কথা আর কি বলিব, মহাশয়! সে বাটীতে সেই বণিকের স্ত্রী সদাসর্ব্বদা নব নব পুরুষের সম্ভোগে নিরতা। সেই বাটীর বাতায়ন-পথ হইতে রজ্জু দ্বারা একটি চর্ম্মময় দোলা রাত্রিকালে ঝোলান হয় এবং যে তাহাতে আরোহণ করে, তাহাকেই তুলিয়া একেবারে অন্তঃপুরে লইয়া যাওয়া হয় ও নিশান্তে সেই পথ দিয়াই বাহির করিয়া দেওয়া হয়। সেই মদ্যপানমত্তা বণিকভার্য্যা কিছুই বিচার করে না। এই প্রকার সেই বাটীর ঘটনা নগরে সর্ব্বত্রই প্রচার হইয়া গিয়াছে এবং তাহার স্বামী বহুকাল বিদেশে গিয়াছে, এখনও আসে নাই।

এই প্রকার বৃদ্ধার বাক্য শ্রবণ করিয়া, কোনও অছিলাপূর্ব্বক সেই স্থান হইতে বাহির হইয়া দুঃখিত ও সংশয়াক্রান্তচিত্তে ধনদেব নিজ বাটীতে গমন করিল। তথায় দেখিল, কতকগুলি দাসী রজ্জু দ্বারা একটী চর্ম্মময় দোলা ঝুলাইয়া রাখিয়াছে। ধনদেব তাহাতে আরোহণ করিল এবং তৎক্ষণাৎ দাসীরা তাহাকে তুলিয়া অন্তঃপুরে লইয়া যাইল। প্রবিষ্ট হইবামাত্র বণিকপত্নী তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া শয্যার উপর লইয়া যাইল। সে কিন্তু মদ্যপানে বিভোর হইয়াছে বলিয়া নিজপতিকে চিনিতে পারিল না, পত্নীর এতাদৃশ কুচরিত্র দর্শনে বণিকের তাহার সহিত সম্ভোগ ইচ্ছা একেবারে ছিল না। ঘটিলও তাই, বণিকভার্য্যা অতিরিক্ত মদ্যপানবশতঃ শীঘ্র শীঘ্রই নিদ্রিত হইয়া পড়িল। পরে রাত্রি অবসানে দাসীরা সেই বণিককে রজ্জুবিলম্বিত চর্ম্মময় দোলা দিয়া শীঘ্র শীঘ্র বাটীর বাহির করিয়া দিল।

অনন্তর নির্ব্বেদপ্রাপ্ত বণিক চিন্তা করিতে লাগিল, আর আমার বৃথা গৃহের প্রতি আসক্তিতে প্রয়োজন নাই, স্ত্রীলোকেরাই গৃহের বন্ধন, যখন সেই স্ত্রীলোকেরই এইরূপ ঘটনা, তখন আমার বনে যাওয়াই পরম মঙ্গল।

এই প্রকার চিন্তা করিয়া ধনদেব রাজকন্যাকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া সুদূর বনে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইল। যাইতে যাইতে পথিমধ্যে বিদেশ হইতে স্বদেশ-প্রত্যাগমনকারী কোনও রুদ্রসোম নামক ব্রাহ্মণের সহিত তাহার মিত্রতা হইল।

সেই ব্রাহ্মণ বণিকের নিকট তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, 'না জানি আমারও স্ত্রী কি করিতেছে,' এই ভাবিয়া সেই বণিকেরই সহিত নিজগ্রামে উপস্থিত হইল; আসিয়া দেখিল, একটি

গোপ নাচিতে নাচিতে গায়িতে গায়িতে এবং নানাবিধ আমোদ করিতে করিতে নিজভবনের নিকটবর্ত্তী একটি নদীতীরে আসিতেছে। তাহাকে এইরূপ অলৌকিক আমোদযুক্ত দেখিয়া, ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিল, হে গোপ, বোধ হয়, তোমায় কোনও নবীনা যুবতী বড় ভালবাসে, সেই আমোদে বুঝি তুমি কাহারও প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া এইরূপ নাচিতেছ ও এইরূপ গাহিতেছ ?

তাহা শ্রবণ করিয়া একটু মৃদুহাস্যে গোপ বলিল, মহাশয়! এ সম্বন্ধে আমার একটি গোপনীয় ব্যাপার আছে, শ্রবণ করুন। এই গ্রামের অধিপতি রুদ্রসোম নামক এক ব্রাহ্মণ; তিনি বহুদিন বিদেশে গিয়াছেন, তাঁহার যুবতী স্ত্রী আমার প্রতি বড়ই অনুরক্তা, তাঁহার দাসী আসিয়া আমাকে স্ত্রীলোক সাজাইয়া বাটীর ভিতরে লইয়া যায়।

গোপের নিকটে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই সন্নিকটস্থ অত্যাচারী গোপের উপর অতিকষ্টে ক্রোধ সংবরণ করিয়া অনুসন্ধান জানিবার জন্য ব্রাহ্মণ পুনর্ব্বার বলিলেন, হে গোপ, যাহাতে তোমার মত বেশে সেই ব্রাহ্মণপত্নীর নিকটে অদ্য আমি যাইতে পারি, সেইজন্য তুমি নিজের পরিচ্ছদটি একবার আমাকে দিলে বড়ই অনুগৃহীত হই; কারণ আমার এ বিষয়ে বড়ই কৌতূহল হইতেছে। সেই গোপ বলিল, আচ্ছা, এই আমার কম্বল ও লগুড় গ্রহণ কর, যতক্ষণ না তাহার দাসী আসিতেছে, ততক্ষণ এই স্থানে প্রতীক্ষা কর, পরে রাত্রিকালে দাসীর সহিত সেই ভবনে যাইয়া সেই ব্রাহ্মণপত্নীর সহিত আমোদ করিও। প্রতি রাত্রে আমোদ করিয়া আমি বড় ক্লান্ত আছি, আমিও এই রাত্রিটা বিশ্রাম করিয়া লই। এই বলিয়া তাহাকে নিজ কম্বল ও লগুড় দিল। পরে রুদ্রসোম সেই স্থানে সেইভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। যথাসময়ে দাসী আসিল। স্ত্রীপরিচ্ছদধারী সেই বিপ্রকে দাসী সেই গোপ ভাবিয়া আস্তে আস্তে 'আইস আইস' বলিয়া ডাকিয়া রুদ্রসোম-ভবনে লইয়া যাইল। এদিকে গোপ ধনদেবের সহিত দূরে অবস্থান করিতে লাগিল। পরে রুদ্রসোম নিজ ভার্য্যা গোপজ্ঞানে আমাকে আলিঙ্গন করিতেছে দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, হায়! ইহা বড়ই কষ্টের বিষয় যে, কুচরিত্রা নারীরা নিকটবর্ত্তী পুরুষ যদি নিকৃষ্ট জাতীয়ও হয়, তাহা হইলেও তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়ে। দেখ, এই পাপিষ্ঠা মদীয় ভার্য্যা হইয়াও নিকটবর্ত্তী একটা গোপের প্রতি আসক্তা হইয়াছে। এই প্রকার চিন্তাকরতঃ রুদ্রসোম নিজ স্বর গোপন করিয়া পত্নীর নিকট কোন ছল করিয়া বাটী হইতে বাহির হইল এবং সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া একেবারে পূর্ব্বপরিচিত ধনদেবের নিকট উপস্থিত হইল। পরে তাহাকে নিজের গৃহবৃত্তান্ত সমস্ত বলিয়া কহিল, "ভাই, আমি তোমার সহিত বনে যাইব। বাড়ী উৎসন্ন যাউক।"

রুদ্রসোম এই বলিয়া তখনই সেই বণিকের সহিত গমন করিতে লাগিল। যাইতে যাইতে পথিমধ্যে বিদেশ হইতে স্বদেশপ্রত্যাগমনকারী শশী নামক কোন লোকের সহিত তাহাদের মিত্রতা হইল। তাহারা কথাপ্রসঙ্গে শশীর নিকট নিজ নিজ গৃহদুর্ঘটনা বর্ণন করিল। শশী তাহাদের নিকট এইরূপ শুনিয়া, যদিও নিজ ভার্য্যাকে ভূমধ্যস্থিত গুপ্তগৃহে অতি সাবধানে রাখিয়া আসিয়াছিল, তথাপি নিজ পত্নীর প্রতি আশঙ্কান্বিত হইল। পরে শশী তাহাদের সহিত যাইতে যাইতে সায়ংকালে নিজ বাটীসমীপে উপস্থিত হইল এবং রুদ্রসোম ও ধনদেবকে নিজগৃহে আতিথ্য করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। সেই সময়ে শশী দেখিতে পাইল, কুষ্ঠরোগে গলিত-হস্ত-পদ ও দুর্গন্ধযুক্ত একটা লোক বসিয়া বসিয়া আদিরসোদ্দীপক গান গাইতেছে। শশী তাহাকে কৌতূহলপ্রযুক্ত জিজ্ঞাসা করিল, "কে হে তুমি, এইরূপ গান গাইতেছ?" সে বলিল, "আমি, কুষ্ঠরোগাক্রান্ত কামদেব।" শশী বলিল, "ইহাতে আর ভুল কি আছে? তোমার রূপই তোমার কামদেবত্বের পরিচয় দিতেছে।" তখন সে বলিল, "মহাশয়! শ্রবণ করুন, এইখানে শশী নামক কোন লোক ভার্য্যার প্রতি ক্রোধবশতঃ তাহাকে একমাত্র পরিচারিকা সহায়ে ভূমধ্যস্থিত গৃহে রাখিয়া দেশান্তরে গিয়াছে। দৈবক্রমে সেই নারী আমাকে কামার্ত্তচিত্তে অবলোকন করিয়াছে এবং তৎক্ষণাৎ আমাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। তাহার সহিত প্রত্যহ রাত্রে আমি বিহার করিয়া থাকি। তাহার দাসী আমাকে পৃষ্ঠে করিয়া সেই ভূমধ্যস্থিত গৃহে লইয়া যায়। তবে মহাশয়! বলুন, কিসে আমি সাক্ষাৎ কামদেবের স্বরূপ নহি? যখন শশীর তাদৃশী রূপলাবণ্যসম্পন্না সেই সুন্দরী ভার্য্যাও আমাকে ভালবাসেন, তখন আমি কি কামদেবতুল্য নহি?"

শশী এই প্রকারে সেই কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ব্যক্তির নিকট দারুণ দুঃসহ বাক্য শ্রবণ করিয়া কোনরূপে

দুঃখ সংবরণকরতঃ তত্ত্ব অনুসন্ধানের নিমিত্ত তাহাকে কহিল, "সত্যই তুমি কামদেব। যাহা হউক, তোমার নিকট আমি এইমাত্র প্রার্থনা করি যে, তোমার নিকট যে স্ত্রীলোকের কথা শুনিলাম, সেই স্ত্রীলোক সম্বন্ধে আমার বড় কৌতূহল হইতেছে, সেই কারণ অদ্য মাত্র এক রাত্রির জন্য সেই স্থানে যাইব, তুমি সন্তুষ্ট হও, আমার এই গমনে তোমার ক্ষতিকর কোন অসদুদ্দেশ্য সাধিত হইবে না।"

শশী এই কথা বলিলে কুষ্ঠরোগী ব্যক্তি বলিল, "আচ্ছা, তাহাই হউক, এই গ্রহণ কর আমার বেশ এবং তুমিও নিজ বেশ আমাকে দাও। আমার মত তুমি হস্তপদ সঙ্কুচিত করিয়া এই স্থানে অবস্থান কর, পরে অন্ধকার ঘোর হইয়া আসিলে তাহার দাসী আসিবে, যখন দাসী আমাকে ভাবিয়া তোমাকে পৃষ্ঠে লইবে, তখন তুমি আমার মত হইয়া সেইখানে যাইও; কারণ আমি এই রোগে চলৎশক্তিহীন-বশতঃ প্রত্যহ এইরূপে সেই স্থানে যাইয়া থাকি।"

সেই কুষ্ঠরোগী এইরূপ বলিলে শশী তাহার বেশ ধারণ করিয়া সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিল। সেই কুষ্ঠী ও পথিকদ্বয় সেই স্থান হইতে কিছু অল্প দূরে রহিল।

পরে যথাসময়ে দাসী আসিয়া সেই ব্যক্তি ভ্রমে সেই ব্যক্তির বেশধারী শশীকে "আইস" বলিয়া পৃষ্ঠে করিয়া শশীপত্নীর নিকট লইয়া গেল। সেইখানে নিজ পত্নীর উদ্দেশে বিস্তর অনুশোচনা করিয়া শশী সংসারে একেবারে বীতশ্রদ্ধ হইল। পরে স্ত্রী নিদ্রিত হইলে শশী অন্যের অলক্ষিতভাবে গৃহ হইতে নির্গত হইয়া ধনদেব ও রুদ্রসোমের নিকট উপস্থিত হইল এবং তাহাদিগকে নিজ বৃত্তান্ত বলিয়া কহিতে লাগিল, "হায়! ধিক্! নিম্নাভিগামিনী নারীর লীলা যারপরনাই বিস্ময়করী। যখন আমার ভার্য্যা ভূগর্ভরক্ষিতা হইয়াও কুষ্ঠরোগীর সহিত সঙ্গত হইল, তখন কে নারীজাতিকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া থাকে? অতএব আমার বনগমনই শ্রেয়ঃ; গৃহবাসে ধিক্।" এই বলিয়া সমদুঃখী বিপ্র ও বণিক এই উভয়ের সহিত সে নিশা অতিবাহিত করিল।

রজনী প্রভাতে তিনজন একত্র হইয়া বনোদ্দেশে যাত্রা করিল। কিয়দ্দূর গমন করিলে দিবাবসানসময়ে একটি বিশাল তরুবর নেত্রপথে নিপতিত হইল; তাহার নিকটে কমলদলশোভিত একটি দীর্ঘিকা বিরাজমান। তথায় তাহারা তিনজন যথাযথ আহার ও জলপানান্তে নিশাযাপনার্থ সেই বৃক্ষোপরি আরোহণ করিল। ইত্যবসরে এক পথিক সেই বৃক্ষতলে সমুপস্থিত হইয়া নিদ্রিত হইল। এদিকে দীর্ঘিকাগর্ভ হইতে সহসা এক পুরুষ উত্থিত হইয়া সেই তরুতলে আগমনপূর্ব্বক স্বীয় বদনবিবর হইতে একটি পরমরূপবতী রমণী উদ্গিরণ করিল। জলগর্ভোত্থিত পুরুষ সেই রমণীর সহিত রতিসুখ উপভোগ করিয়া তরুতলেই নিদ্রিত হইল। তখন রমণী পূর্ব্বসুপ্ত পথিককে জাগরিত করিয়া তাহার সহিত সম্ভোগসুখ উপভোগ করিলে, পথিক জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা উভয়ে কে?" রমণী কহিল, "এই ব্যক্তি নাগবংশোদ্ভূত, ইনি আমার স্বামী; আমি নাগকন্যা, ইঁহার ভার্য্যা। তোমার ভয় নাই। আমি এইরূপে যথাক্রমে নবাধিক-নবতিসংখ্য পথিকের সহিত সঙ্গমসুখ অনুভব করিয়াছি; অদ্য তোমাকে লইয়া শত সংখ্যা পরিপূর্ণ হইল।"

রমণী এইরূপে আত্মপরিচয় প্রদান করিতেছে, ইত্যবসরে তদীয় পতির নিদ্রাভঙ্গ হইল। স্বীয় ভার্য্যাকে পথিকের সহিত কথোপকথন করিতে দেখিয়া তাহার বদনবিবর হইতে ভীষণ বিষজ্বালা বিনির্গত হইয়া উভয়কেই ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল; নাগপুরুষও যথামতি প্রস্থান করিল।

এই বিস্ময়করী ঘটনা দর্শনে বৃক্ষারূঢ় তিন ব্যক্তি নির্ব্বেদসহকারে বলিতে লাগিল, "হায়! দেহমধ্যে রাখিলেও যাহাদিগের সতীত্ব রক্ষা করা দুঃসাধ্য, সেই, রমণীজাতি গৃহবাসিনী থাকিলে কি না করিতে পারে? অতএব নারীজাতিকে ধিক্!" শশিপ্রমুখ তিনজন এই বলিয়া রাত্রি প্রভাতে বনোদ্দেশে প্রস্থান করিল। তাহারা বনবাস আশ্রয়পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়সংযম, কৃচ্ছ্র, তপোনুষ্ঠান ও ক্রমে সমাধিতে মনঃসমাধান-করতঃ পরমা সিদ্ধিলাভ করিল; তাহাদিগের অন্তঃকরণে আর তমোরাশির লেশমাত্রও রহিল না, যথাকালে তাহারা পরম নির্ব্বাণপদবী প্রাপ্ত হইল। অতএব স্ত্রীজাতির প্রতি মোহবশে যে অনুরাগ জন্মে, তাহা কাহার দুঃখের কারণ না হয়? রমণীর প্রতি বিবেকী ব্যক্তির যে বিরাগ দৃষ্ট হয়, তাহাই মোক্ষের কারণ।

সচিবপ্রবর গোমুখের প্রমুখাৎ এই বিনোদিনী কথা শ্রবণ করিয়া বৎসরাজকুমার যামিনীযোগে পুনরায় বিশ্রামকরী নিদ্রার ক্রোড়ে প্রসুপ্ত হইলেন।

পঞ্চষষ্টিতম তরঙ্গ

বণিকপুত্রাদির উপাখ্যান

পরদিন আবার রজনীযোগে মন্ত্রিবর গোমুখ যুবরাজের চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত অপর এক গল্প বলিতে লাগিলেন, যুবরাজ! কোন এক ধনবান্ বণিকের সুলক্ষণসম্পন্ন এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ঐ বালক বোধিসত্ত্বের অংশে জন্মিয়াছিল, কিন্তু কর্ম্মদোষে শৈশবেই মাতৃহীন হয়, তখন বণিক আবার অন্য পত্নী গ্রহণ করেন এবং কালে ঐ পত্নীর কুহকে পড়িয়া সেই প্রাণাধিক পুত্রকেও তাড়াইয়া দিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। তখন প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র উপায়ান্তর না পাইয়া নিজ পত্নীর সহিত বনবাসের উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িলেন। পথে চলিতে চলিতে সঞ্চিত পাথেয় সব ফুরাইয়া গেল, আবার তখন এমনি এক মরুভূমিতে গিয়া পড়িলেন যে, তথায় নদী ও সরোবরের কথা দূরে থাকুক, একবিন্দু তৃষ্ণার জলও মিলিল না, একগাছি তৃণও কোথাও দেখা গেল না। এরূপ ভীষণ পথ অতিকষ্টে এক সপ্তাহে অতিক্রম করিলেন বটে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে পত্নীকে ক্ষুধাতৃষ্ণায় যখন দারুন কাতর দেখিতেন, তখন বণিকপুত্র নিজের দেহের রক্ত ও মাংস দিয়া তাহাকে বাঁচাইয়া চলিতে লাগিলেন। পাপীয়সীও সেই সকল পানভোজনে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করিত না।

অষ্টমদিনে তাঁহারা এক পাহাড়ের অরণ্যময় তলভূমিতে গিয়া পৌছিলেন। সেই স্থান স্রোতস্বতী নদীর তরঙ্গধ্বনিতে মুখরিত, ফুলে ফলে সুন্দর, পাদপ-শ্রেণীর ছায়ায় ও স্নিগ্ধ দূর্ব্বা প্রভৃতি তৃণরাজিসমাচ্ছন্ন থাকায় কি অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করিয়াছিল।

তথায় পৌছিয়া বণিকপুত্র ফলমূল ও জল আহরণ করিয়া অগ্রে তাহা দ্বারা পত্নীর ক্লেশ দূর করিলেন এবং পরে সেই তরঙ্গিনী নদীতে স্নানের জন্য অবতরণ করিলেন। জলে নামিতেই দেখিতে পাইলেন, এক হাত-পা কাটা পুরুষ (নুলো) নদীতে ভাসিতেছে এবং সাহায্যের নিমিত্ত কাতর প্রার্থনা করিতেছে।

যদিও তখন বণিকতনয় কয়েকদিনের অনাহার ও পথের কষ্টে দারুণ ক্লিষ্ট ও দুর্ব্বল ছিলেন, তথাপি স্বয়ং মহাসত্ত্ব বলিয়াই উহাকে দেখিবামাত্র দয়াপরবশ হইলেন ও নদীতে সাঁতার দিয়া সেই অনাথকে উদ্ধার করিলেন, তাহার পর তীরে বসাইয়া দয়াবশে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার এরূপ দশা কে করিয়াছে? নুলো উত্তর করিল, শত্রুরা আমার দুই হাত ও পা কাটিয়া আমাকে হত্যা করিবার জন্যই স্রোতের মুখে ফেলিয়া দিয়াছে। তুমি ভাই, এই ভীষণ যাতনাময় মৃত্যুর মুখ হইতে আমাকে উদ্ধার করিলে। তখন বণিকতনয় তাহার ক্ষতস্থান বস্ত্রখণ্ড দ্বারা বাঁধিয়া দিলেন এবং তাকে আহার করাইলে সে কথঞ্চিৎ সুস্থ হইল। তাহার পর স্বয়ং স্নানাহারাদি সম্পন্ন করিলেন এবং তদবধি ঐ স্থানেই বণিকতনয় নুলোকে আশ্রয় দিয়া সস্ত্রীকবাস করিলেন এবং ফলমূলাদি দ্বারা জীবনযাপনকরতঃ ভগবানের চিন্তাতেই কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

একদিন বণিকতনয় ফলমূল আহরণার্থ নির্গত হইলে পর তাঁহার পত্নী কামাতুরা হইয়া সেই বিকৃতাকার ঘৃণ্য পুরুষের সহিত কামবৃত্তি চরিতার্থ করিল। তখন কেবলমাত্র উহার গায়ের ক্ষতগুলি শুষ্ক হইয়া আসিতেছে।

এইরূপে ব্যভিচারিণী তাহাতে এরূপ আসক্তা হইয়া উঠিল যে, স্বামীকে মারিয়া ফেলিবার মন্ত্রণা করিতেও কুণ্ঠিতা হইল না। পরদিন পাপীয়সী এক রোগের ভাণ করিয়া বসিল এবং সম্মুখের দুরন্ত নদীমধ্যস্থিত এক ক্ষুদ্র পর্ব্বতের গুহাতে কতকগুলি ওষধিলতা অঙ্গুলিসঙ্কেতে দেখাইয়া স্বামীকে বলিল, যদি তুমি ঐ লতা আনিয়া দিতে পার, তবেই আমি এ যাত্রা বাঁচিব; কারণ, গত রজনীতে স্বপ্নে এক দেবতা আসিয়া আমাকে বলিয়া গিয়াছেন যে, তোমার রোগের ঔষধি ঐ দেখা যাইতেছে।

ইহা শুনিয়াই স্বামী তাহার ঔষধি আনিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন এবং তৃণরাশি একত্র করিয়া একগাছি মোড়া দড়ী প্রস্তুত করিলেন। সেই দড়ীর একদিক্ নদীতটের এক বৃক্ষে বাঁধিয়া অপর দিক্ অবলম্বন করিয়া ঔষধি আনিতে নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। যেমনি তিনি নদীতে পড়িলেন, অমনি তাঁহার সেই ব্যভিচারিণী পত্নী নিজের পাপ-বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য বৃক্ষ হইতে দড়ীর বাঁধন খুলিয়া দিল।

এই ব্যাপারে বণিকতনয় অবলম্বনবিহীন হওয়ায় নদীর স্রোতে ভাসিয়া গেলেন এবং প্রবল স্রোত তাঁহাকে দূর হইতে অতিদূরে লইয়া গেল; কিন্তু অদৃষ্ট তাঁহাকে রক্ষা করিলেন বলিয়া তরঙ্গের বশে বহুদূরে এক নগরের তটভূমিতেই আশ্রয় পাইলেন ও ক্রমে তীরে উঠিলেন। কিন্তু নদীতে দীর্ঘকাল ভাসিতে হইয়াছিল বলিয়া তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাই বিশেষ কষ্ট অনুভব করিতে থাকায় এক গাছের তলে বসিয়া পড়িলেন ও পত্নীর

এই অভাবনীয় দুর্ব্ব্যবহারের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

বণিকপুত্র যে রাজ্যে গিয়া পড়িয়াছেন, সে সময় তথাকার রাজার মৃত্যু হইয়াছে। সে দেশে অনাদি-কাল হইতে এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে যে, রাজার মৃত্যু হইলে নগরবাসীরা রাজার মঙ্গল হস্তী নগরে ঘুরাইয়া থাকে। সেই হাতী ঘুরিতে ঘুরিতে যাহাকে শুণ্ড দ্বারা উঠাইয়া রাজভবনে লইয়া আসিবে, তাহাকেই ঐ রাজসিংহাসনে বসাইয়া রাজা করা হইবে। তখন বিধাতাই যেন বণিকপুত্রের ধৈর্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া মঙ্গল গজের রূপ ধরিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে তাহারই কাছে পৌছিলেন এবং শুণ্ড দ্বারা তাঁহাকেই পৃষ্ঠে উঠাইয়া লইলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া পুরবাসিগণ আনন্দসহকারে সেই বোধিসত্ত্বের অংশসম্ভূত বণিকতনয়কে রাজভবনে লইয়া গেল ও রাজ্যে অভিষিক্ত করিল।

বণিকনন্দন পত্নীর ব্যবহারে সন্তপ্ত থাকাতেই রাজ্যেশ্বর হইয়াও চপলমতি পাপিনী রমণীর সহিত কোন সম্পর্কই রাখিলেন না, কেবল করুণা, মুদিতা ও ক্ষমারূপিণী আত্মশক্তিতে আসক্ত হইয়া রহিলেন।

এদিকে তাঁহার পত্নী স্বামীকে নদীগত স্থির করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে সেই হস্তপদহীন ঘৃণ্য উপপতিকে পৃষ্ঠে লইয়া নানাস্থানে পর্য্যটন করিতে লাগিল এবং "আমার এই স্বামীর শত্রুরা হাত-পা কাটিয়া দিয়াছে, আমি পতিগত প্রাণে ভিক্ষা করিয়াই ইঁহাকে বাঁচাইতেছি, আপনারা আমায় ভিক্ষা দিউন" এই কথা কহিয়া গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া চলিতে লাগিল। ঐরূপে ক্রমে সে নিজ স্বামীর রাজ্যে গিয়া পৌছিল। তথায় পুরবাসীরা তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া তাহাকে পতিব্রতা বুঝিয়াই ভিক্ষা দিয়া সম্মান করিতে লাগিল। ক্রমে তাহার কথা রাজার কানেও পৌছিল। রাজা তখন কৌতূহলী হইয়া পতিব্রতাকে দেখিবার নিমিত্ত উৎসুক হইলেন ও তাহাকে রাজসভায় আনিতে আদেশ দিলেন।

রাজাদেশে উপপতি নুলোকে পৃষ্ঠে করিয়া সেই রমণী রাজসভায় পৌছিবামাত্র তাহাকে দেখিয়াই রাজা সব বুঝিতে পারিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, বলি, তুমি সেই পতিব্রতা ?

তখন পাপীয়সী রাজপরিচ্ছদাবৃত স্বামীকে চিনিতে না পারিয়া উত্তর করিল, হাঁ মহারাজ! আমিই সেই পতিব্রতা।

রাজা তখন ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, আমিও তোমার এই কর্ম্মফল দেখিয়া পতিব্রতার ধর্ম্মই বুঝিতেছি। এখন জিজ্ঞাসা করি, তোমার অধিকলাঙ্গ স্বামী যখন নিজের রক্তমাংস দিয়া তোমার ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণ করিয়াছিলেন, তখন তুমি মানব-দেহকারী রাক্ষসীর মত সে সকল পান করিতে কিছুমাত্র শঙ্কা কর নাই, এখন আবার এই উপপতি নুলোকে পৃষ্ঠে বহন করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেছ না। এখন বল দেখি, যে নিষ্পাপ প্রণয়ী স্বামীকে নদীতে ভাসাইয়া দিয়াছ, তাহাকে কি কোনদিন এমনভাবে বহিয়াছিলে ? সেই কর্ম্মের ফলে আজি এই ঘৃণ্য পুরুষকে বহিয়া বেড়াইতেছ।

এই প্রকারে পূর্ব্ববৃত্তান্ত প্রকাশিত হইলে পাপীয়সী যেমনি রাজাকে নিজ স্বামী বলিয়া বুঝিতে পারিল, অমনি ভয়ে সে মূর্চ্ছিতা হইয়া চিত্রিতা ও মৃতার ন্যায় পড়িয়া গেল। ইহা দেখিয়া মন্ত্রী প্রভৃতি পরিজনবর্গ কৌতূহলী হইয়া রাজাকে বলিল, মহারাজ! এ সকল কি ব্যাপার ? তখন রাজাও আমূল ঘটনা জানাইয়া তাহাদের ঔৎসুক্য দূর করিলেন।

অতঃপর মন্ত্রী প্রভৃতি রাজপুরুষেরা তাহাকে স্বামিদ্বেষিণী ও ব্যভিচারিণী জানিয়া তাহার নাসাকর্ণ কাটিয়া দিল এবং কপালে রাজদণ্ড চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া উপপতির সহিত দেশ হইতে দূর করিয়া দিল। এই ঘটনায় নাক-কান-কাটা রমণীর সহিত নুলো পুরুষের এবং অসম্ভাবিত রাজলক্ষ্মীর সহিত বণিকপুত্রের সম্পর্ক দৃঢ় করিয়া বিধাতা সংসারে যোগ্য-মিলনের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দিলেন।

যুবরাজ! ইহাতে বিবেচনা হয়, নীচাশয়া রমণীর মনের ভাব অচিন্তনীয় এবং দৈবের গতির মত সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। ইহা বুঝা অত্যন্ত কঠিন। আর সাত্ত্বিক ক্রোধহীন চরিত্রবান্ পুরুষের গুণে সন্তুষ্টা হইয়া অভাবনীয়রূপেই সম্পদ স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে আশ্রয় করেন।

মন্ত্রিবর গোমুখ এই কথা শেষ করিয়া নরবাহনদত্তের নিকট আবার এক গল্প বলিতে লাগিলেন।

এক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী সাত্ত্বিক মহাপুরুষ কোন এক বনে পর্ণকুটিরে বসিয়া তপস্যা করিতেন। তাঁহার অন্তর দয়ায় মাখান ছিল, তিনি ঐ বনে যে কোন জীবকে, এমন কি, নীচাশয় পিশাচকে পর্য্যন্ত যদি বিপন্ন দেখিতেন, তদণ্ডেই তাহাকে বিপদ্মুক্ত করিতেন এবং তৃষ্ণার্ত্ত ও ক্ষুধিত যে কোন জীবকে, জল ও উপযুক্ত খাদ্য দিয়া পরিতৃপ্ত

করিতেন। একদিন তিনি পরের উপকার করিবার বাসনাতেই বনের মধ্যে বিচরণ করিতে করিতে এক প্রকাণ্ড কূপ দেখিতে পাইলেন।

তাহার পর তিনি যেমনি কূপের মধ্যে দৃষ্টিপাত করিলেন, অমনি তাহার ভিতর হইতে রমণীকণ্ঠে উচ্চারিত হইল, মহাশয়! আমি রমণী এবং আমার সহিত এক সিংহ, এক স্বর্ণচূড় পক্ষী এবং এক সর্প—আমরা এই চারটি জীব গত রাত্রিতে এই কূপে পড়িয়া গিয়াছি। আপনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই যাতনা হইতে উদ্ধার করুন।

তাপস ইহা শুনিয়া বলিলেন, তোমরা তিনজনেই না হয় অন্ধকারে দৃষ্টিহীন হওয়ায় কূপে পড়িতে পার, কিন্তু পাখীটির ইহার মধ্যে পড়িবার কারণ বুঝিতে পারিতেছি না। এই কথায় রমণী আবার বলিল, এই পাখী ব্যাধের জালে বদ্ধ ছিল, তাহা হইতে বাহির হইবার যখন সে চেষ্টা করিতেছিল, তখনি কূপে পড়িয়াছে।

তখন তাপস তপস্যার শক্তিতে তাহাদের উদ্ধার করিবার ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার সিদ্ধি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাঁহার মনে এই ধারণা হইল, নিশ্চয়ই এই রমণী পাপিষ্ঠা, ইহার সহিত সম্ভাষণ করাতেই আমার তপস্যার শক্তি হ্রাস হইয়া গেল। যাহা হউক, উপায়ান্তর দেখি। এই ভাবিয়া একগাছি তৃণময় রজ্জু প্রস্তুত করিয়া তাহারই সাহায্যে কূপ হইতে সকলকে উঠাইলেন। সকলে উঠিয়া তপস্বীর স্তব করিল। তখন তাপস বিস্মিত হইয়া সিংহ, সর্প ও পক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা মানুষের মত কি প্রকারে কথা কহিতে পারিতেছ? ইহার মূলে অবশ্যই কোন ঘটনা আছে, তাহা বর্ণনা কর।

প্রথমে সিংহ বলিল, আমরা জাতিস্মর, তাই আমাদের বাক্য সুস্পষ্ট। আমরা পরস্পর পরস্পরের বিরোধী। আমাদের বৃত্তান্ত বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন।

হিমালয়ের ভিতর বৈদূর্য্যশৃঙ্গ নামে এক সুন্দর নগর আছে, তথায় পদ্মবেগ নামে এক বিদ্যাধরনৃপতি বাস করেন। তাঁহার বজ্রবেগ নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ঐ পুত্র বড়ই অহঙ্কারী ছিল বলিয়া সকলের সহিতই বলদর্পে বিবাদ করিত। একসময় পিতা তাহাকে এই দুষ্টব্যবহার করিতে নিষেধ করিলেন, কিন্তু সে পিতার আদেশ অগ্রাহ্য করিল। তাহাতে পিতা রাগ করিয়া "তুমি মনুষ্যলোকে পতিত হও" বলিয়া শাপ দিলেন।

এই অভিশাপের পরে তাহার দর্প চূর্ণ হইয়া গেল। কারণ, ইহাতে তাহার নিজের বংশপরম্পরাগত কামচারিত্ব প্রভৃতি নষ্ট হইল। বজ্রবেগ কাঁদিতে কাঁদিতে পিতার শরণাপন্ন হইল।

তখন তাহার পিতা কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া এইমাত্র দয়া প্রকাশ করিলেন যে, বজ্রবেগ! মর্ত্যলোকে তুমি ব্রাহ্মণের পুত্র হইয়াই জন্মাইবে বটে, কিন্তু সে জন্মেও অহঙ্কার ছাড়িতে পারিবে না, সুতরাং তাহারই ফলে সেই পিতার অভিশাপে সিংহ হইয়া কূপে পড়িবে এবং কোন এক জ্ঞানী ব্যক্তির কৃপায় উদ্ধার পাইবে। পরে যখন তুমি সেই উপকারীর আপৎকালে প্রত্যুপকার করিবে, তখনই তোমার শাপমোচন হইবে। মহাশয়! সেই বজ্রবেগ মালবদেশে হরঘোষ নামক ব্রাহ্মণের দেবঘোষ নামে পুত্ররূপে জন্মলাভ করিল। এবারও বলদর্পে অনেকের সঙ্গে বিরোধ করিতে থাকায় পিতা তাহাকে এরূপ ব্যবহার করিতে নিষেধ করেন, কিন্তু সে পিতার নিষেধ গ্রাহ্য না করায় পিতা তাহাকে শাপ দিলেন, "রে দুর্ব্বোধ! তুই যেমন বলগর্ব্বিত, এই গর্ব্বের ফলে এই দণ্ডেই সিংহত্ব প্রাপ্ত হ।" দেবঘোষ এই প্রকার পিতৃশাপে এই বনে যে সিংহ হইয়া রহিল, আমিই সেই সিংহ। রজনীতে ঘুরিতে ঘুরিতে দৈবযোগে এই কূপে পড়িয়াছিলাম; এখন আপনার কৃপায় উদ্ধার পাইলাম। হে তাপস! এখন আমি চলিলাম, যদি কখন আপনার বিপদ্ আসে, আমাকে দয়া করিয়া স্মরণ করিবেন। আমি আপনার উপকার করিয়া শাপমুক্ত হইব।

সিংহ এইরূপে নিজ বৃত্তান্ত বলিয়া প্রস্থান করিলে পর তাপসের প্রশ্নানুসারে স্মুবর্ণশিখ পক্ষী নিজবৃত্তান্ত বলিতে লাগিল—মহাশয়! হিমালয়ে বজ্রদংষ্ট্র নামে এক বিদ্যাধরনরপতি আছেন। তাঁহার ধর্ম্মপত্নীর গর্ভে উপর্য্যুপরি পাঁচটি কন্যা জন্মিলে পর পুত্র-সন্তানের আশায় তিনি মহাদেবের তপস্যা করেন। তপঃপ্রসন্ন মহাদেবের অনুগ্রহে তিনি অবশেষে এক পুত্রলাভ করিলেন এবং তাহার নাম রাখিলেন রজতদংষ্ট্র। বিদ্যাধরপতি ঐ পুত্রকে প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসিতেন, শৈশবেই তাহাকে সকল বিদ্যায় পারদর্শী করিলেন। ক্রমে বালক সকল স্বজনেরই ভালবাসার পাত্র হইয়া উঠিল।

একদিন রজতদংষ্ট্র দেখিল, তাহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী সোমপ্রভা দুর্গাপ্রতিমার নিকট বসিয়া বীণা বাজাইতেছে। ইহা দেখিয়া বিদ্যাধরপুত্র বালকসুলভ চঞ্চলতার বশে "আমি বাজাইব, আমাকে বীণাটি দাও" এই বলিয়া বীণাটি চাহিতে লাগিল। কিন্তু সোমপ্রভা তাহা না দেওয়াতে সে বলপূর্ব্বক বীণাটি কাড়িয়া লইল এবং একেবারে আকাশে উঠিয়া পড়িল।

এই ব্যাপারে ভগিনী ক্রোধভরে তাহাকে এই শাপ দিল—"তুমি যেমন জোর করিয়া আমার হাতের বীণা কাড়িয়া শূন্যে পলাইলে, ইহার ফলে স্বর্ণচূড় পক্ষী হইবে।" এই অভিশাপ শ্রবণমাত্রে রজতদংষ্ট্র জ্যেষ্ঠার চরণোপান্তে পড়িয়া শাপাবসান প্রার্থনা করিল।

সোমপ্রভা বলিল, "রে মূঢ়, আমার শাপ অন্যথা হইবে না! তবে পক্ষী হইয়া যখন অন্ধকারে কূপমধ্যে পড়িবে, তখন যে কোন এক দয়ালু পুরুষ তোমাকে তথা হইতে উদ্ধার করিবেন। তুমি তাঁহার কিছুমাত্র প্রত্যুপকার করিলেই শাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবে।" ইহার পরই রজতদংষ্ট্র পক্ষী হইল। মহাশয়! আমিই সেই পক্ষী। গত রাত্রিতে কূপে পড়িয়াছিলাম, আপনি উদ্ধার করিলেন। আমি এখন চলিলাম, আপনার কোন বিপদ্ ঘটিলে আমাকে স্মরণ করিবেন, তখন আপনার কিছুমাত্র প্রত্যুপকার করিতে পারিলেই এই শাপ হইতে অব্যাহতি পাইব। এই বলিয়া পক্ষীও প্রস্থান করিল।

অনন্তর মহাত্মা তাপসের জিজ্ঞাসানুসারে সর্পও তাঁহাকে নিজ বৃত্তান্ত বলিতে লাগিল।

মহাশয়! আমি মুনিবর কশ্যপের তপোবনে এক মুনির পুত্র হইয়াছিলাম। তথায় অপর এক মুনিপুত্র আমার বন্ধু ছিল। একদিন আমার সেই বন্ধু সরোবরে স্নান করিতেছিল, আমি তটে বসিয়া দেখিতে পাইলাম যে, আমার দিকে তিনটি ফণাযুক্ত এক সাপ আসিতেছে। আমি কৌতুকবশে বন্ধুকে ভয় দেখাইবার নিমিত্ত তাহার স্নান করিয়া উঠিবার পথেই সাপটিকে মন্ত্রবলে নিশ্চল করিয়া রাখিয়া দিলাম। বন্ধু তীরে উঠিবার মুখে অতর্কিতভাবে সেই সাপ দেখিয়া এরূপ ভয় পাইল যে, তাহার জ্ঞানলোপ হইয়া গেল। ক্রমে আমি তাহাকে আশ্বস্ত করিলাম বটে, কিন্তু সে ধ্যানবলে ইহা আমারই কার্য্য জানিতে পারিয়া এই বলিয়া আমাকে অভিশাপ দিল যে, তুমি এই দণ্ডেই এই প্রকার সাপ হও। আমি তখন তাহাকে বিশেষ অনুনয় করাতে আমার শাপাবসানের জন্য এই কথা জানাইল যে, তুমি সর্প হইয়া কূপে পতিত হইলে যিনি তোমাকে উদ্ধার করিবেন, সময়ে তাঁহার সেই উপকারের শোধ দিলে পর তুমি মুক্ত হইবে। এই বলিয়া বন্ধু চলিয়া যাইবার পরই আমি সর্প হইলাম। আজি আপনি আমাকে উদ্ধার করিলেন। এখন আমি চলিলাম। সময়ে স্মরণ করিলেই আসিব ও আপনার কৃত উপকারের কিছুমাত্র প্রতিশোধ দিতে পারিলেই আমার শাপ-মোচন হইবে। এই বলিয়াই সর্প চলিয়া গেল।

তাহার পর রমণী নিজের বৃত্তান্ত বলিতে লাগিল—মহাশয়, আমি যে ক্ষত্রিয়যুবার ভার্য্যা হইয়াছিলাম, তিনি বড়ই প্রিয়দর্শন, রাজসেবী, বলবান, উদারচরিত্র ও অতিশয় সুরূপ ছিলেন। এরূপ মনের মত স্বামী পাইয়াও এই পিশাচী পরপুরুষের সহিতই অধিক শান্তি পাইত। ক্রমে স্বামী আমার ব্যবহার জানিতে পারিয়া দণ্ড দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, ইহা সখীমুখে যেমনি জ্ঞাত হইলাম, অমনি গৃহ হইতে পলায়ন করিলাম। রাত্রিকালে অজ্ঞাতসারে এই কূপে পড়িয়া গিয়াছিলাম। আপনি কৃপা করিয়া উঠাইয়াছেন। আমি যে কোন স্থানে গিয়া জীবননির্ব্বাহ করিব। আমার যেন সেদিন আসে, যেদিন আপনার প্রত্যুপকার করিতে পারিব।

ব্যভিচারিণী সেই নারী এই কথা বলিয়া প্রস্থান-করতঃ নরপতি গোবর্দ্ধনের নগরে পৌঁছিয়া রাজসংসারে পরিচয়করতঃ ক্রমে মহিষীর প্রধানা দাসী হইয়া সুখে কালযাপন করিতে লাগিল।

তখন ঐ কুলটা রমণীর সঙ্গে সম্ভাষণ করাতে তাপসের তপস্যার শক্তি এরূপ হ্রাস হইয়াছিল যে, বনে ফলমূল পর্য্যন্ত দুষ্প্রাপ্য হইতে লাগিল। ক্রমে তাপস ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হইয়া সিংহকে স্মরণ করিবামাত্র সিংহ আসিয়া উপস্থিত হইয়া মৃগমাংসাদি সংগ্রহকরতঃ তাঁহার জীবনরক্ষা করিতে লাগিল। ক্রমে তাপসকে কতক সুস্থ দেখিয়া সিংহ জানাইল, মহাশয়! আমার শাপক্ষয় হইয়াছে, আমি চলিলাম। ইহার পরই সে দিব্য বিদ্যাধরের রূপ ধরিয়া তাপসকে অভিবাদনপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

ক্রমে আবার ফলমূলাদির অসদ্ভাব হওয়ায় তপস্বীর জীবনধারণ করা কঠিন হইয়া উঠিল।

তখন তিনি স্বর্ণচূড় পক্ষীকে স্মরণ করিলেন। পক্ষীও স্মরণমাত্রেই উপস্থিত হইল এবং তাপসের জীবনোপায় খাদ্যের অভাব জানিতে পারিয়া শীঘ্রই রত্নালঙ্কারপূর্ণ একটি ঝাঁপী আনিয়া দিয়া বলিল, মহাশয়! এই ধনরত্নে আপনার আজীবন জীবিকা চলিবে। এখন আমার শাপান্ত হইল; আপনার মঙ্গল হউক, আমি চলিলাম। এই বলিয়াই পক্ষী দেখিতে দেখিতে বিদ্যাধরকুমারের আকৃতি ধারণ করিল এবং আকাশপথে উঠিয়া পিতৃরাজ্যে চলিয়া গেল।

এদিকে তাপসও অলঙ্কারগুলি বিক্রয় করিবার নিমিত্ত ঘুরিতে ঘুরিতে যে নগরে তাঁহারই দয়ায় কূপ হইতে উদ্ধারপ্রাপ্তা রমণী বাস করিতেছিল, তথায় পৌঁছিলেন ও এক বৃদ্ধার নির্জ্জন গৃহে বাসা লইলেন। অলঙ্কারগুলি বিক্রয়ের নিমিত্ত রত্নবণিকের দোকান খুঁজিতেছেন, এমন সময়ে পথেই সেই রমণীর সহিত দেখা হইল। তখন পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ হইতে জানিতে পারিলেন যে, ঐ নারী রাজমহিষীর আশ্রয়েই আছে এবং তিনি কি অভিপ্রায়ে এখানে আসিয়াছেন, ইহা রমণী জিজ্ঞাসা করিলে তিনি স্বর্ণচূড়ের কাছে অলঙ্কারপ্রাপ্তির কথা বলিয়া তাহাকে বৃদ্ধার বাটীতে লইয়া গিয়া অলঙ্কারগুলি দেখাইয়াও দিলেন।

অতঃপর সেই ধূর্ত্ত রমণী আশ্রয়দাত্রী রাজ্ঞীর কাছে গিয়া তাপসের অলঙ্কারলাভের বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে রাণীরও মনে হইল, একদিন তিনি অলঙ্কারের ঝাঁপী খুলিয়া দেখিতেছিলেন, এমন সময় কোথা হইতে এক স্বর্ণচূড় পক্ষী হঠাৎ আসিয়া অলঙ্কার-সমেত ঝাঁপীটি তুলিয়া লইয়া যায়। এখন সেই অলঙ্কারগুলি নিজের অধিকারেই আসিয়াছে, ইহা জানিতে পারিয়া রাজাকে সব কথা জানাইলেন। রাজাও ধূর্ত্তা দাসীর কথিত চিহ্ন অনুসরণ করিয়া বৃদ্ধার বাটীতে প্রহরীদের পাঠাইলেন ও তাহাদের সাহায্যে অলঙ্কারসমেত তাপসকে বন্ধন করিয়া লইয়া আসিলেন এবং তাহার মুখে অলঙ্কারপ্রাপ্তির সত্যঘটনা শুনিয়াও তাপসেরই ভাগ্যদোষে অলঙ্কারগুলি তো কাড়িয়া লইলেনই, অধিকন্তু তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন।

তাপস কারাবদ্ধ থাকিয়া ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া ঋষিকুমারাবতার সর্পকে স্মরণ করিলেন। স্মরণমাত্রেই সর্প আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাপসের মুখে সকল ব্যাপার অবগত হইয়া এই পরামর্শ দিল যে, আমি এখনই যাইয়া সেই রাজার আপাদমস্তক জড়াইয়া ধরিব এবং আপনি আসিয়া যখন পর্য্যন্ত আমাকে ছাড়িয়া যাইতে না বলিবেন, তাবৎকাল আমাকে কোন উপায়ে কেহই ছাড়াইতে পারিবে না; সুতরাং আপনি রাজবৃত্তান্ত জানিয়া রক্ষকদের বলিবেন যে, আমি রাজাকে সর্পবেষ্টন হইতে মুক্ত করিতে পারি। পরে আপনি আসিয়া আমাকে বলিবামাত্র আমি রাজাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইব। আমার বেষ্টন হইতে মুক্তি পাইলে রাজা আপনাকে অর্দ্ধেক রাজ্য দিবেন। এই বলিয়াই সাপ রাজার নিকট গেল এবং অতর্কিতভাবেই রাজার সর্ব্বাঙ্গ জড়াইয়া ধরিল ও মাথার উপর ফণা তিনটি বিস্তার করিয়া রহিল। এই ব্যাপারে রাজভবনে হাহাকার পড়িয়া গেল। রাজাকে ভীষণ সাপে ধরিয়াছে বলিয়া পরিজনেরা চারিদিকে কাঁদিতে লাগিল, কেহই এই বিপদ্ হইতে রাজাকে বাঁচাইতে সাহস করিল না। তখন কারাবদ্ধ তাপস ইহা শুনিয়া রক্ষকদের বলিলেন, "আমি রাজাকে সাপের কবল হইতে মুক্ত করিতে পারি।" ক্রমে এই কথা রাজার কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি তাহাকে বন্ধনমুক্ত করাইয়া আনিলেন ও বলিলেন, যদি আমাকে এই মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিয়া দিতে পার, তবে আমি তোমাকে অর্দ্ধেক রাজ্য প্রদান করিব। এই সম্বন্ধে বিশ্বস্ত ধার্ম্মিক মন্ত্রীরা সকলেই সাক্ষী রহিলেন। মন্ত্রীরাও রাজবাক্যের অনুমোদন করিলে পর সাধু তাপস সর্পকে বলিলেন, তুমি শীঘ্র রাজাকে ছাড়িয়া যাও। এই কথা যেমনি বলিলেন, অমনি সর্প রাজাকে ছাড়িয়া গেল। রাজাও প্রাণ পাইয়া স্বীকৃত রাজ্যার্দ্ধ সাধুকে দিলেন, সাধুও শান্তিলাভ করিল।

এদিকে সর্প উপকারী তাপসের প্রত্যুপকার করিয়া শাপমুক্ত হইল এবং পূর্ব্বমত ঋষিকুমারের রূপ পাইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

উদারচরিত সাধুজনের কল্যাণধারা এইরূপে ঘটিয়া থাকে এবং ধর্ম্মব্যতিক্রম মহতেরও কষ্টদায়ক হয় আর অন্য উপকারের কথা দূরে থাকুক, পরকৃত জীবনদানকেও স্ত্রীজনেরা নিজেদের অবিশ্বাস্য হৃদয়ে উপকার মধ্যেই গণ্য করে না।

গোমুখ বৎসরাজতনয়কে আবার বলিলেন, যুবরাজ আবার কয়টি সুন্দর গল্প বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

কোন এক মঠে কতকগুলি বৌদ্ধসন্ন্যাসী থাকিত। তাহার মধ্যে একজন অত্যন্ত নির্ব্বোধ ছিল। একদিন পথে চলিবার সময়ে তাহার পা

কুকুরে কামড়াইয়া দেয়। ইহার পর সে মঠে ফিরিয়া আসিয়া ভাবিতে থাকে, এখনই এক একজন করিয়া সন্ন্যাসী ভ্রাতা আসিবে, আর জিজ্ঞাসা করিবে, ভাই, তোমার পায়ে কি হইয়াছে? তখন আমি কতজনকে কতবার এই ঘটনা বলিতে থাকিব। তাহা অপেক্ষা সকলকে একসঙ্গে বুঝাইবার এক সদুপায় করি। এই ভাবিয়া সন্ন্যাসী মঠের ছাদের উপর সত্বর উঠিল ও একটি গ্রন্থিমুষল (বাজনাবিশেষ) লইয়া বাজাইতে লাগিল। এইরূপ নিয়ম ছিল, ঐ বাদ্যের ধ্বনি হইলে সন্ন্যাসীরা যে যেখানে থাকুক, মঠে আসিবেন। মঠে বাজনার শব্দ শুনিয়া যে যেখানে ছিল, সন্ন্যাসীর দল সমবেত হইল এবং বিস্ময়সহকারে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, কেন তুমি অসময়ে বাদ্য বাজাইতেছ? তখন সে উত্তর করিল, বন্ধুগণ! আমার পায়ে কুকুরে কামড়াইয়াছে, প্রত্যেকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলে কতবার আমি উত্তর দিব, তাই সকলকে একত্র জড় করিয়া একবার বলিবার জন্যই এই ব্যাপার করিয়াছি, এক্ষণে তোমরা সবাই শুন আর আমার ক্ষতস্থান দেখ।

তখন সন্ন্যাসীরা পরস্পর গা টিপাটিপি করিল এবং এই মূর্খ কি সামান্য কার্য্যের জন্য কতবড় উদ্যোগ করিয়াছে, এই বলিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল।

যুবরাজ! এই তো মূর্খ সন্ন্যাসীর কথা বলিলাম, এখন আর এক মূর্খের গল্প বলিতেছি, শ্রবণ কর। কোন এক স্থানে বিশেষ ধনবান্ হইয়াও ঘোর কৃপণ টক্ক নামে এক মূর্খ বাস করিত। তাহারা স্ত্রী-পুরুষে বিনা লবণে কেবল ছাতু খাইয়াই জীবনধারণ করিত, অন্য খাদ্যের স্বাদ কখনই বুঝে নাই। একদিন দৈবযোগে সেই কৃপণ পত্নীকে বলিল, দেখ, আজ আমার শশা খাইতে ইচ্ছা হইয়াছে। তুমি অল্প শশা পাক কর। পত্নীও তাহার কথামত শশা সিদ্ধ করিতে বসিল, টক্কও ঘরের মধ্যে গিয়া গোপনভাবে শুইয়া রহিল এবং কেবলই ভাবিতে লাগিল, আজ ভগবান্ যেন দয়া করেন—কোন অতিথি না আসিয়া পড়ে, তবেই মঙ্গল। এমন সময়ে তাহারই এক বন্ধু ধূর্ত্ততম তথায় আসিয়া পড়িল এবং বন্ধুর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "বলি তোমার স্বামী কোথায়?" এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া পত্নী ঘরের মধ্যে স্বামীর কাছে যাইয়া এই বন্ধুর আগমনবার্ত্তা জানাইল। স্বামী তাহাকে উপদেশ দিল, তুমি আমার কাছে বসিয়া আমার পা দুখানি জড়াইয়া কাঁদিতে থাক ও বন্ধুকে জানাইবে, আমার স্বামী মরিয়াছেন।

যেমন কথা তেমনি কাজ, পত্নীর রোদন শুনিয়া ঘরের মধ্যেই বন্ধু আসিয়া ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিল। ইহার উত্তরে তাহার স্বামী মারা গিয়াছেন শুনিয়া ধূর্ত্ত বন্ধু ভাবিল, এ কি অদ্ভুত ব্যাপার! এই দেখিলাম, হাসিমুখে শশা পাক করিতেছে, আবার এই দণ্ডেই বিনা রোগে স্বামী মরিয়া গেল। আমার বিবেচনা হয়, আমি অতিথি হইয়া আসাতেই স্ত্রী-পুরুষে পরামর্শ করিয়া আমাকে তাড়াইবার নিমিত্ত এই মিথ্যা যুক্তি খাটাইয়াছে। যাহা হউক, আমি তো যাইতেছি না, এই ভাবিয়া সেও 'হে বন্ধু, হে প্রিয় সুহৃদ্, কোথায় তুমি' বলিয়া কাঁদিতে বসিল। এই কান্না শুনিয়া প্রতিবাসীরা জড় হইল এবং মৃতের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া সৎকারার্থে শ্মশানে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিল। ইহা দেখিয়া তাহার পত্নী কানে কানে বলিল, এইবার তুমি উঠিয়া পড়, নচেৎ জ্ঞাতিরা তোমাকে দাহ করিতে লইয়া যাইবে।

সেই মূর্খও পত্নীর কানে কানে উত্তর দিল, না; তাহা করিব না, কারণ, আমার ধূর্ত্ত বন্ধু শশা খাইতেই আসিয়াছে। আমি যখন মরিয়াছি, এই ধূর্ত্ত চলিয়া না গেলে উঠিব না। আমার কাছে অল্প খাদ্যও জীবনের অপেক্ষা বেশী মূল্যবান্।

স্বামীর উত্তর শুনিয়া পত্নী আরও কাঁদিতে লাগিল। এদিকে ধূর্ত্ত বন্ধু জ্ঞাতিদের সহযোগে টক্ককে শ্মশানে লইয়া গিয়া দাহ করিল। নিঃশব্দে পুড়িতে লাগিল, তথাপি সেই কৃপণ মূর্খ কথা কহিল না। অমূল্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিল, তবু ক্ষুদ্র শশা পরকে দিতে পারিল না। তাহার কষ্টসঞ্চিত ধনরাশি অনায়াসে অন্যে ভোগ করিতে লাগিল।

এই কৃপণের গল্প শুনিলে, এখন এক বিড়াল ও ছাত্রের বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। উজ্জয়িনীতে এক বিদ্যালয়ের অধ্যাপক বড়ই সরলমতি ছিলেন। তিনি রাত্রিতে ঐ বিদ্যালয়েই থাকিতেন; কিন্তু ইন্দুরের উপদ্রবে তাঁহার নিদ্রার ব্যাঘাত হইতে লাগিল। তিনি এই ব্যাপার এক বন্ধুকে জানাইলেন। বন্ধু তাঁহাকে পরামর্শ দিল, তুমি যদি একটি বিড়াল আনিয়া ঘরে রাখিতে পার, তাহা হইলে ঐ বিড়াল সব ইন্দুর খাইয়া ফেলিলে তোমার চিন্তা দূর হইবে। ইহাতে শিক্ষক বলিলেন, ভাই, বিড়াল কি রকম, কোথায় বা থাকে, কখন তো দেখি নাই।

বন্ধু তখন এইরূপ বুঝাইয়া দিলেন যে, বিড়ালের রঙ, কপিল ও ধূসর, চোখ দুটি নীলাভ, পিঠে খুব

লোম আছে, যেখানে-সেখানে বেড়াইয়া থাকে। এই লক্ষণ দেখিয়া অনুসন্ধান করিলেই বিড়াল পাইবে ও শীঘ্র এখানে আনিবে। এই উপদেশ দিয়া বন্ধু চলিয়া গেল। অজ্ঞ শিক্ষক ছাত্রদিগকে বলিলেন, তোমরা তো সকলেই বিড়ালের লক্ষণ শুনিলে। এখন পথ হইতে বিড়াল খুঁজিয়া লইয়া আইস। গুরুর এই আদেশে শিষ্যগণ চতুর্দিকে বাহির হইয়া পড়িল, কিন্তু কোথাও বিড়াল দেখিতে পাইল না। সেই সময় পথ দিয়া নূতন উপনীত এক ব্রহ্মচারী বালক যাইতেছিল, তাহার চোখদুটি একটু নীলাভ, বর্ণও ধূসর পিঙ্গল এবং পৃষ্ঠে একখানি লোমযুক্ত হরিণের চামড়া ছিল। তাহাকে দেখিয়াই ছাত্রেরা স্থির করিল, গুরুর কাছে বিড়ালের যেরূপ লক্ষণ জানা গিয়াছে, তাহা ইহাতে দেখা যায়, সুতরাং এইটিই বিড়াল হইবে। তখন তাহারা জোর করিয়া বালককে গুরুর কাছে লইয়া গেল। গুরুও বন্ধুর কথিত লক্ষণ দেখিয়া তাহাকে সে রাত্রি মঠের মধ্যে রাখিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণবালকের ধারণা হইল, যখন এই গুরুশিষ্যের দল আমার মার্জ্জার-খ্যাতি দিতেছে, তখন আমি মার্জ্জারই বা হইব। পরদিন প্রভাতে গুরুর সেই বন্ধু মঠে আসিলেন এবং এক ব্রহ্মচারী বালককে তথায় দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এ বালক কোথা হইতে আসিল?

শিষ্যেরা জানাইল, মহাশয়, গতকল্য আপনার মুখে মার্জ্জারের লক্ষণ যেরূপ শুনিয়াছি, ইহাকে সেইমত দেখিয়াই মার্জ্জার বিবেচনা করিয়াই ইহাকে আনা হইয়াছে। ইহা শুনিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন, ওরে মূর্খগণ! কোথায় মনুষ্যবালক আর কোথায় চতুশ্চরণ পুচ্ছধারী বিড়াল পশু! তোরা অতি নির্ব্বোধ। শিষ্যেরা তখন বালককে ছাড়িয়া দিল এবং আবার বিড়াল খুঁজিতে বাহির হইল। এই ব্যাপার দেখিয়া অন্য ব্যক্তিরা হাসিতে লাগিল। মূর্খতা কাহার উপহাসের কারণ না হয়?

যুবরাজ, এই তোমাকে মূর্খ বিড়াল-সম্বাদ বলিলাম, এখন আর এক মূর্খতমের বৃত্তান্ত বলি, শ্রবণ কর।

কোন মঠে অনেকগুলি মূর্খ বাস করিত, তাহার মধ্যে এক ব্যক্তি আবার মূর্খতম ছিল। একস্থানে শাস্ত্রপাঠ হইতেছিল, তাহাতে সে শুনিল, যে ব্যক্তি তড়াগ কাটাইয়া দেয়, তাহার পুণ্যের সীমা নাই। তখন সেই মূর্খতম নিজ ধনব্যয়ে মঠের কাছেই এক প্রকাণ্ড জলাশয় কাটাইয়া দিল। একদিন সে সেই জলাশয়ের কাছে যাইয়া দেখিতে পাইল, পাড়ের কতকটা স্থানের মাটি পড়িয়া গিয়াছে। পরদিন আসিয়া দেখে যে, পাড়ের অন্য অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ইহাতে সে বিস্মিত হইয়া ভাবিল, এ কার্য্য কে করে? আমি কাল ভোর হইতে সমস্ত দিন এখানে থাকিব, দেখি কাহার কাজ। পরদিন অতি প্রত্যূষে সে যেমনি আসিল, অমনি আকাশ হইতে এক ষাঁড় নামিল ও সিং দিয়া মাটি খুঁড়িতে লাগিল। ইহা দেখিয়া সে স্থির করিল, এটি নিশ্চয় স্বর্গের ষাঁড়। আমি ইহার সঙ্গে স্বর্গে যাই না কেন, এই ভাবিয়া সে ষাঁড়ের কাছে গিয়া তাহার লেজটি জড়াইয়া ধরিল। সেই শিবের বাহন ষাঁড়ও লেজে দোদুল্যমান মূর্খাধমকে লইয়া তীব্র বেগে নিমেষমধ্যে স্বস্থান কৈলাসধামে উপনীত হইল। তথায় মূর্খ দেবভোজ্য ফলমূল ও মোদকাদি ভোজন করিয়া কিছুদিন আনন্দে কাটাইল। ষাঁড়ও প্রায়ই মর্ত্ত্যে যাওয়া-আসা করে, একদিন মূর্খ দুর্দৈব-প্রেরিত হইয়া ভাবিল, আমি উহার লেজ ধরিয়া পৃথিবীতে যাই, তাহা হইলে স্বজনদের দেখিতে পাইব ও তাহাদের এই বৃত্তান্ত জানাইয়া আবার ঐ উপায়েই এখানে চলিয়া আসিব। এই ভাবিয়া মর্ত্ত্যে আগমনোন্মুখ বৃষটির পুচ্ছাগ্র ধরিয়া সেই মূর্খাধম ভূতলে আসিয়া পৌঁছিল। তাহার পর সেই পুকুরের পাড়ে আসিবামাত্র সে দৌড়িয়া একেবারে মঠে গিয়া উপস্থিত হইয়া সকল বৃত্তান্ত বলিল। মঠের সন্ন্যাসীরা তাহার মুখে আশ্চর্য্য ব্যাপার শুনিয়া কৌতূহলী হইল এবং সেখানে লইয়া যাইতে ও মোয়া খাওয়াইতে অনুরোধ করিল, ইহাতে সেই প্রধান মূর্খ স্বীকৃত হইল ও সুযুক্তি বলিয়া দিল।

পরদিন প্রাতে সকলে মিলিয়া পুকুরপাড়ে পৌঁছিল, তখন তথায় বৃষটিও আসিয়াছে। প্রধান মূর্খ যাইয়া লেজ ধরিল, একব্যক্তি মূর্খের পা জড়াইয়া ধরিল, এইরূপে সকলে যখন পরপর পা আঁকড়াইয়া শৃঙ্খলের আকারে ধরিল, অমনি সেই ষাঁড় বেগে আকাশে উঠিয়া পড়িল।

এইরূপে পুচ্ছ হইতে পরপর মূর্খেরা ঝুলিতেছে, বৃষও উচ্চে উঠিতেছে, এমনি সময়ে এক মূর্খ সেই প্রধান মূর্খকে জিজ্ঞাসা করিল, ভাই, সত্যকথা বল, স্বর্গে মোদক কি বেশী মিলে এবং সেই মোদকগুলির আকার কেমন, তুমিই বা কত খাইতে?

তখন প্রধান মূর্খ—যে লেজ ধরিয়া যাইতেছে, তাহা না ভাবিয়াই লেজ ছাড়িয়া হাত দুইখানি যেমনি পদ্মের আকারের ন্যায় করিয়া দেখাইয়া বলিল, এই আকারের মোয়া, অমনি সে ও তাহার অন্যান্য সঙ্গীরা

নিরাশ্রয় হইয়া একযোগে আকাশ হইতে পড়িয়া মরিয়া গেল আর ষাঁড় পূর্ব্বের মত কৈলাসে চলিয়া গেল। তাহা দেখিয়া সকলে হাসিতে লাগিল। এ ক্ষেত্রে মূর্খদের প্রশ্ন ও তাহার উত্তর দেওয়া নিতান্ত নির্ব্বোধের কাজ হইয়াছিল, তাই পরিণাম মন্দ ঘটিয়া গেল। এই তো আকাশগামী মূর্খদের কথা শুনিলে, এখন আর এক মূর্খের বৃত্তান্ত বলি, শ্রবণ কর।

এক মূর্খ চলিতে চলিতে পথ ভুলিয়া গেল। পথের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে কতকগুলি লোক রহস্য করিয়া তাহাকে বলিয়া দিল, যাও না ঐ নদীর ধারের গাছের উপর দিয়া।

তখন মূর্খ গাছের উপর গিয়া উঠিল; কারণ তাহার বিবেচনা হইল, ঐ সকল লোকেরা গাছের উপর দিয়াই পথের কথা বলিয়াছে। গাছে উঠিবামাত্র একটি ডাল নীচু হইয়া পড়িল। তখন সে সেই শাখা ধরিয়া ঝুলিতে লাগিল। তখন সেই স্থান দিয়া হাতীর পিঠে চড়িয়া এক মাহুত যাইতেছিল। সেই শাখাবলম্বী মূর্খ তাহাকে করুণ বাক্যে জানাইল, "মহাত্মন্! আমাকে ধরুন।" মাহুত তৎক্ষণাৎ অঙ্কুশ ত্যাগ করিয়া মূর্খের পদদ্বয় ধরিয়া ফেলিল। এদিকে হস্তী না থামিয়া চলিয়া গেল। মাহুত ঝুলিতে লাগিল। তখন মূর্খ তাড়াতাড়ি মাহুতকে বলিল, "ভ্রাতঃ! যদি সঙ্গীতে অধিকার থাকে, তবে লোক জড় করিবার উদ্দেশ্যে গান জুড়িয়া দাও। নচেৎ উভয়কেই নদীগর্ভে পড়িয়া প্রাণ হারাইতে হইবে। তখন মাহুত ইহা শুনিয়া একটি সুন্দর গান গাহিল। তাহাতে মূর্খ সাতিশয় আনন্দিত হইয়া আত্মহারা হইল এবং সাধুবাদ দিবার জন্য শাখা ছাড়িয়া দিয়া দুই হাতে তালি দিল। অমনি উভয়ে নদীতে পড়িয়া মরিয়া গেল। সুতরাং বলিতেছি যে, মূর্খের সঙ্গে ব্যবহার কাহারও সুখের হয় না।

গোমুখ এই কথা বলিয়া, বৎসেশ্বরতনয়কে পুনরায় হিরণ্যাক্ষের গল্প বলিতে লাগিলেন।

হিমালয়ের মধ্যে পৃথিবীর শিরোভূষণ এক দেশ আছে। উহা সকল বিদ্যা ও ধর্ম্মের প্রধান ক্ষেত্র। এ দেশের নাম "কাশ্মীর।" তথায় হিরণ্যপুর জনপদে কনকাক্ষ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার মহিষী রত্নপ্রভার গর্ভে হিরণ্যাক্ষ নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। একদা সেই রাজকুমার পথে ঘুটি খেলিতে ছিলেন। খেলিতে খেলিতে পথগামিনী এক তাপসীকে ছল করিয়া সেই ঘুটি প্রহার করিলেন। সেই যোগীশ্বরী তাপসী রাজকুমারের এই ব্যবহারে বিন্দুমাত্র ক্রুদ্ধ না হইয়া, মাত্র মুখভঙ্গী করিয়া, হাসিতে হাসিতে রাজপুত্রকে বলিলেন, যৌবন আর ঐশ্বর্য্যেই এত অহঙ্কার! না জানি, মৃগাঙ্কলেখাকে পত্নীরূপে পাইলে আরও কত অহঙ্কার হইবে। ইহা শুনিয়া রাজপুত্র তাঁহার কাছে ক্ষমা চাহিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবতি! আমাকে মৃগাঙ্কলেখার পরিচয় বলুন। তাপসী বলিলেন,—হিমালয় পর্ব্বতের কোন স্থানে অতি কীর্ত্তিশালী বিদ্যাধরদিগের এক অধিপতি আছেন। তাঁহার নাম শশিতেজা। মৃগাঙ্কলেখা তাঁহার অন্যতমা কন্যা। উহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া, তাহাকে লাভ করিবার চিন্তায় বিদ্যাধর প্রভৃতি অন্তরীক্ষচারীদের রজনীতে নিদ্রা হয় না। সেই তোমার যোগ্য পত্নী এবং তুমিও তাহার উপযুক্ত স্বামী।

তাপসীর এই বাক্য শুনিয়া হিরণ্যাক্ষ তাঁহাকে বলিলেন, দেবি! আমি তাহাকে কি উপায়ে পাইব বলুন।

যোগীশ্বরী বলিলেন, তথায় যাইয়া আমি তোমার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিব। অতঃপর তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া তোমাকে জানাইব। পরে প্রয়োজন হইলে তোমাকে তথায় লইয়াও যাইব। অমরেশ্বর দেবের পূজার্থে আমি অমরেশ্বর-মন্দিরে যাইয়া থাকি। নিত্য প্রভাতে তথায় আমার সাক্ষাৎ পাইবে। এই বলিয়া তাপসী সিদ্ধিবলে আকাশপথে মৃগাঙ্কলেখার নিকট যাইয়া, বুদ্ধিকৌশলে সুযোগমত হিরণ্যাক্ষের গুণব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাতে সেই দেববালা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা হইয়া তাপসীকে বলিল, ভগবতি! তাদৃশ পতি না পাইলে এই বিফল জীবনে কোন প্রয়োজন নাই। এই প্রকারে প্রবল কামার্ত্তা হইয়া, হিরণ্যাক্ষের কথা লইয়া, মৃগাঙ্কলেখা সেই দিবস ও রাত্রি তাপসীর সহিত যাপন করিল।

এদিকে হিরণ্যাক্ষ মৃগাঙ্কলেখার চিন্তায় দিবস যাপন করিয়া রাত্রিতে অতিকষ্টে নিদ্রিত হইলে পর, প্রভাতে দেবী পার্ব্বতী তাঁহাকে স্বপ্নে বলিলেন, বৎস! তুমি বিদ্যাধর। মুনিশাপে মানুষ হইয়াছ। আজ যাহার সাক্ষাৎ পাইয়াছিলে, সেই তাপসীর করস্পর্শেই তোমার পাপমুক্তি হইবে। পরে অল্পকালমধ্যে মৃগাঙ্কলেখাকে পত্নীরূপে লাভ করিতে পারিবে, ইহাতে সন্দেহ করিও না। কারণ, সেই রমণী তোমারই বিদ্যাধর অবস্থার পত্নী।

স্বপ্নে দেবীর এই আদেশ পাইয়া, হিরণ্যাক্ষ জাগরিত হইলেন। স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য সমাধা করত: তাপসীর নির্দেশমত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ

করিবার জন্য অমরেশ্বরের মন্দিরে যাইয়া, দেবতাকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন।

এদিকে মৃগাঙ্কলেখারও সেই রাত্রি হিরণ্যাক্ষের ভাবনায় একরূপ অনিদ্রায় অতিবাহিত হইল। অল্পসময়ের জন্য তাহার কাকনিদ্রা আসিলে, তাহাকেও দেবী এই স্বপ্ন দিলেন, বৎসে! তোমার পূর্ব্ব বিদ্যাধরস্বামী বর্ত্তমানে হিরণ্যাক্ষ হইয়াছে। তাপসীর করস্পর্শে শাপমুক্ত হইলে, তুমি তাহাকেই পতিরূপে পাইবে। অতএব তুমি কাতরা হইও না। এই স্বপ্নদর্শনের পর মৃগাঙ্কলেখা জাগরিতা হইয়া, তাপসীকে স্বপ্নবৃত্তান্ত জানাইল। তাপসী ইহা শুনিবামাত্র মর্ত্ত্যে উপস্থিত হইয়া অমরেশক্ষেত্রে হিরণ্যাক্ষের সাক্ষাৎকার পাইয়া বলিলেন, বৎস! বিদ্যাধরলোকে আগমন কর। এই বলিয়া তিনি তাহার গাত্রস্পর্শ করিলেন ও হাত ধরিয়া আকাশ-পথে উঠিয়া গেলেন। তখন হিরণ্যাক্ষ বিদ্যাধরেশ্বর হওয়ায়, পূর্ব্ব-জাতিবৃত্তান্ত স্মৃতিপথে আসিল। তখন তিনি তাপসীকে জানাইলেন, হিমালয়ের বজ্রকূট নগরে, আমি অমৃততেজা নামে বিদ্যাধরনরপতি ছিলাম। মুনির অবমাননা করায়, তাঁহার কোপে মনুষ্য হইয়াছিলাম। আপনার করস্পর্শে আমার শাপের অবসান হইয়াছে।

শাপগ্রস্ত হইবার সময় আমার যে সহধর্ম্মিণী দুঃখে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, সেই প্রণয়িণী পূর্ব্ব-পত্নীই আজি মৃগাঙ্কলেখা হইয়াছে। আপনার সহিত তথায় যাইয়া তাহাকে গ্রহণ করিব। আজি আপনার করস্পর্শে শাপমুক্তির সঙ্গে সঙ্গে আমার পূর্ব্ব-পবিত্রতা ফিরিয়া আসিয়াছে। এই কথা বলিয়া অমৃততেজা তাপসী সমভিব্যাহারে আকাশপথে হিমালয়ে পৌঁছিলেন ও উপবনমধ্যে মৃগাঙ্কলেখাকে দেখিতে পাইলেন। মৃগাঙ্কলেখাও তাপসীর সঙ্কেতানুসারে অমৃততেজাকে দেখিলেন। এই দম্পতীর অন্তঃকরণ উভয়ের কানের ভিতর দিয়া প্রথমে পরস্পরের ভিতর গিয়াছিল। এখন আবার দৃষ্টিপথ ধরিয়া পরস্পরের ভিতর প্রবেশ করিল। ইহা বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার! অমৃততেজা তাপসীর মুখ দিয়া মৃগাঙ্কলেখাকে জানাইলেন, আমাদের বিবাহ সম্পাদনের জন্য তোমার পিতাকে আমূলবৃত্তান্ত জ্ঞাপন কর। ইহাতে মৃগাঙ্কলেখা যদিও প্রথমে রমণীসুলভ লজ্জায় নতমুখী হইল, তথাপি তৎপরেই সখী দ্বারা পিতাকে সকল বৃত্তান্ত জানাইল। পিতা বিদ্যাধরেশ্বরও ইতিপূর্ব্বে এই বৃত্তান্ত ভগবতী পার্ব্বতীর মুখে স্বপ্নে অবগত হইয়াছিলেন। এক্ষণে কন্যার কথায় উদ্বুদ্ধ হইয়া, অমৃততেজাকে সসম্মানে স্বভবনে আনাইলেন এবং বিধিবিধানমতে তাহার হস্তে মৃগাঙ্কলেখাকে সম্প্রদান করিলেন। অমৃততেজাও পত্নী-সমভিব্যাহারে স্বরাজধানী বজ্রকূটে গমন করিয়া রাজ্য গ্রহণ করিলেন এবং মানবজন্মের পিতা কনকাক্ষকে তাপসী দ্বারাই রাজভবনে আনয়ন-করতঃ বিশেষ সম্মান করিলেন ও প্রচুর ভোগ্য-বস্তু দান করিয়া বিনয়সহকারে স্বস্থানে পাঠাইলেন। বিদ্যাধর মৃগাঙ্কলেখার সহিত সেই বহু সম্পদও বহুকাল ধরিয়া উপভোগ করিলেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, পূর্ব্বকর্ম্ম ফলে যাহার যেরূপ ভোগ নির্দ্ধারিত থাকে, তাহা অসম্ভব হইলেও অতর্কিতভাবেই ঘটিয়া থাকে।

অতঃপর নরবাহনদত্ত শক্তিযশার নিমিত্ত দারুণ উৎকণ্ঠায় থাকিলেও গোমুখ বর্ণিত বৃত্তান্ত সমুদয় শ্রবণ করিয়া শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিবামাত্র নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন।

ষট্‌ষষ্টিতম তরঙ্গ

যক্ষদম্পতীর উপাখ্যান

পরদিন আবার রজনীযোগে মন্ত্রী গোমুখ নরবাহনদত্তের চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত আর এক নূতন কথার অবতারণা করিলেন।

যুবরাজ! পুরাকালে ভগবান্ ভবানীপতির বীরেশ্বর নামক সিদ্ধক্ষেত্রে বহুশিষ্য সমভিব্যাহারে এক মহামুনি বাস করিতেন। একদিন তিনি শিষ্যগণকে বলিলেন, যদি কেহ কিছু অপূর্ব্ব ব্যাপার দেখিয়া বা শুনিয়া থাক, তাহা আমার নিকট বল। মনির বাক্য শুনিয়া এক শিষ্য বলিল, দেব! মৎশ্রুত অপূর্ব্ব ঘটনার বিষয় শ্রবণ করুন। কাশ্মীরে বিজয় নামক প্রসিদ্ধ শিবক্ষেত্রে এক পাণ্ডিত্যাভিমানী সন্ন্যাসী বাস করিতেন। সর্ব্বত্র জয়লাভ করিব, এই সঙ্কল্প করিয়া বিজয়েশ্বর মহাদেবকে প্রণামপূর্ব্বক তিনি একদিন বিচার করিবার জন্য পাটলীপুত্র অভিমুখে গমন করিলেন। পথে বহু বন, নদী ও পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া এক অরণ্যে পৌঁছিলেন। তথায় পরিশ্রান্তবোধে এক বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এমন সময় তিনি এক দণ্ডকমণ্ডলুধারী ধার্ম্মিক পুরুষকে তথায় আসিতে দেখিলেন। তাঁহার ধূলিধূসরিত শরীর দেখিয়া সহজেই অনুমান হইতেছিল যে, তিনি বহু পথ চলিয়া আসিয়াছেন।

ধার্ম্মিক সেখানে উপবেশন করিলে, সন্ন্যাসী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন এবং কোথায় যাইবেন? ধার্ম্মিক বলিলেন, সখা! বাগ্দেবীর বিলাসক্ষেত্র পাটলীপুত্র হইতে আমি আসিতেছি এবং পণ্ডিতদিগকে বিচারে হারাইবার জন্য কাশ্মীর যাইতেছি।

ধার্ম্মিকের কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী ভাবিলেন, পাটলীপুত্রের এই একটি পণ্ডিতকে এখন যদি বিচারে পরাজয় করিতে না পারি, তবে তথায় গিয়া বহু পণ্ডিতকে কি করিয়া পরাজয় করিব?

অতঃপর সন্ন্যাসী তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, বল দেখি ভাই, এ কি তোমার বিপরীত চেষ্টা। তুমি মুক্তিকামী ধার্ম্মিক, তোমার কি বিচার করার ব্যসনে আসক্ত হওয়া উচিত? তুমি সংসার হইতে মুক্তি চাহিতেছ, অথচ বিদ্যাভিমানরূপ বন্ধনে বদ্ধ হইতেছ, ইহা অগ্নি দ্বারা তাপ উপশম বা হিম দ্বারা শীত দূর করার মত নিতান্তই অসম্ভব বাসনা। মূর্খের ন্যায় পাথরের নৌকাতে সাগর পার হইবার ইচ্ছা করিতেছ ও প্রজ্বলিত অগ্নিকে বায়ু দ্বারা নির্ব্বাপিত করিবার চেষ্টা পাইতেছ। আরও দেখ, ক্ষমা ব্রাহ্মণের স্বভাব, বিপন্নের রক্ষা করা ক্ষত্রিয়ের স্বভাব, বিবাদ করা রাক্ষসের স্বভাব আর শমগুণই হইল মুমুক্ষুর স্বভাব; সুতরাং যিনি সংসারক্লেশে ভীত হইয়া মুক্তি কামনা করেন, তাঁহার পক্ষে অগ্রে বিবাদজনিত দুঃখকে দূরে ফেলিয়া শম ও দমগুণ ধরিয়া থাকাই উচিত, অতএব তুমি এই সংসারবৃক্ষকে শান্তিগুণরূপ কুঠার দ্বারা আঘাত করিয়া কাটিয়া যাও, কদাচ তার্কিকতাভিমানরূপ জল দ্বারা সেচন করিয়া বদ্ধমূল করিও না।

সন্ন্যাসীর এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া ধার্ম্মিকের মহা সন্তোষ হইল। তিনি সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, আপনি আমার গুরু হইলেন, আর বিচারে কাজ নাই। এই কথা বলিয়া তিনি আর কোন কথা না বলিয়া যে ভাবে আসিয়াছিলেন, তেমনি ফিরিয়া গেলেন।

সন্ন্যাসী সেই বৃক্ষতলে বসিয়া আছেন, এমন সময় শুনিলেন, বৃক্ষের উপরে এক যক্ষ নিজ পত্নী যক্ষীর সহিত কৌতুক করিতেছে। ক্রমে বুঝিলেন যে যক্ষ একছড়া ফুলের মালা ছুড়িয়া যক্ষীকে আঘাত করিল, ধূর্ত্তা যক্ষী সেই আঘাতে মরার ভাণ করিয়া পড়িয়াছে, ইহাতে তাহাদের ছেলেমেয়েরা কাঁদিতে লাগিল; ক্ষণকাল পরে যক্ষী চেতনপ্রাপ্তার মত চোখ চাহিল ও বল পাইল। এই ব্যাপারে যক্ষ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি দেখিয়াছ?

যক্ষী ইহার উত্তরে জানাইল, প্রিয়তম! তুমি আমাকে ফুলের মালার আঘাত করিলে আমার বাহ্যজ্ঞান লোপ হইল। অন্তর্জ্ঞানে দেখি যে, এক কৃষ্ণকায় ভীষণ পুরুষ সম্মুখে উপস্থিত, তাহার চোক্ দুটি যেন জ্বলিতেছে, মস্তকের কেশসকল উঁচু হইয়া রহিয়াছে, হস্তে পাশঅস্ত্র ধারণ করিয়া আছে এবং নিজের দেহকান্তিতে চারিদিক্ অন্ধকারময় করিতেছে। সেই দুষ্ট আসিয়াই আমাকে যমালয়ে লইয়া গেল, কিন্তু তথাকার অধ্যক্ষেরা বারণ করিল বলিয়া সে তখনই আমাকে ছাড়িয়া দিল।

যক্ষিণীর এই কথা শুনিয়া যক্ষ হাস্য করিয়া বলিয়া উঠিল, স্ত্রীজনের ব্যবহার ইন্দ্রজাল ভিন্ন কিছুই নহে, সকলই মিথ্যা। ফুলের আঘাতে মৃত্যু এবং যমালয়ে যাওয়া ও ফিরিয়া আসা এ সকলই অসম্ভব। রে মূর্খে! পাটলীপুত্র নগরের যে রমণীর বৃত্তান্ত আজি তুমি অনুকরণ করিয়াছ, তাহা বলিতেছি, শুন।

তথায় বর্ত্তমানে সিংহাক্ষ নামে এক রাজা আছেন। সেই রাজার মহিষী মন্ত্রী, সেনাপতি ও বৈদ্যের পত্নীদিগকে সঙ্গে লইয়া এক শুক্লা ত্রয়োদশীতে সরস্বতীদেবীর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় সরস্বতীতীর্থে গমন করেন। তাঁহাদের গন্তব্যপথের মধ্যে এক কুঁজো, এক কাণা, এক পঙ্গু ও এক কুষ্ঠরোগী বসিয়াছিল। তাহারা মিলিত হইয়া রাজপত্নীর নিকট এই প্রার্থনা করিল, আমরা অকর্ম্মণ্য, রোগার্ত্ত ও অতি দরিদ্র, আমাদিগের প্রতি দয়া প্রকাশে তাদৃশ ঔষধি ও খাদ্য প্রদান করুন, যাহাতে আমরা নীরোগ হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারি। এই সংসারসমুদ্র তরঙ্গের ন্যায় চঞ্চল ও বিদ্যুতের মত ক্ষণস্থায়ী, যাত্রা প্রভৃতির ন্যায় ক্ষণিক সুন্দর; সুতরাং এই অসার সংসারে গরীবের প্রতি দয়া করিয়া দান করাই হইল সার। গুণবান্ হইয়া কে বাঁচিতে না চায়, আর ধনবান্‌কে দান করিলে কোন ফল নাই। তৃপ্ত ব্যক্তির ভোজনে, শীতার্ত্তের চন্দনে, শীতকালে মেঘোদয়ে কি প্রয়োজন? সুতরাং আমরা গরীব, আমাদের এই বিপদ হইতে উদ্ধার করুন। ইহা শুনিয়া রাজপত্নী প্রভৃতিরা পরস্পরে বলিলেন, দেখ ভগিনীরা, এই অসহায় ও ব্যাধিগ্রস্তেরা ভাল কথাই বলিতেছে, আমাদের উচিত, সর্ব্বস্ব দিয়াও ইহাদের চিকিৎসা করান ও বাঁচাইয়া রাখা।

পরস্পরে এই আলোচনা করিয়া তীর্থে গিয়া সরস্বতীদেবীর পূজা সমাপন করিলেন এবং ফিরিবার মুখে এক এক রমণী এক এক জনকে নিজ ভবনে আনাইলেন ও নিজের নিজের স্বামীকে দিয়া ভাল ভাল ঔষধি ও খাদ্য আনাইয়া দিলেন এবং তাহাদের সেবার জন্য নিজেরাই সর্ব্বদা কাছে রহিলেন, অল্পক্ষণও তাহাদের সম্পর্ক ছাড়িলেন না। এইরূপে ক্রমে তাহাদের সহিত অনুক্ষণ একত্র বাসনিবন্ধন রাজমহিষীদের এরূপ কামভাব প্রবল হইয়া উঠিল যে, সেই আশ্রিতদের সঙ্গেই তাঁহাদের কামপ্রবৃত্তি সফল হইতে লাগিল। তাঁহারা সংসারে ঐ কুব্জ খঞ্জ পুরুষ ভিন্ন আর কিছুই ভাবিতেন না। কোথায় তাঁহারা রাজ্যেশ্বরদিগের অঙ্কলক্ষ্মী আর কোথায় বা অনাথ রুগ্ন পুরুষ—এ বিচার হৃদয়ে ক্ষণিকও আসিল না।

অনন্তর একদিন রাজা, সেনাপতি, মন্ত্রী ও রাজবৈদ্য প্রত্যেকেই স্ব স্ব পত্নীর দেহে নখক্ষত দন্তাঘাত, প্রভৃতি সম্ভোগচিহ্ন দেখিতে পাইয়া সন্দেহাকুল হইয়া পরস্পর এ বিষয়ের আলোচনা করিলেন। রাজা তখন তাহাদিগকে বলিলেন, তোমারা এখন পত্নীকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না। অগ্রে আমার সাধ্বী মহিষীকে যুক্তিসহকারে এ কথাটি জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি। এই বলিয়া রাজা সকলকে বিদায় দিলেন ও অন্তঃপুরে পৌছিয়া গোপনে রাজ্ঞীকে স্নেহ ও ভয় দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার ওষ্ঠাধরে কে কামড়াইয়াছে, তোমার পয়োধরযুগলে কাহারই বা নখের ক্ষত দেখা যায়? যদি সত্যকথা বল, তবেই মঙ্গল, নচেৎ দণ্ড লইতে হইবে। রাজার কথা শুনিয়া মহিষী কাতরভাবে ছল করিয়া এই উত্তর দিলেন, মহারাজ! যদিও বলিবার যোগ্য কথা নহে, তথাপি আপনি জীবনের অধিক সামগ্রী, আপনাকে না বলিয়াই বা কি করি। এক্ষণে এই অভাগিনীর মুখে আশ্চর্য্য ঘটনা শ্রবণ করুন। প্রত্যেক রাত্রিতে এই চিত্রিত গৃহভিত্তি হইতে এক শঙ্খ-চক্র-গদাধারী পুরুষ বাহির হইয়া আমাকে সম্ভোগ করেন, প্রভাতে আবার ভিত্তিতেই অন্তর্হিত হন। চন্দ্রসূর্য্য পর্য্যন্ত আমার যে অঙ্গ কখন দেখিতে পান না, মহারাজ জীবিত থাকিতেই অতর্কিত পুরুষ আসিয়া আমার সেই অঙ্গের এইরূপ অবস্থা করিতেছে, ইহাতে বড়ই ক্ষোভ ও লজ্জা হয়। ইহার প্রতীকার আপনিই করুন।

মূর্খ রাজা ইহা শুনিয়া পত্নীকে সত্যসত্যই দুঃখিত বলিয়া বুঝিলেন ও এ সকল ভগবান্ বিষ্ণুর মায়া অবধারণ করিয়া তাহার কথায় বিশ্বাস করিলেন এবং মন্ত্রীদের সে কথা জানাইবামাত্র, সেই মূর্খেরাও নিজ নিজ পত্নীদিগকে ভগবান্ গোবিন্দই সম্ভোগ করিয়া যান বুঝিয়া কোন কথাই আর উত্থাপন করিল না।

যে রমণীরা ধূর্ত্তা হয়, তাহারা এইপ্রকার মিথ্যা রচনার চাতুর্য্য দেখাইয়া মূর্খদিগকে ভুলাইয়া থাকে। বলি ও যক্ষি! আমি তো তাহাদের মত মূর্খ নহি যে, তোমার অসম্ভব মিথ্যাকথায় ভুলিব? এই বলিয়া যক্ষ পত্নীকে লজ্জা দিল।

বৃক্ষতলস্থিত সন্ন্যাসী এই সকল কথাই শুনিতে পাইল এবং বৃক্ষতল হইতেই কৃতাঞ্জলিপুট হইয়া সবিনয়ে যক্ষকে জানাইল, মহাশয়! আমি দৈবযোগে আপনার এই আশ্রমে আশ্রয় লইয়াছি, তাই আপনাদের সকল কথা আমার কানে গিয়াছে, তাহাতে অপরাধ লইবেন না। আমি আপনার শরণাগত।

বৃক্ষস্থিত পুরুষ সন্ন্যাসীর সত্যকথায় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, আমি যক্ষ, আমার নাম সর্ব্বস্থানগত, তোমার সরল ব্যবহারে আমি প্রীতিলাভ করিলাম। তুমি বর গ্রহণ কর। ইহার উত্তরে পরিব্রাজক যক্ষকে জানাইলেন, আপনি আপনার সহধর্মিণীর প্রতি ক্রোধ করিবেন না, ইহাই আমাকে বর দিন।

এই কথা শুনিয়া যক্ষ বলিলেন, আমি তোমার উপর সাতিশয় প্রীত হইলাম। তোমার প্রার্থিত বর তো দিলামই, এক্ষণে অন্য বর প্রার্থনা কর।

ইহাতে সন্ন্যাসী জানাইল, প্রভো! এই একটি অপর বর আমাকে দিন, আপনারা উভয়ে স্ত্রী-পুরুষে আজি হইতে আমাকে পুত্র বলিয়া গ্রহণ করুন।

এই কথা শুনিবামাত্র যক্ষ পত্নীকে সঙ্গে লইয়া সন্ন্যাসীর কাছে আসিয়া চক্ষুর্গোচর হইলেন ও বলিলেন, বৎস! আজি হইতে তুমি আমাদের একটি পুত্র হইলে। আমার অনুগ্রহে তোমার কখন কোন বিপদ্ হইবে না। তুমি সকল শাস্ত্র-বিচারে এবং বিবাদক্ষেত্রে ও দ্যূতক্রীড়ায় সর্ব্বত্র জয়ী হইবে।

যক্ষের এই আশীর্ব্বাদ শিরোধারণকরতঃ সন্ন্যাসী তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, যক্ষও অন্তর্হিত হইলেন। সন্ন্যাসী অতঃপর একরাত্রিমাত্র পথ চলিয়াই পাটলীপুত্র নগরে পৌছিলেন ও রাজদ্বারে গিয়া দ্বারপালের দ্বারা রাজসন্নিধানে বলিয়া পাঠাইলেন,

আমি কাশ্মীরাগত পণ্ডিত, মহারাজের পণ্ডিতদের সহিত বিচারপ্রার্থী।

রাজা এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিলেন। সন্ন্যাসী রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বিশেষ আদর পাইলেন ও বিচারে পণ্ডিতদের পরাভূত করিলেন। যক্ষবরে পণ্ডিত জয়ী হইয়া রাজার সম্মুখেই পুনরায় পরাজিত পণ্ডিতগণকে এইরূপে বিদ্রূপ করিলেন। হে পণ্ডিত মহাশয়েরা! আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, গৃহের অভ্যন্তরে চিত্রিত ভিত্তির ভিতর হইতে রাত্রিতে এক গদাচক্রধারী পুরুষ বাহির হইয়া, আমার ওষ্ঠাধর দন্ত দ্বারা দংশন ও স্তনদ্বয় নখ দ্বারা ক্ষত করিয়া, আমাকে সম্ভোগ করিত এবং প্রভাতে সেই ভিত্তির মধ্যে অন্তর্হিত হইত। এ ব্যাপারের আমাকে উত্তর দিন।

এই কথা শুনিয়া পণ্ডিতেরা নিরুত্তর হইলেন। কারণ, ইহার গূঢ়মর্ম তাঁহারা অবগত ছিলেন না। তাই তাঁহারা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলেন। তখন রাজা সিংহাক্ষ স্বয়ং পরিব্রাজককে বলিলেন, মহাশয় যাহা বলিলেন, আপনিই তাহার উত্তর দিন। তখন পরিব্রাজক, যক্ষের মুখে রাজমহিষী প্রভৃতির কপট চরিত্রের কথা যেরূপ শুনিয়া আসিয়াছেন, তাহা রাজার নিকট আমূল বর্ণনা করিয়া বলিলেন, মহারাজ! কেহ যেন কখনও রমণীতে আসক্ত না হয়েন। কারণ, তাহাতে ধূর্ত্ততা শিক্ষা বই আর কোন ফল হয় না।

ইহাতে রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নিজের রাজ্য দিবার ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু যখন স্বদেশানুরাগী পরিব্রাজক তাহা গ্রহণ করিলেন না, তখন রাজা তাঁহাকে প্রচুর রত্নাদিদানে সম্মানিত করিলেন। পরিব্রাজকও রাজদত্ত রত্নাদি লইয়া স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তথায় যক্ষের অনুগ্রহে পরিব্রাজকের দারিদ্র্য দূর হওয়ায়, তিনি সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। শিষ্য এই গল্প বলিয়া যখন অধ্যাপক মুনিবরকে জানাইল যে, সেই গল্প পরিব্রাজকের নিকট হইতেই শ্রুত, তখন সশিষ্য মুনিবরের বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

মন্ত্রী গোমুখ এই কথা বলিয়া পুনরায় বৎসেশ্বর-তনয়কে বলিলেন, হে কুমার! দুষ্ট রমণীদের এই প্রকার চরিত্র, বিধাতার বিচিত্র লীলা ও লোকের ব্যবহার বুঝা বড়ই কঠিন। এক্ষণে অপর এক নারীর কথা শ্রবণ কর। এই নারী একাদশটি স্বামীকে মৃত্যুমুখে ফেলিয়াছিল।

মালবদেশে এক গ্রামে অনেক জ্ঞাতিবান্ধবের সহিত একটি পুরুষ বাস করিতেন। তিন পুত্রের পর এক কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাঁহার পত্নীবিয়োগ হইল এবং কিছুদিনের মধ্যে একটি পুত্রও মরিল। সেই সময়ে অপর একটি পুত্রও বৃষের শৃঙ্গাঘাতে পঞ্চত্ব পাইল। এই অলক্ষণা কন্যা জন্মিয়া অবধি তিনটি স্বজনের মৃত্যু হওয়ায় পিতা তাহার নাম রাখিলেন, "ত্রিমারিকা"। কালে সেই কন্যা যুবতী হইলে, সেই গ্রামের এক ধনবানের পুত্র ত্রিমারিকার পিতার নিকট বিবাহের জন্য প্রার্থনা জানাইল। পিতাও যথাবিধি আনন্দোৎসবসহকারে সেই পাত্রে কন্যা-সম্প্রদান করিলেন। ত্রিমারিকা স্বামীর সহিত আনন্দে কিছুদিন যাপন করিলেই তাহার স্বামীর মৃত্যু হইল। ঐ চপলা রমণী কয়েকদিনের মধ্যে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করিল। সেও সামান্য দিনের ভিতর মৃত্যুমুখে পতিত হইল। অনন্তর সেই যৌবনমত্তা রমণী তৃতীয় পতি গ্রহণ করিল। ঐ পতিঘাতিনীর সেই পতিও অন্য পতিদের মত মরিয়া গেল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাহার দশটি পতি মরিয়া গেলে, দশমারিকা লোকের উপহাস্যা হইয়া অখ্যাতি অর্জ্জন করিল। এখনও তাহার পত্যন্তরগ্রহণে ইচ্ছা থাকিলেও, পিতা ও প্রাতিবেশীর নিষেধে তাহাতে নিরস্ত হইয়া সে পিতৃগৃহেই রহিল। একসময়ে এক সুন্দর পথিকযুবা অতিথিরূপে তাহাদের বাটীতে আসিয়া রাত্রিযাপনের অনুমতি পাইল।

আগন্তুককে দেখিয়াই দশমারিকার মন তাহাতে আসক্ত হইল। পথিকও তরুণীকে দেখিয়া তাহাকে পাইবার অভিলাষ করিল। তখন দশমারিকা কামবশে নির্লজ্জ হইয়া পিতাকে বলিল, পিতঃ! এই পথিককে আমি পতিরূপে বরণ করিতেছি। ইঁহার মৃত্যুর পরে আমি ব্রহ্মচর্য্যব্রত গ্রহণ করিব। পিতা পথিকের কর্ণগোচর হয়, এরূপ স্বরে কন্যাকে বলিলেন, মা! এ কার্য্য করিও না। বড়ই লজ্জার বিষয় হইবে। কারণ, তোমার দশটি স্বামী মরিয়াছে। এটি মরিলে সকলে হাসিবে। এ কথা শুনিয়া, লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া পথিক বলিল, আমি মরিতেছি না। কারণ, আমারও পর পর দশটি ভার্য্যা মরিয়াছে। আমি মহাদেবের পাদস্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি যে, আমরা দুজনেই সমান। এই কথা শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল।

অনন্তর গ্রামবাসীরা এই ব্যাপার জানিয়া সমবেত হইয়া এ বিষয়ে সম্মতি দিল। তখন সেই দশমারিকা

পথিককে পতিরূপে গ্রহণ করিয়া, তাহার সহিত কিছুকাল বসবাস করিল। ক্রমে সেই স্বামীও শীতজ্বরে আক্রান্ত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিল। ইহাতে সেই একাদশ মারিকা বণিককন্যা সকলের উপহাস্য হইয়া উঠিল। তখন সে উদ্বিগ্না হইয়া গঙ্গাতীরে যাইয়া সন্ন্যাসব্রত ধারণ করিল।

এই আখ্যায়িকা শুনিয়া নরবাহনদত্ত হাসিয়া উঠিলেন। পুনরায় মন্ত্রী গোমুখ এক বৃষজীবীর গল্প বলিতে আরম্ভ করিলেন।

যুবরাজ! কোন গ্রামে এক দরিদ্র বাস করিত। তাহার অনেকগুলি পোষ্য ছিল, জীবিকার সম্বল একটি বলদ ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। তাহাতে ক্রমে সংসারে খাদ্য সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া উঠিল, পরিজনেরা ক্লেশ পাইতে লাগিল, নিজেও সকল সময়ে খাইতে না পাইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। উপবাসে দিন কাটাইতে থাকিয়াও বলদটিকে সে বিক্রয় করিতে পারিল না। তখন সে দেবী বিন্ধ্যবাসিনীর সম্মুখে মাটীতে পড়িয়া ধনাভিলাষে অনাহারে থাকিয়া তপস্যা আরম্ভ করিল। দেবী তাহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে স্বপ্নে বলিলেন, ভদ্র! আর ক্লেশ করিতে হইবে না, তুমি উঠ, আমি বলি, তোমার সর্ব্বদাই একটি বলীবর্দ্দ থাকিবে, তাহাতেই তোমার সংসারে সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইবে।

এই স্বপ্ন পাইয়া সে জাগরিত হইয়া পারণ করিয়া গৃহে আসিল বটে, কিন্তু দেবীর প্রত্যাদেশেও বিশ্বাস হারাইল, তাই বলদটিকে বিক্রয় করিতে সাহস হইল না। যদি বিক্রয় করার পর আর না বলদপ্রাপ্তি ঘটে, তখন আর বাঁচিব না। এই ভাবিতে থাকিয়া ঘটনাক্রমে এক বন্ধুর কাছে স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণন করিল। সুবোধ বন্ধু তাহাকে বুঝাইল, মূর্খ, দেবী বলিয়াছেন; নিত্যই তোমার একটি বলদ থাকিবে। ইহার মর্ম্ম বুঝিতেছ না, যতই বিক্রয় কর, তুমি বলদশূন্য হইবে না। তারপর ঐরূপে একটি বলদ দেবীর কৃপায় হইবে।

বন্ধুর বাক্যে সে তাহাই করিতে লাগিল, ইহাতে সে স্বজনের সহিত সুখে জীবন কাটাইতে পারিল।

এইরূপে মানুষের সত্ত্বগুণের অনুসারে দৈব ফলবান্ হয়, সুতরাং সকলেরই সত্ত্বগুণে উদ্যোগী হওয়া উচিত, দুর্ব্বলকে সম্পদ্ কখনই আশ্রয় করে না।

আবার এক ধূর্ত্ত মন্ত্রীর ঘটনা বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

দক্ষিণাপথে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজ্যে এক ধূর্ত্ত বাস করিত, পরকে ঠকাইয়া যদিচ সে জীবিকানির্ব্বাহ করিত, তথাপি সে অন্তরে উচ্চ আশা পোষণ করিত। এই জন্য তাহার সন্তোষ ছিল না। সে একদিন ভাবিল, এরূপ সামান্য ধূর্ত্ততার বিশেষ কোন ফল নাই; কেন না, ইহার দ্বারা ভোজনাদি ব্যাপারই সম্পন্ন হইতেছে মাত্র। যাহাতে প্রচুর সম্পদ পাওয়া যায়, তাহাই কেন করি না। এই ভাবিয়া সে সম্পন্ন বণিকের বেশ ধরিয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইল এবং রাজাজ্ঞায়, রাজসন্নিধানে যাইয়া এবং কতকগুলি উপঢৌকন রাজচরণে অর্পণ করিয়া তারপর বলিল, মহারাজ! আমি গোপনে আপনাকে কিছু নিবেদন করিব। তখন রাজা ভ্রমে পড়িয়া তাহার কথাতেই সভা নির্জ্জন করিয়া দিলে, সে রাজাকে জানাইল, প্রভো! প্রতিদিন এই রাজসভাতে সকলের সম্মুখেই আপনি আমার সহিত অপরে শুনিতে না পায়, সেইভাবে কিছুক্ষণ আলাপ করিবেন। আমিও প্রতিদিন মহারাজকে এইপ্রকার পাঁচশত সুবর্ণমুদ্রা নজর দিব, ইহাই আমার প্রার্থনা, অন্য কিছুই নহে। ইহা শুনিয়া রাজা ভাবিলেন, ইহাতে আর দোষ কি? এ ব্যক্তি আমার কাছে কিছুই লইবে না, বরং প্রত্যহ পাঁচশত সুবর্ণমুদ্রা আমাকে দিবে। বিশেষতঃ এত বড় ঐশ্বর্য্যশালী বণিকের সঙ্গে আলাপ করাতেই বা আমার লজ্জা কি? এই ভাবিয়া বণিকের প্রস্তাবে তিনি সম্মত হইলেন। বণিকবেশী ধূর্ত্তও প্রতিদিন স্বীকৃত স্বর্ণমুদ্রা দিতে থাকিল ও রাজসভাতেই গোপনে রাজার সহিত কিছুক্ষণ আলাপ করিয়া যাইতে লাগিল। এই ব্যাপার দেখিয়া সকল লোকেরই ধারণা হইল যে, এই ব্যক্তি রাজার প্রধান মন্ত্রিপদ পাইয়াছে।

একদিন ঐ ব্যক্তি সভায় বসিয়া, এক কর্ম্মচারীর মুখের দিকে বারংবার তাকাইতে তাকাইতে রাজার সহিত অন্যান্য দিনের মত কথা কহিতে লাগিল। সভাভঙ্গের পর ধূর্ত্ত বাহিরে আসিলে, ঐ কর্ম্মচারী তাহার নিকট আসিয়া, তাহার মুখের দিকে বারংবার দৃষ্টিনিক্ষেপের কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

ধূর্ত্ত তখন মৃদুস্বরে মিথ্যা উত্তর দিল, দেখ, তুমি আমাদের দেশটাকে লুটিয়া লইতেছ বলিয়া রাজা তোমার উপর রাগ করিতেছিলেন। তাই আমি তোমার মুখের দিকে বারংবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছিলাম। সে যাহা হউক, আমি রাজার ক্রোধ থামাইয়া দিব। ধূর্ত্তের এই মিথ্যা বাক্য

শুনিয়া কর্ম্মচারী গৃহে যাইল এবং রাজার ক্রোধ হইতে অব্যাহতিলাভের আশায় ধূর্ত্তকে একসহস্র স্বুবর্ণমুদ্রা প্রদান করিল। ধূর্ত্ত পরদিনও পূর্ব্ববৎ গোপনে রাজার সহিত কথা কহিল এবং সভাভঙ্গের পর বাহিরে আসিয়াই সেই কর্ম্মচারীকে বলিল, দেখ, আমি যুক্তিপূর্ণ বাক্য দ্বারা রাজাকে তোমার প্রতি প্রসন্ন করাইয়াছি। তুমি ধীরতা অবলম্বন কর। এখন হইতে সকল বিষয়েই আমি তোমার রক্ষক রহিলাম।

এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া সেই কপট মন্ত্রী তাহাকে কৌশলে বুঝাইল, সেই কর্ম্মচারীও তাহাকে মধ্যে মধ্যে বিবিধ উপহারে সেবা করিতে লাগিল। সেই বুদ্ধিমান্ কপট মন্ত্রী ক্রমে এই প্রকারে অন্যান্য সকল রাজকর্ম্মচারীদের নিকট হইতে নানা কৌশলে প্রচুর ধন সংগ্রহ করিয়া পঞ্চকোটি স্বুবর্ণমুদ্রার অধীশ্বর হইল। তখনও রাজার সহিত গোপনালাপের বিরতি হইল না।

একদা ঐ ধূর্ত্ত মন্ত্রী নির্জ্জনে রাজাকে বলিল, মহারাজ! আপনাকে পাঁচশত স্বুবর্ণমুদ্রা দিয়াও আপনারই অনুগ্রহে আমি পাঁচকোটি স্বুবর্ণমুদ্রা অর্জ্জন করিতে পারিয়াছি। এখন প্রসন্ন হইয়া আপনারই ধন আপনি গ্রহণ করুন। আমি এই ধনের অধিকারী নহি। এই বলিয়া ধূর্ত্ত মন্ত্রী রাজার সম্মুখে সমুদয় ধন প্রদান করিল। রাজাও সেই ধনের অর্দ্ধেক গ্রহণ করিয়া, প্রীত হইয়া তাহাকে প্রধান মন্ত্রিপদে বসাইলেন। এইরূপে সেই ধূর্ত্ত ঐশ্বর্য্য পাইয়া ভোগ ও দানের দ্বারা তাহার সদ্ব্যবহার করিল। এইরূপে বুদ্ধিমানেরা সামান্য পাপসূত্র অবলম্বন করিয়া প্রচুর ধনলাভ করে এবং কূপ খননকারীর ন্যায় সুফল পাইয়া দোষ নিবারণ করিয়া থাকে।

এই কথা বলিয়া মন্ত্রী গোমুখ আবার যুবরাজকে বলিলেন, আপনি এখন বিবাহের নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছেন, সুতরাং তাহারই অনুকূলে এক আখ্যান কহিতেছি, শ্রবণ করুন।

রত্নাকর নগরে বুদ্ধিপ্রভ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি গর্ব্বিত শত্রুদের নিকট মত্ত হস্তীর নিকট পশুরাজ সিংহের ন্যায় বিক্রান্ত ছিলেন, তাঁহার রত্নলেখা নামিকা প্রধান মহিষীর গর্ভে হেমপ্রভা নামে এক অপূর্ব্ব সুন্দরী কন্যা জন্মিয়াছিল।

সেই কন্যা পূর্ব্বজন্মে বিদ্যাধরী ছিল, কিন্তু অভিশাপবশে পৃথিবীতে রাজকন্যা হইয়া জন্মিয়াছে, তাই তাহার অন্তরে আকাশপথে বিচরণ করিবার শক্তি ছিল, অথচ বাহিরে স্ফূর্ত্তি না পাইলেও যখন-তখন দোলায় চড়িয়া শূন্যে দোল খাওয়ার প্রবল আসক্তি ছিল। পিতা তাহাকে পড়িয়া যাইবার ভয় দেখাইয়া ঐ কার্য্য করিতে নিষেধ করিতেন; কিন্তু সে নিবৃত্তা হইত না।

একদিন তাহার পিতা এই প্রকার অবাধ্যতায় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার গাত্রে একটি চাপড় মারিয়াছিলেন, ইহাতে রাজকন্যার পিতার উপর অভিমান হইল এবং কিছু পরে চিন্তা করিয়া বনে বেড়াইতে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল ও পিতার অনুমতি লইয়া নগরোপান্তস্থিত উদ্যানে গমন করিল। সেখানে পরিজনেরা যখন মধুপানে মত্ত হইয়া এদিকে-সেদিকে ঘুরিতে লাগিল, তখন হেমপ্রভা অবসর বুঝিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিবার ছলে তাহাদের দৃষ্টিপথের বাহিরে চলিয়া গেল। তারপর একেবারে নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিল এবং তথায় নিজেই তৃণপত্রাদি সংগ্রহ করিয়া কুটীর প্রস্তুত করিল এবং তাহাতে বাসকরতঃ বনজাত ফলমূল ভোজন করিতে থাকিয়া শিবের আরাধনায় ব্যাপৃতা হইল।

এদিকে তাহার পিতা কন্যা কোথায় গেল বলিয়া বহু অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু কোন প্রকারে সন্ধান না পাইয়া দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়া কষ্টে কালযাপন করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে কন্যার অভাবজনিত দুঃখ যখন কিয়ৎপরিমাণে কমিয়া আসিল, তখন তিনি চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত মৃগয়াভিলাষে বাহির হইলেন। মৃগয়াভিলাষী রাজা ভ্রমণ করিতে করিতে যেখানে তাঁহার কন্যা হেমপ্রভা তপস্বিনী হইয়া বাস করিতেছিল, দৈবযোগে সেই গহন কাননের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। রাজা বনমধ্যে পর্ণকুটীর দেখিয়া নিঃশঙ্কমনে তাহার ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তাঁহারই হেমপ্রভা তপস্যার ক্লেশে ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া বসিয়া আছে।

হেমপ্রভাও হঠাৎ পিতাকে দেখিয়াই দাঁড়াইল ও পিতার চরণযুগল জড়াইয়া ধরিল। রাজা কন্যাকে পাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। পিতাপুত্রী উভয়েই বহুদিন পরে অতর্কিত সাক্ষাৎকারে এরূপ কাঁদিতে লাগিলেন যে, তাহা দেখিয়া বনের পশুপক্ষীরাও না কাঁদিয়া থাকিতে পারিল না।

তখন রাজা কন্যাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, বৎসে! তুমি রাজসম্পদকে তুচ্ছ করিয়া কেন এমন

ক্লেশ স্বীকার করিতেছ? বনবাস ত্যাগ করিয়া তোমার স্নেহময়ী জননীর কাছে চল।

পিতার এই কথা শুনিয়া কন্যা তাঁহাকে জানাইল, পিতঃ! এ সকলই বিধির বিধানে। আমি নিজ সামর্থ্যেই এই কঠোর কর্ম্মে প্রবৃত্তা হই নাই। আমি আর ভোগবাসনা পূরাইতে গৃহে যাইব না। তপস্যায় বেশ শান্তি পাইতেছি; সুতরাং এ সঙ্কল্প হইতে আমায় বিচ্যুতি ঘটাইবেন না।

হেমপ্রভা পিতাকে এই কথা বলিয়া যখন সঙ্কল্প হইতে বিরত হইল না, তখন পিতা সেই স্থানেই তাহার জন্য একটি মন্দির প্রস্তুত করাইয়া দিলেন এবং রাজধানী হইতে প্রত্যহ তথায় অতিথি-সৎকারের জন্য প্রচুর ভোজ্য ও বস্ত্রাদি পাঠাইতে লাগিলেন।

হেমপ্রভাও নিজে পূর্ব্বমত বন্য ফলমূলমাত্র আহার করিতে লাগিলেন এবং প্রতিদিন পিতার প্রেরিত অন্নবস্ত্রাদি দ্বারা অতিথিদের পরিতোষ বিধান করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছুকাল গত হইলে এক দিবস এক সন্ন্যাসিনী পর্য্যটন করিতে করিতে হেমপ্রভার আশ্রমে আসিলেন। সন্ন্যাসিনীকে দেখিলেই মনে হয় যে, তিনি আজন্ম কুমারী থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া আসিতেছেন। হেমপ্রভা তাঁহার যথেষ্ট সৎকারপূর্ব্বক ভোজনাদি করাইয়া পরিতৃপ্তকরতঃ তাঁহার এই কঠোর সন্ন্যাসব্রত ধারণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

সন্ন্যাসিনী উত্তর দিলেন—ভগিনি! আমি কুমারীকালে একদিন পিতার দুই পা টিপিতেছিলাম, ক্রমে আলস্যবশতঃ নিদ্রায় চোখদুটি ঢুলিতেছিল বলিয়া হাত অবশ হইয়া গেল। ইহা দেখিয়া পিতা আমাকে কি রে ঘুমাইতেছিস না কি? এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে পদাঘাত করিলেন। তাহাতে আমার এরূপ অভিমান হইল যে, তদ্দণ্ডেই আমি বাটী হইতে বাহির হইয়া একেবারে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বসিয়াছি।

হেমপ্রভা সন্ন্যাসিনীর বৃত্তান্ত শুনিয়া তাহাকে নিজেরই সমধর্ম্মিনী বলিয়া বুঝিলেন ও ভগিনীর ন্যায় আগ্রহপ্রকাশে তাহাকে নিজের বনবাসের সহচরী করিয়া রাখিলেন।

একদিন হেমপ্রভা প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়াই সহচরী ব্রহ্মচারিণীকে বলিলেন, ভগিনি! গত রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিয়াছি, আমি যেন এক বিশাল নদী পার হইতেছি, পরপারে পৌঁছিয়া এক শ্বেতহস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিলাম। সেই হাতী ক্রমে আমাকে এক পাহাড়ে লইয়া গেল, তথায় এক অপূর্ব্ব মন্দিরে ভগবান্ মহাদেব প্রতিষ্ঠিত আছেন দেখিয়া হাতী হইতে নামিয়া দেবতার সম্মুখে বসিলাম এবং বীণাসংযোগে স্তবগান করিতে লাগিলাম। এমন সময় দেখি এক দিব্য পুরুষ সম্মুখে উপস্থিত। তাঁহাকে দেখিবার পর তোমাকে সঙ্গে লইয়া আকাশমার্গে উঠিয়া চলিলাম। এই পর্য্যন্ত স্বপ্ন দেখার পরই জাগিয়া পড়িলাম, এদিকে রাত্রিও প্রভাত হইয়া গেল।

এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, সখি! তুমি সামান্যা মানবী নহ; নিশ্চয়ই কোন দেবরমণী শাপদোষে মর্ত্ত্যে আসিয়া মানবী হইয়াছ! তোমার এই স্বপ্ন হইতে বুঝা যায় যে, তোমার শীঘ্র শাপের অবসান হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সখীর এই কথায় রাজকন্যার বিশেষ আস্থা হইল। ক্রমে দিবাকর যখন সমধিক প্রকাশ পাইলেন, তখন তথায় অশ্বে আরোহণ করিয়া এক রাজপুত্র উপস্থিত হইলেন। তিনি তাপসী হেমপ্রভাকে দেখিয়া অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলেন এবং অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া রাজকন্যাকে অভিবাদন করিলেন। রাজকন্যাও তাঁহার যোগ্য সৎকার বিধান করিলেন ও তাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিতা হইলেন। রাজপুত্র নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিলে পর রাজকন্যা জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাত্মন্! আপনি কে?

রাজপুত্র উত্তর করিলেন, হে মহাভাগে! প্রতাপসেন নামে এক যশস্বী রাজা আছেন। তিনি পুত্রকামনায় শিবের উদ্দেশে কঠোর তপস্যা করেন। ভগবান্ তাঁহার উপর প্রসন্ন হইয়া প্রত্যক্ষ হইলেন ও বর দিলেন, শাপভ্রষ্ট কোন বিদ্যাধরই তোমার পুত্ররূপে জন্মিবে; কিন্তু ঐ পুত্রের শাপাবসানসময় উপস্থিত হইলে স্বস্থানে প্রস্থান করিবে, পরে অন্য এক পুত্র জন্মিবে, তাহা হইতেই তোমার বংশ ও রাজ্যরক্ষা হইবে। এই বলিয়াই ভগবান্ অন্তর্হিত হইলে রাজাও তপস্যা হইতে নিবৃত্ত হইলেন। কালক্রমে তাঁহার পর পর দুইটি পুত্রই জন্মিল। প্রথমটির লক্ষ্মীসেন ও দ্বিতীয়টির শূরসেন নামকরণ হইল। হে রমণি! আমি সেই প্রতাপসনের জ্যেষ্ঠপুত্র লক্ষ্মীসেন। আমি মৃগয়া করিতে বাহির হইয়াছিলাম, বায়ু তুল্য বেগশালী অশ্ব আমাকে এখানে আনিয়া ফেলিয়াছে।

রাজপুত্র এইরূপে নিজের বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া তাপসীকে তাঁহার পরিচয়াদি বলিতে অনুরোধ করিলেন।

রাজকন্যা যেমনই নিজের আমূল বৃত্তান্ত জানাইলেন অমনি তাঁহার পূর্ব্বজন্মের ঘটনাসকল স্মৃতিপথে আসিল। তিনি তখন আনন্দিতা হইয়া বলিলেন, মহাভাগ! তোমাকে দেখিয়া আমার পূর্ব্বজন্মের ঘটনা মনে আসিয়াছে এবং বিদ্যাধরদিগের আকাশবিচরণ ও অন্তর্দ্ধান প্রভৃতি বিদ্যা-সকল আমার স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। আমার এই সহচরী ব্রহ্মচারিণীর সঙ্গেই আমাকে শাপভ্রষ্টা বিদ্যাধরকন্যা বলিয়াই জানিবেন; আর আপনি ও আপনার মন্ত্রী উভয়েই বিদ্যাধর, আপনারা শাপভ্রষ্ট হইয়া আসিয়াছেন। এক্ষণে মন্ত্রীর সহিতই শাপমুক্ত হইলেন। আপনি আমার স্বামী আর আপনার মন্ত্রী এই সখীর স্বামী। এখন সখীর ও আমার দুইজনেরই শাপ অবসান হইল। বিদ্যাধরলোকেই আমাদের সকলের মিলন ঘটিবে।

এই কথা সমাপ্ত হইবামাত্র হেমপ্রভা ও তদীয় সহচরী দিব্যরূপ প্রাপ্ত হইলেন। রাজকুমার লক্ষ্মীসেন এই সব দেখিয়া ও শুনিয়া যারপরনাই বিস্মিত হইলেন। এই অবসরে তাঁহার মন্ত্রী তাঁহারই অনুসন্ধানে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

রাজপুত্র মন্ত্রীকে সমাগত দেখিয়া যেমনি বর্ত্তমান ঘটনা সমুদয় জ্ঞাপন করিলেন, অমনি রাজা বুদ্ধিপ্রভ কন্যাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হৃদয়ে তথায় আসিয়া পৌঁছিলেন; কিন্তু কন্যাকে দেখিতে না পাইয়া লক্ষ্মীসেনকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। লক্ষ্মীসেন যে-সকল ঘটনা তথায় দেখিয়াছেন ও শুনিয়াছেন, সে সমুদয় আনুপূর্ব্বিক রাজা বুদ্ধিপ্রভকে জানাইয়া দিলেন। ইহাতে বুদ্ধিপ্রভ অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। এই অবসরে লক্ষ্মীসেনের ও তাঁহার মন্ত্রীর শাপাবসান হইল। তখন পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত স্মৃতিপথে আসায় তাঁহাদের বিদ্যাধরোচিত বিদ্যারও বিকাশ হইল। তাঁহারা বুদ্ধিপ্রভকে অভিবাদন করিয়া বিদ্যাধরলোকে প্রস্থান করিলেন। তথায় পূর্ব্বপত্নী হেমপ্রভার সহিত মিলিত হইলেন এবং তাঁহাকে সমভিব্যহারে লইয়া বুদ্ধিপ্রভের উদ্বেগ শান্তির জন্য পুনরায় তথায় আগমন করিলেন এবং বুদ্ধিপ্রভকে প্রবোধ দিয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করিতে বলিলেন। লক্ষ্মীসেন ভার্য্যালাভে আনন্দিত হইয়া মন্ত্রীর সহিত বর্ত্তমানের পিতা প্রতাপসেনের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার নিকট সমস্ত ব্যাপার প্রকাশ করিলেন। জ্যেষ্ঠ বলিয়া ক্রমপ্রাপ্ত রাজ্য পিতা তাঁহাকে দিতে চাহিলেও তিনি কনিষ্ঠ শূরসেনকেই রাজা করিয়া দিলেন এবং স্বয়ং বিদ্যাধরলোকেই প্রস্থান করিলেন। তথায় হেমপ্রভার সহিত দীর্ঘকাল ধরিয়া বিদ্যাধরৈশ্বর্য্যের অনুরূপ প্রচুর ভোগসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন।

যদিও নরবাহনদত্ত শক্তিযশাকে বিবাহ করিতে উদ্বিগ্ন ছিলেন, তথাপি গোমুখবর্ণিত এই হেমপ্রভার বৃত্তান্ত শুনিয়া সে রজনী ক্ষণকালের মত সুখেই কাটাইলেন।

এই প্রকারে কয়েকদিন অতিবাহিত হইলে বিবাহবাসর আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন যুবরাজ পিতার নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, অসংখ্য বিদ্যাধরসৈন্য সূর্য্যতুল্য তেজোরাশি বিকিরণ করিতে করিতে অন্তরীক্ষ হইতে সহসা আবির্ভূত হইল। তাহাদের মধ্যেই বিদ্যাধররাজ স্ফটিকযশা যুবরাজের ভাবী ভার্য্যা নিজকন্যা শক্তিযশাকে সঙ্গে করিয়া আসিয়াছেন, ইহা দেখিবামাত্র বৎসরাজ পাদ্যঅর্ঘ্যাদি দ্বারা বিদ্যাধররাজকে প্রথমে সম্মান করিলে পর যুবরাজও ভাবী শ্বশুরের সবিনয়ে সম্বর্দ্ধনা করিলেন।

আকাশচরগণের অধিপতি স্ফটিকযশাও যথোচিত প্রতিসম্মান দেখাইলেন এবং নিজ সিদ্ধিবলে মুহূর্ত্ত মধ্যেই রত্নাদি প্রচুর দিব্য সম্পদ্ আনাইলেন এবং সেই রত্নসমূহের সহিত বৎসরাজতনয়ের ভার্য্যারূপে নির্দ্দিষ্টা নিজকন্যা শক্তিযশাকে অতি সমাদরে নরবাহনদত্তের করে সম্প্রদান করিলেন।

নরবাহনদত্ত সেই বিদ্যাধরতনয়া শক্তিযশাকে ভার্য্যারূপে পাইয়া সূর্য্যসম্পর্কে পদ্মের ন্যায় আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। স্ফটিকযশা স্বস্থানে প্রতিগমন করিলে নরবাহনদত্ত কৌশাম্বীতেই নয়নরূপ ভ্রমরকে অনুক্ষণ শক্তিযশার মুখকমলে আশক্ত রাখিয়া অতিসুখেই দিনযামিনী অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

শক্তিযশালম্বক সমাপ্ত

প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ